

মহানিৰ্বাণতন্ত্ৰম্ ।

(মূলানুবাদ সমেতম্ ।)

শ্ৰীকালীপ্রসন্ন বিদ্যারত্নেন
অনুবাদিতম্ ।

শ্ৰীদেবীমাধব ন্যায়রত্নেন
সংশোধিতম্ ।

বিবিধ শাস্ত্র প্রকাশক
শ্ৰী উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়েন
প্রকাশিতম্ ।
তৃতীয় সংস্করণম্ ।

কলিকাতা রাজধান্যাং ।

২ নং হবিমোহন বস্ত্র লেন,—“নূতন কলিকাতা বস্ত্রে”

শ্ৰীবিহারীলাল দাসেন মুদ্রিতম্ ।

সন ১৩০০ ।

ভূমিকা।

অস্তিত্ব জাতির জ্ঞান একখানি সংকীর্ণগ্রন্থ হিন্দুর ধর্মশাস্ত্র নহে এবং ব্যক্তি বিশেষের দ্বারা উহা রচিত ও লিখিত হয় নাই। হিন্দুর মূলভাষা সংস্কৃতের শক্তি বেরূপ সিন্ধ্যাবাদিনী, সেইরূপ ধর্মশাস্ত্রও অগণ্য ও অসংখ্য, এবং তত্তাবতের শক্তিও অসীম ও অপরিমিত। সে সমস্ত অমূল্যগন বা পাঠ করিলে, উহা মনুষ্যের মনঃকল্পিত বলিয়া আমাদের জ্ঞান মানবের মনে স্থান পায় না। যাহা হউক, ধর্মশাস্ত্র-সমূহের মধ্যে বেদ হিন্দুকুলের পবিত্র ও সর্বশ্রেষ্ঠ বস্তু, এবং নিত্য ও অপৌরুষেয় বলিয়া হিন্দুসমাজের সবিশেষ সম্মাননার সামগ্রী। ঈশ্বরের বাক্য বলিয়া অদ্যাপি হিন্দুসমাজের ইহার নিকটে উচ্চতরে অবনতভাবে অবহিত আছে। পুরাণ, সংহিতা, স্মৃতি ও তন্ত্র দেববাক্যবৎ হিন্দুসমাজে অচলভাবে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। যে মনুষ্যাক্যের প্রতি, এতদূর বিশ্বাস ও এতদূর শ্রদ্ধা, তাহা “বেদার্থোপনিবন্ধুৎ প্রাধান্যং হি মনোঃ স্মৃতং” এই বাক্যানুসারে অকাটা ও প্রমাণিত হইয়া রহিয়াছে। যে স্মৃতি আমাদের ধর্ম ও কাম্য কর্মের সোপান এবং চতুর্ধর্গেব উপায়, তাহাও “মধ্ববিপরীতা বা সা স্মৃতির্ন প্রশস্ততে,” (তাৎপর্য্য, যে স্মৃতি মনুষ্যাক্যের বিরোধী, তাহা সম্মাননার সামগ্রী নহে) বলিয়া হিন্দু সমাজে আদরের স্থান দাঁড়াইয়াছে। “মধ্বদ্বিবিষ্ণুহারীতযাজ্ঞবল্ক্যোশনোঃস্মিরাঃ” এই যে শ্রাক্ককালীন মন্ত্র-ব্যবহার ‘অদ্যাপি হিন্দুসমাজে প্রচলিত ও সমাদৃত দেখিতে পাওয়া যায়, মন্ত্র, অগ্নি প্রভৃতি বিংশতিসংখ্যক সংহিতাকার ধর্মশাস্ত্র-প্রযোক্তা বলিয়াই আমরা অটলভাবে অকৃত্রিম ভক্তিসহকারে এখন পর্য্যন্ত তাঁহাদিগকে হৃদয়-সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়া রাখিয়াছি। এই সংহিতা-সমূহের সারসঙ্কলনে স্মৃতির জন্ম। প্রাচীনগণীয় পূজ্যপাদ রঘুনন্দন, স্মৃতিরত্নের জন্মদাতা। তৎপ্রণীত স্মৃতি অষ্টাবিংশতি ভাগে বিভক্ত ও অষ্টাবিংশতি-তন্ত্র নামে পরিচিত; এখনও বঙ্গদেশে রঘুনন্দনের নিকটে ঋণী ও কৃতজ্ঞ। ধর্মশাস্ত্রনিচয়ের মধ্যে তন্ত্র গ্রন্থ অগ্রতর। ইহা হিন্দুসমাজে পবিত্রতায় প্রামাণিকতায় ও সারবত্তায় বেদবৎ বিশ্বাসভূমি। বিশেষতঃ শিবমুখে প্রচারিত হওয়াতে, ইহাতে হিন্দুসমাজের কূতর্ক, অবিশ্বাস, অযুক্তি বা অসারতা স্থান পাওয়া দূরে থাকুক, সন্দেহ স্থাপন পর্য্যন্ত হইতে পারে না এবং ইহাবার কথাও নহে। বর্তমান কালে সভ্যতার রীতি ও রুচির অনুসারে তন্ত্রের বয়ঃক্রম জানিবার জন্য অনেকের কোতূহল জন্মিতে পারে এবং ইংরাজী নিয়মানুসারে খৃষ্ট জন্মবার এতদূরত্বর পূর্বে ইহা প্রণীত হইয়াছে এরূপ কথা শুনিতে অনেকের বাসনাও বলবতী হইবার কথা, কিন্তু আমরা বিনীতভাবে সজ্ঞান জানাইতেছি যে, সাধারণকে এ সম্বন্ধে পরিতুষ্ট করিতে আমরা সম্পূর্ণরূপে অক্ষম ও অপারগ; কারণ যে বিষয় শাস্ত্রে উল্লেখ নাই এবং সদাশিব যাহা স্থির করিয়া যান নাই, প্রত্যুত এরূপ যৌনিকরূপ করাকে কর্তব্য বলিয়া বোধ করেন নাই, আমরা কোন্ সাহসে, কোন্ যুক্তিতে অকারণ কল্পনামূলিককে নিষেধণ করিয়া তদ্বিরূপে প্রবৃত্ত হইব। তবে তন্ত্র-সম্বন্ধে গভীর অনুসন্ধান এই পর্য্যন্ত বলা যাইতে পারে যে; মনুষ্যজাতির প্রকৃতিগত বৈষম্যানুসারে ভিন্ন ভিন্ন উপাসনার পথ আবিষ্কারের প্রয়োজন বলিয়া অধিকারি-ভেদে পৃথগাকারের ধর্মশাস্ত্র রচিত ও প্রচলিত হইয়াছে। বেরূপ বেদোক্ত ধর্ম(প্রাণায়াম, প্রতাহার, ধ্যান, ধারণা ও সমাদিত) এই পঞ্চ প্রকার উপাসনার ব্যবস্থা, বৈষ্ণব ধর্ম যে প্রকার, শাস্তি দাত, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর এই পাঁচটি সাধনা, সেইরূপ শক্তি-সাধনার (মহা, মাদ্য, মন্ত্র, মৈত্র্য ও মূর্ত্তা) প্র

পাচ প্রকার উপাসনা দেখিতে পাওয়া যায়। সকল ধর্মশাস্ত্রের বিহিত উপাসনাই পরমাধ-
 লাভের উপায় বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে, সুতরাং মূলভিত্তিতে কোন পার্থক্য নাই, তবে যে
 বাহ্য-ভিন্নতা দৃষ্ট হয়, তাহা কেবল অবিকারী ভেদে ঘটিয়া থাকে। কি পরিতাপ, কি আক্ষেপ,
 ও কি মর্শ্বণীড়ার কথা যে, প্রকৃত-তত্ত্ব ও জ্ঞানের অভাবে স্থূলবুদ্ধি মানব শিবভক্ত হইয়া
 বৈষ্ণবকে, বৈষ্ণব হইয়া শৈবকে এবং শাক্ত হইয়া অন্তোপাসককে ঘৃণা প্রদর্শন করেন, কিন্তু
 “সর্বং ধর্মিণং ব্রহ্ম, হরগোষ্ঠাশ্রয়কং জগৎ, ও সর্বং বিষ্ণুময়ং জগৎ,” এই মূলমন্ত্রের প্রতি লক্ষ্য
 করেন না। বলিতে কি তাঁহারা যাহাকে শ্রীত ও সম্বলিত করিতে যান, বুদ্ধি ও কার্য্যদোষে
 তাঁহারই অপ্রীতি ও অসন্তোষ সাধন করিয়া থাকেন, এই জন্তই শাক্ত বৈষ্ণবে ঘোর যুদ্ধ। অন্তরের
 কথা দূরে থাকুক, পরমজ্ঞানী বেদব্যাসও এ ভ্রমের হস্ত হইতে অব্যাহতি পান নাই।

অনুসন্ধানে জানা গিয়াছে যে, ভারতে সাকল্যে ২২২ খানি তন্ত্র প্রচারিত হইয়াছে, এই
 সকল তন্ত্র তিন সম্প্রদায় বিভক্ত। ইহার মধ্যে গোড়দেশে ৬৪ খানি তন্ত্র প্রচলিত ও ব্যবহৃত ;
 এতদ্ব্যতীত বাক্যীরা বিষ্ণুকান্ত নামে পরিচিত। এই সম্প্রদায় হইতে সংগ্রহ পূর্বক প্রাচীনতম
 কৃষ্ণানন্দ, তন্ত্রসার প্রণয়ন করেন। ব্রাহ্মকান্ত সম্প্রদায় মধ্যে যে ৬৪ খানি তন্ত্র প্রচলিত আছে,
 তাহার নেপাল ও অন্তর্ভুক্ত অঞ্চলেই ব্যবহার আছে, মহানির্দোষ তন্ত্র ইহার অন্তর্গত। আমাদের
 ভাগ্যদোষে কালবেশে অনেকানেক তন্ত্র যে অবিকারিত হইয়া অন্তর্য স্থান লাভ করিয়াছে,
 তাহারও যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। বাহা হউক স্থিরমনে অনুশীলন করিলে জানা যায় যে, বেদ
 হইতে তন্ত্রশাস্ত্রের জন্ম হইয়াছে, ব্রহ্মজ্ঞান প্রাপ্তির পক্ষে এই গ্রন্থই অমূল্য পদ্ম ও একপ্রকার
 সোপান। ইহা আমাদের নিজের কথা নহে, আমাদের অবলম্বিত গ্রন্থই এ সম্বন্ধে প্রকৃত
 প্রমাণ। ইহাতে ব্রহ্মোপাসনা-সম্বন্ধে বিবিধ সন্নিবেশিত আছে। সগুণ উপাসনার চিত্তশুদ্ধি
 ঘটিলে লোকে যে জাতি হউক না, অন্যায়সে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিতে পারে। ফল কথা, যে কাল
 পর্য্যন্ত সাধনার সাহায্যে সগুণ-ভাব দূর হইয়া নিগুণ অবস্থার উপাসনাদি না হয়, সে কাল
 পর্য্যন্ত সাকারভাব পরিত্যাগের উপায়ান্তর নাই। বর্তমানকালের নিরাকার সম্প্রদায়ীরা মহা-
 নির্দোষের স্থানে স্থানে আপনাদের উদ্দেশ্যোপযোগী বচন সংগ্রহ করিয়া নূতন আকারে এক ধর্মের
 অবতারণা করিয়াছেন, এবং আদ্যোপান্ত পরিত্যাগ পূর্বক মূলতত্ত্ব না বুঝিয়া দাধারণের
 চক্ষে ধূলি মুষ্টি নিক্ষেপ করিতে উদ্যত হইয়াছেন। এই জন্ত ৪৫ খানি মহানির্দোষ সংগ্রহ
 করিয়া যতদূর সরল, শুদ্ধ ও প্রকৃত সুরসংলগ্ন অমূল্য হইতে পারে, তাহা সাধন পূর্বক জনসমাজে
 প্রচারিত করিলাম। শাস্ত্রের দোহাই দিয়া ধর্মগ্রন্থ প্রচার করিয়া উপার্জনের পথ অব্যাহত
 ও পরিষ্কৃত করা যাহাদের উদ্দেশ্য বা অভিপ্রায়, আমাদের বাসনা তাহার অন্তর। যতই
 স্বল্প মূল্যে ধর্মগ্রন্থ সকল সরল ভাষায় সুযোগ্য লোকের হস্তে পরিচালিত ও সহায়িত হইয়া
 গ্রন্থখানি প্রকৃত প্রস্তাবে মূল বজায় রাখিয়া অমূল্য সহ প্রচারিত হয়, ইহাই আমাদের মুখ্য কল্প
 ও প্রকৃত অভিপ্রায়। উপসংহারে বক্তব্য এই যে, বঙ্গবিধাতা হিন্দু-ধর্ম-প্রচারক পণ্ডিতবর
 অমূল্য কালীপ্রসন্ন বিদ্যারত্ন মহাশয় ইহার আদ্যোপান্ত অমূল্য করিয়া তন্ত্রের আধ্যাত্মিক মূল-
 মন্ত্র প্রচার করিয়া দিতেছেন বলিয়া, প্রকাশক তাঁহার নিকটে চিরকৃতজ্ঞ রহিলেন।
 কিমধিকমিতি।

তাত্ত্বিক উপাসনার মূল মৰ্ম্ম এবং আধ্যাত্মিক-তত্ত্ব ।

তত্ত্ব শাস্ত্রে মদ্য, মৎস্ত, মাংস, মৈথুন ও মুদ্রা, এই পঞ্চ মকারের কথাই উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। সাধারণে ইহার উদ্দেশ্য ও মূল তত্ত্ব বুঝিতে না পারিয়া ইহার সম্বন্ধে নানা কথা কহিয়া থাকেন। বিশেষতঃ বর্তমান কালের শিক্ষিত লোকে মদ্যপানের ব্যবস্থা, মাংসভোজনের প্রথা, মৈথুনের প্রবর্তনা ও মুদ্রার ব্যবহার জানিয়া তত্ত্বশাস্ত্রের প্রতি অতিশয় অপ্রীতি প্রদর্শন করিয়া থাকেন। কেবল ইহা নহে, তাত্ত্বিক লোকের নাম শুনিতে শিহরিয়া উঠেন। যাহা হউক, এক্ষণে ভারত-প্রচলিত তাত্ত্বিক উপাসনার প্রকৃত মৰ্ম্ম ও পঞ্চ মকারের মূল উদ্দেশ্য আমাদের জ্ঞানে যতদূর উদ্বোধ হইয়াছে এবং ইহার আধ্যাত্মিক-তত্ত্ব যতদূর জানিতে পারা গিয়াছে, তাহা নিয়ে প্রকাশিত হইতেছে। পাঠকগণ বিবেচনা করিয়া দেখুন, যে তত্ত্ব পঞ্চ মকারের ব্যবস্থা, তাহাতেই ইহার প্রকৃত-তত্ত্ব প্রকাশ পাইতেছে, আগমসারে প্রকাশ ;—

সোমধারা ক্ষরেদ্ বা তু ব্রহ্মরক্ষাদ্ বরাননে ।

পীত্বানন্দময়ীং তাং যংস্ব এব মদ্যসাধকঃ ॥

তাৎপর্য্য ;—হে পার্শ্বতি! ব্রহ্মরক্ষ হইতে যে অমৃতধারা ক্ষরিত হয়, তাহা পান করিলে, লোকে আনন্দময় হয়, ইহারই নাম মদ্যসাধক। এইরূপ মদ্যসাধনার জ্ঞায় মাংস সাধনা সম্বন্ধে ঐ শাস্ত্রে এইরূপ বর্ণনা আছে ;

মা শব্দাদ্রসনা জ্ঞেয়া তদংশান্ রসনাপ্রিয়ে ।

স্বাদা যো ভক্ষয়েদেবি স এব মাংসসাধকঃ ॥

তাৎপর্য্য হে রসনাপ্রিয়ে! মা রসনা শব্দের নামান্তর, বাক্য তদংশভূত ; যে ব্যক্তি সতত উহা ভক্ষণ করে, তাহাকেই মাংসসাধক বলা যায়। মাংসসাধক ব্যক্তি প্রকৃত প্রস্তাবে বাক্যসাধক মৌনাবলম্বী যোগী। এইরূপ মৎস্তসাধকের তাৎপর্য্য যে প্রকার, তাহাও শাস্ত্রে প্রকাশ আছে। তথা ;

গঙ্গাযমুনায়োৰ্মধ্যে মৎস্তৌ যৌ চরতঃ সদা ।

তো মৎস্তৌ ভক্ষয়েদ্ যন্ত স ভবেন্নমৎস্তসাধকঃ ॥

তাৎপর্য্য ; গঙ্গা যমুনার মধ্যে দুইটি মৎস্ত সতত চরিতেছে, যে ব্যক্তি এই দুইটি মৎস্ত ভোজন করে, তাহার নাম মৎস্তসাধক। আধ্যাত্মিক মৰ্ম্ম গঙ্গা ও যমুনা, ইড়া ও পিঙ্গলা ; এই উভয়ের মধ্যে যে স্থান প্রস্থাস, তাহারাই-দুইটি মৎস্ত, যে ব্যক্তি এই মৎস্ত ভক্ষণ করেন, অর্থাৎ প্রাণামসাধক স্থান প্রস্থাস, রোধ করিয়া কুন্তকের পুষ্টিসাধন করেন, তাহাকেই মৎস্তসাধক বলা যায়। এইরূপ মুদ্রাসম্বন্ধেও শাস্ত্রের বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায়। যথা ;

সহস্রারে মহাপদ্মে কর্ণিকা মুদ্রিতা চরয়েৎ ।

আত্মা তত্রৈব দেবেশি কেবলং পারদোপমঃ ॥

সূর্য্যাকোটীপ্রতীকাশং চন্দ্রকোটীশুশীতলং ।

অতীবকমনীয়ঞ্চ মহাকুণ্ডলিনীযুতং ।

বল্ল জ্ঞানোদয়ন্তত্র মুদ্রাসাধক উচ্যতে ॥

তাৎপর্য্য ; হে দেবেশি! শিরঃস্থিত সহস্রদল মহাপদ্মে মুদ্রিত কর্ণিকাভাষ্মরে শুদ্ধ পারদ-হুশী-আত্মার অবস্থিতি। যদিও ইহার তেজঃ কোটিসূর্য্যসদৃশ, কিন্তু স্নিগ্ধতার ইনি কোটি চন্দ্র

কুলা ; এই পরম পদার্থ অতিশয় মনোহর এবং কুণ্ডলিনী-শক্তি-সম্বিত, যাঁহার এরূপ জ্ঞানের উদয় হয়, তিনিই প্রকৃত মুদ্রাসাধক হইতে পারেন। মৈথুন-তত্ত্ব, অতিশয় দুর্ভেদ্য এবং এ সম্বন্ধে গুরু-পরম্পরায় দুইটি মত দেখিতে পাওয়া যায়। অধ্যাত্মতত্ত্ববিৎ ব্যক্তিদিগের মতে মৈথুন নাবক পরম যোগী বলিয়া উক্ত হইয়া থাকেন ; কারণ তাঁহারায় বায়ুরূপ লিঙ্গকে শূন্যরূপে যোনিতে প্রবেশ করাইয়া কুন্তকরূপ রমণে প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন। মতান্তরে তত্ত্বে একাংশ আছে যে ;

মৈথুনং পরমং তত্ত্বং সৃষ্টিহিত্যন্তকারণং ।

মৈথুনাৎ জায়তে সিদ্ধিব্রহ্মজ্ঞানং সুহৃৎভং ॥

তাৎপর্য্য ; মৈথুনব্যাপার, সৃষ্টি স্থিতি ও লয়ের কারণ, ইহা পরমতত্ত্ব বলিয়া শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে। মৈথুন ক্রিয়াতে সিদ্ধি লাভ ঘটে এবং তাহা হইলে সুহৃৎভ ব্রহ্মজ্ঞান হইয়া থাকে। সাধারণ লোকে উদ্বেগ ও প্রকৃত মর্ষ বৃদ্ধি না পারিয়া তন্ত্রশাস্ত্র ও তন্ত্রোক্ত পঞ্চ মকারের প্রতি ঘোরতর ঘৃণা ও অশ্রদ্ধা প্রদর্শন করেন। বাস্তবিক, আমাদের চক্ষু দ্বে যে কার্য্য ঘোরতর কদর্য্য ও কুংসত, করুণানিবান মহেশ্বর যে শাস্ত্রে তদুচ্চােনের ব্যবস্থা করিয়াছেন, এ কথা কখনও মনোমধ্যে স্থান পাইতে পারে না। যদিও আপাততঃ মৈথুন ব্যাপারটী অশ্লীলরূপে প্রতীয়মান হইতেছে, কিন্তু নিবিড়চিত্তে অধ্যাবন করিলে, তন্ত্রশাস্ত্রে ইহার কতদূর গূঢ়তাব সান্নিধ্যবিশিত আছে তাহা বুঝা যাইতে পারে। যেরূপ পুরুষজাতি পুংসের সহকারিতায় স্ত্রী যোনিতে প্রচলিত মৈথুন-কার্য্য করিয়া থাকে, সেইরূপ এই বর্ণে আকারের সাহায্যে ম এই বর্ণ মিলিত হইয়া তারকব্রহ্ম নাম নোমোচ্চারণরূপে তাত্ত্বিক অধ্যাত্ম-মৈথুন ক্রিয়া নিষ্পাদিত হইয়া থাকে। প্রমাণ স্বরূপে তন্মুখেই প্রকাশ যে,

রেকস্ত কুণ্ডলীভাসকুণ্ডমধ্যে ব্যবস্থিতঃ ।

মকারশ্চ বিন্দুরূপমহাযোনৌ স্থিতঃ প্রিয়ে ॥

আকারো হংসমাক্রুত্ব একতা চ যদা ভবেৎ ।

তদা জাতঃ মহানন্দঃ ব্রহ্মজ্ঞানং সুহৃৎভং ॥

আত্মনি রমতে যন্দাদাত্মারামন্তুচ্যতে ।

অতএব রামরাম তারকং ব্রহ্ম নিশ্চিতং ॥

তাৎপর্য্য ; রেক কুণ্ডলী বর্ণ কুণ্ডমধ্যে অবস্থিত করে, মকার বিন্দুরূপে মহাযোনিতে অবস্থিত। হে প্রিয়ে পার্শ্বতি ! আকাররূপী হংসের আশ্রয়ে যখন ঐ উভয়ের একতা ঘটে, তখন সুহৃৎভ ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হইয়া থাকে ; আত্মাতে রমণ করেন বলিয়া, ব্রহ্মপদার্থ রাম নামে কথিত হইয়া থাকেন, তিনিই তারকব্রহ্ম নামের কারণ।

যেরূপ মৈথুন কার্য্যে আলিঙ্গন, চুষন, শীৎকার, অনুলেপ, রমণ ও রেতোঃসর্গ এই ছয়টি অঙ্গ বলিয়া কীৰ্ত্তিত, সেইরূপ আধ্যাত্মিক মৈথুন ব্যাপারেও এই প্রকার ছয়টি অঙ্গ দেখা যায়। প্রমাণস্বরূপে প্রদর্শিত হইতেছে ;

আলিঙ্গনাৎ ভবেন্ন্যাসঃ চুষনং ধ্যানমীরিতং ।

আবাহনাৎ শীতকারঃ নৈবেদ্যমনুলেপনং ॥

জপনং রমণং প্রোক্তঃ রেতঃপাতঞ্চ দক্ষিণা ।

সক্ৰিগেব স্তয়া গোপাং মম প্রাণাধিকং প্রিয়ে ॥

তাৎপর্য্য ; যোগক্রিয়ার তত্ত্বাদি জ্ঞানের নাম আলিঙ্গন, ধ্যানের নাম চুষন, আবাহনের নাম শীতকার, নৈবেদ্যের নাম অনুলেপন। জপের নাম রমণ, দক্ষিণাস্থের নাম রেতঃপাতন। হে প্রিয়ে ! তুমি আমার প্রাণাধিক, অতএব তোমাকে বলিতেছি, তুমি এই মৈথুন তত্ত্ব অতি-

পন্ন গোপন রাখিবে। কল্প কথা, বড়জ্ব যোগে এইরূপ বড়জ্ব সাধন করার নামই মৈথুনসমাধার সাধারণে যে অর্থ সহজে গ্রহণ করেন, শিবের উক্তি তাহা নহে এবং ধর্মের উপাসনাকে এরূপ কুৎসিত আকারে পর্যাবসিত করাও তাঁহার অভিপ্রেত হইতে পারে না। যুবতীর কণ্ঠাশ্লেষ ঘ্রাস, মুখচুষন ধ্যান, স্পর্শ শীংকার আহ্বান, অঙ্গবিলেপন নৈবেদ্য, রমণ রূপ ও রতঃ পরিত্যাগ দক্ষিণা বলিয়া শাস্ত্রমধ্যে কখনও উপদেশ থাকিতে পারে না এবং পারিবার কথাও নহে। কলির জীব পঞ্চ মকারের মর্ম্ম বুঝিতে পারিবে না বলিয়া কহিতে ইহা নিষিদ্ধ হইয়াছে। যদি মদ্য পান ও মৈথুনাদি ব্যাপার উপাসনার অঙ্গ হইত, তাহা হইলে এই ঘোরতর কলির আধিকারে রূপ সাধনার অধিকারী ও উপাসকের ভাবনা কি? বাস্তবিক ইহা যদি নীচজনসেব্য নীচকার্য্যাত্মকতার উপযোগী ব্যবস্থার হইত, তাহা হইলে শাস্ত্রের আর মাহাত্ম্য কি এবং শিববাক্য লোকের আত্মাই বা কিরূপে জন্মিতে পারিবে। যখন শাসনের ভক্ত শাস্ত্রের নামকরণ, তখন এরূপ কদর্য্যাত্মকতার ব্যবস্থা দেওয়া কি ধর্ম্মশাস্ত্রের পক্ষে উপযুক্ত হইতে পারে? বিশেষতঃ শিবের শাসন এই যে, দিব্য ও বীরভাবে পঞ্চ মকার সাধন করিতে হইবে, কলির জীব তাহাতে অসমর্থ ও অক্ষুণ্ণ বলিয়া দরাময় দীনবন্ধু সদাশিব এই উপাসনার পরিবর্তে পশুভাবের সাধনাকেই বর্তমান কালের পক্ষে সঙ্গত বলিয়া স্থির করিয়াছেন।

প্রথম বারের বিজ্ঞাপন।

মহানির্দোষতন্ত্র সুলভ শাস্ত্রগ্রন্থ প্রকাশের দ্বিতীয় কার্য্য। বান্দীকির রামায়ণে আমরা সুলভের পথ দেখাইয়াছি, সুখের বিষয় আরও ছুই একখানি সুলভ রামায়ণ প্রকাশিত হইয়া দরিদ্র দেশের গ্রন্থ ক্রয়ের আরও সুবিধা ঘটাইয়াছে বটে, কিন্তু দুঃখের বিষয় এক ব্যক্তি একখানি শাস্ত্র গ্রন্থ সুলভ মূল্যে প্রচারিত করিলে অপরাপর ধর্ম্মশাস্ত্র অপ্রকাশিত থাকিলেও তাহা প্রচার না করিয়া অনেকে একের অবলম্বিত কার্য্যের বাধা দিয়া দেশের ক্ষতি করিয়া থাকেন। যাহা হউক রামায়ণের জ্ঞায় এখানির সমাদর দেখিলে ও ইহা সর্ব্বস্থানে স্থান পাইলে আমরা আর্থিক লাভবান না হইলেও পরম লাভ জ্ঞান করিব।

দ্বিতীয় বারের বিজ্ঞাপন।

‘বান্দী তাবনা বস্ত সিজির্জবতি তাদৃশী’ এই মহাজ নাক্ত বাক্য যে প্রকৃত প্রামাণিক ও উন্নত জ্ঞানের পদার্থ, তাহা এত দিনের পর আমরা বিলক্ষণ হৃদয়ঙ্গম করিয়াছি। বাস্তবিক, যদি পূর্ব্বোক্ত প্রাচীন বাক্যের অমূলকতা ও অসারতা থাকিত, তাহা হইলে অল্পদিনমধ্যে নানাবিধ বাধাসঙ্গে—নানা লোকের প্রলোভনে ও বিবিধ বিজ্ঞাপনচ্ছটার মধ্যেও আমাদের প্রকাশিত মহানির্দোষতন্ত্র নিঃশেষিত হইয়া উহার সম্বন্ধ দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করিতে হইবে কেন? যে মনে করিয়াছিল যে, সাধারণ গ্রাহকমণ্ডলী সুলভ মূল্যে প্রচারিত সারবান এই অপূর্ব্ব গ্রন্থ বর্তমান সময়ে—ধর্ম্মবিপ্লব বতরঙ্গে—নিষ্ঠা ভক্তির উচ্ছেদকালে এরূপ সম্মান ও এতদূর প্রচার সহিত গ্রহণ

করিবেন ? কাহার মনে হইয়াছিল যে, বিদেশীয় হিন্দু সম্মানগণ দিন দিন আমাদের প্রকাশিত মহানির্দোষতত্ত্বের নিঃশেষ সংবাদ শ্রবণে বিদ্যমান হইয়া পুনর্মুদ্রাঙ্কণের জন্য আমাদেরকে উত্তেজিত করিবেন ? কে ভাবিয়াছিল নাট্যরসপ্লাবিত উপজ্ঞাসরসদ্যোগ বঙ্গভূমিতে শিববাক্যের সার সংগ্রহ করিবার জন্য লোকের মন সমুৎসুক হইবে ? এ সম্বন্ধে যিনি যাহা বলুন আমরা ইহাতে এই বলিতে পারি, যদি ভগবানে দৃষ্টি সমর্পণ করিয়া স্মলভ শাস্ত্র প্রচার আমাদের ব্রত না হইত, যদি আমরা অকপটে এই ব্রত পালনে ক্লতসংকল্প না হইতাম যদি অপরাপর ব্যক্তি আমাদের কার্যের হস্তারক না হইতেন, তাহা হইলে আমাদের কার্য কখনই এ-দূর উন্নত ও অগ্রসর হইত না। যাহা হউক, “শরীরং বা পাতয়েয়ম্ কার্যং বা সাধয়েয়ম্” এইটী অবলম্বিত কার্যের মূলা মন্ত্ৰ। সর্বশক্তিমান্ ভগবান্ আমাদের সহায় ও ভরসা। হিন্দু গ্রাহকগণ আমাদের কার্যের নিমিত্ত ও উপলক্ষ্য। আমাদের বিশ্বাস, যদি আমাদের কার্য আমরা এবং গ্রাহকগণের কার্য তাঁহারা সাধন করি ও করেন, তাহা হইলে আমাদেরকে আর ধর্মহীন, জ্ঞানহীন ও আচরহীন হইতে হয় না এবং দেশকেও জঘন্না অধার্মিক ও নাস্তিক বিশেষণে বিভূষিত হইতে হয় না। অধিক বলিবার প্রয়োজন নাই, এবার মহানির্দোষতত্ত্বখানি যত দূর পরিভ্রম ও উৎকৃষ্ট হইবার কথা, তাহার ক্রটি করা হয় নাই। প্রথম সংস্করণে স্থানে স্থানে যে সামান্ত ক্রটি ঘটিয়াছিল, এবার তৎসংশোধনে নিশ্চেষ্ট হওয়া হয় নাই। নানা দেবদেবীর বীজমন্ত্রজ্ঞান নিতান্ত প্রয়োজনীয় জানিয়া উক্ত সংগ্রহখানি ইহাতে সন্নিবেশিত করিয়া দিলাম। যদিও ইহাতে গ্রন্থের কলেবর অপেক্ষাকৃত বৃদ্ধি পাইল, কিন্তু ইহার মূল্য পূর্বে যাহা ছিল, এবারেও তাহা পরিবর্তিত হইল না। (আগ্রহাতিশয় দেখিয়া ইহা তৃতীয়বার মুদ্রিত হইল।)

বিনীত

ঐউপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ।

৩১ নং নিম্ন গোস্বামী র লেন, কলিকাতা ।

মহানির্বাণ তত্ত্বের সূচীপত্র ।

ভূমিকা, তাত্ত্বিক উপাসনার মূল ধর্ম এবং আধ্যাত্মিক তত্ত্বাদি ১—১০ ।

প্রথম উল্লাস । ১—৬ ।

কৈলাসে শিবানীর শিবসমীপে জীবের নিস্তারোপায় বিষয়ক প্রশ্ন । কৈলাস ও সদাশিব বর্ণন । শিবানীর প্রশ্ন করিবার প্রার্থনা, সদাশিবের সম্মতি দান, ভগবতীর প্রশ্ন জিজ্ঞাসা । সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলিযুগের আচার ব্যবহার কীর্তন । কলিযুগে পশুতাব দিব্যতাব নিবেদন । পশু ও দিব্য-ভাবলক্ষণ । বীরসাধন ও বীর সাধকের পতনশঙ্কা । মদ্যপান কেন হুঁবণীয় ? কলির হ্রস্বত মানবদিগের উদ্ধারোপায়বিষয়ক প্রশ্ন—১ হইতে ৭৪ সংখ্যক শ্লোক ।

দ্বিতীয় উল্লাস । ৬—১০ ।

ভগবতীর কলি জীবের জন্ত নিস্তারোপায়জিজ্ঞাসা । ভগবতীকৃত প্রশ্নের প্রশংসা । কলিতে ভ্রমদ মানবের বেদ পুরাণাদি দ্বারা মুক্তির অসম্ভাবনা কথন । কলিযুগে তত্ত্বই নিস্তারের উপায় । কলিতে শৌচাদি বিহীনতার জন্ত বেদমন্ত্রের বিফলতা । নানা তত্ত্ব ও দেবতা এবং সম্প্রদায় কথন । মহানির্বাণ তত্ত্বের প্রশংসা বর্ণনা । ব্রহ্মোপাসনা প্রণালী পরমব্রহ্ম প্রশংসা—১ হইতে ৫৪ শ্লোক ।

তৃতীয় উল্লাস । ১০—২১ ।

পরমব্রহ্মের উপাসনা-বিষয়ক উপদেশ । ব্রহ্মসাধন-বিষয়ক প্রশ্ন ও তত্ত্বভূত । ব্রহ্মের লক্ষণ, মন্ত্রোচ্চার, মন্ত্রপ্রশংসা, মন্ত্রের অর্থ ও চেতন্ত্বকরণ, বহুবিধ মন্ত্র, মন্ত্রের স্থান, প্রণাম্যাম, ধ্যান, মানসপূজা, বাহ্যপূজা । পঞ্চরত্ন নামক স্তব, জগন্মল্ল নামক কবচ, প্রণামাদি কথন । মহাপ্রসাদ ও গ্রহণ, পরিত্যাগে মহাপাপ বর্ণন । সাধকের আচার ব্যবহার, সন্ধ্যা ও ব্রহ্মগায়ত্রী, প্রাতঃকৃত্য, পুরস্চরণবিধি, দীক্ষা ও ব্রহ্মমন্ত্র সাধনের আবশ্যিকতা, ব্রহ্মমন্ত্র গ্রহণের নিয়ম ও রীতি পদ্ধতি, শাক্ত বৈষ্ণব প্রভৃতি সকলেই পুনর্বার ব্রহ্মমন্ত্র গ্রহণে অধিকারী কি না ? ব্রহ্মমন্ত্রে গুরু বিচারের আবশ্যিক কি না ? ব্রহ্মোপাসকের মাহাত্ম্য ও ভগ্নিন্দুকের মহাপাপ, বর্ণনা—১—১৫৪ শ্লোক ।

চতুর্থ উল্লাস । ২২—২৯ ।

আদ্যা-সাধন শক্তি বিষয়ক প্রশ্নোত্তর । পরা প্রকৃতির স্বরূপ, কলিতে পশুতাব ও দিব্যতাব নিবেদন এবং বীরসাধনের সকলতা । ব্রহ্মজ্ঞানীর পক্ষে শুদ্ধাশুদ্ধ সমজ্ঞান । শক্তি হইতেই সৃষ্টিস্থিতিসংহার কথন । মহাকাল ও আদ্যা কালিকার নামমাহাত্ম্য । কোল প্রশংসা । প্রবল কলির লক্ষণ । কোল হ্রস্বপানে অধিকারী কেন ? কোলের পবিজ্ঞতা, সংকল্প সিদ্ধি কথন, কলিকিঙ্কর বর্ণনা । সত্য-নিষ্ঠার প্রশংসা । কুলাচারের আবশ্যিকতা । কলিতে জাতকর্ম প্রভৃতি সমুদায় সংহার এবং নিত্য-নৈমিত্তিকক্রিয়া কৰ্মাদি, তত্ত্বানুসারে করিবার বিধান । তত্ত্বের অমণ্ডে কার্য করিলে দোষ । তত্ত্বসম্বন্ধ সন্ন্যাস নিত্য নৈমিত্তিক কার্য্যানুষ্ঠানই আদ্যাসাধন—১—১০৯ শ্লোক ।

পঞ্চম উল্লাস । ২২—৫৪ ।

আদ্যার ময়োদ্ধার, বহুসংখ্যক প্রণাম, মন্ত্রের প্রকার ভেদ, শক্তিপূজার পঞ্চতত্ত্ব ও পঞ্চতত্ত্ব ব্যতিরেকে পূজার নিফলতা কথন। প্রাতঃকৃত্য, দান, সন্ধ্যাবন্দনাদি নিত্যকর্ম, প্রাতঃকৃত্য, শুক্ল ধ্যান, শুক্ল প্রণাম, ইষ্ট দেবতার প্রণাম, দানবিধি, শিখাবন্দন, ভিলক ও ত্রিপুত্রক ধারণ, তাত্ত্বিকসঙ্ক্যা, গায়ত্রীধ্যান, তর্পণ, দেবতার অর্ঘ্যদান, মূলপূজার পূর্বকৃত্য। বাগমণ্ডপ গমন, পাণিপাদ প্রক্ষালন এবং সামান্যার্থ্য হাণন, বসনোৎসেদন পূজা, বিয় নিবারণ। আসন স্থাপন ও বিজয় শোধন, বিজয় দ্বারা তর্পণ ও বিজয়া গ্রহণ, পূজাত্রব্য বধাহানে স্থাপন, পূজাত্রব্য প্রোক্ষণ, বহিঃপ্রকার চিত্রন, কর শোধন ও দিগন্ধন, ভূতওকি। জীবন্তাস, মাতৃকান্তাস, মাতৃকা সরস্বতীর ধ্যান, অস্তমাতৃকান্তাস, বাহ মাতৃকান্তাস, প্রাণারাম, ঋগাদি জ্ঞান, ব্যাপকজ্ঞান, করজ্ঞান ও অঙ্গজ্ঞান, পাঠজ্ঞান, অষ্ট ভৈরবের ও অষ্ট নারিকার নাম, আদ্যার মূল ধ্যান, মানস পূজা কথন, বিশেষার্থ্য সংস্কার বিধি, আদ্যার-যন্ত্র নির্মাণ প্রণালী, পাঠদেবতা-পূজা-পদ্ধতি, স্রব্যাষ্ট হাণন ও তত্ত্ব সংস্কার কথন। ষট্‌নির্মাণ বিধি-ব্যবস্থা, ষট্‌ বিশেষে কল। সুরাশোধন, ব্রহ্মশাপ ও কৃষ্ণ শাপ বোচন বিধি। আনন্দ ভৈরবচক্র, ভৈরবীর মন্ত্র, মাংস শোধন। মংস্তশোধন, যুজাশোধন—১—২১৫ শ্লোক ।

ষষ্ঠ উল্লাস । ৪৫—৬৮ ।

পঞ্চতত্ত্বাদি কথন। সুরার প্রকার ভেদ, মাংসের প্রকার ভেদ। বলির পশুনিরূপণ, মংস্ত ও যুজা ভেদ কথন। শুদ্ধি তাৎপর্য। সুরাপান নিষেধ, শক্তিগ্রহণের বিধি। শক্তি শোধন, ত্রিপাত্রস্থাপন-বিধি, নবপাত্র ও অত্যাভ পাত্রস্থাপনবিধি, তর্পণ ও বলিপ্রকরণ। বটুক, বোগিনী, ক্ষেত্রপাল, গণেশ এবং সর্বভূতের ও শিবাবলী প্রণালী মূলপূজা, আবরণ পূজা ও পশুবলি। আদ্যাকালিকার দ্বিতীয় ধ্যান, এবং আদ্যার আবাহন, প্রাণপ্রতিষ্ঠা ও জীবন্তাসপদ্ধতি। দেবতা শোধন, বোড়শ উপচার, উপচার প্রদানের মন্ত্রাদি, গুরুশক্তির পূজা ও তর্পণ বিধি, আবরণ দেবতার পূজা-পদ্ধতি, বলি। হোম, মণ্ডলসংস্কারবিধি, বহিঃপ্রজালন মন্ত্র; পূর্ণাহুতি প্রক্রিয়া, জপ ও স্তব কবচ পাঠাদি। জপ-পদ্ধতি, মানস পূজা ও তর্পণ, জপ সমর্পণ, স্তব কবচ পাঠ, প্রদক্ষিণ ও আত্ম-সমর্পণ, বিসর্জন বিধি। নির্ভাগ্যবাসিনীর পূজা, ব্রজা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরাদির পূজা। চক্রানুষ্ঠান, পানপাত্র নির্মাণ-বিধি, পানপাত্র ও শুদ্ধিপাত্র স্থাপনের নিয়ম, পরিবেশননিয়ম, স্রব্যাপানের ব্যবস্থা। কুলজীর ও গৃহস্থ সাধকের স্রব্যাপাননিয়ম, চক্রপ্রসাদ ভোজনে উচ্ছিষ্ট বিচার দ্বণীয় ১—২৬০ শ্লোক ।

সপ্তম উল্লাস । ৫৯—৬৫ ।

আদ্যাশক্তির শতনাম স্তোত্র। ভগবতীর প্রসন্ন ও তত্ত্বস্তর। স্তবমাহাত্ম্য, স্তবের অব্যাদি মন্ত্র পুনর্বার ককারকূট স্তব মাহাত্ম্য কীর্তন। আদ্যার কবচ। ত্রৈলোক্য বিজয় কবচের ঋগাদি মন্ত্র, ত্রৈলোক্যবিজয় কবচ। ত্রৈলোক্যবিজয়কবচমাহাত্ম্য। আদ্যা মন্ত্রের পুরন্দরগণবিধি। সংক্ষেপ পূজা ও সংক্ষেপ পুরন্দরগণপদ্ধতি। কালীমন্ত্রের প্রশংসা কথন। কুল, কুলাচার ও পঞ্চতত্ত্ব নিরূপণ। কুলাচার বিষয়ে ভগবতীর প্রসন্ন, কুলদক্ষণ ও কুলাচারনিরূপণকথন। প্রথমতত্ত্ব, দ্বিতীয় তত্ত্ব, তৃতীয় তত্ত্ব, চতুর্থ তত্ত্ব, পঞ্চমতত্ত্ব ও পঞ্চমতত্ত্ব লক্ষণ কথন ১—১১১ শ্লোক ।

অষ্টম উল্লাস । ৬৬—৮৫ ।

বর্ণপ্রমবিধি। বর্ণপ্রম বিষয়ে ভগবতীর প্রসন্ন ও তত্ত্বস্তর। কলিতে পঞ্চকর্ম ও দ্বিবিধ আশ্রম-নির্দেশবিধি। গৃহপ্রম, ভিক্ষুকপ্রম, কলিতে সন্ন্যাস ব্যবস্থা, উত্তর আশ্রমে সকলেরই অধিকার ব্যবস্থা। গৃহপ্রম ও সন্ন্যাসের কাল নিরূপণবিধি, গৃহীর কর্তব্য কর্ম ও আচার ব্যবহার

কখন। গৃহীর নিত্যকর্ম ও পিতামাতার প্রতি ব্যবহার, পত্নীর প্রতি ব্যবহার, পুত্র ও কন্যার প্রতি ব্যবহার, ভাতা প্রভৃতি বন্ধুস্বজনের প্রতি ব্যবহার, সামাজিক ব্যবহার, আন্তরিক ও বাহ্য নৌচানৌচ নিরূপণবিধি। সন্ধ্যাকাল ও বিধি, বৈদিক সন্ধ্যাহুতানে ভগবতীর স্মরণ, বৈদিক-সন্ধ্যাকরণের আকস্মিকতা বর্ণন ও পূজার ও গৃহকর্তার অহুতানে নিরুপকালান্তিপাত কর্তব্য। কালিতে উপবাস ও দান বিধি। পূণ্যকাল পুণ্যতীর্থ কখন। পিতৃভ্রাতৃবান্দি পরিত্যাগ-পূর্বক তীর্থ ধর্ম্মে অন্নক নির্ণয়। নারীর বর্ষ ও কর্তব্য কর্ম কখন। যৌবনে স্ত্রী স্বামীর অধীনে থাকিবে। অত্যন্ত মঙ্গল নির্ণয় ও নিরাসিক ভোজনের বিধি। ব্রাহ্মণ প্রভৃতি পক্ষবর্ণের বৃত্তি। ব্রাহ্মণের কর্তব্য কর্ম, কবিদের বা রাজার কর্তব্য কর্ম, বৈশ্যের কর্তব্য কর্ম, শূত্রের কর্তব্য কর্ম। তৈরবীচক্র ও চক্রের বিধি। ঘটস্থাপন ও সংকেত পূজা কখন, আনন্দ তৈরবী ও আনন্দ তৈরবের ধ্যান। গৃহীর হৃদ্যাপনিমিষেধ, গৃহীর পরশকিসঙ্গনিষেধ। শৈব বিবাহ। চক্রস্থলের মাহাত্ম্য। চক্রস্থলে সাধকের কর্তব্য। কলিযুগে কুলধর্ম্ম গোপনে দোষ। তবচক্র বর্ণন। তবচক্রে অধিকারিতা, তবচক্রে তবশোধন মন্ত্র, তবচক্রের অহুতানিবিধি। সন্ন্যাস ধর্ম্ম কখন। সন্ন্যাস গ্রহণের কাণ নির্ণয়। বৃদ্ধ পিতামাতা, প্রত্নিত্রতা পত্নী ও শিশুসন্তান প্রভৃতি পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস নিষেধ। স্বর্কজাতীয় ব্যক্তিরই সন্ন্যাসে অধিকার আছে, সন্ন্যাস গ্রহণের সময়ে কর্তব্য ধর্ম্ম, সন্ন্যাস গ্রহণার্থ গুরুর আশ্রয় গ্রহণ। ঋণত্বর মোচন, আশ্রয়প্রাপ্তি, বহিঃস্থাপন, সাকল্য হোম, ব্যাহতি হোম, প্রাণ হোম ও তর্কহোম, যজ্ঞোপবীত হোম, শিখাজ্জ্বলন ও আহতি প্রদান। মহাবাক্যের উপদেশ। শিবাকে আশ্রয়রূপ জ্ঞানে গুরুর প্রণাম, ব্রহ্মমহোপাসকের সন্ন্যাস, সন্ন্যাসীর আচার ব্যবহার, সন্ন্যাসীর দেহান্তের পর তদেহদাহ নিষেধ, চিত্তগুদ্ধির নিমিত্তই উপাসনাদি কখন, ক্লাবধৃত ও যতির মাহাত্ম্য রুখন। ১—২৮৯ শ্লোক।

নবম উল্লাস। ১৬—১০৫।

দশবিধ সংস্কারের আবশ্যকতা ও কুশণ্ডিকা। কালিতে মন্ত্র প্রয়োগের বিভিন্নতা। কুশণ্ডিকার নিমিত্ত হুণ্ডিল রচনা, অগ্নিস্থাপন, অগ্নির ধ্যান, অগ্নির সপ্ত জিহ্বা বর্ণন, অগ্নিস্থাপন ক্রিয়া। বজ্রীয় দ্রব্য সংস্কার, ধারাহোম, প্রকৃত কর্মের হোম, ষষ্টিরুৎ হোম, ব্যাহতি হোম, পূর্ণাহতি, শাস্তিকর্ম, অগ্নির নিকটে প্রার্থনা ও অগ্নিবিসর্জন। দক্ষিণাদান, হোমাস্ত তিলক ও মস্তকে পুষ্প ধারণ। চরুকর্ম, জাহ্নবোম, দশবিধ সংস্কার, ঋতুসংস্কার, গর্ভাদান, পুংসবন, পঞ্চায়ত প্রদান, সীমন্তোন্নয়ন জাতকর্ম, নামকরণ, নিজামণ, অন্নপ্রাশন, চূড়াকরণ, কর্ণবেধ, উপনয়ন, ব্রহ্মচর্য্যপ্রদান, গায়ত্রীর অর্থ, গাহ'হ্রাশ্রয় গ্রহণ, বিবাহ, কল্যাসপ্রদান, বিবাহক কুশণ্ডিকা, পত্নীর অহুমতি ব্যতিরেকে পুনর্কর্ম ব্রাহ্মবিবাহ নিষেধ কখন। শৈব বিবাহ কখন, ব্রাহ্মীভার্য্যার সন্তান সঙ্গে শৈব সন্তানের ধনাবিকার নিষেধ ও প্রাসাদাদান প্রণেয় ব্যবস্থা। শৈববিবাহের ভেদ ও শৈববিবাহের রীতি; অহু লোমজ ও বিলোমজ শৈব সন্তানের জাতি নির্ণয়, শৈববিবাহের হেতুবাদ কখন ১—২৮৩ শ্লোক

দশম উল্লাস। ১০৬—১২০।

আত্মমরিক, পার্শ্বণ একোদ্বিষ্ট, অত্যোদ্বিষ্ট ও প্রেত প্রাদাদি। বুদ্ধিশ্রাদ্ধ বিষয়ক প্রশ্ন, বুদ্ধিশ্রাদ্ধাদি ব্যবস্থা ও তৎ প্রতিনিধি নিরূপণ। বুদ্ধিশ্রাদ্ধ প্রয়োগ, পার্শ্বণশ্রাদ্ধ ব্যবস্থা। শ্রাদ্ধ বিষয়ে বিধান, একোদ্বিষ্ট শ্রাদ্ধ ব্যবস্থা, প্রেতশ্রাদ্ধ ব্যবস্থা, অশৌচ ব্যস্ত্য। শবদাহ বিষয়ে ব্যবস্থা, সহস্ররশ শ্রাদ্ধ, অত্যোদ্বিষ্ট ক্রিয়ার ব্যবস্থা, আদ্যশ্রাদ্ধের অধিকারী নিরূপণ, ত্রিলোক্যমর্ত্যসংসর্গব্যবস্থা। শস্তাদি দান ব্যবস্থা, বুঝোৎসর্গ, কোলপূজাপ্রদান কখন, শুভকর্মের দিন নিরূপণ। গৃহ প্রবেশের নিয়ম ও সংক্ষেপে বাত্মা করণ ব্যবস্থা বর্ণন। হুর্গোৎসব প্রভৃতিতে কোলের কর্তব্য নিরূপণ। কোল মাহাত্ম্য বর্ণন। পূর্ণাতিবেক ও তদ্যব্যস্থা, পূর্ণাতিবেক করণে উপযুক্ত অধিকারী, গুরুর আশ্রয় গ্রহণব্যবস্থা।

পশ্চিম পূজা, ধ্যান, পীঠশক্তি ও আবরণ পূজা। অধিবাস, তিলকাঙ্কন, কৌল ভোজ্যাদান। বোড়শ মাতৃকা পূজা। বসুন্ধারা ও হুন্নি শ্রাদ্ধ, পূর্ণাতিবেক ও গুরু শিকটে গন্ধ ও প্রার্থনা, পূর্ণাতিবেকে সন্ধ্যা, শুক্লবরণ, বাগমণ্ডপসংস্কারকরণ ও বটহা পূজা। প্রাণিসংহার ও তপস্বিবিরকব্যবস্থা ইষ্ট পূজা ও শক্তিসাধকের পূজা। শক্তি সন্ধ্যকের শিকটে গুরু প্রার্থনা, শক্তি সাধকের পূর্ণাতিবেকে সন্ধ্যা, পূর্ণাতিবেক মন্ত্র কখন, পণ্ডুবে মন্ত্রমন্ত্র শুলগ্রহণ করণ, শিষ্যের ন্যায়করণ-ব্যবস্থা, শুক্ল দক্ষিণা; শক্তিসাধক পূজা ও অমৃত প্রার্থনা করণ, অমৃত দান বিধানে গুরু প্রার্থনা ও শক্তি সাধকের সন্ধ্যা দান কখন। কৌলগণের ক্ষত্বমতি প্রার্থনাস্থল-শিষ্যকে অমৃতদান করণ, অসাদ পরিবেশন ও চক্ষাহতান করণ। পূর্ণাতিবেক বিধানে নবরাত্রাদি করণ ভেদ ও ব্যবস্থা কখন। পূর্ণাতিবেক কৌলের বাহ্যিক বর্ণন; পূর্ণাতিবেক সন্ধ্যকের শ্রেষ্ঠতা কখন। শাক্তাতিবেকের চক্রেরতা নিবেদন বর্ণন। কুলদ্রব্য ও কুলদ্রব্যক সিন্দার ঘেষ কখন। ব্রহ্মনিষ্ঠ কৌলের পক্ষে কর্তব্যাগ করণ, অথবা কর্মাহতান করণের তুল্যতা কখন সর্বত্র ব্রহ্মের পূজা ব্যবস্থা কখন। সং কৌলের লক্ষণ কখন। ১-২১২ শ্লোক।

ত্রয়োদশ উল্লাস। ১২০-১৩২।

শান্তিরক্ষা ও প্রারম্ভিক ব্যবস্থা, দ্বিবিধ পাণ লক্ষণ, প্রজার পাপের দণ্ডবিধান, ধর্ম্মার্থ প্রেরণ ও উত্তর, ব্যক্তিচারবিশেষে পাণ ও দণ্ড, বলাৎকার ও পরজীকে কামভাবে দর্শনে পাণ; নরহত্যা, কর্তব্য-পালনে অস্বীকার, ধর্ম্মগতীর প্রতি অজ্ঞান ব্যবহার, বঞ্চক, বিশ্বাসঘাতক, চৌর্য, মিথ্যাসাক্ষ্যকারী, জালকারীর দণ্ড, ধর্ম্মশালা ও বিচারপদ্ধতি, হিন্দু আইনের সার তাৎপর্য, মহারোগাদির প্রারম্ভিক, ব্রতভঙ্গের মহাপাপ গোবধের মহাপাপ, ইত্যাদি বিবিধ প্রসঙ্গ। ১-১৭০ শ্লোক।

চতুর্দশ উল্লাস। ১৩২-১৪২।

সদাশিব কর্তৃক সনাতন ব্যবস্থার বিবরণ কখন, সন্ধ্যা কখন, রাজা-প্রজা-ব্যবহার-কখন, বিবাহধনাধিকার ব্যবস্থা, পিণ্ডদান ব্যবস্থা, শৌচাশৌচকখন, প্রকার ভেদে বিবাহ-ব্রহ্মণ ক্রীত দ্রব্যাদির মূল্য নিরূপণ ইত্যাদি। ১-১২৯ শ্লোক।

ত্রয়োদশ উল্লাস। ১৪২-১৬২।

মহাকালীরূপ সাধন, ভজন, ধ্যানধারণা, দেবদেবীর প্রতিষ্ঠার কারণ এবং নিয়ম ও ব্যবস্থা, দান করিবার নিয়ম, দাতার ভাব, নিকাম কামনার ভাব, পণ্ডবজাদি বিধি, পূজা ধ্যানাদির প্রকরণ, গ্রহপূজা ও নিয়ম, নবগ্রহের রূপ, ধ্যান পূজা পদ্ধতি; বিবিধ বীজ মন্ত্র জালাশর প্রতিষ্ঠা সংকল্প প্রক্রিয়া কখন, বাস্ত প্রতিষ্ঠার ক্রম ও পূজা বিবিধ সংস্কারিক কাণ্ড, দশ সংস্কার ব্যবস্থা ১-৩০ শ্লোক।

চতুর্দশ উল্লাস। ১৬২-১৭৬।

ভগবতীর শিব পূজা জিজ্ঞাসা, সকল শিব পূজা কথার শেষে অচল শিব পূজা কখন, শিবলিঙ্গ কি? তাহার পূজা, ধ্যান, বিধি, কেন? কেন পূজনীয়? আসন, উপচার, পূজা, ধ্যান, ধারণা, কল বিধি, অর্চনা বিধি ইত্যাদি, মুক্তি কি? মুক্তির আবশ্যিকতা ও মুক্ত পুরুষ কে? মুক্তির উপায়, জ্ঞান ও কর্ম কখন, জ্ঞান ও মুক্তির সন্ধ্যা, সাধুর লক্ষণ ও চতুর্বিধ অবস্থ লক্ষণ; সন্ন্যাস-ধর্ম্ম-নির্ণয় সার ইত্যাদি। ১-২১১ শ্লোক।

পরিশিষ্ট।

মহানির্ব্বাণতন্ত্রম্ ।

প্রথমোল্লাসঃ ।

গিরীজশিখরে রম্যে নানারূপোপশোভিতে । নানাবৃক্ষলতাকীর্ণে নানাপক্ষিরবৈযুতে ॥ ১
সর্ব্বভূকুসুমামোদ-মোদিতো মনোহরে । শৈত্যসৌগন্ধ্যামান্য্যামকান্তিকপবীজিতে ॥ ২
অঙ্গরোগগঙ্গীতকলধ্বনিনিদাদিতে । স্থিরচ্ছায়জ্জমচ্ছায়াচ্ছাদিতে স্নিগ্ধমঞ্জুলে ॥ ৩
মন্তকোকিলসন্দোহসংযুষ্ঠবিপিনান্তরে । সর্ব্বদা স্বগণৈঃ সার্ব্বভূতরাজনিষেবিতো ॥ ৪
সিদ্ধচারণগঙ্ঘর্কগাণপত্যগণৈর্কর্ত্তে । তত্র মৌনধর্ম্মং দেবং চরাচরজগদুত্তম ॥ ৫
সদাশিবং সদানন্দং করুণামৃতসাগরম্ । কপূরকুন্দলবলং শুদ্ধসম্ময়ং বিভূম্ ॥ ৬
দিগম্বরং দীননাথং যোগীজ্ঞং যোগিবল্লভম্ । গঙ্গাশীকরসংসিক্তজটামণ্ডলমণ্ডিতম্ ॥ ৭
বিভূতিভূষিতং শান্তং ব্যালমালাং কপালিনম্ । ত্রিলোচনং ত্রিলোকেশং ত্রিশূলবরধারিণম্ ॥ ৮
আশুতোষং জ্ঞানময়ং কৈবল্যফলদায়কম্ । নির্ব্বিকল্পং নিরাতঙ্কং নির্ব্বিশেষং নিরঞ্জনম্ ॥ ৯
সর্ব্বেষাং হিতকর্ত্তারং দেবদেবং নিরাময়ম্ । প্রসন্নবদনং বীক্ষ্য লোকানাং হিতকাম্যম্ ।
বিনয়াবনতা দেবী পার্শ্বতী শিবমব্রবীৎ ॥ ১০

কৈলাস নামক পর্ব্বতে একটি সুরম্য শিখরদেশ আছে ; উহা নানারূপে বিভূষিত, নানা প্রকার বৃক্ষলতাসমাকীর্ণ, এবং বহুতর পক্ষিকুল-কলরবে নিদাদিত । (১) সেই মনোহর স্থানে নকল ঋতুই সকল সময়ে সমুদিত হইয়া নানাবিধ কুসুম-সৌরভে আমোদিত করে ; তথায় শৈত্য, মান্য্য ও সৌগন্ধ্যবাহী সমীরণ সতত প্রবাহিত । (২) সেই প্রদেশ অঙ্গরোগণের মধুর সঙ্গীত-লাপে নিয়ত প্রতিধ্বনিত, তত্রত্য ছায়াপ্রধান বৃক্ষগণ স্থিরভাবে ছায়া প্রদান করে ; স্মৃতরাং স্থানটি অতিশয় স্নিগ্ধ ও মনোহর । (৩) তত্রত্য স্থান বিশেষে কোকিলগণ মধুররবে কলধ্বনি করিতেছে, তথায় ঋতুরাজ সতত সহচরদিগের সহিত চিরবিরাজমান আছেন । (৪) এই স্থান সিদ্ধ, চারণ, গঙ্ঘর্ক ও বিনায়ক সকলে স্তুত পরিবৃত । এই শিখরদেশে চরাচর জগতের শুদ্ধ-স্বরূপ মহাদেব মৌনভাবে অবস্থিত আছেন । (৫) তিনি সতত মজ্জাবিধাতা, সদানন্দ ও করুণা-স্বরূপ অমৃতের সমুদ্র ; তাঁহার আকৃতি কপূর ও কুন্দপুষ্পভূষিত স্বৈতবর্ণ, তিনি শুদ্ধসম্ময় ও অধিতীর বিভূ । (৬) তিনি দিগম্বর—অর্থাৎ মারাবিরহিত, দীননাথ, যোগীজ্ঞ ও যোগীজনের প্রিয় । তাঁহার জটাজুট গঙ্গাশিখরে সম্পৃক্ত রহিয়াছে । (৭) তদীয় সর্ব্বেশরীর বিভূতিবিভূষিত, মুষ্টি অতিশয় শান্ত ; তিনি নরকর্ণাল ও সর্পমালায় সুশোভিত, তিনি ত্রিলোকনাথ ও ত্রিনেত্র, তাঁহার হস্তে ত্রিশূল । (৮) তিনি আশুতোষ, জ্ঞানময় ও কৈবল্যফলদাতা ; তিনি স্নেহঃখবিহীন ত্রিতাপশূন্ত, ভেদবিরহিত এবং নিরঞ্জন—অর্থাৎ জ্ঞানীর অগম্য । (৯) তিনি নিরাময়, দেবদেব ও সকলের হিতকারী ; তাঁহার প্রসন্নবদন দেখিয়া দেবী পার্শ্বতী এক দিন লোকের মঙ্গলের জন্য

ঐপার্কত্বাবাচ ।

দেবদেব জগন্নাথ মন্নাথ করুণানিধে-। স্বদধীনাশ্মি দেবেশ তবাজ্জাকারিণী সদা ॥ ১১
বিনাজ্জয়া ময়া কিঞ্চিন্তাবিতুং নৈব শক্যতে । কৃপাবলেশো ময়ি চেৎ স্নেহোহস্তি যদি মাং প্রতীঃ ১২
তদা নিবেন্ততে কিঞ্চিন্মনসা যদ্বিচারিতম্ । স্বদন্তঃ সংশয়স্ত্যক্ত কল্পিলোক্যাং মহেশ্বর ।
হেতা ভবিতুমর্হো বঃ সর্কজঃ সর্কশাস্ত্রবিৎ ॥ ১৩

ঐসদাশিবোবাচ ।

কিমুচ্যতে মহাপ্রোজ্ঞে কথ্যতাং প্রাণবল্লভে । যদকথ্যং গণেশেশপি স্তদে সেনাপতাবপি ॥ ১৪
তবাঞ্জে কথয়িষ্যামি শ্রুগোপ্যমপি যন্তবেৎ । কিমস্তি ত্রিষু লোকেষু গোপনীয়ং তবাঞ্জেতঃ ॥ ১৫
মম ক্রপাসি দেবি ত্বং ন ভেদেহস্তি স্বয়া মম । সর্কজা কিং ন জ্ঞানাসি হনভিজ্জৈব পৃচ্ছসি ॥ ১৬
ইতি দেববচঃ শ্রুত্বা পার্কতী হৃষ্টমানসা । বিনয়াননতা সাধ্বী পরিপত্রচ্ছ শৃঙ্করম্ ॥ ১৭

ঐআত্মোবাচ ।

ভগবন্ সর্কভূতেশ সর্কধর্মবিদ্যাং বর । কৃপাবতা ভগবতা ব্রহ্মান্তর্ধামিনা পুরা ॥ ১৮
প্রকাশিতাস্তত্বকর্মেদাঃ সর্কধর্মোপবৃহিতাঃ । বর্ণাশ্রমাদিনিয়মা যন্ত চৈব প্রাতীষ্টিতাঃ ॥ ১৯
তদ্বক্তব্যোগযজ্ঞাষ্টৈঃ কস্মভিভূবি মানবাঃ । দেবান্ পিতৃন্ প্রীণয়ন্তঃ পুণ্যশীলাঃ কৃতে যুগে ॥ ২০
স্বাধ্যায়াধ্যানতপসা দয়াদানৈর্জিতেন্দ্রিয়াঃ । মহাবলা মহাবীৰ্যা মহাসত্ত্বপরাক্রমাঃ ॥ ২১
দেবারতনগা মর্ত্যা দেবকল্পা দৃঢ়ব্রতাঃ । সত্যধর্মপরাঃ সর্কৈ সাধবঃ সত্যবাদিনঃ ॥ ২২

অবনতভাবে বিনীতবাক্যে এই কথা জিজ্ঞাসা করিলেন । (১০) পার্কতী করিলেন,—হে দেব-
দেব ! জগন্নাথ ! আপনি আমার নাথ ও দয়ারলাগর ; হে দেবেশ ! আমি আপনার অধীনা
এবং সর্কদা আপনার আজ্ঞাচারিণী । (১১) আপনার অন্তমতি না হইলে, আমি আপনার
নিকটে কোনও কথা বলিতে পারি না ; (যাহা হউক) যদি আমার প্রতি আপনার কৃপাকণা
প্রকাশ থাকে, এবং যদি আপনি আমার প্রতি স্নেহপ্রবণ হইয়া থাকেন, (১২) তাহা হইলে আমার
মনের বাসনা আপনার নিকটে প্রকাশ করিতে পারি ; হে মহেশ্বর ! আপনি ভিন্ন অত কোন
ব্যক্তি আমার সন্দেহ ভঞ্জন করিতে পারেন, এবং কেইবা সর্কশাস্ত্রবেত্তা ও সর্কজ্ঞ আছেন ? (১৩)
সদাশিব করিলেন,—হে প্রাণবল্লভে ! তুমি অতিশয় বুদ্ধিমতী, তুমি কি জানিতে ইচ্ছা করিয়াছ
বল ; যাহা গণেশের বা কার্তিকের নিকটে প্রকাশ করি নাই, তোমার নিকটে তাহা বলিতে
আমার বাধা নাই । (১৪) যদি বিশেষ গোপনীয়ও হয়, তাহা হইলে আমি তাহা তোমার নিকটে
ব্যক্ত করিয় ; (বলিতে কি,) ত্রিলোকমধ্যে এমন কোনও বিষয় দেখিতে পাই না, যাহা তোমার
নিকটে গোপন থাকিতে পারে । (১৫) হে দেবি ! তুমি আমারই স্বরূপ, তোমাতে এবং
আমাতে কোনও ভেদ নাই ; তুমি সর্কজা হইয়াও অনভিজ্ঞের ভায় আমাকে জিজ্ঞাসা করি-
তেছ ? (১৬) তখন পার্কতী, পরমেশ্বর মুখে এই কথা শ্রবণ করিয়া অতিশয় হৃষ্টচিত্ত হইলেন
এবং বিনয়ান্নবচনে শঙ্করকে বলিতে লাগিলেন । (১৭) আত্মাশক্তি করিলেন,—হে ভগবন্ !
আপনি সর্কভূতের অধীশ্বর এবং সকল ধর্মজগণের অগ্রগণ্য ; হে ভগবন্ ! আপনি অন্তর্ধামিক্ত-
নিবন্ধন ব্রহ্মাণ্ডের নিখিল তত্ত্ব অবগত আছেন । (১৮) আপনি কৃপাপরবশ হইয়া সর্কধর্মসম্বিত
চতুর্কোদ প্রকাশ করিয়াছেন, ঐ বেদ সকলে সমুদার বর্ণ ও আশ্রমের বিধি ব্যবস্থাপিত আছে ।
(১৯) আপনার কথামত যোগ ও যজ্ঞাদি সাধন করিয়া সত্যযুগের পুণ্যবান্ মহাবোয়্য দেবতা
ও পিতৃলোকের তৃপ্তি সাধন করিতেন । (২০) তৎকালীন লোকেরা জিতেন্দ্রিয় হইয়া বেদা-
ধ্যয়ন, পরমার্থচিন্তা, তপস্বী, দয়া ও দানশীলতার দ্বারা মহাবলবান্, মহাবীৰ্য্যসম্পন্ন ও অতিশয়
পল্লাক্রান্ত হইয়াছিলেন । (২১) তাঁহার দৃঢ়ব্রত, দেবকল্প ও মর্ত্য হইয়াও দেবলোকে গমন

রাজানঃ সত্যসঙ্করাঃ প্রজাপালনতৎপরঃ । মাতৃবৎ পরযোষিত্বং পুত্রবৎ পরমুহূষ ॥ ২৩
 লোহিতবৎ পূরবিন্তেব পশুস্তো মানবান্ধরা । আশন্ স্বধর্মনিরতা সদা সন্মার্গবর্তিনঃ ॥ ২৪
 ন মিথ্যাভাষণঃ কেচিৎ ন প্রমাদরতাঃ কচিৎ । ন চৌরা ন পরদ্রোহকারকা ন দুঃশাশরাঃ ॥ ২৫
 ন মৎসরা নাভিকৃষ্টা নাভিলুকা ন কামুকাঃ । সদন্তঃকরণাঃ সর্কে সর্বদানন্দমানসাঃ ॥ ২৬
 ভূময়ঃ সর্বশস্তাঢ্যাঃ পর্জতাঃ কালবর্ধিণঃ । গাবোহপি হৃদ্যসম্পরাঃ পাদপাঃ কলশালিনঃ ॥ ২৭
 নাকালমৃত্যুস্তত্বাসীৎ ন হর্ভিক্ষং ন বা ক্লমঃ । হৃষ্টাঃ পুষ্টাঃ সদারোগ্যাস্তেজোরূপগুণাধিতাঃ ॥ ২৮
 দ্বিয়ো ন ব্যভিচারিণ্যঃ পতিভক্তিপূরায়াঃ । ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়া বৈশ্বাঃ শূদ্রাঃ স্বাচারবর্তিনঃ ॥ ২৯
 নৈব নৈব ধর্মৈর্ধর্মন্তস্তে নিস্তারপদবীং গত্যাঃ । কৃতে ব্যতীতে হ্রেতায়াঃ দৃষ্টা ধর্মব্যতিক্রম ॥ ৩০
 বৈদোক্তকর্মভির্ধর্মত্যা ন শক্তাঃ শ্রেষ্ঠসাধনে । বহুক্লেশকরং কর্মবৈদিকং ভূরিসাধনম্ ॥ ৩১
 কর্তুং ন যোগ্যা মনুষ্যান্শিস্তাব্যাকুলমানসাঃ । ভ্যক্তুং কর্তুং ন চাইত্তি সর্গা কাতরচেতসঃ ॥ ৩২
 বৈদার্ম্যযুক্তশাস্ত্রাণি স্মৃতিরূপানি ভূতলে । তদা হং প্রকটীকৃত্য তপঃসাধ্যায়হর্ষলান্ ॥ ৩৩
 লোকানতারয়ঃ পাপাং হুঁঃশোকাময়প্রদাৎ । স্বাং বিনা কোহন্তি জীবানাং ঘোরসংসারমাগরে ৩৪
 ভর্ভা পাতা সমুদ্বর্তা পিতৃবৎ প্রিয়কৃৎ প্রভুঃ । ততোহপি ষাপরে প্রাপ্তে স্মৃত্যুক্তস্মৃত্তোদ্ধৃতিতে ৩৫
 ধর্মাক্ষিপোপে মহজে আধিব্যাধিসমাকুলে । সংহিতাছ্যপদেশেন ঘরৈবোদ্ধারিতা নরাঃ ॥ ৩৬

করিতেন, সে সময় সকলেই সত্যবাদী, সাধু ও সৎপথাবলম্বী ছিলেন। (২২) তৎকালে রাজারা সত্যসংকল্প ও প্রজাপালনপরায়ণ ছিলেন, তাঁহারা পরের স্বীকে মাতার এবং পরের পুত্রকে আপ-
 নার পুত্রের স্থায় দেখিতেন। (২৩) সে সময়ের লোকেরা পরের অর্থকে লোভের স্থায় দেখিতেন,
 (অধিক কি) সকলেই স্বধর্মনিরত ও সৎপথাবলম্বী ছিলেন। (২৪) কেহই মিথ্যাবাদী প্রমাদী,
 চোর, পরদ্রোহী ও দুঃশাশ ছিল না। (২৫) তাহারা মাৎসর্য, মোহ, লোভ বা কামুকতার হস্তে
 নিপতিত হয় নাই, সকলেরই অন্তঃকরণ সৎ ও আনন্দময় ছিল। (২৬) তৎকালে বনুদ্ভরা নানা
 শস্তশালিনী ছিলেন, জলদাবলী কালে জল বর্ষণ করিত, গাভীগণ হৃদ্যভারাবনত ও বৃক্ষ সকল
 কলভারপূর্ণ ছিল। (২৭) সে সময়ে অকালমৃত্যু, হর্ভিক্ষ, বা রোগভয় ছিল না; সকলেই হৃষ্টপুষ্ট,
 নীরোগ, ভেজস্বী ও রূপগুণসমধিত ছিল। (২৮) জীগণ ব্যভিচারিণী ছিল না, সকলেই পতি-
 ভক্তিপরায়ণ ছিল; ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্ব ও শূদ্রগণ সকলেই নির্দিষ্ট আচারব্যবহারের অমু-
 বর্তী হইতেন। (২৯) তাঁহারা আপনাপন জাতীয় ধর্মের অমুষ্ঠান করিয়া, নিস্তার-পথ প্রাপ্ত হইয়াছেন,
 সত্যযুগাবসানে—হ্রেতাসমাগমে আপনি ধর্মের কথকিৎ অজহীনতা দেখিলেন। (৩০) কারণ,
 সে সময়ে মনুষ্যগণ বৈদোক্ত কর্ম দ্বারা আপনাদের ইষ্টসাধনে অসমর্থ হইলেন, তাঁহারা জানি-
 লেন, বৈদিক কীর্ষ্য সমাধা করা নিভান্ত সাধনার সাপেক্ষ এবং বহুতর ক্লেশ করিয়া তাহা
 সিদ্ধ হইয়া থাকে। (৩১) মানবগণ যখন বৈদিক কার্যসাধনে অপারগ হইলেন, তখন তাঁহাদের
 অন্তঃকরণ চিন্তার আকুল হইয়া উঠিল; তাহারা বৈদোক্ত কার্যসাধন, বা তাহা পরিত্যাগ
 করিতে সমর্থ না হওয়ার খিন্না হইলেন। (৩২) আপনি তৎকালে বৈদার্ম্য স্মৃতিশাস্ত্র
 প্রকটন করিয়া তপস্তা ও বৈদার্ম্যরূপে অক্ষম লোকদিগকে হুঃখ, শোক ও পীড়াদায়ক পাপ
 হইতে উদ্ধার করিয়াছিলেন; আপনি ভিন্ন, এই ঘোরতর সংসার-লমুত্র হইতে জীবগণকে রক্ষা
 করিতে আর কে পারেন? (৩৩) আপনি পিতার স্থায় অধম জীবের পালন-কর্তা, ভরণ-
 পোষণ কর্তা ও উদ্ধারকর্তা, আপনি সকলের প্রভু ও কল্যাণবিধাতা; অনন্তর যখন ষাপর
 যুগের প্রবর্তনা ঘটিল, তখনই স্মৃতিসম্মত ক্রিয়াদি হ্রাস পাইতে লাগিল। (৩৪) তৎকালে ধর্মের
 অর্ধলোপ ঘটে, স্মৃতির মনুষ্যগণ নানাপ্রকার আধিব্যাধিপরিপূর্ণ হইল; এই সময়ে আপনি
 সংহিতাশাস্ত্রের উপদেশ প্রদানে মনুষ্যগণকে উদ্ধার করেন। (৩৫) এক্ষণে সর্বধর্মলোপী হৃষ্ট-

আয়াতে পাণিনি কলৌ সৰ্ব্বধৰ্ম্মবিলোপিনি । হুয়াচায়ে হুপ্পপঞ্চং দুষ্টে কৰ্ম্মপ্রবর্তকে ॥ ৩৭
 ন বোদাঃ প্রেতবন্তজ্ঞ স্বতীনাং স্মরণং কৃতঃ । নানেতিহাসযুক্তানাং নানামার্গপ্রদর্শিনাম্ ॥ ৩৮
 বহুলানাং পুরাণানাং বিনাশো ভবিষ্যতি বিভো । তদা লোকো ভবিষ্যন্তি ধৰ্ম্মকৰ্ম্মবহিনুখাঃ ॥ ৩৯
 উচ্ছৃৎস্বা মদোন্মত্তাঃ পাপকৰ্ম্মরতাঃ সদা । কামুক্য লোলুপাঃ ক্রূরা নিষ্ঠূরা হৃদ্বাঃ শঠাঃ ॥ ৪০
 স্বল্পাধুৰ্ম্মমতয়ো রোগশোকসমাকুলাঃ । নিঃশ্রীক নিৰ্কলানীচা নীচাচারপরায়ণাঃ ॥ ৪১
 নীচসংসর্গনিরতাঃ পরবিশ্বাপহারকাঃ । পরবিশ্বাপরজ্রোহপরীবাদপরায়ণাঃ খলাঃ ॥ ৪২
 পরজ্ঞীহরণে পাপাঃ শঙ্কাভয়বিবৰ্জিতাঃ । নিৰ্জনা মলিনা দীন্য দয়িত্বাশ্চিরয়োগিণঃ ॥ ৪৩
 বিশ্রাঃ শূদ্রসমাচারাঃ সঙ্ঘ্যাবন্দনবৰ্জিতাঃ । অযাজ্যযাজকা লুকা হুৰ্ব্বাঃ পাপকারিণঃ ॥ ৪৪
 অসত্যভাবিণো মূৰ্খা দান্তিকা হুস্তপঞ্চকাঃ । কণ্ঠাবিক্রয়িণো ত্রাত্যাস্তপোব্রতপরায়ণাঃ ॥ ৪৫
 লোকপ্রতারণার্থায় জপপূজাপরায়ণাঃ । পাবণাঃ পতিতস্মৃত্তাঃ শ্রদ্ধাভক্তিবিবৰ্জিতাঃ ॥ ৪৬
 কদাহারাঃ কদাচারা ধৃতকাঃ শূদ্রসেবকাঃ । শূদ্রানভোজিনঃ ক্রূরা যুবলীরতিকামুকাঃ ॥ ৪৭
 দাস্তান্তি ধনলোভেন স্বাদারান্ নীচজাতিবু । ব্রাহ্মণ্যচিহ্নমেতাবৎ কেবলং সূত্রধারণম্ ॥ ৪৮
 নৈব পানাদিনিয়মো ভক্ষ্যভক্ষ্যবিবেচনম্ । ধৰ্ম্মশাস্ত্রে সদা নিৰ্ম্মা সাধুদ্রোহো নিরন্তরম্ ॥ ৪৯
 সংকথালাপমাত্রঞ্চ ন তেভ্যং মনসি কচিৎ । যয়া কৃতানি তজ্জাণী জীবোদ্ধারণহেতবে ॥ ৫০
 নিগমাগমজ্ঞাতানি ভুক্তিমুক্তিকরানি চ । দেবীনাং যত্র দেবানাং মন্ত্রযজ্ঞাদিসাধনম্ ॥ ৫১

কৰ্ম্মপ্রবর্তকে হুয়াচায়ে হুপ্পপঞ্চ কলির অধিকার । (৩৭) এই কালে বেদপ্রভাব খর্ব্বীভূত হইল, স্মৃতিও বিশ্বতিলাগরে ময়প্রায় ; এ সময়ে নানা প্রকার ইতিহাসপূর্ণ নানাপথপ্রদর্শক পুরাণাদির নাম পর্য্যন্ত প্রকাশ থাকিবেক না ; স্মৃত্তরায় সকলেই ধৰ্ম্মকৰ্ম্মে বিমুখ হইয়া উঠিবে । (৩৮।৩৯) কলির জীবগণ উচ্ছৃৎস্বা, মদোন্মত্ত, সৰ্ব্বদা পাপলিপ্ত কামুক, অর্থলোলুপ, ক্রূর নিষ্ঠূর, অশ্রিয়-ভাষী ও শঠ হইয়া উঠিবে । (৪০) এই কালের লোকেয়া অজ্ঞায়, মন্দমতি, রোগ-শোকসমাচ্ছন্ন, শ্রীহীন, বলহীন, নীচ ও নীচকার্য্যপরায়ণ হইবে । (৪১) এই কালে সকলে নীচসংসর্গে রত, পরস্বাপহারী, পরনিন্দা, পরজ্রোহ ও পরমানিতে তৎপর এবং খল হইয়া উঠিবে । (৪২) পরজ্ঞী-হরণে ইহারা পাপাশস্তা বা ভয় করিবেক না, ইহারা নিধন, মলিন, দীন ও চিররুগ্ন হইয়া কাল-তিপাত করিবে । (৪৩) ব্রাহ্মণগণ সঙ্ঘ্যাবন্দনাদি বিরহিত হইয়া, শূদ্রের, ভ্রায় আচারবান্ হইবে, তাহারা লোভের বশীভূত হইয়া অযাজ্যযাজন করিবে, এবং হুৰ্ব্বৃত্ত হইয়া পাপাহুষ্ঠানে রত থাকিবে । (৪৪) ইহারা মিথ্যাবাদী, মূৰ্খ, দান্তিক ও ঘোর প্রবঞ্চক হইয়া উঠিবে ; কণ্ঠাবিক্রয় করিবে, পাতিত্য ও তপোব্রতভ্রষ্ট হইয়া কালতিপাত করিবে । (৪৫) কলিযুগের ব্রাহ্মণেরা লোক-প্রতারণের উদ্দেশে জপ ও পূজাপরায়ণ হইবে, কিন্তু অন্তরে ইহাদের শ্রদ্ধাভক্তি কিছুই থাকিবেক না ইহারা ঘোর পাবণ ও পতিতের ভ্রায় কার্য্য করিয়াও আপনাদের পাণ্ডিত্যের পরিচয় প্রদান করিবে । (৪৬) ইহাদের আহার কদৰ্য্য ও আচার অস্বস্ত হইবে, ইহারা শূদ্রের পরিচারক হইয়া শূদ্রের অঙ্গ করিবে এবং শূদ্রাণীগমনে লোলুপ হইয়া উঠিবে । (৪৭) (অধিক কি) ইহারা অর্থলোভে নীচ জাতীয় ব্যক্তিকে আপনায় পত্নী বিনিয়োগ করিবে, ইহারা কেবল চিহ্নের জন্ত গলদেশে সূত্রমাত্র রাখিবে । (৪৮) ইহাদের ভক্ষ্যভক্ষ্যবিচারকিংবা পানাদির নিয়ম থাকিবেক না, ইহারা সৰ্ব্বদা ধৰ্ম্মশাস্ত্রের গান ও সাধুদিগের অনিষ্ঠাচরণ করিতে থাকিবে । (৪৯) ইহাদের অন্তরে সংকথার আলাপ কখনও স্থান প্রাপ্ত হইবে না ; (যাহা হউক,) জীবগণের উদ্ধারের জন্ত আপনি তন্ত্রশাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াছেন । (৫০) আপনি ভোগ ও অপবর্গবিধায়ক বহুবিধ আগম ও নিগম প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে দেবদেবীদিগের মন্ত্র ও যজ্ঞাদির সাধনোপায় আছে । (৫১) আপনি সৃষ্টি স্থিতি প্রভৃতি লক্ষণ ও নানাপ্রকার স্ত্রাসের কথা বলিয়াছেন, আপনি ব্রহ্মপদ্মাসন ও

প্রথমোল্লাসঃ ।

কথিতা বহবো ভাষাঃ সৃষ্টিহিত্যাঙ্গিলক্ষণাঃ । বৃক্ষপদ্মাসনাদীনি গদিতান্যপি তুরিযাঃ ॥ ৫২
 পশুবীরদিব্যভাবা দেবতামঙ্গলসিদ্ধিদাঃ । শবাসনং চিত্তারোহো মুণ্ডসাধনমেব চ ॥ ৫৩
 লতাসাধনকর্মাণি দরোক্তানি সহস্রশঃ । পশুভাবদ্যিভ্যভাবৌ স্বয়মেব নিবারিতৌ ॥ ৫৪
 কলৌ ন পশুভাবোহস্তি দিব্যভাষঃ কুতো ভবেৎ । পত্রং পুষ্পং ফলং তোরং স্বয়মেবাহরেৎ পশুঃ
 ন শূদ্রদর্শনং কুর্যাৎ মনসা ন জিয়ং স্বরেৎ । দিব্যশ্চ দেবতাপ্রায়ঃ শুদ্ধান্তঃকরণঃ সদা ॥ ৫৫
 ষট্চাতীভৌ বীতরাগঃ সর্বভূতসমঃ কথী । কুলিকগ্নবযুক্তানাং সর্বদাহ্নিরচেতসাম্ ॥ ৫৬
 নিদ্রালস্তপ্রসক্তানাং ভাবভুদ্ধিঃ কথং ভবেৎ । বীরসাধনকর্মাণি পশুভবোদিতানি চ ॥ ৫৭
 মত্তং মাংসং তথা মৎস্তমুদ্রামৈথুন্যমেব চ । এতানি পশুভাবানি দ্বয়া প্রোক্তানি শক্য ॥ ৫৮
 কলিজা মানবা নুত্না শিশ্নোদরপরায়ণাঃ । লোভান্তত্র পতিব্যস্তি ন করিব্যস্তি সাধনম্ ॥ ৫৯
 ইন্দ্রিয়গাণাং সুখার্থায় পীড়া চ বহলং মধু । ভবিষ্যন্তি মদোন্মত্তা হিতাহিতবিবর্জিতাঃ ॥ ৬০
 পরজীৱধ্বকাঃ কেচিদন্তবো বহবো ভূবি । ন কল্লিব্যস্তি তে মত্তাঃ পাঁপা যোনিবিচারণং ॥ ৬১
 অতিপানাদিদোষেণ রোগিণো বহবঃ কিতৌ । শক্তিহীন্য বুদ্ধিহীন্য ভূবা চ বিকলেন্দ্রিয়াঃ ॥ ৬২
 হৃদে গর্তে প্রান্তরে চ প্রাসাদাৎ পর্ত্ততাদপি । পতিব্যস্তি মরিব্যস্তি মনুজা মদবিহ্বলাঃ ॥ ৬৩
 কেচিদ্ধিবাদয়িব্যস্তি গুরুভিঃ স্বজনৈরপি । কেচিন্মোনা মৃতপ্রায়া অপরে বহুজন্মকাঃ ॥ ৬৪
 অকার্য্যকারিণঃ ক্রূরা ধর্ম্মমার্গবিলোপকাঃ । হিতায় যানি কর্মাণি কথিতানি দ্বয়া প্রভৌ ॥ ৬৫

মুক্তপদ্মাসন প্রভৃতি অশেষ প্রকার আসনের, কথাও বলিয়াছেন । (৫২) যাহাতে দেবতাগণের মন্ত্র
 সাধন ঘটে, আপনি তাদৃশ পশু, বীরও দিব্যভাব প্রকাশ করিয়াছেন । এতদ্ব্যতীত শবাসন, চিত্তা-
 রোহণ ও মুণ্ডসাধনও নির্দেশ করিয়াছেন । (৫৩) আপনি লতাসাধন প্রভৃতি অসংখ্য অমুঠানের
 কথা উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু আপনি পশু ও দিব্যভাবসম্বন্ধে নিবেদন করিয়াছেন । (৫৪) তাৎ-
 পর্য্য,—কলিতে যখন পশুভাব হইবার সম্ভাবনা নাই, তখন দিব্য ভাবের আশা কিরূপে সম্ভবে ?
 পত্র, পুষ্প, ফল ও জল এই সমস্ত আহরণ করা পশুভাবাবলম্বীদিগের কার্য্য । (৫৫) শূদ্রসন্দর্শন
 এবং মনে মনেও রমণীর মূর্ত্তি স্মরণ করা কর্তব্য নহে ; দিব্যভাব অবলম্বন করিলে দেবতাগণের
 স্তায় নির্মল অন্তঃকরণ হইতে হইবে । (৫৬) এতদ্ব্যতীত সুখদুঃখ সমান জ্ঞানে ভোগ করিতে,
 রাগদেবশূন্ত হইয়া চলিতে এবং সর্বজীবে সমদর্শী ও কম্পাশীল হইতে হইবে ; বিশেষ বিবেচনা
 করিলে কলিকাল বড়ই ভয়ানক, একালের জীবগণ সর্বদা পাপাসক্ত ও অস্থিরচিত্ত । (৫৭)
 যাহারা নিদ্রা ও আলস্তে অভিভূত, তাহাদের ভাবভুদ্ধি কিরূপে সম্ভবে ? হে শক্য ! আপনি
 বীরসাধনসম্বন্ধে পশুভবের কথা কহিয়াছেন । (৫৮) আপনি মত্ত, মাংস, মৎস্ত, মুদ্রা ও মৈথুন
 এই পশুভাব সর্বশেষ বলিয়াছেন । (৫৯) কিন্তু (ভাবনার বিষয়) কলির জীবগণ লোভী ও
 শিশ্নোদরপরায়ণ, তাহারা সাধনা পরিত্যাগ করিয়া লোভের বাধ্য হইয়া ঐ পশুভবে নিপতিত
 হইবে । (৬০) তাহারা মদোন্মত্ত হইয়া হিতাহিত বিবেচনার জলাঞ্জলি দিবে এবং ইন্দ্রিয় সুখের
 জন্ত অপরিমিত মধুপান করিতে থাকিবে । (৬১) তাহারা পরনারীর সতীত্ব বিনাশ এবং দম্য-
 বৃত্তিতে দিনপাত করিবে, সেই সকল পাপাচার ব্যক্তিগণ মত্ত হইয়া যোনিবিচার করিবেক
 না । (৬২) তাহারা অপরিমিত পানদোষে এই পৃথিবীতে চিরক্লম, শক্তিহীন, বুদ্ধিহীন ও বিক-
 লেন্দ্রিয় হইয়া উঠিবে । (৬৩) তাহারা মত্ত হইয়া হৃদে, গর্তে, প্রান্তরে, প্রাসাদে, কিংবা পর্ত্ততাদ
 হইতে পতিত হইয়া মৃত্যুলোকে প্রস্থিত হইবে । (৬৪) কোনও কোনও ব্যক্তি মত্তভাবস্বায়
 গুরুলোক ও স্বজনগণের সহিত বিবাদ করিতে থাকিবে, কেহ বা মৃতপ্রায় ও মৌনী হইয়া
 থাকিবে, কেহ কেহ বিস্তর জন্মনায় প্রবৃত্ত হইবে । (৬৫) ইহারা দুষ্কিয়াচিত্ত, ক্রূর ও ধর্ম্মপথ-
 বিলোপী হইয়া উঠিবে । হে প্রভো ! আপনি জীবের মঙ্গলের জন্ত যে সকল কার্য্যের

মন্তে তানি মহাদেব বিপরীতানি মানবে । কে বা যোগং করিষ্যতি স্তাসজ্জতানি কেহপি বা ৬৭
 স্তোত্রপাঠঃ যজ্ঞলিপ্তং পুষ্কর্য্যং জগৎপতে । যুগধর্ম্মপ্রভাবেন স্বভাবেন কলৌ নরাঃ ॥ ৬৮
 ভবিষ্যত্যভিহুর্ভূতঃ সর্ব্বদা পাপকারিণঃ । তেষামুপায়ং দীনেশ কৃপয়া কথয় প্রভো ॥ ৬৯
 আয়ুরারোগ্যবর্জ্জতং বলবীৰ্য্যবিবর্জ্জনম্ । বিদ্যাবুদ্ধিপ্রদং নৃণামপ্রব্রতভক্ষরম্ ॥ ৭০
 যেন লোকা ভবিষ্যন্তি মহাবলপরাক্রমাঃ । শুদ্ধচিত্তাঃ পরহিতা মাতাপিত্রোঃ প্রিয়ঙ্করাঃ ॥ ৭১
 স্বদারনিষ্ঠাঃ পুরুষাঃ পরস্মীযু পরাযুগাঃ । দেবভাণ্ডকৃতভক্তাশ্চ পুত্রস্বজনপোষকাঃ ॥ ৭২
 ব্রহ্মজ্ঞা ব্রহ্মবিদ্যাশ্চ ব্রহ্মচিন্তনমানসাঃ । সিদ্ধার্থঃ লোকবাত্তার্য্যঃ কথয়স্ব হিতায় স্বয়ং ॥ ৭৩
 কর্তব্যং যদকর্তব্যং বর্ণাশ্রমবিভেদতঃ । বিনা যঃ সর্ব্বলোকানার্য্যং কহতি ভুবনত্রয়ে ॥ ৭৪
 ইতি শ্রীমহানির্বাণতন্ত্রে সর্ব্বতন্ত্রোক্তমে সর্ব্বধর্ম্মনির্ণয়নামে শ্রীমদাশ্বিনিবসংবাদে
 জীবনিষ্ঠারোপায়প্রঃ প্রথমোল্লাসঃ ॥ ১

দ্বিতীয়োল্লাসঃ ।

ইতি দেব্যা বচঃ শ্রদ্ধা শঙ্করো লোকশঙ্করঃ । কথার্য্যামসি তন্বেন মহাকারণ্যবারিধিঃ ॥ ১
 শ্রীমদাশ্বিন উবাচ ।

সামু পৃষ্ঠঃ মহাভাগে জগতাং হিতকারিণি । এতাদৃশঃ শুভঃ প্রমো ন কেনাপি পুরা কৃতঃ ॥ ২
 যন্তাসি শ্রুতভজ্ঞাসি হিতাসি কলিজন্মনাম্ । যদযচ্ছক্ৰং যদা ভজ্রে সত্যং সত্যং স্বার্থতঃ ॥ ৩

উপদেশ দিয়াছেন, আমার বোধ হয়, তাহা কলিতে মনুষ্যগণের পক্ষে বিপরীত হইয়া উঠিবে ;
 কে যোগাভ্যাসে রত হইবে এবং কে বা স্তাসাদি কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হইবে ? (৬৬-৬৭)
 হে জগৎপতে ! কোন্ ব্যক্তিই বা স্তোত্র পাঠ এবং যজ্ঞলিপ্ত হইয়া পুষ্করণ করিবে ? হে
 প্রভো ! যুগধর্ম্ম প্রভাব এবং স্বভাবগতিতে কলিযুগের মনুষ্যেরা অতিশয় দুর্ভূত ও পাপকারী
 হইয়া উঠিবে, হে দীনেশ ! তাহাদের উপায় কি হইবে, তাহারূপা করিয়া আমাকে বলুন ।
 (৬৮-৬৯) কি উপায় অবলম্বন করিলে লোকের আয়ু, আরোগ্য, তেজ, বল ও বীৰ্য্য বৃদ্ধি হয়,
 কি উপায়ে মনুষ্যের বিদ্যাবুদ্ধি প্রথর ও যজ্ঞ ব্যতিরেকে মঙ্গল লাভ ঘটে (৭০) যাহাতে লোকে
 মহাবলপরাক্রান্ত, বিশুদ্ধচিত্ত, পরহিত-রত ও মাতাপিতার প্রিয়কারী হয়, (৭১) যেভাবে লোকে
 স্বদারনিষ্ঠ, পরস্মীবিয়ুগ, দেবতা ও গুরুভক্ত এবং পুত্র ও স্বজনবর্গের প্রতিপালক হইতে পারে ।
 (৭২) লোকে কিভাবে ব্রহ্মজ্ঞানসম্পন্ন ও ব্রহ্মপরায়ণ হয়, আপনি তাহা লোকবাত্তার্য্য সিদ্ধি এবং সক-
 লের হিতের জন্য বর্ণন করুন । (৭৩) বর্ণাশ্রমের বিভাগানুসারে যাহা কর্তব্য এবং যাহা অকর্তব্য,
 তাহাও জানাইয়া দিউন ; আপনি ভিন্ন সকলের পরিজ্ঞাতা এই ত্রিলোকমণ্ডলে আর
 ক আছে ? (৭৪)

অনন্তর করুণাসাগর লোকমঙ্গলকর শঙ্কর দেবী পার্শ্বতীর এইরূপ উক্তি শ্রবণ করিয়া প্রকৃত
 ও বলিতে আরম্ভ করিলেন । (১) শ্রীমদাশ্বিন কহিলেন,—হে মহাভাগে ! তুমি জগতের
 হিতকারিণী, তুমি অতি সুন্দর কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছ, এরূপ প্রশ্ন পূর্বে কেহ কখনও করেন নাই ।
) তুমি যন্ত ও শ্রুতভজ্ঞ, তুমিই কলির জীবগণের প্রকৃত হিতকারিণী ; তুমি আমার প্রতি

দ্বিতীয়োক্তাস

সর্বজ্ঞাৎ তৎ ত্রিকালজ্ঞাৎ সর্বজ্ঞাৎ পরমেশ্বরী । ভূতঃ ভবন্তবিষয়কং ধর্মযুক্তং তদা প্রিয়ে ॥ ৪
 যথা তৎ যথা ভাষ্যং যথার্থো গং ন সংশয়ঃ । কলিকল্পাবদীনানাং দ্বিজাদীনানাং সুরেশ্বরী ॥ ৫
 মেধ্যামেধ্যবিচারণাং ন শুদ্ধিঃ শ্রোতকর্মণা । ন সংহিতাশ্রিতঃ স্মৃতিভিঃ স্মৃতিভিঃ স্মৃতিভিঃ ॥ ৬
 সত্যং সত্যং পুনঃ সত্যং সত্যং সত্যং সত্যং ময়োচ্যতে । বিনা হ্যাগমমার্গেণ কলৌ নাস্তি গতি প্রিয়ে ৭
 ঋতিস্মৃতিপুরাণাদৌ ময়ৈবোক্তং পুরা শিবে । আগমোক্তবিধানেন কলৌ দেবান্ যজ্ঞে নৃধীঃ ৮
 কলাবাগমমুল্লভ্যা মোহমার্গে প্রবর্ততে । ন তন্ত গতিরন্তীতি সত্যং সত্যং ন সংশয়ঃ ৯
 সর্কেষু বেদৈঃ পুরাণৈশ্চ স্মৃতিভিঃ সংহিতাদিভিঃ । প্রতিপাত্যোহস্মি নাস্তোহস্মি প্রভুর্জগতি মাংবিনা
 আমনস্তি চ তে সর্কেষু মৎপদং লোকপাবনম্ । মম্মার্গবিমুখা লোকাঃ পাবণা ব্রহ্মবাতিনঃ ॥ ১১
 অতো মন্যতু নৃজ্ঞা যো বৎ কর্ম সমাচরেৎ । নিফলং তন্ত বেদৈর্বি কর্তাপি নারকী ভবেৎ ॥ ১২
 মূঢ়ো মন্যতু নৃজ্ঞা যো হস্তমন্ততু পুণ্যশ্রয়েৎ । ব্রহ্মহা পিতৃহা জরীঃ স ভবেন্নাজ সংশয়ঃ ॥ ১৩
 কলৌ তত্রোদিতা মম্মাঃ সিদ্ধস্তু ফলপ্রদাঃ । শস্তাঃ সর্কেষু কর্মসু জপযজ্ঞক্রিয়াদিবু ॥ ১৪
 নিকর্ষীয়াঃ শ্রোতজাতীয়া বিবহীনোরগা ইব । সন্তীয়ার্ণো সফলা আসন্ কলৌ তে মৃতকা ইব ॥ ১৫
 পাঞ্চালিকা যথা তিষ্ঠৌ সর্কেষু স্মৃতিসমষ্টিভাঃ । অমুরশক্তাঃ কার্যেবু তথাস্তে মন্ত্ররশয়ঃ ॥ ১৬
 অন্তমন্ত্রৈঃ কৃতং কর্ম বক্ষ্যাম্যস্মিন্ময়ে যথা । ন তত্র ফলসিদ্ধিঃ স্ত্রাৎ শ্রমং হি কেবলং স্মৃতম্ ॥ ১৭
 কলাবস্তোদিতৈর্ম্মার্গৈঃ সিদ্ধিমিচ্ছতি যো নরঃ । ত্রিবিভো জাহ্নবীভীরে কুপং খনতি দুর্ম্মতিঃ ॥ ১৮

যাহা कहিলে, হে ভগ্নে ! তাহা যথার্থই সত্য। (৩) হে পরমেশ্বর ! তুমি সর্বজ্ঞ ও ত্রিকালজ্ঞ, হে প্রিয়ে । তুমি ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান বিষয়ে যে সকল ধর্ম্মাঙ্গত কথা, कहিলে (৪) তাহা ভাষ্যমুসারে প্রকৃতই সত্য, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই; হে সুরেশ্বর ! কলিকল্পাবদীন-ভাবাপন্ন দ্বিজাতি প্রভৃতির (৫) পবিত্র ও অপবিত্র বিচার থাকিবেক না, স্মৃত্যু তাহারা ঋতি, স্মৃতি ও সংহিতাবিহিত কর্ম্ম সম্পাদন করিয়া কিরূপে শুদ্ধ হইবে ? (৬) হে প্রিয়ে ! আমি ত্রিসত্য করিয়া বলিতেছি কলিকালে আগম-পথ ব্যতিরেকে জীবের আর গত্যন্তর নাই। (৭) হে শিবে ! আমি পূর্বে ঋতি, স্মৃতি ও পুরাণাদিতে বলিয়াছি যে, কলিযুগে তাত্ত্বিক বিধান দ্বারা পণ্ডিতেরা দেবতাদিগের পূজা করিবেন। (৮) এই কালে যে, ব্যক্তি আগমপথ উল্লঙ্ঘন পূর্ব্বক অস্ত্র পথে প্রধাবিত হয়, তাহার সফলতা লাভ হয় না, ইহা সম্পূর্ণ সত্য, ইহাতে কোনও সন্দেহ নাই। (৯) সমুদ্রার বেদশাস্ত্র, যাবতীয় পুরাণ, নিখিল স্মৃতি ও বিবিধ সংহিতা দ্বারা আমিই একমাত্র প্রতিপাদ্য হইয়াছি; (বাস্তবিক) এই সংসারে আমা ব্যতিরেকে আর কেহ প্রভু নাই। ১০ বেদাদি গ্রন্থসকল আমার পদকে লোকপাবন বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকেন, যাহারা আমার প্রতি বিমুখ তাহারা ব্রহ্মহত্যা-পাপসিদ্ধি ও যৌর পাবণ। (১১) দেবি ! আমার মত লঙ্ঘন করিয়া, যে ব্যক্তি কর্ম্মাহুসরণ করে, তাহার তাহা নিফল হয় এবং কর্ম্মকর্ত্তাও নরকগামী হইয়া থাকে। (১২) যে মূঢ় ব্যক্তি আমার মত পরিত্যাগ করিয়া অস্ত্র মতের আশ্রয় গ্রহণ করে, সেই ব্যক্তি যে ব্রহ্মহত্যা ও জীহত্যাকারী হইয়া থাকে, তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। (১৩) কলিকালে তত্রোক্ত মন্ত্র সকল সিদ্ধ ও সফল শুভ ফল-বিধায়ক হইয়া থাকে, ঐ সকল মন্ত্র যাবতীয় কর্ম্ম এবং জপ যজ্ঞাদিতে প্রযুক্ত। (১৪) বিবহীন বিষয়ের অবস্থা যে প্রকার, তাহার ভায় এক্ষণে বৈদিক মন্ত্রাদি নিকর্ষী ও মৃততুল্য হইয়াছে; উহার সত্য প্রভৃতি বুগাধিকারে কলদায়ক ছিল। (১৫) যেরূপ গৃহভিত্তিতে চিত্রিত পুস্তিকা ইঞ্জিরবিশিষ্ট হইলেও কার্যসাধনে সমর্থ নহে, মন্ত্রসকলের অবস্থাও তদনুরূপ। (১৬) যেরূপ বক্ষ্য-নারী সহবাসে পুত্র লাভ ঘটে না, তাহার ভায় অস্ত্রমন্ত্র সহায়-তার কর্ম্ম করিলে কিয়া সিদ্ধ হয় না, প্রভূত পণ্ড্রম হয় মাত্র। (১৭) যে ব্যক্তি কলিকালে অস্ত্রমন্ত্রোক্ত উপায়ে সিদ্ধ হইতে চাহে, সেই মূঢ় ব্যক্তি পিপাসার্থ হইয়া গঙ্গাভীরে কূপ খনন

মহানির্বাণতত্ত্বম্ ।

মহাজ্ঞানদিতঃ ধর্মঃ হিহান্তঃ ধর্মমহীতে । অমৃতং যগৃহে ভাজ্যং কীরমার্কং স বাহুতি ॥ ১৯
 নান্দঃ পহা মুক্তিহেতুরিহামুহ সুখাপ্তয়ে । যথাতত্ত্বোদিতো যোগো মোক্ষায় চ সুখায় চ ॥ ২০
 তজ্ঞাপি বহুধোক্তানি নানাখ্যানাশ্রিতানি চ । সিদ্ধানাং সাধকানাঞ্চ বিধানানি চ তুরিশঃ ॥ ২১
 অধিকারিবিভেদেন পশুবাছল্যতঃ প্রিয়ে । কুলাচারোদিতং ধর্মং শুণ্ড্যর্থং কথিতং কচিৎ ॥ ২২
 জীবপ্রযুক্তিকারীণি কানিচিৎ কথিতান্তপি । দেবানানাবিধাঃ প্রোক্তা দেব্যোহপি বহুধা প্রিয়ে ॥ ২৩
 ভৈরবগণৈব বেতালা বটুকা নারকা গণাঃ । শক্তাঃ শৈবা বৈষ্ণবাশ্চ সৌরা গাণপত্যাদয়ঃ ॥ ২৪
 নানামজ্ঞাশ্চ যজ্ঞানি সিদ্ধোপায়ঃ স্তনকশঃ । তুরি প্রায়সসাধ্যানি যথোক্তকলদানি চ ॥ ২৫
 যথা যথা কৃতাঃ প্রাণা যেন যেন বদা বদা । তদা তন্ত্রোপকারায় তথৈবোক্তং ময়া প্রিয়ে ॥ ২৬
 সর্বলোকোপকারায় সর্বপ্রাণিহিতায় চ । যুগধর্মাসুসারেণ যথাতথেন পার্কতি ॥ ২৭
 যয়া যাদুকৃতাঃ প্রাণা ন কেনাপি পুহা কৃতাঃ । তব স্নেহেন বক্ষ্যামি সারাৎসারং পরাৎপরম্ ॥ ২৮
 বেদানামাগমানাঞ্চ তজ্ঞাণাঞ্চ বিশেষতঃ । সন্ন্যাসমুদ্য দেবেশি তবাগ্রে কথ্যতে ময়া ॥ ২৯
 যথা নরেষু তজ্ঞাঃ সন্নিতাঃ জাহবী যথা । যথাহং ত্রিদিবেশানামাগমানামিদং তথা ॥ ৩০
 কিং বেদৈঃ কিং পুরাণৈশ্চ কিং শাস্ত্রৈর্কহুতিঃ শিবে । বিজ্ঞাতেহস্মিন্ মহাতন্ত্রে সর্বসিদ্ধিধরো ভবেৎ ॥ ৩১
 যতো জগদ্গলার ঘরাহং বিনিযোজিতঃ । অতন্তে কথয়িষ্যামি বদিস্বহিতকুং ভবেৎ ॥ ৩২
 কৃতে বিশ্বহিতে দেবি বিশেষঃ পরমেশ্বর । প্রীতো ভবতি বিশ্বাত্মা যতো বিশ্বং তদাপ্রিতম্ ॥ ৩৩

করে (১৮) যে ব্যক্তি আমার মুখনিঃসৃত ধর্ম অবহেলা করিয়া অল্প ধর্ম গ্রহণ করে, সেই ব্যক্তি আপনার গৃহস্থিত অমৃত পরিত্যাগ করিয়া অর্কনির্বাণ বাহ্য করিয়া থাকে । (১৯) তত্ত্বোক্ত পথ যেরূপ মোক্ষ ও সুখের উপযোগী, মুক্তিসাধক ও সুখবিধায়ক, সেরূপ অল্প পছা দৃষ্ট হয় না । (২০) আমি নানাবিধ আখ্যানসম্বিত নানাপ্রকার তন্ত্র প্রকাশ করিয়াছি, তাহাতে সাধক ও সিদ্ধগণের জন্ত নানাবিধ বিধিরও ব্যবস্থা ও আলিখিত আছে (২১) হে প্রিয়ে! অধিকারী ভেদে পশু-ভাব-বাছল্য প্রযুক্ত রক্ষার জন্ত কুলাচারগত ধর্ম প্রকটন করিয়াছি । (২২) কোনও কোনও স্থলে জীবগণের নিমিত্ত অল্পরূপ ব্যবস্থা করিয়াছি; হে প্রিয়ে! আমি নানা-বিধ দেব ও নানাবিধ দেবীর তত্ত্ব প্রকাশ করিয়াছি; (২৩) ভৈরবগণ, বেতাগণ, বটুকগণ, নারিকাগণ, শাক্তগণ, শৈবগণ, বৈষ্ণবগণ, সৌরগণ ও গাণপত্যগণেরও বিষয় বর্ণনা করিয়াছি । (২৪) (এতত্ত্ব) নানামজ্ঞ, নানাবজ্ঞ এবং যথোক্ত কলদায়ক বিস্তর শ্রম-সাধ্য অনেক প্রকার সিদ্ধির উপায়ও বলিয়াছি । (হে প্রিয়ে! যে যে লোক যে যে সময়ে যেরূপ যেরূপ প্রশ্ন করিয়াছে, আমি সেই সময়ে তাহাদের মঙ্গলোদ্দেশে তদনুরূপ উত্তরও দিয়াছি (২৫) হে পার্কতি! আমি যুগধর্মাসুসারে সর্বলোক ও প্রাণীগণের মঙ্গলেন্ন নিমিত্ত বথার্থরূপে এই ধর্ম কীর্তন করিয়াছি । (২৬) (যাহা হউক), তুমি এক্ষণে যেরূপ প্রশ্ন করিলে, এরূপ প্রশ্ন পূর্বে কেহ কখন করে নাই, আমি এক্ষণে তোমার প্রতি স্নেহ প্রযুক্ত পরাৎপর সারাৎসার তত্ত্ব নির্দেশ করিতেছি । (২৮) হে দেবি! নিখিল বেদ, আগম এবং তন্ত্র সমূহের সার সমুদার পূর্বক আমি তোমার নিকটে বলিতেছি । (২৯) যেরূপ মহুধ্যগণের মধ্যে তাত্ত্বিক ব্যক্তি শ্রেষ্ঠ, যেরূপ নদী মধ্যে গঙ্গা, প্রধান, যেরূপ দেবগণের মধ্যে আমি দেবাবিপতি, সেইরূপ তন্ত্রসমূহের মধ্যে এই মহানির্বাণই শ্রেষ্ঠ তন্ত্র । (৩০) বেদ, পুরাণ ও বহুবিধ শাস্ত্রাসুসীলনে কি কল লাভ হইয়া থাকে? হে শিবে! এই মহাতন্ত্র পরিজ্ঞাত হইলে সমুদার সিদ্ধির বাধা থাকে না । (৩১) (দেবি!) তুমি যখন জগতের হিতার্থে আমাকে নিয়োজিত করিয়াছ, তখন যাহাতে জগতের হিত হয়, তদ্বিষয় তোমার নিকটে বলিতেছি । (৩২) হে পরমেশ্বর! জগতের হিত সাধিত হইলে, জগদীশ্বর তুষ্ট হইয়া থাকেন; কারণ, তিনি বিশ্বের আত্মারূপ এবং বিশ্বলগ্নার তাঁহার আশ্রয়ে

স এক এব সজ্জপঃ সত্যোহৈষতঃ পরাংপরঃ । স্বপ্রকাশঃ সদাপূর্ণঃ সচ্চিদানন্দলক্ষণঃ ॥ ৩৪
 নির্বিকারো নিরাধারো নির্বিশেষো নিরাকুলঃ । গুণাতীতঃ সর্বসাক্ষী সর্বাঙ্গা সর্বদৃষিত্বঃ ॥ ৩৫
 গুঢ়ঃ সর্বৈব ভূতৈব সর্বব্যাপী সনাতনঃ । সর্বোদ্বিগতপাতাসঃ সর্বোদ্বিগতবিকৃতঃ ॥ ৩৬
 লোকাভীতো লোকহেতুরবাস্তবনগোচরঃ । স যেতি বিশ্বং সর্বজন্তুঃ ন জানাতি কচন ॥ ৩৭
 তদধীনঃ জগৎ সর্বং ত্রৈলোক্যং সচরাচরম্ । তদালম্বনভক্তির্হেদবিতর্ক্যমিদং জগৎ ॥ ৩৮
 তৎসত্যাত্মপাশ্রিত্য সঙ্ঘাতি পৃথক্ পৃথক্ । তেনৈব হেতুভূতেন বয়ং জাতা মহেশ্বরী ॥ ৩৯
 কারণং সর্বভূতানাং স একঃ পরমেশ্বরঃ । লোকেষু সৃষ্টিকরণাং স্রষ্টা ব্রহ্মোতি গীযতে ॥ ৪০
 বিষ্ণুঃ পালয়িতা দেবি সংহর্তাং তদিক্ষয় । ইচ্ছাদয়ো লোকপালাঃ সর্বৈ তদ্ব্যবস্থিতিনঃ ॥ ৪১
 যে যেধিকারে নিরতান্তে শাসতি তদাজয় । যং পরা প্রকৃতিস্তত্ পুণ্যাসি ভুবনত্রয়ে ॥ ৪২
 তেনাস্তর্ধামিরূপেণ তদ্ব্যবস্থায়োজিতাঃ । স্ব স্ব কর্ম প্রকৃতিস্তি ন যতন্তঃ কদাচন ॥ ৪৩
 যন্তয়াত্বাতি বাতোহপি সূর্য্যাস্তপতি যন্তয়াৎ । বর্ধন্তি তেয়দাঃ কালে পুষ্পন্তি তন্নবো বনে ॥ ৪৪
 কালং কালয়তে কালে যুতোহু ভূর্তির্যো ভয়ং । বেদান্তবেত্তো ভগবান্ যতচ্ছকোপলক্ষিতঃ ॥ ৪৫
 সূর্যে দেবাশ্চ দেবাশ্চ তন্নয়ঃ সুরবন্দিতে । আত্রান্তত্বপর্য্যন্তং তন্নয়ং সকলং জগৎ ॥ ৪৬
 তস্মিৎ স্রষ্টে জগৎ ভূষ্টে প্রীণিতে প্রীণিতে জগৎ । তদারাদনতো দেবি সর্বেষাং প্রীণনং ভবেৎ ॥ ৪৭
 তরোহুলাভিষেকেন যথা তদ্ব্যবস্থাপনঃ । তৃপ্যন্তি তদ্রূপানাং তথা সর্বৈহমরাদয়ঃ ॥ ৪৮

অবস্থিত রহিয়াছে । (৩৩) তিনি এক অদ্বিতীয়, সত্য, নিত্য, পরাংপর ও স্বপ্রকাশ ; তিনি সত্য পূর্ণ ও সচ্চিদানন্দ । (৩৪) তিনি নির্বিকার, নিরাধার, নির্বিশেষ, নিরাকুল, গুণাতীত, সর্বসাক্ষী, সর্বাঙ্গা ও সর্বদ্রষ্টা । (৩৫) তিনি গুঢ়ভাবে সর্বভূতে অবস্থিতি করেন, তিনি সর্বব্যাপী ও সনাতন ; তিনি সমুদায় ইন্দ্রিয় ও তাহার শক্তি প্রকাশ করিয়াছেন বটে, কিন্তু তাঁহার ইন্দ্রিয় নাই । (৩৬) তিনি লোকাভীত, অথচ তিনি সকলের কারণ ; তিনি বাক্যমনের অগোচর ; সেই সর্বজ্ঞ পুরুষ সকলই জানিতে পারেন, কিন্তু তাঁহাকে কেহ জানিতে পারে না । (৩৭) চরাচর সহিত এই ত্রিলোকমণ্ডল তাঁহার অবলম্বনে অবস্থিতি করিতেছে, এই অপ্রতর্ক্য জগৎ তাঁহার অধীনতা পরিত্যাগ করিতে পারে না । (৩৮) এই অনিত্য জগৎ তাঁহার সত্যতার আশ্রয়ে সত্যের জ্ঞান পৃথগ্ভাবে প্রকাশ পাইতেছে, তিনিই হেতুভূত হওয়ার আশ্রয়ে তাঁহা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে । (৩৯) সেই এক পরমেশ্বর সর্বভূতের কারণ ; সৃষ্টি করিয়াছেন বলিয়া তাঁহার নাম সৃষ্টিকর্তা এবং বৃহৎ বলিয়া তাঁহার নাম ব্রহ্মা হইয়াছে । (৪০) দেবি ! বিষ্ণু তাঁহার ইচ্ছাক্রমে পালন করিতেছেন, আমিও সংহারকার্য্যে নিযুক্ত হইয়া আছি, ইচ্ছাদি লোকপালগণও তাঁহার আদেশের অঙ্গবর্ত্তী । (৪১) তাঁহার আদেশক্রমে তাঁহারা আপনাপন অধিকারে নিযুক্ত থাকিয়া এই জগৎ শাসন করিতেছেন ; তুমি প্রধান প্রকৃতি, এই জন্ত তুমি ত্রিলোকমধ্যে পূজ্য হইয়াছ । (৪২) সর্গাস্তর্ধ্যমী সেই ঈশ্বরের নিয়োগক্রমে জীবগণ আপনাপন কর্ম করিয়া থাকে, কেহ কখনও স্বাধীনভাবে চলিতে পারে না । (৪৩) ঈশ্বার ভয়ে বায়ু প্রবাহিত হইতেছে, সূর্য্য কিরণ বিকীর্ণ করিতেছে, যেহ সকল কালে জলবর্ষণ করিতেছে, এবং বনে বনবৃক্ষ সকল পুষ্পিত হইতেছে । (৪৪) যিনি প্রলয়ে নিমেষাদি কালকেও গ্রাস করিয়া থাকেন, যিনি মৃত্যু ও ভয়েরও ভয়স্বরূপ ; যিনি বেদান্তবেদ্য বৎ তৎ শব্দে উপলক্ষিত, যিনি ভগবান্, (৪৫) হে দেববন্দিতে ! সমুদায় দেবদেবীগণ এবং ব্রহ্ম হইতে আরম্ভ করিয়া স্তব পর্য্যন্ত সমুদায় জগৎ তন্নয় । (৪৬) সেই সর্বেশ্বর পরিতুষ্ট থাকিলে জগৎ পরিতুষ্ট এবং প্রীত হইলে জগৎ প্রীত হইয়া থাকে, হে দেবি ! তাঁহার আরাধনার সকলের প্রীতি সংঘটিত হয় । (৪৭) যেরূপ বৃক্ষমূলে অভিষেক করিলে তাহার শাখাপত্রবৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, তাহার জ্ঞান সেই পরমে-

যথা তবার্চনাক্যানাং পূজনাক্ষপনাং প্রিয়ে । ভবন্তি তুষ্ঠাঃ স্তম্ভস্যন্তঃপ্রানীহি স্তব্রতে ॥ ৪৯
 যথা গচ্ছন্তি সন্নিতোহবশেনাপি সন্নিংপতিম্ । তথার্চাদীনি কৰ্ম্মাণি তদ্ব্যক্তানি পার্জতি ॥ ৫০
 যো যো বান্ বান্ যজেন্দেবান্ শ্রদ্ধয়া যদ্বদ্যাপ্তয়ে । তত্তদ্ব্যক্তি সৌহৃদ্যক্ৰৈস্তৈস্তৈর্দেবগণৈঃশিবৈঃ ৫১
 বহুনাং কিমুক্তেন তবাঞ্চে কথ্যতে প্রিয়ে । ধ্যেয়ঃ পূজ্যঃ স্তুথার্য্যাস্তং বিনা নান্তি মুক্তয়ে ॥ ৫২
 নায়্যাসো নোপবাসন্ত কায়ক্ৰেশো ন বিজ্ঞতে । নৈবাচারাদিনিয়মা নোপচারাশ্চ ভূরিঃ ॥ ৫৩
 ন দিকালবিচারোহস্তি ন মূর্ত্তাত্মসংহতিঃ । যৎসাধনে কুলেশানি তং বিনা কোহন্তমাত্ময়েৎ ৫৪
 ইতি শ্রীমহানির্কাণতন্ত্রে সৰ্ব্বতত্ত্বোক্তমোক্তমে সৰ্ব্বধৰ্ম্মনির্ণয়সারৌ শ্রীমদাত্মা সদ্ধাণিবসংবাদে
 জীবনিষ্ঠারোপায়প্রস্তোত্তরে ব্রহ্মোপাসনক্রমো নাম ত্রিভীয়োদাসঃ ॥ ২ ॥

তৃতীয়োদাসঃ ।

শ্রীদেবুদ্যচ ।

দেবদেব মহাদেব দেবতানাং ঔরোগুরো । বক্তা হং সৰ্ব্বশাস্ত্রাণাং মজ্ঞাণাং সাধনশ্চ চ ॥ ১
 কথিতং যৎ পরং ব্রহ্ম পরমেশং পরাংপরম্ । যন্তোপাসনতো মৰ্ত্ত্যো ভূক্তিং মুক্তিঞ্চ বিদতি ॥ ২
 কেনোপায়েন ভগবন্ পরমাত্মা প্রসাদতি । কিং তন্ত সাধনং দেব মজ্ঞঃ কো বা প্রকীর্ত্তিতঃ ॥ ৩
 কিং ধ্যানং কিং বিধানঞ্চ পরেশস্ত পরাঙ্গনঃ । তন্মেন প্রোতুমিচ্ছামি রূপয়া কথয় প্রভো ॥ ৪

শ্রবের আরাধনায় সকল দেবতা ভূগিলাভ করিয়া থাকেন । (৪৮) হে স্তব্রতে ! তোমার অর্চনা তোমার ধ্যান, তোমার পূজা ও তোমার জপ দ্বারা মাতৃগণ পরিভূষ্ট হন । (৪৯) যেরূপ নদী-সমূহ অবশভাবে সমুদ্রে প্রবেশ করে, তাহার স্থায় পূজা ধ্যান প্রভৃতি সমুদায় কৰ্ম্ম সেই একমাত্র ঈশ্বরে উপনীত হইয়া থাকে । (৫০) যে যে ব্যক্তি যে যে বস্তু পাইবার উদ্দেশে শ্রদ্ধাসহকারে যে যে দেবতার অর্চনা করে, পরমেশ্বর অধ্যক্ষস্বরূপে সেই সেই দেবগণদ্বারা সেই সেই ব্যক্তিকে সেই সেই ফল দান করিয়া থাকেন । (৫১) তোমাকে অধিক কি বলিব, সংক্ষেপে তোমাকে এইমাত্র বলিতেছি, সেই পরমেশ্বরই ধ্যেয়, পূজ্য ও স্তুথার্য্য, তিনি ভিন্ন জীবের মুক্তির অস্ত্র উপায় নাই । (৫২) ইহার আরাধনা করিতে হইলে পরিশ্রম, উপবাস, কায়ক্ৰেশ ও আচার্য্য বিচারাদির প্রয়োজন নাই, এবং এতাদৃশ উপচারও আবশ্যক করে না । (৫৩) ইহার সাধনায় দিক্, বা কালের বিচার প্রয়োজনীয় নহে, মূর্ত্তা, বা তাসেরও আবশ্যকতা নাই ; অতএব, হে কুলেশানি ! এই পরমেশ্বর ব্যতিরেকে কে আর অন্তকে আশ্রয় গ্রহণ করিবে ? (৫৪)

দেবী কহিলেন,—হে দেবদেব মহাদেব ! আপনি দেবগণের গুরু ও গুরু, আপনি নিখিল শাস্ত্র, মজ্ঞ ও সাধনার বক্তা । (১) আপনি যে পরাংপর পরমেশ্বর পরব্রহ্মের কথা বলিলেন, এবং বাহার উপাসনার মানবগণ ভোগ ও মোক্ষ লাভ করিতে পারে । (২) হে ভগবন্ ! কি উপায়ে সেই পরমাত্মা প্রসন্ন হইয়া থাকেন, হে দেব ! তাঁহার সাধন বা মজ্ঞ কিরূপ ? (৩) সেই পরমাত্মা পরমেশ্বরের ধ্যানই বা কি, এবং বিধিই বা কিরূপ ? হে প্রভো ! আমি ইহার প্রকৃত তত্ত্ব শুনিবার জন্য সন্মুখ হইয়াছি, অতএব রূপা করিয়া আমাকে বলুন । (৪) মহাদেব কহিলেন,—হে প্রাণবরভে !

ত্রিসদাশিব উবাচ ।

অতিশুভং পরং তৎ শৃণু মৎপ্রাণবল্লভে । রহস্তমেতৎ কল্যাণি ন কূজাপি প্রকাশিতম্ ॥ ৫

তব স্নেহেন বক্ষ্যামি মম প্রাণাধিকং পরম্ । জ্ঞেয়ং ভবতি তদ্বন্ধ সচ্চিৎস্বরূপং পরম্ ॥ ৬

যথাতথ্যবল্লপেণ লক্ষণৈর্কা মনোহরৈঃ । সত্ত্বাত্মজং নির্কিংশেষমবাস্তানগোচরম্ ॥ ৭

অসম্ভিগ্নো কীদৃশস্তানং স্বরূপং ব্রহ্মণঃ স্মৃতম্ । সমাধিব্যোমগৈস্তদ্ব্যেত্যং সর্বত্র সমদৃষ্টিভিঃ ।

দ্বন্দ্বাতীতৈর্নির্কিংশকৈর্দেহাশ্চাত্ম্যাসবজ্জিতৈঃ ॥ ৮

বতো বিশ্বং সমুদ্ভূতং যেন জাতঞ্চ ভিত্তিভিঃ । বস্তুনি সর্বানি লীরন্তে জ্ঞেয়ং তদ্বন্ধ লক্ষণৈঃ ॥ ৯

স্বরূপবুদ্ধ্যা যদ্ব্যেত্যং তদেব লক্ষণৈঃ শিবে । লক্ষণৈরাশু মিল্ধনাং বিহিতং তজ্জ সাধনম্ ॥ ১০

তৎ সাধনং প্রবক্ষ্যামি শৃণু বাবহিতা প্রিয়ে । তজ্জাদৌ কথং মাত্ম্যাত্মে মজ্জোদ্ধারং মহোশিতুঃ ॥ ১১

প্রণবং পূর্বমুদ্ভূত্যা সচ্চিৎপদমুদাহরেৎ । একং পদান্তে ব্রহ্মভূতি মজ্জোদ্ধারঃ প্রকীৰ্ত্তিতঃ ॥ ১২

সচ্চিক্রমেণ মিলিতঃ সপ্তার্ণোহয়ং মহমভ্যতঃ । তারহীনেন দেবেশি বড়বর্ণোহয়ং মহমভ্যতঃ ॥ ১৩

সর্বমজ্জোত্তমং সাক্ষাদ্ভ্যর্থকামমোকদঃ । নাত্ৰ সিদ্ধান্তপেকান্তি নারিমিত্তাদিচ্ছয়ম্ ॥ ১৪

ন তিথির্নচনকৃত্যঃ ন রাশিগণনস্তথা । কুলাকুলাদিনিয়মো ন সংস্কারোহত্র বিচিতে ।

সর্বথা সিদ্ধমজ্জোহয়ং নাত্ৰ কার্য্যা বিচারণা ॥ ১৫

বহুজন্মার্জিতৈঃ পুণ্যৈঃ সদগুরুর্বাণি লভাতে । তদা তদ্বজ্জতো বন্ধা জন্মসাক্ষ্যমাশ্রুয়াৎ ॥ ১৬

চতুর্কর্গং করে কৃত্যপরাং ত্রেহ চ মোদতে ॥ ১৭

স যতঃ স কৃত্যার্থচ স কৃতী স চ ধার্মিকঃ । স স্মাতঃ সর্বতীর্থেষু সর্বযজ্ঞেষু দীক্ষিতঃ ॥ ১৮

তুমি আমার নিকট হইতে অতি শুভ ব্রহ্মতত্ত্ব শ্রবণ কর, আমি এই রহস্ত কূজাপি প্রকাশ করি নাই । (৫) এই শুভ বিষয় আমার প্রাণাপেক্ষা প্রিয় পদার্থ, তোমার প্রতি স্নেহ আছে বলিয়া আমি বলিতেছি, সেই সচ্চিৎ বিশ্বাত্মা পরব্রহ্মকে কিরূপে জানা যাইতে পারে ? (৬) হে মনোহর ! যিনি সত্ত্বাসত্য, নির্কিংশেষ এবং বাক্য ও মনের অগোচর তাঁহাকে যথাতথ্যবল্লপে বা লক্ষণ দ্বারা কিরূপে জানা যাইতে পারে ? (৭) যিনি অনিত্য-অগম্যওলে সংস্বরূপে প্রতিভাত আছেন, যিনি ব্রহ্মস্বরূপ, সর্বত্র সমদৃষ্টি, সমাধিসাহায্যে বাঁহাকে জানিতে পারা যায়, যিনি দ্বন্দ্বাতীত, নির্কিংশ ও শরীরে আত্মজ্ঞান-পরিপূর্ণ । (৮) বাঁহা হইতে বিশ্বসংসার সমুদ্ভূত হইয়াছে এবং বাঁহাতে সমুদ্ভূত হইয়া নিখিল বিশ্ব অবস্থিতি করিতেছে, বাঁহাতে সকল বিশ্ব লয় প্রাপ্ত হইয়া থাকে, এইরূপ লক্ষণ দ্বারা সেই ব্রহ্মকে জানিতে পারা যায় । (৯) হে শিবে ! স্বরূপ লক্ষণ দ্বারা যে ব্রহ্মপদার্থ উপলব্ধি হয়, তটস্থ লক্ষণসাহায্যেও সেই ব্রহ্মকে অবগত হইতে পারা যায় । (১০) হে প্রিয়ে ! তটস্থ লক্ষণের সাহায্যে বাঁহারা ব্রহ্ম পাইতে অভিলাবী, তাঁহাদের পশ্চাৎস্থিত সাধন অপেক্ষা করে, আমি সেই সাধনতত্ত্ব বলিতেছি, শ্রবণ কর । (১১) অগ্রে তোমার নিকটে মজ্জোদ্ধারের কথা বলি, প্রথমে প্রণব কীর্তন করিয়া অনন্তর সচ্চিৎ এই পদ উচ্চারণ করা কর্তব্য ; পরে একং এই পদের পশ্চাতে ব্রহ্মপদ কীর্তন করিলে “সচ্চিদেকং ব্রহ্ম” মন্ত্রের উচ্চারণ হইবে । (১২) এই মন্ত্র সচ্চিক্রমোক্ত্যে মিলিত হইয়া সপ্তবর্ণ হইবে, হে দেবি ! ওঁকার বজ্জিত করিয়া উচ্চারণ করিলে ইহা বড়ক্ষয় হইবে । (১৩) সমুদায় মন্ত্র অপেক্ষা এই মন্ত্র শ্রেষ্ঠ ; ইহা ধর্ম, অর্থ, কাম, ও মোক্ষবিধায়ক ; ইহাতে সিদ্ধ ও অসিদ্ধ, বা অগ্নি মিত্র দোষের সম্ভাবনা নাই । (১৪) ইহাতে তিথি, নক্ষত্র, রাশিগণ কুলাকুলাদি নিয়ম বা সংস্কারের আবশ্যকতা নাই । (১৫) যদি অস্মান্তরীণ ক্ষুত্রভিকলে সদগুরু লাভ ঘটে, তাহা হইলে তাঁহার মুখে মন্ত্রশ্রবণ করিয়া শিবাগণ জন্ম সকল করিতে পারেন । (১৬) (তখন) মহাব্য চতুর্কর্গ ফললাভ করিয়া ইহাও পরলোকে আনন্দ উপভোগ করিতে পারে । (১৭) বাঁহার কর্ণকূহরে ব্রহ্মমন্ত্র রূপ মহামণি স্থান পাইয়াছে,

সৰ্বশাস্ত্ৰেণ নিকাতঃ সৰ্বলোকপ্ৰতিষ্ঠিতঃ । যন্ত কৰ্পপথোপাস্ত্ৰাণ্ডো মন্ত্ৰমহামনিঃ ॥ ১৯
 যন্তা মাতা পিতা তন্ত পবিত্রঃ তৎকুলং শিবে । পিতরন্তস্ত সন্তষ্ঠা মোদন্তে ত্ৰিদশৈঃ সহ ।
 গায়ন্তি গায়নীং গাথাং পুলাকান্তবিব্রহাঃ ॥ ২০
 অম্বত্কুলে কুলশ্ৰেষ্ঠো জাতো অক্ষোপদেশিকঃ । কিমস্মাকং গর্যাপিঠৈঃ কিং তীৰ্থশ্রাদ্ধতৰ্পণৈঃ ॥ ২১
 কিং দাটেনঃ কিং জটপর্হোমৈঃ কিমন্তৈর্কহসাধনৈঃ । বরমক্ষরভূষণাঃ স্মঃ সৎপুত্রস্ত চ সাধনাং ॥ ২২
 শৃণু দেবি জগদ্বন্দ্যে সত্যং সত্যং ময়োচ্যতে । পরব্রহ্মোপাসকানাং কিমন্তৈঃ সাধনান্তরৈঃ ॥ ২৩
 মন্ত্ৰগ্রহণমাত্রেণ দেহী অক্ষময়ো ভবেৎ । ব্রহ্মভূতস্ত দেবেশি কিমবাণ্যং জগত্রে ॥ ২৪
 কিং কুর্ত্তি গ্ৰহা কুষ্ঠা বেতালাষ্টচটকাদয়ঃ । পিশাচা গুহকা ভূতা ডাকিনো মাতৃকাদয়ঃ ।
 তন্ত দর্শনমাত্রেণ পলায়ন্তে পরাশ্রুতাঃ ॥ ২৫
 রক্ষিতো অক্ষমত্রেণ প্রাবৃত্তো ব্রহ্মভেজসা । কিং বিভেতি গ্রহাদিত্যো মার্ত্তও ইব চাপরঃ ॥ ২৬
 তং দৃষ্টা ভয়মাপন্নঃ সিংহঃ দৃষ্টা যথা গজাঃ । বিদ্রবন্তি চ নশ্চুপ্ত পতঙ্গা ইব পাবকে ॥ ২৭
 ন তন্ত হরিতং কিঞ্চিদ্ব্যক্টিষ্ঠস্ত দেহিনঃ । সত্যপুতন্ত গুহকস্ত সৰ্বপ্রাণিহিতস্ত চ ।
 কো বোপদ্রবমৰিচ্ছেদাস্ত্রাপন্নাতকং বিনা ॥ ২৮
 যে ক্রতুস্তি খলাঃ পাপাঃ পরব্রহ্মোপদেশিনে । স্বদ্রোহং তে প্রকুর্ত্তি নাতিরিজ্ঞা বতঃ সতঃ ॥ ২৯
 স তু সৰ্বহিতঃ সাধুঃ সৰ্বোবাং প্রিয়করকঃ । তস্তানিষ্টে কৃতে দেবি কো বা স্তান্নিকপদ্রবঃ ॥ ৩০

তিনিই যন্ত, কুষ্ঠী ও ধার্মিক ; তিনি সৰ্বতীৰ্থে স্নাত ও সৰ্বযজ্ঞে দীক্ষিত হইয়াছেন ; (অধিক কি) তাঁহাকে সৰ্বলোক প্রতিষ্ঠিত ও সৰ্বশাস্ত্রবেত্তা বলিয়া মনে করা কর্তব্য । (১৮।১৯) হে শিবে ! তাঁহার মাতা পিতা যন্ত হন, কুল পবিত্র হয়, পিতৃগণ কুষ্ঠ হইয়া দেবগণের কথিত আনন্দভোগ করত এই গাথা গান করিতে থাকেন । (২০) আমাদের বংশোৎপন্ন পুত্র অক্ষমত্রে দীক্ষিত হইয়া কুল পবিত্র করিয়াছে, (যাহা হউক) আমাদের নিমিত্ত গয়া বা তীর্থক্ষেত্রে পিণ্ডদান বা শ্রাদ্ধাদির প্রয়োজন কি ? (২১) যখন আমাদের কুলে সৎপুত্র প্রাপ্ত হইয়া অক্ষ সাধনায় লিপ্ত হইয়াছে, তখন আমাদের জন্ত দান, জপ, হোম, বা অন্যান্য সাধনারই বা প্রয়োজন কি ? (বলিতে কি) আমরা অক্ষয় তৃপ্তি লাভ করিয়াছি (২২) হে দেবি ! তুমি জগৎপুজ্যা আমি তোমার নিকটে সত্য করিয়া বলিতেছি, বাহারা পরব্রহ্মের উপাসক, তাঁহাদের আর অন্য কোন সাধনার প্রয়োজন নাই । (২৩) হে দেবেশি ! দেহী অক্ষমন্ত শ্রবণমাত্র অক্ষময় হইয়া থাকে, যিনি অক্ষময় হইয়া থাকেন, যিনি অক্ষময় হইতে পারেন, তাঁহার নিকটে এই জগতের মধ্যে কুলভ বস্ত্র আর কি আছে ? (২৪) গ্রহ বেতালা, চোটক প্রভৃতি পিশাচগণ, গুহকগণ, ভূতগণ ডাকিনী-গণ ও মাতৃকাদিগণ কুষ্ঠ হইয়া তাঁহার কি করিতে পারেন ? তাহার। তাঁহাকে দেখিবামাত্র পরাশ্রুত হইয়া পলায়ন করে । (২৫) যিনি অক্ষমত্রে সুরক্ষিত ও ব্রহ্মভেজে সমাবৃত্ত, তিনি দ্বিতীয় সূর্য্যের স্তায়, সূতরাং তিনি গ্রহাদি হইতে ভয় পাইয়া থাকেন । (২৬) মুগেন্দ্রদর্শনে মাতঙ্গগণের অবস্থা যে প্রকার হয়, তাহার স্তায় গ্রহাদি তাঁহাকে দেখিয়া পলায়ন করে ; অগ্নিতে পতঙ্গের দশা যে প্রকার, তাহার স্তায় গ্রহগণ তাঁহার ভেজে নষ্ট হইয়া থাকে । (২৭) অক্টিষ্ঠ ব্যক্তি সৰ্বদা সত্যপুত, সৰ্বোপকারক ও পরিশুদ্ধ, সূতরাং কোনও পাপ তাঁহাকে আক্রমণ করিতে পারে না ; আশ্রমভাষী ভিন্ন কোন ব্যক্তি এরূপ মহাস্বার প্রতি উপদ্রব করিতে ইচ্ছা করে ? (২৮) যে সকল খলমতি পাপাচার ব্যক্তি পরব্রহ্মোপাসকের প্রতি বিরুদ্ধ ব্যবহার করে, তাহার। আপনাদের অনিষ্ট আপনাই করিয়া থাকে ; পরব্রহ্মের উপাসক, আর ব্রহ্ম পদার্থ একই ভিন্ন দ্বিতীয় নহে (২৯) হে দেবি ! ব্রহ্মোপাসক ব্যক্তি সকলের হিতকারী ও সাধু, সূতরাং এরূপ মহাস্বার অনিষ্ট করিলে কোন ব্যক্তি নিকপদ্রবে থাকিতে পারেন ? (৩০) যে সাধক মন্ত্রের অর্থ ও তাহার

মন্ত্রার্থঃ মন্ত্রচৈতন্ত্যং যৈ ন জানাতি সাধকঃ । শতলক্ষ প্রণবোহপি তন্ত মন্ত্রো ন সিদ্ধ্যতি । ৩০
অতোহস্তার্থঃ চৈতন্ত্যং কথয়ামি শৃণু প্রিয়ে । অকারেণ জগৎপাতা সংহর্তা স্তাহকারতঃ । ৩১
মকারেণ জগৎস্রষ্টা প্রণবার্থ উদাহৃতঃ । ৩২
সচ্ছব্দেন সদা স্থায়িচৈতন্ত্যং প্রকীৰ্ত্তিতঃ । ৩৩
একমবৈতমীশানি বৃহৎসাদব্রহ্ম গীয়তে । মন্ত্রার্থঃ কথিতো দেবি সাধকাতীর্থাঙ্গিহিঃ । ৩৪
মন্ত্রচৈতন্ত্যমেতদ্ধি তদধিষ্ঠাতৃদেবতা । তত্তজ্ঞানঃ পরমেশানি ভক্তানাং সিদ্ধিদায়কম্ । ৩৫
তস্তাধিষ্ঠাতৃ দেবেশি সৰ্বব্যাপি সনাতনম্ । অবিতৰ্কাঃ নিরাকারঃ বাচ্যাতীতঃ নিরঞ্জনম্ । ৩৬
বাঃমারা-কমলাদ্যোঁন ভারহীনেন পার্কতি । দীপ্তে বিবিধ বিদ্যা মায়া জীঃ সৰ্বতোমুখী । ৩৭
তারেণ ভারহীনেন প্রত্যেকঃ সকলং পদম্ । যুগ্মযুগ্মক্রমেণাপি মন্ত্রোহিয়ং বিবিধো ভবেৎ । ৩৮
ঋষিঃ সদাশিবো হস্ত চন্দ্রোহুষ্ঠু বৃন্দান্ততম্ । দেবতা পরমং ব্রহ্ম সৰ্বান্তর্ভামি নিৰ্ভরণম্ । ৩৯
চতুর্ভূগলবাস্তো বিনিয়োগঃ প্রকীৰ্ত্তিতঃ । অঙ্গস্তানকরন্তাসৌ কথয়ামি শৃণু প্রিয়ে । ৪০
ভায়ঃ সচ্চিদেকমিতি ব্রহ্মেতি সকলং ততঃ । অনূষ্ঠতর্জনীমধ্যানামিকাস্থ মহেশ্বরী । ৪১
কনিষ্ঠয়োঃ করতলপৃষ্ঠয়োঃ স্তরবন্দিতে । নমঃ স্বাহাবট্ হং বোবট্ কট্ যথাক্রমে । ৪২
স্তম্ভায়ামোক্তবিধিনা সাধকঃ স্তম্ভসাহিতঃ । স্বদাদিকরপর্যন্তমেবমেবং বিধীয়তে । ৪৩
প্রাণায়ামঃ ততঃ সূর্যাস্থলে প্রণবেন বা । মধ্যানামিকাভ্যাং দক্ষহস্তস্ত পার্কতি । ৪৪
বামনাসাপুটেঃ স্বদা দক্ষনাসাপুটে ন চ । পুত্রয়েৎ পথনং মন্ত্রী মূলমষ্টমিতং জপন । ৪৫

চৈতন্ত্যশক্তি অবগত নহেন, তিনি শত লক্ষ জপ করিলেও সিদ্ধ হইতে পারেন না । হে প্রিয়ে ! এই কারণে আমি এই মন্ত্রের অর্থ ও তাহার চৈতন্ত্য শক্তির কথা বলিতেছি, শ্রবণ কর ; অকারের অর্থ জগৎপাতা, উকারের অর্থ সংহার কর্তা এবং মকারের অর্থ জগতের সৃষ্টি কর্তা, প্রণবের অর্থই এইরূপ । (৩১।৩২) সংস্কৃতের অর্থ সদা স্থায়ী চিৎ শব্দের অর্থ চৈতন্য (৩৩) হে দেবি ! এক শব্দের অর্থ বৈতত্যাবজ্ঞিত, বৃহৎ শব্দে ব্রহ্ম অর্থ প্রযুক্ত হইয়া থাকে, আমি সাধকের অভিষ্টদায়ক মন্ত্রার্থ তোমার নিকটে বলিলাম । (৩৪) ইহার অধিষ্ঠাতৃদেবতাজ্ঞানের নামই মন্ত্র চৈতন্য ; হে পরমেশ্বর ! মন্ত্রের অধিষ্ঠাতৃ দেবতার জ্ঞান দ্বারা সিদ্ধিলাভ ঘটয়া থাকে (৩৫) হে দেবেশি ! যিনি অবিতর্ক্য, সর্বব্যাপী, সনাতন, নিরাকার ও নিরঞ্জন, তিনিই এই মন্ত্রের অতিপাদ্য দেবতা ! (৩৬) হে পার্কতি ! এই মন্ত্র প্রণব শূন্য হইয়া হ্রীং জীং প্রণব স্থলে যোগ করিলে বিবিধ বিদ্যা, মায়া ও সর্বতোমুখী লক্ষী প্রদত্ত হইয়া থাকে । (৩৭) এই মন্ত্রের প্রত্যেক পদে অথবা সমুদায় পদে প্রণবযুক্ত অথবা রহিত করিলে কিবা ইহার যুগ্ম যুগ্ম পদে প্রণব যোগ অথবা প্রণব রহিত করিলে নানাবিধ মন্ত্রসৃষ্টি হইয়া থাকে । (৩৮) এই মন্ত্রের ঋষি সদাশিব, হস্ত অহুষ্ঠুপ, দেবতা সর্বাঙ্গভামি নিৰ্ভরণ পর ব্রহ্ম । (৩৯) চতুর্ভূগল প্রাপ্তির জন্য বিনিয়োগ করিতে হয়, হে প্রিয়ে ! অঙ্গস্তানের ও করান্তাসের কথা বলিতেছি, শ্রবণ কর । (৪০) প্রথমে করস্থানে ওঁ লং, চিৎ, ব্রহ্ম, একং ওঁ সচ্চিদেকং ব্রহ্ম যথাক্রমে এই শব্দ কয়েকটি উচ্চারণ করিয়া অনূষ্ঠ, তর্জনী, মধ্যমা, অনামিকা ও কনিষ্ঠা এই কয়েকটি অঙ্গুলীতে এবং করতল পৃষ্ঠদ্বয়ে অস্তে নমঃ, স্বাহা, বট্, হং বোবট্ ও কট্ যথাক্রমে উচ্চারণ করিবে । (৪১।৪২) সাধক এইরূপে সমাহিতমনে স্থানোক্ত বিধানানুসারে করস্তান করিবে, ক্রমে স্বদাদিকর পর্যন্ত অঙ্গস্তান করিবে । (৪৩) অনন্তর মূলমন্ত্র অথবা প্রণব দ্বারা প্রাণায়াম করা কর্তব্য ; হে পার্কতি ! দক্ষিণ হস্তের মধ্যমা ও অনামিকা অঙ্গুলী দ্বারা বাম নাসা পুট ধারণ করিয়া দক্ষিণ নাসা পুট দ্বারা বায়ু আকর্ষণ পূর্বক অষ্টবার মূলমন্ত্র জপ, বা প্রণবোচ্চারণ করিবে । (৪৪) অনন্তর অনূষ্ঠ দ্বারা দক্ষিণ নাসা ধারণ করিয়া স্থানরোধ পূর্বক দ্বাত্রিংশৎ বার জপ করিবে । (৪৫) ক্রমে ক্রমে

অকুর্ন্তেন দক্ষনাঙ্গাঃ কৃতা কুন্তকযোগতঃ । অপেক্ষাজিৎশতাবৃত্তা ততো দক্ষিণনাঙ্গয়া ॥ ৪৬

শনৈঃ শনৈঃ স্তম্ভ্যজ্ঞেদ্বারু জপন্ বোদ্ধশখা মহম্ । বামনাঙ্গাপুটেহপ্যব্যং পুরকুন্তকরেচকম্ ॥ ৪৭

পুনর্দক্ষিণতঃ কুর্বাৎ পূর্ববৎ স্তবপুজিতে । প্রাণায়ামবিধিঃ প্রোক্তো ব্রহ্মমন্ত্র সাধনে ॥ ৪৮

ততো ধ্যানং প্রকুর্কীত সাধকাতীষ্টসাধনম্ ॥ ৪৯

জদয়কমলমধ্যে নির্কিংশেবং নিরীহং হরিহরবিধিবেদ্যং যোগিভির্ধ্যানগম্যম্ ।

জননমরণভীতিভ্রংশি সচ্চিৎ স্বরূপং সকলভুবনবীজং ব্রহ্ম চৈতন্তমীড়ে ॥ ৫০

ধ্যাদিহবৎ পরমং ব্রহ্ম মানসৈরুপচারৈকৈঃ । পূজয়েৎ পরয়া ভক্ত্যা ব্রহ্মসংযুক্ত্যহেতবে ॥ ৫১

গন্ধং দত্তান্ মহীতস্বং পুষ্পমাকালমেব চ । ধূপং দত্ত্বা দ্বায়তস্বং দীপং তেজঃ সমর্পয়েৎ ।

নৈবেদ্যং ভোগ্যতস্বেন প্রদত্ত্বাৎ পরমাত্মনে ॥ ৫২

ততো জপ্তা মহামন্ত্রং মনসা সাধকোত্তমঃ । সমর্প্য ব্রহ্মণে পশ্চাদ্বহিঃ পূজাং সমারভেৎ ॥ ৫৩

উপস্থিতানি দ্রব্যানি গন্ধপুষ্পাদিকানি চ । বজ্রালঙ্কারণাদীনি ভক্ষ্যপেয়ানি ধানি চ ॥ ৫৪

মন্ত্রেণানেন সংশোধ্য ধ্যাত্বা ব্রহ্ম সনাতনম্ । নিমীল্য নেত্রে মতিমানপরেৎ পরমাত্মনে ॥ ৫৫

ব্রহ্মার্চণং ব্রহ্ম হবির্ব্রহ্মারো ব্রহ্মণা হতম্ । ব্রহ্মৈব তেন গন্তব্যং ব্রহ্মকর্ষসমাধিনা ॥ ৫৬

ততো নেত্রে সমুদীল্য জপ্তা মূলং যশক্তিভঃ । তচ্ছপং ব্রহ্মসাৎ কৃতা স্তোত্রঞ্চ কবচং পাঠেৎ ॥ ৫৭

স্তোত্রং শূণ্ণ মহেশানি ব্রহ্মণঃ পরমাত্মনঃ । যৎ প্রদ্য সাধকো দেবি ব্রহ্মসাব্যুজ্যমগ্নুতে ॥ ৫৮

ও নমস্তে সতে সর্বলোকেশ্বায় নমস্তে চিতে বিশ্বরূপাত্মকায় ।

নমোহষ্টৈষতত্ত্বায় মুক্তিপ্রদায় নমো ব্রহ্মণে ব্যাপিনে নিঃশরণায় ॥ ৫৯

নিশ্বাস ত্যাগ করিতে করিতে বোড়শবার জপ করিবে; অনন্তর ঐরূপে বামনাঙ্গাপুটে রেচক পুরক ও কুন্তক করিবে। (৪৭) হে স্তববন্দিতে! পুনর্বার দক্ষিণ নাঙ্গা আরম্ভ করিয়া বাম নাঙ্গাতে বধাক্রমে পূর্বের স্থায় রেচক, পুরক ও কুন্তক করিবে; আমি ব্রহ্মসাধনসম্বন্ধে এই প্রাণায়াম বিধি তোমায় নিকটে বলিলাম। (৪৮) অনন্তর সাধক আপনায় অভীষ্টসাধক ধ্যান করিতে থাকিবে। (৪৯) যিনি নির্কিংশেব ও চেষ্টা-শূন্ত যিনি হরি হর ও ব্রহ্মার জ্ঞেয় বস্তু, যিনি যোগীন্দ্রজনেরও ধ্যান লভ্য, বাঁহাকে প্রাপ্ত হইলে জন্মমৃত্যুভয় বিদূরিত হয়, যিনি সকল ভুবনের বীজস্বরূপ, আমি সেই ব্রহ্ম পদার্থকে জদয়কমধ্যে ধ্যান করি। (৫০) সাধক ব্রহ্মসাব্যুজ্য প্রাপ্তি জন্ত এইরূপ ধ্যান করিয়া সাতিশয় ভক্তিভাবে মানসোপচারে পরম ব্রহ্মের অর্চনা করিবে। (৫১) এই পূজার ভূতস্বকে গন্ধরূপে কল্পনা করত ব্রহ্মে সমর্পণ করিবে (এইরূপ আকাশকে পুষ্প, বায়ুতস্বকে ধূপ তেজকে দীপ এবং জলরাশিকে নৈবেদ্য কল্পনা করিয়া পরমাত্মাকে প্রদান করিবে। (৫২) অনন্তর মনে মনে সচ্চিদেক ব্রহ্ম মহামন্ত্র জপ করিতে থাকিবে; ব্রহ্মে সমুদায় সমর্পণ করিয়া বাহু পূজার মনঃসংযোগ করা কর্তব্য। (৫৩) উপস্থিত গন্ধ পুষ্প, বজ্র, অলঙ্কার যান ভক্ষ্য ও পের পদার্থ প্রদান করিবে। (৫৪) ঐ সকল দ্রব্য পশ্চান্নিখিত মন্ত্রে সংশোধন করিয়া নেত্রদ্বয় নিমীলন পূর্বক ব্রহ্মের ধ্যামাবস্থানে উঠাকে প্রদান করিবে। (৫৫) সংশোধনের মন্ত্র—বজ্রপাত্রই ব্রহ্ম হব্যও ব্রহ্ম অগ্নি ও ব্রহ্ম হোমকর্তা ব্রহ্ম অধিক কি যিনি একাধভাবে ব্রহ্মে চিত্তসমাবেশ করেন তিনি ব্রহ্মকর্ষ সমাধা করিয়া ব্রহ্মপথে গমন করিয়া থাকেন। (৫৬) অনন্তর নেত্রদ্বয় উদীলন করিয়া বধাশক্তি মূলমন্ত্র জপ করা কর্তব্য ঐ জপ ব্রহ্মে সমর্পণ পূর্বক স্তোত্র ও কবচ পাঠ করাই উচিত। (৫৭) হে দেবি! পরমাত্মার স্তোত্র বর্ণন করিতেছি শ্রবণ কর; সাধক ইহা শ্রবণ করিলে ব্রহ্মসাব্যুজ্য পাইয়া থাকেন। (৫৮) তুমি সর্বলোকের আশ্রয় স্বরূপ তুমি সং তোমাকে নমস্কার; তুমি চৈতন্তময় বিশ্বের আত্মস্বরূপ তোমাকে নমস্কার; তুমি ঐষ্টতত্ত্ব ও মুক্তিদাতা তোমাকে নমস্কার; তুমি সর্বব্যাপি নিঃশরণ ব্রহ্ম তোমাকে

ত্বমেকং শরণং ত্বমেকং বরণ্যং ত্বমেকং অংকারণং বিশ্বরূপম্ ।
 ত্বমেকং অগৎকর্তৃপাতৃ প্রহৃত্ত্ব ত্বমেকং পরং নিশ্চলং নির্দিকল্পম্ ॥ ৬০
 ভরানাং ভয়ং ভীষণং ভীষণানাং গতিঃ প্রাণিনাং পাবনং পাবনানাম্ ।
 মহাঠৈঃ পদানাম্ নিরন্তু ত্বমেকং পরেষাং পরং রক্ষকং রক্ষকাণাম্ ॥ ৬১
 পরেশ প্রভো সর্বরূপাবিনাশিন্ অনির্দেশ্য সর্বৈল্লিঙ্গায়াম্য সত্য ।
 অচিন্ত্যাক্ষর ব্যাপকাব্যক্ত ত্বৎ অগন্তাসকাধীশ পায়াদপায়াম্ ॥ ৬২
 তদেকং স্মরামস্তদেকং অপামঃ তদেকং অগৎসাক্ষিরূপং নমামঃ ।
 সদেকং নিধানং নিরালম্বমীশং ভাবন্তোধিপোতাং শরণ্যং ব্রাহ্মণঃ ॥ ৬৩
 পঞ্চরত্নমিদং স্তোত্রং ব্রহ্মণঃ পরমাত্মনঃ । যঃ পঠেৎ প্রযতো-ভূষা ব্রহ্মসাব্জ্যামাপ্নুয়াৎ ॥ ৬৪
 প্রদোষদং পঠেদ্রিত্যং সোমবারে বিশেষতঃ । শ্রাবয়েদ্বোধয়েৎ প্রাক্তো ব্রহ্মনিষ্ঠান্ স্ববান্ধবান্ ॥ ৬৫
 ইতি তে কথিতং দেবি ! পঞ্চরত্ন মহেশিতুঃ । কবচং শৃণু চার্কি জগন্মঙ্গলনামকম্ ।
 পঠনাক্ষরণাদ্ যন্ত ব্রহ্মজ্ঞো জায়তে ক্রবম্ ॥ ৬৬
 পরমাত্মা শিরঃ পাতু জদয়ং পরমেশ্বরঃ । কণ্ঠঃ পাতু অগৎপাতা বদনং সর্বদৃষ্টিভূঃ ॥ ৬৭
 করৌ মে পাতু বিশ্বাত্মা পাদৌ রক্ষতু চিত্তয়ঃ । সর্কাজং সর্কাদ্ পাতু পরং ব্রহ্ম সনাতনম্ ॥ ৬৮
 চতুর্দর্শকলাবাস্তৈঃ বিনিয়োগঃ প্রকীৰ্ত্তিতঃ ॥ ৬৯
 যঃ পঠেৎ স্তবকবচং ঋষিভ্যঃ সপুংসরম্ । স ব্রহ্মজ্ঞানমাসক্ত সাক্ষাৎ স্তবময়ো ভবেৎ ॥ ৭০

নমস্কার । (৫৯) তুমিই একমাত্র শরণ্য, একমাত্র বরণ্য একমাত্র অগতের কারণ, তুমিই বিশ্ব-
 রূপ ; তুমিই একমাত্র অগতের কর্তা, পাতা ও সংহার-কর্তা, তুমি নিশ্চল, নির্দিকল্প ও অধিতীয়
 পুরুষ । (৬০) তুমি ভয়ের ভয়, ভীষণেরও ভীষণ, তুমি প্রাণীগণের গতি এবং পাবনের পাবন
 তুমিই ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর পদের নিয়ামক, তুমি প্রধান হইতেও প্রধান এবং রক্ষকদিগেরও
 রক্ষক । (৬১) হে প্রভো ! তুমি সর্বরূপ,—অর্থাৎ তুমি সকলের রূপ হইলেও কেহ তোমাকে
 দেখিতে পায় না ; তুমি অবিনাশী, অনির্দেশ্য, ইল্লিঙ্গগণের অগম্য, অচিন্ত্য, অক্ষর, অব্যক্ত ও
 সত্যরূপ ; তুমি অগতের ভাসক, তুমি আমাদিগকে ভক্তিবিরেষণ প্রভৃতি অপার বিপদ
 হইতে রক্ষা কর । (৬২) আমি সেই অধিতীয় ব্রহ্মকে স্মরণ করিতেছি, অগতে একমাত্র সাক্ষী,
 একমাত্র পোত বলিয়া আমি তোমার শরণাপন্ন হইলাম । (৬৩) পরমাত্মা ব্রহ্মের পঞ্চরত্ন নামক
 এই স্তোত্র যিনি ভক্তির সহিত পাঠ করেন, তিনি ব্রহ্মের সাব্যস্ত লাভ করিতে পারেন । (৬৪)
 প্রদোষকালে এই স্তোত্র প্রতিদিন পাঠ করা কর্তব্য,—বিশেষতঃ জ্ঞানী ব্যক্তির, ব্রহ্মপরায়ণ
 বান্ধবদিগকে সোমবারে ইহা শ্রবণ করান ও বুঝাইয়া দেওয়া কর্তব্য । (৬৫) হে দেবি ! আমি
 তোমাকে মহেশ্বরের পঞ্চরত্ন নামক স্তোত্রের কথা বলিলাম, এক্ষণে অগন্মঙ্গলনামক কবচের কথা
 কহিতেছি শ্রবণ কর ; ইহা শ্রবণ ও ধারণ করিলে নিশ্চয়ই ব্রহ্মজ্ঞ হইতে পারা যায় । (৬৬) কবচ
 এই ;—পরমাত্মা আমার শিরোদেশ রক্ষা করুন, পরমেশ্বর জদয় রক্ষা করুন ; অগৎপাতা কণ্ঠ রক্ষা
 করুন, চিত্ত আমার চরণের রক্ষা করুন, সনাতন পরব্রহ্ম আমার সর্বশরীর রক্ষা করুন । (৬৭) সনাতন
 এই অগন্মঙ্গল কবচের ঋষি ছন্দ অন্নষ্টুপ, পরমব্রহ্ম দেবতা চতুর্দর্শ প্রান্তির, উদ্দেশে বিনিয়োগ
 কীর্ত্তন করিতে হইবে । (৬৮) যিনি ঋষিভ্যঃ সমাধা করিয়া এই ব্রহ্মকবচ পাঠ করেন, তিনি
 ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়া ব্রহ্মময় হইয়া থাকেন । (৭০) যদি কেহ ভূজপত্র এই কবচ লিখিয়া

ভূর্জে বিলিখ্য গুটিকাং স্বর্ণস্বাং ধারয়েদ্বদী । কুঠে বা দক্ষিণে বাহৌ সর্কসিন্ধীখরো ভবেৎ ॥ ১১
 ইত্যোতৎ পরমব্রহ্ম কবচং তে প্রকাশিতম্ । দত্তাৎ প্রিয়ায় শিষ্যায় গুরুভক্তায় ধীমতে ॥ ১২
 পঠিত্বা স্তোত্র কবচং প্রণম্যেৎ সাধকপ্রণীঃ ॥ ১৩
 ওঁ নমস্তে পরমং ব্রহ্ম নমস্তে পরমাত্মনে । নিগুণায় নমস্তত্যং সজ্জপায় নমো নমঃ ॥ ১৪
 বাচিকং কায়িকং বাপি মানসং বা যথামতি । আরাধনে পরেশস্ত ভাবগুহ্যবিধীয়তে ॥ ১৫
 এবং সংপূজ্য মতিমান্ স্বজনৈর্কাক্ষতৈঃ সহ । মহাপ্রসাদং স্বীকুর্য্যাদ্ ব্রহ্মণঃ পরমাত্মনঃ ॥ ১৬
 পূজনে পরমেশস্ত নাবাহনবিসর্জনে । সর্কত্র সর্ককালেস্তু সাধয়েদ্ব্রহ্মসাধনম্ ॥ ১৭
 অন্নাতো বা কৃতন্নানো ভুক্তো বাপি বুদ্ধকিতঃ ! পূজয়েৎ পরমাত্মানং সত্বা নিম্নলমানসঃ ॥ ১৮
 অনেন ব্রহ্মমন্ত্রেণ ভক্ষণেনাদিকঞ্চ যৎ । দীযতে পরমেশায় তদেব পাবনং মহৎ ॥ ১৯
 গন্ধাতোয়ে শিলাদৌ চ স্পৃষ্টদোষোহপি বর্জ্যতে । পরব্রহ্মার্পিতে দ্রব্যে স্পৃষ্টাং স্পৃষ্টং ন বিদ্যতে ॥ ২০
 পকং বাপি ন পকং বা মন্ত্রোণানেন মন্ত্রিতম্ । লাধকো ব্রহ্মসাৎ কৃত্বা ভূজীয়াৎ স্বজনৈঃ সহ ॥ ২১
 নাত্র বর্ণবিচারোহস্তি নোচ্ছিষ্টাদি বিবেচনম্ । ন কালনিয়মোহপ্যত্র শৌচাশৌচং তত্খিৎস চ ॥ ২২
 যথাকালে যথাদেশে যথাযোগেন লভ্যতে । ব্রহ্মসাৎ কৃতনৈবেদ্যমগ্নীয়াদবিচারয়ন্ ॥ ২৩
 আনীতং প্ৰপচেনাপি শ্বযুধাদপি নিঃসৃতং । তদগ্নং পাবনং দেবি দেবানামপি হুন্নভম্ ॥ ২৪
 কিং পুনঃস্বহুজাদীনাং বক্তব্যং দেববান্ধিতে ॥ ২৫
 মহাপাতকমুক্তো বা যুক্তো বাপ্যন্তপাতকৈঃ । সক্রত্বেসাদগ্রহণাৎ যুচ্যতে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ২৬

স্বর্ণময় গুটিকাতে স্থাপন পূর্বক কুঠে বা দক্ষিণ করে ধারণ করে, তাহার সমুদায় কার্য সিদ্ধ হইয়া থাকে । (১১) আমি তোমার নিকটে এই পরম ব্রহ্মের কবচ প্রকাশ করিলাম, ইহা গুরুভক্ত প্রিয় শিষ্যকে প্রদান করিবে । (১২) সাধকপ্রধান এই স্তোত্রকবচ পাঠ করিয়া প্রণাম করিবে । (১৩) তুমি পরমাত্মা পরম ব্রহ্ম, তোমাকে নমস্কার; তুমি গুণাভীত এবং সংস্বরূপ, তোমাকে নমস্কার করি । (১৪) পরম ব্রহ্মের আরাধনাতে কায়িক, বাচিক ও মানসিক এই তিন প্রকারের যেরূপ ইচ্ছা হয়, নমস্কার করা যাইতে পারে; কিন্তু চিত্তগুহ্যের বিশেষ প্রয়োজন । (১৫) বুদ্ধিমান ব্যক্তি এইরূপে ব্রহ্মের অর্চনা করিয়া আত্মীয় অন্তরঙ্গের সহিত মহাপ্রসাদ গ্রহণ করিবে । (১৬) পরমেশ্বরের পূজার কাল, আবাহন ও বিসর্জন নাই, সকল সময়ই ব্রহ্মসাধনার উপযোগী । (১৭) স্নাত বা অন্নাত, ভুক্ত বা অভুক্ত যে অবস্থায় ও যে কালই হউক, বিতুচ্ছচিত্ত হইয়া পরমেশ্বরের উপাসনা করা কর্তব্য । (১৮) এই ব্রহ্মমন্ত্র দ্বারা যে কোনও ভক্ষ্য ও পেষ বস্তু ব্রহ্মে সমর্পণ করা হয়, তাহা পবিত্রকর হইয়া থাকে । (১৯) গন্ধাজল এবং শালগ্রামশিলাদিতে স্পর্শদোষ ঘটিতে পারে, কিন্তু পরম ব্রহ্মে যে বস্তু অর্পণ করা যায়, তাহাতে কোনও দোষ স্পর্শ-বার সম্ভাবনা নাই । (২০) দ্রব্য পক বা অপক হউক, ব্রহ্মমন্ত্রবলে ঐ বস্তু ব্রহ্মসাৎ হইলে স্বজন সমভিব্যাহারে তাহা ভোজন করা সাধকের কর্তব্য । (২১) ব্রহ্মনিবেদিত সামগ্রীভোজনে আভিবিচার বা উচ্ছিষ্ট বিচার নাই । ইহাতে কালকাল, বা শৌচাশৌচবিচারের আবশ্যকতা নাই । (২২) যে সময়ে যে দেশের যেরূপে ব্রহ্মনিবেদিত নৈবেদ্য প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহা বিচার না করিয়াই ভোজন করা কর্তব্য । (২৩) দেবি ! ব্রহ্মোচ্ছিষ্ট অন্ন যদি চণ্ডালের আনীত এবং কুকুর মুখ হইতে নিঃসৃত হয়, তাহা হইলেও উহা অতিশয় পবিত্র এবং দেবতার হুন্নভ হইয়া থাকে । (২৪) যে দেববান্ধিতে ! যখন এতাদৃক অন্ন দেবগণেরও হুন্নভ, তখন মনুষ্যাদির কথা আর কি বলিব ? (২৫) যে ব্যক্তি মহাপাতকী বা অস্তপাতক লিপ্ত হয়, সে একবারমাত্র ব্রহ্ম প্রসাদ প্রাপ্ত হইলে, সকল পাপ হইতে মুক্ত হইয়া থাকে, এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই । (২৬) ব্রহ্ম নিবেদিত বস্তু গ্রহণে যে কল লাভ হয়, সার্বত্রিকোটিতীর্থে স্নানদানে যে

পরমেশ্বর নৈবেদ্যসেবনং যৎ কলং ভবেৎ । সাক্ষিকোত্তীর্ণার্থে স্নানদামেন যৎ কলম
ভৎ কলং লভতে মৰ্ত্ত্যে অক্ষার্পিতনিবেষণাৎ ॥ ৮৭

অশ্বমেধাদিভির্ভৈর্যিষ্টা যৎ কলমশ্নুতে । তন্মতে অক্ষনৈবেদ্যে তন্মাৎ কোটি গুণং লভেৎ ॥ ৮৮
দ্বিহ্নাকোটিসংলৈস্ত বস্ত্র কোটিশতৈরপি । মহাপ্রসাদমাহাশ্রয়ং বর্ণিতুং নৈব শক্যতে ॥ ৮৯
যত্র কুত্র স্থিতো বাপি প্রাপ্য অক্ষার্পিতামৃতম্ । গৃহীত্বা কীকশো বাপি অক্ষসামুদ্যমানুরাৎ ॥ ৯০
যদি স্মারীচজাতীরময়ঃ অক্ষাধি ভাবিতম্ । তদগ্নঃ প্রাক্ষণৈর্গাহ্যমপি বেদান্তপারগৈঃ ॥ ৯১
জাতিভেদো নৈ কৰ্ত্তব্যঃ প্রসাদে পরমাত্মনঃ । যোহতকুব্ধিঃ কুরুতে ন মহাপাতকী ভবেৎ ॥ ৯২
বয়ং পাপশতং কুর্য্যধরং বিপ্রবধঃ শ্রিয়ে । পরঅক্ষার্পিতে হুয়ে ন কুর্য্যদবহেলনম্ ॥ ৯৩
যে ত্যজন্তি নরী মৃত্যু মহামারোহ সংশ্রুতম্ । অন্তোরাদিকং ভদ্রে পিতৃপ্তে পাতরত্যাগঃ ॥ ৯৪
স্বয়মপম্পদ্যতামিহ পতন্ত্যাত্ততঃস্রবম্ । অক্ষসাক্ষতনৈবেদ্যেষ্টে গুণা নাস্তি নিষ্কৃতিঃ ॥ ৯৫
পুণ্যায়ত্তে ক্রিয়াঃ সৰ্ব্বাঃ সুবৃষ্টিঃ সুকৃতায়তে । যেচ্ছাচারোহত্র বিহিতো মহামত্স্ত সাধনে ॥ ৯৬
কিং তস্য বৈদিকচারৈস্তাত্ত্বিকৈরপি তস্য কিম্ । অক্ষনিষ্ঠস্য বিদ্বঃ যেচ্ছাচারো বিধিঃ শ্রুতঃ ॥ ৯৭
ক্লুতজ্ঞানস্য ফলং নাস্তি নাকুলশোনাপি কিম্বিৎ । ন বিয়ং প্রত্যবায়োহস্ত অক্ষমত্স্ত সাধনাৎ ॥ ৯৮
অগ্নিন্ ধৰ্ম্মে মহেশি স্তাৎ সত্যবাদী জিতেজ্রিয়ঃ । পরোপকারনিরতো নির্জিকারঃ সদাশয়ঃ ॥ ৯৯
মাৎসৰ্য্যহীনোহদন্তী চ দয়ান্ শূদ্ধমনসঃ । মাতাপিত্রোঃ প্রীতিকারী তয়োঃ সেবনভৎপরঃ ॥ ১০০
অক্ষপ্রোতা অক্ষমত্স্ত অক্ষাধেষণমানসঃ । যতাত্মী দৃঢ়বুদ্ধিঃ স্তাৎ সাক্ষাৎ অক্কেতি ভাবয়ন্ ॥ ১০১

সুকৃতি সঞ্চয় ঘটে, মহাযো অক্ষার্পিত বস্ত্র গ্রহণেও সেই ফল লাভ করিতে পারে। (৮৭) অশ্বমেধ প্রভৃতি যজ্ঞাহুতানে যে ফল পাওয়া যায়, অক্ষনিবেদিত বস্ত্র ভক্ষণে তাহার কোটি গুণ ফলপ্রাপ্তি হইয়া থাকে। (৮৮) যদি সহস্র কোটি দ্বিহ্না ও শত কোটি মুখের সৃষ্টি হয়, তথাপি অক্ষ-প্রসাদ-মাহাশ্রয় বর্ণনা করিবার নহে। (৮৯) যদি চণ্ডালজাতিও যে কোন স্থানে অক্ষ-প্রসাদ প্রাপ্ত হইয়া ভক্ষণ করে, তাহা হইলে তাহার অক্ষসামুদ্য লভ হইয়া থাকে। (৯০) যদি নাচজাতারের অন্ত অক্ষমর্পিত হয়, তাহা হইলে বেদান্তপারগ প্রাক্ষণেও তদগ্ন গ্রহণ করিতে পারে। (৯১) পর-মাত্মার প্রসাদ গ্রহণে জাতিভেদ বিচার করা কৰ্ত্তব্য নহে; যে ব্যক্তি ইহাকে অপবিত্র বোধ করে, সেই ব্যক্তি মহাপাতকে লিপ্ত হইয়া থাকে। (৯২) হে শ্রিয়ে! বয়ং লোকে শত শত পাপ কার্য্য করিতে পারে, বয়ং অক্ষহত্যা কৰ্ত্তব্য কর্ম মধ্যো গ্ৰণ্য হইবার কথা, তথাপি পরম অক্ষের অগ্নে অব-হেলা করা কৰ্ত্তব্য নহে। (৯৩) হে ভদ্রে! যে সকল মূঢ় লোকে এই মহামত্স্পূত স্নংকৃত অন্ত জল প্রভৃতি পরিত্যাগ করে, তাহাদের পিতৃপুরুষ অধোলোকে অবস্থিতি করেন। (৯৪) তাহারাও প্রলয়কাল পর্যন্ত অক্ষতামিহ নামক নরকে নিপতিত থাকে, (অধিক কি বলিব) যাহারা অক্ষসাক্ষ ত্ত নৈবেদ্যাদিতে ধেব-করে, তাহাদের কোন রূপেই নিষ্কৃতি নাই। (৯৫) যাহারা অক্ষমত্স্ত সাধন করেন, তাঁহাদের অপবিত্র কর্ম সকল পবিত্র, সুবৃষ্টি পুণ্যকর্মে পরিণত এবং অদৈব যেচ্ছাচার অহুতান, শাস্ত্রোক্ত কর্মের মধ্যে পরিগণিত হইয়া থাকে। (৯৬) যিনি অক্ষনিষ্ঠ ও জ্ঞানবান্, তাঁহার পক্ষে বৈদিক বা তাত্ত্বিক ক্রিয়ার প্রয়োজন কি? তাঁহার যেচ্ছাচারই বিধিবরূপে সমাদৃত হইয়া থাকে। (৯৭) অক্ষনিষ্ঠ ব্যক্তি কোনও বৈধ কার্য্য করিয়া তাহার ফল প্রাপ্ত হন না, এবং বৈধ কর্ম না করিলেও তাঁহার প্রত্যাশার হয় না, (বিবেচনা করিলে) অক্ষমত্স্তসাধনে কোনও বিষয় বা প্রত্যাশার সম্ভাবনা নাই। (৯৮) হে মহেশ্বর! এই ধর্ম্মের অহুতান করিতে হইলে সত্য-বাদী, জিতেজ্রিয়, পরোপকারপরায়ণ, নির্জিকার ও সদাশয় হওয়া চাই। অক্ষনিষ্ঠ ব্যক্তিকে মাৎসৰ্য্য ও দণ্ডহীন, দয়ান্, শূদ্ধচেতা, পিতামাতার প্রিয়কারী ও তাঁহাদের সেবাপরায়ণ হইতে হইবে। (১০০) যিনি অক্ষপ্রতিপাদ্য বিষয় শ্রবণ, অক্ষচিন্তন ও

ন মিথ্যাভাষণং কুর্য্যায় পরানিষ্টচিন্তনম্ । পরজীগমনকৈব ব্রহ্মমজ্ঞী বিবৰ্জ্জয়েৎ ॥ ১০২
তৎ সধিতি বদেদেবি প্রারম্ভে সৰ্ব্বকৰ্ম্মণাম্ । ব্রহ্মার্পণমন্ত্রবাক্যং পানভোজন কৰ্ম্মণোঃ ॥ ১০৩
যেনোপায়েন মৰ্ত্ত্যানাং লোকযাজ্ঞা প্রসিধ্যতি । তদেব কার্য্যং ব্রহ্মজৈরিতং ধৰ্ম্মং সনাতনম্ ॥ ১০৪
অথ সন্ধ্যাবিধিঃ বক্ষ্যে ব্রহ্মমন্ত্রস্য শাস্ত্রবি । বাৎ কৃষা ব্রহ্মসম্পত্তিঃ লভন্তে ভূবি মানবাঃ ॥ ১০৫
প্রাতঃসন্ধ্যাহুসারাহে যথাদেশে যথাসনে । পূৰ্ব্ববৎ পরমব্রহ্ম ধ্যায়া সাধকসম্ভবঃ ॥ ১০৬
অষ্টোত্তরশতং দেবি গায়ত্ৰীজপমাচরেৎ । জপঃ সমৰ্প্য বিধিবৎ পূৰ্ব্ববৎ প্রণমেৎ শ্রবীঃ ॥ ১০৭
এবা সন্ধ্যা ময়া প্রোক্তা সৰ্ব্বথা ব্রহ্মসাধনে । বদন্তানতো মজ্ঞী উচ্ছান্তঃকরণে ভবেৎ ॥ ১০৮
গায়ত্ৰীং শৃণু চার্কুদ্বি সৰ্ব্বপাণপ্রণাশিনীম্ । পরমেশ্বরঃ তেহন্তমুক্তা বিদহে তদনন্তরম্ ॥ ১০৯
পরতত্বারপদতো ধীমহীতি বদেৎ প্রিয়ে । তদনন্তরমীশানি তন্নো ব্রহ্ম প্রচোদয়াৎ ॥ ১১০
ইয়ং শ্রীব্রহ্মগায়ত্ৰী চতুর্ভূর্গ প্রদায়িনী । পূজনং যজনকৈব স্নানং পানঞ্চ ভোজনম্ ॥ ১১১
বদ যৎ কৰ্ম্ম প্রকুৰ্ব্বীত ব্রহ্মমজ্ঞেণ সাধয়েৎ । ব্রাহ্মে মুহুৰ্ত্তে চোপায় প্রণম্য ব্রহ্মদং শুকম্ ॥ ১১২
ধ্যায়া চ পরমং ব্রহ্ম যথাশক্তি মন্তুঃ শ্রয়েৎ । পূৰ্ব্ববৎ প্রণমেদ ব্রহ্ম প্রাতঃকৃত্যমিদং শ্রুতম্ ॥ ১১৩
ষাশ্চিংশতা সহস্রৈশ্চ জপেনাস্ত পুরজিয়া । তদশাংশেন হবনং তৰ্পণং তদশাংশতঃ ॥ ১১৪
সেচনং তদশাংশেন তদশাংশেন শ্রুন্দরি । ব্রাহ্মণান্ ভোজয়েন্নজ্ঞী পুরশ্চরণকৰ্ম্মণি ॥ ১১৫

সংযতচিত্তে স্থিরবুদ্ধিতে ব্রহ্মসাক্ষাৎ করিতে পারেন। (১০২) হে দেবি! ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তির মিথ্যা কথন, পরের অনিষ্টচিন্তন ও পরজীহরণ করা কর্তব্য নহে। (১০) ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তি সকল কার্যের প্রারম্ভে “তৎ সৎ” এই বাক্য উচ্চারণ করিবেন, এবং পানভোজনাদি কার্যে “ব্রহ্মার্পণমন্ত্ৰ” বলিয়া ব্রহ্মে অর্পণ করিবেন। (১০৩) যাহাতে শ্রুন্দররূপে লোকযাজ্ঞা নির্বাহিত হয়, তাহা সম্পাদন করা ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তির কর্তব্য; ইহাই ব্রহ্মজ্ঞানীদিগের সনাতন ধর্ম্ম। (১০৪) হে শাস্ত্রবি! আমি এক্ষণে তোমার নিকটে ব্রহ্ম সন্ধ্যাবিধি নির্দেশ করিতেছি; ব্রহ্মনিষ্ঠ লোকে এই সন্ধ্যাবিধি সমাপন করিয়া ব্রহ্মস্বরূপ সম্পত্তি লাভ করিতে পারিবেন। (১০৫) সাধকশ্রেষ্ঠের পক্ষে প্রাতঃকালে, মধ্যাহ্নকালে ও সন্ধ্যাসময়ে যথোক্ত স্থানে যথাবিহিত আসনে পূর্ববৎ উপবেশন করিয়া পরম ব্রহ্মের ধ্যান করা কর্তব্য। (১০৬) হে দেবি! তদনন্তর জ্ঞানী ব্যক্তি একশত আট বার গায়ত্ৰী জপ করিয়া যথাবিধানে উহা সমাপন পূর্বক প্রণাম করিবেন। (১০৭) পার্শ্বতি! আমি তোমার নিকটে ব্রহ্মমন্ত্র সাধন সম্বন্ধীয় সন্ধ্যার বিবরণ কীর্তন করিলাম; ইহার অনুষ্ঠান করিলে, সাধকের অন্তঃকরণ শুদ্ধ হইয়া থাকে। (১০৮) হে শ্রুন্দরি! এক্ষণে সৰ্ব্বপাণবিনাশিনী গায়ত্ৰীর কথা বলিতেছি; শ্রবণ কর; প্রথমে পরমেশ্বর শব্দে চতুর্থী বিভক্তির এক বচন যোগ করিয়া পরে বিদহে, এইটি উচ্চারণ করিবে। (১০৯) হে প্রিয়ে! তদনন্তর পরতত্বার পদ উচ্চারণের পর ধীমহি, এই পদ উচ্চারণ করিতে হইবে; অনন্তর তন্নো ব্রহ্ম প্রচোদয়াৎ এই পদ উচ্চারণ করিতে হইবেক। (১১০) এই ব্রহ্মগায়ত্ৰী চতুর্ভূর্গ কল প্রদান করিয়া থাকেন; পূজন, যজন, স্নান, পান ও ভোজন প্রভৃতি যে যে কৰ্ম্ম করিতে হয়, ব্রহ্মমন্ত্র দ্বারা তাহা সিদ্ধ করিতে হইবে; ব্রহ্ম মুহুৰ্ত্তে শয্যা ত্যাগ করিয়া ব্রহ্মদাতা শুককে প্রণাম করা কর্তব্য। (১১১, ১১২) অনন্তর ব্রহ্মের ধ্যান করিয়া যথাশক্তি মন্ত্রোচ্চারণ করিবে, পশ্চাৎ ব্রহ্মকে নমস্কার করিতে হইবে, ইহাই ব্রহ্মনিষ্ঠদিগের প্রাতঃকৃত্য। (১১৩) যদি ব্রহ্মমন্ত্রের পুরশ্চরণ করিতে হয়, তাহা হইলে ষাশ্চিংশৎ সহস্র জপ করা কর্তব্য, জপের দশভাগ হোম এবং হোমের দশমাংশ তৰ্পণ করাই বিধি। (১১৪) হে শ্রুন্দরি! তৰ্পণের দশভাগ অভিব্যেক; যে ব্যক্তি মন্ত্রসাধক, তাহাকে পুরশ্চরণের সময় অভিব্যেকের দশমাংশ ব্রাহ্মণভোজন করাইতে হয়। (১১৫) ব্রহ্মপুরশ্চরণের

ভক্ত্যভক্ত্যবিচারোহত্র ত্যাক্যঃ প্রাহ্যঃ ন বিদ্যতে । ন কাল শুদ্ধিনিয়মো ন বা স্থাননিরূপণম্ ॥ ১১৬
অভুক্তো বাপি ভুক্তো বা স্নাতো বা স্নাতএব বা । সাধয়েৎ পরমং মন্ত্রং যেষ্টাচারেণ সাধকঃ ॥ ১১৭
বিনারাসং বিনা ক্লেপং স্তোত্রঞ্চ কবচং বিনা । বিনা স্তাসং বিনা মূর্ত্তাং বিনা সেতুং বরাননে ॥ ১১৮
বিনা চৌরগণেশাদিগণঞ্চ কুঙ্কমাং বিনা । অকস্মাৎ পরমব্রহ্মসাধকংকারো ভবেদ্রুৎসবম্ ॥ ১১৯
সংকল্পেন্মহান্ মহামন্ত্রে মানসঃ পরিকীর্ত্তিতঃ । সাধনে ব্রহ্মমন্ত্রস্ত ভাবশুদ্ধির্বিধীয়তে ॥ ১২০
সর্বং ব্রহ্মময়ং দেবি ভাবয়েদ্র ব্রহ্মসাধকঃ । ন চাস্য প্রত্যবায়োহস্তি নাকবৈশম্যমেব চ ।
মহামানোঃ সাধনে তু ব্যাঘ্রং সাক্ষ্যতে ক্রবম্ ॥ ১২১
কলৌ পাপযুগে ঘোরে তপোহীনৈহতিহুস্তরে । নিস্তারবীজমেতাবৎ ব্রহ্মমন্ত্রস্ত সাধনম্ ॥ ১২২
সাধনানি বহুস্তানি নানাতন্ত্রাগমাদিব । কলৌ দুর্কলজীবানামসাধ্যানি মহেশ্বরি ॥ ১২৩
অন্নায়ুঃ স্নগবৃত্তা অন্নাদীনাসবঃ প্রিয়ে । লুকা ধনার্জনে ব্যাঘ্রাঃ সদা চঞ্চলমানসাঃ ॥ ১২৪
সমাধাবস্থিরবিয়োগে যোগক্লেপশাহিষ্ণবঃ । তেবাং হিত্তার মোক্ষার ব্রহ্মমার্গোহরমীরিতঃ ॥ ১২৫
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব সত্যং সত্যং মরোচ্যতে । ব্রহ্মদীক্ষাং বিনা দেবি কৈবল্যাসুখায় চ ॥ ১২৬
প্রাতঃকৃত্যং প্রাতরেব সন্ধ্যাঃ কুৰ্ঘ্যাৎ ত্রিকালতঃ । মধ্যাহ্নে পূজনং কুৰ্ঘ্যাৎ সর্বতন্ত্রেষবং বিধিঃ ।
পরব্রহ্মোপাসনে তু সার্থকেচ্ছাবিধিঃ শিবে ॥ ১২৭
বিধয়ঃ কিঙ্কর্য যত্র নিবেশাঃ প্রভুবোহপি ন । যেষ্টাচারেণেষ্টে সিদ্ধিস্তদ্বিনা কোহস্তমাস্রয়েৎ ॥ ১২৮

ভক্ত্যভক্ত্য বিচার, ত্যাক্যাত্যাক্যবিবেচনা এবং কাল ও স্থানের অবধারিত কিছুই নাই । (১১৬)
ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তি ঈদৃক কার্য্যে—স্নাত, অন্নাত, ভুক্ত, অভুক্ত যেরূপ অবস্থায় থাকুন, ইচ্ছামত এই
পরম মন্ত্রের সাধন করিতে পারিবেন । (১১৭) হে বরবর্ণিনি । ব্রহ্মসাধনসম্বন্ধে ক্লেপ, আয়াস,
স্তব, বা কবচ পাঠ করিতে হয় না ; ইহাতে স্তাস, মূর্ত্তা ও সেতুরও আবশ্যকতা নাই । (১১৮)
এইকার্য্যে চৌরগণেশাদির পূজা, বা কুঙ্কমাৎ করিতে হয় না ; এ সকল অহুষ্ঠান না করিয়াও
অন্নকালে নিশ্চয়ই পরম ব্রহ্মের সাক্ষাৎকার ঘটিতে পারে (১১৯) এই মহামন্ত্র সাধন করিতে
হইলে, মানসিক সংকল্পেরও প্রয়োজন এবং ভাবশুদ্ধিরও আবশ্যকতা । (১২০) হে দেবি !
সমুদয় পদার্থকেই ব্রহ্মময় জ্ঞানে ভাবনা করা ব্রহ্মসাধকের কর্তব্য, এই কার্য্যে কোন ক্রটি বা
অজহীনতা প্রকাশ পায় না, এবং প্রত্যবায়ও হয় না । যদি কার্য্যগতিকে কোনও অজহীনতা
ঘটে, তাহা হইলেও তাহা সাক্ষ্য হইয়া থাকে । (১২১) এই কলিযুগে হুঃসাধ্য তপস্তা-প্রভাব
ক্ষীণ দাঁড়াইয়াছে, ঘোরতর পাপস্রোতে প্রবাহিত হইতেছে, সুতরাং এ সময়ে ব্রহ্মমন্ত্রসাধনই
জীবের একমাত্র নিস্তারের পথ । (১২২) হে মহেশ্বরি ! যদিও আমি নানাপ্রকার তন্ত্র, নানা-
প্রকার আগম ও নানাপ্রকার সাধনের কথা বলিয়াছি, কিন্তু কলির দুর্কল জীবের পক্ষে সে
সকল অতিশয় হুঃসাধ্য । (১২৩) হে প্রিয়ে ! কলির লোক অন্নায়ুঃ ও অন্নগতপ্রাণ হইবে,
তাহার অহুষ্ঠানে যত্নবান হইতে পারিবে না, বিশেষতঃ তাহার লোভী ও অর্থোপার্জনে ব্যাঘ্র
হইয়া অতিশয় চঞ্চলমতি হইবে । (১২৪) তাহার যোগের ক্লেপ লইয়া করিতে, বা সমাধিতে স্থিত
থাকিতে পারিবেক না, সুতরাং তাহাদের হিত এবং মোক্ষের জন্য আমি ব্রহ্মোপাসনার পথ
পরিষ্কৃত করিয়া দিলাম । (১২৫) আমি সত্য সত্যই বলিতেছি, ব্রহ্মদীক্ষা ভিন্ন কলিযুগে সুখ ও
মুক্তিবিধার অন্ত কোনও সাধন নাই । (১২৬) সর্বতন্ত্রের ব্যবস্থা এই যে, প্রাতঃকালে প্রাতঃ—
কৃত্য সমাধা করিয়া ত্রিকালীন সন্ধ্যা করিবে, এবং মধ্যাহ্ন সময়ে পূজা করিবে, হে শিবে !
পরম ব্রহ্মের উপাসনাতে সাধকের ইচ্ছাই বিধিরূপে পরিগণিত হইয়া থাকে । (১২৭) যে
কার্য্য শাস্ত্রীয় বিধি কিঙ্করস্বরূপ এবং নিবেশ সকলও প্রভুকে পরায়ুখ, ব্রহ্মসাধনে যেষ্টাচার
নিবন্ধন ইষ্টসিদ্ধি হইয়া থাকে, তদ্ব্যতিরেকে আর কাহার আশ্রয় লওয়া বাইতে পারে ? (১২৮)

ব্রহ্মজ্ঞানিষ্ঠাং প্রাপ্য শান্তং নিশ্চলমানসম্ । যুযা তচ্চরণান্তোজং প্রার্থয়েদ্ ভক্তিভাবতঃ ॥ ১২৯
 করুণাময় দীনেশ তবাহং শরণং গতঃ । তৎপদান্তোকহচ্ছার্য্যং দেহি মুক্তিং যশোধন ॥ ১৩০
 ইতি প্রার্থ্য গুরুং পশ্যাৎ পুত্ররিষা যশস্তিতঃ । কৃতাজলিপুটো ভূষা ভূক্যো তিষ্ঠেৎ গুরোঃ পুরে ॥
 গুরুর্বিচার্য্য বিধিবৎ যথোক্তং শিষ্যলক্ষণম্ । আহর কুপরা দদ্যাৎ সংশিব্যায় মহামন্ত্রম্ ॥ ১৩২
 উপবিষ্টাঙ্গনে জ্ঞানী প্রাণুখো বাপ্যদম্বুধঃ । স্ববামে শিবামানীর কারুণ্যেনাবলোকয়েৎ ॥ ১৩৩
 ততঃ শিষ্যস্ত শিরসি ঋষিভাসপুয়ঃসরম্ । অপেক্ষষ্টশতং মন্ত্রং সাধকস্যেটসিদ্ধয়ে ॥ ১৩৪
 দক্ষকর্ণে ব্রাহ্মণানামিতরেবাঞ্চ বামতঃ । সপ্তধা শ্রাবয়েৎ মন্ত্রং সদ্গুরুঃ করুণানিধিঃ ॥ ১৩৫
 উপদেশবিধিঃ প্রোক্তো ব্রহ্মমন্ত্রস্ত কালিকে । নাত্র পূজান্তপেক্ষান্তি সৎকল্পঃ মানসকরেৎ ॥ ১৩৬
 ততঃ ত্রিগুরুপাদজে দণ্ডবৎ পড়িতঃ শিশুম্ । উখাপয়েদ্ গুরুঃ স্নেহানিমং মন্ত্রমুদীরয়ন্ ॥ ১৩৭
 উত্তীৰ্ণ বৎস মুক্তোহসি ব্রহ্মজ্ঞানপরো ভব । জিতেজিরঃ সত্যবাদী বলারোগ্যঃ সদাস্ত তে ॥ ১৩৮
 তত উখায় গুরবে যথাশক্ত্যহুসারতঃ । দক্ষিণাং স্বঃ কলং বাপি দদ্যাৎ সাধকসত্তমঃ ।
 গুরোরাভাবশীভূতা বিহয়েন্দেববভুবি ॥ ১৩৯
 ইতি সংক্ষেপতো ব্রহ্ম দীক্ষা তে কথিতা প্রিয়ে ॥ ১৪০
 মন্ত্র গ্রহণমাত্রেণ তদাশ্চা তন্ময়োভবেৎ । ব্রহ্মভূতস্ত দেবেশি কিমনৈর্কহসাধনৈঃ ।
 গুরুকারুণ্যমাত্রেণ ব্রহ্মদীক্ষাং সমরুচরেৎ ॥ ১৪১
 শাক্তাঃ শৈবা বৈষ্ণবাশ্চ সৌরা গাণপত্যান্ততঃ । ন্দিপ্রা বিপ্রৈতরাঈশ্চ ব সর্কেহপ্যাহাধিকারিণঃ ॥ ১৪২
 অহং ব্রূত্বাংগুরো দেবি দেবদেবো অগদগুরুঃ । স্বেচ্ছাচারী নির্দিকল্পো মন্ত্রস্যাস্য প্রসাদতঃ ॥ ১৪৩

ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তি স্থিরমতি, প্রশান্ত, ব্রহ্মজ্ঞানী গুরু প্রাপ্ত হইয়া তাঁহার চরণকমলে ভক্তিভরে এই প্রার্থনা করিবেন । (১২৯) হে দয়াময় দীনেশ ! আমি তোমার শরণাপন্ন হইলাম, হে যশোধন ! তুমি আমার মস্তকে চরণকমলের ছায়া প্রদান কর । (১৩০) শিষ্য গুরুর নিকটে এইরূপ প্রার্থনা করিয়া যথাশক্তি তাঁহার অর্চনা করিবে, তৎপরে তাঁহার নিকটে কৃতাজলিপুটে মৌনভাবে অবস্থিতি করিবে । (১৩১) গুরুও যথাবিধানে যথারীতিতে লক্ষণ পরীক্ষা করিয়া শিষ্যকে আস্থান করতঃ সদয়হৃদয়ে মহামন্ত্র প্রদান করিবেন । (১৩২) অনন্তর সেই জ্ঞানবান্ গুরু পূর্ক-
 মুখ বা উত্তরমুখ হইয়া আসনে উপবেশন করিয়া, শিষ্যকে আপনার বামদিকে বসাইয়া তাহার প্রতি সতর্ক দৃষ্টিপাত করিবেন । (১৩৩) অনন্তর সাধকের ইটসিদ্ধির জন্য ঋষিন্যাস করিয়া শিষ্যের মস্তকে অষ্টোত্তরশত মন্ত্ররূপ করিবেন । (১৩৪) অনন্তর করুণাময় সদ্গুরু, ব্রাহ্মণ শিষ্যের দক্ষিণ কর্ণে এবং অপর জাতীয় শিষ্যের বামকর্ণে সপ্তবার মন্ত্র শ্রবণ করাইবেন । (১৩৫) হে কালিকে ! তোমার নিকটে ব্রহ্মমন্ত্রের কথা বলিলাম, ইহাতে পূজাদির অপেক্ষা নাই, কেবল মানসিক সংকল্প করিতে হইবে । (১৩৬) তদনন্তর গুরুর পাদপদ্মে দণ্ডবৎ নিপতিত হইলে, শিষ্যকে এই মন্ত্র পাঠ করাইয়া তাহাকে উখাপন করা গুরুর কর্তব্য । (১৩৭) বৎস ! তুমি গাত্ৰোখান কর, এক্ষণে মুক্ত হইয়াছ, তুমি জিতেজির, সত্যবাদী ও ব্রহ্মজ্ঞানী হও ; তোমার বল ও আরোগ্য সর্বদা প্রকাশ পাইতে থাকুক । (১৩৮) তৎপরে সাধক গাত্ৰোখান করিয়া দক্ষিণাঙ্গরূপ যথাশক্তি ধন বা কল গুরুকে প্রদান করিবে, অনন্তর শিষ্য গুরুর আজ্ঞাক্রমে দেবতার ন্যায় ভূমণ্ডলে বিহার করিতে থাকিবে । (১৩৯) ব্রহ্মমন্ত্র গ্রহণ করিলে, জীবের আত্মা ব্রহ্মময় হইয়া যায়, যিনি ব্রহ্মময় হন, তাঁহার আর অন্য সাধনার প্রয়োজন কি ? প্রিয়ে ! তোমার নিকটে সংক্ষেপে ব্রহ্মদীক্ষার কথা বলিলাম । (১৪০) যখন গুরুর কৃপা প্রকাশ পায়, তখন ব্রহ্মমন্ত্রে দীক্ষিত হওয়া শিষ্যের কর্তব্য । (১৪১) শাক্ত, শৈব, বৈষ্ণব, সৌর ও গাণপত্য যে কোনও উদ্যাসক হউন, ব্রাহ্মণ বা যে কোনও বর্ণই হউন, সকলেরই ব্রহ্মমন্ত্রের অধিকার আছে । (১৪২) হে দেবি ! এই

অমুম্বেব ব্রহ্মমজ্জং মত্তঃ পূৰ্ণমুপাসিতাঃ । ব্রহ্মা ব্রহ্মবরশ্চাপি দেবা দেববরশ্চবা ॥ ১৪৪
 দেবর্ষিবক্তা হুনয়ন্তেভ্যো রাজর্ষয়ঃ প্রিয়ে । উপাসিতা ব্রহ্মভূতাঃ পরমাত্মা প্রসাদতঃ ॥ ১৪৫
 ব্রাহ্মো মনো মহেশানি বিচারো নাস্তি কুত্রচিৎ । স্বীয়মজ্জং গুরুর্দধ্যাৎশিষ্যোভ্যো হবিচারয়ন্ ॥ ১৪৬
 পিতাপি দীকয়েৎ পুত্রান্ ভ্রাতা ভ্রাতৃন্ পতি স্ত্রিয়ং । মাতুলো ভাগিনেয়াংশ নষ্টুন্ মাতামহোহপিচ
 স্বমজ্জদানে যে দেবন্তথা পিতাদিদিক্ষরা । সিদ্ধে ব্রহ্মমহামজ্জে তদ্বোধো নৈব বিদ্যতে ॥ ১৪৮
 ব্রহ্মজ্ঞানিযুখাৎ শ্রদ্ধা যেন কেন বিধানতঃ । ব্রহ্মভূতো মরঃ পুতঃ পুণ্যপাটপর্ন লিপ্যতে ॥ ১৪৯
 ব্রহ্মমজ্জোপাসিতা যে গৃহস্থা ব্রাহ্মণাদয়ঃ ! স্বস্ববর্ণোত্তমাস্তে হু পূজ্যা নান্যা বিশেষতঃ ॥ ১৫০
 ব্রাহ্মণা যতরঃ সাক্ষাদ্বিতরে ব্রাহ্মণৈঃ সমাঃ । তস্মাৎ সর্বে পুণ্যরেব ব্রহ্মজ্ঞান ব্রহ্মদীক্ষিতান্ ॥ ১৫১
 যে চ তানবমুন্যন্তে তে নরাঃ ব্রহ্মঘাতিনঃ । পতন্তি ধোরনয়কে যাবন্তাকরতারকান্ ॥ ১৫২
 যৎ পাপং জীবধে প্রোক্তং যৎ পাপং জগ্ধাতিনঃ । তস্মাৎ কোটিগুণ পাপং ব্রহ্মোপাসকনিন্দনাৎ
 যথা ব্রহ্মোপদেশেন বিমুক্তঃ সর্বপাতকৈঃ । গচ্ছন্তি ব্রহ্মদায়ুজ্যং তথৈব তব সাধনাৎ ॥ ১৫৪

ইতি শ্রীমহানির্বাণতন্ত্রে সর্বতন্ত্রোত্তমোত্তমে সর্বধর্মনির্ণয়সারে শ্রীমদাধ্যাপনদাশিবসংবাদে
 ১ . জীবনিস্তারোক্ষায়প্রশ্নে পরব্রহ্মোপদেশকথনং নাম তৃতীয়োলাসঃ । ৩ ॥

মজ্জের প্রসাদে আমি মুচ্যুঞ্জয় দেবদেব ও জগদগুরু হইয়াছি, আমি যেচ্ছাচারী ও নির্দীকল্প
 (১৪৩) পূর্বে আমার নিকট হইতে এই ব্রহ্মমজ্জ লাভ করিয়া ব্রহ্মা, ভৃগু প্রভৃতি ব্রহ্মর্ষিগণ,
 ইন্দ্রাদি দেবগণ, এবং নারদাদি দেবর্ষিগণ ব্রহ্মের উপাসনা করিয়াছিলেন । (১৪৪) হে প্রিয়ে
 দেবর্ষির নিকট হইতে মুনিগণ, তাহাদের নিকট হইতে রাজর্ষিগণ এই মজ্জা লাভ করিয়া পরমাত্মার
 প্রসাদে ব্রহ্মময় হইয়াছেন । (১৪৫) শিবে ! কোনও বিষয়ে ব্রহ্মমজ্জের বিচার নাই, গুরু নিঃস-
 দ্বিষ্টমনে শিষ্যকে এই মজ্জা প্রদান করিতে পারেন । (১৪৬) পিতা পুত্রকে, ভ্রাতা ভ্রাতাকে
 পতি পত্নীকে, মাতুল ভাগিনেয়কে এবং মাতামহ দৌহিত্রকে এই মজ্জা প্রদান করিতে পারেন ।
 (১৪৭) নিজে অন্যকে মজ্জা প্রদান করিলে বা পিতাদি দ্বারার দীক্ষা ঘটিলে যে দোষ ঘটে, এই মহামজ্জ
 প্রদানে যে সকল দোষের সম্ভাবনা নাই । (১৪৮) যে কোন বিধানে ব্রহ্মজ্ঞ গুরুর মুখে ব্রহ্ম-
 মজ্জা শ্রবণ করিলে, লোকে ব্রহ্মবরূপ ও পবিত্র হর, স্মৃতরাং সে আর পাপপুণ্যে জড়ীভূত হয় না ।
 (১৪৯) যে সকল ব্রাহ্মণ বা অপরজাতীয় লোক ব্রহ্মমজ্জের উপাসক তাঁহারা আপনাপন জাতি
 মধ্যে পূজ্য ও মান্য । (১৫০) ব্রহ্মোপাসক ব্রাহ্মণেরা সাক্ষাৎ যতিতুলা, অপর জাতীর ব্যক্তিগণ
 ব্রাহ্মণের সঙ্কশ, এই কারণে ব্রহ্মমজ্জদীক্ষিত ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তির পূজা করা সকলেরই কর্তব্য । (১৫১)
 যাহারা ব্রহ্মজ্ঞের অবমাননা করে, তাহারা ব্রহ্মঘাতী ; যতীকণ ভাকর ও তায়াগণ দৃশ্য থাকিবে,
 ততক্ষণ তাহারা ধোরতর নরকে অবস্থিতি করিবে । (১৫২) জীবিত্য ও জগ্ধত্যার
 যে পাপ অর্শে, ব্রহ্মোপাসকের নিন্দার তাহার কোটিগুণ পাপ প্রভৃভূত হইয়া থাকে । (১৫৩)
 যে রূপ ব্রহ্মোপদেশ লাভ করিলে, লোকে সর্বপ্রকার পাপ হইতে মুক্ত হইয়া ব্রহ্মদায়ুজ্য লাভ
 করে, সে রূপ তোমাকে সাধনা করিলেও জীবের সেই গতি হইয়া থাকে । (১৫৪)

মহানব্বাণতন্ত্রম্ ।

চতুর্থোল্লাসঃ ।

ঐদেব্যুবাচ ।

ঋত্বা সম্যক্ পরব্রহ্মোপাসনং পরমেশ্বরী । পরমানন্দসম্পন্ন শঙ্করং পরিপূচ্ছতি ॥ ১
কথিতং যত্ত্বা নাথ ব্রহ্মোপাসনমুত্তমম্ । সৰ্বলোকপ্রিয়করং সাক্ষাৎ ব্রহ্মপদপ্রদম্ ॥ ২
তেজোবুদ্ধিবলৈশ্বৰ্য্যদায়কং সুখসাধনম্ । তৃপ্তান্ধি অগদীশান তব বাক্যামৃতপ্লুতা ॥ ৩
যহুস্তং করুণসিদ্ধো যথা ব্রহ্মনিষেবণাৎ । গচ্ছন্তি ব্রহ্মসামুদ্র্যং তথৈব মম সাধনাৎ ॥ ৪
এতদেদিতুমিচ্ছামি মদীয়সাধনং পরম্ । ব্রহ্মসামুদ্র্যজননং যত্ত্বা কথিতঃ প্রভো ॥ ৫
বিধানং কীদৃশং তন্ত্ৰ সাধনং কেন বজ্রনা । মদ্রঃ কো বাত্র বিহিতো ধ্যানপূজাদিকঞ্চ কিম্ ॥ ৬
সবিশেষঃ সাবশেষমামূল্যত্বমুৎসাহি । মম ঐতিকরং দেব লোকানাং হিতকারকম্ ।
কো হস্তব্রাহ্মতে শস্তো ভবব্যাদিভিষগ্ শঙ্করঃ ॥ ৭
ইতি দেব্যা বচঃ শ্রুত্বা দেবদেবো মহেশ্বরঃ । উবাচ পরয়া ঐতিয়া পার্শ্বভীঃ পার্শ্বভীপতিঃ ॥ ৮
ঐসদাশিব উবাচ ।
শৃণু দেবি মহাভাগে তবাসাধনকারণম্ । তব সঙ্কল্পতো যেন ব্রহ্মসামুদ্র্যমশ্রুতে ॥ ৯
সং পরা প্রকৃতিঃ সাক্ষাৎ ব্রহ্মণঃ পরমাত্মনঃ । তস্মৈ জাতং জগৎ সৰ্বং সৎ জগজ্জননী শিবে ॥ ১০
মহাদাণুপর্য্যস্তং যদেতৎ সচরাচরম্ । হরৈবোৎপাদিতং ভদ্রে বদধীনমিদং জগৎ ॥ ১১
স্বমাদ্যা সৰ্ববিদ্যানামুন্মাকমপি জন্মভূঃ । সৎ জানাসি জগৎ সৰ্বং ন সৎ জানাসি কশ্চন ॥ ১২

অনন্তর পরমেশ্বরী পরমেশ্বর মুখে পর ব্রহ্মোপাসনার কথা শ্রবণ করিয়া পরমানন্দমনে শঙ্করকে জিজ্ঞাসা করিলেন। (১) দেবী কহিলেন,—হে নাথ! আপনি যে সৰ্বলোকের প্রিয়জনক সাক্ষাৎ ব্রহ্মপদপ্রদায়ক ব্রহ্মোপাসনার কথা বলিলেন। (২) ইহা দ্বারা তেজ, বুদ্ধি, বল ও ঐশ্বৰ্য্য বৃদ্ধি পাইয়া থাকে, ইহা সৰ্ব সুখের নিদানস্বরূপ; হে অগদীশ্বর! আপনার বাক্যামৃত পানে আমি পরিভূপ্ত হইয়াছি। (৩) হে দয়ালুসিদ্ধো! আপনি বলিয়াছেন যে, ব্রহ্মোপাসনার দ্বারা ব্রহ্ম-সামুদ্র্য লাভ হয়, তাহার অর্থ আমার সাধনায়ও ব্রহ্ম সামুদ্র্য ঘটিয়া থাকে। (৪) হে প্রভো! আপনার কথাবলিয়া ব্রহ্ম সামুদ্র্য জনক আমার সাধনার ফল জানিতে আমি ইচ্ছা করি। (৫) এই সাধনের বিধি কিরূপ? এবং কোন্ পথ অবলম্বন করিয়াই বা সাধন হইতে পারে? ইহার মন্ত্র এবং ধ্যান পূজাদি কি প্রকার? (৬) হে দেব! আমার ঐতিকর এবং লোকদিগের হিতকর এই উপাসনার ক্রম সবিশেষ ও সম্পূর্ণরূপে আদ্যোপান্ত বর্ণন করুন। হে শস্তো! আপনি ভিন্ন আর কোন্ ব্যক্তি ভবব্যাদি চিকিৎসার গুরু হইতে পারেন? (৭) দেবদেব মহেশ্বর দেবীর এই প্রকার বচন শ্রবণ করিয়া পরম ঐতিমনে তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন। (৮) সদাশিব কহিলেন,—দেবি! লোকে তোমার সাধনার ব্রহ্মসামুদ্র্য লাভ করিতে পারে, অজ্ঞান আমি তোমারই উপাসনার কথা বলিতেছি। (৯) তুমিই পরম ব্রহ্মের সাক্ষাৎ প্রকৃতি, হে শিবে! তোমা হইতে জগতের উৎপত্তি হইয়াছে, তুমি জগতের জননী। (১০) হে ভদ্রে! মহত্ত্ব হইতে পরমাণু পর্য্যন্ত এবং সমস্ত চরাচর সহিত এই জগৎ তোমা হইতে উৎপাদিত হইয়াছে, এই নিখিল জগৎ তোমারই অধীনতায় আবদ্ধ। (১১) তুমিই সমুদায় বিদ্যার আদিভূত এবং আমাদের জন্মভূমি, তুমি সমগ্র জগৎকে অবগত আছ, কিন্তু তোমাকে কেহই জানিতে পারে না। (১২) তুমি কালী, হুর্গা, তারিণী, ষোড়শী,

স্বং কালী তাম্রিণী হুর্ণা বোড়শী ভুবনেশ্বরী । ধূমাবতী স্বং বগলা ভৈরবী ছিন্নমস্তকা ॥ ১৩
 অমরপূর্ণা বাগ্ধেবী স্বং দেবী কমলালয়া । সর্বগতিস্বরূপা স্বং সর্বদেবময়ী ভূঃ ॥ ১৪
 স্বমেব স্মৃতা স্বং স্থলা ব্যক্তাব্যক্তস্বরূপিণী । নিরাকারাপি সাকার্য কথ্যং বেদিতুমর্হতি ॥ ১৫
 উপাসকানাং কার্যার্থং শ্রেয়সে জগতামপি । দানবানাং বিনাশায় স্বংসে নানাবিধান্তনুঃ ॥ ১৬
 চতুর্ভুজা স্বং দ্বিভুজা বড় ভুজাষ্টভুজা তথা । স্বমেব বিশ্বরকার্যং নানাসংখ্যান্তধারিণী ॥ ১৭
 তত্ত্বজ্ঞপবিভেদেন মন্ত্রযজ্ঞাদিসাধনম্ । কথিতং সর্বতন্ত্রেবু ভাবাশ্চ কথিতান্ত্রঃ ॥ ১৮
 পশুভাবঃ কলৌ নাস্তি দিব্যতাবোহপিহুলভঃ । বীরসাধনকন্ধানি প্রত্যক্ষানি কলৌ যুগে ॥ ১৯
 কুলাচারং বিনা দেবি কলৌ সিদ্ধিন জায়তে । তন্মাৎ সর্বপ্রযত্নে সাধয়েৎ কুলসাধনম্ ॥
 কুলাচারেণ দেবেশি ব্রহ্মজ্ঞানং প্রজায়তে । ব্রহ্মজ্ঞানযুতো মর্ত্তো জীবন্তুক্তো ন সংশয়ঃ ॥ ২১
 জ্ঞানেন মেধামখিলমমেধ্যাং জ্ঞানতো ভবেৎ । ব্রহ্মজ্ঞানে সমুৎপন্নে মেধ্যামেধ্যাং ন বিদ্যাতে ॥ ২২
 যো জানাতি পরং ব্রহ্ম সর্বব্যাপী সনাতনম্ । কিমন্ত্যমেধ্যাং তস্তাথে সর্বং ব্রহ্মেতি জ্ঞানতঃ ॥ ২৩
 স্বং সর্বরূপিণী দেবী সর্বেষাং জননী পরা । ভূষ্টায়াং অগ্নি দেবেশি সর্বেষাং তোষণং ভবেৎ ॥ ২৪
 সূষ্টেরাদৌ স্বমেকাসীন্তমোহ্লপমগোচরম্ । স্বযো জাতং জগৎ সর্বং পরব্রহ্মসিদ্ধকরা ॥ ২৫
 মহত্ত্বাদিভূতাত্তং অগ্নি সৃষ্টমিদং জগৎ । নিমিত্তমাত্তং তদ্বন্ধ সর্বকারণকারণম্ ॥ ২৬
 সজ্ঞপং সর্বতোব্যাপি সর্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি । সট্টেকরূপং চৈত্যাং নিলিপ্তং সর্ববস্ত্বম্ ॥ ২৭
 ন করোতি ন চান্নাতি ন গচ্ছতি ন তিষ্ঠতি । স্পত্যং জ্ঞানমনাদান্তমবায়নসগোচরম্ ॥ ২৮

ভুবনেশ্বরী, ধূমাবতী, বগলা, ভৈরবী ছিন্নমস্তা । (১৩) তুমিই অমরপূর্ণা, সরস্বতী ও লক্ষ্মী ;
 তুমি সর্বদেবময়ী ও সর্বগতিস্বরূপিণী । (১৪) তুমিই স্থল, তুমিই স্মৃতা, তুমিই ব্যক্ত এবং
 অব্যক্তস্বরূপিণী ; তুমি নিরাকার হইয়া সাকার, তোমার প্রকৃততত্ত্ব কেহই অবগত নহেন ।
 (১৫) তুমি উপাসকগণের কার্যার্থ, জগতের মঙ্গলার্থ এবং দানবগণের দলনার্থ নানাবিধ মূর্ত্তি
 ধারণ করিয়া থাক । (১৬) তুমি বিশ্বরকার জন্ত কখনও দ্বিভুজ, কখনও চতুর্ভুজ, কখনও
 বড়ভুজ এবং কখনও অষ্টভুজা, মূর্ত্তি ধারণ করিয়া নানাবিধ অস্ত্র শস্ত্র ধারণ করিয়া থাক । (১৭)
 সকল তন্ত্রে তোমার নানা প্রকার রূপভেদ, যজ্ঞভেদ ও মন্ত্রভেদ কথার উল্লেখ আছে এবং
 তোমার জীবিত ভাবময় উপাসনার কথাও প্রকাশ আছে । (১৮) কলিযুগে পশুভাব নাই
 এবং দিব্যভাবও সূহৃৎ, এই যুগে বীরসাধনাস্থান প্রত্যক্ষ ফল বিধায়ক । (১৯) দেবি !
 কুলাচার ভিন্ন কলিযুগে সিদ্ধ হইবার উপায় নাই, এই কারণে সর্বপ্রযত্নে কুল ধারণ করা
 সকলের কর্তব্য কর্ম । (২০) হে দেবেশি ! কুলাচার হইতে ব্রহ্মজ্ঞান প্রাপ্ত হইতে হয়, যে ব্যক্তি
 ব্রহ্মজ্ঞানসম্পন্ন, তিনি যে জীবন্তুক্ত, তাহার আর সন্দেহ নাই । (২১) জ্ঞানপ্রভাবে সমুদায়
 বস্ত্র পবিত্র ও অপবিত্র বোধ হইয়া থাকে, কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞান প্রকাশিত হইলে পবিত্র
 বা অপবিত্র কোনও বিচার থাকে না । (২২) যে ব্যক্তি সর্বব্যাপী সনাতন পরব্রহ্মকে
 জানিতে পারে, সকলই ব্রহ্মময় জানিতে পারিলে তাহার ঐক্যে কোন বস্ত্র অপবিত্র
 থাকিতে পারে ? (২৩) দেবি ! তুমি সর্বরূপিণী এবং সকলের প্রধান জননী ; তুমি ভূষ্ট হইলে
 সকলই ভূষ্ট হইয়া থাকে । (২৪) তুমি সৃষ্টির আদিতে তমোরূপে অদৃষ্টভাবে বিরাজিত ছিলে,
 তুমিই পরব্রহ্মের সৃষ্টি করিবার ইচ্ছারূপিণী, তোমা হইতে এই জগতের উৎপত্তি হইয়াছে । (২৫)
 মহত্ত্ব হইতে আরম্ভ করিয়া মহাত্ম পর্যন্ত নিখিল জগৎ তোমারই সৃষ্টি ; সর্ব
 কারণের কারণ পরম ব্রহ্ম কেবল নিমিত্ত মাত্র । (২৬) ব্রহ্ম, সংস্রব এবং সর্বব্যাপী ; তিনি
 সমুদায় জগৎকে আবৃত করিয়া রাখিয়াছেন, তিনি সর্বদা একভাবে অবস্থিত, তিনি চিন্ময়
 এবং সর্ব বস্ত্রতে নিলিপ্ত । (২৭) তিনি কিছুই করেন না, ভোজন করেন না, গমন করেন না

তন্তেচ্ছায়াবদমা । হং মহাযোগিনী পরা । কয়োবি পাসি হংস্তন্তে জগদেতচ্ছায়াচরম্ ॥ ২৯
 তব রূপং মহাকালো জগৎসংহারকারকঃ । মহাসংহারসময়ে কালঃ সর্বং প্রসিবাতি ॥ ৩০
 কলনাং সর্বভূতানাং মহাকালঃ প্রকীর্তিতঃ । মহাকালস্ত কলনাং স্বমাদ্যা কালিকা পরা ॥ ৩১
 কালসংপ্রসনাং কালী সর্বৈবামাদিরূপিনী । কালবাদাদিভূতবাদাদ্যা কালীতি গীয়তে । ৩২
 পুনঃ স্বরূপমাদ্যা তমোরূপং নিরাকৃতিঃ । বাচাতীতং মনোগম্যং স্বমেকৈবাবিশিষ্যসে ॥ ৩৩
 সাক্ষ্যাপি নিরাকার্যায়ায়য়া বহুরূপিনী । হং সর্বাদিরনাদিস্বং কর্ত্রী হরী চ পালিকা ॥ ৩৪
 অতন্তে কথিতং ভদ্রে ব্রহ্মমন্ত্রেণ দীক্ষিতঃ । যৎ কলং সমবাপ্নোতি তৎকলং তব সাধনাং ॥ ৩৫
 নানাচারেণ ভাবেন দেশকালান্বিতকারণাং । বিভেদাং কথিতং দেবি ক্লমচ্চিদ্বিশুদ্ধসাধনম্ ॥ ৩৬
 যে যজ্ঞান্নিকৃত্য মর্ত্যাস্তে তজ্জ কলভাগিনঃ । ভবিষ্যন্তি তরিব্যস্তি মানুসা গতকিঞ্চিনাঃ ॥ ৩৭
 বহুজ্ঞানার্জিতৈঃ পুণ্যৈঃ কুলাচারে মতিভবেৎ । কুলাচারেণ পূতাক্ষা সাক্ষাচ্ছিবময়ো ভবেৎ ॥ ৩৮
 যজ্ঞান্তি ভোগবাহুলাং তজ্জ যোগস্ত কথ্য । যোগেহপি ভোগবিরহ কৌলভূতভয়মশ্রুতে ॥ ৩৯
 একশ্চেৎ কুলতত্ত্বজঃ পূজিতো যেন শ্রুততে । সর্বৈ দেবাস্ত দেবাস্ত পূজিতা নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৪০
 পৃথিবীং তেমসম্পূর্ণাং দখা যৎ ফলমাপ্নুয়াৎ । তন্মাৎ কোটিগুণং পুণ্যং লভতে কৌলিকার্জন্যৎ ॥ ৪১
 স্বপচোহপি কুলজ্ঞানী ব্রাহ্মণ্যপতির্যচ্যতে । কুলাচারবিহীনস্ত ব্রাহ্মণঃ স্বপচাধমঃ ॥ ৪২

এবং স্থিতি করেন না; তিনি সত্য ও জ্ঞানস্বরূপ, আদ্যন্তবর্জিত এবং বাক্যমনের অগোচর। (২৮) ভূমি পরাংপর মহাযোগিনী, ভূমি সেই ব্রহ্মের ইচ্ছামাত্র অবলম্বন করিয়া এই চরাচর জগৎ সৃজন, পালন ও সংহার করিয়া থাক। (২৯) জগৎ-সংহারকারক মহাকাল তোমার একটী রূপমাত্র, এই মহাকাল মহাশ্রমে সমুদায় পদার্থকে গ্রাস করিবেন। (৩০) সর্বভূতকে গ্রাস করেন বলিয়া তাঁহার নাম মহাকাল, ভূমি মহাকালকে গ্রাস কর বলিয়া কালিকা নামে পরিচিত। (৩১) ভূমি কালকে গ্রাস কর বলিয়া তোমার নাম কালী, সকলের আদি কালম্ব ও আদিভূতত্ত্ব নিবন্ধন লোকে তোমাকে আদ্যা কালী বলিয়া থাকে। (৩২) ভূমি শ্রমের সময়ে বাক্যের অতীত মনের অগোচর, নিরাকার স্বরূপ তুমোরূপ রূপ অবলম্বন করিয়া একমাত্র বিদ্যমান থাক। (৩৩) ভূমি সাকার হইয়াও নিরাকার, কিন্তু মায়ার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া নানারূপ ধারণ করিয়া থাক; ভূমি সকলের আদি, কিন্তু তোমার আদি কেহই নাই, ভূমি সৃষ্টিকর্ত্রী, পালনকর্ত্রী ও সংহারকর্ত্রী। (৩৪) হে ভদ্রে! আমি এই কারণে বলিয়াছি, ব্রহ্ম-দীক্ষিত ব্যক্তি যেকুল পাইয়া থাকে, তোমার সাধনায় সেই কল পাওয়া যাইতে পারে। (৩৫) আমি দেশ ভেদে, কাল ভেদে নানাধর্মকার আচার ও নানা প্রকার ভাব প্রকাশ করিয়াছি, কোনও কোনও তত্ত্বে গুপ্ত সাধনের কথাও বলিয়াছি। (৩৬) যে মহাব্য যেরূপ আচার, যেরূপ ভাব ও যে সাধনের অধিকারী তদনুরূপ অর্চন করিলে কলভাগী হইয়া থাকে এবং সাধনায় নিষ্পাপ হইয়া সংসার-সমুদ্র হইতে সমুদীর্ণ হয়। (৩৭) জন্মজন্মার্জিত পুণ্য-প্রভাবে কুলাচারে বাহ্যদেয় বাসনা হয়, তাঁহার কুলাচার অবলম্বনে আত্মাকে পরিহর করিয়া সাক্ষাৎ শিবময় হইয়া থাকেন। (৩৮) যেখানে ভোগবাহুল্যের বিস্তৃত, সেখানে যোগের সম্ভাবনা কি? যেখানে যোগ, সেইখানেই ভোগের অভাব; কিন্তু কুলাচারে আবৃত্ত হইলে ভোগ ও যোগ উভয়ই লাভ করিতে পারা যায়। (৩৯) হে শ্রুততে! কুলতত্ত্বজ ব্যক্তি একের অর্চনা করিলে সমস্ত দেব দেবী অর্চিত হইয়া থাকেন, ইহাতে কোনও সন্দেহ নাই। (৪০) সূর্যপরিপূর্ণ পৃথিবী দান করিলে যে কল লাভ হয়, কুলাচারসম্মত অর্চনার তদপেক্ষা কোটিগুণ পুণ্য অর্জিত হইয়া থাকে। (৪১) চণ্ডালজাতি যদি কুলাচারপরায়ণ হয়, তাহা হইলে সে ব্যক্তি ব্রাহ্মণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, ব্রাহ্মণ যদি কুলাচারলব্ধিত হন, তাহা হইলে

কৌলধর্ম্যং পরো ধর্মো নাস্তি জ্ঞানে তু মাংসকে । যস্তাচ্ছর্মানমাত্রেণ ব্রহ্মজ্ঞানী নমো ভবেৎ ॥৩০
 সত্যং ব্রবীমি তে দেবি হৃদি কৃপাবধারণ । সর্বধর্মোত্তমং কৌল্যং পরো ধর্ম ন বিদ্যতে ॥ ৩১
 অয়ং পরমো মার্গো গুপ্তোহস্তি পশুসঙ্কটে । ব্যক্তীভবিষ্যত্যচিরং সংবৃত্তে প্রবেশে কলৌ ॥ ৩২
 কলিকালে প্রবৃত্তে তু সত্যং সত্যং মরোচ্যতে । ন হ্যাস্ততি বিনা কৌলান্ পশবো মানবা তুবি ৩৩
 যদা তু বৈদিকী দীক্ষা দীক্ষা পৌরাণিকী তথা । ন হ্যাস্ততি বরারোহে তদৈব প্রবলঃ কলিঃ ॥ ৩৪
 যদা তু পুণ্যাপানানং পরীক্ষা বেদসম্ভবা । ন হ্যাস্ততি শিবে শাস্ত্রে তদৈব প্রবলঃ কলিঃ ॥ ৩৫
 কচিচ্ছিন্না কচিচ্ছিন্না যদা সুরতরঙ্গিনী । ভবিষ্যতি কুলেশানি তদৈব প্রবলঃ কলিঃ ॥ ৩৬
 যদা তু স্নেহ জাতীয়া স্বাক্ষানো ধনলোবুপাঃ । ভবিষ্যতি মহাপ্রাজ্ঞে তদৈব প্রবলঃ কলিঃ ॥ ৩৭
 যদা স্নিগ্ধোহস্তিহৃদান্তঃ কর্কশাঃ কলহে রতাঃ । গর্হিষ্যন্তি চ ভর্ত্তারং তদৈব প্রবলঃ কলিঃ ॥ ৩৮
 যদা তু মানবা ভূমৌ জীজ্ঞিতাঃ কামকিঙ্করাঃ । ক্রুহন্তি গুরুমিত্রাদীন্ তদৈব প্রবলঃ কলিঃ ॥ ৩৯
 যদা কৌলী স্বল্পকলা তোরদাঃ স্তোকবর্ধিণঃ । অসম্যাক্কলিনো বৃকান্তদৈব প্রবলঃ কলিঃ ॥ ৪০
 ভ্রাতরঃ স্বজনামাত্য্য যদা ধনকণ্ঠেহরা । মিথঃ সংপ্রহরিষ্যন্তি তদৈব প্রবলঃ কলিঃ ॥ ৪১
 প্লুতটে মদ্যমাংসাদৌ নিন্দ্যাদ্ভাববিবর্জিতে । গুচপানং চরিষ্যন্তি তদৈব প্রবলঃ কলিঃ ॥ ৪২
 সত্যত্রে ভাষণপরেষু যথা মদ্যাদিসেবনম্ । কলাবপি তথা কুর্যাৎ কুলধর্ম্মানুসারতঃ ॥ ৪৩
 যে কুর্ত্তন্তি কুলাচারং সত্যপূতা জিতেজ্জিরাঃ । ব্যক্তাচার্য দয়ানীলা ন হি তান্ বাধতে কলিঃ ॥ ৪৪

তিনি চণ্ডাল অপেক্ষা অধম হইয়া থাকেন । (৪২) আমাকে জানিতে হইলে কৌলধর্ম্ম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর ধর্ম্ম আর নাই, ইহার অল্পষ্ঠান মাত্রে লোকে ব্রহ্মজ্ঞ হইয়া থাকে । (৪৩) দেবি ! আমি তোমার নিকটে সত্য করিয়া কহিতেছি, তুমি যদি ইহা স্থির কর ; সর্বধর্ম্মোত্তম কৌলধর্ম্ম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম আর নাই । (৪৪) এই পরম পথ পশু-সঙ্কটে আবৃত আছে, প্রবল কলি উপস্থিত হইলে তখনই ইহা প্রকাশিত হইবে । (৪৫) আমি সত্য সত্য বলিতেছি কলির প্রাবল্য ঘটিলে কৌলচারী লোক বাতিরেকে পশুভাবাবলম্বী মদ্য পৃথিবীতে থাকিবেক না । (৪৬) হে বরারোহে ! যখন কলি প্রবল হইয়া উঠিবে, তখন বৈদিক বা পৌরাণিক দীক্ষা পৃথিবীতে স্থান পাইবে না । (৪৭) হে শিবে ! যে সময় সংসারে পাপ পুণ্যের বেদান্ত পরীক্ষার শক্তি থাকিবেক না, তখনই জানিবে যে, দুর্জয় কলি সমুপস্থিত । (৪৮) কুলেশরি ! তুমি যখন দেখিবে যে, সুরতরঙ্গিনী স্থানে স্থানে ছিন্না ভিন্না হইয়াছে, তখনই জানিবে যে, কলি প্রবল দাঁড়াইয়াছে । (৪৯) হে মহাপ্রাজ্ঞে ! যখন দেখিবে, স্নেহজাতীয় মূপতিগণ অতিশয় অর্থলোবুপ হইয়াছে, তখনই কলির প্রবলতা জানিতে পারিবে । (৫০) যৎকালে স্ত্রীলোকে অতিশয় হৃদান্ত, কর্কশ ও কলহপ্রিয় হইয়া পতি-নিন্দার প্রবৃত্ত হইবে, তখনই জানিবে প্রবল কলি প্রাহুত হইয়াছে । (৫১) যে সময়ে লোকে কামকিঙ্কর ও জৈগ হইয়া গুরুজন ও বন্ধু বান্ধনদিগের প্রতি বিরুদ্ধ ব্যবহার করিতে থাকিবে, সেই সময়েই জানিবে, ঘোর কলি উপস্থিত । (৫২) যৎকালে পৃথিবী অল্পকলাশালিনী মেঘ স্বল্পসলিলবর্ধী ও বৃক সকল সামান্ত ফলবান হইবে তখনই জানিবে, কলির ঘোর আবিপত্য দাঁড়াইয়াছে । (৫৩) যৎকালে ধনলোভান্ব হইয়া ভ্রাতৃগণ স্বজনগণ ও অমাত্যগণ পরস্পর কলহে ও বিবাদে প্রবৃত্ত হইবে, তখনই জানিবে, ঘোর কলি উপস্থিত । (৫৪) যে সময়ে প্রকান্তভাবে মদ্য মাংস ভোজন করিলেও কেহ নিন্দা করিবে না, কেহ দণ্ড দিবে না, প্রত্যাষে সাধারণে গুপ্তভাবে সুরাপায়ী হইবে, তখনই বুঝিবে কলির অতিশয় প্রাহুতাব দাঁড়াইয়াছে । (৫৫) সত্য, জ্ঞেতা ও ভাষণবৃগে কুলধর্ম্মানুসারে যেক্রপ সুরাপানের নিয়ম ছিল, কলিতেও তাহার অন্তথা হইবে না । (৫৬) সত্যের মহিমায় বাহার্য্য পবিত্র ও জিতেজ্জির হইয়া কুলাচারের মর্যাদা রক্ষা করিবেন, তাহাদের আচার সর্বত্র প্রকাশিত

গুরু-গুরুবধৌ বৃত্তা ভক্তা মাছুপদাযুজে । অহরন্তাঃ স্বদারৈব ন হি তান্ বাধতে কলিঃ ॥ ৫৮
 সত্যব্রতাঃ সত্যনিষ্ঠাঃ সত্যধর্মপরায়ণাঃ । কুলসাধনসত্যা যে ন হি তান্ বাধতে কলিঃ ॥ ৫৯
 কুলমার্গেণ তথানি শোধিতানি চ যোগিনে । যে দহ্যাঃ সত্যবচনে ন হি তান্ বাধতে কলিঃ ॥ ৬০
 হিংসামাংসর্ষ্যরহিতা দম্ভদেববিরজিতাঃ । কুলধর্মে নিষ্ঠা যে ন হি তান্ বাধতে কলিঃ ॥ ৬১
 কৌণ্টিকৈঃ সহ সংসর্গং বসতিং কুলসাধু । কুর্কন্তি কৌলসেবাং যে ন হি তান্ বাধতে কলিঃ ॥ ৬২
 নানাবেশধরাঃ কোলাঃ কুলাচারৈব নিচলাঃ । সেবন্তে যাং কুলাচারৈর্ন হি তান্ বাধতে কলিঃ ৬৩
 স্নানং দানং তপস্তুর্ধ্বং ব্রতং তর্পণমেব চ । যে কুর্কন্তি কুলাচারৈর্ন হি তান্ বাধতে কলিঃ ॥ ৬৪
 কীবসেকাদিশংস্কারাঃ পিতৃশ্রাদ্ধাদিকাঃ ক্রিয়াঃ । যে কুর্কন্তি কুলাচারৈর্ন হি তান্ বাধতে কলিঃ ৬৫
 কুলতথ্যং কুলদ্রব্যং কুলযোগিনমেব চ । নমস্কুর্কন্তি যে ভক্ত্যা ন হি তান্ বাধতে কলিঃ ॥ ৬৬
 কোটিল্যানুতহীনানাং ঘচ্ছানাং কুলমার্গিণাম্ । পরোপকারব্রতিনাং সাধুনাং কিকরঃ কলিঃ ॥ ৬৭
 কলেদৌবসমুহস্ত মহানৈকো গুণঃ প্রিয়ে । সত্যপ্রতিজ্ঞকৌলানাং শ্রেয়ঃ সংকল্পমাত্রতঃ ॥ ৬৮
 অপরে তু যুগে দেবি পুণ্যং পাপঞ্চ সধানম্ । নৃণামাসীৎ কলৌ পুণ্যং কেবলং ন তু হৃদতম্ ॥ ৬৯
 কুলাচারৈর্কিহীন। যে সততাসত্যাবিণঃ । পরজ্ঞোহপরা যে চ ভোজরাঃ কলিকিঙ্করাঃ ॥ ৭০
 কুলবস্ত্রব্রতজ্ঞা যে পরবোধিৎসু কামুকাঃ । ঘেষ্টারঃ কুলনিষ্ঠানাং তে জ্ঞেয়াঃ কলিকিঙ্করাঃ ॥ ৭১
 যুগাচারপ্রসঙ্গেন কলেঃ প্রাবল্যলক্ষণম্ । সংক্ষেপাৎ কথিতং ভক্ত্রে প্রীতয়ে তব পার্কতি ॥ ৭২

৫

হইবে; সর্বভূতে দয়া করা বাঁহাদের অভ্যাস, তাঁহাদের বিরুদ্ধে কলি কিছুই করিতে পারিবে না। (৫৭) বাঁহারা গুরু গুরুবায় রত, পিতামাতার চরণভক্ত, স্বপত্নীতে অহরন্ত, কলি তাঁহাদের প্রতি প্রভাব প্রকাশ করিতে পারিবে না। (৫৮) বাঁহারা সত্যব্রত, সত্যনিষ্ঠ, সত্যধর্ম-পরায়ণ ও কুলসাধনে রত, কলি তাঁহাদের বিরুদ্ধাচরণ করিতে পারিবেন না। (৫৯) বাঁহারা কুলধর্মহুসারে শোধিত মৎস্ত মাংসাদি সত্যবাদী যোগীকে প্রদান করিবেন, কলি তাঁহাদের প্রতি আক্রমণ করিবেক না। (৬০) বাঁহারা হিংসা, দম্ভ, দেব ও মাংসর্ষ্যবিহীন এবং বাঁহাদের কুলধর্মে নিষ্ঠা আছে, কলি তাঁহাদের বিরুদ্ধাচরণ করিতে পারিবেক না। (৬১) বাঁহারা কৌলিক-দিগের সহিত সহবাস, তাঁহাদের নিকটে বসতি ও তাঁহাদের সেবা করিতে থাকেন, কলি তাঁহাদের প্রতি আপনার ক্ষমতা প্রকাশ করিবেক না। (৬২) যে সকল কুলাচারপরায়ণ ব্যক্তি কুলাচারে অবস্থিতি করিয়া নানাবেশ ধারণ পূর্বক কুলাচারে তোমার পূজা করেন, কলি তাঁহাদের প্রতি বিরুদ্ধাচরণ করিতে পারে না। (৬৩) কুলাচার মতে বাঁহারা স্নান, দান, তপস্তু, তীর্থদর্শন, ব্রত ও তর্পণাদি করেন, কলি তাঁহাদিগকে আক্রমণ করে না। (৬৪) কুলাচার মতে বাঁহারা গর্ভাধানাদি সংস্কার ও পিতৃশ্রাদ্ধাদি সমাধা করেন, কলি তাঁহাদিগকে কিছুই করিতে পারে না। (৬৫) বাঁহারা ভক্তিভাবে কুলদ্রব্য কুলতথ্য ও কুলযোগীর অর্চনা করেন, কলি তাঁহাদিগকে আক্রমণ করিতে পারে না। (৬৬) বাঁহারা কুটিলতা ও মিথ্যাচারবর্জিত, বাঁহারা পরোপকার-পরায়ণ ও সাধু, বাঁহারা নির্মলহৃদয় ও কুলধর্মের অমুঠতা কলি তাঁহাদের নিকটে কিঙ্কর হইয়া থাকে। (৬৭) হে প্রিয়ে? কলি সমুদৌবের আকর হইলেও উহার একটি বিশেষ গুণ এই যে, বাঁহারা সত্যপ্রতিজ্ঞ ও কুলাচারপরায়ণ, তাঁহারা সংকল্প মাত্রে শ্রেয়ো লাভ করিয়া থাকেন। (৬৮) হে দেবি! যুগান্তরে পাপ পুণ্য মনের সংকল্প যায়ই হইত, কিন্তু এ যুগে সংকল্প নিবন্ধন সকলেরই পুণ্য প্রকাশ পায়, পাপ প্রকাশিত হয় না। (৬৯) বাঁহারা মিথ্যাবাদী কুলাচারবর্জিত ও পরের নিষ্টকারী, তাঁহারা কলির কিঙ্কর। (৭০) বাঁহারা কুলপথের ঘৃণা করে, বাঁহারা পর-প্রীতয়ে লোলুপ, বাঁহারা কুলাচারপরায়ণগণের প্রতি ঘেব করে, তাঁহারা কলির কিঙ্কর বলিয়া কীর্তিত। (৭১) পার্কতি! আমি যুগাচার-প্রসঙ্গে তোমার প্রীতির জন্য সংক্ষেপে কলির প্রাবল্য

ঐকটেহজ কলৌ দেবি, সূর্যে ধর্ম্মাশ্চ দুর্কলাঃ । স্বাস্ত্যোক্তং সত্যমাত্রং তস্মাৎ সত্যময়ো ভবেৎ ॥
 সত্যধর্ম্মং সমাপ্রিত্য যৎ কৰ্ম্ম কুরুতে নরঃ । তদেব সকলং কৰ্ম্ম সত্যং জানীহি স্মৃততে ॥ ৭৪
 নহি সত্যং পরো ধর্ম্মো ন পাপমনৃত্যং পরম্ । তস্মাৎ সৰ্ব্বাঙ্গানাং মৰ্ত্ত্যঃ সত্যমেকং সমাপ্রয়েৎ ॥ ৭৫
 সত্যহীনো বৃথা পূজা সত্যহীনো বৃথা জপঃ । সত্যহীনং তপো ব্যর্থমুযয়ে বপনং যথা ॥ ৭৬
 সত্যরূপং পরং ব্রহ্ম সত্যং হি পরমং তপঃ । সত্যমূল্যঃ ক্রিয়াঃ সৰ্ব্বাঃ সত্যং পরতরো ন হি ॥ ৭৭
 অতএব ময়া প্রোক্তং হৃদতে প্রবলে কলৌ । কুলাচারোহপি সত্যেন কর্তব্যো ব্যক্তভাবতঃ ॥ ৭৮
 গোপনাদীকৃত্যে সত্যং ন শুণ্ডিরণ্ডং কিনা । তস্মাৎ প্রকাশতঃ কুৰ্ব্বাৎ কৌলিকঃ কুলসাধনম্ ॥ ৭৯
 কুলধর্ম্মস্ত শুণ্ড্যর্থঃ নানুতঃ স্ত্রাক্ষুণ্ডপিতম্ । বহুত কুলতন্ত্রেব ন শস্তং প্রবলে কলৌ ॥ ৮০
 কৃতে ধর্ম্মশচতুষ্পাদঃ ত্রেতায়াং পাদহীনকঃ । দ্বিপাদৌ দ্বাপরে দেবি, পাদমাত্রং কলৌ যুগে ॥ ৮১
 তত্রাপি সত্যং বলবৎ তপঃ খঞ্জং দয়াপি চ । সত্যপাদে কৃতে লোপে ধর্ম্মলোপঃ প্রায়তে ॥ ৮২
 তস্মাৎ সত্যং সমাপ্রিত্য সৰ্ব্বকৰ্ম্মাণি সাধয়েৎ । কুলচারং বিনা যত্র নাস্ত্যপায়ঃ কুলেশ্বরী ॥ ৮৩
 তত্রানুতপ্রবেশশ্চেৎ কৃতো নিঃশ্রেয়সং ভবেৎ । সৰ্ব্বথা সত্যপূত্ৰাত্মা মনুধেরিতবৰ্দ্ধনা ॥ ৮৪
 সৰ্ব্বং কৰ্ম্ম নরঃ কুৰ্ব্বাৎ স্বয়বর্ণপ্রমোদিতম্ । দীক্ষাং পূজাং জপং হোমং পুরশ্চরণ তর্পণম্ ॥ ৮৫
 ব্রতোবাহৌ পুংসবনং নীমন্তোন্নয়নং তথা । জাতকৰ্ম্ম তথা নামচূড়াকরণমেব চ ॥ ৮৬
 সূতক্রিয়াং পিতৃশ্রাদ্ধং কুৰ্ব্বাদাগমসম্মতম্ । তীর্থশ্রাদ্ধং ব্রবোৎসর্গং শারদোৎসবমেব চ ॥ ৮৭
 যাভ্যং গৃহপ্রবেশঞ্চ নববন্দাদিধারণম্ । বাপীকূপতড়াগানাং সংস্কারং তিথিকৰ্ম্ম চ ॥ ৮৮

লক্ষণ বর্ণন করিলাম । (৭২) দেবি ! কলি প্রোতুর্ভূত হইলে, সমুদায় ধর্ম্ম দুর্বল হইয়া পড়িবে ;
 তৎকালে কেবল একমাত্র সত্য অবস্থিতি করিবে, অতএব সত্যময় হওয়া সকলের কর্তব্য । (৭৩)
 হে স্মৃততে ! মানবগণ এই কালে সত্যধর্ম্মের আশ্রয়ে যে ধর্ম্ম করিবে, তাহা সিদ্ধ হইবেই হইবে ।
 (৭৪) সত্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম এবং মিথ্যা অপেক্ষা পাপ আর নাই, এই জন্ত একমাত্র সত্য
 অবলম্বন করা মনুষ্যের কর্তব্য । (৭৫) যে পূজা বা তপস্যার সত্যের সংশয় নাই, তাহা মনুভূমি-
 নিকিণ্ড বীজের জায় নিরর্থক । (৭৬) সত্যই পরমব্রহ্ম, এবং সত্যই প্রধান তপস্তা ; সমুদায়
 ক্রিয়া সত্যমূলক, সত্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বস্তু আর নাই । (৭৭) আমি এই জন্ত তোমাকে বলি-
 তেছি, দুর্জয় কলির অধিকারে সত্যের অল্পসরণে কুলাচারের অমূল্যতা করা মনুষ্যের কর্তব্য ।
 (৭৮) গোপন করিলে সত্যের অপলাপ হয়, মিথ্যাচার ভিন্ন গোপন সম্ভবনীয় নহে, অতএব,
 কৌলিক লোকে প্রকাশ্যভাবে কুলসাধন করিতে থাকিবে । (৭৯) আমি কুলতন্ত্রে উল্লেখ
 করিয়াছি যে, কুলধর্ম্ম রক্ষার জন্ত তাহা গোপন করিলে মিথ্যা আচার হয় না, কিন্তু তা বলিয়া
 প্রবল কলির অধিকারে এই উপদেশ প্রাপ্ত নহে । (৮০) সত্যযুগে ধর্ম্ম চতুষ্পাদ ছিল,
 ত্রেতার উহার এক পাদ হীন হয়, হে দেবি ! দ্বাপরে ধর্ম্মের দুই পাদ মাত্র অবশিষ্ট থাকে ;
 কলিতে ধর্ম্মের পাদ মাত্র অবশিষ্ট আছে । (৮১) (আশ্চর্য্য !) সেই এক পাদ ধর্ম্মেরও তপস্যা
 ও দয়ার অংশ খঞ্জ হইয়াছে, এক্ষণে কেবল একমাত্র সত্য বলবৎ আছে, যদি ঐ সত্যরূপ পাদ
 ভগ্ন করা যায়, তাহা হইলে ধর্ম্মের চিহ্ন থাকে না । (৮২) হে কুলেশ্বরী ! আমি এই জন্ত বলি,
 সত্যের আশ্রয় গ্রহণ পূর্বক সকল ধর্ম্ম সাধন করা কর্তব্য, কলিতে কুলাচার ভিন্ন আর কিছুই
 নাই । (৮৩) যদি ইহাতেও মিথ্যা-ভাবে প্রবেশ করে, তাহা হইলে কিরূপে মোক্ষ ঘটিতে পারে ?
 অতএব সর্বদা সত্যের আশ্রয়ে পবিত্র আত্মা হইয়া আহার কথাক্রমে আপনাপন বর্ণ ও আশ্রমের
 উপযোগী দীক্ষা, পূজা, জপ, হোম, পুরশ্চরণ ও তর্পণ করা সকলের কর্তব্য । (৮৪-৮৫) বিশেষতঃ
 ব্রত, উষাহ, পুংসবন, নীমন্তোন্নয়ন, জাতকৰ্ম্ম, নামকরণ, চূড়াকরণ অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া, পিতৃশ্রাদ্ধ, আগম-
 সন্থত তীর্থশ্রাদ্ধ, ব্রবোৎসর্গ, শারদীয়া পূজা, যাভা, গৃহপ্রবেশ, নববহধারণ, বাপী, কূপ ও

গৃহারন্ত প্রভিষ্ঠাঞ্চ দেবানাং স্থাপনং তথা । দিবাকৃত্যং নিশাকৃত্যং সৰ্বকৃত্যং তথৈব চ ॥ ৮৯
 ঋতুমাংসবর্ষকৃত্যং নিত্যং নৈমিত্তিকঞ্চ যৎ । কর্তব্যং বদকর্তব্যং ত্যাজ্যং প্রাহঞ্চ যন্তবেৎ ॥ ৯০
 ময়োক্তেন বিধানেন তৎ সৰ্বং সাধয়েন্নরঃ ॥ ৯১

ন কুর্যাদযদি মোহেন হর্ষত্যাশ্রয়্যাপি বা । বিনষ্টঃ সৰ্বকর্মভ্যো বিষ্ঠায়াং ন ভবেৎ ক্রমিঃ ॥ ৯২
 যদি মন্যতমুৎসৃজ্য মহেশি প্রবলে কর্ণৌ । যদা যৎ ক্রিয়তে কর্ম বিপরীতায় তন্তবেৎ ॥ ৯৩
 মন্যতাসম্ভতা দীক্ষা সাধক প্রাণঘাতিনী । পূজাপি বিফলা দেবি হতং ভস্মার্পণং বথা ॥ ৯৪
 দেবতা কুপিতা তন্ত বিস্মস্তস্ত পদে পদে ॥ ৯৫

কলিকালে প্রবৃদ্ধে তু জ্ঞান্য মচ্ছাত্রমথিকে । যোহন্তমার্গে ক্রিয়াং কুর্য্যাৎ ন মহাপাতকী ভবেৎ ॥ ৯৬
 ব্রতোঘাতো প্রকুর্য্যাণো যোহন্তমার্গেণ মানবঃ । ন যাতি নরকং যোরং যাবচ্ছত্রদিবাকরৌ ॥ ৯৭
 ব্রতে ব্রহ্মবধঃ প্রোক্তঃ ব্রাতো মানবকো ভবেৎ । কেবলং সূত্রবাহোহনৌ চাণ্ডালাদধমোহপিসিঃ ॥ ৯৮
 উঘাহিতাপি যানারী জানীয়াৎ সা তু গর্হিতা । উঘোচাপি ভবেৎ পাপী সংসর্গাৎ কুলনারিকে ॥ ৯৯
 বেষ্ঠাগমনজং পাপং তন্ত পুংসো দিনে দিনে । তদন্তাদন্নভোয়াদি নৈব গৃহস্থি দেবতাঃ ॥ ১০০
 পিতরোহপি ন চান্ধ্রস্তি যন্তস্তানলপূরবৎ । তয়োঃ পত্যাং কানীনঃ সৰ্বধর্মবহিষ্ঠতঃ ॥ ১০১
 দৈবে পৈত্রে কুলাচারে নাধিকারোহস্ত জায়তে । অশান্তবেন মার্গেণ দেবতাস্থাপনং চরেৎ ॥ ১০২
 ন সান্নিধ্যং ভবেত্তজ্জ দেবতায়াঃ কথঞ্চন । ইহামৃত্র ফলং নাস্তি কারক্রেশো ধনক্ষয়ঃ ॥ ১০৩

ডাঙ্গাদি খনন ও সংস্কার, তিথিকৃত্য, গৃহারন্ত ও প্রভিষ্ঠা, দেবপ্রতিষ্ঠা, দিবাকৃত্য, নিশাকৃত্য, সৰ্বকৃত্য, ঋতুকৃত্য, মাসকৃত্য, বর্ষকৃত্য, নিত্য নৈমিত্তিক যাহা কর্তব্য ও যাহা অকর্তব্য, বিবেচনাম্বসারে বিধিক্রমে তৎসমুদায় সাধন করা না করা কর্তব্য। (৮৬।৮৭।৮৮।৮৯।৯০।৯১) যদি মোহ হর্ষজ্ঞি, বা অশ্রদ্ধাক্রমে কেহ উক্ত সাধন না করে, তাহা হইলে তাহাকে সৰ্ব-কর্ম-বহিষ্ঠত হইয়া বিনষ্ট এবং বিষ্ঠাহুদে ক্রমি হইতে হইবে। (৯২) হে পরমেশ্বর! কলির প্রবল অধিকারকালে যদি কেহ আমার মত উপেক্ষা করিয়া অন্য মত গ্রহণে কোনও কার্য্য করে, তাহা হইলে তাহা বিপরীত দাঁড়াইবে। (৯৩) যে দীক্ষা আমার মতের বিরোধী, তাহা গ্রহণ করিলে সাধকের প্রাণ নষ্ট হইয়া থাকে; হে দেবি! ভস্মে আহুতি প্রদানের স্থায় তাহার সেই পূজাও বিফল হইয়া যায়। (৯৪) (অধিক কি,) দেবতা তাহার প্রতি কুপিত হয় এবং তাহার পদে পদে বিস্ম ঘটয়া থাকে। (৯৫) হে অথিকে! প্রবল কলির প্রাহুর্ভাবে মহুক্ত শাস্ত্র অবগত হইয়াও যে ব্যক্তি অন্য পথাবলম্বনে ক্রিয়া সাধন করিবে, সে ব্যক্তি মহাপাতকী হইবে। (৯৬) যে অন্য পথাবলম্বনে ব্রত, বা বিবাহ করিবে, বতকাল চন্দ্রসূর্য্য, ততকাল তাহার নরকবাস। (৯৭) আমার মত পরিত্যাগ করিয়া মতান্তরে ব্রত করিলে ব্রহ্মহত্যা পাপে লিপ্ত হইতে হইবে, এক্ষণে যাহার উপনয়ন হইবে তাহার পাতিভ্য ঘটবে, সে কেবল সূত্রধারী হইয়াও চণ্ডাল অপেক্ষা অধম হইবে। (৯৮) যদি কোনও স্ত্রী অন্য নিয়মে বিবাহিত হয়, তাহা হইলে, হে কুলনারিকে! তাহাকে নিন্দনীয় বলিয়া জানিবে, তাহার সহবাস করিলে পাতকী হইতে হইবে। (৯৯) (অধিক কি বলিব) বেষ্ঠাগমনে যে পাপ ঘটয়া থাকে, ঐ পাতকিনীর সহবাসেও তদন্তরূপ পাপ ঘটে; যদি ঐ নারী স্বহস্তে অন্ন ও জলাদি প্রদান করে, তাহা হইলে দেবতার তাহা গ্রহণ করেন না। (১০০) পিতৃগণও মল ও পুং মনে করিয়া তাহা স্পর্শ করেন না; যদি ঐ গর্ভে পুত্রোৎপত্তি হয়, তাহা হইলে সে কানীন ও সৰ্বধর্মবহিষ্ঠত হইবে। (১০১) যে ব্যক্তি শিবের নির্দিষ্ট পূজা পরিত্যাগ করিয়া অন্য মতে দেবতা স্থাপন করে, তাহার দৈবকর্ম, পিতৃকার্য্য ও কুলাচারে অধিকার থাকিবেক না। (১০২) (অন্ত কথা কি) সংস্কৃত দেবপ্রতিষ্ঠাতে দেবতার অবস্থিতি ঘটবেক না এবং সেই ব্যক্তির ইহ ও পরকালে কোনও ফল লাভ হইবেক না। তাহার কেবল কার ক্রেশ ও অকারণ অর্থব্যয়

আগমোক্তবিধং হিমা যঃ শ্রাদ্ধং কুরুতে নরঃ । শ্রাদ্ধং তদ্বিকলং সোহপি পিতৃভিন্দরকং ত্রয়েৎ ॥ ১০
তস্তোরং শোণিতসমং পিণ্ডো মলময়ো ভবেৎ । তন্মাদ্ধ্যঃ প্রেষয়েন শাক্করং মতমাপ্রয়েৎ ॥ ১০৫
বহনাজ্জ কিমুক্তেন সত্যং সত্যং ময়োচ্যতে । অশাস্ত্রবং কৃতং কর্ষ কর্ষং দেবি নিরর্থকম্ ॥ ১০৬
ভুক্ত ভাবৎ পরো ধর্মঃ পূর্কধর্মেহপি নশ্চতি । শাস্ত্রবাচারহীনস্ত নরকায়ৈব নিষ্কৃতিঃ ॥ ১০৭
মহুদীরিতমার্গেণ নিত্যনৈমিত্তিককর্মণাম্ । সাধনং বয়মহেশানি তদেব তব সাধনম্ ॥ ১০৮
বিশেষায়াধনং তত্র মজ্জ-যজ্ঞাদি সংযুতম্ । ভেবজং কলিরোগাণাং ঐরতাং গদতো মম ॥ ১০৯
ইতি শ্রীমহানির্কাণতন্ত্রে সর্বকৃত্তোত্তমোত্তমো সর্বধর্মনির্গরসারে শ্রীমদাঙ্গাসদাশিবসংবাদে
জীবনিত্তারোপায়প্রপঞ্চে পরাপ্রকৃতিসাধনোপক্রমো নাম চতুর্থোল্লাসঃ ॥ ৪ ॥

পঞ্চমোল্লাসঃ ।

শ্রীসদাশিব উবাচ ।

ত্বমাচ্ছা পরমা শক্তিঃ সর্বশক্তিস্বরূপিণী । তব শক্ত্যা বয়ং শক্তাঃ সৃষ্টিস্থিতিলয়াদিহু ॥ ১
তব রূপাণানন্তানি নানাবর্ণাকৃতীন চ । নানাশ্রেয়াসসাধ্যানি বর্ণিতুং কেন শক্যতে ॥ ২
তব কারুণ্যলেশেন কুলতজ্জাগ্রমাদিহু । তেযামর্চ্চসাধনানি কথিতানি যুগামতি ॥ ৩
গুপ্তসাধনমেতত্ত্ব ন কুতাপি প্রকাশিতম্ । অস্ত প্রসাদাৎ কল্যাণি ময়ি তে ককণেদৃশী ॥ ৪

হইবে মাত্র । (১০৩) যে ব্যক্তি আগমোক্ত বিধি পরিভ্যাগ করিয়া শ্রাদ্ধ করে, তাহার তাহা নিফল হয় এবং শ্রাদ্ধকর্ত্তাও পিতৃপুরুষগণের সহিত নরকগামী হইয়া থাকে । (১০৪) তদন্ত তোর, শোণিত তুল্য এবং পিণ্ড মলময় হইয়া থাকে, অতএব সর্বপ্রযত্নে শক্তরের মতাহুসরণ করা মহুখ্যের কর্তব্য । (১০৫) আমি অধিক আর কি বলিব, সত্য সত্য বলিতেছি, হে দেবি ! বাহারা শস্ত্রের উক্তি অবহেলা করিয়া কার্য্য করে, তাহাদের সেই কার্য্য নিফল হইয়া থাকে । (১০৬) অতঃ কথ্য কি, মতান্তরে ধর্মসঞ্চয় দূরে থাকুক, সঞ্চিত ধর্ম বিনষ্ট হইয়া থাকে, যে ব্যক্তি শৈবাচার বিহীন, তাহার নরক হইতে নিষ্কৃতি পাইবার উপায়ান্তর নাই । (১০৭) মহেশ্বর ! আমি যে পথের কথা বলিতেছি, যদি ইহাতে লোকে নিত্য নৈমিত্তিক কার্য্য সাধন করে, তাহা হইলে তোমারই সাধন হইয়া থাকে । (১০৮) যে আরাধনা কলিরোগের মহৌষধস্বরূপ, যাহাতে বহুবিধ মজ্জ ও যজ্ঞাদির বিধান আছে, তুমি আমার নিকট হইতে সেই বিশিষ্ট আরাধনার কথা প্রবণ কর । (১০৯)

সদাশিব কহিলেন, তুমি আচ্ছা পরমা শক্তি এবং সর্বশক্তিস্বরূপিণী, তোমার শক্তি সাহায্যে আমরা সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় কার্য্যে সমর্থ হইয়া থাকি । (১) তোমার রূপ অনন্ত এবং বর্ণ ও আকৃতি নানাবিধ ; সমুদায় রূপের সাধনাও বহুতর আরাগসাধ্য । কোন্ ব্যক্তি ইহার সবিশেষ বর্ণনে সমর্থ হয় ? (২) তবে তোমার ককণা-কণা-প্রভাবে কুলতর ও জগদন্ত আগমে তোমার সমুদায় রূপ ও পূজাসাধনাদি যত দূর সাধ্য বর্ণন করিয়াছি । (৩) আমি কোনও স্থানে গুপ্তসাধনবিষয় প্রকাশ করি নাই, হে কল্যাণি ! এই সাধন প্রসাদে আমার প্রতি তোমার এতাদৃশ

যুগা পৃষ্ঠমিদানীং তন্নাহং গোপয়িত্ব কথং । কথয়ামি তব প্রীত্যৈ মম প্রাণায়িকং শ্রিয়ে ॥ ৫
 সৰ্ব্বদুঃখপ্রশমনং সৰ্ব্বাপদিনিবারকম্ । তৎপ্রাপ্তিমূলমচিরাত্তব সন্তোষকারণম্ ॥ ৬
 কনিকম্ববদীনানাং নৃণাং স্বম্ভাব্যং শ্রিয়ে । বহুপ্রয়াসাশক্তানাং মেতদেব পরং ধনম্ ॥ ৭
 ন চাত্ৰ ন্যাসবাক্যং নোপবাসাদিসংঘমঃ । সুখসাধ্যমবাহল্যং ভক্তানাং কলদং মহৎ ॥ ৮
 ভক্তাদৌ শৃণু দেবেশি মদ্রোদ্ধারকমং শিবে । যস্য শ্রবণমাত্রেণ জীবমুক্তঃ প্রজায়তে ১০
 প্রাণেশৈত্তৈজসারূঢ়া তেজগ্ভ্যোমবিন্দুমান্ । জীবমেতৎ সমুদ্ভূতা দ্বিতীয়মুক্তরেৎ শ্রিয়ে ॥ ১০
 সন্ধ্যা রক্তসমারূঢ়া বামনেত্রেন্দুসংযুতা । তৃতীয়াং শৃণু কল্যাণি দীপসংস্থঃ প্রজাপতিঃ ॥ ১১
 গোবিন্দবিন্দুসংযুক্তঃ সাধকানাং সুখাবহঃ । বীজত্ৰয়াস্তে পরমেশ্বরী সংযোজনং পদম্ ॥ ১২
 বহ্নিকান্তাবধিঃ প্রোক্তো দর্শ্যার্থেহয়ং মহঃ শিবে । সৰ্ব্ববিজ্ঞানময়ী দেবী বিদ্যেয়ং পরমেশ্বরী ॥ ১৩
 আদ্যত্ৰয়াণাং বীজানাং প্রত্যেকং ত্রয়মেব বা । প্রজপেৎ সাধকাদীশঃ সৰ্ব্বকামার্থসিদ্ধরে ॥ ১৪
 বীজমাদ্যত্রয়ং হিতা সপ্তাণ্যপি দশাকরী । কামবাগ্ভবতারণ্যাদ্যা সপ্তাণ্যষ্টকরী দ্বিধা ॥ ১৪
 দশাণ্যমন্ত্রপদাৎ কালিকে পদমুক্তরেৎ । পুনরাদ্যত্রয়ং বীজং বহ্নিত্ৰয়াং ততো বদেৎ ॥ ১৬
 বোড়শীয়াং সমাখ্যাতা সৰ্ব্বতন্ত্রেবু গোপিতা । বহ্নাদ্যা প্রণবাদ্যা চেদেবা সপ্তদশী দ্বিধা ॥ ১৭

করণ-সঞ্চার আছে। (৪) শ্রিয়ে! এক্ষণে তুমি আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছ বলিয়া তোমার নিকটে ঐ গুপ্তসাধন গুপ্ত রাখিতে পারিলাম না, ইহা আমার প্রাণাপেক্ষাও শ্রিয় তোমার প্রীতির জন্য বলিতেছি। (৫) ইহা দ্বারা সৰ্ব্বদুঃখ নিবারিত ও সকল আপদ প্রশমিত হয়, ইহা তোমার সন্তোষের মূল এবং ইহারই সাহায্যে তোমাকে পাওয়া যাইতে পারে। (৬) শ্রিয়ে! কলিকালের জীব পাঁচভারে আক্রান্ত ও দীনভাবাপন্ন হইয়া অতিশয় অন্নাগ্ন হইবে, তাহার বহু প্রয়াসে অসমর্থ, স্মৃতরাং তাহাদের পক্ষে এই সাধনই পরম নিধি। (৭) ইহাতে ন্যাসবহল বা উপাসনাদি সংঘমবিধি নাই, ইহা অতিশয় সংক্ষিপ্ত ও অনায়াসসাধ্য, বিশেষতঃ এই সাধন ভক্তের পক্ষে মহৎ কলদায়ক। (৮) হে দেবেশি! এ সম্বন্ধে প্রথমে মদ্রোদ্ধারের ক্রম নির্দেশ করিতেছি, শ্রবণ কর; ইহা শ্রবণমাত্রেই জীব জীবমুক্ত হইয়া থাকে। (৯) প্রাণেশ, (১০) তৈজসে (১১) আরোহণ করিলে তাহাতে ভেরেণ (১২) সংযুক্ত করিয়া ব্যোমবিন্দু (১৩) যোগ করিবে। হে শ্রিয়ে! এই প্রকার (হ্রীং) বীজোদ্ধার করিয়া সন্ধ্যা (১৪) রক্তের (১৫) উপর আরোহণ করিয়া তাহাতে বামনেত্র (১৬) ইন্দু—অম্বস্বার যোগ করিয়া, দ্বিতীয় মন্ত্র “জীং” হইবে; কল্যাণি! অনন্তর তৃতীয় মন্ত্র বলিতেছি শ্রবণ কর। ‘প্রজাপতি অর্থাৎ ক, দীপ অর্থাৎ র উপর থাকিবে। (১০।১১) ইহাতে গোবিন্দ অর্থাৎ জৈ এবং অম্বস্বার সংযোগ করিবে; এই “জীং” বীজসাধকদিগের পক্ষে সুখাবহ; এই বীজত্ৰয়ের পরে “পরমেশ্বরী” এই সংযোজন পদ প্রয়োগ করিবে। (১২) এই মন্ত্র-শেবে বহ্নিকান্ত—অর্থাৎ স্বাহা এই পদ উচ্চারিত হইবে। হে শিবে! ইহাতে “হ্রীং জীং জীং পরমেশ্বরী স্বাহা” এই দশাকর মন্ত্র হইবে; ইহাই সৰ্ব্ববিজ্ঞানময়ী দেবী পরমেশ্বরী-বিদ্যা। (১৩) সাংকোত্তম সৰ্ব্বকামনা সিদ্ধির জন্য আদ্য বীজ তিনটির মধ্যে সমুদার যে একটীমাত্র জপ করিতে থাকিবে। (১৪) দশাকর মন্ত্রের হ্রীং জীং জীং এই তিনটী প্রথমবীজ ত্যাগ করিলে, পরমেশ্বরী স্বাহা এই সপ্তাকর মন্ত্র হয়; ইহার পূর্বে জীং কামবীজ, ঐং বাগ্‌বীজ ও প্রণব যোগ করিলে, জীং পরমেশ্বরী স্বাহা, ঐং পরমেশ্বরী স্বাহা, ও পরমেশ্বরী স্বাহা, এই অষ্টাকরমুক্ত তিনটী মন্ত্র হইয়া থাকে। (১৫) দশাকর মন্ত্রের সংযোজন পদের অন্তে থাকিলে এই পদ উচ্চারণ করিবে, পরে হ্রীং জীং জীং, আদ্য বীজত্ৰয় উচ্চারণ করিয়া, বহ্নিবধু—অর্থাৎ স্বাহা পদ উচ্চারণ করিবে। (১৬) তখন হ্রীং, জীং, জীং, পরমেশ্বরী কালিকে, হ্রীং, জীং জীং, স্বাহা এই বোড়শাকর মন্ত্র হইবে; ইহা সকল তন্ত্রে গুপ্ত আছে, আমি তোমার নিকটে কহিলাম। যদি এই মন্ত্রের

তব মজ্জা হসংখ্যাতাঃ কোটিকোট্যর্ক দান্তধা । সংক্ষেপাদজ্ঞ কথিতা মজ্জাণাং বাদশ জ্বিরে । ১৮
যেযু,যেযু চ তন্ত্রেযু যে যে মজ্জাঃ প্রকীর্তিতাঃ । তে সর্কে তব মজ্জাঃ শ্রুত্বামদ্য্য প্রকৃতিবৃত্তঃ । ১৯
এতেবাং সর্ক-মজ্জাণামেকমেব হি সাধনম্ । কথারামি তব প্রীট্য তথা লোকহিতায় চ । ২০
কুলাচারং বিনা দেবি শক্তিমজ্জো ন-সিদ্ধিঃ । তন্মাং কুলাচাররতঃ সাধয়েচ্ছক্তিসাধনম্ । ২১
মদ্যং মাংস্যং তথা মৎস্যং বৃদ্ধা মৈথুনমেব চ । শক্তিপূজাবিধাবাদ্যে পঞ্চতৎ প্রকীর্তিতম্ । ২২
পঞ্চতৎ বিনা পূজা অভিচারায় কল্যাতে । নেষ্টসিদ্ধির্ভবেদস্য বিয়ত্তর পদে পদে । ২৩
শিলায়াং শস্যবাপে চ বধা নৈবাকুরো ভবেৎ । পঞ্চতৎবিহীনয়াং পূজায়াং ন কলোত্তবঃ । ২৪
প্রাতঃকৃত্যং বিনা দেবিনাধিকারী তু কর্ণস্থ । তন্মাদাদৌ প্রবক্ষ্যামি প্রাতঃকৃত্যং যথোচিতম্ । ২৫
রজনীশেষবাস্য শেবার্দ্ধমকরণায়ঃ । তদা সাধক উথায় মুক্তদ্বাপঃ কৃতাসনঃ ।
ধ্যারেচ্ছিরসি শুক্লাঞ্জে ধিনেত্রং দ্বিত্বজং গুরুম্ । ২৬
শ্বেতাশ্বরপরীধানং শ্বেত মালাহুলেপনম্ । বরাভয়করং শান্তং করুণায় বিগ্রহম্ । ২৭
বামেনোংগলধারিণ্যা শক্ত্যালিঙ্গিতবিগ্রহম্ । স্মেরাননং স্রুগ্নস্রং সাধকাতীষ্টদায়কম্ । ২৮
ঐন্দ্র-ধাত্বা কুলেশানি মানসৈরুপচারকৈঃ । পূজয়িত্বা জপেনুমজ্জী বাগ্ভবং বীজমুত্তমম্ । ২৯
যথাশক্তি জপং কৃত্বা সমর্প্য দক্ষিণ করে । ততস্ত প্রণমেদ্বীমান্ মজ্জোপানেন সদ্গুরুম্ । ৩০
তবপাশবিনাশায় জ্ঞানদৃষ্টি-প্রদর্শিনে । নমঃ সৎগুরবে তুভ্যং ভুক্তিমুক্তিপ্রদায়িনে । ৩১
নরাকৃতিপরত্রস্তরূপায়াজ্ঞানহারিণে । কুলধর্মপ্রকাশায় তস্মৈ ত্রীপুরবে নমঃ । ৩২

প্রথমে শ্রী, প্রণব, অথবা ওঁ-যোগ হয়, তাহা হইলে দুইটী সপ্তদশাকর মন্ত্র হইবে। (১৭) হে শ্রিরে! তোমার কোটি কোটি, অর্কুদ, অথবা অসংখ্য মন্ত্র আছে, সংক্ষেপে এখানে বাদশটি মন্ত্রের কথা কহিলাম। (১৮) যে যে তন্ত্রে যে যে মন্ত্রের কথা উক্ত হইয়াছে, সে সকলই তোমার মন্ত্র, কারণ তুমিই আদ্যা প্রকৃতি। (১৯) সকল মন্ত্রের সাধনাই এই প্রকার; আমি লোকের হিত এবং তোমার প্রীতির জন্য সেই সাধনের কথা বলিতেছি। (২০) দেবি! কুলাচার ব্যতিরেকে শক্তিমন্ত্র সিদ্ধিদায়ক হয় না, এই কুলাচারে রত থাকিয়া শক্তিসাধন করা কর্তব্য। (২১) হে আদ্যে! শক্তি-পূজা-প্রকরণে মদ্য, মাংস, মৎস্য, বৃদ্ধা ও মৈথুন এইপঞ্চ তৎ সাধনরূপে কীর্তিত হইয়া থাকে। (২২) পঞ্চতৎ ব্যতিরেকে পূজা করিলে ঐ পূজা প্রাণ-নাশকারিণী হইয়া থাকে, বিশেষতঃ তাহাতে সাধকের অভীষ্ট সিদ্ধ হওয়া দূরে থাকুক, পদে পদে ভয়ানক বিয় ঘটে। (২৩) শিলাতে শস্যবীজ বপন করিলে যেরূপ অকুর-প্ররোহ হয় না, সেইরূপ পঞ্চতৎ-বর্জিত পূজায় কোনও ফল ফলে না। (২৪) দেবি! প্রাতঃকৃত্য না করিলে, কার্ঘ্যে অধিকার ঘটে'না, সেই জন্য প্রথমে যথোচিত প্রাতঃকৃত্য বিধি বলিতেছি। (২৫) রাজির শেষ প্রহরে শেবার্দ্ধকালে অকরণোদয় সময়ে নিভ্রাভক পূর্বক গাজোখান করিয়া, আসনে উপবিষ্ট হইয়া মন্তকে গুরু পদে দ্বিত্বজ ধিনেত্র গুরু উপবিষ্ট আছেন, এরূপ ভাবনা করা শিষ্যের কর্তব্য। (২৬) তাঁহার পরীধান শুক্ল বসন, শরীর শ্বেত, মালা ওঁশ্বেত চন্দনে চর্চিত, তিনি শান্ত ও করুণায় আধার, হস্তে বর ও অভয়। (২৭) তদীয় বামভাগে উংগল ধারণ পূর্বক শক্তি তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া আছেন, তাঁহার মুখমণ্ডল হাস্যময় ও ঐশ্বর্যতরপরিপূর্ণ তিনি সাধকের অভীষ্টদায়ক। (২৮) মহেশ্বর! মন্ত্রজ্ঞ ব্যক্তি এইরূপ ধ্যান করিয়া মানসোপচারে অর্চনা করিয়া ঐ দিবা মন্ত্র জপ করিবে। (২৯) অনন্তর যথাশক্তি জপ করিয়া দেবীর দক্ষিণ হস্তে জপ সমর্পণ পূর্বক বক্ষ্যমাণ মন্ত্রে সদ্ গুরুর চরণে প্রণাম করিবে। (৩০) হে গুরুদেব! আপনি ভবপাশ বিনাশের কর্ত্তা, আপনি জ্ঞান-দৃষ্টি-প্রদর্শক, আপনাই হইতে ভোগ-মোক্ষ লাভ হইয়া থাকে, অতএব আপনাকে নমস্কার। (৩১) আপনি নর-দেহ-ধারী, কিন্তু অজ্ঞানহারী

প্রণম্যং গুরুং শুভং চিত্তেরিরিঙ্গদেবতাম্ । পূর্ববৎ পূজয়িত্বা তাং মূলমন্ত্রজপং চরেৎ ॥ ৩৩ ॥
 যথাশক্তিঃ জপং কৃৎস্না দেব্যা বামকরেহপরেৎ । মন্ত্রেণানেন মতিমান্ প্রণমেদ্বিষ্টদেবতাম্ ॥ ৩৪ ॥
 নমঃ সর্বশরুপিণ্যে অগচ্ছাত্রী নমোঃ নমঃ । অ'ত্মার কালিকায়ৈ তে কত্রৈ হত্রৈ নমোঃ ॥ ৩৫ ॥
 নমস্তুত্যা বহির্গচ্ছৈবামণাং পুরসরঃ সরস্ । ভ্যক্ত্যা মূহপূরীষঞ্চ দন্তধাবনমাচরেৎ ॥ ৩৬ ॥
 ততো গচ্ছা জলাভ্যাসে স্নানং কৃৎস্না যথাবিধি । আদ্যাবপি উপস্পৃশ্য প্রবিশেৎ সলিলে ততঃ ॥ ৩৭ ॥
 নাভিমাত্রজলে স্থিত্বা মলানামপহন্তরে । সক্রুৎ স্নাত্বা তথোন্নত্বা মন্ত্রমাচমনং চরেৎ ॥ ৩৮ ॥
 আত্মবিদ্যাশিবৈবন্ততৈঃ বাহ্যতৈঃ সাধকাগ্রীঃ । ত্রিঃপ্রোক্তাপো দ্বিকৃন্ম জ্যা চাচমেৎ কুলসাদকঃ ॥ ৩৯ ॥
 কুলযজ্ঞং মন্ত্রগর্ভং বলিণ্য সলিলে সুরীঃ । মূলমন্ত্রং দ্বাদশধা তন্তোপরি অপেৎ প্রিয়ে ॥ ৪০ ॥
 তেজোরূপং জলং ধ্যাত্বা সূর্য্যমুদ্ভিক্ত্য দেশিকঃ । তন্তোষ্টৈঃ স্রাজলীন্ দৃষ্ট্বা তেনৈব গাথসা ত্রিধা ।
 অভিষিচ্য স্মৃদ্ধানং সপ্তচ্ছিত্ত্রাণি রোধয়েৎ ॥ ৪১ ॥
 ততস্ত দেবতা প্রীত্যা ত্রিনিমজ্জা জলাস্তরে । উখায় গাত্রং সমার্ক্য পিদধ্যাচ্ছুদ্ধবাসনী ॥ ৪২ ॥
 মুৎস্রয়া ভস্মনা বাপি ত্রিপুণ্ড্রং বিন্দুসংযুতম্ । ললাটে তিলকং কুর্ধ্যাদায়ত্ৰ্যা বন্ধকুন্তলঃ ॥ ৪৩ ॥
 দৈবকোঃ তাত্ত্বিকীশ্চৈব যথাক্রমেযোগতঃ । সন্ধ্যাং সমাচরেন্নতী তাত্ত্বিকীং শৃণু কথ্যতে ॥ ৪৪ ॥
 আচম্য পূর্ববস্তোয়ৈস্তীর্থান্যাবাহয়েচ্ছিবে ॥ ৪৫ ॥
 গঙ্গে চ যমুনে চৈব গোদাবরি সরস্বতি । নর্মদে সিদ্ধ কাবেরি জলেহস্মিন্ সন্নিধিঃ কুরু ॥ ৪৬ ॥

পরব্রহ্মমূর্তি, আপনা হইতে কুলধর্ম প্রকাশ পাইয়াছে, অতএব ঐগুরুদেব আপনাকে
 নমস্কার । (৩২) গুরুদেবকে এইরূপ নমস্কার করিয়া নিজ ইষ্ট দেবতার ধ্যান করিবে, পূর্বের ন্যায়
 পূজা করিয়া তদন্তে মূলমন্ত্র জপ করিতে হইবে । (৩৩) যথাশক্তি জপ সমাধা করিয়া দেবীর বাম
 করে উহা সমর্পণ পূর্বক বক্ষ্যমাণ মন্ত্রে ইষ্টদেবতাকে প্রণাম করিতে হইবে । (৩৪) আপনি
 সর্বশরুপিণী, অগচ্ছাত্রী, আত্মা ও কালিকা, আপনি অগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়কর্ত্রী, আপনাকে
 পুনঃ পুনঃ নমস্কার । (৩৫) নমস্কারান্তে অগ্রে বাম পদ প্রক্ষেপ পূর্বক বহির্গত হইবে, অনন্তর
 মূলমন্ত্র ভ্যাগ ও দন্তধাবন করিবে । (৩৬) পরে জলাশয়ের নিকটবর্তী হইয়া যথাবিধি স্নান
 করিবে, অগ্রে আচমন করিয়া পরে অবগাহন করা কর্তব্য । (৩৭) অনন্তর নাভিগ্রমাণ
 জলে দণ্ডায়মান থাকিয়া শরীরের মালিন্য অপসারণ পূর্বক একবার মাত্র স্নান করিবে,
 অনন্তর উন্নয় হইয়া তাত্ত্বিক মতে আচমন করিবে । (৩৮) কুলসাদকের পক্ষে আত্ম-তত্ত্ব,
 বিদ্যা-তত্ত্ব ও শিবতত্ত্বার বাহ্য এই মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া বারংবার জল পান পূর্বক দুইবার মার্জ্জ-
 নার পর আচমন করা কর্তব্য । (৩৯) অনন্তর জ্ঞানী ব্যক্তি জলের উপরিভাগে কুলধর্মালিখিত
 তাহাতে মূলমন্ত্র লিখিবে, হে প্রিয়ে ! তত্পরি দ্বাদশাক্ষর মূলমন্ত্র জপ করিতে হইবে । (৪০) পরে
 সাধক এই জলকে তেজোরূপ ভাবনা করিয়া সূর্যের উদ্দেশে অঙ্গলিগ্র প্রদান পূর্বক
 সেই জলে বারংবার আপনার মস্তক—অভিষিক্ত করিবে এবং মুখ, নাসিকা, কর্ণ ও চক্ষু এই
 সপ্তচ্ছিত্র অবরোধ করিবে । (৪১) অনন্তর দেবতার প্রীতির জন্য জলে তিনবার নিমগ্ন
 হইবে, পশ্চাৎ উষিত হইয়া গাত্রমার্জ্জনাতে শুদ্ধ বস্ত্র পরিধান করিবে । (৪২) অবশেষে
 গায়ত্রী পাঠ করিয়া কেশ বন্ধন পূর্বক বিশুদ্ধ মৃত্তিকা অথবা ভস্মসংযোগে ললাটে বিন্দুযুক্ত তিলক
 ও ত্রিপুণ্ড্র ধারণ করিবে । (৪৩) অনন্তর যথাক্রমে বৈদিকী ও তাত্ত্বিকী সন্ধ্যার অষ্টান ;
 আমি তন্তোক্ত সন্ধ্যাবিধি বলিতেছি, শ্রবণ কর । (৪৪) হে শিবে ! জল গ্রহণ করিয়া,
 পূর্বের ন্যায় আচমন কালে তীর্থাদির আবাহন করিবে । (৪৫) (সাধক প্রার্থনা করিবেন)
 গঙ্গে ! যমুনে ! গোদাবরি ! সরস্বতি ! নর্মদে ! সিদ্ধ ! কাবেরি ! তোমরা এই জলে অধিষ্ঠান
 কর । (৪৬) জ্ঞানী ব্যক্তি এই মন্ত্র পাঠ করিয়া অক্ষয় মুদ্রা ধারা জলের তীর্থাদিষ্ঠান করিয়া

মহোদ্যোগেন মতিমান্ মুদ্রারূপং প্রাপ্য । আবাহ্য তীর্থং সলিলে মূলং দ্বাদশধা ভগ্নেৎ ॥ ৪৭
 ততস্তত্তোরতো বিন্দুং ত্রিধা ভূমৌ বিনিক্ষিপেৎ । মধ্যমানামিকাযোগানুলোচারণপূর্বকম্ ॥ ৪৮
 গণ্ডবারং স্বমূর্ত্তানমতিবিচ্য ততো জলম্ । বামহস্তে সমাদায় জ্ঞানরেক্ষকপাণিনা ॥ ৪৯
 ঈশানবায়ুসকুণবহীজ্রবীজপঞ্চকম্ । প্রোজ্য বৈদ্যা তোরং দক্ষহস্তে সমানয়েৎ ॥ ৫০
 বীক্য ভেজোময়ং ধ্যায়া চেত্ৱাকুধ্য সাধকঃ । দেহাত্তকলুং তেন রেচয়েৎ পিঙ্গলাধ্যয়া ॥ ৫১
 নিষ্কয্য পুরতো বজ্রশিলায়াবজ্রমুচ্চরন্ । ত্রিবারং তাড়য়ন্ মত্নী হস্তৌ প্রকালয়েত্ততঃ ॥ ৫২
 আচম্যোক্তেন মন্ত্রেণ সূর্য্যার্য্যিঃ নিবেদয়েৎ ॥ ৫৩
 তারমায়াহংস ইতি স্তূপিসূর্য্য পতঃ পরম্ । ইদমর্থ্যং তুভ্যমুক্তা দদ্যাৎ বাহেত্বাদীরয়ন্ ॥ ৫৪
 ততো ধ্যায়েন্নদ্যাদেবীং গায়ত্রীং পরদেবতাম্ । প্রোতমধ্যাহ্নকাল্যাহ্নে ত্রিক্রপাঃ গণভেদভূতঃ ॥ ৫৫
 প্রোতব্রহ্মীং রক্তবর্ণাং দ্বিতুজাঞ্চ কুমারিকাম্ । কমণ্ডলুং তীর্থপূর্ণমচ্ছমাভাঞ্চ বিজ্রতীম্ ।
 কৃষ্ণাজিনাশ্রয়ধরাং হংসাক্রুতাং শুচিস্মিতাম্ ॥ ৫৬
 মধ্যাহ্নে তাং শ্রামবর্ণাং বৈকুণ্ঠীঞ্চ চতুভূজাম্ । শম্ভুচক্রগদাপদধারিণীং গরুড়াসনাম্ ॥ ৫৭
 পুনোক্ত কুচুদম্বাং বনমালাবিভূষিতাম্ । সুবতীং সততঃ ধ্যায়েন্নদ্যো মার্ত্তগমণে ॥ ৫৮
 দারাহ্নে বরদাং দেবীং গায়ত্রীং সংস্মরেদ্যতিঃ । শুক্রাং শুক্রাশ্রয়ধরাং বুবাশনকৃতাজ্রয়াম্ ॥ ৫৯
 ত্রিনেত্র্যাং বরদাং পাশং শূলঞ্চ নুকেরোক্তিকাম্ । বিজ্রতীং করপদশ্চৈব বৃদ্ধাং গলিতযৌবনাম্ ॥ ৬০
 এবং ধাত্বা মহাদেব্যা জলানামঞ্জলিভয়ম্ । দক্ষী অপেতু গায়ত্রীং দশধা শতধাপি বা ॥ ৬১
 গায়ত্রীং স্তূপে বৈশি বদামি তব ভাবতঃ । অদ্যায়ৈ পদমুচ্চাৰ্য্য বিদ্যহে তদনন্তরম্ ॥ ৬২

তদুপরি দ্বাদশ বায়ু মূল মন্ত্র জপ করিবে । (৪৭) অনন্তর মধ্যমার সহিত অনামিকা যোগে মূল
 মন্ত্রোচ্চারণ পূর্বক ঐ জল হইতে জলবিন্দু বারতর ভূমিতে নিক্ষেপ করিবে । (৪৮) মূলমন্ত্রো-
 চারণে ঐরূপ অঙ্গুলিঘরের সংযোগে ঐ জলবিন্দু দ্বারা গণ্ডবার আপনার মস্তক অভিষিক্ত
 করিবে । অনন্তর বামহস্তে কিঞ্চিৎ জল গ্রহণ করিয়া দক্ষিণ হস্তে আচ্ছাদন পূর্বক বারচতুষ্টয়
 ঈশান, বায়ু, বক্রণ, বহি ও ইজ্র বীজ জপ করিয়া দক্ষিণ হস্তে গ্রহণ করিবে । (৪৯। ৫০)
 অনন্তর ঐ জলের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া তাহার ভেজোময় রূপ ভাবনা করিয়া ইড়া দ্বারা আক-
 র্ষণ পূর্বক তদ্বারা শরীরের পাণ বিকালিত করিয়া তাহাকে কৃষ্ণবর্ণ ভাবিয়া পিঙ্গলা মাড়ী দ্বারা
 পরিভাগ করিবে । (৫১) অনন্তর ফট্ এই মন্ত্রোচ্চারণে সম্মুখস্থ পরিকল্পিত বজ্রশিলায় উপরি-
 ভাগে সেই জল তিনবার তাড়িত করিয়া হস্ত প্রকালন পূর্বক আচমন করত বক্ষ্যমাণ মন্ত্রে
 সূর্য্যার্য্য প্রদান করিবে । (৫২। ৫৩) সূর্য্যার্য্যের মন্ত্র,—ওঁ হ্রীং হংস স্তূপিসূর্য্য ইদমর্থ্যং তুভ্যং
 বাহা । (৫৪) অনন্তর প্রোতকাল, মধ্যাহ্নকাল ও সায়াংকালে গণভেদানুসারে পরম দেবতা
 গায়ত্রীর ত্রিবিধ মূর্ত্তির ধ্যান করা কর্তব্য । (৫৫) প্রোতকালে ব্রহ্মশক্তির ধ্যান করিতে হয় ;
 ইনি রক্তবর্ণা দ্বিতুজা ও কুমারী, ইহার হস্তে তীর্থ-জল-পূর্ণ কমণ্ডলু ও নির্দল মাল্য শোভমান ;
 পরিধান কৃষ্ণবর্ণ বসন, ইনি হংসে আকৃষ্ট ও স্মেরাননবিশিষ্ট । (৫৬) মধ্যাহ্নকালে সূর্য্যমণ্ডলস্থানী
 বৈকুণ্ঠী শক্তি গায়ত্রীর ধ্যান করা কর্তব্য ; এই শক্তি শ্রামা ও চতুভূজা, গরুড়াসনে উপবিষ্টা,
 হস্তে শম্ভু, চক্র, গদা ও পদা । (৫৭) ইনি বনমালাবিভূষিত, পীনস্তনে বকঃস্থল শূশোভিত,
 এই শক্তি যৌবনশালিনী । (৫৮) যতির পক্ষে গায়ত্রীর সারাহ্ন মূর্ত্তি ধ্যান করা কর্তব্য ; এই
 শক্তি বরদায়িনী, শুক্রবর্ণা, শুক্রাশ্রয়ধারিণী ও বুবাশ্রুতা । (৫৯) ইহার তিন চক্ষু, করপদে পাশ,
 শূল ও বরকপাল ; ইনি গলিতযৌবনা ও বর্ধীরসী । (৬০) এইরূপ ধ্যানাবলম্বনে মহাদেবীকে
 তিনবার জলাঞ্জলি প্রদান করিয়া সাতবার বা দশবার গায়ত্রী জপ করিবে । (৬১) দেবি!
 আমি তোমার প্রীতির জন্য গায়ত্রী বলিতেছি, গ্রহণ কর ; প্রথমে আদ্যায়ৈ পদ উচ্চারণ করিয়া

পরমেশ্বর্যৈ ধীমহি তন্নঃ কালী প্রচোদয়াৎ । এষা তু তব গায়ত্রী মহাপাপপ্রণাশিনী । ৬৩
 ত্রিসঙ্খ্যামেতাং প্রজপন্ সঙ্খ্যায়ঃ কলমাপ্তুয়াৎ । ততস্ত তর্পয়েত্তদ্রে দেবর্ষিণিতৃদেবতাঃ । ৬৪
 প্রণবঃ সখিতীয়াখ্যাং তর্পয়ামি নমঃ পদম্ । শক্তৌ তু প্রণবে মায়ঃ নমঃস্থানে দ্বিঠঃ বদেৎ ॥ ৬৫
 মূলান্তে সর্বভূতান্তে নিবাসিত্তৈ পদং বদেৎ । সর্বরূপাং ভেদ্যুক্তাং সায়ুধাণি তথা পঠেৎ ॥ ৬৬
 সাবরণাং সচতুর্ধীং তদ্বদেব পরাংপরম্ । আদ্যাতৈ কালিকাতৈ তে ইদমর্ধ্যং ততোদ্বিঠঃ ॥ ৬৭
 অনেনাধ্যঃ মহাদেবৈয় দ্বা মূলং অপেৎ স্মৃধীঃ । যথাশক্তি জপং কৃৎবা দেব্যা বামকরেহর্পয়েৎ ॥
 প্রণম্য দেবীং পূজার্থং জলমাদার সাধকঃ । নত্যা তীর্থং পঠন্ স্তোত্রং দেবতাদানতৎপরঃ ॥ ৬৯
 বাগমণ্ডপমাগত্য পাণিপাদৌ বিশোধয়েৎ । ততো দ্বারস্ত পুরতঃ সামান্তাধ্যঃ প্রকল্পয়েৎ ॥ ৭০
 ত্রিকোণবৃত্তত্ৰিবিধং মণ্ডলং রচয়েৎ স্মৃধীঃ । আধারশক্তিং সংপূজ্য তত্রাধারং নিয়োজয়েৎ ॥ ৭১
 অজ্ঞেয় পাত্রং প্রকালান্নজ্ঞেয়ং প্রপূর্য চ । নিক্রিপ্য গন্ধং পুষ্পঞ্চ তীর্থান্ভাবাহেত্ততঃ ॥ ৭২
 আধারপাত্রতোয়েষু বহ্যর্কশণিমণ্ডলম্ । পূজয়িত্বা তদ্বদধা মায়াবীজেন মন্ত্রয়েৎ ॥ ৭৩
 প্রদর্শয়েদ্ধেনুযোনিং সামান্তাধ্যমিদং স্মৃতম্ । ততস্তজ্জলপূর্ণৈশ্চ পূজয়েদ্ধারদেবতাঃ ॥ ৭৪
 গণেশং ক্ষেত্রপালঞ্চ বটুকং যোগিনীং তথা । গন্ধাঞ্চ যমুনাক্ষেত্রব লক্ষ্মীং বাণীং ততো যজ্ঞেৎ ॥ ৭৫
 কিকিৎ স্পৃশন্ বামশাখাং বামপাদপূরঃসরম্ । স্মরন্ দেব্যাঃ পদাভ্যোজং মণ্ডপং প্রবিশেৎ স্মৃধীঃ ॥ ৭৬
 নৈকত্যাং দিশি বাসীশং ব্রহ্মাণঞ্চ সমর্চয়ন্ । সামান্তাধ্যাস্ত তোয়েন প্রোক্ষয়েদবাগমন্দিরম্ ॥ ৭৭

অন্তে বিদ্রহে এই পদ উচ্চারণ করিতে হইবে । (৬২) অনন্তর “পরমেশ্বর্যৈ ধীমহি তন্নঃ কালী প্রচোদয়াৎ” এই পদ উচ্চারণ করিতে হইবে, গায়ত্রী এই “আদ্যাতৈ বিদ্রহে পরমেশ্বর্যৈ ধীমহি তন্নঃ কালী প্রচোদয়াৎ” । এই গায়ত্রী মহাপাপপ্রণাশিনী । (৬৩) যিনি ত্রিসঙ্খ্যা এই গায়ত্রী জপ করেন, তিনি অল্পরূপ কলভাগী হইয়া থাকেন, হে তদ্রে ! তদনন্তর দেবতা, ঋষি ও পিতৃগণের তর্পণ । (৬৪) প্রথমে প্রণবোচ্চারণ করিয়া শেষে “তর্পয়ামি নমঃ” এই পদ উচ্চারণ করিতে হইবে ; শক্তিসাধনার প্রণবস্থলে মায়ী বীজ সংযোগ করিয়া, নমঃ স্থানে দ্বিঠ— অর্থাৎ স্বাহা যোগ করিবে । (৬৫) প্রথমে মূলমন্ত্র পাঠ করিয়া তৎপরে সর্বভূত এই পদের শেষে নিবাসিত্তৈ এই পদ উচ্চারণ করিতে হইবে, অনন্তর সর্বরূপাতৈ এই পদ উচ্চারণ করিয়া অন্তে সায়ুধাতৈ পদ আবৃত্তি করিতে হইবে । (৬৬) অনন্তর সাবরণাতৈ পরাংপরাতৈ আদ্যাতৈ কালিকাতৈ উচ্চারণ করিয়া ইদমর্ধ্যং স্বাহা এই পদ পাঠ করিতে হইবে । (৬৭) জ্ঞানী ব্যক্তি মহাদেবীকে অর্ঘ্য প্রদান করিয়া যথাশক্তি মূলমন্ত্র জপ করতঃ দেবির বামকরে সমর্পণ করিবেন । (৬৮) অনন্তর দেবীকে প্রণাম করিয়া পূজার্থ জল গ্রহণ পূর্বক তীর্থকে নমস্কার ও স্তব পাঠ করিয়া দেবতার আরাধনার প্রবৃত্ত হইবে । (৬৯) সাধক যাগ-মণ্ডপে আগমন করিয়া হস্তপদ শোধনান্তে দ্বারদেশের সমুখভাগে সামান্তাধ্য স্থাপন করিবে । (৭০) অনন্তর একটি ত্রিকোণ বৃত্ত তদ্বিঃ প্রদেশে গোলাকার, তদ্বাহে চতুর্কোণ মণ্ডল রচনা করিয়া আধার শক্তির পূজা একরত আধারে স্থাপিত করিবে । (৭১) পশ্চাৎ অজ্ঞেয় বটু এই মন্ত্রে পাত্র প্রকালন করিয়া ব্রহ্মদ্বারা তাহা জলপূর্ণ করিয়া তাহাতে গন্ধপুষ্প প্রদানপূর্বক তীর্থাদি আবাহন করিবে । (৭২) অনন্তর আধারে বহি, পাত্রে সূর্য্যমণ্ডল এবং জলে চন্দ্রমণ্ডলের অর্চনা করিয়া হ্রীং দ্বারা সেই জল মন্ত্রপূত করিবে । (৭৩) তদনন্তর তদ্বপরি ধেনু ও যোনিমুক্তা প্রদর্শন করিবে । পরে সেই জল ও পুষ্প দ্বারা দ্বারদেবতার পূজা করিবে । (৭৪) গণেশ, ক্ষেত্র-পাল, বটুক, যোগিনী, যমুনা, লক্ষ্মী ও সরস্বতী ইহাদিগের অর্চনা করিবে । (৭৫) অনন্তর বামপাদ অগ্রসর করিয়া বামশাখা স্পর্শ করতঃ দেবীর পাদপদ্ম স্মরণ পূর্বক মণ্ডপে প্রবেশ করিবে । (৭৬) নৈকত বোণে বাস্তপুরুষ এবং ব্রহ্মার অর্চনা করিয়া প্রোক্ত অর্ঘ্যজলপ্রোক্ষে

অনন্তরং সাধকেজ্ঞে দিব্যাদৃষ্টাবলোকনৈঃ । দিব্যাংল্যায়রেখিয়ানজ্ঞানসীমারীকগান্ ॥ ৭৮
 পাঞ্চিবাতত্রিভৌমানিতি বিদ্যারিবারয়েৎ । চন্দ্রনাগুরুকন্তুরীকপূরৈর্বাগমগুপম্ ॥ ৬৯
 ধূপয়েৎ ধোপবেশার্থং চতুরঙ্গং ত্রিকোণকম্ । বিলিখ্য পূজয়েত্তজ্জ কামরূপায় হৃদয়ঃ ॥ ৮০
 তজ্জালনং সমাস্তীর্ঘ্য কামমাদারশক্তিভঃ । কমলাসনায় নমো মন্ত্রেণৈবাসনং যজ্ঞেৎ ॥ ৮১
 উপবিষ্টাশনে বিদ্বান্ প্রাণুখে বাপ্যদগ্নুখঃ । বজ্রবীরাসনো মজ্জী বিজয়াং পরিশোধয়েৎ ॥ ৮২
 তারং যয়াং সমুচ্চার্য্য অমৃতে অমৃতোত্তবে । অমৃতবর্ষিণী ততোহমৃতমাকর্ষয় বিধা ॥ ৮৩
 সিদ্ধিং দেহি ততো ক্রাৎ কালিকাং মে ততঃ পরম্ । বশমানর ঠংসং সন্নিদাশোধনে মমঃ ॥ ৮৪
 মূলমন্ত্রং সপ্তবারং প্রজপ্য বিজয়েৎপরি । আবাহনাদিমুদ্রাঞ্চ ধেহুযোনিং প্রদর্শয়েৎ ॥ ৮৫
 গুরুং পদ্মে সঙ্কস্মারে যথা সঙ্কেতমুদ্রয়া । ত্রিধৈব তর্পয়েদেবীং জ্বলি মূলং সমুচ্চরন্ ॥ ৮৬
 বাগ্ভক্তং বদগুণঞ্চ বাগ্বাচিনি পদং ততঃ । মম জিহ্বাগ্রে স্থিরীভব সর্বলবণশক্তি ।
 স্বাহাস্তেনৈব মনুনা জুহুয়াৎ কুণ্ডলীমুখে ॥ ৮৭
 স্বীকৃত্য সন্নিদং বামকর্ণোর্দ্ধে শ্রীগুরুং নমেৎ । দক্ষিণে চ গণেশানমাখ্যাং মধ্যে সনাতনীম্ ॥ ৮৮
 কৃতাজ্জলিপুটে ভূষা দেবীখ্যানপরায়ণঃ । পূজাত্রয়্যাণি সর্বাণি দক্ষিণে স্থাপয়েৎ স্রবীঃ ।
 বামে স্রবাসিতং তোরং কুলদ্রব্য্যাণি যানি চ ॥ ৮৯
 অজ্ঞাতমূলমন্ত্রেণ সামান্যার্থোদকেন চ । সম্প্রোক্ষ্য সর্ববস্তানি বেঠয়েজ্জলধারয়া ।
 বহির্বীজেন দেবেশি বহুঃ প্রাকারমাচরেৎ ॥ ৯০
 পুষ্পং চন্দনসংযুক্তমাদায় করয়োদ্যরোঃ অজ্ঞেগণধর্ম্ময়িত্বা তৎ প্রক্ষিপেৎ করগুহ্ময়ে ॥ ৯১

যাগমন্ত্রির প্রোক্ষিত করিবে । (৭৭) অনন্তর সাধকচূড়ামণি দিব্য দৃষ্টি দ্বারা দর্শন করিয়া
 দিব্য বিদ্য, সকল দূর করত জল প্রক্ষেপে অন্তরীকগত বিদ্য সকল দূরীভূত করিবে । (৮৮)
 অনন্তর তিনবার পাঞ্চির আঘাতে ভূমিবিদ্য বিদূরিত করিয়া চন্দন, অগুরু, কন্তুরী ও কপূর
 দ্বারা বাগমগুপ গন্ধময় করিবে । (৮৯) অনন্তর নিজের উপবেশনের জন্য বাহে চতুরঙ্গ মধ্যে
 ত্রিকোণাকারমণ্ডল লিখিয়া অধিষ্ঠাত্রী দেবতা কামরূপাকে পূজা করিবে । (৮০) পরে মণ্ড-
 লের উপরিভাগে আসন আতীর্ণ করিয়া কামবীজ ক্লীং উচ্চারণ পূর্বক আধারশক্তিরে কমলা-
 সনায় নমঃ এই মন্ত্রে আসন পূজা করিবে । (৮১) অনন্তর বিদ্বান্ সাধক, পূর্ব বা উত্তরমুখ
 হইয়া বীরাসনে উপবেশন পূর্বক বিজয়া শোধান করিবে । (৮২) প্রথমে প্রণব ও মারাবীজ
 উচ্চারণ করিয়া তদন্তে ও হ্রীং অমৃতে অমৃতোত্তবে অমৃতবর্ষিণী অমৃতমাকর্ষয়াকর্ষয় সিদ্ধিং দেহি
 কালিকাং মে বশমানর স্বাহা এই মন্ত্রে শোধান হইবে । (৮৩-৮৪) অনন্তর বিজয়ার উপরি
 মূলমন্ত্র সপ্তবার জপ করিয়া আবাহনী, স্থাপনি সন্নিবোধিণী, ধেহু ও যোনিমুদ্রা প্রদর্শন
 করিবে । (৮৫) অনন্তর তত্ত্বমুদ্রার সাহায্যে সহস্রদলকমলে বিজয়া দ্বারা গুরু উদ্দেশে তিন
 বার তর্পণ করিবে । অনন্তর হৃদয়ে মূলমন্ত্র জপ । (৮৬) তৎপরে প্রথমে ঐং উচ্চারণ করিয়া
 বদ এই শব্দ দুইবার উচ্চারণ করিবে, পশ্চাৎ বাখাদিনি এই পদ উচ্চারণে মমজিহ্বাগ্রে স্থিরী-
 ভব সর্বলবণশক্তি স্বাহা এই মন্ত্রোচ্চারণ করিবে । এই মন্ত্রে কুণ্ডলীমুখে বিজয়ার দ্বারা
 আহুতি প্রদান করা কর্তব্য । (৮৭) এইরূপে সন্নিদা সেবনে বামকর্ণের উর্দ্ধদেশে শ্রীগুরুং নমঃ
 বলিয়া মন্ত্রোচ্চারণ পূর্বক গুরুকে নমস্কার করিবে ; দক্ষিণকর্ণোর্দ্ধে গণেশায় নমঃ বলিয়া গণেশকে
 নমস্কার করিয়া ললাটে সনাতনী কালিকাকে নমস্কার করিবে । (৮৮) অনন্তর জ্ঞানী ব্যক্তি দক্ষিণ-
 ভাগে পূজাত্রয় সমুদায় ও বামদিকে স্রবাসিত জল ও কুলসামগ্রী রাখা করিয়া কৃতাজ্জলি-পুটে
 দেবীর ধ্যান করিবে । (৮৯) পরে মূলমন্ত্রান্তে কটু সংযোগ করিয়া অর্ধ্যজলে দ্রব্যাদি অভি-
 বিজ্ঞ ও জল দ্বারা বেষ্টিত করিবে ; অনন্তর বহির্বীজে বহির আবরণ করিবে । (৯০) পশ্চাৎ

তৰ্জ্জনীমধ্যমাভ্যাক্ বামপাণিতলে শিবে । উৰ্দ্ধোৰ্দ্ধতালজিতয়ং দধা বিধ্বজনং ততঃ ।

অন্ত্রেণ ছোটিকাভিচ্ ভূতশুদ্ধিমথাচয়েৎ ॥ ৯২

স্বাক্ষে নিধায় চ করাবৃদ্ধানৌ সাধকোত্তমঃ । মনোনিবেশ মূলে চ হকারেণৈব কুণ্ডলীম্ ॥ ৯৩

উষাপ্য হংসমন্ত্রেণ পৃথিব্যা সহিতাক্ত তাম্ । ষাধিষ্ঠানং সমানীয় তৎসং তেষে নিষোজয়েৎ ॥ ৯৪

গন্ধাদিজ্ঞানসংযুক্তাং পৃথিবীমপ্যন্ত্ৰ সংহরেৎ । রসাদি জিহ্বয়া সার্কং জলময়ৌ বিলাপয়েৎ ॥ ৯৫

রূপাদিচক্ষুৰা সার্কময়িং বারৌ বিলাপ্য চ । স্পর্শাদিভগযুতং বায়ুমাকাশে প্রবিলাপয়েৎ ॥ ৯৬

অহঙ্কারে হরেষ্যাম সশব্দং তদ্ব্যহতাপি । মহত্ত্বং প্রকৃতৌ তাং ব্রহ্মণি বিলাপয়েৎ ॥ ৯৭

ইধং বিলাপ্য মতিমান্ বামকুলৌ বিচিন্তয়েৎ । পুরুষং কৃষ্ণবর্ণঞ্চ রক্তশ্মশ্রুবিলাচনম্ ॥ ৯৮

ঐশ্বর্যচর্চয়ন্ত্রং কৃষ্ণমজুষ্ঠপরিমাণকম্ । সর্বপাপস্বরূপঞ্চ সর্বদাধোমুখস্থিতম্ ॥ ৯৯

ততস্ত বামনাল্যাং “হং” বীজং ধূম্রবর্ণকম্ । সংচিন্ত্য পুরয়েত্তেন বায়ুং বোড়শমাত্রা ।

তেন পাপাস্বকং দেহং শোধয়েৎ সাধকাগ্রণীঃ ॥ ১০০

নাভৌ “রং” রক্তবর্ণঞ্চ ধায়া তজ্জাতবহিনী । চতুষ্ঠ্যা কৃষ্ণকেন দহেৎ পাপরতাং তনুম্ ॥ ১০১

ললাটে বাক্রণং বীজং শুক্লবর্ণং বিচিন্ত্য চ । ষাতিংশতা রেচকেন্ত প্রাবরেদমৃতান্তলা ॥ ১০২

আপাদশীর্ষপৰ্য্যন্তমাত্রাব্য তদনন্তরম্ । উৎপন্নং ভাবয়েদেহং নবীনং দেবতাময়ম্ ॥ ১০৩

পৃথ্বীবীজং পীতবর্ণং মূলাধারে বিচিন্তয়ন্ । তেন বিদ্যাবলোকেন দৃষ্টীকুৰ্য্যান্নিজাং তনুম্ ॥ ১০৪

ঈদমে হন্তমাদায় আং ক্রীং ক্রৌঃ হংস উচরয়ন্ । পৌংহং মন্ত্রেণ তদেহে দেব্যাঃ প্রাণান্ নিধাপয়েৎ ॥

করশুদ্ধির উদ্দেশে চন্দন ও কুম্ভম গ্রহণ করিয়া মূলমন্ত্রোচ্চারণে ষর্ষণ পূর্বক প্রক্ষিপ্ত করিবে ।

(৯১) অনন্তর দক্ষিণ হস্তের তর্জ্জনী ও মধ্যমা দ্বারা কট্ মন্ত্রে বামকরতলে উৰ্দ্ধোৰ্দ্ধ ছোটিকা

দ্বারা বিধ্বজন করিবে । (৯২) তদনন্তর ভূতশুদ্ধি ; সাধকবর স্বকীয় ক্রোড়ে উত্তান পাণিদ্বয়

স্থাপন পূর্বক হকার দ্বারা কুণ্ডলিনীকে উষাপিত করিয়া মমকে মূলাধার চক্রে রক্ষা করতঃ হংস

এই মন্ত্রে পৃথিবী সহিত সেই কুণ্ডলিনীকে স্বকীয় অধিষ্ঠানে স্থাপন পূর্বক পৃথিব্যাদি তত্ত্ব

সমুদায়কে জলাদি তত্ত্বে লীন করিবে । (৯৩-৯৪) গন্ধাদি জ্ঞানের সহিত সমুদায় পৃথিবী জলে

লীন করিবে, অনন্তর রসনার সহিত রস—জল, অগ্নিতে লীন করিবে । (৯৫) তৎপরে রূপাদি

এবং দর্শনেঞ্জিয়ের সহিত অগ্নিকে বায়ুতে লীন করিবে, শব্দাং ভগ্নিয়ের সহিত স্পর্শাদি

—বায়ুকে আকাশে লীন করিবে । (৯৬) তদনন্তর সশব্দ আকাশ অহঙ্কার তত্ত্বে লীন

করিয়া উহাকে বুদ্ধিতত্ত্বে লীন করিবে । তদনন্তর বুদ্ধিতত্ত্বও প্রকৃতিতে লয় করিয়া ব্রহ্মে ঐ

প্রকৃতির লয় করিবে । (৯৭) জ্ঞানী ব্যক্তি এইরূপে চতুর্কিংশতি তত্ত্বের লয় করিয়া চিন্তা

করিবে যে, বাম কুলিতে রক্তনেত্র, রক্তশ্মশ্রু, কৃষ্ণবর্ণ এক পুরুষ অবস্থান করিতেছে । (৯৮) এই

পুরুষের হস্তে রক্ত চর্ম, স্বভাব অতিশয় কোপন, আকৃতি অকুষ্ঠ পরিমাণ, ইনি পাপস্বরূপ, সর্বদা

অধোমুখে অবস্থিত । (৯৯) অনন্তর বাম নাগাতে যং এই ধূম্রবর্ণ বীজ চিন্তা করিয়া উহা

বোড়শ বার জপ করিয়া বাম নাসিকার দ্বারা বায়ু আকর্ষণ করিবে, পরে সাধক ঐ বায়ু দ্বারা

পাপাস্বক দেহকে শোধন করিবে । (১০০) অনন্তর নাভিদেশে রক্তবর্ণ বহির্বীজ ধ্যান

করিয়া কৃষ্ণক করত চতুষ্ঠ্যবায় জপ করিতে করিতে তৎপূর্ণ বহিতে পাপময় নিজ

শরীর দগ্ধ করিবে । (১০১) পরে ললাটে শুক্লবর্ণ বক্রণ বীজ চিন্তা করিয়া নিশ্বাস ত্যাগ

পূর্বক ষাতিংশবায় জপ করিয়া বক্রণ বীজোৎপন্ন অমৃতবারি দ্বারা দগ্ধ দেহ আগ্রাবিত

করিবে । (১০২) এই রূপে আপাদ মস্তক পর্য্যন্ত আগ্রাবিত করিয়া নূতন দেবতাময় শরীর

সমুদ্ভূত হইয়াছে, চিন্তা করিবে । (১০৩) তৎপরে মূলাধারের পীতবর্ণ পৃথ্বীবীজ লং এই চিন্তা

করিয়া দিগ্ব্য দৃষ্টি দ্বারা নিজ দেহ দৃঢ় করিবে । (১০৪) অনন্তর ঈদমে হন্ত রক্ষা করিয়া

ভূতত্ত্বিং বিধায়ৈবং দেবীভাষণায়ণঃ । সমাহিতমনাঃ কুৰ্য্যান্ মাতৃকার্ণামবধিকৈ ॥ ১০৬
মাতৃকারা ঋষিভক্তা গায়ত্রী চন্দ্র জয়িতম্ । দেবতা মাতৃকা দেবী বীজং ব্যঞ্জনসংজ্ঞকম্ ॥ ১০৮
স্বরাশ্চ শক্তয়ঃ সর্গঃ কীলকং পরিকীর্তিতম্ । লিপিভ্রাসে মহাদেবি বিনিয়োগপ্রয়োগিতা ।
ঋষিত্বাসং বিধায়ৈবং করদিত্তাসমাচরেৎ ॥ ১০৮
অং আং-মধ্যে কবর্গঞ্চ ইংঈং-মধ্যে চবর্গকম্ । উং ঊং-মধ্যে টবর্গঞ্চ এং ঐং-মধ্যে তবর্গকম্ ॥ ১০৯
ওং ওং-মধ্যে পবর্গঞ্চ যাদিকান্তং বরাননে । বিন্দুর্বাণ্ডান্তরালে চ বড়ঙ্কে মত্র ঈরিতঃ ॥ ১১০
বিত্তস্ত ভাসবিধিনা ধ্যায়ৈবাত্মসমস্বতীম্ ॥ ১১১
পঞ্চাংশলিপিভিক্তিক্তমুখদোঃপঞ্চাধ্যবক্ষঃস্থলাং ভাষ্যম্মৌলিনিবদ্ধচন্দ্রশকলামাপীনভুক্তন্তনীম্ ।
মুদ্রামক্ষণ্ডংস্থধাট্যকলসং বিদ্যাঞ্চ হস্তাশুভৈর্কির্জাণাধিবদপ্রভাংত্বিনরনংবাংগেবতামাশ্রয়ে ॥ ১১২
ধ্যাতৈহং মাতৃকাং দেবীং বট্-স্থ চক্রেবু বিভ্রসেৎ । হস্তৌজ্রমধ্যাগে পদে কঠে চ বোড়শ স্বরান্ ॥
হৃদযুজে কাদিষ্ঠান্তান্ বিত্তস্ত কুলসাধকঃ । ডাদিকাঙ্কান্ নাভিদেপে বাদিলাস্তাংশ্চ লিঙ্গকে ॥ ১১৪
মূলাধারে চতুর্দশে বাদিসান্তান্ প্রবিভ্রসেৎ । ইত্যন্তর্ধনসা ত্তস্ত মাতৃকার্ণান্ বহিন্যাসেৎ ॥ ১১৫
ললাটমুখবৃত্তাঙ্কিত্ত্রাণেবু গুণয়োঃ । ওষ্ঠদন্তোত্তমান্ধান্তদোঃপংসঙ্কগেবু চ ॥ ১১৬
পার্শ্বয়োঃ পৃষ্ঠতো নাভৌ অঠরে হৃদয়াংসয়োঃ । ককুদংশে চ হৃৎ পূর্বে পানিপাদযুগে ততঃ ॥ ১১৭
অঠরাননয়োন্যন্তেত্মাতৃ কার্ণান্ যথাক্রমম্ । ইথং লিপিং প্রবিভ্রস্তু প্রাণায়ামং সমাচরেৎ ॥ ১১৮

আং হ্রীং ক্রৌং হং সঃ সোহং এই মন্ত্র পাঠ করিয়া আপনার শরীরে দেবীর প্রাণ
প্রতিষ্ঠা করিবে। (১০৫) হে অধিকৈ! এইরূপে ভূতত্ত্বিং সমাপন করিয়া দেবীভাব
আশ্রয় পূর্বক মাতৃকাত্মাস করিবে। (১০৭) ব্রহ্মা মাতৃকার ঋষি, চন্দ্র গায়ত্রী, দেবতা মাতৃকা
সরস্বতী ব্যঞ্জনবর্ণ বীজ। (১০৭) স্বরবর্ণ শক্তি, বিসর্গ কীলক, লিপিভ্রাসে বিনিয়োগ
কীর্তন করিতে হইবে; হে মহাদেবি! এইরূপে ঋষিত্বাস সমাধা করিয়া করদিত্তাস করিবে।
(১০৮) হে স্তম্ভরি! তৎপরে অং আং এই দুই বর্ণের মধ্যে কবর্গ, ইংঈং এই দুই বর্ণের মধ্যে
চবর্গ, উং ঊং এই দুই বর্ণের মধ্যে টবর্গ, এং ঐং এই দুই বর্ণের মধ্যে তবর্গ, ওং ওং এই দুই বর্ণের
মধ্যে পবর্গ, বিন্দু এবং বিসর্গের মধ্যে য অবধি ঋ পর্যন্ত এই কর বর্ণ বড়ঙ্কে বিভ্রাস করিবে।
(১০৯, ১১০) এইরূপে ভাসবিধি সমাপন করিয়া মাতৃকা সরস্বতী দেবীর ধ্যান করিবে। (১১১)
মাতৃকার ধ্যান এই;—বাহার মুখ হস্ত, পদ, মধ্য ও বক্ষঃপ্রদেশ পঞ্চাংশবর্ণে বিভক্ত, তদীয়
মন্তকে চন্দ্রকলা নিবদ্ধ থাকিয়া শোভা পাইতেছে, তাঁহার স্তনবর পীন অতুল্যভ, তাঁহার
চতুর্হস্তে মুদ্রা, অক্ষমালা, স্রুধাপূর্ণ কলস ও বিদ্যা শোভা পাইতেছে। (১১২) এইরূপে
মাতৃকা দেবীর ধ্যান করিয়া বট্-চক্রে মাতৃকাত্মাস করিবে; তন্মধ্যে প্রথমে ক্রমধ্যে বিদলে হ
ও ক্ষ এই দুই বর্ণের ভ্রাস করিয়া কঠস্থিত বোড়পদলে বোড়শ স্বরবর্ণ ভ্রাস করিবে। (১১৩)
অনন্তর হৃদয়স্থিত দ্বাদশ দলে ক অবধি ঠ পর্যন্ত দ্বাদশ বর্ণ বিভ্রাস করিবে এবং নাভি দেশস্থিত
দশ দলে ড অবধি ক পর্যন্ত দশটী বর্ণ বিভ্রাস করিয়া লিঙ্গমুণ্ডে বড়দলে ব অবধি ল পর্যন্ত
ছয়টী বর্ণ বিভ্রাস করিবে। (১১৫) অনন্তর মূলাধারে চতুর্দলে ব অবধি স পর্যন্ত চারিটী বর্ণ
বিভ্রাস করিবে, পরে মনে মনে মাতৃকা বর্ণভ্রাস করিয়া বহিন্যাস করিবে। (১১৬) ললাট,
মুখ, চক্ষু কর্ণ, নাসিকা, গণ্ডয়, ওষ্ঠ, দন্ত, উত্তমাজ, মুখবিসর, বাহর লক্ষি ও অগ্রহান, পদের
লক্ষি ও অগ্রহান, পার্শ্বদেশ, পৃষ্ঠ, নাভি, অঠর, হৃদয়, দক্ষিণ ও বামদক্ষ, ককুদ, হৃদয় হইতে
আরম্ভ করিয়া দক্ষিণ বাহ, হৃদয় হইতে আরম্ভ করিয়া বাম বাহ, হৃদয় হইতে আরম্ভ করিয়া
দক্ষিণ পদ, হৃদয় হইতে আরম্ভ করিয়া বামপদ, এইরূপ অঠর ও মুখে যথাক্রমে মাতৃকাবর্ণ
সমুদ্যায়ের ভ্রাস করিবে; এইরূপে লিপিভ্রাস করিয়া প্রাণায়াম করিবে। (১১৬, ১১৭, ১১৮)

মায়াবীজঃ ষোড়শধাজপ্তাব্যমেন বায়ুন । পুরয়েদান্মনো দেহং চতুঃষষ্টিয়া তু কুন্তয়েৎ ॥১১৯
 ত্রিভুতানামিকাকুষ্ঠৈর্ধ্বা নাসাধরং সূর্য্যঃ । ষাট্ৰিংশতাজপন্ব বীজং বায়ুং দক্ষিণে রেচয়েৎ ॥১২০
 পুনঃ পুনঃপ্রারবৃত্তাঃ প্রাণায়াম ইতি স্মৃতঃ । প্রাণায়ামং বিধায়েৎসুবিজ্ঞানং সমাচরেৎ ॥১২১
 অন্ত মন্ত্রস্ত ঋষয়ো ব্রহ্মা ব্রহ্মর্ষিস্তথা । গায়ত্র্যাঙ্গীনি চ্ছল্যংসি আত্মাকালী তু দেবতা ॥১২২
 আন্ত বীজঃ বীজমিতি শক্তিস্থায়া প্রকীর্তিতা । কমলা কীলকং প্রোক্তং স্থানেষ্বেতেষু বিস্তসেৎ
 শিরোবদনজদ্বন্দ্বপাদসর্বাঙ্গকেষু চ ॥ ১২৩
 মূলমন্ত্রেণ হস্তাভ্যামাপাদমন্তকাবধি । মন্তকাৎ কাদপর্য্যন্তং গণ্ডধ্বং বা ত্রিধা স্তসেৎ ।
 অগস্ত্য বাপকস্তাসৌ যথোক্তকলসিদ্ধিদঃ ॥ ১২৪
 বদীজাত্যা ভবেদিত্যা তদ্বীজেনোক্তকলনা । অথবা মূলমন্ত্রেণ ষড়্‌দীর্ঘেণ বিনা শিরে ॥ ১২৫
 অকুষ্ঠাভ্যাং তর্জ্জনীভ্যাং মধ্যমাভ্যাং তথৈব চ । অনামাভ্যাং কনিষ্ঠাভ্যাং করয়োস্তলপৃষ্ঠয়োঃ ।
 নমঃ স্বাহা ববট্ হং চ যৌবট্ কট্ ক্রমশঃ সূর্য্যঃ ॥ ১২৬
 হৃদয়ায় নমঃ পূর্ব্বং শিরসে বহুবলভা । শিখায়ৈবষড়্‌ভিত্ত্যন্তং কবচায় হমীরিতম্ ॥ ১২৭
 নেত্রদ্বয়ায় বৌবট্ চ অন্ত্রায় কড়িতি ক্রমাৎ । ষড়্‌জ্ঞানি বিধায়েৎ পৃষ্ঠস্তাসং সমাচরেৎ ॥ ১২৮
 আধারশক্তিং কুর্ষ্বক শেবং পৃথ্বীং তথৈব চ । সূর্য্যাস্থিঃ মণিধীপঃ পারিজাততরুং ততঃ ॥ ১২৯
 চিত্তামণিগৃহকৈব মণিমাণিক্যবেদিকাম্ । তত্র পদ্মাসনং বীরো বিস্তসেৎ হৃদয়াস্থজে ॥ ১৩০
 দক্ষবামাংসয়োর্মামকটৌ দক্ষকটৌ তথা । ধর্ম্মঃ জ্ঞানং তথৈশ্বর্য্যং বৈরাগ্যং ক্রমতো স্তসেৎ ॥ ১৩১
 মুখপার্শ্বে নাভিদক্ষপার্শ্বে সাধকসত্তমঃ । নঙপূর্ব্বাগ্নি চ তাত্তেব ধর্ম্মাঙ্গীনি যথাক্রমম্ ॥ ১৩২
 আনন্দকন্দং হৃদয়ে সূর্য্যং সোমং হৃতাশনম্ । সত্ত্বং রজস্তমস্চৈব বিন্দুযুক্তাদিমাকটৈরঃ ।
 কেশরান্ কর্ণিকাঞ্চন পত্রেষু পীঠনামিকাঃ । ১৩৩

অনন্তর মায়াবীজ ষোড়শবার জপ করিতে করিতে বাম নাসিকাতে আকৃষ্ট দ্বারা নিজ দেহ
 পূর্ণ করিবে, পরে চতুঃষষ্টিবার জপ করিতে করিতে কুন্তক করিবে। (১১৯) অনন্তর অকুষ্ঠ
 দ্বারা দক্ষিণ নাসা অবরোধ করিয়া ষাট্ৰিংশৎ বার মায়াবীজ জপ করিতে করিতে ক্রমে বায়ু
 পরিত্যাগ করিবে, এইরূপ দক্ষিণ নাসিকাতেও পূরক, কুন্তক ও রেচক করিতে হইবে। (১২০)
 বারবার তিনবার এইরূপ করিতে হইবে, ইহারই নাম প্রাণায়াম। প্রাণায়ামান্তে ঋষিস্তাস
 করিতে হইবে। (১২১) এই মন্ত্রের ঋষি ব্রহ্মা ও ব্রহ্মর্ষি সকল; গায়ত্রী প্রভৃতি ইহার ছন্দ,
 আত্মা কালী ইহার দেবতা। (১২২) ইহার বীজ ক্রীং, শক্তি হ্রীং, কীলক ত্রিঃ এই মন্ত্র সকল
 শিরোদেশে, মুখে, হৃদয়ে, গুহে, চরণে ও সর্বাঙ্গে স্তাস করিতে হইবে। (১২৩) তদনন্তর
 মূল মন্ত্র পাঠ করিয়া হস্তদ্বয় দ্বারা চরণ হইতে মন্তক এবং মন্তক হইতে চরণ পর্য্যন্ত নাভ বা
 তিন বার যথাকলোপদায়ক স্তাস করিবে। (১২৪) হে শিরে! যে মূল মন্ত্রের আত্মাকরে যে
 বীজ হইবে তাহাতে ক্রমশঃ ছয়টা দীর্ঘস্বর যোগ করিয়া অথবা তদব্যতিরেকে অকুষ্ঠদ্বয়,
 তর্জ্জনীদ্বয়, মধ্যমাধ্বয়, অনামিকাধ্বয়, কনিষ্ঠাধ্বয় ও করতলপৃষ্ঠে যথাক্রমে নমঃ স্বাহা, ববট্, হং,
 বৌবট্ কট্ এই মন্ত্রে করস্তাস করিবে। (১২৫।১২৬) অনন্তর হৃদয়ে নমঃ মন্তকে স্বাহা শিখাতে
 ববট্ ও কবচে হং, নেত্রদ্বয়ে বৌবট্, করতল পৃষ্ঠে অন্ত্রায় কট্ এইরূপে ষড়্‌জ্ঞান করিয়া পীঠস্তাস
 করিবে। (১২৭।১২৮) অনন্তর বীর, হৃদয়-পদ্মে আধার শক্তি, কুর্ষ, শেব, পৃথ্বী, সূর্য্যাস্থি,
 মণিধীপ, পারিজাতবৃক, চিত্তামণিগৃহ, মণিমাণিক্যবেদি ও পদ্মাসনে স্তাস করিবে। (১২৯।১৩০)
 অনন্তর দক্ষিণ স্বহঃ, বামুদ্বহঃ, বামকটি ও দক্ষিণকটিতে, ধর্ম্ম, জ্ঞান, ঐশ্বর্য্য ও বৈরাগ্যের ক্রমশঃ
 স্তাস করিবে। (১৩১) পরে সাধকস্বর মুখ, বামপার্শ্ব, নাভি ও দক্ষিণ পার্শ্বে, যথাক্রমে নঙ পূর্ব্বক ঐ
 সকলের স্তাস করিবে। (১৩২) অনন্তর হৃদয়ে আনন্দকন্দ, সূর্য্য, সোম, হৃতাশন এ ২ আদ্য-

মঙ্গলা বিজয়া ভদ্রা জয়ন্তী চাপরাজিতা । নন্দিনী নারসিংহী চ বৈষ্ণবীতর্জনায়িকাঃ ॥ ১৩৪ ॥
 অসিতাঙ্কো রুক্মচণ্ডঃ ক্রোধোদগতঃ ভয়ঙ্করঃ । কপালী ভীষণশ্চৈব সংহারীতর্জভৈরবঃ ।
 দলাগ্রেষু স্তম্বেদেতান্ প্রাণায়ামং ততশ্চরেৎ ॥ ১৩৫ ॥
 গন্ধপুষ্পে সমাদার করকচ্ছপমুদ্রাঃ । হৃদি হস্তৌ সমাধার ধ্যায়েন্দেবীং সনাতনীম্ ॥ ১৩৬ ॥
 ধ্যানস্ত্রিবিধং প্রোক্তং স্বরূপারূপভেদতঃ । অরূপং তব যদ্যনিমবাগ্নানসগোচরম্ ॥ ১৩৭ ॥
 অব্যক্তং সর্বতো ব্যাপ্তমিদমিখং-বিবর্জিতম্ । অগম্যং যোগিভির্গম্যং কৃচ্ছ্রে বহুসমাবিভিঃ ॥ ১৩৮ ॥
 মনসো ধারণার্থায় শীঘ্রং স্বাভীষ্টসিদ্ধয়ে । সূক্ষ্মধ্যানপ্রবোধায় স্থূলধ্যানং বদামি তে ॥ ১৩৯ ॥
 অরূপায়াঃ কালিকায়াঃ কালমাতৃমহাহ্বাতেঃ । গুণক্রিয়াহুসারেণ ক্রিয়তে রূপকল্পনা ॥ ১৪০ ॥

মেঘদ্বন্দ্বীং শশিশেখরাং জিনয়নাং রক্তাশ্বরং বিজ্রতীং

পাণিভ্যামভয়ং বরঞ্চ বিকসদ্রক্তারবিন্দস্থিতাম্ ।

নৃত্যন্তঃ পুরতোনিপীয মধুরং মাধ্বীকমদ্যং মহা-

কালং বীক্ষ্য বিকসিতাননবরামাচ্ছাং ভজে কালিকাম্ ॥ ১৪১ ॥

এবং ধ্যানাঃ শরিরসি পুষ্পাদৃশ্য ছু সাধকঃ । পূজয়েৎ পরয়া ভক্ত্যা মানসৈরূপচারকৈঃ ॥ ১৪২ ॥
 হ্রৎপদ্যমানং দৃষ্টাৎ সহস্রারচ্যুতামৃতৈঃ । পাঠ্যং চরণয়োদৃষ্টাৎ মনস্বর্ত্যং নিবেদয়েৎ ॥ ১৪৩ ॥
 তেনামৃতেনাচমনং স্নানীয়মপি কল্যায়েৎ । আকাশতত্ত্বং বসনং গন্ধস্ত গন্ধতত্ত্বকম্ ॥ ১৪৪ ॥
 চিত্তং প্রকল্পয়েৎ পুষ্পং ধূপং প্রাণান্ প্রকল্পয়েৎ । তেজস্তত্ত্বং দীপার্থে নৈবেদ্যঞ্চ সূধ্যস্বধিম্ ॥ ১৪৫ ॥
 অনাহতধ্বনিং ঘণ্টাং বায়ুতত্ত্বঞ্চ চামরম্ । নৃত্যমিঙ্গিরকন্দ্বাদি চাঞ্চল্যং মনসস্তথা ॥ ১৪৬ ॥

বর্ণে অল্পস্বার যোগ করিয়া সত্ব রজ ও তম এবং কেশরকর্ণিকা ও পদ্ম সমুদারে পীঠনায়িকা-
 দিগের স্থাপন করিবে । (১৩৪) অষ্ট নায়িকা ;—মঙ্গলা, বিজয়া, ভদ্রা, জয়ন্তী, অপরাজিতা নন্দিনী
 নারসিংহী ও বৈষ্ণবী । (১৩৫) অনন্তর অষ্টদলের অগ্রে অসিতাঙ্ক, চণ্ড, ক্রোধোদগত,
 ভয়ঙ্কর, কপালী, ভীষণ ও সংহারী এই অষ্ট ভৈরবের স্থাপন করিবে ; তদনন্তর প্রাণায়াম বিধি ।
 (১৩৬) তৎপরে গন্ধ পুষ্প গ্রহণ করিয়া কচ্ছপ মুদ্রাতে ধারণ পূর্বক সেই হস্ত হৃদয়ে স্থাপন
 করিয়া সনাতনী দেবীর ধ্যান করিবে । (১৩৭) ধ্যান সাকার ও নিরাকার ভেদে বিবিধ ; উদ্ভাষ্যে
 নিরাকারের ধ্যান বাক্য ও মনের অগোচর । (১৩৮) ইহা অব্যক্ত ও সর্বব্যাপী, (অধিক কি
 বলিব) ইহা বলিয়া শেষ করা যায় না, ইহা সাধারণের অগম্য, কিন্তু যোগীগণ দীর্ঘকাল সমাধির
 আশ্রয়ে বহু কষ্টে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন । (১৩৯) এক্ষণে মনের ধারণা, সত্বর অভীষ্ট সিদ্ধি
 এবং সূক্ষ্ম ধ্যানাবোধের জন্য তোমার নিকটে স্থূল ধ্যানতত্ত্ব বলিতেছি । (১৪০) বাঁহা বর্ণ
 মেঘতুল্য ললাটে চন্দ্রলেখা জাজ্বল্যমান, তিন চক্ষু, পরিধান রক্ত বস্ত্র, বাঁহা হস্তে বর ও অন্তর
 যিনি ফুলারবিন্দে উপবিষ্ট, বাঁহা সন্মুখে মাধ্বীক পুষ্পজাত সূক্ষ্ম মস্ত পান করিয়া মহাকাল
 নৃত্য করিতেছেন, যিনি মহাকালের একুপ অবস্থা দর্শনে হাস্য করিতেছেন, সেই আচ্ছা
 কালিকাকে ভজনা করি । (১৪১) সাধক এই প্রকারে ধ্যানকরিয়া আপনার মস্তকে পুষ্প প্রদান
 পূর্বক অতিশয় ভক্তির সহিত মানসোপচারে পূজা করিবে । (১৪২) হৃদয়পদ্ম আসন স্বরূপে
 প্রদান করিবে, সহস্রাবচ্যুত অমৃত দ্বারা দেবীর পাদমূলে পাঠ্য প্রদান করিবে । মন অর্ঘ্য
 স্বরূপে নিবেদিত হইবে । (১৪৩) পূর্বোক্ত সহস্রারচ্যুত অমৃত দ্বারা ইচ্ছামনীয় ও স্নানীয় জল
 পরিকল্পিত হইবে, আকাশ তত্ত্ব বসন এবং গন্ধতত্ত্ব গন্ধস্বরূপে প্রদত্ত হইবে । (১৪৪) মনকে
 পুষ্প এবং প্রাণকে ধূপ কল্পনা করিবে । (১৪৫) হৃদয়মধ্যস্থ অনাহত ধ্বনিকে ঘণ্টা এবং বায়ু
 তত্ত্বকে চামর কল্পনা করিয়া প্রদান করিবে ; অনন্তর ইঙ্গিরের কার্য সমুদায় এবং মনের চঞ্চল-
 তাকে নৃত্যরূপে কল্পনা করিবে । (১৪৬) আপনার ভাবতত্ত্বের নিমিত্ত নানা প্রকার পুষ্প প্রদান

পুষ্পং নানাবিধং দন্তাদিভূতানো ভাবসিদ্ধয়ে । অমায়মনহকারমরাগমদন্তধা ॥ ১৪৭
 অমোহকমদন্তক অববাকোভকে তথা । অমাংসর্ঘ্যমলোভক দশ পুষ্পঃ প্রকৃষ্টিতম্ ॥ ১৪৮
 অহিংসা পরমঃ পুষ্পঃ পুষ্পমিল্লিয়নিগ্রহঃ । দয়া কমা জ্ঞানপুষ্পঃ পঞ্চ পুষ্পঃ ততঃ পরম্ ॥ ১৪৯
 ইতি পঞ্চদশৈঃ পুষ্পৈর্ভাবরূপৈঃ প্রপূজয়েৎ । সুধাসুধিঃ মাংসশৈলঃ ভজ্জিতঃ মৌলিপর্বতম্ ॥ ১৫০
 মুদ্রাশিখিঃ শ্বভক্তঃ স্বভক্তঃ পায়সঃ তথা । কুলামৃতঃ তৎপুষ্পঃ পীঠকালনবারি চ ॥ ১৫১
 কামক্ৰোধৌ বিদ্রুতৌ বলিৎ দধা জপং চরেৎ । মাজা বর্ণময়ী প্রোক্তা কুণ্ডলীসুত্রযজ্ঞিতা ॥ ১৫২
 সবিন্দুঃ মজ্জমুচ্চার্য মূলমন্ত্রং সমুচ্চরেৎ । অকারাদিলকারান্তমহুলোম ইতি স্মৃতঃ ॥ ১৫৩
 পুনর্লকারমারভ্য ত্রিষ্ঠুভং মন্ত্রং জপেৎ । বিলোম ইতি বিখ্যাতঃ ককারো মেরুচ্যতে ॥ ১৫৪
 অষ্টবর্ণান্তিমৈর্কর্ণৈঃ সহমূলমবার্জকম্ । এবমষ্টোত্তরশতং জপ্ত্বামেন সমর্পয়েৎ ॥ ১৫৫
 সর্কাস্তরাঙ্কনিলয়ে স্বাস্ত্রজ্যোতিঃ স্বরূপিণি । গৃহাণান্তজপং মাতরাগ্রে কালি নমোহস্ত তে ॥ ১৫৬
 সমর্প্য জপমেতেন সাষ্টাংগং প্রণমেদ্বিধা । ইত্যন্তর্ধজনং কৃত্বা বহিঃপূজাং সমারভেৎ ॥ ১৫৭
 বিশেষার্থাশ্চ সংস্কারস্তজ্ঞানৌ কথাতে শৃণু । যন্ত স্থাপনমাজ্ঞেয়ং দেবতা সূত্রাদিতি ॥ ১৫৮
 দৃষ্টার্থাপাভং যোগিহো জ্ঞাত্বা দেবতাগণাঃ । ভৈরবা অপি নৃত্যন্তি স্ত্রীত্যা সিদ্ধিঃ দদতাপি ॥
 স্ববামে পুরতো ভূমৌ সামান্যার্থ্যস্ত বারিণা । মায়াগর্ভং ত্রিকোণক বৃত্তকং চতুরঙ্গকম্ ॥ ১৬০
 বিলিখ্য পূজয়েত্তত্র মায়াবীজপূরঃসরম্ । ভেদস্তাধারশক্তিকং মনঃশব্দাবসানিকাম্ ॥ ১৬১

করিবে; আয়ারিকত, নিরহকার, রোবশূন্যতা, মদশূন্যতা, মোহশূন্যতা, দন্তশূন্যতা, ঘেষ-
 হীনতা, কোভরহিততা ও মৎসরহীনতা এবং নির্লোভতা, মানস পূজার পক্ষে এই দশবিধ পুষ্পই
 প্রোক্ত। (১৪৭।১৪৮) অনন্তর অহিংসা স্বরূপ পরম পুষ্প, দয়ারূপ পুষ্প, ইন্দ্రిয়-নিগ্রহ,
 কমা ও জ্ঞান এই পঞ্চপুষ্প প্রদান করিবে। (১৪৯) এইরূপে পঞ্চদশ প্রকার ভাবপুষ্প
 দ্বারা পূজা করিয়া পরিশেষে মানসে সুধাসুদ্র, মাংসশৈল, ভজ্জিত মৎস্তপর্বত, মুদ্রাশিখি,
 শ্বন্ধর স্বভক্ত পায়স, কুলামৃত, কুলপুষ্প, পীঠকালনবারি এই সমস্ত দেবীকে প্রদান
 করিবে। (১৫০।১৫১) অনন্তর বিদ্র-কর্তা কাম'ও ক্রোধের বলিদান দিয়া জপ করিতে
 আরম্ভ করিবে, এইজপে কুণ্ডলীসূত্রে প্রথিত বর্ণমালাই প্রোক্ত। (১৫২) প্রথমে বিন্দু সহিত
 অকারাদি বর্ণ উচ্চারণ করিয়া, তৎপশ্চাৎ মূলমন্ত্র উচ্চারণ করিবে; এইরূপে ককার হইতে
 আরম্ভ করিয়া অন্ত্য লকার পর্যন্ত অহুলোম ক্রমে জপ করিয়া পুনর্বার ল হইতে ক
 পর্যন্ত বিলোমক্রমে জপ করিবে; ক ইহার মেরু হইবে। (১৫৩।১৫৪) তৎপরে অষ্ট-
 বর্ণের অষ্টসংখ্যক শেষ বর্ণের সহিত মূলমন্ত্র যোগ করিয়া লাকল্যে অষ্টোত্তর শত
 সংখ্যক জপ করিতে হইবে; এই নিয়মে অষ্টোত্তর শতবার জপ করিয়া দেবীর হস্তে
 সমর্পণ করিবে। (১৫৫) জপ সমর্পণের মন্ত্র এই;—হে আদ্যো কালিকে! ভূমি সকলের
 আত্মাতে অবস্থিতি কর, ভূমি অন্তরাস্ত্রার জ্যোতিঃ স্বরূপ জননি! আমার এই জল গ্রহণ
 কর। (১৫৬) এইরূপে দেবীর হস্তে জপ সমর্পণ করিয়া মানসে সাষ্টাংগে প্রণিপাত করিবে,
 এইরূপে মানস পূজা করিয়া বাহ পূজা আরম্ভ করিতে হইবে। (১৫৭) প্রথমে কিরূপে
 বিশেষ অর্থের সংস্কার করিতে হয়, বলিতেছি; শ্রবণ কর; ইহা স্থাপনমাজ্ঞেয়ং দেবতাপণ প্রসন্ন
 হইয়া থাকেন। (১৫৮) ত্রজ্ঞা প্রভৃতি দেবগণ এবং যোগিনী ও ভৈরবগণ অর্ঘ্যপাত্র দর্শন করিয়া
 নৃত্য করিতে থাকেন এবং শ্রীতমনে সিদ্ধি প্রদান করেন (১৫৯) অনন্তর আপনার বামদিকে
 সমুখস্থ ভূমিতে অর্ধাঙ্গা দ্বারা একটি ত্রিকোণ মণ্ডল লিখিয়া তাহাতে মায়াবীজ লিখিবে,
 ঐ ত্রিকোণ মণ্ডলের বাহিরে একটি গোলাকার মণ্ডল, তদ্বহিঃস্থ একষ্টী চতুর্কোণ মণ্ডল লিখিতে
 হইবে। (১৬০) তাহাতে হ্রীং আধার শক্তরে মনঃ এইমন্ত্রে আধার-শক্তির পূজা করিবে। (১৬১)

ভূতঃ প্রকালিতাধারঃ বিরাটমণ্ডলোপরি । মং বহিমণ্ডলং ভেদ্যং দশকলাস্বনে ভূতঃ । ১৬২
 মনোহন্তেন চ সংপূজ্য কালয়েদধ্যপাত্রকম্ । অত্রেণ স্থাপয়েত্তজ আধারোপরি সাধকঃ । ১৬৩
 অর্কমণ্ডলোক্তোক্তাঃ বাদশান্তলকাস্বনে । নবোহন্তেন যজ্ঞেং পাত্রং মূলেনৈব প্রপুরয়েৎ । ১৬৪
 ত্রিভাগমলিনাপূর্বা শেষং তোয়েন সাধকঃ । গন্ধপুষ্পে ভজ দ্বা পূজয়েদমুনাস্বিকে । ১৬৫
 বটস্বরং বিন্দুযুক্তং ভেদ্যং বৈ চন্দ্রমণ্ডলম্ । বোড়শান্তে কলাশবাদাস্বনে নম ইত্যপি । ১৬৬
 ভতন্ত শ্রৈকলে পত্রে রক্তচন্দনচর্চিতম্ । দুর্গাপুষ্পং সাক্ষতঞ্চ কৃৎ তজ নিধাপয়েৎ । ১৬৭
 মূলেন তীর্থবাহু ভজ দেবীং বিভাব্য চ । পূজয়েৎ গন্ধপুষ্পাত্যাং মূলং বাদশবা অপেৎ । ১৬৮
 খেদুর্ধ্বোনি দর্শয়িষ্য ধূপদীপৌ প্রদর্শয়েৎ । তদনু প্রোকণীপাত্রে কিকিন্নিকিপ্য সাধকঃ । ১৬৯
 আস্থানং দেয়বস্ত্রনি প্রোক্ষয়েন্তেন মন্ত্রবিৎ । পূজাসমাপ্তিপর্বতগর্ধ্যপাত্রং ন চালয়েৎ । ১৭০
 বিশেষার্থান্ত সংস্কারঃ কথিতোহয়ং শুচিন্মিতে । যজ্ঞরাজঃ প্রবক্ষ্যামি সমস্তপুরুষার্থদম্ । ১৭১
 মায়ার্গভং ত্রিকোণঞ্চ তথাহে বৃত্তযুক্তকম্ । তয়োমধ্যো বৃত্তযুক্তকমাৎ বোড়শকেশরান্ । ১৭২
 তথাহেহষ্টদলং পদ্মং তথাহিহুঁ পুরং লিখেৎ । চতুর্দ্বারদাম্যুক্তং সুরেখং স্তমনোহরম্ । ১৭৩
 স্বর্ণংবা রজতে ভাত্রে কুণ্ডলোপলিলেপিতে । সুরভুকুসুমৈবুঁক্তে চন্দনাগুরুকুসুমৈঃ । ১৭৪
 কুশীন্দনাধবা লিপ্তে স্বর্ণমযা শলাকয়া । মাল্যকটকেনাপি মূলমন্ত্রং সমুচ্চরন্ । ১৭৫
 বিলিখেৎ যজ্ঞরাজস্ত দেবতাভাবসিদ্ধয়ে । অথবোৎকীলরেখাভিঃ ক্ষটিকে বিজ্রমেহপি বা । ১৭৬
 বৈদূর্য্যে কারয়েৎ যজ্ঞং কাকুকেণ স্মৃশিগ্নিনা । ১৭৭

অনন্তর মণ্ডলোপরি প্রকালিত পাত্র স্থাপন করিয়া তাহাতে মং বহিমণ্ডলয় দশকলাস্বনে নমঃ এই মন্ত্র দ্বারা বহিমণ্ডলের অর্চনা করত কই এই মন্ত্রোচ্চারণে অধ্যপাত্র প্রকালিত করিয়া আধারোপরি স্থাপন করিবে। (১৬২। ১৬৩) অনন্তর অং অর্কমণ্ডলয় নমঃ এই মন্ত্রে অর্কমণ্ডলের অর্চনা করিয়া মূলমন্ত্রোচ্চারণে অধ্যপাত্র পূর্ণ করিবে। (১৬৪) সাধক এই সময়ে তিন ভাগ মদ্য ও এক ভাগ জল প্রদান করিয়া তাহাতে গন্ধপুষ্প দান করিবে; হে অস্বিকে! বক্ষ্যমাণ যজ্ঞ দ্বারা তাহাতে পূজা করিবে। (১৬৫) বড়স্বর উ ইহাতে বিন্দু সংযুক্ত করিয়া বোড়শ কলাস্বনে নমঃ এই মন্ত্রে পূজা করিবে। (১৬৬) ওদনন্তর বিষপত্র, রক্তচন্দন, দুর্গা-পুষ্প অক্ষত এই গুলি বিশেষার্থের অপ্রভাগে স্থাপন করিবে। (১৬৭) তৎপরে মূলমন্ত্রে তীর্থ-আবাহন পূর্বক তাহাতে দেবীর ধ্যান করিয়া গন্ধপুষ্প দ্বারা পূজা করত মূলমন্ত্র বাদশবার অপ করিবে। (১৬৮) অনন্তর বিশেষার্থের উপরিভাগে খেদু ও বোনি মূত্রা প্রদর্শন পূর্বক ধূপদীপ প্রদর্শন করিবে। (১৬৯) তৎপরে মন্ত্রবিৎ সাধক বিশেষার্থের কিকিন্নাজ জল প্রোকণী পাত্রে প্রক্ষিপ্ত করিয়া সেই জলে আপনাকে ও পূজ্যস্তব্য সমুদায়কে প্রোক্শিত করিবে। যে পর্যন্ত পূজা সমা-পন না ঘটে, ইষ্টাৎ বিশেষার্থ স্থানান্তরিত করা উচিত নহে। (১৭০) হে স্মরায়! তোমার নিকটে বিশেষার্থ সংস্কারের কথা কহিলাম, অনন্তর সমস্ত পুরুষার্থদায়ক যজ্ঞরাজ লিখন-প্রকার বর্ণিতেছি (১৭১) প্রথমে একটি ত্রিকোণমণ্ডল লিখিয়া তাহাতে মায়াবীজ লিখিবে উহার বাহিরে গোলা-কৃতি দুইটি মণ্ডল। তাহার বাহিরে দুইটি করিয়া কেশর লিখিতে হইবে। (১৭২) ঐ গোলাকার মণ্ডলের বাহিরে অষ্টদল পদ্ম, উহার বাহিরে চতুর্দ্বারবিশিষ্ট সল্লরখোময় স্তমনোহর ভূপুর লিখিবে (১৭৩) কুণ্ডলোপলিলেপিত চন্দন, অগুরু, কুসুম অথবা কেবল রক্তচন্দনলিপ্ত স্বর্ণ, রজত, কিম্বা ভাত্রপাত্রে স্বর্ণশলাকা অথবা বিষকটক দ্বারা মূল মন্ত্রোচ্চারণ করিতে হইবে। (১৭৪। ১৭৫) দেহতাভাবস্ত্রির নিমিত্ত যজ্ঞরাজ লিখিবে। অথবা ক্ষটিক, প্রবাল, বা বৈদূর্য্যনির্মিত পাত্রে স্মৃশিগ্ন শিল্লকর দ্বারা যজ্ঞ প্রোদিত করিয়া প্রতিষ্ঠা করত গৃহান্তরে স্থাপন করিবে, ইহাতে প্রহরোগভয় ও দুষ্ট ভূতোপদ্রব শান্তি পাইয়া থাকে : সাধকের গৃহে পূজ্য পৌত্র এবং ঐশ্বর্য্যপূর্ণ

উত্তপ্রতিষ্ঠিতং কৃৎ স্বাপয়েৎ তবনান্তরে । নশ্তন্তি হৃষ্টভূতানি এহঁরোগভয়ানি চ ॥
 পূজ্যপৌত্রমুখৈশ্বৰ্য্যম্ভোদতে তন্ত মন্দিরম্ । দাতা ভর্তা যশস্বী চ ভবেৎ বস্ত্রপ্রসাদতঃ ॥
 এবং বস্ত্রং সমালিখ্য রত্নসিংহাসনে পুরঃ । সংস্থাপ্য পীঠস্তাসোক্তবিধিনা পীঠদেবতাঃ ।
 সংপূজ্য কর্ণিকামধ্যে পূজয়েন্মূলদেবতাম্ ॥ ১৭৪
 কলসস্থাপনং বক্ষ্যে চক্রানুষ্ঠানমেব চ । যেনানুষ্ঠানমাত্রেণ দেবতা সুপ্রসাদতি ।
 মন্ত্রসিদ্ধিৰ্ভবেন্মূলমিচ্ছানিচ্ছিঃ প্রসায়তে ॥ ১৮০
 কলাং কলাং গৃহীত্বা তু দেবনাং বিশ্বকর্ষণা । নির্মিতোহয়ং ন বৈ যস্মাৎ কলসন্তেন কথ্যতে ॥ ১৮১
 বট্টত্রিংশদঙ্গুলায়ামং বোড়শাঙ্গুলমুচ্চকৈঃ । চতুরঙ্গুলকং কঠং মুখস্তন্ত্র ষড়ঙ্গুলম্ ।
 পঞ্চাঙ্গুলমিতং মূলং বিধানং ঘটনির্মিতৌ ॥ ২৮২
 সৌবর্ণং রাজতং তাম্রং কাংস্তজং মৃত্তিকোত্তবম্ । পাষাণং কাচজং বাপি ঘটমক্ষতমত্রণম্ ।
 কারয়েদেবতাপ্রীত্যে বিত্তশাঠ্যং বিবৰ্জয়েৎ ॥ ১৮৩
 সৌবর্ণং ভোগদং প্রোক্তং রাজতং মোক্ষদায়কম্ । তাম্রং প্রীতিকরং জ্ঞেয়ং কাংস্তজং পুষ্টিবর্দ্ধনম্ ।
 কাচং বশ্যকরং প্রোক্তং পাষাণং স্তম্ভকর্ষণি । মুগ্ধং সৰ্ব্বকার্য্যেবু হৃদ্যং সুপরিভূতম্ ॥ ১৮৬
 স্ববামভাগে ঘটকোণং তদ্বধ্যে ত্রক্ষরক্ষম্ । তদ্বহির্ভূতমালিখ্য চতুরঙ্গস্ততো বহিঃ ॥ ১৮৫
 দিম্বুরজসা বাপি রক্তচন্দনকেন বা । নির্মায় মণ্ডলং তত্র যলোদ্ধারদেবতাম্ ॥ ১৮৮
 মায়ামাধারশক্তিঞ্চ ভেনমোহস্তাং সমুদ্ধয়েৎ ॥ ১৮৭
 নমস্ কালিতাধারাং স্থাপয়েন্মণ্ডলোপরি । অস্ত্রেণ কালিতং কুস্তং তত্রাধারে নিবেশয়েৎ ॥ ১৮৮
 ক্ষকারাদৈরকার্য্যৈস্তৈর্কর্ণৈর্বিদ্বন্ময়াযুতৈঃ । মূলং সমুচ্চরন্ মন্ত্রী কারণেন প্রপূরয়েৎ ॥ ১৮৯
 আধারকুস্ততীর্থেষু বহ্নিকশশিমণ্ডলম্ । পূর্ববৎ পূজয়েদ্ বিদ্বান্ দেবীভাবপরায়ণঃ ॥ ১৯০

হইয়া থাকে । অধিক কি ইহার প্রসাদে সাধক দাতা, ও যশস্বী হইয়া থাকেন । (১৭৬।১৭৭)
 ১৭৮) এইরূপে মন্ত্র লিখিয়া পুরস্থিত রত্নময় সিংহাসনে স্থাপন করিয়া পীঠদেবতাদিগের ও তদব-
 লানে কর্ণিকামূলমধ্যে দেবতাগণের পূজা করিবে । (১৭৯) এক্ষণে কলসস্থাপন ও মন্ত্রানুষ্ঠানের
 কথা বলিতেছি ; ইহা দ্বারা নিশ্চয়ই ইচ্ছা সিদ্ধ, মন্ত্র সিদ্ধ এবং দেবতাও প্রীত হইয়া থাকে । (১৮০
 বিশ্বকর্মা দেবগণের এক এক কলা গ্রহণ করিয়া ইহা নির্মাণ করিয়াছেন, এই জন্ত ইহার নাম
 কলস । (১৮১) এই কলসের বিস্তৃতি দেড় হস্ত, উচ্চতা বোড়শ অঙ্গুলি, কঠ চারি অঙ্গুলি, মুখ-
 বিস্তার ছয় অঙ্গুলি, তলপরিমাণে পঞ্চাঙ্গুলি । (১৮২) এই সকল সুবর্ণ, রজত, তাম্র, কাংস্ত, মৃত্তিকা
 পাষাণ, বা কাচ দ্বারা অভয় বা অহিংস্রভাবে প্রস্তুত হওয়া উচিত ; দেবগণের প্রীতির জন্য সুখা-
 কলস প্রস্তুত করিতে কোনরূপে ক্রূপতা করিবে না । (১৮৩) সুবর্ণকলস ভোগদায়ক, রজত
 মোক্ষদায়ক, তাম্র প্রীতিকর, কাংস্ত পুষ্টিবর্দ্ধক, কাচপাত্র বশীকরণকারক, পাষাণপাত্র স্তম্ভ-
 নোদ্ধীপক এবং মুগ্ধরপাজ হৃদ্য ও সুপরিভূত হইলে সৰ্ব্বকার্য্যে প্রশস্ত । (১৮৪) আপনার বাম
 ভাগে একটি কটুকোণ মণ্ডল লিখিয়া তাহাতে একটি শূন্য লিখিত হইবে, উহার বাহিরে একটি
 গোলাকার মণ্ডল লিখিয়া তদ্বহির্ভাগে একটি চতুর্কোণ মণ্ডল লিখিবে । (১৮৬) উহা সিন্দূর রজ,
 বা রক্তচন্দন দ্বারা লিখিয়া তাহাতে অপর দেবতার পূজা করিবে । (১৮৬) হ্রীং আধারশক্তির
 নমঃ এই মন্ত্রে পূজা করিতে হইবে । (১৮৭) পরে অনন্তর নমঃ এই মন্ত্রে প্রকালিত আধার উক্ত
 মণ্ডলোপরি স্থাপন করিয়া কটু এই মন্ত্রে প্রকালিত কুস্ত আধারোপরি স্থাপন করিবে । (১৮৮)
 অনন্তর মন্ত্রবিৎ সাধক ক হইতে আরম্ভ করিয়া অকার পর্য্যন্ত বর্ণে দিম্বু সংযোগ করিয়া মূলমন্ত্র
 পাঠ করিতে করিতে কুস্ত পূরিত করিবে । (১৮৯) অনন্তর দেবীভাবে স্থিরমনা হইয়া আধার কুস্ত
 ও তদ্বহির্ভিত মন্ডলের উপরি পূর্ববৎ বহ্নিমণ্ডল, অর্ণমণ্ডল ও চন্দ্রমণ্ডলের পূজা করিবে । (১৯০)

রক্তচন্দনসিন্ধুররক্তমালায়ুগ্লেপনৈঃ । ভুবয়িত্ব কলসং পক্ষীকরণমাত্রয়েৎ ॥ ১৯১
 ফট্টা দর্ভেণ সস্তাভা হং বীজেনাবগুষ্ঠয়েৎ । হ্রীং দিব্যদৃষ্ট্যা সংবীক্য নমসাস্ত্যাকং চরয়েৎ ।
 মূলেন গন্ধঃ ত্রির্দদ্যাৎ পক্ষীকরণমীরিতম্ ॥ ১৯২
 প্রণম্য কলসং রক্তপুষ্পং দধা বিশোধয়েৎ ॥ ১৯৩
 একমেব গয়ং ব্রহ্ম স্থলস্থলময়ং ব্রহ্ম । কটোত্তবাং ব্রহ্মহত্যাং তেন তে মাশরাম্যহম্ ॥ ১৯৪
 সূর্যমণ্ডলমধ্যস্থে বরুণাগরসম্ভবে । অমাবীজময়ে দেবি শুক্রশাপাদিহুতাভাম্ ॥ ১৯৫
 বেদানাং প্রণবো বীজং ব্রহ্মানন্দময়ং বৃন্দি । তেন সত্যেন তে দেবি ব্রহ্মহত্যা ব্যপোহতু ॥ ১৯৬
 (হ্রীং হংসঃ শুচিসংহরন্তরীক্ষসকোতা বেদিসদতিথি হ্রংরোপসৎ ।
 নৃসংঘর্ষ দৃতসৎ গোজা অবজা ঋতজা অদ্রিজা ঋতং বৃহৎ ॥ ১৯৭)
 বারুণেণ চ বীজেন বড়দীর্ঘস্বরভাজিনা । ব্রহ্মশাপবিশঙ্কাস্তে মোচিভ্যৈ পদং বদেৎ ।
 সুধাদেবৈ নমঃ পশ্চাৎ সপ্তধা ব্রহ্মশাপমুৎ ॥ ১৯৮
 অক্ষুণ্ণ দীর্ঘঘটকেন যুতং শ্রীমায়য়া যুতম্ । সুধা পশ্চাৎ কৃষ্ণশাপং মে'চয়েতি পদন্ততঃ ।
 ক্ষমতং প্রবেয়েদ্বান্দং দ্বিঠাস্তো মমুরীরিতঃ ॥ ১৯৯
 এবং শাপায়োচয়িত্বা যজ্ঞেত্তত্র সমাহিতঃ । আনন্দভৈরবং দেবমানন্দভৈরবীন্তথা ॥ ২০০
 সহস্রমলশঙ্কাস্তে বরয়ুং মিনিতং বদেৎ । আনন্দভৈরবং ওহন্তং ববড়ন্তো মমুরীতঃ ॥ ২০১
 অস্ত্রাস্ত্রং বিপরীতঞ্চ প্রবণে বামলোচনা । সুধাদেবৈ বৌষড়ন্তো মমুরীতঃ প্রপূজনে ॥ ২০২
 সামরস্ত্রং ত্রয়োস্তত্র ধ্যায়া তদমৃতপ্লুতম্ । প্রব্যাং ক্রিভাব্য তস্তোক্তে মূলং দ্বাদশধা জপেৎ ॥ ২০৩
 মূলেন দেবতাবুদ্ধ্যা দধা পুষ্পাঞ্জলিঃ ততঃ । দর্শয়েদ্ধূপদীপৌ চ ঘটাবাদনপূর্বকম্ ॥ ২০৪

অনন্তর রক্তচন্দন, সিন্ধুর রক্তমালায়ুগ্লেপনে কলস বিভূষিত করিয়া পক্ষীকরণ করিবে । (১৯১) ফট্ট এই মন্ত্রে কুশধারা কলসে ভাড়না করিয়া হ্রীং এই মন্ত্রোচ্চারণে অবগুষ্ঠন মুদ্রা ধারা কলসকে অবগুষ্ঠিত করিবে, হ্রীং এই মন্ত্রে দিব্য দৃষ্টি ধারা দর্শন করিয়া নম এই মন্ত্রে জল ধারা কলস অভ্যাসিত করিবে; মূলমন্ত্রে তিনবার কলসে চন্দন দিতে হয় । (১৯২) অনন্তর কলসকে প্রণাম করিয়া তাহাতে রক্তপুষ্প প্রদান করত মন্ত্র ধারা সুধা শোধন করিবে । (১৯৩) পরম ব্রহ্ম স্থল ও স্থল, তিনি অধিতীয় ও নিশ্চল আমি তাঁহার শুভ আবির্ভাবে কচজনিত ব্রহ্ম-হত্যা নাশ করি । (১৯৪) হে দেবি সুরে ! সমুদ্রগর্ভ হইতে তোমার উৎপত্তি, তুমি সূর্যমণ্ডলে অবস্থিতি কর, তুমি অমাবীজস্বরূপিণী, তুমি শুক্রশাপ হইতে মুক্ত হও । (১৯৫), প্রণব বেদের বীজস্বরূপ ও ব্রহ্মানন্দময়, দেবি ! সেই সত্য ধারা তোমার ব্রহ্মহত্যা দূরীভূত হউক । (১৯৬) অনন্তর বরুণবীজে ক্রমশঃ ছয়টা দীর্ঘস্বর যুক্ত করিয়া পশ্চাৎ ব্রহ্মশাপবিমোচিভ্যৈ এই পদ উচ্চারণ করিবে, পরে সুধাদেবৈ নম এই পদ প্রয়োগ করিবে । (১৯৭, ১৯৮) এবং এই পদে দীর্ঘস্বর ছয়টি যোগ করিয়া পশ্চাৎ শ্রী ও মায়াবীজ যোগ করিতে হইবে, তৎপশ্চাৎ সুধাশাপ প্রয়োগ করিয়া কৃষ্ণ শাপং মোচয় এই শব্দ উচ্চারণ করিতে হইবে । (১৯৯) এইরূপে শাপ-মোচন করিয়া সমাহিতহৃদয়ে আনন্দ ভৈরব ও আনন্দ ভৈরবীর অর্চনা করিবে । (২০০) ইসক্ষমল বরয়ং আনন্দ ভৈরবায় ববট্ আনন্দভৈরব পূজায় এই মন্ত্র ; আনন্দভৈরবীর পূজায় গময় হংসক্ষমল বরয়ুং ইহার প্রথম অক্ষর ছইটা বিপরীত করিয়া কর্ণ স্থলে বামচক্ষু এবং দীর্ঘ উকার স্থানে দীর্ঘ ঈকার দিবে । পশ্চাৎ সুধাদেবৈ বৌষট্ এই পদ প্রয়োগ করিতে হইবে । (২০১, ২০২) অন-
 তর কলসে উক্ত দেবদেবীভয়ের সামরস্ত্র ও ঐক্য ধ্যান করিয়া অমৃতে সুধা সংস্কৃত হইয়াছে ভাবনা করিয়া, তাহাতে মূলমন্ত্র দ্বাদশবার জপ করিবে । (২০৩) অনন্তর দেববুদ্ধিতে মূলমন্ত্র মন্দের উপরি তিনবার পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিবে, পশ্চাৎ ঘটাবাদন পুরঃসর দূপদীপ প্রদর্শন

ইধং তীৰ্ঘন্ত সংস্কারঃ সৰ্বদা দেবপূজনে । ব্রজে হোমে বিবাহে চ তুৈধবোৎসবকৰ্মণি ॥ ২০৫
 মাংসমানীর পুৰতজ্জিকোণমণ্ডলোপরি । কটাত্তক্য বায়ুবহ্নিবীজাত্যাং যন্ত্রয়েজিহা ॥ ২০৬
 কবচেনাবগুষ্ঠাখ্য সংকেচ্ছাচ্ছমন্ত্রতঃ । ধেয়া বমমৃতীকৃত্য মন্ত্রমেতদুদীরয়েৎ ॥ ২০৭
 বিষ্ণোব'কসি যা দেবী বা দেবী শঙ্করস্ত চ । মাংসং মে পবিজীকৃত্ব তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্ ॥ ২০৮
 ইধং মীনং সমানীর প্রোক্তমন্ত্রেণ সংকৃতম্ । মজ্জোপানেন মতিমান্ তং মীনমভিহরেৎ ॥ ২০৯
 ত্রয্যকং যজামহে স্মৃগচ্ছিপুষ্টিবর্জনম্ । উৰ্কারকমিরবন্ধনাগ্ন্যভ্যোমুক্ষীরমাগ্নতাৎ ॥ ২১০
 তুৈধব মূজামাদায় শোধয়েদমুনা প্রিয়ে ॥
 তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশুস্তি সুরয়ঃ দিবীয চক্ষুরাততম্ ॥ ২১১
 তুৈ তদ্বিপ্রসো বিপণ্যবো জাগৃবাংসঃ সমিচ্ছতে । বিষ্ণোর্বৎ পরমং পদম্ ॥ ২১২
 অথবা সৰ্বতযানি মূলেনৈব বিশোধয়েৎ । মূলে তু শ্রদ্ধধানো বঃ কিস্তস্ত দলশাখরা ॥ ২১২
 কেবলং মূলমন্ত্রেণ যদুবাং শোধিতং ভবেৎ । তদেব দেবতাপ্রীত্যে নুজশস্তং ময়োচ্যতে ॥ ২১৩
 যথা কালস্ত সংকেপাৎ সাধকানবকাশতঃ । সৰ্বং মূলেণ সংশোধ্য মহাদেবো নিবেদয়েৎ ॥ ২১৪
 ন চাত্ত প্রত্যবায়োহস্তি নানবৈগুণ্যদূষণম্ । সত্যং সত্যং পুনঃ সতামিতি শঙ্করশাসনম্ ॥ ২১৫
 ইতি শ্রীমহানিৰ্বাণতন্ত্রে সৰ্বমজ্জোস্তমোস্তমে সৰ্বধৰ্ম্মনির্ণয়সারে শ্রীমদাত্মসদাশিবসংবাদে
 মজ্জোদ্ধারকলপস্থাপনতত্ত্বসংস্কারো নাম পঞ্চমোঃশ্লোকঃ ॥ ৫ ॥

করিবে। (২০৪) দেবার্চনা, ব্রত, হোম, বিবাহ ও অপরাপর উৎসবে পূর্বোক্তরূপ স্মৃতিসংস্কার
 করিতে হয়। (২০৫) অনন্তর মাংস আনয়ন পূর্বক সম্মুখে জিকোণমণ্ডলের উপরিভাগে স্থাপন
 করিয়া ফটু এই মন্ত্রে অভ্যাজিত করত পশ্চাৎ বায়ুবীজে উহা অভিমিশ্রিত করিবে। (২০৬)
 অনন্তর কবচে অবগুষ্ঠিত করিয়া ফটু এই মন্ত্রে রক্ষা করিবে, পশ্চাৎ বৎ এই মজ্জোদ্ধারণে ধেনু
 মূত্রা দ্বারা অন্তরীকরণ করিয়া পরে এই মন্ত্র পাঠ করিবে। (২০৭) যে দেবী বিষ্ণুর বক্ষঃস্থলে
 অবস্থিত করেন, যিনি শঙ্করের বক্ষবিহারিণী, তিনি মন্দস্ত মাংস পবিজ ও আমাকে বিষ্ণুর পদে
 স্থাপিত করুন। (২০৮) বুদ্ধিমান ব্যক্তি এইরূপে মৎস্ত আনয়ন ও সংশোধন করিয়া এই
 মন্ত্রে অভিমিশ্রিত করিবে। (২০৯) আমরা শিবের আরাধনা করি, তাঁহার প্রসাদে এই মৎস্ত গন্ধ
 যুক্ত ও পুষ্টিশালী হউক, ইহা মৃত্যুবন্ধন হইতে আমাদেরগকে মুক্ত করিয়া মোক্ষপথে প্রেরিত
 করুক। (২১০) হে প্রিয়ে! অনন্ত মূত্রা আনয়ন পূর্বক তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশুস্তি
 সুরয়ঃ এই মন্ত্র অথবা কেবল মূল মন্ত্রে পঞ্চতত্ত্ব শোধন করিবে; বাঁহার মূলে শ্রদ্ধা
 আছে, তাঁহার শাখাপন্নবে প্রয়োজন কি? (২১১।২১২) আমি বলিতেছি, কেবল মূল মন্ত্র দ্বারা
 যে ত্রয্য শোধিত হয় দেবতার প্রীত্যর্থে তাহাই প্রশস্ত। (২১৩) যখন কালের সংকেপ সাধকের
 অনবকাশ, তখনই মূল মন্ত্রে পঞ্চতত্ত্ব শোধন করিয়া দেবীকে নিবেদন করিয়া দিবে। (২১৪)
 ইহাতে কোনও প্রত্যবায় বা অজহানি ঘটিবেক না, আমি ইহা জিহত্য করিয়া বলিতেছি, ইহাই
 শঙ্করের শাসন। (২১৫)

যষ্ঠোক্তাসঃ ।

—*—

ঐদেব্যাচ ।

যথরা কথিতঃ পঞ্চতথঃ পূজাদিকৰ্মণি । বিগিৰ্য্য কথ্যতাং নাথ যদি তেহন্তি কৃপা যস্মি ॥ ১
ঐন্দাশিব উবাচ ।

গোড়ী পৈষ্টী তথা মাধ্বী ত্রিবিধা চোত্তমা স্মরা । সৈব নানাবিধা প্রোক্তা তালখৰ্জ্জ্বলসম্ভবা ।

তথা দেশবিভেদেন নানাদ্রব্যবিভেদতঃ । বহুধেয়ং সমাগ্যস্তি প্রশস্তা দেবতার্কনে ॥ ২

যেন কেন সমুৎপন্ন যেন কেনাজ্ঞাপি বা । নাত্র জ্ঞাতিবিভেদোহস্তি শোধিতা সৰ্বসিদ্ধিহা ॥ ৩

মাংসস্ত ত্রিবিধং প্রোক্তং জলভূচরখেচরম্ । বস্মাৎ তস্মাৎ সমানীতং যেন তেন বিঘাতিতম্ ।

তৎ সৰ্বং দেবতাপ্রীতৌ ভবেদেব ন সংশয়ঃ ॥ ৪

স্বাধকেচ্ছা বলবতী দেবে বস্তনি দৈবতে । বদ্যদ্যন্তপ্রিয়ং দ্রব্যং তত্তদিত্যৈ কল্পয়েৎ ॥ ৫

বলিদানবিধৌ দেবি বিহিতঃ পুরুষঃ পশুঃ । জীপশুন চ হস্তব্যস্তজ শান্তবশাসনাৎ ॥ ৬

উত্তমাস্ত্রিবিধা মৎস্তাঃ শালপাণীনরোহিতাঃ ॥ ৭

মধ্যমাঃ কণ্টকৈর্হীনা অধমা বহুকণ্টকাঃ । তেহপি দেবৈষ্য প্রদাতব্য্যাঃ যদি স্মৃষ্টু বিভজ্জিতাঃ ॥ ৮

মুক্তাপি ত্রিবিধা প্রোক্তা উত্তমাদিভেদতঃ । চত্ৰবিষয়ভিঃ সূত্রং শালিতুলসম্ভবম্ ।

যবগোধুমজঃ বাপি স্মৃতপকং মনোরমম্ ॥ ৯

মুদ্রেরমুত্তমা মধ্যা জটধাত্তাদিসম্ভবা । ভজিতান্তস্তবীজানি অথবা পরিকীৰ্ত্তিতা ॥ ১০

মাংসং মীনশ্চ মুক্তা চ কলমূলানি বানি চ । স্মৃদাদানে দেবতায়ৈ সংজ্ঞবৎ শুদ্ধিরীৰিতা ॥ ১১

দেবী জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে নাথ ! পূজাদি স্থলে কিরূপে পঞ্চতথ্য নিবেদন করিতে হয়, আপনি তাহা বলিয়াছেন, এক্ষণে প্রার্থনা, যদি আমার প্রতি কৃপা হইয়া থাকে, তাহা হইলে উহা সবিস্তার বর্ণন করুন । (১) সদাশিব কহিলেন, গোড়ী, পৈষ্টী ও মাধ্বী—এই ত্রিবিধ স্মরাই উত্তম বলিয়া গণ্য ; এই সকল স্মরা তাল খৰ্জ্জ্ব ও অন্তান্ত দ্রব্যরসে সম্ভূত হইয়া থাকে, দেশ ও দ্রব্যভেদে নানা প্রকার স্মরার সৃষ্টি হইয়া থাকে, দেবার্কন পক্ষে সকল স্মরাই প্রশস্তা (২) এই সকল স্মরা যেরূপে উদ্ভূত ও যেরূপে যে কোনও লোক দ্বারা আনীত হউক, শোধিত হইলেই কার্য্য সিদ্ধ হইয়া থাকে, ইহাতে জ্ঞাতি বিচার নাই । (৩) জলচর, ভূচর ও খেচর, মাংস এই ত্রিবিধ ; ইহা যে কোন লোক দ্বারা ঘাতিত, বা যে কোনও স্থান হইতে আনীত হউক, নিঃসন্দেহ তাহাতে দেবগণের তৃপ্তি হইয়া থাকে । (৪) দেবতাকে কোন্ মাংস, বা কোন্ বস্তু দেয়, তাহা সাধকের ইচ্ছানুগত ; যে বস্তু, বা মাংস নিজের তৃপ্তিকর, ইষ্টদেবতার উদ্দেশে তাহা প্রদান করাই কর্তব্য । (৫) দেবি ! পুংপশুই বলিদানক্ষেত্রে বিহিত হইয়াছে, জীপশু বলি দেওয়া শিবের আজ্ঞার বিরুদ্ধ, স্মৃতরাং তাহা দিতে নাই । (৬) মৎস্তের পক্ষে শাল, বোয়াল ও কুই এই তিন জ্ঞাতি প্রশস্ত । (৭) কণ্টকহীন অন্তান্ত মৎস্ত মধ্যম, এবং বহুকণ্টকশালি মৎস্ত অধম ; যদি শেবোক্ত মৎস্ত স্মরণরূপে ভজিত হয়, তাহা হইলে দেবীকে নিবেদিত করা বাইতে পারে । (৮) (এইরূপ) মুক্তা ও উত্তম, মধ্যম ও অধম এই ত্রিবিধ হইয়া থাকে, বাহা দেখিতে চত্ৰবিষয় ও চত্ৰ, শালিতুল, অথবা যব ও গোধূমে প্রস্তুত, বাহা স্মৃতপক ও মনোরম, তাহাই উত্তম মুক্তা বলিয়া গণ্য, বাহা জট ধাত্ত,—অর্থাৎ ঐহ মুড়িতে প্রস্তুত তাহা মধ্যম, এবং বাহা অন্ত শস্তে ভজিত, তাহাই অধম বলিয়া কীর্তিত । (৯১০) দেবীকে মুখা প্রদানকালে যে মাংস, মীন

বিনা শুক্ল্যে হেতুদানঃ পূজনস্তর্পণস্তথা । নিফলং জায়তে দেবি! দেবতা ন প্রসীদতি ॥ ১২
 শুদ্ধিঃ বিনা মদ্যপানঃ কেবলঃ বিষতক্ষণম্ । চিররোগী ভবেন্নস্মী স্বপ্ন স্বপ্নিরভেচ্চিরাৎ ॥ ১৩
 শেবতঃ মহেশানি নির্বাণ্যে প্রবলে কলৌ । স্বকীয়া কেবলা জেয়া সর্বদোষবিবর্জিতা ॥ ১৪
 অথবাঃ স্বয়ম্ভুদি কুসুমং প্রাণবল্লভে । কথিতং তৎপ্রতিনিধৌ কুবীদং পরিকীর্তনম্ ॥ ১৫
 অশোধিতানি তথানি পত্র পুষ্পকলানি চ । নৈব দন্দ্যাম্বহাদৈবো দবা বৈ নারকী ভবেৎ ॥ ১৬
 শ্রী পাত্রস্থাপনঃ কুসুম্যং সীময়া গুণশীলয়া । অভিবিক্ষেপং কারণেন সামান্ত্যার্ঘ্যাদকেন বা ১৭
 আদৌ বালাং ধুমুকাব্যং ত্রিপুরায়ৈ ততো বদেৎ । নমঃ শঙ্খাবলানে চ ইমাং শক্তিমুদীরয়েৎ ॥ ১৮
 পবিত্রীকুরু-শঙ্খান্তে মম শক্তিং কুরু দ্বিষ্টঃ ॥ ১৯
 অদীক্ষিতা যদা নারী কর্ণে মায়াং সমুচ্চরেৎ । শক্তয়োহস্তাঃ পূজনীয়াঃ নার্যাস্তাডনকর্ষণি ॥ ২০
 অথাস্ত্রযজ্ঞয়োর্মধ্যে মায়াগর্ভং ত্রিকোণকম্ । বৃন্তং বটকোণমালিখ্য চতুরশ্রং লিখেদ্বহিঃ ॥ ২১
 অস্ত্রকোণে পূর্ণশৈলমুড্ডীয়ানস্তথৈব চ । জালঙ্কারং কামরূপং সচতুর্থীনমোহন্তকম্ ।
 নিজ্জনামাদিবীজাঢ্যং পূজয়েৎ নাথকোত্তমঃ ॥ ২২
 বটকোণেষু বড়ঙ্গানি মূলে নৈব ত্রিকোণকম্ । মায়ামাধারশক্তিঞ্চ নমোহিস্তেন প্রপূজয়েৎ ॥ ২৩
 নমসা কালিতাধারং সংস্থাপ্য তত্র পূর্ববৎ । বৃন্তোপরি যজ্জৈবহেঃ কলাঃ স্ব স্বাদিমাক্ষরৈঃ ॥ ২৪
 ধুম্মার্জিজালিনী স্মৃষ্ণা জালিনী বিফুলজিনী । স্মৃষ্ণীঃ সুরূপা কপিলা হব্যকব্যবহা তথা ॥ ২৫
 সচতুর্থীনমোহন্তেন পূজ্যা বহেঃ কলা দশ ॥ ২৬

মুক্তা, ফল ও মূল প্রদান করিতে হয়, তাহাই শুদ্ধ বলিয়া গণ্য। (১১) শুদ্ধি ব্যতিরেকে দেবীকে কারণ প্রদান পূর্বক পূজা, বা তর্পণ করিলে, তত্তাবৎ ব্যর্থ হইয়া থাকে, এবং দেবতাও তাহাতে প্রীত হয় না। (১২) শুদ্ধি ব্যতিরেকে মদ্য পান করিলে তাহা বিষ ভোজন হইয়া থাকে, অধিকন্তু ইহাতে অগ্নায়ু হইয়া নব্বয় মৃত্যুমুখে পতিত হইতে হয়। (১৩) মহেশ্বর! কলি প্রবল হইলে শেবতঃ সর্ব-দোষ বিবর্জিত আপনায় জীতেই সম্পন্ন হইবে। (১৪) হে প্রাণবল্লভে! অথবা আমি যে স্বয়ম্ভু পুষ্পের কথা বলিয়াছি, তৎপরিবর্তে রক্তচন্দন প্রদান করিবে। (১৫) পঞ্চ তত্ত্ব, পুষ্প, পত্র ও ফলসকল অশোধিতভাবে দেবীকে প্রদান করিতে নাই, করিলে ঘোর নারকী হইতে হয়। (১৬) গুণশালিনী স্বকীয় রমণীর দ্বারা শ্রী পাত্র স্থাপন করা কর্তব্য এবং কারণ ও সামান্ত্যার্ঘ্যজলে পত্নীকে অভিবিক্ত করা উচিত। (১৭) অভিষেক কালে এই মন্ত্র পাঠ করিতে হয়;—প্রথমে ঐঃ ক্লীঃ সৌঃ উচ্চারণ করিয়া তদবসানে ত্রিপুরায়ৈ নমঃ উচ্চারণ করত ইমাং শক্তিং এই পদ বলিতে হইবে। (১৮) তৎপরে পবিত্রীকুরু এই শব্দের শেষে মম শক্তিং কুরু স্বাস্তা এই পদ পাঠ করিতে হইবে। (১৯) স্ত্রীর দীক্ষা না হইলে তাহার কর্ণে মায়াবীজ উচ্চারণ করিবে, এই স্থলে মৈথুনতত্ত্ব নির্বাহের জন্য অপরাপর যে সকল পরকীয় শক্তি থাকিবে তাহাদিগকে পূজা করিবে। (২০) তদনন্তর আপনায় ও পূর্বলিখিত যজ্ঞের মধ্যে একটি ত্রিকোণ লিখিয়া তাঁহাছে একটি বট-কোণ মণ্ডল ও তাহার বাহিরে একটি চতুর্কোণ মণ্ডল লিখিবে। (২১) পরে সাধক ঐ চতুর্কোণ মণ্ডলের চারি কোণে পূর্ণ শৈলায়, উড্ডীয়ানায়; জালঙ্কারায় ও কামরূপায় নম মন্ত্র পাঠ করিয়া, উহাদের পূজা করিবে। (২২) পরে বটকোণ মণ্ডলের ছয় কোণে হ্রাং হইতে আরম্ভ করিয়া হ্রঃ নমঃ এইছয়টি যজ্ঞে বটকোণের অধিষ্ঠাত্রীকে পূজা করিয়া, ত্রিকোণ মণ্ডলে আধার দেবতার পূজা করিবে। (২৩) তদন্তর নমঃ এই মন্ত্র দ্বারা পূর্ববৎ মণ্ডলের উপরিভাগে প্রাকালিত পাত্র রক্ষা করিয়া, তাহার স্ব স্ব আদিম অক্ষর উচ্চারণ পূর্বক বহিঃ দশকলার পূজা করিবে। (২৪) তাহাদের নাম;—ধুম্ম, অর্জিঃ, জালিনী, স্মৃষ্ণা, জালিনী, বিফুলজিনী, স্মৃষ্ণী, সুরূপা ও হব্যকব্যবহা। (২৫) পূর্বোক্ত সমুদায় শব্দে চতুর্থী

মং বহ্নিমণ্ডলায়েতি দশ্যন্তে'চ কলাস্বনে । অবস্থানে নমো দত্তা পূজয়েদ্বহ্নিমণ্ডলম্ ॥ ২৭
 ততোহর্ধ্যপাত্রমানীয় কট্কারেণ বিশোধিতম্ । আধারে স্থাপয়িত্ব তু কলাঃ সূর্য্যাস্ত দ্বাদশ ।
 কভাদিবর্ণবীজেন ঠডাস্তেন প্রপূজয়েৎ ॥ ২৮
 তপিনী তাপিনী ধূম্র মরিচিজালিনী রুচিঃ । শুভ্রা ভোগদা বিশ্বা বোধিনী ধারিণী কমা ॥ ২৯
 অং সূর্য্যমণ্ডলায়েতি দ্বাদশাস্তে কলাস্বনে । নমোহস্তেনার্ধ্যপাত্রে তু পূজয়েৎ সূর্য্যমণ্ডলম্ ॥ ৩০
 বিলোমমাতৃকাঃ তদ্ব্যমূলমন্ত্রং সমুচ্চরন্ । ত্রিভাগং পূরয়েন্নস্ত্রী কলস্বেন হেতুনা ॥ ৩১
 বিশেষার্ধ্যাজলেঃ শেষঃ পূরয়িত্ব সমাহিতঃ । ষোড়শস্বরবীজেন নামমন্ত্রেণ পূজয়েৎ ।
 লচতুর্থীনমোহস্তেন কন্নাঃ সোমস্ত্র্য ষোড়শ ॥ ৩২
 অমৃতা মানদা পূজা তুষ্টিঃ পুষ্টীরতিধৃতিঃ । শশিনী চন্দ্রিকা কামস্তির্জ্যোৎস্না স্ত্রীঃ প্রীতিরঙ্গদা ।
 পূর্ণাপূর্ণমৃতা কামদায়িত্বঃ শশিনঃ কলাঃ ॥ ৩৩
 উং সোমমণ্ডলায়েতি ষোড়শাস্তে কলাস্বনে । নমোহস্তেন যজ্ঞেন্দ্রী পূর্ব্ববৎ সোমমণ্ডলম্ ॥ ৩৪
 দূর্কাকৃতং রক্তপুষ্পং বর্করামপরাজিতাম্ । মায়রা প্রক্ষিপেৎ পাত্রে তীর্থমাবাহয়েদপি ॥ ৩৫
 কুরচেনাবগুষ্ঠ্যাজমুদ্রা রক্ষণকরেৎ । ধেহা চৈবামৃতীকৃত্য চ্ছাদয়েন্মাৎস্রমুদ্রা ॥ ৩৬
 মূলংলগ্ন্য দশধা দেবতাবাহনকরেৎ । আবাহ পুষ্পাঞ্জলিনা পুজয়েদিষ্টদেবতাম্ ।
 অথওদৈঃ পঞ্চমন্ত্রৈর্মন্ত্রয়েত্ত্বনস্তরম্ ॥ ৩৭
 অথওকরসানল্যকরে পরস্থধাশ্বনি । স্বচ্ছন্দফুরণামত্র নিধেহি কুলরূপিণি ॥ ৩৮
 অননঙ্গামৃতাকারে শুদ্ধজ্ঞানকলেবরে । অমৃতত্বং নিধেহশ্মিন বস্ত্রমি ক্লিন্নরূপিণি ॥ ৩৯
 তদ্রূপেণৈকরশ্মঞ্চ কৃত্বাধ্যং তৎস্বরূপিণি । ত্বদ্বা কলামৃতাকারমপি বিফুরণং কুরু ॥ ৪০

বিভক্তি যোগ করিয়া অস্তে নমঃ শব্দ প্রয়োগ করত উহাদের পূজা করিবে । (২৬) তৎপরে মং বহ্নি মণ্ডলায় দশকলাস্বনে নমঃ এই মন্ত্রে বহ্নিমণ্ডলের পূজা করিবে । (২৭) অনন্তর অর্ধ্য পাত্র আনয়ন পূর্ব্বক কট্ মন্ত্রে বিশোধিত করিয়া আধারে স্থাপন করত কভ হইতে ঠড পর্যন্ত বর্ণ বীজ পূর্বে যোজনা করিয়া সূর্য্যের দ্বাদশ কলার অর্চনা করিবে । (২৮) দ্বাদশ কলা এই ;—তপিনী, তাপিনী ধূম্রা, মরিচি, জালিনী, শুভ্রা, ভোগদা, বিশ্বা, বোধিনী, ধারিণী ও কমা । (২৯) অনন্তর অং সূর্য্যমণ্ডলায় দ্বাদশকলাস্বনে নমঃ এই মন্ত্র পাঠে অর্ধ্যপাত্রে সূর্য্যমণ্ডলের পূজা করিবে । (৩০) তৎপরে মন্ত্রজ্ঞ ব্যক্তি বিলোম মাতৃকাবর্ণ এবং তদবস্থানে মূল মন্ত্র উচ্চরণ পূর্ব্বক কলস্ব হুয়া দ্বারা বিশেষার্ধ্যাজলে তিন ভাগ পূরণ করিবে । (৩১) অনন্তর ষোড়শবীজাশ্রয়ে অস্তে চতুর্থ্যস্ত নাম উচ্চারণ করিয়া মন্ত্রের ষোড়শ কলা পূজা করিবে । (৩২) এই ষোড়শ কলার নাম, অমৃতা, মানদা, পূজা, তুষ্টি, পুষ্ট, রতি, ধৃতি, শশিনী, চন্দ্রিকা, কাম্ভি, জ্যোৎস্না, স্ত্রী, প্রীতি, অঙ্গদা, পূর্ণা, ও পূর্ণামৃতা, ইহারা সকলেই কামদায়িনী । (৩৩) পশ্চাৎ অর্ধ্য পাত্রস্থ জলে উং সোমমণ্ডলায় ষেড়বকলাস্বনে নমঃ বলিয়া সোম মণ্ডলের পূজা করা মন্ত্রজ্ঞ সধুকের কর্তব্য । (৩৪) অনন্তর দূর্কী, অক্ষত, রক্তপুষ্প, বর্করা, অপরাজিতা পুষ্প এই গুলি গ্রহণ করিয়া হ্রীং মন্ত্রে নিক্ষেপ করত তীর্থাবাহন করিবে । (৩৫) পরে কলস্ব দ্বারা অবগুষ্ঠন করিয়া অন্ন মুদ্রার দ্বারা রক্ষণ করিবে, ধেহু মুদ্রা দ্বারা অমৃতীকরণ পূর্ব্বক উহা মৎস্য মুদ্রা দ্বারা আচ্ছাদন করিবে । (৩৬) অনন্তর দশবার মূল মন্ত্র জপ করিয়া ইষ্ট দেবতার আবাহন করিবে, অথও প্রভৃতি পঞ্চ মন্ত্র দ্বারা স্ত্রী অভিমন্ত্রিত করিবে । (৩৭) উক্ত পঞ্চ মন্ত্রের অর্থ এইরূপ ;—হে কুলরূপিণি ! তুমি এই পরম স্রুধাময় বস্ত্রে অথও অদ্বিতীয় সাজ রসের আকর, তুমি সাজ্ঞানন্দ প্রদায়িনী তুমি স্বাধীন ক্ষুর্ভি প্রদান কর । (৩৮) তুমি অনঙ্গস্থ অমৃতরূপিণি ; তোমার শরীরই বিগুহজ্ঞানময় তুমি ক্লিন্নময় এই বস্ত্রে অমৃতত্ব সম্পাদন কর । (৩৯) হে স্রুধাস্বরূপিণি ! তুমি প্রধান মধুময় রসরূপে এই

ব্রহ্মাণ্ডরসজ্জতমশেবরসসম্ভবম্ । আপুরিতং মহাপাত্ৰং পীযুষঃসমাবহঃ ॥ ৪১

অহস্তাপাত্ৰভরিতমিদৃশ্যাপরসাম্বৃতম্ । পরহস্তায়ৈ বহৌ হোমস্বীকারলক্ষণম্ ॥ ৪২

ইত্যামত্ৰা ততস্তস্মিন্ শিবরোঃ সামরস্ককম্ । বিভাব্য পুত্রয়েতু পদীপাবপি চ দর্শয়েৎ ॥ ৪৩

ইতি ত্রীপাত্ৰসংস্কারঃ কথিতঃ কুশপুঞ্জনে । অকুশা পাপভাত্ৰ মত্ৰী পূজা চ বিকলা ভবেৎ ॥ ৪৪

ষট্ ত্রীপাত্ৰয়োঃ মধ্যে পাত্ৰাণি স্থাপয়েদ্বধুঃ । শুকপাত্ৰং ভোগপাত্ৰ শক্তিপাত্ৰমতঃপরম্ ॥ ৪৫

যোগিনীবীরপাত্ৰে চ বলিপাত্ৰং ততঃ পরম্ । পাদ্যপাত্ৰমনয়ো পাত্ৰং ত্রীপাত্ৰেণ নবক্রমাৎ ।

সামান্তাৰ্ঘ্যস্ত বিধিনা পাত্ৰাণাং স্থাপনকরেৎ ॥ ৪৬

কলসস্থাস্তেতৈব দ্বিভাগঃ পরিপূৰ্ণা চ । মাষপ্রমাণং পাত্ৰেণ তদ্বিধং নিরোদ্ধয়েৎ ॥ ৪৭

বামানুষ্ঠানানিকাত্যাবসৃতং পাত্ৰসংস্থিতম্ । গৃহীত্ব তদ্বিধং তেন দক্ষয়্য তবমুদ্রয়া ।

সর্ব্বত্র তর্পণং কুৰ্য্যাৎ বিধিরেবঃ প্রকীর্তিতঃ ॥ ৪৮

ত্রীপাত্ৰং পরমঃ বিন্দুঃ গৃহীত্বা তদ্বিসংযুতম্ । আনন্দতৈরবঃ দেবৈঃ তৈরবীক প্রতর্পয়েৎ ॥ ৪৯

শুকপাত্ৰায়ুর্হেতৈব তর্পয়েদ্ব শুকসংস্থিতম্ । সহস্রারে নিজশুক সপত্নীকং প্রত্যর্প্য চ ।

বাগ্ ভবান্যত্র নান্য তবচ্ শুকচতুষ্টয়ম্ ॥ ৫০

ততঃ স্বল্পদ্রাষ্ট্রোদ্ধে ভোগপাত্ৰায়ুর্হেতেন চ । আদ্যাং কালীং তর্পর্য্যামি নিজবীজপুরঃসরম্ ॥ ৫১

সাহায্যেন ত্রিধা মত্ৰী তর্পয়েদ্বিষ্টদেবতাম্ । শক্তিপাত্ৰায়ুর্হেতুভগদ্রাবরণতর্পণম্ ॥ ৫২

যোগিনীপাত্ৰসংস্থেন সায়ুধাং সপত্নীকরাম্ । স্তম্ভপ্য কালিকামাদ্যাং বটুকৈভ্যাং বলিং হরেৎ ॥ ৫৩

স্ববামভাগে সামান্তং মণ্ডলং রচয়েৎ সুধীঃ । সংপূজ্য স্থাপয়েত্তত্র সামিবারং সুধাবিতম্ ॥ ৫৪

সুধাকে উৎকৃষ্ট মাধুর্যরসশালিনী করিয়া কুলাস্তরূপে আমার ক্ষুণ্ণ করি। (৪০) সুধাসারপূর্ণ কলস ব্রহ্মাণ্ডের অশেষ রসপূর্ণ, অশেষ রসের আকর ও পীযুষরসশালী কর। (৪১) আমি আশ্চর্য্যবাক্য পাত্ৰপূর্ণ ইন্দ্রাবাক্য পয়মান্বৃত পরাস্বরূপ বহিতে হোম করিব। (৪২) এই রূপে পুরা অভিমন্ত্রিত করিয়া তাহাতে হরপার্বতীর সমাহারাগ ধ্যান পূর্ব্বক পূজাতে ধূপদীপ প্রদর্শন করিবে। (৪৩) ভোমার নিকটে কুলপূজাবিধয়ে ত্রীপাত্ৰ সংস্কারের কথা কহিলাম, যে মন্ত্রজ ব্যক্তি ঐ কার্য্য না করে, সে পাপভাগী হয় এবং তাহার পূজাদিও বিফল হইয়া থাকে। (৪৪) জানীলোকে ষট্ ও ত্রীপাত্ৰের মধ্যস্থলে শুক, ভোগ ও শক্তিপাত্ৰ স্থাপন করিবে। (৪৫) যোগিনীপাত্ৰ, বীরপাত্ৰ, বলিপাত্ৰ, আগমনপাত্ৰ, পাদ্যপাত্ৰ, ও ত্রীপাত্ৰ এই নয়টি পাত্ৰ সামান্তাৰ্ঘ্য স্থাপন বিধির দ্বারা স্থাপন করিবে। (৪৬) অনন্তর সহস্রার পাত্ৰের তিন অংশ কলসস্থ সুধা দ্বারা পূর্ণ করিয়া ঐ সকল পাত্ৰে মাষপ্রমাণ তদ্বিধও নিযুক্ত করিবে। (৪৭) পরে বাম হস্তের অঙ্গুষ্ঠ ও অনামিকার সাহায্যে পাত্ৰস্থিত অমৃত ও মাংসাদি গ্রহণান্তে দক্ষিণ হস্তে তব মুক্তার দ্বারা সর্ব্বত্র তর্পণ করিবে, ইহাই প্রকৃত বিধি। (৪৮) প্রথমে ত্রীপাত্ৰ হইতে পরম বিন্দু লইয়া আনন্দ তৈরব দেব ও আনন্দ তৈরবী দেবীর উদ্দেশে তর্পণ করিবে। (৪৯) অনন্তর শুক-পাত্ৰস্থ অমৃত প্রথমে শুক পত্নীর তর্পণ করিবে, প্রথমে সহস্রারে নিজ শুক ও শুকপত্নীর তর্পণ করিয়া তৎপরে পরম শুক, পরাংপর শুক ও পরমেষ্টি শুকর তর্পণ করিবে, এই সময় অগ্রে ঐ বীজ, পশ্চাৎ শুক চতুষ্টয়ের নাম উচ্চারণ করিবে। (৫০) অনন্তর আপন-জন্ম-কমলে ভোগপাত্ৰস্থিত অমৃত দ্বারা আপনার বীজ উচ্চারণ করত আদ্যাং কালীং তর্পর্য্যামি এই মন্ত্রে তর্পণ করিবে, তৎপরে সাহা এই মন্ত্রে ইষ্টদেবতার তর্পণ করিবে, অনন্তর শক্তি পাত্ৰের অমৃত দ্বারা অদ ও আবরণ দেবতার অর্চনা করিবে। (৫১) পরে যোগিনীপাত্ৰস্থিত অমৃত দ্বারা আয়ুধধারিণী বদ্বপরিকর কালিকা দেবীর তর্পণ করিয়া বটুকদিগকে বলিপ্রদান করিবে। (৫২) প্রথমে আপনার বামভাগে সামান্ত মণ্ডল রচনা করিবে, অনন্তর তাহা পূজা করিয়া মধ্যমাংসাদি

বাঞ্গায়াকমলাবঞ্চ বটুকাম্ নমঃ পদম্ । সংপূজা পূৰ্ণভাগে চ বটুকস্ত বলিং হরেৎ ॥ ৫৫
 ততস্ত যাং যোগিনীভাঃ স্বাহা যাম্যাং হরেৎ বলিম্ ॥ ৫৬
 ষড়্ দীৰ্ঘযুক্তং সম্বৰ্ত্তং ক্ষেত্রপালায় হৃদয়ঃ । অনেন ক্ষেত্রপালায় বলিং দদ্যাতু পশ্চিমে ॥ ৫৭
 ষাণ্ডবীজং সমুদ্ভূতা ষড়্ দীৰ্ঘস্বরসংযুতম্ । ঙেহস্তং গণপতিং চোক্ত্বা বহ্নিজায়ান্ততো বদেৎ ॥ ৫৮
 উত্তরস্তাং গণেশায় বলিমেতেন কল্পয়েৎ । মধ্যে তথা সৰ্ব্ভূতবলিং দদ্যাৎ যথাবিধি ॥ ৫৯
 হ্রীং শ্রীং সৰ্ব্বপদঞ্চোক্ত্বা বিঘ্নকৃত্যন্ততো বদেৎ । সৰ্ব্ভূতেভ্য ইত্যুক্ত্বা হং ফট্ স্বাহা মনুৰ্হতঃ ॥ ৬০
 ততঃ শিবায়ৈ বিধিবৎ বলির্মেকং প্রকল্পয়েৎ । গৃহ্ দেবি মহাভাগে শিরে কালান্নিকৃপিণি ॥ ৬১
 শুভাশুভং ফলং ব্যক্তং ক্রুহি গৃহ্ বলিং তব । মূলমেব বলিঃ পশ্চাৎ শিবায়ৈ নম ইত্যপি ।
 চক্রানুষ্ঠানমেউত্ব তবাগ্রে কথিতং শিবে ॥ ৬২
 চন্দনাশুককস্তুরিবাসিতং স্তমনোহরম্ । পুষ্পং গৃহীত্বা পাণিভ্যাং করকচ্ছপমুদ্রয়া ॥ ৬৩
 নীরা স্বহৃদয়াস্তোজে ধ্যায়েদাদ্যাং পরাংপরাম্ ॥ ৬৪
 সহস্রারে মহাপদ্মে স্তব্ধা ব্রহ্মবদ্ব্যনা । নীরা সানন্দিতাং কৃতা বৃহদ্বিশ্বাসবদ্ব্যনা ।
 দ্বীপাদীপান্তরমিমং তত্র পুষ্পে নিষোজ্য চ ॥ ৬৫
 যন্ত্রে নিধাপয়েন্নরী দৃঢ়ভক্তিসমম্বিতঃ । কৃতাজ্জলিপুটে ভূত্বা প্রার্থয়েদিষ্টদেবতাম্ ॥ ৬৬
 দেবেশি ভক্তিমূলভে পরিবারসমম্বিতে । যাবৎ স্বাং পূজয়িষ্যামি তাবৎ স্বং স্থস্থিরা ভব ॥ ৬৭
 ক্রীমাদ্যো কালিকে দেবি পরিবারাদিভিঃ সহ । ইহাগচ্ছ দ্বিধা প্রোক্ত্বা ইহ তিষ্ঠ দ্বিধা পুনঃ ॥ ৬৮
 ইহ শব্দাং সন্নিধেহি ইহ সন্নিপদান্ততঃ । কৃধ্যস্বপদম্ভাভাষ্য মম পূজাং গৃহাণ চ ॥ ৬৯

বিমিশ্রিত সামিধান স্থাপন করিবে । (৫৪) অগ্রে বাঞ্গায়া, কমলা ও বটুকের পূজা করিয়া মণ্ডলের পূৰ্ণদিকে রক্ষা করিবে । (৫৫) তৎপরে যাং যোগিনীভাঃ স্বাহা এই মন্ত্রে মণ্ডলের যাম্যভাগে যোগিনীগণের উদ্দেশে বলিপ্রদান করিবে । (৫৬) অনন্তর ষড়্ দীৰ্ঘযুক্তাকর উচ্চারণ করিয়া তন্মন্ত্রে মণ্ডলো পশ্চিম দিকে ক্ষেত্রপালের বলি প্রদান করিবে । (৫৭) তৎপরে ষ বর্ণের অন্ত্য বীজ সমুচ্চারণ করত তাহাতে দীৰ্ঘ স্বর ছয়টা চতুর্থীর একবচনযুক্ত গণপতি শব্দ উচ্চারণ করিয়া স্বাহাপদ উচ্চারণ করিবে । (৫৮) অনন্তর উক্ত মন্ত্রে মণ্ডলের উত্তর দিকে গণেশের বলি প্রদান করিয়া মধ্যস্থলে যথাবিধিক্রমে সৰ্ব্ভূতের উদ্দেশে বলি দান করিবে । (৫৯) সৰ্ব্ভূতগণকে বলি দিবার মন্ত্র এই,—হ্রীং শ্রীং সৰ্ব্বপদ উচ্চারণ করিয়া তদন্তে বিঘ্নকৃত্য এই শব্দ পাঠ করিতে হইবে, পরে সৰ্ব্ভূতেভ্যঃ এই মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া হং ফট্ স্বাহা উচ্চারণ করিবে । (৬০) অনন্তর যথাবিধি শিবাকে একটা বলি প্রদানে করিবে, শেষে এই মন্ত্র পাঠ করিবে; হে দেবি! কালস্বরূপিণি! তুমি এই বলি গ্রহণ কর । (৬১) আমাক্ষে কিছু শুভ বা অশুভ ফল ঘটবে, তুমি তাহা প্রকাশ করিয়া বল, এই মন্ত্র পাঠ করিয়া এব বলি শিবায়ৈ নমঃ বজ্রিয়া, বলি প্রদান করিবে, হে শিবে! আমি তোমার নিকটে যথানুষ্ঠানের বিবরণ বলিলাম । (৬২) অনন্তর চন্দন, অশুরু ও কস্তুরি-বাসিত মনোহর পুষ্প কচ্ছপ মুদ্রার দ্বারা হস্তে ধারণ করিয়া উহা স্বকীয় হৃদয় কমলে স্থাপন পূৰ্ব্বক পরাংপর আদ্যা কালীর ধ্যান করিবে । (৬৩-৬৪) অনন্তর সহস্রার নামক মহাপদ্মে স্তব্ধা রূপ ব্রহ্মবদ্ব্য দ্বারা হৃদয়স্থিত ভগবতীকে লইয়া বৃহদ্বিশ্বাসবদ্ব্য তাঁহাকে আনন্দিত করিয়া দীপ হইতে প্রজ্জ্বলিত দীপান্তরের জ্বালায় করস্থিত পুষ্পে দেবীকে স্থাপন করিবে । (৬৫) অনন্তর ভক্তির দৃঢ়তা সহকারে তাঁহাকে যন্ত্রে রক্ষা করিয়া কৃতাজ্জলিপুটে ইষ্টদেবতার সম্মুখে এই প্রার্থনা করিবে । (৬৬) হে দেবেশি! হে ভক্তিমূলভে! আমি যতক্ষণ তোমার পূজা করি, তুমি ততক্ষণ সপরিবারে এই স্থানে স্থিরভাবে অবস্থিত কর । প্রথমে ক্রীং বীজোচ্চারণ করিয়া, হে কালিকে দেবি! তুমি পরিবারবর্গের সহিত ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ

ইখমাবাহনং কৃতা দেব্যাঃ প্রাণান্ প্রতিষ্ঠয়েৎ ॥ ৭০

আং ত্রীং ক্রোং ত্রীং বল্লিজায়াপ্রতিষ্ঠামন্ত্র জৈরিতঃ । অমুখ্যা দেবতায়াম্চ প্রাণা ইহ ততঃ পরম্ ।

প্রাণা ইতি ততঃ পঞ্চবীজানি তদনন্তরম্ ॥

অমুখ্যা জীব ইহ চ স্থিত ইত্যুচ্চরেৎ পুনঃ । পঞ্চবীজাশ্চমুখ্যাশ্চ সর্কেজ্জিহ্বাণি কীৰ্ত্তয়েৎ ॥ ৭২

পুনস্তৎপঞ্চবীজানি অমুখ্যা বচনান্ততঃ । বাঙ মনোনয়নদ্বাৰ্ণশ্রোত্রস্ত্বক্‌পদতো বদেৎ ॥ ৭৩

প্রাণা ইহাগত্য স্ত্বং চিরস্তিষ্ঠন্ত ঠষয়ম্ ॥ ৭৪

ইতি দ্বিধা যন্ত্রমধ্যে লেলিহানাদ্যমুদ্রয়া । সংস্থাপ্য বিধিবৎ প্রাণান্ কৃতাজ্জলিপুটে বদেৎ ॥ ৭৫

আদ্যে কালি স্বাগতস্তে স্ত্বস্বাগতমিদম্ভব । আসনক্ষেদমত্র ত্বয়াগ্নিতাং চ পরমেষ্ঠরি ॥ ৭৬

ততো বিশেষবার্জজৈলজ্জিধা মূলং সমুচ্চরন্ । প্রোক্ষয়েদেবস্ত্বদ্যর্থং বড়লৈঃ সকলীকৃতিঃ ।

দেবতাজ্জ বড়লানাং স্ত্রাসঃ স্ত্রাং সকলীকৃতিঃ । ততঃ সংপূজয়েদেবীং বোড়শৈরুপচারকৈঃ ॥ ৭৭

পাদ্যার্থ্যাচমনীয়ঞ্চ স্নানং বসনভূষণে । গন্ধপুষ্পে ধূপদীপৌ নৈবেদ্যাচমনে তথা ॥ ৭৮

অমৃতকৈব তাধূলং তর্পণঞ্চ নতিক্রিয়া । প্রয়োজয়েদর্চনায়ামুপচারাম্চ বোড়শ ॥ ৭৯

আদ্যাবীজমিদং পাদ্যং দেবতায়ৈ নমঃ পদম্ । পাদ্যাকরগরোদ্দিদ্যাং শিরস্ত্র্যং নিবেদয়েৎ ॥ ৮০

স্বাহাপাদেন মতিমান্ স্বধেত্যাচমনীয়কম্ । মুখে নিষোজয়েৎ মন্ত্রী মধুপৰ্কঃ মুখাষুজে ।

বং স্বধেতি সমুচ্চার্য্য পুনরাচমনীয়কম্ ॥ ৮১

স্নানীয়ং সর্কগাত্রেষু বসনং ভূষণানি চ । নিবেদয়ামি মনুনা দদ্যাদেতানি দেশিকঃ ॥ ৮২

মধ্যমানামিকাতাঞ্চ গন্ধদদ্যাদ্ধূষুজে । নমোহস্তেন চ মন্ত্রেণ বৌষড়ন্তেন পুষ্পকম্ ॥ ৮৩

ইহ তিষ্ঠ ইহ তিষ্ঠ, এই মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া ইহ শব্দের পর সন্নিধেহি এই মন্ত্র পাঠ করতঃ ইহ সন্নিধেহি এই কথা বলিয়া মম পূজা গ্রহণ কর, এই মন্ত্র পাঠ করিতে হইবে। (৬৮৬৯) এইরূপে দেবীর আবাহন করিয়া প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিবে। (৭০) আং ত্রীং ক্রোং ত্রীং স্বাহা আদ্যা কালী দেবতায়াম্ প্রাণা ইহ প্রাণা উচ্চারণ করিয়া তদনন্তর উক্ত পঞ্চবীজ উচ্চারণ করিবে। (৭১) অনন্তর অমুখ্যা দেবতায় জীব ইহস্থিত ইহা উচ্চারণ করিয়া অমুখ্যা সর্কেজ্জিহ্বাণি এই মন্ত্র উচ্চারণ করিবে। (৭২) পুনর্বার পঞ্চবীজ উচ্চারণ করিয়া আদ্যা কালী দেবতায় বাহ্মনোনয়ন শ্রোত্রস্ত্বক্ এই মন্ত্র পাঠ করিবে। (৭৩) অনন্তর প্রাণা ইহাগত্য স্ত্বং চিরং তিষ্ঠন্ত স্বাহা এই মন্ত্র উচ্চারণ করিবে। (৭৪) মন্ত্র মধ্যে প্রাণপ্রতিষ্ঠার মন্ত্র বারত্ৰয় পাঠ করিয়া লেলিহান মুদ্রা দ্বারা প্রাণ প্রতিষ্ঠা সমাপন করিয়া কৃতাজ্জলিপুটে বলিবে। (৭৫) হে আত্মে কালি! তোমার স্বাগত স্ত্বস্বাগত? পরমেষ্ঠরি! এখানে আসন আছে, তুমি এই আসনে উপবেশন কর। (৭৬) অনন্তর দেবতাশুদ্ধির জন্ত মূল মন্ত্রোচ্চারণ পূর্বক বিশেষ অর্ঘ্য জলে তিনবার দেবীর প্রোক্ষণ করিবে; অনন্তর বড়ল স্ত্রাস দ্বারা দেবতার অঙ্গ সকলীকরণ করিবে, পরে বোড়শাচারে দেবীর পূজাক্রম (৭৭) বোড়শ উপচার এই; পাদ্য, অর্ঘ্য আচমনীয়, স্নান, বস্ত্র, ভূষণ, গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ নৈবেদ্য, পুনরাচমনীয়, অমৃত, তাধূল, তর্পণ ও নমস্কার। (৭৮৭৯) প্রথমে আদ্যা বীজ উচ্চারণ করিয়া পরে ইদং পদ্যং কালিকায়ৈ দেবতায়ৈ নমঃ এই মন্ত্র পাঠ করত দেবীর চরণ দ্বয়ে উহা প্রদান করিবে। (৮০) অনন্তর স্বাহা মন্ত্রে অর্ঘ্য নিবেদন করিয়া, স্বধামন্ত্রে আচমনীয় মুখে প্রদান করিবে মধুপৰ্কও ঐ মন্ত্রে মুখে দিবার নিয়ম, পশ্চাৎ বং মন্ত্রের পর স্বধা পদ উচ্চারণ করিয়া পুনরাচমনীয় দেবীর মুখে প্রদান করিবে। (৮১) অনন্তর নিবেদয়ামি এই মন্ত্রে দেবীর সর্কাজে স্নানীয় জল প্রদান এবং বসন ভূষণ প্রদান করিবে। (৮২) অনন্তর মন্ত্রের অন্তে নমঃ শব্দ যোগ করিয়া মধ্যমা ও অনামিকার দ্বারা দেবীর হৃদয়াষুজে গন্ধ দান করিবে, বৌষট্-মন্ত্রে পুষ্পদানের বিধি। (৮৩) পশ্চাৎ সমুখে ধূপদীপ প্রজ্জালিত করিয়া প্রোক্ষণাদি দ্বারা

ধূপদীপৌ চ পুরতঃ সংস্থাপ্য প্রোক্ষণাদিভিঃ । নিবেদয়ামি মন্ত্রেণ উৎসর্গ্য তদনন্তরম্ ॥ ৮৪ ॥
 জয়ধ্বনিমন্ত্রমাতঃ স্বাহেতিমন্ত্রপূর্বকম্ । সংপূজ্য ঘটং বামেন বাদায়ন দক্ষিণেন তু ॥ ৮৫ ॥
 ধূপং গৃহীত্বা মতিমান্ নাসিকান্থো নিবোধয়েৎ । দীপস্ত দৃষ্টিপর্যন্তং দশধা ত্রায়য়েৎ পুনঃ ॥ ৮৬ ॥
 ততঃ পাত্রঞ্চ শুদ্ধিঞ্চ সমাদার করষয়ে । মূলং সমুচ্চরন মন্ত্রী যন্ত্রমধ্যে নিবেদয়েৎ ॥ ৮৭ ॥
 পরমং বাক্যগীকরনং কোটিকল্পান্তকারিণি । গৃহাণ শুদ্ধিসহিতম্ দেহি যে মোক্ষমব্যয়ম্ ॥ ৮৮ ॥
 ততঃ সামান্ত্রবিবিনা পুরতো মণ্ডলং লিখেৎ । তন্ত্রোপরি ত্রয়েৎ পাত্রং নৈবেদ্যপরিপূরিতম্ ॥ ৮৯ ॥
 প্রোক্ষণঞ্চাবগুণ্ডঞ্চ রক্ষণঞ্চামৃতীকৃতম্ । মূলেন সপ্তধামন্য অর্থ্যাভির্বিনিবেদয়েৎ ॥ ৯০ ॥
 মূলমেতত্ত্ব সিদ্ধায় সর্কোপকরণাঘ্রিতম্ । নিবেদয়ামীষ্টদেবৈ জুবাণেদং হবিঃ শিবে ॥ ৯১ ॥
 ততঃ প্রাণাদিমুদ্রাভিঃ পঞ্চভিঃ প্রাশয়েদ্ধবিঃ ॥ ৯২ ॥
 বামে ঈনবেদ্যমুদ্রাঞ্চ বিকচোৎপলসন্নিভাম্ । দর্শয়েন্মূলমন্ত্রেণ পানার্থং তীর্থপূরিতম্ ॥ ৯৩ ॥
 কলসং বিনিবেদ্য ত্ব পুনরাচমনীয়কম্ । ততঃ ত্রীপাত্রসংস্থানামূতেন তর্পয়েৎ ত্রিধা ॥ ৯৪ ॥
 উত্তমাস্তং হৃদাধারপাদসর্কোপকরণে চ । পঞ্চপুষ্পাজলান্বদ্বা মূলমন্ত্রেণ দেশিকঃ ॥ ৯৫ ॥
 কৃত্তাঞ্চলিপুটো ভূত্বা প্রার্থয়েদিষ্টদেবতাম্ । তবাবরণদেবাংশ্চ পূজয়ামি নমোবদেৎ ॥ ৯৬ ॥
 অগ্নিস্বীকৃতমশপূরিতঃ পৃষ্ঠতঃ ক্রমাৎ । ষড়ঙ্গানি চ সংপূজ্য গুরুপুংস্ত্রীঃ সমর্চয়েৎ ॥ ৯৭ ॥
 গুরুঞ্চ পরমাদিঞ্চ পরাপরগুরুস্তথা । পরমেষ্ঠীগুরুঞ্চৈব যজ্ঞেৎ কুলগুরুনিয়ান্ ॥ ৯৮ ॥
 গুরুপাত্রামূতেনৈব ত্রিহস্তপূর্ণমাচরেৎ । ততৌহিষ্টদলমধ্যে তু পূজয়েদষ্টনায়িকাঃ ॥ ৯৯ ॥
 মঙ্গলা বিজয়া ভদ্রা জয়ন্তী চাপরাজিতা । নন্দিনী নারসিংহী চ কোন্মারীতাত্মমাতরঃ ॥ ১০০ ॥

শোভিত করিয়া মন্ত্রের শেষে নিবেদয়ামি এই পদ উচ্চারণে উৎসর্গ করিবে। (৮৪) অনন্তর সাধক জয়ধ্বনি মন্ত্রে মাতঃ স্বাহা এই কথা বলিয়া ঘটের পূজা করিয়া বামহস্তে ধারণ পূর্বক বাজাইতে বাজাইতে দক্ষিণ হস্তস্থিত ধূপত্রাণ দেবীর নাসিকার নিম্নে প্রদান করিবে, দীপ গ্রহণ করিয়া দেবীর চরণ হইতে চক্ষু পর্য্যন্ত দশবার ত্রায়মাণ করিতে হয়। (৮৫ ৮৬) অনন্তর পানপাত্র এবং শুদ্ধি, হস্তধরে ধারণ করিয়া মূলমন্ত্র পাঠ পূর্বক দেবী কালিকাকে যন্ত্রমধ্যে নিবেদন করিবে। (৮৭) (তদবসানে প্রার্থনা) জননি! তুমি কোটি কোটি কল্পের অবসান করিয়া থাক, অতএব শুদ্ধির সহিত এই মন্ত্র তোমাকে প্রদান করিতেছি, গ্রহণ করিয়া আমাকে অব্যয় মোক্ষ পদ প্রদান কর। (৮৮) অনন্তর সামান্ত্র বিধানানুসারে সম্মুখে মণ্ডল লিখিয়া তাহাতে নৈবেদ্যপূর্ণ পাত্র সংস্থাপন করিবে। (৮৯) পরে উহা প্রোক্ষণ, অবগুণ্ঠন, রক্ষণ ও অমৃতীকরণ করিয়া মূলমন্ত্র দ্বারা সপ্তবার অভিমুখিত করত অর্থ্য জলে উহা দেবীকে নিবেদন করিবে। (৯০) প্রথমে মূল মন্ত্রোচ্চারণ করিয়া সর্কোপকরণাঘ্রিত সিদ্ধায় ইষ্টদেবতায় এই মন্ত্র পাঠ করিয়া শিবে ইদং হবিঃ যুগ্ম এই মন্ত্র পাঠ করিতে হইবে। (৯১) অনন্তর প্রাণাদি মুদ্রা দ্বারা প্রাণায় স্বাহা অপানায় স্বাহা সমানায় স্বাহা উদানায় স্বাহা ও ব্যানায় স্বাহা এই পঞ্চ মন্ত্রোচ্চারণে দেবীকে হবিঃ প্রদান করিবে। (৯২) পশ্চাৎ বামকরে প্রথম পঞ্চঙ্গসন্নিভ নৈবেদ্য মুদ্রা প্রদর্শন করাইয়া মূলমন্ত্রে মন্ত্রপূর্ণ কলস পানার্থে নিবেদন করিবে, পশ্চাৎ ত্রীপাত্রস্থ অমৃত দ্বারা বারজয় তর্পণ করিবে। (৯৩ ৯৪) অবশেষে সাধক মূলমন্ত্রে দেবীর মস্তক, হৃদয়, চরণ, এবং সর্কোপকরণে পঞ্চ পুষ্পাজল প্রদান করিবে। (৯৫) তৎপরে কৃত্তাঞ্চলিপুটে ইষ্টদেবতার নিকটে প্রার্থনা করিয়া তব আবরণ দেবান্ পূজয়ামি এই মন্ত্র পাঠ করিবে। (৯৬) অনন্তর মন্ত্রের অগ্নি, নৈঋত, বায়ু, ঈশান, সম্মুখ ও পশ্চাত্তাঙ্গে যথাক্রমে ষড়ঙ্গের পূজা করিয়া গুরুপতির অর্চনা করিবে (৯৭) গুরু, পরমাদি, পরাপরগুরু, পরমেষ্ঠী গুরু এবং কুলগুরু অর্চনা করিবে। (৯৮) তদনন্তর পাত্রস্থিত অমৃত দ্বারা গুরু তর্পণ করিবে, পরে অষ্টদল মধ্যে অষ্টনায়িকার পূজা। (৯৯)

দলাগ্রেযু যজ্ঞেদষ্টভৈরবান্ সাধকোত্তমঃ ॥ ১০১

অসিতাক্ষো রুদ্রচণ্ডঃ ক্রোধোন্মত্তো ভয়ঙ্করঃ । কলাপী ভীষণশ্চৈব সংহারোষ্ঠৌ চ ভৈরবঃ ॥ ১০২

ইন্দ্রাদিদশদিক্‌পালান্ ভূপুরান্তঃ প্রপূজয়েৎ । তেবামন্ত্রাণি তদ্বাহে পূজয়েৎ তর্পয়েত্ততঃ ॥ ১০৩

সর্কোপচারৈঃ সংপূজ্য বলিং দদ্যাৎ সমাহিতঃ ॥ ২০৪

মৃগশ্চাগশ্চ মেঘশ্চ লুলাপঃ শূকরস্তথা । শল্লকীশশকো গোধা কূর্ম্মঃ খড়্গী দশ নৃতাঃ ॥ ১০৫

অত্থানপি পশুন্ দদ্যাৎ সাধকেচ্ছাহসারতঃ ॥ ১০৬

শ্ললক্ষণং পশুং দেব্যা অগ্রে সংস্থাপ্য মন্ত্রবিৎ । অর্ঘ্যোদকেন সংপ্রোক্ষ্য ধেনু মুদ্রামৃতীকৃতম্ ॥ ১০৭

কৃদ্ধা ছাগায় পশবে নম ইত্যমুনা স্বধীঃ । সংপূজ্য গন্ধসিন্দূরপুষ্পনৈবেদ্যপায়সা ।

গায়ত্রীন্দক্ষিণে কর্ণে জপেৎ পাপপ্ৰতিমোচনীম্ ॥ ১০৮

পশুপাশায় শব্দান্তে বিদ্বাহে পদমুচ্চরেৎ । বিশ্বকর্মেণ চ পদাং ধীমহীতি পদং বদেৎ ॥ ১০৯

ততশ্চোদীরয়েন মন্ত্রী তন্নোজীব প্রোচোদয়াৎ ॥ এষা তু পশুগায়ত্রী পশুপাশবিমোচনী ॥ ১১০

ততঃ খড়্গাং সমাদায় কুর্চবীজেন পূজয়েৎ । তদগ্রমধ্যমূলেব্ ক্রমশঃ পূজয়েদিমান্ ॥ ১১১

বাগীশ্বরীঞ্চ ব্রহ্মাণং লক্ষ্মীনারায়ণৌ ততঃ । উমামহেশ্বরৌ মূলে পূজয়েৎ সাধকোত্তমঃ ॥ ১১২

অনন্তরং ব্রহ্মবিষ্ণুশিবশক্তিমুতায় চ । খড়্গায় নমঃ ইত্যন্ত মমুনা খড়্গপূজনম্ ॥ ১১৩

মহাবাকোনে চোৎসজ্য কৃতাজ্জলিপুটে বদেৎ । যথোক্তেন বিধানেন তুভ্যমন্ত সমর্পিতম্ ॥ ১১৪

ইথং নিবেদ্য চ পশুং ভূমিসংস্থত্ব কারয়েৎ ॥ ১১৫

দেবীভাবপরো ভূষা ইত্যন্তীত্রপ্রহারতঃ । স্বয়ম্বা ভ্রাতৃপুত্রৈর্কী ভ্রাতা বা স্তনুদৈব বা ।

সপিণ্ডোনাথবাচ্ছেদ্যো নারিপক্ষং নিযোজয়েৎ ॥ ১১৬

তঁাহাদের নাম,—মঙ্গলা, বিজয়া ভদ্রা, জয়ন্তী, অপরাজিতা, নন্দিনী, নারসিংহী এবং কোমারী (১০০) দলাগ্রে অষ্ট ভৈরবের পূজা করা বিজ্ঞ সাধকের কর্তব্য। (১০১) ভৈরবগণের নাম, অসিতাক্ষ, রুদ্র, চণ্ড, ক্রোধোন্মত্ত, ভয়ঙ্কর, কলাপী, ভীষণ ও সংহার, এই অষ্ট ভৈরব। (১০২) অনন্তর আদিত্যে প্রণব এবং অন্তে নমঃ এই মন্ত্র দ্বারা ইন্দ্রাদি দশদিক্‌পালগণের অর্চনা করিয়া তদ্বাহ প্রদেশে তঁাহাদের অন্তঃগণের পূজা করিবে। (১০৩) শেষে সর্কোপচারে পূজা করিয়া সমাহিতচিত্তে বলিপ্রদান করিবে। (১০৪) বলিদানের পক্ষে মৃগ, ছাগ, মেঘ, মহিষ, শূকর শল্লকী, শশক, গোধা কূর্ম্ম ও গণ্ডার এই দশবিধ পশুই প্রশস্ত। (১০৫) সাধক, ইচ্ছা করিলে অপর পশুও বলিদান করিতে পারে। (১০৬) মন্ত্রবিৎ সাধক শ্ললক্ষণ পশুকে দেবীর অগ্রে স্থাপন করিয়া অর্ঘ্যজলে প্রোক্ষিত করিয়া ধেনু মুদ্রার অমৃতীকরণ করত ছাগকে পশবে নমঃ এই মন্ত্রোচ্চারণে গন্ধ, সিন্দূর, পুষ্প নৈবেদ্য ও জল দ্বারা পূজা করিবে, অনন্তর পশুর কর্ণে পাপ-বিমোচনী গায়ত্রী উচ্চারণ করিবে। (১০৭।১০৮) উক্ত গায়ত্রী এই প্রকার, প্রথমে পশু পাশায় শব্দ উচ্চারণ করিয়া পরে বিশ্বকর্মেণ পদযোজনা করিয়া ধীমহি পদ প্রয়োগ করত তন্নোজীব প্রোচোদয়াৎ এই মন্ত্র উচ্চারণ করিবে। (১০৯।১১০) অনন্তর খড়্গাধারণ করিয়া কুর্চ বীজে পূজা করত যথাক্রমে খড়্গের অগ্রে মধ্যে মূলদেশে পূজা করিবে। ১১১ খড়্গের অগ্রভাগে বাগীশ্বরী ও ব্রহ্মা, মধ্যে লক্ষ্মীনারায়ণের এবং মূলে উমামহেশ্বরের পূজা করিবে (১১২) অনন্তর ব্রহ্মবিষ্ণুশিবশক্তিমুতায় খড়্গায় এই মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক খড়্গের পূজা করিবে। (১১৩) শেষে মহাবাক্য উচ্চারণ পূর্ব্বক পশু উৎসর্গ করিয়া কৃতাজ্জলিপুটে যথোক্ত বিধানানুসারে তুভ্যমন্ত সমর্পিতং এই মন্ত্র পাঠ করত পশু বলি প্রদান করিয়া দেবীভক্তিপরায়ণ হইয়া ভীত্র প্রহারে পশুর প্রাণবধ করিবে : স্বয়ং, ভ্রাতা, ভ্রাতৃপুত্র, স্তনুদৈব বা সপিণ্ড হস্তে পশুর প্রাণসংহার করা কর্তব্য শত্রুহন্তে সংহার হওয়া উচিত নহে। (১১৪ ১১৫ ১১৬) অনন্তর কবোক্ষ ঋধিরবলি ও বটকেভো

ততঃ কবোক্ষং কুধিরং বটুকৈভ্যাং বলিং হয়েৎ । সপ্রদীপশীর্ষবলিনমো দেবীং নিবেদয়েৎ ॥ ১১৭,
এবঃ বলিবিধিঃ প্রোক্তঃ কৌলিকানাং কুলার্চনে । অথথা দেবতাপ্রীতিজ্জায়তে ন কদাচন ॥ ১১৮
ততো হোমং প্রকুর্ষীত তদ্বিধানং শৃণু প্রিয়ে ॥ ১১৯
স্বদক্ষিণে বালুকান্তির্মণ্ডলং চতুরঙ্গকম্ । চতুর্হস্তপরিমিতং কৃৎস্না মূলেন বীক্ষণম্ ।
অস্ত্রেণ তাড়য়িত্বা চ তেনৈব প্রোক্ষণং চরেৎ ॥ ১২০
কুর্চ্চবীজেনাবশুষ্ঠ্য দেবতানামপূর্বকম্ । স্থণ্ডিলায় নম ইতি যজ্ঞে সাধকসত্তমঃ ॥ ১২১
প্রাগগ্রা উদগ্রগ্রাশ্চ রেখাঃ প্রাদেশসংমিতাঃ । তিস্রস্তি শ্রাবিধাতব্যান্তত্র সংপূজয়েদিমান্ ॥ ১২২
প্রাগগ্রাস্ত্র চ রেখাস্ত্র মুকুন্দেশপুরন্দরান্ । ব্রহ্মবৈবস্বতেন্দুশ্চ উত্তরাগ্রাস্ত্র পূজয়েৎ ॥ ১২৩
ততঃ স্থণ্ডিলমধ্যে তু হসোঃগর্ভং ত্রিকোণকম্ । ষট্‌কোণং তদ্বহির্ভূতং ততোহষ্টদলপঙ্কজম্ ।
ভূপুরস্তদ্বহির্বিদ্বান্ বিলিখেদযন্ত্রমুক্তম্ ॥ ১২৪
মূলেন পুষ্পাঞ্জলিনা সংপূজ্য প্রণবেন তু । হোমদ্রব্যাদি সংপ্রোক্ষ্য কর্ণিকারায় যজ্ঞে স্তুধীঃ ।
মারামাধারশক্ত্যাদীন প্রত্যেকং বা প্রপূজয়েৎ ॥ ১২৫
ঋদ্ধাদিকোণে ধর্ম্মং জ্ঞানং বৈরাগ্যমেব চ । ঐশ্বর্য্যং পূজয়িত্বা তু পূর্বাদিষু দিশাং ক্রমাৎ ॥ ১২৬
অধর্ম্মমজ্ঞানমিতি অবৈরাগ্যমনস্তরম্ । অনৈশ্বর্য্যং যজ্ঞেন্দ্রী মধ্যোহনস্তৃক্ষপদ্যকম্ ॥ ১২৭
কলাসহিতস্ব্যস্ত্র তথা সোমস্ত্র মণ্ডলম্ । প্রাগাদিকেশরেষু মধ্যো চৈতাঃ প্রপূজয়েৎ ॥ ১২৮
পীতা শ্বেতারুণা কৃষ্ণা ধূম্রা তীত্রা তথৈব চ । ক্ষুলিজিনী চ রুচিরা জলিনীতি তথা ক্রমাৎ ॥ ১২৯
প্রণবাদিনমোহন্তেন সর্ব্বত্র পূজনং চরেৎ । বংরক্কোরাসনায়েতি নমোহন্তেন প্রপূজয়েৎ ॥ ১৩০

নমঃ এই মন্ত্রে সপ্তদীপ শীর্ষবলি দেবীকে নিবেদন করিবে। (১১৭) কৌলিক ব্যক্তিদিগের কুলার্চনসম্বন্ধে এই বলিদানের বিধি বলিলাম, বলিদান ব্যতিরেকে অথ প্রকার অল্পটানে দেবতার প্রীতিসাধন হয় না। (১১৮) হে প্রিয়ে! তদনন্তর হোম কার্য্য করিতে হইবে, তদ্বিবরণ বলিতেছি, শ্রবণ কর। (১১৯) আপনার দক্ষিণ দিকে বালুকা দ্বারা চতুর্হস্তপরিমিত চতুষ্কোণ মণ্ডল রচনা করিয়া মূলমন্ত্র দ্বারা তদ্বীক্ষণ করত ফট্‌ মন্ত্রে তাড়িত করিয়া উক্ত মন্ত্রে প্রোক্ষণ করিবে। (১২০) সাধকসত্তম কুর্চ্চ বীজ দ্বারা মণ্ডল বেষ্টন করত দেবতার নামোচ্চারণে স্থণ্ডিলায় নমঃ এই মন্ত্রে পূজা করিবে। (১২১) অনন্তর স্থণ্ডিলে প্রাদেশপরিমিত তিনটি প্রাগগ্রা ও তিনটি উদগ্র রেখা রচিত করিয়া তাহাতে নিম্নলিখিত দেবতাগণের অর্চনা করিবে। (১২২) প্রাগগ্রা রেখা তিনটির উপরিভাগে যথাক্রমে বিষ্ণু, শিব ও ইন্দ্র এবং উদগ্র রেখা তিনটির উপরিভাগে ব্রহ্মা যম ও ইন্দ্রেয় অর্চনা করিবে। (১২৩) তৎপরে স্থণ্ডিলে ত্রিকোণমণ্ডল রচনা করিয়া তাহাতে হসোঃ এই শব্দ লিখিবে, অনন্তর ত্রিকোণের বহির্ভাগে ষট্‌কোণ ও তদ্বহির্ভাগে বৃত্ত রচনা করিয়া বহিঃপ্রদেশে অষ্টদল পদ্ম লিখিবে, যন্ত্র পূজার ব্যবস্থা এই প্রকার। (১২৫) অনন্তর মূলমন্ত্র পাঠ করিয়া প্রণবোচ্চারণে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করত হোম দ্রব্য দ্বারা প্রোক্ষিত করিয়া অষ্টদল পদ্মের বীজকোশে মায়াবীজ উচ্চারণে আধার শক্তি সকলের অথবা প্রত্যেকের স্বতন্ত্র পূজা করিবে। (১২৫) যন্ত্রের অগ্নিকোণ হইতে আরম্ভ করিয়া যথাক্রমে চতুষ্কোণে ধর্ম্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য ও ঐশ্বর্য্যের পূজা করিয়া মধ্যভাগে অনন্ত ও প্রায়ের পূজা করিবে! (১২৬-১২৮) ঋচ্চাৎ স্বর্য্যমণ্ডলায় দ্বাদশ কলায়নে নমঃ, সোমমণ্ডলায় ষোড়শ-কলায়নে নমঃ এই মন্ত্রে কলাসহিত স্বর্য্য ও সোমমণ্ডলের পূজা করিয়া প্রাগাদিকেশর মধ্যো নিম্নলিখিত দেবতাগণের পূজা করিবে। (১২৮) শ্বেতা, অরুণা, কৃষ্ণা, ধূম্রা, তীত্রা, ক্ষুলিজিনী রুচিরা ও জলিনীর যথাক্রমে পূজা করিবে! (১২৯) পূজাস্থানে সর্ব্বত্রই দেবতার নামোচ্চারণের আদিতে প্রণব এবং অন্তে নমঃ ব্যবহার করিতে হয়, এই নিয়মে যন্ত্র মধ্যো

বাগীশ্বরীমূর্ত্যাতাং নীলেন্দীবরলোচনাম্ । বাগীশ্বরেণ সংযুক্তাং ধ্যায়া মদ্বী তদাসনে ॥ ১৩১

মায়ায় ভৌ প্রপূজ্যাহ বিবিবহ্নিমানয়েৎ । মূলেন বীক্ষণং কৃৎবা কটাবাহনমাচরেৎ ॥ ১৩২

প্রণবং চ ততো বহ্নেৰ্বোপগীঠায় স্বয়ম্ভুঃ । যন্ত্রে, পীঠং পূজয়িত্বা দিক্ চৈতাঃ প্রপূজয়েৎ ।

নামা জ্যোষ্ঠা তথা রৌদ্রী অধিকৈতি যথাক্রমাৎ ॥ ১৩৩

ততোহমুক্যা দেবতায়াঃ স্থণ্ডিলায় নমঃ পদম্ । ইতি স্থণ্ডিলমাপূজ্য তন্মধ্যে মূলরূপিনীম্ ॥ ১৩৪

ধ্যাত্বা বাগীশ্বরীং দবীং বহ্নিবীজপুরুঃসরম্ । বহ্নিমুক্ত্য মূলান্তে কুর্চমন্ত্রং সমুচ্চরন্ ॥ ১৩৫

ক্রবাদেভ্যো বহ্নিজায়াং ক্রবাদাংশং পরিত্যজেৎ । অস্ত্রেণ বহ্নিমুনীক্য কুর্চেনৈবাবশুষ্ঠয়েৎ ॥ ১৩৬

বেনা চৈবামৃতীকৃত্য হস্তাভ্যামগ্নিমুদ্রয়েৎ । প্রদক্ষিণাক্রমেণাগ্নিং ভ্রাময়ন্ স্থণ্ডিলোপরি ॥ ১৩৭

ত্রিবা জাহ্নুশৃংগুভূমিঃ শিববীজং বিচিত্রয়ন্ । আয়নোতিমুখীকৃত্য বোনিষন্ত্রে নিবোজয়েৎ ॥ ১৩৮

ততো মায়াং সমুচ্চাৰ্য বহ্নিমুষ্টিঞ্চ ধ্যেয়তাম্ । নমোহস্তেন প্রপূজ্যাহ রং বহ্নিপরতঃ স্বধীঃ ।

চৈতন্তায় নমো বহ্নেচৈতন্তয়ং পরিপূজয়েৎ ॥ ১৩৯

মনসা বহ্নিমুষ্টিঞ্চ চৈতন্তয়ং পরিকল্প্য চ । প্রজ্ঞালয়েত্ততো বহ্নিং মন্ত্রেণানেন মন্ত্রবিৎ ॥ ১৪০

প্রণবং পূর্বমুক্ত্য চিৎপিঙ্গলপদস্তথা । হনঃসং দহ দহ পচ পচেতি ততো বদেৎ ॥ ১৪১

সর্বজ্ঞাজ্ঞাপয় স্বাহা বহ্নি প্রজ্ঞালনে মনুঃ । ততঃ কৃতাজ্জলিভূত্বা প্রকুর্ধ্যাদগ্নিবন্দনম্ ॥ ১৪২

অগ্নিং প্রজ্ঞালিতং বন্দে জাতবেদং হতাশনম্ । স্তবর্ণবর্ণমমলং সমিদ্ধং সর্বতোমুখম্ ॥ ১৪৩

ইতাপস্থাপ্য দহনং ছাদয়েৎ স্থণ্ডিলং কুশৈঃ । শ্বেষ্টনামা বহ্নিনাম কৃৎবাভ্যর্চনমাচরেৎ ॥ ১৪৫

ওঁ বহ্নেয়াসনায় নমঃ এই মন্ত্রে বহ্নির আসন পূজা করিবে। (১৩০) অনন্তর মন্ত্রজ্ঞ সাধক ঋতুস্নাতা নীলকলমলোচনা বাগীশ্বরীকে বাগীশ্বরের সহিত বহ্নিপীঠে ধ্যান করিবে। (১৩১) মায়াবীজে তাঁহাদের উভয়ের পূজা করিয়া অনন্তর যথাবিধি অগ্নি সমানয়ন পূর্বক অগ্নিবীক্ষণ করতঃ ফট্ মন্ত্রে আবাহন করিবে। (১৩২) তদবসানে প্রণবোচ্চারণে বহ্নেৰ্বোপগীঠায় ইহা উচ্চারণ করিয়া নমঃ প্রয়োগ পূর্বক বহ্নিপীঠের পূজা ও তদনন্তর পূর্বদিক্ হইতে আরম্ভ করিয়া যথাক্রমে বামা, জ্যোষ্ঠা, রৌদ্রী ও অধিকার পূজা করিবে। (১৩৩) অনন্তর অমুক্যা দেবতায়াঃ স্থণ্ডিলায় নমঃ এই মন্ত্রে স্থণ্ডিল পূজা করিয়া তাহারে মূল-দেবতারূপিণী বাগীশ্বরীর পূজা করিবে। (১৩৪) উক্ত দেশীয় ধ্যান করিয়া, রং এবং বহ্নিবীজ উচ্চারণ পূর্বক অগ্নি উদ্ধৃত করিয়া মূলমন্ত্র পাঠের পর কুর্চবীজ পাঠ করিবে। (১৩৫) অনন্তর ক্রবাদেভ্য উচ্চারণ করিয়া স্বাহা মন্ত্র পাঠ পূর্বক ক্রবাদাংশ পরিত্যাগ করিবে, পরে অস্ত্রবীজে অগ্নিবীক্ষণ করত কুর্চবীজে বহ্নিবেষ্টন করিবে। (১৩৬) অনন্তর ধেমুদ্রা দ্বারা অমৃতীকরণ পূর্বক দুই হস্ত দ্বারা অগ্নি উদ্ধৃত করিয়া প্রদক্ষিণক্রমে উহাকে স্থণ্ডিলোপরি ভ্রামিত করিবে। (১৩৭) তৎপরে জাহ্নুদ্বারা তিনবার ভূমিশ্পর্শ করিয়া শিববীজ চিন্তা করত নিজাতিমুখে যো নিষন্ত্রোপরি উহাকে স্থাপিত করিবে। (১৩৮) পরে মায়াবীজ উচ্চারণ করিয়া অস্ত্রে নমঃ শব্দ প্রয়োগ করত চতুর্থী বিভক্তির এক বচনান্ত বহ্নিমুষ্টি শ্লোকোচ্চারণে তাঁহার পূজা করিবে এবং রং বহ্নি চৈতন্তায় নমঃ বলিয়া বহ্নি চৈতন্তের অর্চনা করিবে। (১৩৯) অনন্তর মন্ত্রবৎ সাধক মনোমধ্যে নমো ময়ে বহ্নিমুষ্টি ও বহ্নি চৈতন্তের কল্পনা করিয়া পশ্চাদ্ধৃত মন্ত্রে বহ্নি প্রজ্ঞালিত করিবে। (১৪০) প্রথমে প্রণবোচ্চারণ করিয়া চিৎপিঙ্গলপদ, তৎপরে হন হন পরে দহ দহ, অবশেষে পচপচ মন্ত্র পাঠ করিবে। (১৪১) অনন্তর সর্বজ্ঞাজ্ঞাপয় স্বাহা এই মন্ত্র উচ্চারণে বহ্নি প্রজ্ঞালন করিবে, পশ্চাৎ কৃতাজ্জলিগুটে অগ্নিকে বন্দনা করিবে। (১৪২) বন্দনার মন্ত্র এই ;—অগ্নিং প্রজ্ঞালিতং বন্দে জাতবেদং হতাশনং । স্তবর্ণবর্ণমমলং সমিদ্ধং সর্বতোমুখং । অর্থ ;—প্রজ্ঞালিত স্তবর্ণ ভূত্বা নির্মল দীপ্তিমান্ ও সর্বতোমুখ জাতবেদ হতাশনকে বন্দনা করি। (১৪৩) অনন্তর বহ্নি স্থাপন করিয়া কুশ দ্বারা স্থণ্ডিলাচ্ছাদন করিবে, পরে স্বকীয় ইষ্টদেবতার

তারো বৈশ্বানরপদাং জাতবেদপদং বদেৎ । ইহাবহাবহেতুক্তা লোহিতাক্ষপদান্তরম্ ॥ ১৪৫
 সর্ষকর্মাণি পদতঃ সাধয়ান্তেহগ্নিবল্লাভা । ইত্যভ্যর্চ্য হিরণ্যাদিসপ্তজিহ্বাঃ প্রপূজয়েৎ ॥ ১৪৬
 সহস্রার্চিঃপদং গ্ৰেহন্ত্য হৃদয়ায় নমো বদেৎ । বড়ঙ্গং পূজয়েৎক্লেস্ততো মৃত্তীর্ষজ্ঞেং স্ত্রধীঃ ॥ ১৪৭
 জাতবেদাঃ প্রভৃতয়ো মূর্ত্তয়োহষ্টৌ প্রকীৰ্ত্তিতাঃ ॥ ১৪৮
 ততো যজ্ঞেদষ্টশক্ৰীত্রীক্ষাদ্যাস্তদনস্তরম্ । পদ্মাদ্যষ্টানিধীনিষ্টান্ যজ্ঞেদিজ্ঞাদিদিব্ধপতীন ॥ ১৪৯
 বজ্রাদ্যস্ত্রাণি সংপূজ্য প্রাদেশপরিমাণকম্ । কুশপত্রদ্বয়ং নীচা দ্ব্যতমধ্যে নিধাপয়েৎ ॥ ১৫০
 বামে ধ্যায়ৈর্দিড়াং নাড়ীং পিঙ্গলাং দক্ষিণে তথা । মধ্যে স্ত্রুয়াং সক্ষিত্য দক্ষভাগাৎ সমাহিতঃ ॥ ১৫১
 আজ্যং গৃহীত্বা মতিমান্ দক্ষনেত্রে হতাশিতুঃ । মস্ত্রেনাগেনে জুহুয়াং প্রণবান্তেহগ্নয়ে পদম্ ॥ ১৫২
 স্বাহান্তো মনুয়াখ্যাতো বামভাগাক্ষবিহরেৎ । বামনেত্রে হনেৎক্লেরোংসোমায় দ্বিঠোমম্ ॥ ১৫৩
 মধ্যাদাজ্যং সমানীয় ললাটে হবনং চরেৎ । অগ্নীসৌম্যো সপ্রণবৌ তুর্ধ্যদ্বিবচনাযিতৌ ॥ ১৫৪
 স্বাহান্তোহগ্নং মমুঃ প্রোক্তঃ পুনর্দক্ষিণতো হবিঃ । গৃহীত্বা নমসা মন্ত্রী প্রণবং পূর্বমুচ্চরেৎ ॥ ১৫৫
 অগ্নয়ে চ স্থিষ্টকৃতে বহ্নিকান্তাং ততো বদেৎ । অনেন বহ্নিবদনে জুহুয়াং সাধকোত্তমঃ ।
 তুতুর্বঃ স্বর্ধিঠাস্তেন ব্যাহতান্ হোমমাচরেৎ ॥ ১৫৬
 তারো বৈশ্বানরপদাং জাতবেদ ইহাবহাবহলোহি পদান্তে চ তাক্ষসর্ষপদং বদেৎ ।
 কর্মাণি সাধয় স্বাহা ত্রিধানেনাতুতীর্হরেৎ ॥ ১৫৭
 ততোহগ্নৌ স্বেষ্টমাবাহ পীঠাদ্যোঃ সহ পূজনম্ । কৃত্বা স্বাহাস্তমমুনা মূলেন পঞ্চবিংশতীঃ ॥ ১৫৮

নামোচ্চারণ করিয়া বহ্নির নাম করতঃ অভ্যর্চনা করিবে। (১৪৪) প্রথমে প্রণব, পরে বৈশ্বা
 নর, পশ্চাৎ জাতবেদ উচ্চারণ করিবে, তদন্তে ইহাবহাবহ মস্ত্রে লোহিতাক্ষ পদের উচ্চারণ
 করিতে হইবে। (১৪৫) অনস্তর সর্ষ কর্মাণি এই পদ উচ্চারণ করিয়া তদন্তে সাধয় পদ যোজনা
 করত অগ্নিবল্লাভ স্বাহার নামোচ্চারণ পূর্বক অভ্যর্চনা করিয়া হিরণ্যাদি সপ্তজিহ্বার পূজা করিবে।
 (১৪৬) অনস্তর স্ত্রধী সাধক, চতুর্থাং একবচনান্ত সহস্রার্চি শব্দের অন্তে হৃদয়ায় নম বলিয়া
 বহ্নির হৃদয়, বড়ঙ্গ ও মূর্ত্তির পূজা করিবে। ১৪৭ বহ্নির জাতবেদ ইত্যাদি অষ্ট মূর্ত্তির কথা
 পূর্বেই উক্ত হইয়াছে। (১৪৮) অনস্তর ত্রাক্ষী প্রভৃতি অষ্টশক্তির পূজা করিবে, পরে পদ্মাদি
 অষ্টনিধির অর্চনা করিয়া ইজ্ঞাদি দশদিব্ধ পালের পূজা করিবে। (১৪৯) পরে দিব্ধপালগণের
 বজ্রাদি অস্ত্র সমূহের পূজা করিয়া প্রাদেশপ্রমাণ কুশপত্রদ্বয় গ্রহণ করিয়া দ্ব্যতমধ্যে স্থাপিত
 করিবে। (১৫০) দ্ব্যতের বামাংশে ইড়া, দক্ষিণে পিঙ্গলা ও মধ্যে স্ত্রুয়ার চিন্তা করিয়া সমাহিত
 মনে দক্ষিণ ভাগ হইতে আজ্য গ্রহণ করিয়া হতাশনের দক্ষিণনেত্রে বক্ষ্যমাণ মস্ত্র উচ্চারণ
 করতঃ অগ্নে প্রণব, তদন্তে অগ্নয়ে এই মস্ত্র পাঠ করিবে। (১৫১) ১৫২) অনস্তর স্বাহা পদ
 উচ্চারণ করিবে, পশ্চাৎ বামভাগ হইতে বহির্গ্রহণ পূর্বক ও সৌম্য স্বাহা এই মন্ত্রোচ্চারণে
 অগ্নির বামনেত্রে আহতি প্রদান করিবে। (১৫৩) অনস্তর মধ্যস্থান হইতে দ্ব্যত গ্রহণ পূর্বক
 বহ্নির ললাটদেশে আহতি প্রদান করিবে, আহতি প্রদান কালে ওঁকার সহিত চতুর্থাং বিভক্তির
 দ্বিবচনান্ত অগ্নিসোম উচ্চারণ করিবে। ১৫৪ পরে স্বাহা শব্দ উচ্চারণ করিয়া নমঃ শব্দো
 চারণে পুনর্বার দক্ষিণ ভাগ হইতে দ্ব্যত গ্রহণ পূর্বক অগ্নে প্রণবোচ্চারণ করিবে। (১৫৫)
 অনস্তর অগ্নয়ে পরে স্থিষ্টকৃতে এবং তৎপরে স্বাহা শব্দোচ্চারণ করিবে, এই মস্ত্রে সাধক
 অগ্নিমুখে আহতি প্রদান করিবে, অনস্তর আদিতে প্রণব এবং অন্তে স্বাহা উচ্চারণ করিয়া তু,
 বৈশ্বানর পদ উচ্চারণ করিবে, পরে জাতবেদ ইহাবহাবহ লোহিতাক্ষ পদ উচ্চারণ করিবে,
 অনস্তর কর্মাণি সাধয় এই মস্ত্র তিনবার উচ্চারণ করিয়া আহতি প্রদান করিবে। (১৫৭)

কৃত্বা বহুতান্নোদেব্যাং ঐক্যাং সম্ভাবয়ন্ দিয়া। একদশাহতীহঁত্বা মূলেনৈবাজ্জদেবতাঃ ॥ ১৫৯

ত্বা স্বকামমুদিশ্র তিলাজ্যমধুমিশ্রিতৈঃ ॥ ১৬০

পুষ্পৈর্কিলবদৈর্কাপি যথাবিহিতবস্ত্তিঃ । যথাশক্ত্যাহতিং দদাম্যষ্টানুনাঃ প্রকল্পয়েৎ ॥ ১৬১

ততঃ পূর্ণাহতির্দাদ্যাৎ ফলপত্রসমরিতাম্ । স্বাহাভ্যুপমস্ত্রেণ ততঃ সংহারমুদ্রয়া ।

তস্মাদেবীং সমানীং স্থাপয়েৎ হৃদয়াষুজে ॥ ১৬২

ক্ষমস্বেতি চ মস্ত্রেণ বিসৃজেত্ত্বং হতাশনম্ । কৃতদক্ষিণকো মন্ত্রী অচ্ছিদ্রমবধারণয়েৎ ॥ ১৬৩

হৃতশেষং ব্রহ্মোদ্যো ধারয়েৎ সাধকোত্তমঃ ॥ ১৬৪

এব হোমবিধিঃ প্রোক্তঃ সর্বত্রাগমকর্ম্মণি । হোমকর্ম্ম সমাপ্যেবং সাধকো জপমাচরেৎ ॥ ১৬৫

বিধানং শৃণু দেবেশি যেন বিদ্যা প্রসাদতি । দেবতাগুরুমন্ত্রাণামৈক্যাং সম্ভাবয়েদ্বিধা ॥ ১৬৬

মন্ত্রাণাং দেবতা প্রোক্তা দেবতা গুরুরূপিণী । অভেদেন যজেদ্যন্ত তন্ত্র সিদ্ধিরনুত্তমা ॥ ১৬৭

গুরুং শিরসি সঞ্চিন্ত্য দেবতাং হৃদয়াষুজে । রসনায়ামূলবিদ্যাং তেজোরূপাং বিচিন্ত্য চ ।

ত্রয়াণামন্ত্রেজসাম্যানমেকীভূতং বিচিন্তয়েৎ ॥ ১৬৮

তারেণ সংপূর্তকৃত্য মূলমন্ত্রঞ্চ সপ্তধা । জপ্ত্বা তু সাধকঃ পশ্চান্নাতৃকাপুটীতং স্মরেৎ ॥ ১৬৯

মায়াবীজং স্বশিরসি দশধা প্রজপেৎ স্ত্রীঃ । বদনে প্রণমং তৎ পুনর্মায়্যা হৃদয়ষুজে ।

প্রজপ্য সপ্তধা মন্ত্রী প্রাণায়ামং সমাচরেৎ ॥ ১৭০

ততো মালাং সমাদায় প্রবালাদিসমুদ্ভবাং । মালে মালে মহামালে সর্বশক্তিস্বরূপিণি ।

পরে অগ্নিতে আপনার ইষ্ট দেবতার আবাহন করিয়া পীঠাদি সহিত তাঁহার পূজা করিবে এবং মূলমন্ত্রে স্বাহা পদ অন্তে যোগ করিয়া পঞ্চবিংশতি আহতি প্রদান করিবে। (১৫৮) তদন্তর মনে মনে বহি, দেবী এবং আপনার আত্মা এই তিনের একত্ব চিন্তা করিয়া মূলমন্ত্রে একাদশ আহতি প্রদান করিবে, পশ্চাৎ অঙ্গদেবতাভ্য স্বাহা বলিয়া অঙ্গ দেবতার হোম করিবে। (১৫৯) অনন্তর আপনার কামনার উদ্দেশে তিল আজ্য ও মধুমিশ্রিত পুষ্প অথবা বিবদল কিম্বা যথা বিহিত বস্ত্র দ্বারা যথাশক্তি আহতি প্রদান করিবে, অষ্ট সংখ্যার নূন আহতি দিবার বিধি নাই। (১৬০।১৬১) অনন্তর ফলপত্রসমরিত পূর্ণাহতি প্রদান করিবে, মূলমন্ত্র পাঠে অন্তে স্বাহা পদ যোগ পূর্বক পূর্ণাহতি দিতে হয়। পরে সংহার মুদ্রা দ্বারা অগ্নি হইতে দেবীকে অহ্বান পূর্বক হৃদয় কমলে রক্ষা করিবে। (১৬২) অনন্তর ক্ষমস্ব এই মন্ত্রে অগ্নিকে বিসর্জন করিবে, তৎপরে দক্ষিণাশ্ত করিয়া অচ্ছিদ্রাবধারণ করিবে। (১৬৩) পশ্চাৎ সাধকসত্তম ললাটে হোমাবশেষ তিলক ধারণ করিবে। (১৬৪) সকল প্রকার আগমোক্ত বিধানে যেরূপ হোম করা কর্তব্য তাহা বর্ণন করিলাম; হোম কর্ম্ম সমাপনের পর জপ কার্য্য করিতে হয়। (১৬৫) হে দেবি! যাহার প্রভাবে বিদ্যা প্রসন্ন হইয়া থাকেন, আমি সেই জপবিধি বলিতেছি শ্রবণ কর, দেবতা গুরু ও মন্ত্র ইহাদের অভিন্ন ভাব ভাবনা করা কর্তব্য। ১৬৬ মন্ত্রোক্ত বর্ণ দেবরূপিণী দেবতা গুরুরূপিণী; যে ব্যক্তি অভেদ জানে ইহার ভাবনা করে, তাহারই সিদ্ধি ঘটিয়া থাকে। (১৬৭) মন্ত্ৰকে গুরু, হৃদয়ে দেবতা এবং রসনামণ্ডলে তেজোরূপিণী বিচার ধ্যান করিবে। অনন্তর এই তিন পদার্থের তেজ দ্বারা একীভূত আত্মার চিন্তা করিতে থাকিবে। (১৬৮) তৎপরে প্রণবসাহায্যে সংপূর্তিত করিয়া মূলমন্ত্র সপ্তবার জপ করতঃ, পরে মাতৃকা পুটীত করিয়া সপ্তবার স্মরণ করিবে। (১৬৯) স্ত্রী ব্যক্তি আপনার মন্ত্ৰকে মায়াবীজ দশবার জপ করিবে, পরে দশবার প্রণব মন্ত্রোচ্চারণে তৎপরে মায়াবীজ সপ্তবার জপ করত প্রাণায়ামের অনুষ্ঠান করিবে। (১৭০) অনন্তর প্রবালাদিসমুদ্ভূত মালা ধারণ পূর্বক, হে মালে মহামালে! তুমি সর্বশক্তিরূপিণী। (১৭১) তোমাতে চতুর্সর্গ সমর্পণ করিলাম, তুমি আমাকে সিদ্ধি দান কর, এই মন্ত্র পাঠ করিয়া

চতুর্দশবিম্বস্তস্ত্রয়ায়ে সিদ্ধিমা ভব । ইতি সংপূজ্য তাং মালাং ত্রীপাত্রস্থিতেন চ ॥ ১৭২
 ত্রিধা মূলেন সমর্প্য স্থিরচিত্তে জপকরেন । অষ্টোত্তরসহস্রং ব্যাপ্যথবাষ্টোত্তরম্ শতং ॥ ১৭৩
 প্রাণায়ামস্ততঃ কৃৎবা ত্রীপাত্রজলপুষ্পকৈঃ । গুহ্যতিগুহ্যগোপত্ৰীং গৃহাণাম্বংকৃতং জপম্ ॥ ১৭৪
 সিদ্ধির্ভবতু মে দেবি স্বংপ্রসাদান্নহেশ্বরি । ইতি মন্ত্রেণ মতিমান্ দেব্যা বামকরাযুজে ॥ ১৭৫
 তেজোরূপঃ জপফলং সমর্প্য প্রণমেচ্ছবি । ততঃ কৃতাজ্জলিতুং স্তোত্রঞ্চ কবচং পাঠেৎ ॥ ১৭৬
 ততঃ প্রদক্ষিণীকৃত্য বিশেষার্থোণ সাধকঃ । বিলোমার্ঘ্যপ্রদানেন কুর্যাদান্নসমর্পণম্ ॥ ১৭৭
 ইতঃ পূর্বং প্রাণবুদ্ধিদেহদর্শ্যাদিকারতঃ । জাগ্রৎস্বপ্নশূদ্ধ্যস্তে অবস্থান্ন প্রকীর্তয়েৎ ॥ ১৭৮
 মনসাস্তে বদেঘাচা কৰ্মণা তদনন্তরম্ । হস্তাভ্যাং পদভ্যঃ পদ্মায়ুদরেণ ততঃ পরম্ ॥ ১৭৯
 শিরস্যা যৎ কৃতকোক্তং । যৎ স্বতঃ পদভ্যো বদেৎ । যদুক্তং তৎ সৰ্ব্বমিতি ব্রহ্মার্পণমুদীরয়েৎ ।
 ভবদ্বস্তে মাং মদীয়ং সকলং তদনন্তরম্ ॥ ১৮০
 আদ্যাকালীপদান্তোজে অর্পয়ামি পদং বদেৎ । প্রণবঃ তৎসদিত্যুক্ত্য কুর্যাদান্নসমর্পণম্ ॥ ১৮১
 ততঃ কৃতাজ্জলিতুং প্রার্থয়েদিষ্টদেবতাম্ । মায়াবীজং সমুচ্চাৰ্য্য ত্রীআদ্যো কালিকে বদেৎ ॥ ১৮২
 পৃচ্ছিতাসি যথাসক্ত্যা ক্ষমস্বৈতি বিশ্বজ্য চ । সংহারমুদ্রয়া পুষ্পমাষ্ট্রায় স্থাপয়েৎ হৃদি ॥ ১৮৩
 ঐশাভ্যাং মণ্ডলং কৃৎবা ত্রিকোণং স্থপরিষ্কৃতম্ । তত্র সংপূজয়েদেবীং নিম্নালাপুষ্পবারিণা ।
 ত্রীং নিম্নালা পদকোক্ত্য বাসিত্তৈ নম ইত্যপি ॥ ১৮৪
 ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাदिভ্যঃ সৰ্ব্বদেবেভ্য এব চ । নৈবেদ্যং বিতরেৎ পশ্চাৎ গৃহীয়াৎ শক্তিসাধকঃ ॥ ১৮৫
 স্বীয়শক্তিং বামভাগে সংস্থাপ্য পৃথগাসনে । একাসনোপবিষ্টো বা পাত্রং কুর্যাদান্নম্নোরমম্ ॥ ১৮৬
 পানপাত্রং প্রকুর্কীত ন পঞ্চতোলকাবিকম্ । তোলকত্রিতয়ারূন্যং স্বাৰ্ণং রজতমেব চ ॥ ১৮৭

মালার পূজা করিবে এবং মূল মস্তোচ্চারণে ত্রীপাত্রস্থিত অমৃত দ্বারা মালার তিনবার তর্পণ করিবে, পরে স্থিরমনে অষ্টোত্তর সহস্র, বা অষ্টোত্তর শত জপ করিতে থাকিবে। (১৭২।১৭৩) অনন্তর প্রাণায়াম সমাধা করিয়া ত্রীপাত্রস্থিত জপ ও পুষ্পাদি দ্বারা গুহ্যতিগুহ্য গোপত্ৰীং গৃহাণাম্বংকৃতং জপং । সিদ্ধির্ভবতু মে দেবি স্বংপ্রসাদান্নহেশ্বরি । এই মন্ত্রে জপ সমাপন করিয়া দেবীর বাম করে জপফল সমর্পণ করিবে। (১৭৪।১৭৫) অনন্তর তেজোরূপ জপফল সমর্পণ পূর্বক ভূতলে দণ্ডবৎ নিপতিত হইয়া প্রণাম করিবে, পশ্চাৎ কৃতাজ্জলিপুটে স্তব ও কবচ পাঠ করিবে। (১৭৬) অনন্তর সাধক প্রদক্ষিণ করিয়া বিলোম মন্ত্রে বিশেষ অর্ঘ্য প্রদানপূর্বক আন্ন সমর্পণ করিবে। (১৭৭) আন্নসমর্পণের মন্ত্র;—প্রথমেইতঃ পূর্বং প্রাণবুদ্ধি দেহদর্শ্যাদিকারে জাগ্রৎ স্বপ্নশূদ্ধ্যস্তি, এই পদ উচ্চারণ করিয়া অবস্থান্ন পদ উচ্চারণ করিবে। (১৭৮) অনন্তর মনসা, পরে বাঁচা, তৎপর কৰ্মণা পরে হস্তাভ্যাং এই শব্দ উচ্চারণ করিবে, পশ্চাৎ পদ্মায়ুদ, পরে উদরেণ এই পদ উচ্চারণ করিবে। (১৭৯) অনন্তর শিরস্যা যৎ কৃতং উচ্চারণ করত যৎ স্বতঃ পাঠ করিয়া যদুক্তং তৎ সৰ্ব্ব ব্রহ্মার্পণমন্ত এই মন্ত্র পাঠ করিবে। (১৮০) অনন্তর আদ্যাকালীর চরণকমলে অর্পয়ামি এই পদ উচ্চারণ করিবে; তৎপরে প্রণব ও অন্তে তৎ সং শব্দ পাঠ করিয়া কালীকে অর্ঘ্য সমর্পণ করিবে। (১৮১) অনন্তর কৃতাজ্জলিপুটে ইষ্টদেবতার নিকটে প্রার্থনা করিবে। প্রথমে হ্রীং উচ্চারণ করিয়া ত্রী আদ্যো কালিকে এই পদ পাঠ করিবে। (১৮২) পশ্চাৎ যথা শক্তি পূজা করিয়া ইষ্টদেবতাকে বিসর্জন করত সংহার মুদ্রা দ্বারা পুষ্প গ্রহণান্তে আষ্ট্রাণান্তে হৃদয়ে স্থাপন করিবে। (১৮৩) পরে ঈশান কোণে স্থপরিষ্কৃত ত্রিকোণ মণ্ডল লিখিয়া তাহাতে নিম্নালা পুষ্প ও বারি সংযোগে দেবীর পূজা করিবে। (১৮৪) অনন্তর সাধক ব্রহ্মা বিষ্ণু ও শিব প্রভৃতি দেবতাদিগকে নৈবেদ্য বিতরণ পূর্বক পশ্চাৎ স্বয়ং গ্রহণ করিবে। (১৮৫) বাম ভাগে পৃথগাসনে স্বীয় শক্তি সংস্থাপন অথবা একাসনে উপবেশন করিয়া রমণীয় পাত্র

অথবা কাচজনিতং নারিকেলোত্তবঞ্চ বা । আধারোপরি সংস্থাপ্য শুদ্ধিপাত্রস্ত দক্ষিণে ॥ ১৮৮
 মহাপ্রসাদমানীয় পাত্রেষু পরিবেশয়েৎ । স্বয়ং বা ভ্রাতৃপুত্রৈর্বা জ্যেষ্ঠান্নক্রমতঃ স্নখীঃ ॥ ১৮৯
 পানপাত্রে স্নখা দেয়া শৌক্যে শুদ্ধাদিকানি চ । ততঃ সাময়িকৈঃ সার্দ্ধং পানভোজনমাচরেৎ ॥ ১৯০
 আদাবাস্তরগার্থায় গৃহীয়াৎ শুদ্ধিমুত্তমম্ । ততোহতিহৃষ্টমনসা সমস্তঃ কুলসাধকঃ ॥ ১৯১
 স্বস্বপাত্রং সমাদায় পরমামৃতপূরিতম্ । মূলধারাদিজিহ্বাস্তাং চিঞপাং কুলকুণ্ডলীম্ ॥ ১৯২
 বিভাব্য তন্মুখাভোজ্যে মূলমস্ত্রং সমুচরন্ । পরস্পরাজ্ঞামাদায় হুহ্র্যাৎ কুণ্ডলীমুখে ॥ ১৯৩
 অতিপানং কুলজীবাং গন্ধস্বীকারলক্ষণম্ । সাধকানাং গৃহস্থানাং পঞ্চপাত্রং প্রকীৰ্ত্তিতম্ ॥ ১৯৪
 অতিপানাং কুলীনানাং সিদ্ধিহানিঃ প্রজায়তে ॥ ১৯৫
 যাবন্ চ চাণয়েৎ দৃষ্টিং যাবন্ চলয়েন্নয়নঃ । তাবৎ পানং প্রকুরীত গুণপাত্ৰমতঃ পরম্ ॥ ১৯৬
 পানে ভ্রাস্তিৰ্ভবেদ্যস্ত ঘৃণী চ শক্তিসাধকে । স পাপিষ্ঠঃ কথং ত্রয়াদাদ্যাং কালীং ভজ্যাম্যহম্ ॥ ১৯৭
 যথা ব্রহ্মপীঠেহন্নাদৌ স্পৃষ্টদোষো ন বিদ্যতে । তথা তব প্রসাদেহপি জাতিভেদং বিবৰ্জয়েৎ ॥ ১৯৮
 এবমেব বিধানেন কুর্য্যাৎ পানঞ্চ ভোজনম্ । হস্তপ্রক্ষালনং নাশ্তি তব নৈবেদ্যসেবনে ।
 লেপাপনোদনং কুর্য্যাদ্বস্ত্রেণ পাথসাপি বা ॥ ১৯৯
 ততো নির্মাল্যকুম্ভমং বিশ্বত্যা শিরসা স্নখীঃ । যন্তলেপং কুরুদেশে বিহরেদেববভুবি ॥ ২০০
 ইতি শ্রীমহানির্বাণতন্ত্রে সৰ্ব্বতন্ত্রোত্তমোত্তমে সৰ্ব্বধর্মনির্ণয়সারে শ্রীমদাদ্যাসদাশিবসংবাধে
 শ্রীপাত্রস্থাপনহোমচক্রানুষ্ঠানকথনং নাম ষষ্ঠোঃ ॥ ৬ ॥

স্থাপন করিবে। (১৮৬) পানপাত্র পঞ্চ তোলার অধিক করিবার নিয়ম নাই, অতাবে তিন তোলক পর্য্যন্ত চলিতে পারে। স্বর্ণ, রৌপ্য কাচ, বা নারিকেল পাত্রই প্রশস্ত, পানপাত্র শুদ্ধিপাত্রের দক্ষিণে আধারোপরি রক্ষা করিতে হয়। (১৮৭।১৮৮) অনন্তর মহাপ্রসাদ আনয়ন করিয়া সাধক নিজে অথবা ভ্রাতৃপুত্র কিবা জ্যেষ্ঠান্নক্রমে পানপাত্র পরিবেশন করাইবে। (১৮৯) পানপাত্রে স্নখা এবং শুদ্ধিপাত্রে মাংসমৎস্তাদি প্রদান করিবে; অনন্তর সমাগত ব্যক্তিগণের সহিত পানভোজন সমাধা করিবে। (১৯০) প্রথমে আস্তরগণের জন্ত উত্তম শুদ্ধি গ্রহণ করিবে, অনন্তর কুলসাধক হৃষ্টমনে পরমামৃতপূর্ণ স্ব স্ব পাত্র গ্রহণ করিয়া মূলধার হইতে আরম্ভ করিয়া জিহ্বাগ্র পর্য্যন্ত, কুলকুণ্ডলিনীর চিন্তা করতঃ মুখকমলে মূলমস্ত্র উচ্চারণ করিয়া আজ্ঞাগ্রহণান্তে কুণ্ডলী মুখে পরমামৃত প্রদান করিবে। (১৯১।১৯২।১৯৩) কুলজীবাং কেবল স্নখার আভ্রাণ মাত্র স্বীকার করিবে, পান করিবে না; পঞ্চপাত্র মদ্য-পান কেবল গৃহস্থ সাধকের বন্ধে ব্যবহৃত হইয়াছে। (১৯৪) যদি অতিরিক্ত সুরাপান ঘটে, তাহাহইলে কুলধর্মাবলম্বীদিগের সিদ্ধির হানি হইয়া থাকে। (১৯৫) যে কাল পর্য্যন্ত দৃষ্টি ঘূর্ণিত ও মন চঞ্চল না হয়, তত কাল পর্য্যন্ত সুরাপানের নিয়ম; ইহার অতিরিক্ত পান পশুপান সদৃশ ॥ (১৯৬) সুরাপানে যাহার ভ্রাস্তি উপস্থিত হয়, এবং শক্তি সাধককে যে ঘৃণা করে, সেই পাপিষ্ঠ ব্যক্তি আনি আদ্যাকালীর উপাসক এ কথা কিরূপে মুখ দিয়া বলিবে? (১৯৭) যে রূপ ব্রহ্মনিবেদিত অন্নাদিতোষণ দোষ নাই, সেইরূপ তোমার নৈবেদ্য ব্যবহার-দোষে সাধককে শুদ্ধির জন্ত হস্তপ্রক্ষালন করিতে হয় না; বস্ত্র ও জল দ্বারা হস্তলেপাপনোদন করিলেই শুদ্ধি। (১৯৯) অনন্তর স্নখী সাধক দেবীর নির্মাল্য পুষ্প মস্তকে যন্ত হৃদ পদার্থবিশেষ এবং জ্রুগলে তিলক ধারণ করিবে; এই অনুষ্ঠানে সাধক দেবতার স্নায় ইহ সংসারে বিচরণ করিতে পারে। (২০০)

সপ্তমোল্লাসঃ ।

প্রসাদ্যাকালিকাদেব্যা মন্ত্রোচ্চারং মহাফলম্ । সৌভাগ্যমোক্ষজননং ব্রহ্মজ্ঞানৈকসাধনম্ ॥ ১
প্রাতঃকৃত্যং তুণা স্থানং সন্ধ্যাং সম্বিধিশোধনম্ । গ্রাসপূজাবিধানঞ্চ বাহ্যভ্যন্তরভেদতঃ ॥ ২
বলিপ্রদানং হোমঞ্চ চক্রানুষ্ঠানমেব চ । মহাপ্রসাদস্বীকারং পার্শ্বতী হৃষ্টমানস ।
বিনয়াবনতা দেবী প্রোবাচ শঙ্করং প্রতি ॥ ৩

শ্রীদেব্যাচ ।

সদাশিব জগন্নাথ জগতাং হিতকারক । রূপয়া কথিতং দেব পরাপ্রকृतিসাধনম্ ॥ ৪
সর্বপ্রাগিহিতকরং ভোগমোক্ষকারণম্ । বিশেষঃ কলিযুগে জীবানামাশু সিদ্ধিদম্ ॥ ৫
তব বাগমৃত্যন্তোধো নিমজ্জন্ম মানসং । নোখাতুমীহতে সৈবং ভূয়ঃ প্রার্থয়তেহচিরাং ॥ ৬
পূজাবিধৌ মহাদেব্যাঃ, স্থচিৎ ন প্রকাশিতম্ । স্তোত্রঞ্চ কবচং দেব তদিদানীং প্রকাশয় ॥ ৭

শ্রীসদাশিব উবাচ ।

শৃণু দেবি জগদ্বন্দ্যো স্তোত্রমেতদমৃতমম্ । পঠক্যং শ্রবণাদ্যশ্চ সর্বসিদ্ধীষরো ভবেৎ ॥ ৮
অসৌভাগ্যপ্রশমনং স্তবসম্পদ্বিবর্জনম্ । অকালমৃত্যুহরণং সর্বাধিনিবারণম্ ॥ ৯
শ্রীমদাদ্যাকালিকায়ঃ স্তবসাম্বিধিকারণম্ । স্তবস্তাশ্চ প্রসাদেন ত্রিপুরারিহং শিবে ॥ ১০
স্তোত্রস্তাশ্চ ঋষির্দেবি সদাশিব উদাহৃতঃ । ছন্দোহমুষ্ঠেদেবতাদ্যা কালিকা গরিকীর্তিতা ।
ধর্মার্থকামমোক্ষেষু বিনিয়োগঃ প্রকীর্তিতঃ ॥ ১১
হ্রীং কালী শ্রীং করালী চ ক্রীং কল্যাণী কলাবতী । কমলা কলিদর্পনী কপর্দীশরূপাধিতা ॥ ১২

অনন্তর দেবী শঙ্করী, সৌভাগ্যমোক্ষদায়ক ব্রহ্ম জ্ঞান প্রাপ্তির কারণ স্বরূপ মহাফলজনক আদ্যা কালিকা দেবীর মন্ত্রোচ্চার শ্রবণ করিয়া প্রাতঃকৃত্যঃ স্নান, সন্ধ্যা, সম্বিধিশোধন, বাহ্য ও অভ্যন্তর ভেদে গ্রাস, পূজা বিধান, বলি প্রদান, হোম চক্রানুষ্ঠান ও মহাপ্রসাদ গ্রহণ প্রভৃতি অবগত হইয়া, আনন্দমনে বিনয়নত্ৰ বচনে শঙ্করকে কহিলেন । ১২।৩ পার্শ্বতী কহিলেন, —হে সদাশিব ? তুমি জগতের নাথ ও জগতের হিতকারক; তুমি রূপাপরবশ হইয়া আমার নিকটে পরাংপর প্রকৃতি সাধন সম্বন্ধে বর্ণন করিয়াছ । (৪) ইহা সর্বজীবের হিতকর ও ভোগ মোক্ষের অবিতীয় কারণস্বরূপ; বিশেষতঃ কলিযুগে জীবগণের পক্ষে ইহা আশু সিদ্ধিকারক । (৫) (বলিতে কি,) আমার অন্তঃকরণ তোমার বচনামৃতে ডুবিতে প্রার্থনা করিতেছে, (৬) উত্থান প্রার্থনীয় হইলেও বারংবার ইহা তোমার বচনামৃত পানের প্রার্থনা করিতেছে । (৬) দেব ? তুমি মহাদেবীর পূজাবিধিপ্রসঙ্গ বর্ণন করিয়াছ, কিন্তু স্তবকবচ প্রকাশ কর নাই, এক্ষণে তাহা বর্ণন কর । (৭) সদাশিব কহিলেন,—হে জগদ্বন্দ্যো দেবি ? সেই অমূল্য স্তোত্র কীর্তন করিতেছি শ্রবণ কর, ইহা পাঠ মাত্রে লোকে সকল সিদ্ধির অধীশ্বর হইয়া থাকে । (৮) ইহাতে চূর্তাগ্য নিবৃত্তি, স্তবসম্পত্তি বৃদ্ধি, অকালমৃত্যু বিনাশ, এবং সকল প্রকার আপদ নিবারিত হয় । (৯) হে শিবে ! শ্রীআদ্যা কালিকার এই স্তোত্র স্তবোৎপত্তির কারণ; ইহারই প্রসাদে আমি ত্রিপুরারি হইয়াছি । (১০) এই স্তোত্রের ঋষি সদাশিব, ছন্দ অমুষ্ট্যুপ, দেবতা আদ্যাকালিকা । (১১) (অনন্তর স্তোত্রারম্ভ) তুমি হ্রীং রূপিনী কালী তুমি শ্রীরূপিনী করালী, এবং ক্রীং রূপিনী কল্যাণী, তুমি কলাবতী, কলিদর্প

কালিকা কালমাতা চ কালানলমহাত্মাঃ । কপর্দিনী করলাস্তা করুণামৃতসাগরা ॥ ১৩
 কৃপাময়ী কৃপাধারা কৃপাপারা কৃপাগমা । কৃশাশুঃ কপিলা কৃষ্ণা কৃষ্ণানন্দবিবর্দ্ধিনী ॥ ১৪
 কালরাত্রিঃ কামরূপা কামপাশবিমোচনী । কাদম্বিনী কলাধারা কলিকন্ধ্যনাশিনী ॥ ১৫
 কুমারীপূজনপ্ৰীতা কুমারীপূজকালয়া । কুমারীভোজনানন্দা কুমারীকৃপধারিণী ॥ ১৬
 কদম্ববনসঞ্চারা কদম্ববনবাসিনী । কদম্বপুষ্পসন্তোষা কদম্বপুষ্পমালিনী ॥ ১৭
 কিশোরী কলকণ্ঠা চ কলনাদনিদানিনী । কাদম্বরীপানরতা তথা কাদম্বরীপ্রিয়া ॥ ১৮
 কপালপাত্রনিরতা কঙ্কালমালাধারিণী । কমলাসনসন্তোষা কমলাসনবাসিনী ॥ ১৯
 কমলালয়মধ্যস্থা কমলামোদমোদিনী । কলহংসগতিঃ ক্লেব্যানাশিনী কামরূপিণী ॥ ২০
 কামরূপকৃতাবাসা কামপাঠবিলাসিনী । কমনীয়া কল্পলতা কমনীয়বিভূষণা ॥ ২১
 কমনীয়গুণারাধা কোমলাঙ্গী কৃশোদরী । কারণামৃতসন্তোষা কারণানন্দসিদ্ধিদা ॥ ২২
 কারণানন্দজাপেষ্টা কারণার্চনহর্ষিতা । কার্ণাণবসংমগ্না কারণব্রতপালিনী ॥ ২৩
 কস্তুরীসৌরভামোদা কস্তুরীতিলকোজ্জ্বলা । কস্তুরীপূজনরতা কস্তুরীপূজকপ্রিয়া ॥ ২৪
 কস্তুরীদাহজননী কস্তুরীমৃগতোষিণী । কস্তুরীভোজনপ্ৰীতা কপূরামোদমোদিতা ।
 কপূরমালাভরণা কপূরচন্দনোক্ষিতা ॥ ২৫
 কপূরকারণাঙ্কিতা কপূরামৃতপায়িনী । কপূরসাগরস্নাতা কপূরসাগরালয়া ॥ ২৬
 কুর্জবীজজপপ্ৰীতা কুর্জজপপরায়ণা । কুলীনা কোলিকারাধা কোলিকপ্রিয়কারিণী ॥ ২৭
 কুলাচারকৌতুকিনী কুলমার্গপ্রদর্শিনী । কাশীশ্বরী কষ্টহত্রী কাশীশ্বরদায়িনী ॥ ২৮
 কাশীশ্বরকৃতামোদো কাশীশ্বরমনোরমা ॥ ২৯

হারিণী কপর্দীর প্রতি দয়াময়ী । (১২) তুমি কালিকা ও কামমাতা, তোমার তেজ কালায়ি
 তুলা; তুমি কপর্দির শক্তি করালবদনা ও করুণামৃতসাগররূপিণী । (১৩) তুমি কৃপাময়ী, কৃপা-
 ধারা, কৃপাপারা ও কৃপাগমা; তুমি কৃশাশু কপিলা কৃষ্ণা ও কৃষ্ণানন্দবিবর্দ্ধিনী । (১৪) তুমি
 কালরাত্রি কামরূপিণী ও কামপাশবিমোচনী; তুমি কাদম্বিনী, কলধারা এবং কলিকন্ধ্য-
 বিনাশিনী । (১৫) তুমি কুমারী পূজায় পরম প্রীত, তুমি কুমারী পূজকের আলয়স্বরূপ কুমারী
 ভোজনে তোমার অণার আনন্দ এবং তুমি কুমারীকৃপধারিণী । (১৬) তুমি কদম্ববনচারিণী
 ও কদম্ববনবাসিনী; কদম্ব পুষ্পে তোমার অতিশয় প্রীতি, তুমি কদম্ব মালায় সন্তোষিতা । (১৭)
 তুমি কিশোরী, কলকণ্ঠা ও কলনাদনিদানিনী; তুমি কাদম্বিনী পাননিরতা এবং কাদম্বিনী মদিরা
 প্রিয়া । (১৮) তুমি কপালপাত্রনিরতা ও কঙ্কালমালা ধারণ করিয়া থাক, কমলাসনে তোমার প্রীতি
 তুমি কমলাসনবাসিনী । (১৯) তুমি কমলালয়মধ্যে অবস্থিতি কর এবং কমলামোদমোদিনী, তুমি
 কলহংসগামিনী, ক্লেব্যানাশিনী ও কামরূপিণী । (২০) তুমি কামরূপা কৃতাবাসা কামপাঠবিলাসিনী
 কমনীয়া কল্পলতা এবং কমনীয়বিভূষণা । (২১) কমনীয় গুণ প্রভাবে তোমাকে আরাধনা করা
 যায়, তুমি কোমলাঙ্গী, কৃশোদরী, কারণামৃতভূষিতা এবং মদ্যপানে তৃপ্তচিত্ত । (২২) যে তোমায়
 কারণ দ্বারা অর্চনা করে, তুমি তাহার প্রতি প্রীতি হইয়া থাক, তুমি কার্ণাণবসংমগ্না ও কারণ
 ব্রতপালিনী । (২৩) তুমি কস্তুরী গন্ধে আনন্দিত হইয়া থাক, তুমি কস্তুরী তিলকোজ্জ্বলা তুমি
 কস্তুরী পূজনরতা ও কস্তুরীপূজকপ্রিয়া । (২৪) তুমি কস্তুরীদাহজননী ও কস্তুরীমৃগতোষিণী
 কস্তুরী ভোজনে তোমার প্রীতি এবং কপূরচন্দনে তুমি চর্চিত । (২৫) তুমি কপূর কারণে
 আনন্দিত, কপূরামৃতপায়িনী ও কপূর সাগরস্নাতা, কপূরসাগরে তোমার আলয় । (২৬) তুমি
 হংসবীজ সাধনপরা কুর্জজপপরায়ণা, কুলীনা, কোলিকারাধা এবং কোলিকপ্রিয়কারিণী । (২৭)
 তুমি কুলাচার, কৌতুকিনী এবং কুলমার্গপ্রদর্শিনী; তুমি কাশীশ্বরী, কষ্টহরণকর্ত্রী এবং কাশীশ্বরের

কলমঞ্জীরচরণা কণৎকাঞ্চীবিভূষণা । কাঞ্চনাদিকৃতাগারা কাঞ্চনাচলকৌমুদী ॥ ৩০
 কামবীজস্বরূপানন্দা কামবীজস্বরূপিণী । কুমতিয়া কুলীনার্তিনাশিনী কুলকামিনী ॥ ৩৬
 ক্রীং হ্রীং শ্রীং মন্ত্রবর্ণন কালকণ্টকনাশিনী । ইত্যাদ্যাকালিকা দেব্যাঃ শতানাম প্রকীর্তিতম্ ॥ ৩২
 ককারকূটঘটিতং কালীরূপস্বরূপকম্ ॥ ৩৩
 *পূজাকালো পঠেদ্যচ্চ কালিকাকৃতমানসঃ । মন্ত্রসিদ্ধিৰ্ভবেদাশু তস্ত কালী প্রসীদতি ॥ ৩৪
 বুদ্ধিং বিজ্ঞাঞ্চ লভতে গুরোরাদেশমাত্রতঃ । ধনবান্ কীর্তিমান্ ভূয়াদানশীলো দয়ান্বিতঃ ॥ ৩৫
 পুঞ্জপোজয়ন্তৈশ্চৈবৈশ্বোদ্যতে সাধকো ভুবি ॥ ৩৬
 ভোমাবান্তানিশাভাগে মপঞ্চকসমস্থিতঃ । পূজয়িত্ব মহাকালীমাদ্যাং ত্রিভুবনেশ্বরীম্ ॥ ৩৭
 পঠিত্বা শতনামানি সাক্ষাৎ কালীময়ো ভবেৎ । নাসাধ্যং বিজ্ঞতে তস্ত ত্রিষু লোকেষু কিঞ্চন ॥ ৩৮
 বিজ্ঞায়াং বাক্যপতিঃ সাক্ষাৎ ধনে ধনপতিৰ্ভবেৎ । সমুদ্রহিব গান্ধীৰ্য্যে বলে চ পবনোপমঃ ॥ ৩৯
 তিষ্ঠাংগুরিব হুস্ত্রেক্ষ্যঃ শশিবৎ শুভদর্শনঃ । রূপে মূর্ত্তিধরঃ কামো বোহিতাং হৃদয়ঙ্গমঃ ॥ ৪০
 সর্বত্র জয়মাপ্নোতি স্তবজ্ঞাশ্চ প্রসাদতঃ । যং যং কাম্য পূরিত্য স্তোত্রমেতদ্বদীরয়েৎ ॥ ৪১
 তুং তং কামমবাপ্নোতি শ্রীমদাদ্যাং প্রসাদতঃ । রণে রাজকূলে দ্যুতে বিবাদে প্রাণসঙ্কটে ॥ ৪২
 দম্ভ্যগ্রস্তে গ্রামদাহে সিংহব্যাঘ্রাবৃতে তথা ॥ ৪৩
 অরণ্যে প্রান্তরে হুর্গে গ্রহরাজভয়েহপি বা । জরদাহে চিরব্যাধৌ মহারোগাদিসংকূলে ॥ ৪৪
 বালগ্রহাদিরোগে চ তথা হুঃস্বপ্নদর্শনে । ছত্তর সলিলে বাপি পোতে বাতবিপদগতে ॥ ৪৫
 বিচিন্ত্য পরমাং মায়ামাদ্যাং কালীং পরাংপর্যম্ । যঃ পঠেচ্ছতনামানি দৃঢ়ভক্তিসমস্থিতঃ ॥ ৪৬

বরদায়িনী । (২৮) তুমি কাশীশ্বরের আমোদদায়িনী ও কাশীশমনোরমা ; (২৯) তোমার পদ-
 যুগলে মঞ্জীর দ্বয় গম্ভীর শব্দ পূর্ণ, তুমি কণৎকাঞ্চীবিভূষণা, কাঞ্চন গিরিতে তোমার বাস এবং
 তুমি কাঞ্চনাচলকৌমুদী । (৩০) তুমি ক্রীং বীজরূপে অতিশয় সমৃদ্ধ, তুমি কামবীজস্বরূপিণী, তুমি
 কুমতিনাশিনী, কুলীনার্তিনাশিনী এবং কুলকামিনী । (৩১) তুমি হ্রীং শ্রীং ও ক্রীং এই তিন
 বর্ণরূপিণী এবং কালকণ্টকনাশিনী, এই আমি তোমার নিকটে ককাররাশিসম্বলিত কালীর
 রূপস্বরূপ, আদ্যা কালিকা দেবীর শতনাম স্তোত্র বর্ণন করিলাম । (৩২। ৩৩) যে ব্যক্তি
 কালিকার প্রতি সংস্কৃতিত হইয়া পূজাকালে এই স্তোত্র পাঠ করে, তাহার মন্ত্র সিদ্ধি হইয়া
 থাকে এবং কালিকা তাহার প্রতি প্রসন্ন হইয়া থাকেন । (৩৪) গুরুর আদেশে তাহার বুদ্ধি ও
 বিদ্যালাভ হয়, সে ধনী কীর্তিমান, দাতা ও দয়াবান হইয়া থাকে । (৩৬) সেই সাধক অবনী-
 তলে পুঞ্জ পোজাদির সহিত মনের স্থখে আনন্দ উপভোগ করিয়া থাকে । (৩৬) যে ব্যক্তি
 মঙ্গলবারে স্ত্রীমাবস্যা তিথিতে মহানিশাকালে পঞ্চতন্ত্রসমস্থিত হইয়া ত্রিভুবনেশ্বরী আদ্যা মহা-
 কালীর পূজা করিয়া কালিকার শত নাম পাঠ করে, সে ব্যক্তি সাক্ষাৎ কালীময় হইয়া থাকে ;
 অধিক কি, তিন লোকে তাহার অসাধ্য কিছুই থাকে না । (৩৭। ৩৮) সে ব্যক্তি বিদ্যা-
 প্রভাবে সাক্ষাৎ বাক্যপতি, অর্থ প্রভাবে ধন পতি, গান্ধীৰ্য্যে সমুদ্র এবং বলে পবনতুল্য হইয়া
 থাকে । (৩৯) তাহার তেজ স্বর্ঘ্যের জ্বালা প্রথর এবং চক্রে জ্বালা বিদ্বৎ এবং সে শুভদর্শন হইয়া থাকে ।
 সে মূর্ত্তিমান কামের জ্বালা জীজনের হৃদয় বিহারী হইয়া থাকে । (৪০) এই স্তবের প্রসাদে সেই
 ব্যক্তি সর্বত্র জয়লাভ করে (অধিক কি,) যে সে কামনা করিয়া এই স্তব পাঠ করে, আদ্যা-
 শক্তির প্রসাদে তাহার তন্ত্ৰ কামনা পূর্ণ হইয়া থাকে ; কি রণ, রাজকুল, দ্যুত, বিবাদ, প্রাণসঙ্কট
 ব্যাপার দম্ভ্যর আক্রমণ, গ্রামদাহ এবং সিংহ ব্যম্ভাদির উপদ্রব, সকলই স্তব প্রসাদে নিবারিত
 হইয়া থাকে । (৪১। ৪২। ৪৩) অরণ্যে, প্রান্তরে, হুর্গে, গ্রহভয়ে, জরদাহে, চিরব্যাধি এবং মহা-
 রোগাদির আক্রমণ, কালগ্রহাদি রোগ, হুঃস্বপ্নদর্শন, ছপার সমুদ্র, প্রবল বাত্যাহত পোতের

সৰ্বাপদভ্যো দ্ৰিমুচ্যতে দেবি ! সত্যং ন সঃশয়ঃ । ন পাপেভ্যো ভয়ন্তস্তু ন রোগেভ্যো ভয়ং কচিৎ
 সৰ্বত্র বিজয়ন্তস্তু ন কুত্রাপি পরাভবঃ । তস্ত দৰ্শনমাত্রেণ পলায়ন্তে বিপদগাঃ ॥ ৪৮
 স বক্তা সৰ্বশাস্ত্রাণাং স ভোক্তা সৰ্বসম্পদাম্ । স কৰ্ত্তা জাতিধৰ্ম্মাণাং জাতীনাং প্রভুরেব সঃ ॥ ৪৯
 বাণী তস্ত বসেহক্তে কমলা নিশ্চলা গৃহে । তন্নাম্না মানবাঃ সৰ্বেষ প্রণমন্তি সমস্ত্রমাঃ ॥ ৫০
 দৃষ্ট্যা তস্য তৃণায়ন্তে হৃণিমায়াষ্টসিদ্ধয়ঃ । আদ্যাকালীস্বরূপাখ্য শতনাম প্রকীৰ্ত্তিতম্ ॥ ৫১
 অষ্টোত্তর শতাবৃত্ত্যা পুৰুষ্চর্যাস্য গীয়তে । পুৰঞ্জিয়াস্মিতং স্তোত্রং সৰ্ব্বাভীষ্টফলপ্রদম্ ॥ ৫২
 শতনামস্ততিমিমাধ্যাকালীস্বরূপিণীম্ । পঠেদ্বা পাঠয়েদ্বাপি শৃণুয়াৎ আবয়েদপি ॥ ৫৩
 সৰ্বপাপবিনিৰ্ম্মুক্তো ব্রহ্মসায়ুজ্যামাপ্নুয়াৎ ॥ ৫৪
 কথিতং পরমং ব্রহ্ম প্রকৃতং স্তবনং মহৎ । আদ্যায়্যঃ ত্রীকালিকায়্যঃ কবচং শৃণু সাস্ত্রতম্ ॥ ৫৫
 ত্রৈলোক্যবিজয়স্যাস্য কবচস্য ঋষিঃ শিবঃ । ছন্দে হমুষ্টপদেবতা চ আদ্যাকালী প্রকীৰ্ত্তিতা ॥ ৫৬
 মায়্যাবীজং বীজমিতি রমা শক্তিরুদাহৃত্য । ক্রীং কীলকং কামসিদ্ধৌ বিনিয়োগঃ প্রকীৰ্ত্তিতঃ ॥ ৫৭
 হ্রীমাদ্যা মে শিরঃ পাতু ত্রীং কালী বদনং মম । হৃদয়ং ক্রীং পরাশক্তিঃ পায়্যং কৰ্ণং পরাং পরা ॥ ৫৮
 নেত্রং পাতু জগদ্ধাত্রী কর্ণৌ রক্ষতু শঙ্করী । ভ্রাগং পাতু মহামায়া রসনাং সৰ্বমঙ্গলা ॥ ৫৯
 দন্তান্ রক্ষতু কোমারী কপোলৌ কমলালয়া । ওষ্ঠাধরৌ ক্ষমা রক্ষেৎ চিবুকং চারুহাসিনী ॥ ৬০
 গ্রীবা পায়্যং কুলেশানি ককুৎ পাতু রূপাময়ী । দ্বৌ বাহু বাহদা রক্ষেৎ করৌ কৈবল্যদায়িনী ॥ ৬১

উপরি বিপদে যে ব্যক্তি পরাং পরা আদ্যা কালিকার ধ্যান করত আন্তরিক ভক্তির সহিত এই
 স্তোত্র পাঠ করে, সত্য সত্যই তাহার সকল বিপদ দূরীভূত হয় ; তাহার পাপ, বা রোগভয়
 কিছুই থাকে না । (৪৪।৪৫।৪৬।৪৭) তাহার সৰ্বত্রই জয়লাভ ঘটে, কোন স্থানে পরাভব হয়
 না ; তাহার দৰ্শনমাত্রে বিপদ সমূহ পলাইয়া থাকে । (৪৮) সে ব্যক্তি সৰ্ব শাস্ত্রের বক্তা, সৰ্ব
 সম্পত্তির ভোক্তা, জাতি ধর্মের কৰ্ত্তা এবং জাতিগণের প্রভু হইয়া থাকে । (৪৯) তাহার মুখ-
 মণ্ডলে বাগ্‌দেবতার অধিষ্ঠান হয় ও কমলা তাহার গৃহে চিরস্থায়িনী হইয়া থাকেন ; (অধিক
 কি কহিব,) লোকে তাহার নাম শ্রবণমাত্রে সসন্ত্রমে প্রণাম করে । (৫০) অগ্নিহাদি অষ্ট সিদ্ধি
 তাহার দৰ্শনমাত্রে তৃণতুল্য হইয়া থাকে ; আমি তোমার নিকটে আদ্যা কালিকার স্বরূপাখ্য
 শত নাম কীৰ্ত্তন করিলাম । (৫১) এই স্তোত্রের পুৰুষ্চরণ করিতে হইলে ইহা অষ্টোত্তর শত
 বার পাঠে পর্যাপ্ত হইবে ; ইহা পুৰঞ্জিয়াসম্বিত হইলে সৰ্ব্বাভীষ্ট ফল লাভ হইয়া থাকে । (৫২)
 যে ব্যক্তি আদ্যাকালী স্বরূপিণীর এই শত নাম স্ততি স্বয়ং পাঠ করে এবং অন্তকে পাঠে নিযুক্ত
 করে, যে ব্যক্তি ইহা শ্রবণ করে এবং অন্তকে শ্রবণ করাইয়া থাকে, সে ব্যক্তি সৰ্বপাপবিমুক্ত
 হইয়া ব্রহ্মসায়ুজ্য লাভ করিয়া থাকে । ৫৩।৫৪) সদাশিব কহিলেন,—আমি তোমার নিকটে
 পরমব্রহ্ম স্বরূপ প্রকৃতি স্তোত্র বর্ণন করিলাম, এক্ষণে আদ্যা কালিকার কবচের বিষয় বলিতেছি
 শ্রবণ কর । (৫৫) ত্রৈলোক্য বিজয়ী এই কবচের ঋষি শিব, ছন্দঃ অমুষ্টপদ, আদ্যা কালী দেবতা
 হ্রীং বীজ, ত্রীং শক্তি, ক্রীং কীলক এবং কাম্য সিদ্ধিতে ইহার বিনিয়োগ । (৫৬।৫৭) কবচ এই,—
 হ্রীং রূপিণী আদ্যাশক্তি আমার শিরোদেশ এবং ত্রীং রূপিণী কালী আমার বদন রক্ষা করুন, ক্রীঃ
 স্বরূপিণী পরাশক্তি আমার হৃদয় এবং পরাং পরা আমার কৰ্ণ রক্ষা করুন । (৫৮) গজদ্ধাত্রী
 আমার নেত্রদ্বয় এবং শঙ্করী আমার কর্ণদ্বয় রক্ষা করুন ; মহামায়া আমার ভ্রাগেন্দ্রিয় এবং সৰ্ব-
 মঙ্গলা আমার রসনেন্দ্রিয় রক্ষা করুন, (৫৯) কোমারী আমার দশনাবলী এবং কমলালয়া
 আমার কপোলদেশ রক্ষা করুন, ক্ষমা আমার ওষ্ঠাধর এবং চারুহাসিনী আমার চিবুক রক্ষা
 করুন । (৬০) কুলেশানী আমার গ্রীবাদেশ ও রূপাময়ী ককুৎ রক্ষা করুন ; বাহদা আমার

স্বকৌ কপর্দিনী পাতু পৃষ্ঠং ত্রৈলোক্যতারিণী । পার্শ্ব পায়াদপর্ণা মে কট্টং মে কমঠাসনা ॥ ৬২
নাভৌ পাতু বিশালাক্ষী প্রজাহানং প্রভাবতী । উরু রক্ষতু কল্যাণী পাদৌ মে পাতু পার্শ্বতী ॥ ৬৩
জয়হুর্গাবতু প্রাণান্ সর্কস্রং সর্কসিদ্ধিমা । রক্ষাহীনস্ত যং স্থানং বর্জিতং কবচেন ॥ ৬৪
তং সর্কং মে সদা রক্ষদাধ্যা কালী সনাতনী । ইতি তে কথিতং দিব্যং ত্রৈলোক্যবিজয়াতিধম্ ॥ ৬৫
কবচং কালিকাদেব্যা আদ্যায়াঃ পরমাত্মনাম্ । পূজাকালে পঠেদ্যন্ত আদ্যাধিকৃতমানসঃ ॥ ৬৬
সর্কান্ কামানবাগ্নোতি তস্তাদ্যা স্তুপ্রসীদতি । মন্ত্রসিদ্ধির্ভবেদান্ত কিস্করা ক্ষুদ্রসিদ্ধয়ঃ ॥ ৬৭
অপূজো লভতে পুত্রং ধনার্থী প্রাপ্নুন্নামনম্ । বিদ্যার্থী লভতে বিদ্যাং কামী কামানবাগ্নুযাং ॥ ৬৮
সহস্রাবৃত্তপাঠেন বর্মণোহস্ত পুরজিহ্না । পুরশ্চরণসম্পন্নং যথোক্তফলদং তবেৎ ॥ ৬৯
চন্দনাগুরুকঙ্করীকুঙ্কমৈরুক্তচন্দনৈঃ । ভূর্জং বিলিখ্য গুটিকাং স্বর্ণস্থং ধারয়েদ্বদী ॥ ৭০
শিখায়াং দক্ষিণে বাহৌ কণ্ঠে বা সাধকঃ কটৌ । তস্তাদ্যা কালিকা বশ্চ বাহিত্তার্থং প্রযচ্ছতি ॥ ৭১
ন কুত্রাপি ভয়ং তস্য সর্কত্র বিজয়ী কবিঃ । অরোগী চিরজীবী স্তাদ্ বলবান্ ধারণক্ষমঃ ॥ ৭২
সর্কবিদ্যাসু নিপুণঃ সর্কশাস্ত্রার্থতত্ত্ববিৎ । বশে তস্তা হীপালা ভোগমোকৌ করহিতৌ ॥ ৭৩
কালিকায়ুক্তানাং নিঃশ্রেয়সকরং পরম্ ॥ ৭৪

শ্রীদেব্যাচ ।

কথিতং কৃপয়া নাথ স্তোত্রং কবচমেব চ । শুধুনা শ্রোতুমিচ্ছামি পুরশ্চর্য্যাবিধিং বিভৌ ॥ ৭৫

বাহুদয় এবং কৈবল্যদায়িনী আমার করদয় রক্ষা করুন । (৬১) কপর্দিনী আমার স্বকদেহ এবং ত্রৈলোক্যতারিণী আমার পৃষ্ঠ রক্ষা করুন, অপর্ণা আমার পার্শ্বদেশ এবং কমঠাসনা আমার কটদেশ রক্ষা করুন । (৬২) বিশালাক্ষী আমার নাভি এবং প্রভাবতী আমার প্রজাহান রক্ষা করুন, কল্যাণী আমার উরুদেশ এবং পার্শ্বতী আমার পদদ্বয় রক্ষা করুন । (৬৩) জয়হুর্গা আমার প্রাণ এবং সর্কসিদ্ধিদায়িনী আমার সর্কস্র রক্ষা করুন, যে স্থান রক্ষাহীন এবং যাহা কবচবর্জিত, আদ্যা সনাতনী কালিকা সেই সেই স্থান রক্ষা করুন । দেবি! তোমার নিকটে আমি ত্রৈলোক্য বিজয় নামক দিব্য কবচ কীর্তন করিলাম । (৬৪ ৬৫) যে ব্যক্তি পূজার সময়ে দেবীর প্রতি স্থিরচিত্ত হইয়া আদ্যাকালিকার এই পরমাত্মত্ব কবচ পাঠ করে, তাহার সকল কামনা সিদ্ধ হইয়া থাকে এবং দেবী আদ্যাশক্তি ও তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হন; (অধিক কি) তাঁহার আশু মন্ত্র সিদ্ধি ঘটিয়া থাকে এবং ক্ষুদ্র সিদ্ধি সমূহ তাঁহার নিকটে ভূত্যবৎ অবস্থিতি করে । (৬৬-৬৭) (এই কবচের মহাশ্রেয়) অপূজ্য ব্যক্তি পুত্রবান্, ধনার্থী ধনবান্, বিদ্যার্থী বিদ্যাবান্ এবং কামী পূর্ণকাম হইয়া থাকে । (৭৮) যদি এই কবচের পুরশ্চরণ করিতে হয়, তাহা হইলে সহস্রবার পাঠ করিতে হইবে, ইহার পুরশ্চরণ ঘটিলে যথোক্তফল লাভ হইয়া থাকে । (৬৯) যে সাধক অগুরু, চন্দন, কঙ্করী, কুঙ্কম ও রক্তচন্দন দ্বারা ভূর্জপত্রে এই কবচ লিখিয়া স্বর্ণস্থ গুটিকাতে পুরিয়া শিখায়, দক্ষিণ বাহু, কণ্ঠ, বা কটাদেশে ধারণ করে, আদ্যা কালিক বশ্চ হইয়া তাহাকে বহিত্তার্থ প্রদান করিয়া থাকেন । (৭০-৭১) তাহার কোন স্থানে বিভীষিকা ঘটে না, সে সর্কত্রবিজয়ী, কবি, অরোগী, চিরজীবী, বলী ও ধারণক্ষম হইয়া অবস্থিতি করে । (৭২) তাহার সকল বিদ্যায় পাণ্ডিত্য ও সর্কশাস্ত্রে পারদর্শিত্ব ঘটিয়া থাকে, (অন্ত কথা কি,) রাজারও তাহার বশ্চ এবং ভোগমোক তাহার করতলস্থ হয় । (৭৩) এই কবচ কালিকায়ুক্ত জীবগণের পক্ষে মুক্তিবিধায়ক । (৭৪) দেবী কহিলেন, ন্মথ তুমি কৃপা করিয়া আমার নিকটে স্তোত্র কবচ প্রকাশিত করিলে, এক্ষণে আমি পুরশ্চরণ বিধি শ্রবণ করিতে উৎসুক হইয়াছি । (৭৫) সদাশিব কহিলেন, ব্রহ্মমন্ত্রের পুরশ্চরণ কার্যে যে বিধি আদ্যা কালিকা

যো বিধিব্রাহ্মমন্ত্রাণাং পুনশ্চরণকর্তৃণি । স এবাদ্যা কালিকায়ামন্ত্রাণাং বিধিরিয্যতে ॥ ৭৬
 অশক্রে সাধকে দেবি জপপূজাহতাদিষু । পূজা সংক্ষেপতঃ কার্য্যা পুরশ্চরণমেব চ ॥ ৭৭
 যতো হি নিরহুষ্ঠানাত্ স্বান্নাহুষ্ঠানমুত্তমম্ । সংক্ষেপপুঙ্খনং তদ্রে তদ্রাদৌ শৃণু কথ্যতে ॥ ৭৮
 আচম্য মূলমন্ত্রেণ ঋষিত্বাসং সমাচরেৎ । করগুচ্ছিত্তঃ কুৰ্য্যাৎ ত্রাসঞ্চ করদেহয়োঃ ॥ ৭৯
 সৰ্ব্বাঙ্গব্যাপকং কৃৎস্না প্রণায়ামং চরেৎ স্তুধীঃ । ধ্যানং পূজাং জপঞ্চৈতি সংক্ষেপপুঙ্খনে বিধিঃ ॥ ৮০
 পুরজিহ্বায়াঃ মন্ত্রাণাং যত্র যো বিহিতো জপঃ । তস্মাচ্চতুর্গুণজপাৎ পুরশ্চর্য্যা বিধীয়তে ॥ ৮১
 অথবাত্তপ্রকারেণ পুরশ্চরণমুচ্যতে । কৃষ্ণাচতুর্দশীং প্রাপ্য কোজে বা বা শনিবাসরে ॥
 পঞ্চতন্ত্রং সমানীয় পূজয়িত্বা জগন্ময়ীম্ ॥ ৮২
 মহানিশায়ামযুতং জপেন্ময়মদন্তবীঃ । ভোজয়িত্বা ব্রহ্মনিষ্ঠান্ পুরশ্চরণকৃত্তবেৎ ॥ ৮৩
 কুজবাসরমারভ্য যাবন্মঙ্গলবাসরম্ । প্রত্যহং প্রজপেন্ময়ং সহস্রপরিসংখ্যয়া ॥ ৮৪
 বহুসংখ্যাজপেনৈব ভবেন্ময়পুরজিহ্বা ॥ ৮৫
 শ্রী আদ্যাকালিকামন্ত্রাঃ সিদ্ধমন্ত্রাঃ স্তুসিদ্ধিাঃ ॥ সদা সর্বযুগে দেবি কলিকালেবিশেষতঃ ॥ ৮৬
 কালরূপাণি বহুধা কলৌ জাগ্রতি পার্কতি । প্রবলে কলিকালে তু রূপমেতজ্জগজ্জিতম্ ॥ ৮৭
 নাত্ৰ সিদ্ধাদ্যাপেক্ষান্তি নারিমিত্রাদিদূষণন্ । নিয়মানিয়মো নাপি জপন্নাদ্যৈঃ প্রসাদয়েৎ ॥ ৮৮
 ব্রহ্মজ্ঞানমবাপোতি শ্রীমদাদ্যাঃ প্রমাদতঃ । ব্রহ্মজ্ঞানযুতো মর্ত্যো জীবমুক্তো ন সংশয়ঃ ॥ ৮৯
 ন চ প্রয়াসবাহুল্যং কায়ক্লেশোহপি ন প্রিয়ে । অদ্যাকালীনা ধকানাং সাধনং স্তুতসাধনম্ ॥ ৯০
 চিত্তসংগুচ্ছিরেবাত্ত মঞ্জিণাং ফলদায়িনী ॥ ৯১

মন্ত্রের বিধি ও তাহাই । (৭৬) দেবি সাধক যদি জপ, মোহ ও পূজাদিতে অশক্ত হয়, তাহা হইলে সংক্ষেপে পূজা ও পুরশ্চরণ করা তাহার কর্তব্য । (৭৭) অহুষ্ঠান না করা অপেক্ষা স্বান্নাহুষ্ঠানও উত্তম; তদ্রে! অগ্রে সংক্ষেপ পূজার বিধি বলিতেছি, শ্রবণ কর । (৭৮) প্রথমে মূলমন্ত্র দ্বারা আচমন করিয়া তৎপরে ঋষিত্বাস করিবে, পরে করগুচ্ছিত্ত সমাপনান্তে করত্ৰাস ও অঙ্গত্ৰাস করিবে । (৭৯) অনন্তর স্তুধী সাধক সর্ব হার্ষাঙ্গব্যাপীত্বাসের পর প্রণায়াম করিবে, তাহার পর ধ্যান, পরে পূজা পশ্চাৎ জপ; সংক্ষেপে পূজার বিধি এই প্রকার । (৮০) মন্ত্রের পুরশ্চরণ করিতে হইলে, যে মন্ত্রে যত জপ নির্দিষ্ট আছে তাহার চতুর্গুণ জপ করিলে সংক্ষেপ পুরশ্চরণ হইয়া থাকে । (৮১) অথবা অত্রপ্রকারে পুরশ্চরণ হইয়া থাকে, শনি বা মঙ্গলবারে কৃষ্ণাচতুর্দশী যোগে রাত্রিকালে পঞ্চতন্ত্র সংগ্রহ করিয়া জগন্ময়ীর আর্চনা করিবে । (৮২) সেই মহানিশায় এক মনে অযুত মন্ত্রজপ করিবে, অনন্তর ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ ভোজন সমাধা করিয়া পুরশ্চরণ শেষ করিবে । (৮৩) অপর পুরশ্চরণ এই প্রকার;) এক মঙ্গলবার হইতে আরম্ভ করিয়া অপর মঙ্গলবার পর্য্যন্ত প্রত্যহ সহস্র সংখ্যক জপ করিবে । (৮৪) এইরূপে অষ্টাহে অষ্ট সহস্র জপ সমাধা হইলে, মন্ত্রের পুরশ্চরণ হইয়া থাকে । (৮৫) শ্রী আদ্যাকালিকা মন্ত্র এবং সিদ্ধি মন্ত্র সর্বকালে স্তুসিদ্ধি; বিশেষতঃ ইহা কলিকালে আশু ফল দান করিয়া থাকে । (৮৬) পার্কতি! প্রবল কলির অধিকারে বিবিধ কালী মূর্তি দৃষ্ট হইতে থাকিবে সত্য, কিন্তু সর্ব মূর্তিতে তিনি প্রসারিত থাকিবেন, এই কালী মূর্তি কলি জীবের কল্যাণকারিণী । (৮৭) এই কালিকা মন্ত্রে সিদ্ধ ও অসিদ্ধের অপেক্ষা বা শত্রু মিত্রের আশঙ্কা নাই,—অর্থাৎ ইহাদের দোষে দূষিত হয় না; ইহার নিয়ম ও অনিয়মের চিন্তা নাই, আদ্যা শক্তিকে জপ করিলেই প্রসন্ন হন । (৮৮) এই মন্ত্রজপে আদ্যাশক্তির প্রভাবে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ ঘটে, ব্রহ্মজ্ঞানিলোকে যে জীবমুক্ত, তদ্বিষয়ে কোন সংশয় নাই । (৮৯) প্রিয়ে! অদ্যাকালীর সাধন অতিশয় স্তুতকর, ইহাতে পরিশ্রম বা কায় ক্লেশের সম্ভাবনা নাই । (৯০) এই মন্ত্রে চিত্তগুচ্ছি ঘটিলেই জীব সিদ্ধ হইতে পারে ॥ ৯১

দ্বাবম্ চিত্তকলিলং হাত্মমুৎসাহৈত ব্রতী । তাবৎ কৰ্ম্ম প্রকুর্বাণীত কুলভক্তিসমধিতঃ ॥ ৯২
যথাবহিহিতং কৰ্ম্ম চিত্তশুদ্ধৌ হি কারণম্ । অদৌ মন্তঃ গুরোর্কৃত্যাদ্ গৃহীয়াৎ ব্রহ্মমন্ত্রবৎ ॥ ৯২
প্রাতঃকৃত্যাদিনিয়মান্ কৃত্বা কুর্যাৎ পুরজ্ঞানম্ । চিত্তে শুদ্ধে মহেশানি ব্রহ্মজ্ঞানং প্রজায়তে ।
ব্রহ্মজ্ঞানে সমুৎপন্নে কৃত্যাকৃতং ন বিদ্যাতে ॥ ৯৪

পার্কত্বাচ ।

কুলং কিং পরমেশান কুলাচারশ্চ কিং বিভো । লক্ষণং পঞ্চতত্ত্বশ্চ শ্রোতুমিচ্ছামি তত্ত্বতঃ ॥ ৯৫

শ্রীসদাশিব উবাচ ।

সম্যক্ পৃষ্টং কুলেশানি সাধকানাং হিতৈষিণী । কথয়ামি তব শ্রীতৈয যথাবদবধারয় ॥ ৯৬
জীবঃ প্রকৃতিতত্ত্বঞ্চ দিক্ কালাকাশমেব চ । ক্ষিত্যপ্ তেজোবায়বশ্চ কুলমিত্যভিধীয়তে ॥ ৯৭
ব্রহ্মবুদ্ধ্যা নির্বিকল্পমেতেষাচরণঞ্চ যৎ । কুলাচারঃ স এবাদ্যো ধৰ্ম্মকামার্থমোক্ষদঃ ॥ ৯৮
বহুজ্ঞানার্জিতৈঃ পুণ্যৈস্তপোদানদৃঢ়ব্রতৈঃ । ক্ষীণাঘানাং সাধকানাং কুলাচারে মতিৰ্ভবেৎ ৯৯
কুলাচারগতা বুদ্ধিৰ্ভবেদাশু স্ননির্শলা । তদাদ্যাচরণাশ্রাজে মতিস্তেষাং প্রজায়তে ॥ ১০০
সদৃশুরোঃ সেবয়া প্রাপ্য বিদ্যামেনাং পরাংপরাম্ । কুলাচাররতা ভূষা পঞ্চতত্ত্বৈঃ কুলেশ্বরীম্ ॥ ১০১
যজন্তঃ কালিকামাদ্যাং কুলজ্ঞাঃ সাধকোত্তমাঃ । ইহ ভুক্তাখিলান্ভোগানব্রজন্ত্যন্তে নিরাময়ম্ ॥ ১০২
মহৌষধং ব্রহ্মজীবানাং হৃৎখবিস্মারকং মহৎ । আনন্দজনকং যচ্চ তদাদ্যাতত্ত্বলক্ষণম্ ॥ ১০৩
অসংস্কৃতঞ্চ যন্তত্বং মোহদং ভ্রমকারণম্ । বিবাদরোগজননস্ত্যাজ্যং কৌলৈঃ সদাপ্রিয়ে ॥ ১০৪
গ্রাম্যবায়ব্যবস্থানামুদ্ভূতং পুষ্টিবর্জনম্ । বুদ্ধিতেজোবলকরং দ্বিতীয়তত্ত্বলক্ষণম্ ॥ ১০৫

যতকাল মনের মালিগ্ন দূর না হয়, ততকাল কুলভক্তি সহকারে কৰ্ম্মীমুঠান করা কর্তব্য । (৯২) যথাবহিহিত কৰ্ম্মীমুঠানই চিত্তশুদ্ধির কারণ, ব্রহ্মমন্ত্রের ত্রায় এই মন্ত্র প্রথমে গুরুর মুখ হইতে গ্রহণ করিতে হয় । (৯৩) অনন্তর প্রাতঃকৃত্য প্রভৃতি নিত্যমুঠান করত পুরশ্চরণ করিবে, চিত্তশুদ্ধি ঘটিলে ব্রহ্মজ্ঞানের উদয় হয়, ব্রহ্মজ্ঞান সমুৎপন্ন হইলে কিছুই কৃত্যাকৃত্য থাকে না । (৯৪) পার্কতী কহিলেন,—হে পরমেশ ! কুল কি কুলাচার কাহার নাম এবং পঞ্চ তত্ত্বের লক্ষণ কি, আমি তোমার নিকট হইতে তাহার যথার্থ, শুনিতে ইচ্ছা করি । (৯৫) সদাশিব কহিলেন—কুলেশ্বরী ! তুমি সাধক জনের হিতৈষিণী তুমি উত্তম কথাই জিজ্ঞাসা করিয়াছ; আমি তোমার শ্রীতি সাধনের জন্ত যথাবদবর্ণন করিতেছি শ্রবণ কর । (৯৬) জীব প্রকৃতিতত্ত্ব, দিক্, কাল, আকাশ, ক্ষিতি, অপ, তেজঃ ও বায়ু এই নয়টা কুল বলিয়া কীর্তিত । (৯৭) এই নয়টা কুলে ব্রহ্মবিদ্যা বিধয়ক করনানুষ্ঠানমুঠানই কুলাচার বলিয়া অভিহিত । (৯৮) যাহাদের তপস্তা, দান, ও দৃঢ় ব্রতামুঠানে এবং জ্ঞানান্তরীণ স্মৃতি সঙ্কলে নিশ্চাপভাব দাঁড়াইয়াছে, সেই সকল সাধকদিগের কুলাচারে মন হইয়া থাকে । (৯৯) যদি বুদ্ধি কুলাচারের অনুগামিনী হয়, তাহা হইলে তাহার নির্মলভাব ঘটে, স্তভরাং সে সময়ে অনায়াসে সেই বুদ্ধি আদ্যা দেবীর চরণ কমলে প্রধাবিত হয় । (১০০) যে সকল ব্যক্তি সদগুরুর সের্গাধারা পরাংপর ব্রহ্মবিদ্যা লাভ করত কুলাচারে রত ও পঞ্চতত্ত্বে স্থিরচিত্ত হইয়া কুলেশ্বরী কালিকার পূজা করে, তাহার কুলজ্ঞ ও সাধক শ্রেষ্ঠ; তাহারই গৃহসংসারে নিহিত ভোগ্য বস্তু ভোগ করিয়া চরণে নিরাময় ব্রহ্মপদ লাভ করিয়া থাকে । (১০১।১০২) আদ্য তত্ত্বের লক্ষণ এই—ইহা মহৌষধি স্বরূপ, ইহার আশ্রয়ে জীবগণ নিখিলদুঃখভোগবিস্তৃত হয় এবং ইহা অতিশয় আনন্দ বিধান করিয়া থাকে । (১০৩) যদি আদ্যতত্ত্বসংস্কৃত না হয়, তাহা হইলে উহা হইতে মোহ ও ভ্রমের উৎপত্তি হইয়া থাকে, হে প্রিয়ে ! কৌলগণের পক্ষে অসংস্কৃতত্ব পরিভ্যাগ করা সর্বদা কর্তব্য । (১০৪) দ্বিতীয় তত্ত্ব;—গ্রাম্য ছাগাদি, বায়ব্য,—তিত্তরী প্রভৃতি পক্ষী, বস্ত্র,—মৃগাদি; দ্বিতীয় তত্ত্ব

জলোত্ত্বং যৎ কল্যাণি কমনীয়ং সুখপ্রদম্ । প্রজাবুদ্ধিকরঞ্চাপি তৃতীয়তত্ত্বলক্ষণম্ ॥ ১০৫
 সুলভং ভূমিজাতঞ্চ জীবানাং জীবনঞ্চ বৎ । আয়ুর্মূলং ত্রিগুণতাং চতুর্থতত্ত্বলক্ষণম্ ॥ ১০৬
 মহানন্দকরং দেবি প্রাণিনাং সৃষ্টিকারণম্ । অনাদ্যন্তজগৎমূলং শেষতত্ত্ব লক্ষণম্ ॥ ১০৭
 আদ্যতত্ত্বং বুদ্ধিতেজো বিতীয়ং পবনং প্রিয়ে । অপসৃতীয়ং জানীহি চতুর্থং পৃথিবীং শিবে ॥ ১০৮
 পঞ্চমং জগদাধারং বিয়বিক্তি বরাননে ॥ ১০৯
 ইৎং জ্ঞান্বা কুলেশানি কুলস্বত্বানি পঞ্চ চ । আচারং কুলধর্মশ্চ জীবন্তুকো ভবেন্নরঃ ॥ ১১০
 ইতি শ্রীমহানির্বাণতন্ত্রে সর্বতন্ত্রোত্তমোত্তমে সর্বধর্ম-নির্গরসারে শ্রীমদাদ্যাসদাশিবসম্বাদে
 ত্তোত্র-কবচ-কুলতত্ত্বলক্ষণকথনং নাম সপ্তমোঃশ্লোকঃ ॥

অষ্টমোঃশ্লোকঃ ।

শ্রদ্ধা ধর্মান্ বহুবিধান্ ভবানী ভবঃমোচনী । হিতায় জগতাং মাতা ভূয়ঃ শঙ্করমব্রবীৎ ॥ ১
 শ্রীদেব্যুবাচ ।
 শ্রুতং বহুবিধং ধর্মমিহামুত্রসুখপ্রদম্ । ধর্ম্মার্থকামদং বিঘ্নহরং নির্বাণকারণম্ ॥ ২
 সাম্প্রতং শ্রোতুমিচ্ছামি জ্ঞাহি বর্ণাশ্রমান্ বিভো । তত্র যে বিহিতাচারাঃ কৃপয়া বদ তানপি ॥ ৩
 শ্রীসদাশিব উবাচ ।
 চত্বারঃ কথিতা বর্ণাঃ আশ্রমা অপি সুব্রতে । আচারশ্চাপি বর্ণানামাশ্রমাণাং পৃথক্ পৃথক্ ॥ ৪
 কৃতাদৌ কলিকালে তু বর্ণাঃ পঞ্চ প্রকীর্তিতাঃ । ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়ো বৈশ্যঃ শূদ্রঃ সামান্ত্র্য এব চ ॥ ৫
 এতেষাং সর্ববর্ণানামাশ্রমৌ ধৌ মহেশ্বরি । তেষামাচারধর্ম্মাশ্চ শৃণুধাদৌ বদামি তে ॥ ৬
 ইহাদের দেহোৎপন্ন, পুষ্টিকর, বুদ্ধি, তেজ ও বলবিঘ্নায়ক । (১০৫) কল্যাণি ! তৃতীয় তত্ত্ব,—
 প্রজাবুদ্ধিকর, জীবের জীবন স্বরূপ, ভূমিজাত এবং সুখপ্রদ । (১০৬) চতুর্থ তত্ত্ব,—ত্রিগুণতের
 আয়ুর মূল কারণ । (১০৭) দেবি ! শেষ তত্ত্ব,—মহান্ আনন্দজনক, প্রাণিসৃষ্টিকারক, আদ্যন্ত
 রহিত জগতের মূল । (১০৮) প্রিয়ে ! তেজ আদ্য তত্ত্ব, বিতীয় পবন, তৃতীয় জল, চতুর্থ পৃথিবী ।
 হে বরাননে ! পঞ্চতত্ত্বকে জগতের আধার বলিয়া জানিও । (১০৯) কুলেশ্বর ! যে লোক এই
 প্রকারে তত্ত্ব, কুল ও কুলাচার পরিজ্ঞাত হইয়া কর্ম্মের ত হইয়া, সে ব্যক্তি নিশ্চয়ই জীবন্তু হইয়া
 থাকে । (১১০)

অনন্তর ভবমোচনকারিণী ভবানী ভবের মুখে বহুবিধ ধর্ম্ম শ্রবণ করিয়া জগতের হিতের
 উদ্দেশে পুনর্বার তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন । (১) দেবী কহিলেন ;—হে প্রভো ! আমি
 তোমার নিকট হইতে ইহ ও পুনরলোকে সুখদায়ক বহুবিধ ধর্ম্মতত্ত্ব শ্রবণ করিলাম, এ সকলই ধর্ম্মার্থ
 দায়ক, বিঘ্নহর ও নির্বাণের কারণ । (২) এক্ষণে আমি বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম শ্রবণের জন্ত সমুৎসুক
 হইয়াছি, তাহাতে যে সকল আচার বিহিত আছে, তাহা কৃপা করিয়া আমাকে জানাইয়া দাও ।
 (৩) সদাশিব কহিলেন,—যে সুব্রতে ! মত্যা, ত্রেতা ও দ্বাপরে চতুর্কর্ণ, চতুরাশ্রম এবং সেই
 সকল বর্ণ ও আশ্রমেদ আচারাদি পৃথকভাবে বর্ণিত হইয়াছে । (৪) কলিকালে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়,
 বৈশ্য, শূদ্র ও সামান্ত্র্য এই পাঁচ প্রকার বর্ণ কীর্তিত হইয়া থাকে । (৫) হে মহেশ্বর ! এই
 সমুদায় বর্ণাশ্রমদিগের দুই প্রকার আশ্রম আছে, আমি সেই সমস্ত বর্ণ ও আশ্রমের আচারাদির

পূরৈব কথিতং তাবৎ কলিসম্ভবচেষ্টিতম্ । তপঃ স্বাধ্যায়হীনানাং নৃণামন্মায়ুধামপি ।

ক্লেশপ্রয়াশক্তানাং কুতো দেহপরিশ্রমঃ ॥ ৭

ব্রহ্মচর্যাশ্রমো নাস্তি বানপ্রস্থোহপি ন প্রিয়ে । গার্হস্থ্যো ভিক্ষুকশ্চৈব আশ্রমৌ যৌ কলৌ যুগে ॥ ৯
গৃহস্থস্ত ক্রিয়াঃ সৰ্বা আগমোক্তাঃ কলৌ শিবে । নান্নমার্গৈঃ ক্রিয়াসিদ্ধিঃ কদাপি গৃহমেধিনাম্ ॥ ৯

‘ভৈক্ষুকেহপ্যাশ্রমে দেবি বেদোক্তং দণ্ডধারণম্ । কলৌ নান্ত্যেব তত্ত্বজ্ঞে যতন্তৎ শ্রৌতসংস্কৃতিঃ ১০

শৈবসংস্কারবিধিনাবধূতাপ্রমথারণম্ । তদেব কথিতং ভদ্রে সংস্কারগ্রহণং কলৌ ॥ ১১

বিপ্রাণামিতরেষাঞ্চ বর্ণানাং শ্রবণে কলৌ । উত্তরজ্ঞাশ্রমে দেবি সৰ্বেষামধিকারিতা ॥ ১২

সৰ্বেষামেব সংস্কারাঃ কৰ্ম্মাণি শৈববদ্ব্যন।। বিপ্রাণামিতরেষাঞ্চ কৰ্ম্মলিঙ্গং পৃথক্ পৃথক্ ॥ ১৩

জ্ঞাতমাত্রো গৃহস্থঃ স্তাৎ সংস্কারাদাশ্রমী ভবেৎ । গার্হস্থ্যং প্রথমং কুর্য্যৎ যথাবিধি মহেশ্বরী ॥ ১৪

তত্ত্বজ্ঞানে সমুৎপন্নো বৈরাগ্যং জায়তে যদা । তদা সৰ্বং পরিত্যজ্য সংস্কারাপ্রমথাপ্রয়েৎ ॥ ১৫

বিদ্যামুপার্জয়েদ্ বাল্যে ধনং দারান্চ যৌবনে । প্রৌঢ়কে ধৰ্ম্ম্যাণি কৰ্ম্মাণি চতুৰ্থে প্রব্রজেৎ স্বধীঃ ১৬

মাতরং পিতরং বৃদ্ধং ভাৰ্য্যাশ্চৈব পতিব্রতাম্ । শিশুশ্চ তনয়ং হিষ্মা নাবধূতাপ্রমং ব্রজেৎ ॥ ১৭

মৃত্যুঃ শিশুনা দারান্ স্বজনান্ বান্ধবানপি । যঃ প্রব্রজতি হিষ্টৈতান্ স মহাপাতকী ভবেৎ ॥ ১৮

মাতৃহা পিতৃহা স স্তাৰ্ঘ জীবধী ব্রহ্মঘাতকঃ । অসমুপ্যঙ্গপিতৃদীনৌ যৌ গচ্ছেত্তিক্ষুকাশ্রমৌ ১৯

ব্রাহ্মণো বিপ্রভিন্নশ্চ স্বশ্রবণোক্তসংক্রিয়াম্ । শৈবেন বদ্ব্যন কুর্য্যাদেব ধৰ্ম্মঃ কলৌ যুগে ॥ ২০

ত্রীণৈববাচ ।

কো বা ধৰ্ম্মো গৃহস্থস্ত ভিক্ষুকস্য চ কিং বিভো।। বিপ্রস্য বিপ্রভিন্নানাং সংস্কারাদীনি মে বদ ॥ ২১

বিষয় বলিতেছি, শ্রবণ কর। (৬) দেবি! কলির জীবগণের অবস্থার বিষয় আমি পূর্বেই বলি য়াছি তাহারা তপশ্রা এবং বেদজ্ঞানবিহীন, বিশেষতঃ তাহারা দুর্বলতা নিবন্ধন ক্লেশকর কার্য্যে অসমর্থ ও অন্নায়ুঃ হইবে, স্মতরাং তাহাদের দৈহিক শ্রমের সম্ভাবনা কোথায়? (৭) প্রিয়ে কলিযুগে ব্রহ্মচর্যা, বা বানপ্রস্থের ব্যবহার প্রচলন নাই, এই যুগে কেবল গার্হস্থ ও ভিক্ষুক এই দ্বিবিধ আশ্রমের ব্যবহার অবধারিত আছে। (৮) হে শিবে! কলিযুগে আগমোক্ত ক্রিয়াই গৃহস্থের পক্ষে করণীয়; কারণ অগ্র পথে প্রস্থিত হইলে গৃহীগণের ক্রিয়াসিদ্ধি ঘটে না। (৯) হে দেবি! কলিকালে ভৈক্ষুকাশ্রমে বেদোক্ত দণ্ডধারণের ব্যবস্থা নাই, কারণ উহা বৈদিক সংস্কারের অন্তর্গত। (১০) হে ভদ্রে! কলিযুগে শৈবসংস্কারে বিধিমতে অবধূতাপ্রমগ্রহণের নামই সন্ন্যাস। (১১) কলি প্রবল হইলে ব্রাহ্মণাদি সকল বর্ণই এই উত্তর আশ্রমে অধিকারী হইয়া থাকে। (১২) যদিও সকল বর্ণের শৈব মতানুসারে সংস্কারাদির অধিকার দেখিতে পাওয়া যায়, তথাপি সকল বর্ণের কৰ্ম্মচিহ্ন পৃথক্ভাবে সম্পাদিত হওয়া কর্তব্য। (১৩) মনুষ্য জন্ম-মাত্রে গৃহী, পরে সংস্কারের বশবর্তী হইয়া আশ্রমী হইয়া থাকে, মহেশ্বরী এই কলিতে প্রথমে যথাবিধি গৃহী হওয়া লোকের কর্তব্য কৰ্ম্ম। (১৪) যখন তত্ত্বজ্ঞান সমুদিত হইয়া বৈরাগ্য প্রকাশিত হইবে, সেই সময় সমস্ত পরিহার পূৰ্ব্বক সন্ন্যাসাপ্রম করিবে। (১৫) বাল্যকালে বিদ্যা লাভ, যৌবনে ধন ও দারপরিগ্রহ, প্রৌঢ়াবস্থায় ধৰ্ম্ম কৰ্ম্মানুষ্ঠান এবং শেষ বয়সে সন্ন্যাসাপ্রম করা কর্তব্য। (১৬) বৃদ্ধ পিতা মাতা, পতিব্রতা, ভাৰ্য্যাও শিশু সন্তান পরিত্যাগ করিয়া অবধূতপথে প্রস্থিত হইতে নাই। (১৭) যে ব্যক্তি মাতা, পিতা, স্ত্রী, শিশু সন্তান, স্বজন ও বন্ধু বান্ধবকে পরিত্যাগ করিয়া প্রব্রজ্যাবলম্বন করে, সে ব্যক্তি মহাপাতকী হইয়া থাকে। (১৮) যে ব্যক্তি পিতামাতার সন্তোষ সাধন না করিয়া ভিক্ষুকাশ্রমে প্রবেশ করে, সে ব্যক্তি মাতৃহত্যা, পিতৃহত্যা, স্ত্রীহত্যা ও ব্রহ্মহত্যা পাপে লিপ্ত হইয়া থাকে। (১৯) ব্রাহ্মণ ও অপরাপর বর্ণ শৈবমতে আপনাদের বর্ণাপ্রম বিহিত সংস্কারের অনুষ্ঠান করিবে, ইহাই কলিযুগের ধৰ্ম্ম। (২০) দেবী

ত্রীসদাশিব উচাব ।

গার্হস্থ্যঃ প্রথমঃ ধর্ম্মং সর্ব্বেষাং মহুজ্জন্মানাম্ । তদেব কথয়াম্যাদৌ শৃণু কোলিনি তত্ত্বতঃ ॥ ২২
ব্রহ্মানিষ্ঠো গৃহস্থঃ শ্রাৎ ব্রহ্মজ্ঞানপরায়ণঃ । যদ্যৎ কৰ্ম্ম প্রকুর্বাতি তত্ত্ব স্মৃণি সমৰ্পয়েৎ ॥ ২৩
ন মিথ্যাভাষণং কুর্যাৎ ন চ শাঠ্যং সমারচেৎ । দেবতাতিথিপূজাস্থ গৃহস্থো নিরতো ভবেৎ ॥ ২৪
মাতারং পিতরঞ্চৈব সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষদেবতাম্ । মম্বা গৃহী নিষেবেত সদা সর্ব্বপ্রযত্নতঃ ॥ ২৫
তুষ্ঠায়াং মাতরি শিবে তুষ্ঠে পিতরি পার্কতি । তব প্রীতি র্ভবেদেবি পরব্রহ্ম প্রসীদতি ॥ ২৬
স্বমাদ্যে জগতাং মাতা পিতা ব্রহ্ম পরাৎপরম্ । যুধয়োঃ প্রীণনং যম্মাং তস্মাৎ কিং গৃহিণাস্তপঃ ২৭
আসনং শয়নং বস্ত্রং পানস্তোজনমেব চ । তন্তং সময়মাজ্জায় মাত্রে পিত্রে নিয়োজয়েৎ ॥ ২৮
শ্রায়য়েচ্ছূচ্চাং বাণীং সর্ব্বদা প্রিয়মাচরেৎ । পিত্রোরাজ্জাহ্নসারী শ্রাৎ সৎপুত্রঃ কুলপাবনঃ ॥ ২৯
ঔদ্ধত্যং পরিহাসঞ্চ তজ্জর্নং পরিভাষণম্ । পিত্রোরগ্রে ন কুর্বাতি যদীচ্ছেদাশ্বনো হিতম্ ॥ ৩০
মাতরং পিতরং বীক্ষ্য নমোভিষ্ঠেৎ সসজ্জনম্ । বিনাজ্জয়া নোপবিশেৎ সংস্থিতঃ পিতৃশাসনে ॥ ৩১
বিদ্যাধনমদোদ্রস্তো যঃ কুর্যাৎ পিতৃহেলনম্ । যাতি নরকং ঘোরং সর্ব্বধর্ম্মবহিষ্কৃতঃ ॥ ৩২
মাতরং পিতরং পুত্রং দারানতিথিসোদরান্ । হিষ্টা গৃহী ন ভূজীয়াৎ প্রাণৈঃ কঠগতৈরপি ॥ ৩৩
বঞ্চয়িত্বা গুরুন বন্ধুন্ যো ভুঙক্তে স্বোদরন্তরঃ । ইহৈব লোকে গর্হ্যোহসৌ পরত্র নারকী ভবেৎ ॥ ৩৪
গৃহস্থো গোপয়েদারান্ বিদ্যামভ্যাসয়েৎ স্তুতান্ । পোষয়েৎ স্বজনান্ বন্ধুনেব ধর্ম্মঃ সনাতনঃ ॥ ৩৫
জনন্তা বদ্ধিতোদেহো জনকেন প্রযোজিতঃ । স্বজনৈশিক্ষিতঃ প্রীত্যা সৌহৃদমন্তান্ পরিত্যজেৎ ॥ ৩৬

কহিলেন,—বিভো! গৃহস্থ এবং ভিক্ষুকের ধর্ম্ম কি এবং ব্রাহ্মণ ও তদিতর বর্ণের সংস্কারই বা কি, তাহা আমার নিকটে বল। (২১) সদাশিব কহিলেন,—হে কোলিনি! গার্হস্থ্যধর্ম্ম মহুয্যের প্রথম ধর্ম্ম, অতএব, আমি তৎসম্বন্ধে যথার্থও বলিতেছি; শ্রবণ কর। (২২) গৃহীর ব্রহ্মনিষ্ঠ ও ব্রহ্মপরায়ণ হওয়া কর্তব্য, গৃহী যে যে কার্য্য করিয়া থাকে, তাহা ব্রহ্মে অর্পণ করিতে হইবে। (২৩) গৃহস্থ লোকে মিথ্যা কথা, বা শঠতার বশীভূত হইবে না, দেবতা ও অতিথি পূজায় সতত নিযুক্ত থাকিবে। (২৪) মাতা পিতা সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ দেবতাতুল্য, অতএব সর্ব্ব-প্রযত্নে নিরন্তর তাঁহাদের সেবা করা কর্তব্য। (২৫) যাহার প্রতি মাতা ও পিতা তুষ্ঠ থাকেন, হে পার্কতি! তুমিও তাহার প্রতি প্রসন্ন হইয়া থাক; দেবি! (অথ কথা কি,) তোমার প্রীতি ঘটিলে পরব্রহ্মও প্রীত হইয়া থাকেন। (২৬) হে আদ্যো! তুমি জগতের পিতা, যে সকল গৃহস্থ লোকে মাতাপিতারস্বরূপ তোমাদিগকে সম্বোধন করে, তাহাদের তপস্তার প্রয়োজন কি? (২৭) উপযুক্ত সময় ঘটিলে মাতাপিতাকে আসন, শয়ন, বসন, পান, ও ভোজন প্রভৃতি প্রদান করা কর্তব্য। (২৮) তাঁহাদের প্রতি মধুর বাক্য প্রয়োগ এবং প্রিয় ব্যবহার করিতে হয়, যে পুত্র মাতাপিতার আজ্ঞানুকারী সেই পুত্র সৎ এবং কুলপাবন। (২৯) যে ব্যক্তি আপনার হিতকামনা করে, মাতাপিতার সমক্ষে ঔদ্ধত্য, পরিহাস, তজ্জর্ন ও কটুক্তি করা তাহার কর্তব্য নহে। (৩০) মাতাপিতাকে দেখিয়া সসজ্জনে প্রণাম পূর্ব্বক গাভ্রোস্থান করিতে হয়, তাঁহাদের অনুমতি গ্রহণ না করিয়া আসনে বসিতে নাই, (অধিক কি,) সর্ব্বতোভাবে তাঁহাদের শাসনে অবস্থিতি করা কর্তব্য। (৩১) যে পুত্র বিদ্যামদে বিমোহিত হইয়া, মাতা পিতাকে অবহেলা করে, সে ব্যক্তি সকল ধর্ম্ম হইতে বহিষ্কৃত হইয়া ঘোর নরকে নিপতিত হয়। (৩২) যদি নিজের প্রাণ কঠাগত হয়, তাহা হইলেও মাতা, পিতা, পুত্র, ভাৰ্য্যা অতিথি ও সহোদরদিগকে না দিয়া আপনি আহার করিবেন না। (৩৩) যে উদরপরায়ণ ব্যক্তি মাতা পিতা প্রভৃতি গুরু, বন্ধু, বান্ধব ও স্বজনদিগকে বঞ্চিত করিয়া আপনি ভোজন করে, তাহার কেবল ইহলোকে নিন্দা প্রচার হয় না, পরকালেও তাহার নরকনিবাস হইয়া থাকে। (৩৪) পরিবার প্রতিপালন, সন্তানগণের শিক্ষাদান এবং স্বজনগণের ভরণপোষণই গৃহীর সনাতন ধর্ম্ম। (৩৫) এই শরীর জননীর মেহে

ঐশ্বর্যমর্থে মহেশানি কৃতা কষ্টশতাজপি । প্রীণয়েৎ সততং শক্ত্যা ধর্মো হেষ স্ননাতনঃ ॥ ৩৭
 স ধন্তঃ পুরুষো লোকে স কৃতী পরমার্থবিৎ । ব্রহ্মনিষ্ঠঃ সত্যসন্ধো যো ভবেত্তুবি মানবঃ ॥ ৩৮
 ন ভার্ঘ্যস্তাড়য়েৎ কাপি মাতৃবৎ পালয়েৎ সদা । ন ত্যজেৎ ঘোরকষ্টেহপি যদি সাধ্বী পতিব্রতা ॥ ৩৯
 স্থিতেষু স্বীয়দারেষু জিয়মন্ত্যঃ ন সংস্পৃশেৎ । ছুষ্টেন চেতসা বিদ্বানন্তথা নারকী ভবেৎ ॥ ৪০
 বিরলে শয়নং বাসং ত্যজেৎ প্রাজ্ঞঃ পরজিয়া । অযুক্তভাষণৈকৈব জিয়ং শৌর্য্যম দর্শয়েৎ ॥ ৪১
 ধনেন বাসসা প্রেয়া ব্রহ্মস্মৃতভাষণৈঃ । সততং তোষয়েদ্রানান্ নাগ্রিয়ং কচিদাচরেৎ ॥ ৪২
 উৎসবে লোকযাত্রায়ান্ তীর্থেষুচনিকেতনে । ন পত্নীং প্রেষয়েৎ প্রাজ্ঞঃ পুত্রোমাত্যবিবজ্জিতাম্ ॥ ৪৩
 যন্মিন্নরে মহেশানি তুষ্টা ভার্ঘ্যা পতিব্রতা । সর্বো ধর্মঃ কৃতন্তেন ভবতীগ্রিয় এব সঃ ॥ ৪৪
 চতুর্কর্ষাবি বিজ্ঞান লালয়েৎ পালয়েৎ পিতা । ততঃ বোড়শপর্য্যন্তং শূণান্ বিদ্যাঞ্চ শিক্ষয়েৎ ॥ ৪৫
 বিংশত্যাদিকান্ পুত্রান্ প্রেরয়েৎ গৃহকর্ম্মসু । ততস্তাংস্তল্যভাবেন মদ্য স্নেহং প্রদর্শয়েৎ ॥ ৪৬
 কন্তাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিয়ত্ততঃ । দেয়া বরায় বিভূষে ধনরত্নসমর্হিতা ॥ ৪৭
 এবং ক্রমেণ ভ্রাতৃশ্চ স্বশ্রুভ্রাতৃসুতানপি । জ্ঞাতীন্ মিত্রাণি ভৃত্যাংশ্চ পালয়েন্তোষয়েৎ গৃহী ॥ ৪৮
 তুতঃ স্বধর্ম্মনিরতানেকগ্রামনিবাসিনঃ । অভ্যাগতান্দাসীনান্ গৃহস্থঃ পরিপালয়েৎ ॥ ৪৯
 যদ্যেবং নাচরেদেবি গৃহস্থো বিভবে সতি । পশুরেব স বিজ্ঞেয়ঃ স পাণী লোকগর্হিতঃ ॥ ৫০
 নিজ্রালস্তং দেহবস্ত্রং কেশবিন্যাসমেব চ । আসক্তিমশনে বস্ত্রে নাতিরিক্তাং সমাচরেৎ ॥ ৫১

বর্দ্ধিত জনকের রূপায় উৎপাদিত, স্বজনের প্রেমে শিক্ষিত; যে ব্যক্তি ঘোর নরাধম, সেইই ইহাদিগকে পরিত্যাগ করে। (৩৬) হে মহেশ্বর! ইহাদের জন্ত শত শত কষ্ট স্বীকার করিয়াও যথাশক্তি ইহাদের তুষ্টিসাধন করাই (গৃহীর) সনাতন ধর্ম্ম (৩৭) যে ব্যক্তি ব্রহ্মনিষ্ঠ সত্যসন্ধ ও পরমার্থবিৎ, সেই ব্যক্তি এই সংসারে ধন্ত ও কৃতী। (৩৮) ভার্ঘ্যাকে তাড়না করা দূরে থাকুক, মাতৃবৎ পালন করা কর্তব্য, ঘোরকষ্টে পতিত হইলেও সাধ্বী স্ত্রীকে পরিত্যাগ করিবে না। (৩৯) আপনার গৃহলক্ষ্মী বর্ত্তমানে অন্য রমণীকে স্পর্শ করিতে নাই; দূষিত অন্তঃকরণে পরনারী স্পর্শকল্পনাতেও নরক নিবাস ঘটিয়া থাকে। (৪০) পরজীর সহিত বিরলে শয়ন ও বাস করা প্রাজ্ঞের কর্তব্য নহে, স্ত্রীর প্রতি অসুচিত বাক্য প্রয়োগ বা শৌর্য্য প্রদর্শন করিতে নাই। (৪১) অর্থ, বসন, প্রেম, শ্রদ্ধা ও অমৃত বাক্য স্ত্রীর মনতুষ্ট করা কর্তব্য, 'কখনও স্ত্রীলোককে অগ্রিয় কথা বলিবে না (৪২) পুত্র অথবা আত্মীয় সঙ্গ ব্যতিরেকে উৎসবে, লোকযাত্রা, তীর্থ স্থলে, বা পরগৃহে পত্নীকে একাকিনী প্রেরণ করা বুদ্ধিমান পতির কর্তব্য নহে। (৪৩) মহেশ্বর! যে পতির প্রতি পতিব্রতা পত্নী তুষ্ট থাকে, তাহার সকল প্রকার ধর্ম্ম কর্ম্ম অসুষ্ঠিত হয় এবং সে ব্যক্তি তোমার প্রিয় হইয়া থাকে। (৪৪) চতুর্কর্ষ পর্য্যন্ত শিশু সন্তানের লালনপালন করা পিতার কর্তব্য কর্ম্ম, অনন্তর বোড়শবর্ষ পর্য্যন্ত তাহাকে বিদ্যা ও শূণ শিক্ষাদান করিতে হয়। (৪৫) যখন পুত্রের বয়স বিংশতিবর্ষ দাঁড়াইবে, তখন তাহাকে গৃহকার্য্যে নিযুক্ত করিবে, অনন্তর আত্মতুল্যজ্ঞানে পুত্রের প্রতি স্নেহ প্রদর্শন করিবে। (৪৬) পুত্রের ন্যায় কন্যাকেও যত্নপূর্ব্বক লালনপালন ও শিক্ষাদান করিতে হয়, পরে (যৌশ্যকালে) ধনরত্নে বিভূষিত করিয়া জ্ঞানবান্ বরকে সম্প্রদান করিতে হয়। (৪৭) এইরূপে যথাক্রমে ভ্রাতা, ভগিনী, ভ্রাতৃপুত্র, জ্ঞাতী মিত্র ও ভৃত্যদিগকে পালন করা গৃহীর কর্তব্য। (৪৮) অনন্তর স্বধর্ম্মানুযায়ী, একগ্রামবাসী, অভ্যাগত, অতিথি ও উদ্দাসীনগণের প্রতিপালন করাই গৃহীর পক্ষে বিধেয়। (৪৯) হে দেবি! বিভবসম্পন্ন হইয়াও যে গৃহী এরূপ কর্ম্ম না করে, সে লোকে নিন্দিত, পাণী ও পশু বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে। (৫০) অতিরিক্তভাবে মিত্রা, আলস্য, দেহবস্ত্র কেশবিন্যাস ও অশন বসনে অহুরাগ প্রকাশ করা কর্তব্য নহে। (৫১) পরিমিত আহার, পরিমিত নিজ্রা, পরিমিত

যুক্তাহারো যুক্তনিদ্রো মিতবাঙ্ মিতমৈথুনঃ । স্বচ্ছো নম্রঃ শুচির্দিক্ষো যুক্তঃ স্যাৎ সর্বকর্ম্ম ॥ ৫২
 শূরঃ শত্রৌ বিনীতঃ স্যাৎ বান্ধবে গুরুসন্নিধৌ । জুগুপ্সিতান্ ন মন্ত্বেত নাবমন্ত্বেত মানিনঃ ॥ ৫৩
 সৌহার্দং ব্যবহার্যাশ্চ প্রবৃত্তিং প্রকৃতিং নৃণাম্ । সহবাসেন তর্কৈশ্চ বিদিশা বিশ্বসেত্ততঃ ॥ ৫৪
 ত্র্যসন্দেষ্টুরপি ক্ষুদ্রাৎ সময়ং বীক্ষ্য বুদ্ধিমান্ । প্রদর্শয়েদাত্মভাবান্নৈব ধর্ম্মং বিলজ্জয়েৎ ॥ ৫৫
 স্বীয়ং যশং পৌরুষঞ্চ গুপ্তয়ে কথিতঞ্চ যৎ । কৃত্যং বহুপকারায় ধর্ম্মজ্ঞো ন প্রকাশয়েৎ ॥ ৫৬
 জুগুপ্সিতপ্রবৃত্তৌ চ নিশ্চিত্যেহপি পরাজয়ে । গুরুণা লঘুনা চাপি যশস্বী ন বিবাদয়েৎ ॥ ৫৭
 বিদ্যাধনবশো ধর্ম্মান্ বতমান উপাজ্জয়েৎ । বাসনঞ্চাসত্যং সঙ্গং মিথ্যাচন্দ্রোহং পরিত্যজেৎ ॥ ৫৮
 অবস্থানুগতাশ্চেষ্টাঃ সময়ানুগতাঃ ক্রিয়াঃ । তন্মাদবস্থাং সময়ং বীক্ষ্য কর্ম্ম সমাচরেৎ ॥ ৫৯
 যোগক্ষেমরতো দক্ষো ধার্ম্মিকঃ প্রিয়বান্ধবঃ । মিতবাঙ্ মিতহাসং স্যাম্মান্যোহগ্রে তু বিশেষতঃ ॥ ৬০
 জিতেন্দ্রিয়ঃ প্রসন্নাত্মা সূচিন্তঃ সাদৃঢ়ব্রতঃ । অপ্রমত্তো দীর্ঘদর্শী মাত্ৰাপ্পর্শান্ বিচারয়েৎ ॥ ৬১
 সত্যং বৃহৎ প্রিয়ং ধীরো বাক্যং হিতকরং বদেৎ । আত্মোৎকর্ষস্তথা নিন্দাং পরেবাং পরিবজ্জয়েৎ ॥ ৬২
 জলাশয়াশ্চ বৃক্ষাশ্চ বিশ্রামগৃহমধ্বনি । সেতুা প্রতিষ্ঠিতা যেন তেন লোকত্রয়ং জিতম্ ॥ ৬৩
 সন্তুষ্টৌ পিতরৌ যন্নিম্নরক্তাঃ স্তম্ভদগাণাঃ । গায়ন্তি যদবশৌ লোকান্তেন লোকত্রয়ং জিতম্ ॥ ৬৪
 সত্যমেব ব্রতং যস্য দয়া দীনেষু সর্বথা । কামক্ৰোধৌ বশে যস্য তেন লোকত্রয়ং জিতম্ ॥ ৬৫
 বিরক্তঃ পরদারেষু নিস্পৃহঃ পরবস্তবু । দম্ভমাৎসর্য্যবহীনো যন্তেন লোকত্রয়ং জিতম্ ॥ ৬৬

কখন ও পরিমিত মৈথুন করা গৃহস্থের পক্ষে উচিত! সর্বদা নির্মল, পবিত্র, কার্য্যপটু ও নম্র হওয়া কর্তব্য! (৫২) শত্রুর প্রতি শূর, বন্ধু ও গুরুর নিকটে বিনীত হইতে হয়, যুগিত ব্যক্তিকে যুগা এবং মানী ব্যক্তিকে অবমাননা করিতে নাই। (৫৩) সহবাস ও তর্কপ্রসঙ্গে লোকের স্বভাব ব্যবহার, প্রবৃত্তি, প্রকৃতি ও সৌন্দর্যের পরিচয় পাইয়া বিশ্বাস করিতে হয়। (৫৪) শত্রু ব্যক্তি সামান্য হইলেও তাহাকে ভয়, সময়ে আত্মপ্রভাব প্রদর্শন করা বুদ্ধিমানের কর্তব্য, কিন্তু ধর্ম্মপথ অতিক্রম করিতে নাই। (৫৫) অন্যের উপকার করিয়া তাহা প্রকাশ করা, স্বীয় যশ ও পৌরুষের পরিচয় দেওয়া, বা কাহারও নিকটে অন্যের গুপ্ত কথা ব্যক্ত করা, ধর্ম্মজ্ঞ ব্যক্তির কর্তব্য নহে (৫৬) জয়ের সম্ভাবনা থাকিলেও লোকগর্হিত কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়া যশস্বী ব্যক্তির কর্তব্য নহে এবং গুরু বা লঘুর সহিত বিবাদ করাও সঙ্গত নহে। (৫৭) যত্নপূর্বক বিদ্যা, ধন, যশ ও ধর্ম্ম উপাজ্জন করিবে; বাসন, কুসঙ্গ মিথ্যাকথন, প্রভৃতি পরিত্যাগ করিবে। (৫৮) কার্য্যচেষ্টা অবস্থার অনুগামিনী এবং ক্রিয়া সময়ের অধীন, অতএব অবস্থা ও সময়ের প্রতি দৃষ্টিপাত রাখিয়া কর্ম্ম করা কর্তব্য (৫৯) যোগ ও ক্ষেমে অনুরক্ত হওয়া, ধার্ম্মিক, কর্ম্মঠের ন্যায় কার্য্য করা বহুগুণের প্রতি সৌহার্দ প্রদর্শন করা, মাননীয় লোকের সাক্ষাতে মিতভাষী ও মিতহাস্য হওয়া গৃহীর কর্তব্য। (৬০) গৃহস্থ ব্যক্তির জিতেন্দ্রিয়, প্রসন্নাত্মা, সূচিন্ত, দৃঢ়ব্রত, অপ্রমত্ত, দীর্ঘদর্শী হওয়া কর্তব্য এবং ইন্দ্রিয়বৃত্তিসম্বন্ধ সুবিশেষ পর্যালোচনা না করিয়া কোনও কর্ম্ম করা উচিত নহে। (৬১) ধীর ব্যক্তি সত্য, বৃহৎ, প্রিয় ও হিতকর বাক্য প্ররোগ করিবে, আত্মপ্রাধা ও পুরকুৎসা করা কর্তব্য নহে। (৬২) যে ব্যক্তি পশ্চিমধ্যে জলাশয়-প্রতিষ্ঠা, বৃক্ষ রোপণ, বিশ্রামভবননির্মাণ ও সেতুরচনা করে, সেই ব্যক্তি ত্রিলোকজয় করিয়া থাকে। (৬৩) বাহার প্রতি মাতাপিতা সন্তুষ্ট থাকেন, স্তম্ভদগাণ বাহার প্রতি অনুরক্ত, লোকে বাহার ঘণোগান করিয়া থাকে, সেই ব্যক্তি ত্রিলোকজয় করিয়া করিয়া থাকে। (৬৪) সত্যই বাহার ব্রত, যে ব্যক্তি দীনজনে দয়া প্রকাশ করিয়া থাকে, কাম, ক্রোধ বাহুর বশীভূত, সেই ব্যক্তি ত্রিলোকজয় করিয়া থাকে। (৬৫) যে ব্যক্তি পরত্নীতে বিরক্ত, পরবস্ততে নিস্পৃহ, যে ব্যক্তি দম্ভ মাৎসর্য্যবিহীন, সেই ব্যক্তিই ত্রিলোক জয় করিয়া থাকে। (৬৬) যে রণভূমি হইতে পলায়ন করে না, যে সংগ্রামে পরাভূত হয় না, যে ধর্ম্ম

ম বিতেতি রণাদ্যো বৈ সংগ্রামেহ্যপরাধুঃ । ধর্মযুদ্ধে মৃতো বাপি তেন লোকত্রয়ং জিতম্ ॥ ৬৫
 অসংশয়ান্না স্প্রদ্ধঃ শান্ত্বাচারতৎপরঃ । মচ্ছাসনে স্থিতো যশ্চ তেন লোকত্রয়ং জিতম্ ॥ ৬৮
 জ্ঞানিনা লোকযাত্রায়ৈ সর্বত্র সমদৃষ্টিনা । ক্রিয়ন্তে যেন কর্ম্মণি তেন লোকত্রয়ং জিতম্ ॥ ৬৯
 শৌচস্ত দ্বিবিধং দেবি বাহ্যভ্যন্তরভেদতঃ । ব্রহ্মণ্যাদ্বার্পণং যন্তঃ শৌচমাস্তরিকং স্মৃতম্ ॥ ৭০
 অস্তিকী ভস্মনা বাপি মলানামপকর্ষণম্ । দেহশুদ্ধির্ভবেদ্যেন বহিঃশৌচং তদ্ব্যচ্যতে ॥ ৭১
 গঙ্গা নতো হ্রদা বাপ্যন্তথা কূপাশ্চ কুল্লকাঃ । সর্বং পবিত্রজননং স্বর্ণদী ক্রমতঃ প্রিয়ে ॥ ৭২
 ভস্মাত্র যাজিকং শ্রেষ্ঠং মৃদ্যো তু মলবর্জিতা । বসোহজিনতৃণাদীনি মুঘজ্জানীহি স্মৃততে ॥ ৭৩
 কিমত্র বহুনোক্তেন শৌচাশৌচবিধৌ শিবে । মনঃপূতং ভবেদ্যেন গৃহস্থস্ততদাচরৎ ॥ ৭৪
 নিজান্তে মৈথুনশ্রান্তে ত্যাগান্তে মলমূত্রয়োঃ । ভোজনান্তে মলে স্পৃষ্টে বহিঃ শৌচং বিধীয়তে ॥ ৭৫
 সন্ধ্যা ত্রৈকালিকী কার্য্য বৈদিকী তাত্ত্বিকী ক্রমাৎ । উপাসনায় ভেদেন পূজাং কুর্যাদ্ যথাবিধি ॥
 ব্রহ্মমহোপাসকানাং গায়ত্রীং জপতাং প্রিয়ে । জ্ঞানাদ্ ব্রহ্মেতি তষ্যচ্যং সন্ধ্যা ভবতি বৈদিকী ॥ ৭৭
 অন্তেষাং বৈদিকী সন্ধ্যা সূর্য্যোপস্থানপূর্ব্বকম্ । অর্ঘ্যদানং দিনেশায় গায়ত্রীজপনস্তথা ॥ ৭৮
 অষ্টোত্তরং সহস্রং বা শতং বা দশধাপি বা । জপানাং নিয়মো ভজে সর্বত্রাহিককর্ম্মণি ॥ ৭৯
 শূদ্রসামান্তজাতীনামধিকারোহস্তি কেবলম্ । আগমোক্তবিধৌ দেবি সর্বসিদ্ধিস্ততো ভবেৎ ॥ ৮০
 প্রাতঃ সূর্য্যোদয়ঃ কালো মধ্যাহ্নস্তদনন্তরম্ । সায়াং সূর্য্যাস্তসময়ত্রিকালানাময়ং ক্রমঃ ॥ ৮১

শ্রীদেবুবাচ ।

বিপ্রাদিসর্ববর্ণানাং বিহিতা তাত্ত্বিকী ক্রিঃ । স্বয়ং কথিতা নাম সম্প্রাপ্তে প্রবলে কলৌ ॥ ৮২

যুদ্ধে দেহ পরিত্যাগ করে, সেই ব্যক্তিই ত্রিলোক জয় করিয়া থাকে । (৬৭) যাহার আত্মা
 অসন্দ্বিগ্ন, যে ব্যক্তি শ্রদ্ধালু এবং শিবাচারপরায়ণ, যে ব্যক্তি আমার শাসনের অনুরাগত, সেই ব্যক্তি
 ত্রিভুবন জয় করিয়া থাকে । (৬৮) যে জ্ঞানবান্ ব্যক্তি লোকযাত্রার উদ্দেশে সর্বত্র সমদৃষ্টি
 থাকিয়া ক্রিয়ামুষ্ঠান করে, সেই ব্যক্তিই ত্রিভুবন জয় করিয়া থাকে । (৬৯) হে দেবি ! বাহ্য
 ও অভ্যন্তর ভেদে শৌচ দ্বিবিধ, ব্রহ্মে আত্মসমর্পণ করার নাম আস্তরিক শৌচ । (৭০) জল, ভস্ম
 ও মলাপকর্ষণে যে দেহশুদ্ধি ঘটে, তাহার নাম বহিঃশৌচ । (৭১) হে প্রিয়ে ! গঙ্গা, নদী, হ্রদ,
 বাপী, কূপ, স্বর্ণ নদী এবং সরোবর, এই সকলে স্নান করিলে শরীর পবিত্র হইয়া থাকে । (৭২)
 হে স্মৃততে ! ভস্ম দ্বারা যাজিক স্নানই 'বাক্যশৌচ' বিষয়ে প্রশস্ত, নির্মূল মৃত্তিকাতেও ঐরূপ
 স্নান হইতে পারে ; বস্ত্র, অজিন ও তৃণাদি মৃত্তিকার দ্বারা পবিত্র হইয়া থাকে । (৭৩) হে শিবে
 অধিক কি বলিব, বাহাতে মনঃপূত হয়, তদনুরূপ অনুষ্ঠান করা গৃহস্থের পক্ষে কর্তব্য । (৭৪)
 নিজা, মৈথুন, মলমূত্রত্যাগ, ভোজনান্ত ও মল ত্যাগকালে বহিঃশৌচ করা বিধেয় । (৭৫) মধ্য-
 ক্রমে ত্রৈকালিকী বৈদিকী ও তাত্ত্বিকী সন্ধ্যা করা কর্তব্য এবং উপাসনাভেদে যথাবিধানে পূজা করা
 উচিত । (৭৬) প্রিয়ে ! যাহারা ব্রহ্মমন্ত্রের উপাসক, তাহাদের গায়ত্রী জপ কালে জ্ঞান হইতে
 ব্রহ্মের উৎপত্তি এই বোধ হইলে বৈদিক সন্ধ্যা করা হয় । (৭৭) অস্ত্রের সন্ধ্যোপাসনা কালে
 সূর্য্যার্ঘ্য দান ও গায়ত্রী জপ করা কর্তব্য । (৭৮) হে দেবি ! আহিক কার্য্য অষ্টোত্তর সহস্র, অষ্টোত্তর
 শতমাত্র, অথবা দশবার জপ করিতে হয় । (৭৯) শূদ্র ও সামান্ত জাতিদিগের কেবল আগমোক্ত
 বিধিতে অধিকার আছে; যদি আগমবিধি সম্পাদিত হয়, তাহা হইলে সমুদায় সিদ্ধ হইয়া থাকে ।
 (৮০) ত্রিকালীন সন্ধ্যার সময় এইরূপ নির্দিষ্ট হইয়াছে, সূর্য্যোদয়ের সমুদয় প্রাতঃকাল তদনন্তর
 মধ্যাহ্নকাল ও অন্তঃগমন কাল সায়াংকাল । (৮১) দেবী কহিলেন,—নাথ ! প্রবল ক্লির অধিকারে
 ব্রাহ্মণাদি সকল বর্ণের একমাত্র তত্ত্বানুষ্ঠান বিহিত বলিয়া তুমি বর্ণনা করিয়াছ । (৮২) হে দেব !

তদিনানীং কথং দেব, বিপ্রান্ বৈদিককৰ্ম্মণি । নিষোজয়সি তৎসৰ্বং বিশেষাঘক্তুমহঁসি ॥ ৮৩
শ্রীসদাশিব উবাচ ।

সত্যং ব্রবীষি তত্ত্বজ্ঞে সৰ্ব্বেষাং তাত্ত্বিকী ক্রিয়া । লোকানাং ভোগমোক্ষায় সৰ্বকৰ্ম্মস্থ সিদ্ধিদা ॥ ৮৪
ইয়ন্ত ব্রহ্মসাবিত্রী যথা ভবতী বৈদিকী । তথৈব তাত্ত্বিকী জ্ঞেয়া প্রশস্তোত্তরকৰ্ম্মণি ॥ ৮৫
ততোহত্র কথিতং দেবি বিজ্ঞানাং প্রবলে কলৌ । গায়ত্র্যামধিকারোহস্তি নাশ্চমন্ত্রেষু কৰ্হিচিৎ ॥ ৮৬
তারাদ্যা কমলাদ্যা চ বাগ্ভবাদ্যা যথাক্রমাৎ । ব্রাহ্মণক্কত্রিবিশাং সাবিত্রী কথিতা কলৌ ॥ ৮৭
বিজাদীনান্ প্রভেদার্থং শূদ্রেভ্যঃ পরমেশ্বরি । সঙ্কোয়ং বৈদিকী প্রোক্তা প্রাগেবাল্লিককৰ্ম্মণাম্ ॥ ৮৮
অন্তথা শাস্ত্রবৈশ্বানরৈঃ কেবলৈঃ সিদ্ধিভাগ্ভবেৎ । সত্যং সত্যং পুনঃ সত্যং সত্যমেত্তন্ন সংশয়ঃ ॥ ৮৯
কালাত্যয়েহপি সঙ্কোয়ং কৰ্ত্তব্যং দেববন্দিতে । ওঁ তৎসৎ ব্রহ্মচোচ্চাৰ্য্য মোক্ষেন্দুভিতনাতুরৈঃ ॥ ৯০
আসনং বসনং পাত্রং শয্যাং যানং নিকেতনম্ । গৃহকং বরুজাতঞ্চ স্বচ্ছাং স্বচ্ছং প্রশস্ততে ॥ ৯১
সমাপ্যাহিককৰ্ম্মাণি স্বাধ্যায়ং গৃহকৰ্ম বা । গৃহস্থো নিয়তং কুর্য্যাত্নৈব তিষ্ঠেন্নিক্রদ্যম্ ॥ ৯২
পুণ্যতীৰ্থে পুণ্যতিথৌ গ্রহণে চন্দ্রসূর্য্যয়োঃ । জপং দানং প্রকুর্য্যণঃ শ্রেয়সাং নিলয়ো ভবেৎ ॥ ৯৩
কলাবন্নগতপ্রাণা নোপবাসঃ প্রশস্ততে । উপবাসপ্রতিনিধাবেকং দানং বিধীয়তে ॥ ৯৪
কলৌ দানং মহেশানি সৰ্বসিদ্ধিকরং ভবেৎ । তৎপাত্রং কেবলং জ্ঞেয়ো দরিদ্রঃ সৎক্রিয়াধিতঃ ॥ ৯৫
মাসবৎসরপক্ষাণামারম্ভদিনমধিকৈ । চতুর্দশাষ্টমী শুক্লা তথৈবেকাদশী কুহঃ ॥ ৯৬
নিজজন্মবিদৈকৈব পিত্রোশ্রমরণবাসরঃ । বৈধোৎসবদিনৈকৈব পুণ্যকালঃ প্রকীর্তিতঃ ॥ ৯৭

এক্ষণে, কি জন্ম কেবল ব্রাহ্মণগণকে বৈদিক কার্য্যে নিযুক্ত করিতেছে, অতএব, এই বৃত্তান্ত সবিস্তার বর্ণন করুন । (৮৩) সদাশিব কহিলেন,—হে তত্ত্বজ্ঞে ! তুমি যথার্থই বলিয়াছ, কলিকালে সকল লোকের পক্ষে তাত্ত্বিক ক্রিয়াই প্রশস্ত এবং উহা সকল কার্য্যে সিদ্ধিদায়ক ও ভোগমোক্ষবিধায়ক । (৮৪) পূৰ্ব্বকথিত ব্রহ্ম সাবিত্রী যেরূপ বৈদিকী, সেইরূপ তাত্ত্বিকীও বলা যাইতে পারে, ঐ গায়ত্রী উভয় পক্ষেই প্রশস্ত । (৮৫) হে দেবি ! আমি এই জন্ম এস্থলে বলিয়াছি যে, প্রবল কলির অধিকারে কেবল একমাত্র দ্বিজগণেরই গায়ত্রীতে অধিকার, এরূপ অধিকার অত্র বৈদিক মন্ত্রে নাই । (৮৬) কলিকালে ব্রাহ্মণের গায়ত্রীর অগ্রে ওঁ ক্কত্রিগণের শ্রীং, বৈশ্বগণের ঐ সন্নিবেশ করিতে হয় । (৮৭) হে পরমেশ্বরি ! দ্বিজগণকে শূদ্র হইতে পুথক রাখিবার নিমিত্ত তাঁহাদের আহিকের পূৰ্বে বৈদিক সঙ্ক্যার ব্যবস্থা হইয়াছে । (৮৮) যদি বৈদিক সঙ্ক্যা সমাহিত না হয়, তবে একমাত্র শিবোক্তপথানুসারে সিদ্ধিলাভ হইতে পারে ; ইহা যে সম্পূর্ণ সত্য তদ্বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই । (৮৯) হে দেববন্দিতে ! মুক্তিই যাঁহাদের কামনা, সঙ্ক্যার কাল অতিক্রান্ত হইলেও তাঁহারা ওঁ তৎসৎ ব্রহ্ম এই মন্ত্রোচ্চারণে বৈদেকীও তাত্ত্বিকসঙ্ক্যোপাসনা করিবেন, তবে আত্মরের পক্ষে কোনও নিয়ম নাই । (৯০) আসন, বসন, পাত্র শয্যা, যান, নিকেতন ও গৃহসামগ্রী, এগুলি যত পরিষ্কৃত হইবে, ততই প্রশস্ত । (৯১) গৃহস্থ ব্যক্তির আহিক কার্য্য সমাধাকুরিয়া বেদাধ্যয়ন, বা গৃহকৰ্ম্ম করা কৰ্ত্তব্য, কোনও সময় নিক্রদ্যম হইয়া থাকে কৰ্ত্তব্য নহে । (৯২) পুণ্যতীর্থ, পুণ্যতিথি ও চন্দ্রসূর্য্যগ্রহণে জপ ও দান করিলে মঙ্গল প্রাপ্তি হইয়া থাকে । (৯৩) কলিযুগের মনুয্যগণ অন্নগতপ্রাণ, এ সময়ে উপবাস প্রশস্ত নহে, একমাত্র দানই উপবাসের প্রতিনিধি বলিয়া উক্ত হইয়াছে । (৯৪) হে মহেশ্বরি ! কলিকালে একমাত্র দানই সৰ্বসিদ্ধিদায়ক হইয়া থাকে, সৎক্রিয়াধিত দরিদ্রই সেই দানের উপযুক্ত পাত্র । (৯৫) হে অধিকে ! মাসের প্রথমদিন, বৎসরের আরম্ভ দিন, পক্ষের আরম্ভ দিন, চতুর্দশা, অষ্টমী ও শুক্লা একাদশী, অমাবস্তা, জ্ঞানদিন, পিতৃমরণদিন, বৈধ উৎসবদিন এইগুলি পুণ্যকাল বলিয়া কীর্তিত হইয়া থাকে । (৯৬৯৭) গঙ্গানদী, মহানদী, শুক্লর ভবন,

গঙ্গানদীমহানদ্যো গুরোঃ সদনমেব চ । প্রসিক্তং দেবতাক্ষেত্রং পুণ্যতীর্থং প্রকীর্তিতম্ ॥ ৯৮
তাক্ৰা স্বাধ্যয়নং পিত্রোঃ শুশ্রূষাং দাররক্ষণম্ । নরকায় ভবেতীর্থং তীর্থায় ব্রজতাং নৃণাম্ ॥ ৯৯
ন তীর্থসেবা নারীণাং নোপবাসাদিকাঃ ক্রিয়াঃ । নৈব ব্রতানাং নিয়মো ভৰ্ত্তুঃ শুশ্রূষণং বিনা ॥ ১০০
ভৰ্ত্তেব ঘোষিতাং তীর্থং তপোদানং ব্রতং গুরুঃ । তস্মাৎ সৰ্বদা নারী পতিসেবাং সমাচরেৎ ॥ ১০১
পত্ন্যঃ প্রিয়ং সদা কুর্যাৎ বচসা পরিচর্যা । তদাজ্জাহ্নুচরী ভূত্বাতোবয়েৎ পতিবান্ধবান্ ॥ ১০২
নেক্ষেৎ পতিং ক্রুরদৃষ্ট্যা শ্রাবয়েন্নৈব ছর্ষচঃ । নাপ্রিয়ং মনসা বাপি চরেত্বৰ্ত্তুঃ পতিব্রতা ॥ ১০৩
কায়েন মনসা বাচা সৰ্বদা প্রিয়কৰ্ম্মভিঃ । বা প্রীণয়তি ভৰ্ত্তারং সৈব ব্রহ্মপদং লভেৎ ॥ ১০৪
নাত্তবজ্জং নিরীক্ষেত্ নাত্তৈঃ সন্তাবণঞ্চরেৎ । নচাক্ষং দর্শয়েদজ্ঞান্ ভৰ্ত্তু রাজ্জাহ্নুসারিণী ॥ ১০৫
তিষ্ঠেৎ পিত্রাবশে বাল্যে ভৰ্ত্তুঃ সম্প্রাপ্তবোবনে । বার্কক্যে পতিবন্ধুনাং ন স্বতন্ত্রা ভবেৎ কচিৎ ॥ ১০৬
অজ্ঞাতপতিমৰ্যাদামজ্ঞাতপতিসেবনাম্ । নোদ্ধাহয়েৎ পিতা বাল্যমজ্ঞাতধৰ্ম্মশাসনাম্ ॥ ১০৭
নরমাংসং ন ভূজীয়াৎ নরাঙ্কতিপশুংস্তথা । বহুপকাকান্ গাংস্ত মাংসাধীনান্ রসবজ্জিতান্ ॥ ১০৮
কলানি গ্রাম্যবস্ত্রানি মূলানি বিবিধানি চ । ভূমিজাতানি সৰ্বাণি ভোজ্যানি শ্বেচ্ছয়া শিবে ॥ ১০৯
পুণ্যাপনং বাজনঞ্চ বিপ্রাণ্ডাং ব্রতমুত্তমম্ । অশক্তৌ ক্ষত্রিয়বিশাং বৃত্তৈর্নির্কাহমাচরেৎ ॥ ১১০
রাজত্নানাঞ্চ সদৃক্তং সংগ্রামো ভূমিশাসনম্ । অত্রাশক্তৌ বণিগৃহ্তং শূদ্রবৃত্তমথাশ্রয়েৎ ॥ ১১১
বাণিজ্যাসক্তবৈজ্ঞান্য শূদ্রবৃত্তমদুষণম্ । শূদ্রাণাং পরমেশানি সেবাবৃতির্বিধীয়তে ॥ ১১২

প্রাসিক্ত দেবতাক্ষেত্র এই গুলিই পুণ্য তীর্থ বলিয়া কীর্তিত হইয়া থাকে । (৯৮) অধ্যয়ন, মাতা পিতার সেবা, পরিবার রক্ষা; এ সকল পরিত্যাগ করিয়া যে ব্যক্তি তীর্থ গমন করে, সেই ব্যক্তির তীর্থ নরক তুল্য হইয়া থাকে । (৯৯) নারীদিগের পক্ষে তীর্থসেবা ও উপবাসাদি ক্রিয়া বা ব্রতাদি নিয়ম কিছুই নাই । (১০০) স্বামীই জীলোকের তীর্থ, তপস্তা, দান ও ব্রত ; স্বামীই জীৱ এক মাত্র গুরু, অতএব সম্যক্ প্রকারে স্বামিসেবা করা জীলোকের কর্তব্য কৰ্ম্ম । (১০১) বাক্য দ্বারা পরিচর্যা ও স্বামির প্রিয় কার্য্য করা এবং সতত আজ্জাহ্নুবর্তিনী থাকিয়া স্বামীর ওঁতাহার বান্ধবগণের তুষ্টি সাধন করা জীলোকের কর্তব্য । (১০২) ক্রুরদৃষ্টিতে স্বামীর প্রতি দৃষ্টিপাত করা, বা স্বামীকে ছর্য্যাকা বলা, অথবা মনে মনে অপ্রিয় কামনা করা পতিব্রতা নারীর ধৰ্ম্ম নহে । (১০৩) যে জী বাক্য, মন এবং শরীর দ্বারা সৰ্বদা প্রিয়মুষ্ঠান পূৰ্ব্বক স্বামীর অমুরাগিণী হয়, সেই জী ব্রহ্মপদ লাভ করিতে পারে । (১০৪) অস্ত্র পুরুষের মুখদর্শন, অস্ত্রের সহিত সন্তাবণ ও অস্ত্রকে নিজ শরীর প্রদর্শন না করিয়া ভৰ্ত্তার আজ্জাহ্নুবর্তিনী হওয়া জীলোকের কর্তব্য । (১০৫) জীজাতির বাল্যকালে পিতা, বোবনে ভৰ্ত্তা, বৃদ্ধাবস্থায় স্বামীর বহুর অধীনে অবস্থিত করা কর্তব্য, ইহাদের কোনও কালে স্বাধীন থাকিবার নিয়ম নাই । (১০৬) যে জী পতির মৰ্যাদা অবগত নহে যে পতি সেবার উপযুক্ত নহে, যে নারী ধৰ্ম্মশাসনে অনভিজ্ঞ, এতাদৃশী নারীর বিবাহ দেওয়া পিতার কর্তব্য নহে । (১০৭) নরমাংস, নরাকার জন্তুর মাংস ও বহুপকারক গোজাতির মাংস ও মাংসভোজীদিগের নীরস মাংস ভোজন করিতে নাই । (১০৮) হে শিবে ! শ্বেচ্ছাহুসারে ভূমি, গ্রাম, ও বনজাত বিবিধ ফলমূল ভক্ষণ করা কর্তব্য । (১০৯) বাজন ও অধ্যাপন এই দুটা কার্য্য ব্রাহ্মণের ব্রত বলিয়া নির্দিষ্ট, যদি এই বৃত্তিতে জীবিকা নির্কাহ না ঘটে, তাহা হইলে ক্ষত্র ও বৈশ্যবৃত্তি অবলম্বন করবে । (১১০) যুদ্ধ বিদ্যা ও প্রজাপালনই ক্ষত্রিয়দিগের প্রধান বৃত্তি, যদি এই বৃত্তিতে জীবনোপায় না ঘটে তাহা হইলে বণিগুবৃত্তি অতাবে শূদ্র বৃত্তি অবলম্বন করিবে । (১১১) যে সকল বৈশ্য বাণিজ্য কার্য্যে জীবিকা নির্কাহে অসমর্থ, তাহারা নির্দোষ শূদ্র বৃত্তির আশ্রয় গ্রহণ করিবে, হে পরমেশ্বর ! শূদ্রের সেবা বৃত্তি তাহাদের পক্ষে অগ্রশস্ত নহে । (১১২) হে দেবেশি ! সামান্ত মানবগণের দেহমাজা

স্বয়ং বা চরদৃষ্টা প্রজ্ঞাতবান্ বিলোকয়েৎ । এবং স্বজনভৃত্যানাং ভাবান্ পশ্চেন্নরাধিপঃ ॥ ১২৯
 ক্রোধাদ্ভ্যাস্তাং প্রমাদাচ্চা সন্মানং শাসনং তথা । সহসা নৈব কর্তব্যং স্বামিনা তদ্বদর্শিনা ॥ ১৩০
 সৈন্তসেনাধিপামাত্যবনিতাপত্যসেবকাঃ । পালনীয়াঃ সদোষাশ্চৈৎ দণ্ডা রাজ্ঞা স্বধাবিধি ॥ ১৩১
 উন্নতানসমর্থাংশ্চ বালান্শ্চ মৃতবান্ধবান্ । জরাভিত্ততান্ বৃদ্ধাংশ্চ রক্ষয়েৎ পিতৃবন্ পুং ॥ ১৩২
 বৈশ্তান্যাং কৃষিবাণিজ্যং বৃত্তং বিদ্ধি সনাতনম্ । যেনোপায়েন লোকানাং দেহবাত্মা প্রসিদ্ধ্যতি ॥ ১৩৩
 অতঃ সর্কাস্থনা দেবী বাণিজ্যকৃষিকর্ম্মহু । প্রমাদব্যসনালস্যং মিথ্যা শঠ্যং বিবর্জয়েৎ ॥ ১৩৪
 নিশ্চিত্য বস্ত্তন্যু ল্যামৃতম্ভোঃ সম্বতোঃশিবৈ । পরম্পরাদীকরণং ক্রয়সিদ্ধিস্ততো ভবেৎ ॥ ১৩৫
 মত্তবিক্ৰিপ্তবালানামুরিগ্রস্তনৃণাং প্রিয়ে । রোগবিজ্ঞাস্তবুদ্ধিনামসিদ্ধৌ দানবিক্রয়ো ॥ ১৩৬
 ক্রয়সিদ্ধিরদৃষ্টান্যাং গুণশ্রবণতো ভবেৎ । বিপর্যয়ে তদগুণান্মাত্ৰাণ্যভবতি ক্রয়ঃ ॥
 কুঞ্জরোষ্ট্রতুরঙ্গাণাং গুণশ্রবণতো ভবেৎ । বিপর্যয়ে তদগুণানান্ অন্তথা ভবতি ক্রয়ঃ ॥ ১৩৭
 কুঞ্জরোষ্ট্রতুরঙ্গাণাং গুণদোষপ্রকাশনাং । বর্ষাভীতেহপি তৎ ক্রয়মন্তথা কর্তু মর্হতি ॥ ১৩৮
 ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাণাং ভাজনং মানবং বপুঃ । অতঃ কুলেশি তৎক্রয়েৎ ন সিধ্যোন্ময় শাসনাৎ ॥ ১৩৯
 নৃবগোধ্যমাত্মানাং লালো বর্ষে গতে প্রিয়ে । যুক্তশ্চতুর্থো ধাতুনামষ্টয়ঃ পরিকীর্তিতঃ ॥ ১৪০
 ঋণে কৃষৌ চ বাণিজ্যে তথা সর্কেষু কর্ম্মহু । যদ্যদঙ্গীকৃতং মর্ত্যোস্তৎকার্য্যং শাস্ত্রসম্মতম্ ॥ ১৪১
 দক্ষঃ শুচিঃ সত্যভাবী জিতেন্দ্রো জিতেন্দ্রিয়ঃ । অপ্রমত্তো নিরালস্যঃ সেবারুণৌ ভবেন্নরঃ ॥ ১৪২

রাজা শাস্ত্রজ্ঞান সম্পন্ন মিতভাবী, জ্ঞানবান্ হইয়াও জিজ্ঞাসু, বহু সন্মানস্পদ হইয়াও দম্ব
 বর্জিত হইবেন, দণ্ডদান ও প্রসন্নতার সময় ধীর ভাবে অবস্থিতি করিবেন । (১২৮) রাজা
 নিজের অথবা চরমুখে প্রজাগণের মনের ভাব অবগত হইবেন এবং এইরূপে স্বজন ও ভৃত্যগণের
 ভাব ও দর্শন করিবেন । (১২৯) তদ্বদর্শী নৃপতির পক্ষে ক্রোধ, দম্ব, বা অনবধানতা নিবন্ধন
 কাহাকেও সন্মান প্রদর্শন বা শাসন করা কর্তব্য নহে । (১৩০) সৈন্ত সেনাধিপ ও অমাত্যগণের
 জ্ঞী, পুত্র ও ভৃত্যদিগকে প্রতিপালন করা রাজার কর্তব্য, যদি ইহারা দোষের কার্য্য করে তাহা
 হইলে রাজার দণ্ড দিবার নিয়ম আছে । * (১৩১) উন্নত, অসমর্থ বালক, মৃত, বান্ধব, পীড়িত
 ও বৃদ্ধ জনকে পুত্রবৎ প্রতিপালন করা রাজার কর্তব্য । (১৩২) যেরূপ উপায়ে জীবনযাত্রা
 নির্বাহ পাইতে পারে, সেই কৃষিবাণিজ্যই বৈশ্বগণের সনাতন ব্যবসায় । (১৩৩) হে দেবি ! এই
 কারণে কৃষি ও বাণিজ্য বিষয়ে প্রমাদ, ব্যসন, আলস্য, মিথ্যা । ও শঠতা সর্কপ্রকারে, পরিত্যাগ
 করা বৈশ্বের কর্তব্য । (১৩৪) হে শিব ! ক্রেতা ও বিক্রেতার সম্বতক্রমে বস্ত্ত ও তনু ল্য নির্দ্ধা-
 রিত হইয়া যখন পরস্পরের অঙ্গীকার ঘটিবে, তখনই ক্রয় বিক্রয়সিদ্ধ । (১৩৫) * হে প্রিয়ে ! মত্ত
 বিক্রিপ্ত, মূলক, শত্রু হস্তে অবরুদ্ধ ও রোগে উদ্ভ্রান্ত ব্যক্তি যদি দান বিক্রয় করে, তাহা হইলে
 তাহা অসিদ্ধ । (১৩৬) গুণ শ্রবণ মাত্রে অদৃষ্ট বস্ত্তর ক্রয় সিদ্ধ হয়, কিন্তু গুণের বিপর্যয় ঘটিলে
 বিক্রয় অসিদ্ধ হইয়া থাকে, হস্তী, অশ্ব, ও উষ্ট্রের গুণ শ্রবণে ক্রয় বিক্রয় সিদ্ধ হইয়া থাকে । (১৩৭)
 যদি হস্তী, অশ্ব ও উষ্ট্র গুণ দোষ প্রকাশিত হয়, তাহা হইলে এক বৎসর উত্তীর্ণ হইলেও ক্রয়
 বিক্রয় অন্তথা হইতে পারে । (১৩৮) হে কুলেশ্বর ! মনুষ্যের শরীর ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষের
 আশ্রয়, অতএব আমার শাসন নিবন্ধন কাহারও এই শরীর ক্রয় করিবার অধিকার নাই এবং
 • কোনও কার্য্য করিলেও তাহা সিদ্ধি হয় না । (১৩৯) হে প্রিয় ! ঋণ করিলে ঘব গোধ্যম ও ধাতুর
 বাৎসরিক মূল্যের চতুর্থাংশ লাভ বৃদ্ধি দিতে হইবে, যদি ধাতু ঋণ করিতে হয়, তাহা হইলে বৎসরে
 এক অষ্টমাংশ সুদদিতে হইবে । (১৪০) ঋণ কৃষিকার্য্যে বাণিজ্য এবং অন্ত্যাত্ম কার্য্যে যেরূপ প্রতিশ্রুত
 তাহা দিতে হইবে, ইহা শাস্ত্রীয় অভিপ্রায় । মাহারা সেবা বৃত্তি পরায়ণ তাহাদিগকে দক্ষ,
 নির্ম্মাচার, সত্যবাদী, নিস্ত্রাণ অনধীন জিতেন্দ্রিয় অপ্রমাদ ও আলস্যবিহীন হওয়া কর্তব্য । (১৪২)

প্রতুর্কিঙ্গসমো মাভ্রতজ্জান্না জননীসমা । মাভ্রাত্ত্বাক্কা ভূতৈরিহামুত্র স্তুত্বশ্চুভিঃ ॥ ১৪৩
 ভর্তৃমিত্রাণি মিত্রাণি জানীরাভদরীন । সতীতিঃ সর্কদা তিষ্ঠেৎ প্রভো রাজ্ঞাঃ প্রতীক্ষয়ন্ ॥ ১৪৪
 অপমানং গৃহচ্ছিত্রং শুশ্রীষ্যৎ কথিতঞ্চ যৎ । ভর্তৃম্ভানিকরং যচ্চ গোপয়েদতিষয়তঃ ॥ ১৪৫
 অলোভঃ ভ্রাতৃ স্বামিধনে সদা স্বামিহিতে রতঃ । তৎসন্নিধাবসজ্জাষং ক্রীড়াংহাস্তং পরিত্যজেৎ ॥ ১৪৬
 ন পাপমনসা পশ্চেদপি তদগৃহকিঙ্করীঃ । বিবক্তশয্যাং হস্তঞ্চ তাভিঃ সহ বিবর্জয়েৎ ॥ ১৪৭
 প্রভোঃ শয্যাসনং যানং বসনং ভাজনানি চ । উপানত্ব্য়ং শস্ত্রং নাস্ত্যর্থং বিনিযোজয়েৎ ॥ ১৪৮
 ক্ষমাং কৃতাপরাধশ্চেৎ প্রার্থয়েদগ্ৰতঃ প্রভো । প্রাগল্ভ্যং প্রৌঢ়বাদঞ্চ সাম্যাচারং বিজ্ঞয়েৎ ॥ ১৪৯
 সর্কং বর্ণাঃ স্বস্ববর্ণৈর্ত্রাক্ষোবাহং তথাননম্ । কুর্কীরন্ ভৈরবীচক্রাঙ্ঘ্রচক্রাদৃতে শিবে ॥ ১৫০
 উত্তয়ত্র মহেশানি শৈবোবাহঃ প্রকীৰ্ত্তিতঃ । তথাদানে চ পানে চ বর্ণভেদো ন বিদ্যতে ॥ ১৫১

ত্রীদেব্যাবাচ ।

কিমিদং ভৈরবীচক্রং তত্বচক্রঞ্চ কীদৃশম্ । তৎসর্কং প্রোতুমিচ্ছামি রূপয়া বক্তুংহসি ॥ ১৫২

ত্রীসদাশিব উবাচ ।

কুলপূজাবিধৌ দেবি চক্রাঙ্ঘ্রাণীকৃতম্ । বিশেষপূজাসময়ে তৎকার্য্যং সাধকোত্তমৈঃ ॥ ১৫৩
 ভৈরবীচক্রবিষয়ে ন তাদৃগ্নিয়মঃ প্রিয়ে । যথাসময়মাসদ্য কুর্ধ্যাচ্চক্রমিদং শুভম্ ॥ ১৫৪
 বিধানমস্ত বক্ষ্যামি সাধকানাং শুভাবহং । আরাধিতা যেন দেবী তুর্গং যচ্ছতি বাঙ্ছিতম্ ॥ ১৫৫
 কুলাচার্য্যো রম্যভূমাবাস্তীৰ্য্যাসনমুত্তমম্ । কামাদ্যোনাস্ত্রবীজেন সংশোণ্যাপোবিশেষতঃ ॥ ১৫৬
 সিন্দূরেণ কুসীদেন কেবলেন জ্বলেন বা । ত্রিকোণঞ্চতুরস্রঞ্চ মণ্ডলং চরয়েৎ স্ত্রবীঃ ॥ ১৫৭

ইহ ও পরলোকে বাহাদেয় স্তব্ধকামনা, সেই সকল ভূতাদিগের প্রভুকে বিষ্ণু ও তৎপত্নীকে জনন
 তুল্য জ্ঞান করা কর্তব্য। প্রভুর মিত্র ও শত্রুকে মিত্র ও শত্রু জ্ঞান করা ভূতের কর্তব্য
 কর্ম এবং প্রভুর আজ্ঞার প্রতীক্ষার সশব্দ হৃদয়ে অবস্থান করা কর্তব্য। (১৫৪) অপমান,
 গৃহাচ্ছিত্র, গোপনীয় কথা এবং প্রভুর মানিকর বিষয় সমস্ত গোপন করিবে। (১৫৫) স্বামির
 ধনে নিশ্চুহ ও স্বামিহিতে রত হওয়া ভূতের কর্তব্য; তাঁহার নিকটে ভূত কুবাচ্য প্রয়োগ
 ক্রীড়া ও হাস্য এ সমস্ত পরিত্যাগ করিবে। (১৫৬) পাপদৃষ্টিতে স্বামিগৃহের কিঙ্করীগণকে দর্শন
 করিবে না, তাহাদের সহিত নির্জনে বাস, এক শয্যায় শয়ন ও হস্ত কোতুক করিবে না।
 (১৫৭) প্রভুর শয্যা, আসন, বসন ভাজন, পাছকা, ভূষণ ও শস্ত্র ভূতের এ সমুদায় নিজে
 ব্যবহার করিতে নাই। (১৫৮) প্রভুর নিকটে কৃতপরাধ ভূতের ক্ষমা প্রার্থনা করা কর্তব্য,
 প্রভুর সমীপে ধৃষ্টতা, প্রৌঢ়তা ও প্রভূতা প্রদর্শন করিতে নাই। (১৫৯) হে শিবে! যদি তত্ব-
 চক্রের অঙ্কন না হয়, তাহা হইলে সর্কজাতীয় মনুষ্যই আপন আপন বর্ণের সহিত স্বাক্ষবিবাহ
 ও ভোজন ভৈরবী চক্রে নির্বাহিত করিবে। (১৬০) হে মহেশ্বর! তত্ব ও ভৈরবচক্র উভয়
 মতেই শৈববিবাহ ঘটতে পারে, উক্ত চক্র ঘরে ভোজন ও পানের সময় বর্ণভেদ বিচার করিতে
 নাই। (১৬১) দেবী কহিলে,—ভৈরব চক্র কিরূপে? তত্বচক্র কাহার নাম? তুমি আমাকে
 কৃপা করিয়া জানাইয়া দাও, আমি শ্রবণ করিতে অভিলাষী হইয়াছি। (১৬২) সদাশিব কহি-
 লেন দেবি! কুলপূজাবিধানের সময় আমি চক্রাঙ্ঘ্রাণের কথা বলিয়াছি, বাহারা সাধকশ্রেষ্ঠ,
 বিশেষপূজার সময় তাঁহাদের তাদৃশ চক্রাঙ্ঘ্রাণ করা কর্তব্য। (১৬৩) হে প্রিয়ে! ভৈরবী
 চক্রবিষয়ে তাদৃশ কোনও নিয়ম নাই যে কোনও সময়ে এই শুভাঙ্ঘ্রাণ করিতে পারিবে। (১৬৪)
 আমি সাধকদিগের শুভাবহ ভৈরবীচক্র বিধি বলিতেছি, এই চক্রে দেবীকে আরাধনা করিলে
 সমস্ত অসীষ্ট কল প্রাপ্ত হওয়া যায়। (১৬৫) কুলাচার্য্য রম্য ভূমিতে উৎকৃষ্ট আসন পাতিয়া
 ক্রীং কট এই মন্ত্রে বোধন পূর্বক তাহাতে উপবেশন করিবে। (১৬৬) অনন্তর স্ত্রী সাধক

বিচিত্রঘটমানীয় দধ্যাক্তবিস্মৃতিতম্ । ফলপল্পবসংযুক্তং সিন্দূরতিলকাধিতম্ ॥ ১৫৮
 সুবাসিতজলৈঃপূর্ণং মণ্ডপে তত্র সাধকঃ । প্রণরেন তু সংস্থাপ্য ধূপদীপৌ প্রদর্শয়েৎ ॥ ১৫৯
 সংপূজ্য গন্ধপুষ্পাভ্যাং চিত্তয়েদিষ্টদেবতাম্ । সংক্ষেপপূজাবিধিনা তত্র পূজাং সমাচরেৎ ॥ ১৬০
 বিশেষমত্র বক্ষ্যামি শৃণুধামরবন্দিতে । গুরুদ্বাদশবপাত্রাণাং নান্ন স্থাপনমিবাতে ॥ ১৬১
 'স্বথেষ্টস্তবমাদায় সংস্থাপ্য পুরতো ব্রতী । প্রোক্ষয়েদব্রতমন্ত্রেণ দিব্যদৃষ্টাবলোকয়েৎ ॥ ১৬২
 অলিষত্রে গন্ধপুষ্পং দত্ত্বা তত্র বিচিন্তয়েৎ । আনন্দভৈরবীং দেবীং আনন্দভৈরবস্তথা ॥ ১৬৩
 নবযৌবসসম্পন্নং তরুণাকর্ণবিগ্রহাম্ । চারুহাসিমুখাভাসোল্লসদনপঙ্কজাম্ ॥ ১৬৪
 নৃত্যগীতকৃতামোদাং নানাতরুণভূষিতাম্ । বিচিত্রবসনাং ধ্যায়েৎ বরাতয়করাসুজাম্ ॥ ১৬৫
 ইত্যামন্দময়ীং ধ্যান্তা স্মরেদানন্দভৈরবম্ ॥ ১৬৬
 কপূরপূরধবলং কমলায়তাকং দিব্যাস্বরাভরণভূষিতদেহকান্তিম্ ।
 বামেন পাণিকমলেন স্খাচ্যাপাত্রং দক্ষিণে শুদ্ধিশুটিকাং দধতং স্মরামি ॥ ১৬৭
 ধ্যাত্বৈবমুভয়ং তত্র সামরন্তং বিচিন্তয়ন্ । প্রণবাদিনমোহন্তেন নামমন্ত্রেণ দেশিকঃ ৷
 সংপূজ্য গন্ধপুষ্পাভ্যাং শোধয়েৎ কারণং ততঃ ॥ ১৬৮
 পাশাদিত্রিকবীজেন স্বাহাস্তেন কুলার্চকঃ । অষ্টোত্তরশতাবৃত্তা জপন্ হেতুং বিশোধয়েৎ ॥ ১৬৯
 গৃহকাম্যৈকচিত্তানাং গৃহিণাং প্রবলে কলৌ । আশ্রতস্তপ্রতিনিধৌ বিধেয়ং মধুরত্ৰয়ম্ ॥ ১৭০
 হৃৎকং সিতা মাক্ষিকঞ্চ বিজ্ঞেয়ং মধুরত্ৰয়ম্ । বলিরূপমিদং মত্বা দেবতায়ৈ নিবেদয়েৎ ॥ ১৭১

সিন্দূর রক্তচন্দন, অথবা জল দ্বারা ত্রিকোণ ও চতুর্কোণ মণ্ডল প্রস্তুত করিবেন (১৫৭) তাহাতে
 বিচিত্র ঘট স্থাপন পূর্বক তত্পরি দধি ও অক্ষত প্রদান করিবে এবং ঐ ঘটে সিন্দূরাক্ত তিলক
 প্রদান করিয়া তাহাতে ফল ও পল্পব প্রদান করিবে। (১৫৮) সাধক ঐ ঘট সুবাসিত জলে
 পূর্ণ করিয়া প্রণবোচ্চারণ পূর্বক মণ্ডলোপরি স্থাপন করত ধূপদীপ প্রদান করিবে ॥ (১৫৯)
 অনন্তর গন্ধপুষ্প দ্বারা পূজা করিয়া উহাতে ইষ্টদেবতার ধ্যান করিবে এবং সংক্ষেপ পূজার
 বিধানানুসারে পূজা করিতে থাকিবে (১৬০) হে অমরবন্দিতে! বিশেষ পূজার কথা
 বলিতেছি, শ্রবণ কর, এই পূজাতে গুরুপাত্র প্রভৃতি নয়টি পাত্র স্থাপন করিবার আবশ্যক নাই।
 (১৬১) সাধক এই পূজার সময় অভিলাষরূপ তত্ত্ব সংস্থাপন করিয়া কটু, এই মন্ত্রে প্রোক্ষণ
 পূর্বক দিব্য দৃষ্টি দ্বারা অবলোকন করিবে। (১৬২) অনন্তর অলিষত্রে গন্ধপুষ্প প্রদান করিয়া
 তাহাতে দেবী আনন্দভৈরবী ও ভৈরবের ধ্যান করিবে। (১৬৩) যিনি নবযৌবনে স্নেহোভিত
 বাহার দেহ তরুণ অরুণের ত্রায় কান্তিযুক্ত, বাহার মধুর হাস্যমুখে বদন কমল প্রফুল্ল হইয়াছে,
 যিনি নৃত্যগীতউল্লাসিত, নানালঙ্কার ধারিণী, বাহার হস্তে বর অভয়, পরিধান বিচিত্র বসন, সেই
 আনন্দময়ীর ধ্যান করিবে। অনন্তর আনন্দ ভৈরবের ধ্যান করিবে। (১৬৪।১৬৫।১৬৬)
 বাহার শরীর কপূর সমূহের ত্রায় ধবলবর্ণ, চক্ষু কমল দলের ত্রায় আয়ত, যিনি দিব্য বসন ও
 ভূষণে বিভূষিত, বাহার বামহস্তে স্খ্যাপূর্ণ পাত্র এবং দক্ষিণ হস্তে স্নান, মন্ত্র ও মুক্তা শোভা
 পাইতেছে; সেই আনন্দ ভৈরবকে স্মরণ করি। (১৬৭) সাধক এই প্রকারে আনন্দ ভৈরব ও
 আনন্দ ভৈরবীর ধ্যান করিয়া সুরাপাত্রে উভয়ের সমাহরজি চিন্তা করতঃ অগ্রে প্রণব পরে নম
 উচ্চারণ পূর্বক গন্ধপুষ্প দ্বারা পূজা করিয়া সুরা শোধিত করিবে। (১৬৮) কুলপূজক আঃঃস্বীঃ
 ক্রোঃ স্বাহা এই মন্ত্রে অষ্টোত্তর শত বার জপ করিয়া শোধন করিবে। (১৬৯) যখন প্রবল
 কলির অধিকারে, লোক সকল গৃহকার্যে রত হইবে, তখন আদ্যা তৎস্বর, প্রতিনিধিস্বরূপে মধুর-
 ত্রয়ই বিধেয়। (১৭১) হৃৎক, শর্করা ও মধু, এই তিন পদার্থ মধুরত্ৰয় বলিয়া উক্ত হইয়া থাকে,
 ইহাকে মদ্যস্বরূপ মনে করিয়া দেবতার নিকট নিবেদন করিবে। (১৭১) কলির মদ্যব্যোরা

স্বভাবাৎ কলিজনানঃ কামবিশ্রান্তচেতসঃ । তজ্জপেণ ন জানন্তি শক্তিং সামান্যবুদ্ধয়ঃ ॥ ১৩
 অতস্তেবাং প্রতিনিধৌ শেবতত্ত্ব পার্কতি । ধ্যানং দেব্যাং পদাভ্যাজে স্বেষ্টমন্ত্রজপস্তথা ॥ ১৭৩
 ততস্ত প্রাপ্ততত্বানি পললাদীনি যানি চ । প্রত্যেকং শতধানেন মনুনা চাভিমন্ত্রয়েৎ ॥ ১৭৪
 সৰ্বং ব্রহ্মময়ং ধ্যানা নিমীল্য নয়নদ্বয়ম্ । নিবেদ্য পূর্ববৎ কালৌ পানভোজনমাচরেৎ ॥ ১৭৫
 ইদম্ ভৈরবীচক্রং সৰ্বতত্ত্বৈব গোপিতম্ । তবাগ্রে কথিতং ভজে সারাৎসারং পরাৎপরাম্ ॥ ১৭৬
 বিবাহো ভৈরবীচক্রে তত্চক্রেহপি পার্কতি । সৰ্বথা সাধকেজ্ঞেণ কর্তব্যঃ শৈববদ্ব্যনা ॥ ১৭৭
 বিনা পরিণয়ং বীরঃ শক্তিসেবাং সমাচরন্ । পরস্ত্রীগামিনাং পাপং প্রাপ্নুন্নাত্ত্র সংশয়ঃ ॥ ১৭৮
 সম্প্রাপ্তে ভৈরবীচক্রে সৰ্ব্বে বর্ণে বিজ্ঞোক্তমাঃ । নিবৃত্তে ভৈরবীচক্রে সৰ্ব্বে বর্ণাঃ পৃথক্ পৃথক্ ॥ ১৭৯
 নাত্র জাতিবিচারোহস্তি নোচ্ছিষ্টাদিবিবেচনম্ । চক্রমধ্যগতা বীরা মম রূপা ন চান্তথা ॥ ১৮০
 ন দেশকালনিয়মো ন বা পাত্রবিচারণম্ । যেন কেনাহুতং জ্ববা চক্রেহস্মিন্ বিনিবোজয়েৎ ॥ ১৮১
 দূরদেশাৎ সমানীতং পকং বাপকংমেব বা । বীরেণ পশুনা বাপি চক্রমধ্যগতঃ শুচিঃ ॥ ১৮২
 চক্রারম্ভে মহেপানি বিদ্যাঃ সৰ্ব্বে তয়াকুলাঃ । বিভীতান্তে পলায়ন্তে বীরাণাং ব্রহ্মভেজসা ॥ ১৮৩
 পিশাচা শুভকা যক্ষা বেতালঃ ক্রুরজাতয়ঃ । অস্ত্রাভ্য ভৈরবীচক্রং দূরং গচ্ছন্তি সাধবসম্ ॥ ১৮৪
 তত্র তীর্থানি সৰ্গানি মহাতীর্থাদিকানি চ । সেস্ত্রামরগণাঃ সৰ্ব্বে তত্রাগচ্ছন্তি সাদরম্ ॥ ১৮৫
 চক্রস্থানং মহাতীর্থং সৰ্ব্বতীর্থাদিকং শিবে । ত্রিদেশা যত্র বাহুস্তি তব নৈবেদ্যমুত্তমম্ ॥ ১৮৬

৫

স্বভাবতঃ সামান্য বুদ্ধি এবং কাম দ্বারা উদ্ভ্রান্তচিত্ত, সেই সকল সামান্য বুদ্ধির জীব দারীকে শক্তিরূপিনী বলিয়া জানিতে পারিবে না । (১৭২) হে পার্কতি ! কলির লোকদিগের পক্ষে শেষ—অর্থাৎ মৈথুনতত্ত্বের প্রতিনিধিস্থলে দেবীর পাদপদ্ম চিন্তা ও ইষ্টমন্ত্র জপ করিতে হইবে । (১৭৩) অনন্তর মাংস প্রভৃতি উপস্থিত তত্ত্বের প্রত্যেককে আং হ্রীং ক্রোং স্বাহা এই মন্ত্রে অভিমন্ত্রিত করিবে । (১৭৪) পশ্চাৎ সমুদায় ব্রহ্মময় ধ্যান করিয়া দুই চক্ষু মুদ্রিত করত পূর্ববৎ সমুদায় পদার্থ কালীকে নিবেদন করিয়া দিয়া অবশেষে পানভোজন করিবে । (১৭৫) হে ভদ্রে ! এই ভৈরবীচক্র সৰ্ব্ব তত্ত্ব মধ্যে গূঢ়ভাবে রক্ষিত আছে, ইহা সারাৎসার ও পরাৎপর, আমি তোমারই নিকটে প্রকাশ করিলাম । (১৭৬) হে পার্কতি ! তত্চক্র ও ভৈরবচক্রে শিব-মতান্তরে পরিণীত হওয়া সাধকের সৰ্ব্বতোভাবে কর্তব্য । (১৭৭) যদি কোনও বীরপুরুষ পরিণয় ব্যতিরেকে শক্তির আরাধনা করে, তাহা হইলে সেই ব্যক্তি পরস্ত্রীগমনের পাপে লিপ্ত হইয়া থাকে, ইহাতে কোনও সন্দেহ নাই । (১৭৮) যখন ভৈরবী চক্র পরিবর্তিত হয়, তখন সৰ্ব্বজাতীয় ব্যক্তি বিজ্ঞোক্তম বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে, যখন উহা নিবৃত্ত হয়, তখন সকল জাতিই পৃথক্ পৃথক্ রূপে পরিণত হইয়া থাকে । (১৭৯) এই ভৈরবীচক্রে জাতি বা উচ্ছিষ্টাদি বিচার নাই ; (অধিক কি,) যে সকল বীর উক্ত চক্রমধ্যে অবস্থিতি করে, তাহারা যে আমার স্বরূপ ; ইহাতে কোনই সন্দেহ নাই । (১৮০) ভৈরবীচক্রে দেশ কালাদির নিয়ম বা পাত্রাপাত্র বিচার নাই যে কোনও ব্যক্তি চক্রের উপযুক্ত যে কিছু পদার্থ আনয়ন করিবে, তাহাই চক্রমধ্যে ব্যবহৃত হইবে । (১৮১) যদি কোনও জ্ববা দূরদেশ হইতে আনীত হয়, যদি উহার পক বা অপক্কাবস্থা হয়, যদি পশু বা বীর লোকে উহা আনয়ন করে চক্রমধ্যে আনীত হইলেই সমুদায় বিমুক্ত হইয়া থাকে । (১৮২) যখন ভৈরবীচক্রের প্রবর্তনা হয়, হে মহেশ্বর ! তৎকালে বিশ্বরাশি চক্র-মধ্যস্থিত বীরগণের ব্রহ্মভেদ দর্শনে শঙ্কিত হইয়া ভয়ব্যাকুলান্তঃকরণে পলায়ন করে । (১৮৩) পিশাচ, শুভক, যক্ষ, বেতাল ও অন্যান্য ক্রুর জন্তুগণ ভৈরবীচক্রের নাম শ্রবণমাত্রে সতয়ে দূরে পলায়ন করে । (১৮৪) যেখানে ভৈরবীচক্রের অস্থিষ্ঠান হয়, সেই স্থানে সমুদায় তীর্থ, মহাতীর্থ ও দেবেজ সহিত দেবগণ পরম সমাদরে সমুপস্থিত হইয়া থাকেন । (১৮৫) হে শিবে ! চক্রস্থান

স্নেহেন ঋপচেনাপি কিরাৎচেনাপি হুগ্না । আমং পকং যদানীতং বিরহজার্ণিতং শুচি ॥ ৮৭
দৃষ্টাত্তু ভৈরবীচক্রং মম রূপাংশ্চ সাধকান্ । মুচ্যন্তে পাপপাপেভ্যঃ কলিকাম্বদুবিভাঃ ॥ ৮৮
প্রবলে কলিকালে তু ন কুৰ্য্যাক্রমোগোপনম্ । সৰ্ব্বত্র সৰ্ব্বদা বীরঃ সাধয়েৎ কুলসাধনম্ ॥ ৮৯
চক্রমধ্যে বৃথালাপং চাঞ্চল্যং বহভাষণম্ । নিষ্ঠীবনমবোধায়ুঃ বর্ণভেদং বিবৰ্জয়েৎ ॥ ৯০
ক্রুরান্ খলান্ পশুন্ পাপান্ নাস্তিকান্ কুলদুষকান্ । নিন্দকান্ কুলশাস্ত্রাণাং চক্রান্দুরতরং ত্যজেৎ
স্নেহাঙ্করাদাহুরক্ত্যা পশুংচক্রে অবেশয়ন্ । কুলধৰ্ম্মাৎ পরিভ্রষ্টো বীরোহপি নরকং ব্রজেৎ ॥ ৯১
ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয় বৈশ্যঃ শূদ্রঃ সামান্তজাতয়ঃ । কুলধৰ্ম্মাশ্রিতা যে বৈ পূজ্যন্তে দেববৎ সদা ॥ ৯২
বর্ণাভিমানাক্রমে তু বর্ণভেদং করোতিঃ যঃ । স যাতি ঘোরনিরয়মপি বেদান্তপারগঃ ॥ ৯৩
চক্রান্তর্গতকৌলানাং সাধনাং শুদ্ধচেতসাম্ । সাক্ষাচ্ছিবস্বরূপাণাং পাশাশঙ্কা ভবেৎ কৃতঃ ॥ ৯৪
যাবদ্ব্যস্তি চক্রেষু বিপ্রাদ্যাঃ শৈবমার্গিণঃ । তাবত্তু শাস্ত্রবাচার্যাংচরেষুঃ শিশুশাসনাৎ ॥ ৯৫
চক্রাধিনিঃ স্তভাঃ সৰ্ব্বে স্ববর্ণপ্রমোদিতম্ । লোকযাত্রাপ্রসিদ্ধার্থং কুৰ্য্যুঃ কৰ্ম পৃথক্ পৃথক্ ॥ ৯৬
পুরন্দর্য্যশতেনাপি শব্দমুচ্চিতাসনাৎ । চক্রমধ্যে সৰ্ব্বং জপ্ত্বা তৎকলং লভতে স্তুধীঃ ॥ ৯৭
ভৈরবীচক্রমাহাশ্রয়ং কো বা বক্তুং ক্ষমো ভবেৎ । সঙ্কদেতৎ প্রকুর্য্যণঃ সৰ্ব্বে পাপিণঃ প্রমুচ্যতে ॥
যথাসং ভূমিপালং স্তবৎ বর্ষং মৃত্যুঞ্জয়ঃ স্বয়ম্ । নিত্যং সমাচরন্ মর্ত্যো ব্রহ্মনির্বাণমাপ্নুয়াৎ ॥ ৯৮

মহাতীর্থ ও সর্বতীর্থ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, দেবগণও এই চক্রমধ্যে উৎকৃষ্ট নৈবেদ্যের আশা করিয়া থাকেন। (১৮৫) স্নেহ, ঋপচ, কিরাত অথবা হুগ্ন যে কোনও জাতি আম বা পক দ্রব্য আনয়ন করিলেই বীর হস্তে সমর্পিত হইবামাত্র শুচি হইবে। (২৮৭) যাহারা কলিকাম্ব সমাচ্ছন্ন তাহারা আমার সাধকদিগকে এবং ভৈরবী চক্রকে দর্শন করিলেই পাপণাশ হইতে মুক্ত হইয়া থাকে। (২৮৮) কলির প্রবল ভাব দর্শনে চক্রানুষ্ঠান গোপন করা কর্তব্য নহে, সকল সময়ে সকল স্থানেই কুলসাধনা করা বীরপুরুষের কর্তব্য (১৮৯) চক্রমধ্যে বৃথালাপ; চাঞ্চল্য বাচালতা, নিষ্ঠীবন বা অধোবায়ু পরিত্যাগ করিবে না এবং বর্ণভেদ বিষয়ে দৃষ্টি থাকিবেক না। (১৯০) ক্রুর খল, পশু, পাপাত্মা নাস্তিক, কুলদুষক ও কুলশাস্ত্রের কুৎসাকারী লোকদিগকে চক্র হইতে দূরে রাখিয়া দিবে। (১৯১) যদি কোনও কুলশাস্ত্রের কুৎসাকারী লোকদিগকে চক্রমধ্যে লইয়া যান, তাহা হইলে তাঁহাকে কুলধৰ্ম্মচ্যুত হইয়া নরকে বাস করিতে হইবে। (১৯২) যাহারা কুলধৰ্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহারা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র অথবা সামান্ত জাতি হইলেও সতত দেবতার হ্রাদ পূজা হইয়া থাকেন। (১৯৩) অত্যাভিমানের বশবর্তী হইয়া যিনি চক্রমধ্যে জাতিভেদ বিস্তার করিবেন বেদান্ত পারগ হইলেও তাঁহাকে ঘোর নরকে অবস্থান করিতে হইবে। (১৯৪) যাহারা চক্রমধ্যস্থিত কোল, তাঁহারা নির্মলহৃদয় সাধু ও সাক্ষাৎ বীৰস্বরূপ, স্তব্রাং তাঁহাদের পাপের আশঙ্কা কিরূপে সম্ভবে? (১৯৫) শিবের শাসন এই প্রকার যে সকল দ্বিজ প্রভৃতি সর্বজাতীর শৈবোপাসকগণ বতরূপ চক্রমধ্যে অবস্থিতি করিবেন ততক্ষণ তাঁহাদিগকে শাস্ত্রাচারের অমূল্য হইতে হইবে। (১৯৬) যখন ইহারা চক্র হইতে নিজান্ত হইবেন, তখনই লোকযাত্রা নির্বাহের জন্ত তাঁহাদিগকে আপনাপন বর্ণাশ্রমামুসারে পৃথক্ পৃথক্ কার্য্য করিতে হইবে। (১৯৭) শত শত পুরন্দর ও চিতাসনে আরোহণ করিয়া জপ করিলে যে ফলপ্রাপ্তি ঘটে, চক্রে একবার মাত্র জপ করিয়া জ্ঞানীব্যক্তি সেই ফল লাভ করিতে পারেন। (১৯৮) কোন্ ব্যক্তি ভৈরবীচক্রের মাহাত্ম্য বর্ণনে সমর্থ হইতে পারে। (কারণ) একবার মাত্র ইহার অমূল্য করিলে লোক সকল পাপ হইতে মুক্ত হইয়া থাকে। (১৯৯) যে ব্যক্তি ছয় মাস কাল ভৈরবী চক্রের অমূল্য করে, সেই ব্যক্তি ভূগতি হইয়া থাকে বর্ষব্যয় অমূল্যে মৃত্যুঞ্জয় হওয়া যায়, নিত্যকাল ভৈরবী চক্রের অমূল্য করিলে

বহনা কিমিহোক্তেন সত্যং জানীহি কালিকে । ইহামুক্ত স্থাবারীণ্ড্যাকুলমার্গোহি নাপরঃ ॥ ২০১
কলেঃ প্রাবল্যসময়ে সৰ্ব্বধৰ্ম্মবিবৰ্জিতৈ । গোপনাং কুলধৰ্ম্মস্য কৌলোহপি নারকী ভবেৎ ॥
কথিং ভৈরবীচক্রং ভোগমৌলিকৈকসাধনম্ । তত্চক্রং কুলেশানি সাস্ত্রতং বচ্নি তৎ শৃণু ॥ ২০৩
তত্চক্রং চক্ররাজঃ দিব্যচক্রং তদ্ব্যচ্যতে । নাত্রাধিকারঃ সৰ্ব্বেষাং ব্রহ্মজ্ঞান সাধকান্ বিনা ॥ ২০৪
পরব্রহ্মোপাসকো বৈ ব্রহ্মজ্ঞা ব্রহ্মতৎপরঃ । শুদ্ধান্তঃকরণাঃ শাস্তাঃ সৰ্ব্বপ্রাণিহিতে রতাঃ ॥ ২০৫
নিৰ্জিকারানিৰ্জিকল্পা দয়াশীলা দৃঢ়ব্রতাঃ । সত্যসঙ্কল্পকা ব্রাহ্মান্ত এবাব্রাহ্মিকারিণঃ ॥ ২০৬
ব্রহ্মভাবেন তত্চক্রে যে পশ্যন্তি চরাচরম্ । তেষাং তত্চবিদ্যাং পুংসাং তত্চক্রেহধিকারিতা ॥ ২০৭
সৰ্ব্বো ব্রহ্মময়ো ভাবশ্চক্রেস্মিন্তত্চসংজ্ঞকে । যেষামুৎপত্তাতে দেবী ত এব তত্চক্রিণঃ ॥ ২০৮
ন ঘটস্থাপনাত্ৰান্তি ন বাহুল্যেন প্জনম্ । সৰ্ব্বত্র ব্রহ্মভাবেন সাধয়েৎ তত্চসাধনম্ ॥ ২০৯
ব্রহ্মময়ী ব্রহ্মনিষ্ঠো ভক্তঃ চক্রেস্বরঃ প্রিয়ে । ব্রহ্মজ্ঞৈঃ সাধকৈঃ সার্কং তত্চক্রং সমারভেৎ ॥ ২১০
রম্যো স্থনিৰ্ম্মলে দেশে সাধকানাং স্থাবাবেহ । বিচিত্রাসনমানীয় কল্পয়েদ্বিমলানাসন ॥ ২১১
তত্রোপবিশ্ত চক্রেস্বঃ সহিতো ব্রহ্মসাধকৈঃ । আসাদয়েত্তু তত্চানি স্থাপয়েদগ্ৰতঃ শিবে ॥ ২১২
তারাদিপ্রাণবীজান্তং শতাবৃত্তা জপনু মনু । সৰ্ব্বতত্চেষু চক্রেস্ব ইমং মন্ত্রমুদীরয়েৎ ॥ ২১৩
ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্মহবিত্রাক্ষাণ্যো ব্রহ্মণা হৃতম্ । ব্রহ্মৈব তেন গন্তব্যং ব্রহ্মকৰ্ম্মসমাদিনা ॥ ২১৪
সপ্তধা বা ত্রিধা জপ্ত্বা তানি সৰ্ব্বাণি শোধয়েৎ ॥ ২১৫
ততো ব্রাহ্মেণ মনুনা সমৰ্প্য পরমাত্মনে । ব্রহ্মজ্ঞৈঃ সাধকৈঃ সার্কং বিদধ্যাৎ পানভোজনম্ ॥ ২১৬

ব্রহ্ম নিৰ্ৰূপ প্রাপ্ত হওয়া যায় । (২০২) হে কালিকে ! তোমাকে অধিক কি বলিব, আমি সত্যই বলিতেছি, কলাচার ব্যতীত ইহ ও পরলোকে স্তব প্রাপ্তির অল্প উপায় আর নাই । (২০১) যে সময়ে প্রবল কলির অধিকারে সৰ্ব্বধৰ্ম্ম বিবৰ্জিত হইবে, যদি সে সময়ে কৌলব্যক্তি কুলধৰ্ম্ম গোপন করেন তাহা হইলে তাঁহাকে নরকগামী হইতে হয় । (২০২) হে কুলেশ্বর ! ভোগ-মৌলিকের সাধনস্বরূপে ভৈরবীচক্রের বিবরণ বলিলাম এক্ষণে তত্চক্রের কথা বলিতেছি, শ্রবণ কর । (২০৩) তত্চক্রের নাম দিব্য চক্র, ইহা সকল চক্রের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মজ্ঞানী সাধক ভিন্ন ইহাতে সকলের অধিকার নাই । (২০৪) যাহারা পরব্রহ্মের উপাসক ব্রহ্মজ্ঞ তৎপর যাহাদের অন্তঃকরণে শুদ্ধ যাহার শাস্ত যাহার সৰ্ব্বপ্রাণীর হিত সাধন করেন, যাহারা বিকারশূন্য নিৰ্জিকল্প দয়াশীল ও দৃঢ়ব্রত সত্য সংকল্পও ব্রাহ্ম, তাঁহারা এই তত্চক্রের অধিকারী (২০৪।২০৬) হে তত্চক্রে ! যাহারা ব্রহ্মভাবে এই চরাচর জগৎ অবলোকন করেন, তত্চজ্ঞান সম্পন্ন সেই সকল ব্যক্তিই তত্চক্রের অধিকারী । (২০৭) হে দেবি ! এই তত্চক্রের মধ্যে যাহারা সমুদ্র ব্রহ্মের ভাবনা করেন তাঁহাদেরই এই চক্রে অধিকার আছে । (২০৮) এই চক্রে ঘট স্থাপন বা পূজাবাহ্য নাই ; সৰ্ব্বত্রই ব্রাহ্ম বিরাজমান, এই ভাবে তত্চসাধন করিবে । (২০৯) হে প্রিয়ে ! যিনি ব্রহ্মময়ের উপাসক ও ব্রহ্মনিষ্ঠ, তিনি চক্রেস্বর হইয়া থাকেন, ব্রহ্মজ্ঞ সাধকগণের সহিত তত্চক্রের অন্তর্ধান করিতে হয় । (২১০) যে স্থান স্থনিৰ্ম্মল রমণীয় ও সাধকের স্থাবাবে সাধক সেই স্থানে বিচিত্র আসন আনিয়া উৎকৃষ্ট উপবেশন স্থান কল্পনা করিবে । (২১১) হে শিবে । চক্রেস্বর সেই স্থানে ব্রহ্মসাধকগণের সহিত একত্রে উপবেশন করিয়া তত্চ সমুদ্র আনয়ন করত সমুদ্রে স্থাপন করিবে । (২১২) চক্রের সকল তত্চের উপ-বিভাগে ও হংসঃ এই মন্ত্র শত বার জপ করত বাক্যমাণ এই মন্ত্র পাঠ করিবে । (২১৩) যাহা অৰ্পণ করিতেছি, বাহা বাক্য অৰ্পণ করিতেছি, বাহাতে অৰ্পণ করিতেছি, যিনি অৰ্পণ করিতেছেন, তিনিই ব্রহ্ম ; এইরূপ ব্রহ্মসাধক ব্রহ্মে লয় প্রাপ্ত হন । (২১৩) শত বার বা তিন বার এই মন্ত্র জপ করিয়া সমুদ্র তত্চ শোধন করিবেন । (২১৫) অনন্তর ব্রহ্মময়ে পরমাত্মাকে

ব্রহ্মচক্রে মহেশানি বর্ণভেদং বিবৰ্জয়েৎ । ন দেশকালনিয়মো ন পাত্ৰানিয়মস্তথা ॥ ২১৭
যে কুর্ত্তন্তি নরা মৃত্যু দিবাচক্রে প্রমাদতঃ । কুলভেদং বর্ণভেদং তে গচ্ছন্ত্যধমাং গতিম্ ॥ ২১৮
অতঃ সৰ্ব্বপ্রযত্নেন ব্রহ্মজ্ঞে সাধকোত্তমৈঃ । তত্ত্বচক্রমমুষ্ঠেয়ং ধৰ্ম্মকামার্থমুক্তয়ে ॥ ২১৯

ত্ৰীদেব্যুবাচ ।

গৃহস্থানামশ্রবণে ধৰ্ম্মান কথয়হ প্রভো । সংশ্রাসবিহিতান্ ধৰ্ম্মান্ কৃপয়া বক্তু মহর্ষি ॥ ২২০

ত্ৰীসদাশিব উবাচ ।

অবধূতাশ্রমো দ্বেদবি কলৌ সংশ্রাস উচ্যতে । বিধিনা যেন কৰ্ত্তব্যস্তৎ সৰ্বং শৃণু সাম্প্রতম্ ॥ ২২১
ব্রহ্মজ্ঞানে সমুৎপন্নে বিরতে সৰ্ব্বকৰ্ম্মণি । অধ্যাত্মবিদ্যানিপুণঃ সংশ্রাসাশ্রমশ্রয়েৎ ॥ ২২২
বিহায় বুদ্ধৌপিতরৌ শিশুঃ ভাৰ্য্যাং পতিব্রতাম্ । ত্যক্তাহসমর্থান্ ব্রহ্মচন্দ্র প্রব্রজ্যারকী ভবেৎ ॥ ২২৩
ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়ো বৈশ্বঃ শূদ্রঃ সামান্ত্র এব চ । কুলাবধূতসংস্কারে পঞ্চানামধিকারিতা ॥ ২২৪
সম্পাদ্য গৃহকৰ্ম্মণি পরিতোষ্য পরানপি । নিৰ্ম্মমো নিলয়াদগচ্ছেরিকামো বাজতেজস্রঃ ॥ ২২৫
আহুয় স্বজনান্ বন্ধূন গ্রামস্থান্ প্রতিবাসিনঃ । প্রীত্যাহুতমতিমগ্নিচ্ছৎ গৃহাজ্জিগমিস্বৰ্জনঃ ॥ ২২৬
ত্রেধামমুজ্জামাদায় প্রণম্য পুত্রদেবতাম্ । গ্রামং প্রদক্ষিণীকৃত্য নিরপেক্ষো গৃহাদিহায় ॥ ২২৭
মুক্তঃ সংসারপাশেভ্য পিরমানন্দনিবৃত্তঃ । কুলাবধূতং ব্রহ্মজ্ঞং গম্বা সংপ্রার্থয়েদিদম্ ॥ ২২৮
গৃহাশ্রমে পরব্রহ্মন্ মমৈতদ্বিগতং বয়ঃ । প্রসাদং কুরু মে নাথ সংশ্রাসগ্রহণং প্রতি ॥ ২২৯
নিবৃত্তগৃহকৰ্ম্মাণং বিচার্য্য বিধিবদ্ গুরুঃ । শাস্তং বিবেকিনং বীক্ষ্য দ্বিতীয়াশ্রমাদিশেৎ ॥ ২৩০

সমর্পণ করিয়া ব্রহ্মজ্ঞ সাধকদিগের সহিত তাহা পান ও ভোজন করিবেন । (২১৬) হে মহেশ্বর ! ব্রহ্মচক্রে জাতিভেদ পরিত্যাগ করিবে, ইহাতে দেশকাল বা পাত্ৰাপাত্ৰের বিচার নাই । (২১৭) অজ্ঞানবশতঃ যে মৃত্যুব্যক্তি এই দিবাচক্রে জাতিভেদ বা কুলভেদ বিবেচনা করে, সেই ব্যক্তি অধম গতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে । (২১৮) অতএব ব্রহ্মজ্ঞ সাধকসত্তমদিগের পক্ষে ধৰ্ম্ম, অর্থ, কাম ও মুক্তির জন্ত সৰ্ব্বপ্রযত্নে তত্ত্বচক্রের অনুষ্ঠান করা কৰ্ত্তব্য । (২১৯) দেবী কহিলেন,— হে প্রভো ! আপনি সম্পূর্ণরূপে গৃহধৰ্ম্ম প্রসঙ্গ বলিলেন, এক্ষণে কৃপা করিয়া সন্ন্যাসধৰ্ম্ম বলুন । (২২০) সদাশিব কহিলেন, দেবি ! কলিযুগে অবধূতাশ্রমের নামই সন্ন্যাস, যে রূপে ইহার অনুষ্ঠান করিতে হয়, এক্ষণে বলিতেছি শ্রবণ কর । (২২১) যখন ব্রহ্মজ্ঞান সমুৎপন্ন হইবে, যখন সকল প্রকার কৰ্ম্ম রহিত হইবে, তৎকালে অধ্যাত্ম-বিদ্যা-বিশারদ ব্যক্তি সন্ন্যাসাশ্রম অবলম্বন করিবে । (২২২) যে ব্যক্তি বৃদ্ধ পিতা মাতা, শিশু সন্তান, পতিব্রতা ভাৰ্য্যা ও অসমর্থ পোষ্য বর্গকে পরিত্যাগ করিয়া প্রব্রজ্যা অবলম্বন করেন, তিনি নরকগামী হইয়া থাকেন । (২২৩) কুলাবধূতসংস্কারে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্ব, শূদ্র, ও সামান্ত্র জাতিরও অধিকার আছে । (২২৪) গৃহকৰ্ম্ম সম্পাদনের পর আত্মীয় স্বজনের সন্তোষ সম্পাদন করত, মমতাপূত্র, কামনারহিত ও জ্বিতেন্দ্রিয় হইয়া গৃহ হইতে বহির্গত হইবে । (২২৫) যিনি গৃহস্থশ্রমে জলাঞ্জলি দিয়া সন্ন্যাসাশ্রমে অভিলাষী হইবেন, তাঁহাকে আত্মীয় স্বজন, বন্ধু বান্ধব, প্রতিবেশী ও গ্রামস্থ লোকজনকে আহ্বান করিয়া প্রীতিপূর্ণমনে অনুমতি প্রার্থনা করিতে হইবে । (২২৬) অনন্তর অভীষ্ট দেবতাকে প্রণাম করিয়া গ্রামপ্রদক্ষিণান্তে নিরপেক্ষভাবে গৃহ হইতে নির্গত হইবে । (২২৭) অনন্তর সংসার-পাশ হইতে মুক্ত হইয়া পরমানন্দমনে পরিতৃপ্তহৃদয়ে কুলাবধূত ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তির নিকটে এইরূপ প্রার্থনা করিবে । (২২৮) হে পরব্রহ্মন্ ! গৃহস্থশ্রমে আমার এই বয়স অতিক্রান্ত হইয়াছে, নাথ ! এক্ষণে আমার সন্ন্যাস গ্রহণ বিষয়ে প্রসন্ন হউন । (২২৯) অনন্তর গুরু তাহার গৃহস্থশ্রমের কার্য্য সমুদায় সমাপিত হইয়াছে কিনা বিবেচনা পূর্বক তাহাকে শাস্ত ও বিবেকী দেখিয়া দ্বিতীয় আশ্রমে দীক্ষিত করিবেন । (২৩০) তৎপরে শিষ্য কৃত্তদান ও জিতান্দ্রা হইয়া

ততঃ শিবাঃ কৃতম্মানো যতাস্মা বিহিতাঙ্কিকঃ । ঋণত্রয়বিমুক্ত্যর্থং দেবধীনর্চ্চয়েৎ পিতৃন ॥ ২৩১

দেবা ব্রহ্মা চ বিষ্ণুশ্চ রুদ্রশ্চ ঋগণৈঃ সহ । ঋষয়ঃ সনকাদ্যাশ্চ দেবত্রৈশ্চর্যসুতথা ॥ ২৩২

অত্র যে পিতরঃ পূজ্যা বক্ষ্যামি শৃণু তানপি ॥ ২৩৩

পিতা পিতামহশ্চৈব প্রপিতামহ এব চ । মাতা পিতামহী দেবি তথৈব প্রপিতামহী ॥

মাতামহাদয়োরূপোবং মাতামহাদয়োরপি চ ॥ ২৩৪

প্রাচ্যামৃষীন যজ্ঞেন্দেবান্ দক্ষিণস্তাং পিতৃন যজ্ঞেৎ । মাতামহান্ প্রতিচ্যাক্ষ পূজয়েন্ন্যাসকর্শ্শি ॥ ২৩৫

পূর্বাদিক্রমতো দদ্যাদাসনানানং ঘরং ঘরম্ । দেবাদীন ক্রমতস্তত্রাবাহু-পূজাং সমাচরেৎ ॥ ২৩৬

সমচ্য বিধিবত্তেভ্যঃ পিণ্ডান্ দদ্যাৎ পৃথক্ পৃথক্ । পিণ্ডপ্রদানবিধিনা নত্বা পিণ্ডং যথাক্রমম্ ।

কৃতাজ্জলিপুটো ভূত্বা প্রার্থয়েৎ স্নিহুদেবতা ॥ ২৩৭

তৃপ্যধ্বং পিতরো দেবা দেবর্ষিমাভূকাগণাঃ । শুণাভীতপদে যুগ্মনৃগীকুরুত্যাচিরায়ং ॥ ২৩৮

ইত্যানুগং প্রার্থয়িত্বা প্রণম্য চ পুনঃ পুনঃ । ঋণত্রয়বিমুক্ত্য আত্মশ্রদ্ধাং প্রকল্পয়েৎ ॥ ২৩৯

পিতা হ্যৈষৈব সজ্জেষ্যাং তংপিতা প্রপিতামহ । আত্মজ্ঞাত্বাপর্ণার্থায় কুর্যাদাত্মক্রিয়াং সুধীং ॥ ২৪০

উত্তরাভিমুখে ভূত্বা পূর্ববৎ কলিতাসনে । অবাহ্যত্বাপিতৃন দেবি দদ্যাৎ পিণ্ডং সমর্চয়ন্ ॥ ২৪২

প্রাগগ্রান্ দক্ষিণাগ্রাংশ্চ পশ্চিমাগ্রান্ যথাক্রমাৎ । পিণ্ডার্থমাস্তরেদর্ভানুদগগ্রান্ স্বকর্শ্শি ॥ ২৪২

সমাপ্য শ্রাদ্ধকর্শ্শাপি গুরুদর্শিতবস্ত্রান । মুমুকুশ্চিভগ্ন্যুদ্যর্থমিমং মন্ত্রং শতং জপেৎ ॥ ২৪৩

হ্রীং ত্র্যম্বকং যজ্ঞামহে স্মৃগন্ধিং পুষ্টিবর্দ্ধনম্ । উর্কারকমিব বন্ধনান্ মৃত্যুমুক্ষীয়মামৃতাৎ ॥ ২৪৪

উপাসনানুসারেণ বেদ্যাং মণ্ডলপূর্বকম্ । সংস্থাপ্য কলসং তত্র গুরুঃ পূজাং সমারভেৎ ॥ ২৪৫

ততস্ত পরমং ব্রহ্ম ধ্যাত্বা শান্তববস্ত্রান । বিধায় পূজাং ব্রহ্মজ্ঞো বহ্নিস্থাপনমাচরেৎ ॥ ২৪৬

আত্মিক কার্য সমাধা করিবেন, পরে তিনটা ঋণ হইতে মুক্তিলাভের দিমিত্ত দেবতা, ঋষি ও পিতৃগণের তর্পণ করিবেন। (২৪১) সন্ধ্যাসংগ্রহণ-কালে দেবগণ, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র, রুদ্রানুচরগণ ঋষিগণ, নারদ প্রভৃতি দেবর্ষিগণ, সনক সনাতন প্রভৃতি ঋষিগণ এবং পিতৃগণের যেরূপ পূজা করিতে হইবে তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর। (২৩২২৩৩) হে দেবি ! পিতা, মাতা, পিতামহ, পিতামহী, প্রপিতামহ, প্রপিতামহী, মাতামহী, প্রমাতামহ, প্রমাতামহী, বৃদ্ধপ্রমাতামহ, বৃদ্ধ প্রমাতামহী, পূর্বদিকে দেবগণ ও ঋষিগণ, দক্ষিণদিকে পিতৃপক্ষ এবং পশ্চিমে মাতামহ পক্ষের পূজা করা সন্ধ্যাসংগ্রহণের সময় বিধি। (২৩৪২৩৫) পূর্বদিক হইতে আরম্ভ করিয়া সকলের নিমিত্ত ছই ছই আসন স্থাপন করা এবং এই আসনে যথাক্রমে দেবতা প্রভৃতির আবাহন পূর্বক পূজা করা কর্তব্য। (২৩৬) অনন্তর যথাবিধি সকলের অর্চনা করিয়া পৃথক্ পৃথক্ পিণ্ড প্রদান করিতে হয়, এইরূপে পিতৃ-পিণ্ড-প্রদান-বিধিক্রমে পিণ্ডদান করিয়া পিতৃ ও দেবগণের নিকটে কৃতাজ্জলিপুটে এই প্রার্থনা করিবে। (২৩৭) হে পিতৃগণ ! হে মাতৃগণ ! হে দেবগণ ! হে ঋষিগণ, আমি শুণাভীতপদে গমন করিতেছি, আপনারা আমাকে অধ্বনী করুন। (২৩৮) পিতা, পিতামহ এবং প্রপিতামহ সকলেই আত্মাশ্রয়, অতএব আত্মা-ব্রহ্মে আত্মসমর্পণ করিবার জন্ত আপনার শ্রাদ্ধ সম্পন্ন করা জ্ঞানী লোকের কর্তব্য। (২৪০) হে দেবি ! পূর্ববৎ আসন কলনা করিয়া উত্তরাভিমুখে উপবেশন পূর্বক আরাধনানন্তর পিতৃগণের অর্চনা করিয়া তত্বক্ষেপে পিণ্ডদান করিবে। (২৪১) দেবগণ, ঋষিগণ ও পিতৃগণের পিণ্ডদানার্থে যথা ক্রমে পূর্ব ও পশ্চিমাভিমুখে কুণ্ড আতীর্ণ করিয়া আপনার জন্ত উদগ্র কুশ আতীর্ণ করিবে (২৪২) যুমুকু ব্যক্তি গুরুদর্শিত পথানুসারে শ্রাদ্ধ কর্শ্শ সমাপন করিয়া চিত্তশুদ্ধির জন্ত হ্রীং ত্র্যম্বকং এই মন্ত্র শতবার জপ করিবে। (২৪৩২৪৪) অনন্তর গুরু, উপাসনানুসারে বেদীর মণ্ডল রচনা করিয়া তত্বপরি কলস সংস্থাপন পূর্বক পূজা আরম্ভ করিবেন ! (২৪৫) তদনন্তর

প্রাপ্তকৃত্যংস্বতে বহ্নৌ ন কল্পোক্তাহতিং গুরুঃ । দক্ষা শিবাং সমাহুয় সাকল্যাং হাবিরেত্তুতম্ ॥ ২৪৭
আদৌ ব্যাহতিভির্হুবা প্রাণহোমং প্রকল্পয়েৎ । প্রাণাপানৌ সমানশোদানব্যানৌ চ বায়রঃ ॥ ২৪৮
তত্ত্বহোমং ততঃ কুর্যাদেহাশ্বাধ্যাসযুক্তরে । পৃথিবী সলিলং বহির্কায়ুরাকাশমেব চ ॥ ২৪৯

গন্ধো রসশ্চ রূপঞ্চ স্পর্শশ্চৈব যথাক্রমাৎ । ততো বাকৃপাণিপাদাশ্চ পায়ুপন্থৌ ততঃ পরম্ ॥ ২৫০

* শ্রোত্রং স্বপ্ননয়নং জিহ্বা ভ্রাণং বুদ্ধিস্রিয়ানিচ । মনো বুদ্ধিশ্চ চিত্তকাহংকারো দেহজাঃক্রিয়াঃ ॥ ২৫১
সর্বাণীজ্রিয়কর্মাণি প্রাণকর্মাণি যানি চ ॥ ২৫২

এতানি মে পদান্তে চ শুধ্যস্তাং পদযুক্তয়েৎ ।

হ্রীং জ্যোতিরহং বিরজা বিপাণমা তুয়াসংঘিষ্ঠ ইত্যপি ॥ ২৫৩

চতুর্বিংশতিতত্বানি কর্মাণি দৈহিকানি চ । হুবাগ্নৌ নিজ্রিয়ো দেহে মৃতবক্তিস্তয়েত্ততঃ ॥ ২৫৪

বিভাব্য মৃতবৎ কায়ং দহিতং সর্বকর্মাণা । অরংস্তুৎ পরমং ব্রহ্ম যজ্ঞসূত্রং নৈমুক্তয়েৎ ॥ ২৫৫

ঐং ক্লীং হংস ইতি মন্ত্রেণ ব্রহ্মাহুত্বার্থ্য মন্ত্রবিৎ । যজ্ঞসূত্রং করে কৃৎষা পঠিষ্য ব্যাহতিজয়ম্ ।

বহির্জায়াং সমুচ্চার্য্য যুতাক্তমননে কিপেৎ ॥ ২৫৬

হুত্বৈবমুপবীতঞ্চ কামবীজঞ্চ সমুচ্চরন্ । ছিষ্য শিখাং করে কৃৎষা যুতমধ্যে নিয়োজয়েৎ ॥ ২৫৭

ব্রহ্মপুত্রি শিখে স্বং হি বালরূপা তপস্বিনী । দীযতে পাবকে স্থানং গচ্ছ দেবিনমোহস্ত তে ॥ ২৫৮

কামং মায়াং কুর্চ্চমন্ত্রং বহির্জায়ামুদীরয়ন্ । তস্মিন্ হুসংস্কৃতে বহ্নৌ শিখাহোমং সমাচরেৎ ॥ ২৫৯

শিখামাপ্রিত্য পিতরো দেবো দেবর্ষিগন্তথা । সর্বাণ্যাশ্রমকর্মাণি নিবসন্তি শিখোপরি ॥ ২৬০

অতঃ সন্তপ্য তাঃ সর্বা দেবর্ষিপিতৃদেবতাঃ । শিখাসূত্রপরিত্যাগাদেহী ব্রহ্মময়ো ভবেৎ ॥ ২৬১

ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তি শিব-প্রদর্শিত-পদ্ধতিমতে পরম ব্রহ্মের ধ্যান করতঃ পূজান্তে বহিঃস্থাপন করিবে । (২৪৭) পরে গুরুদেব পূর্বোক্ত সংস্কৃত বহিমধ্যে স্বকল্পোক্ত আহতি প্রদান পূর্বক শিষ্যকে আশ্বাসন করিয়া সাকল্য হোম করিবেন । (২৪৭) অগ্রে ব্যাহতি পশ্চাৎ প্রাণহোম করিবে, এই সময় প্রাণ অপান সমান উদান ও ব্যান এই পঞ্চ প্রাণের প্রত্যেকের আহতি দিবে । (২৪৮) অনন্তর দেহে আশ্বাস অধ্যাস বিনিবৃত্তির জন্ত তত্ত্বহোম করা কর্তব্য ; পৃথিবী, সলিল, বহিঃ বায়ু, আকাশ, গন্ধ, রস, রূপ, স্পর্শ, শব্দ, বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু, উপস্থ, শ্রোত্র, স্বপ্ন, চক্ষুঃ, জিহ্বা, ভ্রাণ, ইত্যাদি বুদ্ধিস্রিয়, মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার, চিত্ত ইত্যাদি দেহজ ক্রিয়া, সমুদায় ইজ্রিয় কার্য্য, প্রাণকার্য্য এই সকল পদ উচ্চারণ পূর্বক অস্ত্রে শুধ্যস্তাং—অর্থাৎ শুদ্ধ হউক এই পদ উচ্চারণ করিবে, পশ্চাৎ হ্রীং জ্যোতিঃ এই মন্ত্র পাঠ করিবে । (২৪৯, ২৫০, ২৫১, ২৫২, ২৫৩) এইরূপে চতুর্বিংশতি তত্ত্ব ও সমস্ত দৈহিক কর্ম্ম অগ্নিতে হোম করত নিজ্রিয় হইয়া তদনন্তর নিজ শরীরকে মৃতবৎ ভাবনা করিবে । (২৫৪) অনন্তর আপনাকে সর্ব কর্ম্মাচার্য্যরহিত ভাবনা করিয়া পরমব্রহ্মের অরণ্যপূর্বক গলদেশ হইতে যজ্ঞসূত্র উত্থাপিত করিবে । (২৫৫) মন্ত্রবিৎ ব্যক্তি ঐং ক্লীং হংস এই মন্ত্রে ব্রহ্ম হইতে যজ্ঞসূত্র অবতারণ করিয়া তিনবার ব্যাহতি পাঠ করত, বাহা এই পদ উচ্চারণ পূর্বক যুতাক্ত যজ্ঞোপবীত অগ্নিতে নিক্ষেপ করিবে । (২৫৬) এইরূপে যজ্ঞোপবীত হোম করিয়া ক্লীং এই বীজ উচ্চারণ পূর্বক শিখাচ্ছেদন করত হস্তে ধারণ করিয়া স্নতে স্থাপন করিবে । (২৫৭) অনন্তর হে ব্রহ্মপুত্রি ! হে শিবে ! তুমি কেশস্বরূপিণী, তপস্বিনী, দেবী ! তোমাকে সমর্পণ করিতেছি, তুমি গমন কর, তোমাকে নমস্কার, এই মন্ত্র পাঠ করিবে । (২৫৮) পরে “ক্লীং হ্রীং হং ফট্ বাহা” এই মন্ত্র পাঠ করিয়া সেই সংস্কৃত অগ্নি মধ্যে শিখাহোম করিবে । (২৫৯) পিতৃগণ, দেবগণ, দেবর্ষিগণ এবং সমুদায় আশ্রমের কর্ম্ম সকল, শিক্ষা আশ্রয় করিয়া ইহাতে অবস্থিতি করেন । (২৬০) অতএব দেহী, শিক্ষা ও যজ্ঞসূত্র পরিত্যাগ নিবন্ধন ক্ষেপণ, ঋষিগণ, ও পিতৃগণকে সন্তুষ্ট করিয়া ব্রহ্মময় হইয়া থাকে । (২৬১) দ্বিজাতিগণের যজ্ঞসূত্র ও

বজ্রমূত্রশিখাভ্যাগাং সংস্থাসঃ শ্রাৎ দ্বিজ্ঞানাম্ ॥২৬২

শূদ্রাণামিতরেবাঞ্চ শিখাং হৃষৈব সংক্রিয়া । ততো মুক্তশিখাস্বত্রঃ প্রণমেৎ দণ্ডবৎ গুরুম্ ॥২৬৩

গুরুরূপা তং শিখাং দক্ষকর্ণে বদেদিদম্ । তত্ত্বমসি মহাপ্রাজ্ঞ হংসঃ সোহহং বিভাবয় ।

নির্মমো নিরহঙ্কারঃ স্বভাবেন স্পৃহং চর ॥২৬৪

ততো ঘটঞ্চ বহিষ্কৃত্ব বিন্ধ্যত্রাকৃতস্ববিৎ । আত্মস্বরূপং তং মম্বা প্রণমেচ্ছিন্নলা গুরুঃ ॥ ২৬৫

নমস্তভ্যং মনো মহং তুভ্যং মহং নমো নমঃ । স্বমেব তৎ তত্ত্বমেব বিশ্বরূপ নমোহস্ত তে ॥ ২৬৬

ব্রহ্মময়োপাসকানাং তত্ত্বজ্ঞানাং জিতান্নানাম্ । স্বমন্ত্ৰেণ শিখাচ্ছেদাৎ সংস্থাসগ্রহণং ভবেৎ ॥ ২৬৭

ব্রহ্মজ্ঞানবিশুদ্ধানাং কিং যজ্ঞৈঃ শ্রাদ্ধপূজনৈঃ । স্বেচ্ছাচারপর্যাণস্ত প্রত্যবায়ো ন বিদ্যতে ॥ ২৬৮

ততোনির্দ্বন্দ্বরূপোহস্মৌ নিকামঃ স্ত্রিরমানসঃ । বিহরেৎ স্বেচ্ছয়া শিষ্য সাক্ষাৎ ব্রহ্মমণ্ডে ভূবি ॥২৬৯

আব্রহ্মতত্ত্বপর্যায়ঃ সর্জপেণ বিভাবয়ন । বিশ্বরেন্নামরূপাণি ধ্যায়ন্নাশ্রয়নমাস্ত্রনি ॥ ২৭০

অনিকেতঃ ক্কারুন্তো নিঃশব্দঃ সঙ্গবজ্জিতঃ । নির্মমো নিরহঙ্কারঃ সংস্থাসী বিহরেৎ ক্ষিতৌ ॥ ২৭১

মুক্তোবিধিনিষেধেভ্যা নিৰ্যোগক্ষেম আত্মবিৎ । স্পৃহদুঃখসমো ধীরো জিতান্না বিগতস্পৃহঃ ॥২৭২

স্থিরাশ্রা প্রাপ্তদুঃখোহপি স্পৃহে প্রাপ্তোহপি নিস্পৃহঃ । সদানন্দঃ শুচিঃ শান্তো নিরপেক্ষোনিরাকুলঃ ২৭৩

নোদেহকঃ শ্রাজ্জীবানাং সদা প্রাণিহিতে রতঃ । বিগতামর্ষভীর্দাস্তো নিঃসংকল্পো নিরুদ্যমঃ ॥ ২৭৪

শোকদেষবিমুক্তঃ শ্রাৎ শত্রৌ মিত্রে সমো ভবেৎ । শীতবাতাতপসহঃ সমো মানাপমানয়োঃ ॥ ২৭৫

সমঃ শুভান্ততে তুষ্ঠৌ বদুচ্ছাপ্রাপ্তবস্তনা । নিত্রেণ্ড্যোনির্দিক্কো নিলোভঃ শ্রাদসঞ্চয়ী ॥ ২৭৬

শিখা পরিত্যাগ হইলেই সন্ন্যাস হইয়া থাকে । (২৬২) শূদ্র ও সামান্য জাতির শিখা হোমেই

সংস্কার হইয়া থাকে, শিখাভ্যাগের পর গুরুকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিতে হয় । (২৬৩) (তখন)

গুরু শিষ্যকে উত্থাপিত করিয়া দক্ষিণ কর্ণে এই মন্ত্রোচ্চারণ করিবেন, হে মহাপ্রাজ্ঞ ! তুমিই

তত্ত্বমসি—অর্থাৎ সেই ব্রহ্ম, তুমি সোহহং এবং হংস এই মন্ত্রোচ্চারণ কর এবং নির্মম ও নির-

হঙ্কার হইয়া স্বভাবানুসারে স্পৃহে বিচরণ করিতে থাক । (২৬৪) অনন্তর ব্রহ্মতত্ত্ববিৎ গুরু,

ঘট-মন্ত্রে অগ্নিকে বিসর্জন দিয়া শিষ্যকে আত্ম-স্বরূপ মনে করিয়া তাহাকে প্রণাম করিবেন । (২৬৫)

তাহার মন্ত্র—তোমাকে নমস্কার, আমাকে নমস্কার; তোমাকে এবং আমাকে বারংবার

নমস্কার, হে বিশ্বরূপ ! তুমিই এই জগৎ এবং এই জগতই তুমি, তোমাকে নমস্কার । (২৬৬) ব্রহ্ম-

ময়োপাসক, জিতেন্দ্রিয় ও তত্ত্বজ্ঞানী ব্যক্তি নিজমন্ত্র উচ্চারণ করত শিখাচ্ছেদন করিলে, তাহার

সন্ন্যাস গ্রহণ হইয়া থাকে । (২৬৭) বাহাদের অন্তঃকরণ ব্রহ্ম-জ্ঞান-প্রভাবে মার্জিত হইয়াছে,

বজ্র, পূজা ও শ্রাদ্ধাদি করিবার তাহাদের প্রয়োজন নাই এবং স্বেচ্ছাচারী হইলেও তাহাদের

কোনও প্রত্যবায় নাই । (২৬৮) অনন্তর শিষ্য স্পৃহা-খাদিরূপদ্বন্দ্বরহিত, নিকাম ও স্থিরচিত্ত

হইয়া সাক্ষাৎ ব্রহ্মস্বরূপ হইয়া স্বেচ্ছাক্রমে ভূবনে বিচরণ করেন । (২৬৯) তিনি ব্রহ্ম হইতে আরম্ভ

করিয়। স্তম্ভ পর্য্যন্ত সমুদায় সংসারকে সংস্বরূপ বিবেচনা করেন এবং নাম ও রূপ বিন্ধত হইয়া

আত্মাতে আত্মার ধ্যান করেন । (২৭০) তাহাকে আশাশূন্য, ক্রমাশীল, নিঃশব্দহৃদয়, সঙ্গরহিত,

মমতাহীন, অহঙ্কারবজ্জিত ও সন্ন্যাসী হইয়া পৃথিবীতে বিচরণ করিতে হয় । (২৭১) তিনি

বিধিনিষেধ হইতে উন্মুক্ত, নিৰ্যোগক্ষেম, অর্থাৎ স্পৃহা-দুঃখে সমবোধ, ধীর, জিতেন্দ্রিয় ও

নিস্পৃহ হইয়া থাকেন । (২৭২) দুঃখে তাহার ক্রেশ, বা স্পৃহে হর্ষ সঞ্চার হয় না, তিনি শান্ত,

শুচি, সদানন্দ, নিরপেক্ষ ও নিরাকুল হইয়া থাকেন । (২৭৩) কোনও জীবের উদ্বিগ্ন উৎপাদন

করা তাহার কর্তব্য নহে, সতত সকল প্রাণীর হিতসাধন, ক্রোধ ও ভয় পরিত্যাগ, সংকল্পশূন্যতা

উত্তমহীনতা, শোকদেষ বিসর্জন, শত্রু মিত্রে সমান জ্ঞান, শীতাতপে ক্রেশশূন্যতা এবং মানা-

পমানে সমান জ্ঞান করা কর্তব্য । (২৭৪) বদুচ্ছালক বস্ত্রতে পরিতুষ্ট থাকা তাহার

যথা সত্যমুপাশ্রিত্য মৃণালবিশ্বং প্রতিষ্ঠতি । আত্মাশ্রিতস্তথা দেহো জানন্নেবং সুখী ভবেৎ ॥ ২৭৭
ইন্দ্রিয়গণ্যেব কুর্কন্তি স্ব স্ব কৰ্ম পৃথক্ পৃথক্ । আত্মা সাক্ষীবিনির্লিপ্তো জ্ঞাত্বৈবং মোক্ষভাগ্ ভবেৎ ২৭৮
ধাতুপ্রতিগ্রহং নিন্দামনৃতং ক্রীড়নং দ্বিগ্না । রেতস্ত্যাগমহ্মাঞ্চ সংশ্রাসী পরিবৰ্জয়েৎ ॥ ২৭৯
সৰ্বত্র সমদৃষ্টিঃ স্তাৎ কীটে দেবে তথা নরে । সৰ্বং ব্রহ্মেতি জানীয়াৎ পরিত্রাট সৰ্বকৰ্ম্মসু ॥ ২৮০
বিপ্রাঙ্গং স্বপচান্নং বা যন্মাস্তন্মাৎ সমাগতম্ । দেশং কালং তথা পাত্রমন্নীয়াদবিচারয়ম্ ॥ ২৮১
আধ্যাত্মশাস্ত্রাদ্যধারনৈঃ সদা তত্ত্ববিচারণৈঃ । অবধূতো নয়েৎ কালং স্বেচ্ছাচারপরায়ণঃ ॥ ২৮২
সংশ্রাসিনাং মৃত্যুং কাং দাহয়েন্ন কদাচন । সংপূজ্য গন্ধপুষ্পাদৈর্নিত্যেনৈবাপ্নু মজ্জয়েৎ ॥ ২৮৩
অপ্রাপ্তযোগমর্ত্যানাং সদা কামাভিলাষিণাম্ । স্বভাবাজ্জয়তে দেবি প্রবৃতিঃ কৰ্ম্মসংকুলে ॥ ২৮৪
তত্রাপি তে সাহসরক্তা ধ্যানার্চাজপসাধনে । শ্রেয়স্তদেব তামন্ত্যত্বেব দৃঢ়নিশ্চয়াঃ ॥ ২৮৫
অতঃ কৰ্ম্মবিধানানি প্রোক্তানি চিত্তশুদ্ধয়ে । নামরূপং বহুবিধং তদর্থং কল্পিতং ময়া ॥ ২৮৬
ব্রহ্মজ্ঞানাদৃতে দেবি কৰ্ম্মসংশ্রসনং বিনা । কুর্কন্কল্পশতং কৰ্ম্ম ন ভবেদুক্তিভাগ্ জনঃ ॥ ২৮৭
কুলাবধূতস্তত্ত্বজ্ঞো জীবন্মুক্তো নরাকৃতিঃ । সাক্ষান্নারায়ণং মত্বা গৃহস্থস্তং প্রপূজয়েৎ ॥ ২৮৮
যত্বেদর্শনমাত্রেণ বিমুক্তঃ সৰ্বপাতকায় । তীর্থব্রততপোদানসৰ্ব্ববজ্রফলং লভেৎ ॥ ২৮৯

ইতি শ্রীমহানির্কাণতন্ত্রে সৰ্ব্বতত্ত্বোক্তমোক্তমে সৰ্ব্বধৰ্ম্মনির্ণয়সারে শ্রীমদাদ্যাসদাশিবসংবাদে

বর্ণাশ্রমাচারধৰ্ম্মকথনং নাম অষ্টমোল্লাসঃ ॥ ৮ ॥

কর্তব্য, এবং ত্রিগুণাতীত, নির্বিকল্প, নির্লোভ ও সঙ্করহীন হওয়া তাঁহার পক্ষে উচিত । (২৭৬)
যে রূপ মিথ্যা হইলেও জগৎ সত্যস্বরূপ একমাত্র পরমেশ্বরের আশ্রয়ে অবস্থিতি করে, তাহার
শ্রায় এই দেহ আত্মাশ্রয়ে অবস্থিত আছে, ইহা জানিতে পারিলেই দেহী সুখী হইয়া থাকে ।
(২৭৭) ইন্দ্রিয়গণ আপনাপন কৰ্ম্ম পৃথক্ পৃথক্ রূপে সম্পন্ন করিতেছে বটে, কিন্তু আত্মা সাক্ষী
ও নির্লিপ্ত, সন্নাসী ইহা জানিতে পারিলেই মুক্তির, ভাজন হইয়া থাকেন । (২৭৮) সন্নাসীগণের
পক্ষে ধাতুদ্রব্য গ্রহণ, পরিনিক্ষা, মিথ্যা বাক্য প্রয়োগ, জ্বীলোকের সহিত ক্রীড়া ও রেতত্যাগ ও
অহুয়া এই সকল পরিত্যাগ করা কর্তব্য । (২৬৯) যে ব্যক্তি পরিত্রাজক সন্নাসী, কি কীট,
কি নর, কি দেবতা, সকল বস্তুতে সমদৃষ্টি হওয়া এবং সকল বস্তুই ব্রহ্মময় মনে করা তাঁহার
কর্তব্য । (২৮০) ব্রাহ্মণ বা চণ্ডালের অন্ন বা যে কোনও ব্যক্তির অন্ন, প্রাপ্ত মাত্রে ভোজন
করা সন্নাসীগের কর্তব্য, ইহাতে দেশ, কাল ও পাত্রের বিচার করিতে নাই । (২৮১) অধ্যাত্ম-
শাস্ত্রাধ্যয়ন ও সতত তত্ত্ব বিচারণ দ্বারা স্বেচ্ছাচারপরায়ণ হওয়া অবধূতের কর্তব্য । (২৮২) সন্নাসী-
গের মৃত দেহ কখনও দাহ করিবে না, উহা হয় গন্ধ পুষ্প দ্বারা অর্চনা করিয়া ভূমিতলে নিখাত,
অথবা জলে নিমগ্ন করিবে । (২৮৩) হে দেবি! যাহারা যোগপথে প্রস্থিত ও ব্রহ্মজ্ঞানে
সুশোভিত হয় নাই, প্রভুত যাহারা সর্বদা কামনার কিঙ্কর, কৰ্ম্মকাণ্ডে স্বভাবতঃ তাহাদের
প্রবৃতি হইয়া থাকে । (২৮৪) যাহা হউক, কৰ্ম্মামুবর্তী হইলেও তাঁহারা ধ্যান, পূজা, জপ
প্রভৃতি সাধনার বাধ্য হইয়া থাকেন, তাঁহারা উক্ত সাধনায় স্থিরচিত্ত হইয়া উহাকেই প্রেয়ঃ বলিয়া
জানুন (২৮৫) (বাস্তবিক,) এই কারণে চিত্তশুদ্ধির জন্ত আমি কৰ্ম্মকাণ্ডের ব্যবস্থা করিয়াছি,
এবং এই জন্ত আমার বহুবিধ নাম ও রূপের কল্পনা ॥ (২৮৬) হে দেবি ব্রহ্মজ্ঞান ও কৰ্ম্ম-
সন্ন্যাস ব্যতিরেকে 'শতশতকল্প' কৰ্ম্ম করিলেও লেকে মুক্তির মুখ দেখিতে পায় না । (২৭৭)
ব্রহ্মজ্ঞানসম্পন্ন কুলাবধূত, মর্যাকার ধারণ করিলেও জীবন্মুক্ত, তাঁহাকে, সাক্ষাৎ নারায়ণ মনে
করিয়া পূজা করা গৃহস্থের কর্তব্য । (২৮৮) যতিকে দর্শন করিলেই জীবের সৰ্ব পাতক বিনষ্ট
হয় এবং তীর্থ গমন, ব্রতামুষ্ঠান তপস্যা, দান ও সমুদায় যজ্ঞের ফল লাভ হইয়া থাকে । (২৮৯)

নবযোজাসঃ ।

শ্রীসদাশিব উবাচ ।

বর্ণাশ্রমাচারধর্ম্মাঃ কথিতান্তব স্তব্রতে । সংস্কারান্ সৰ্গবর্ণানাং শৃণু গদতো মম ॥ ১
 সংস্কারেণ বিনা দেবি দেহশুদ্ধির্ন জায়তে । ন সংস্কৃতোহধিকারী স্যাৎ দৈবে পৈত্রো চ কর্ম্মণি ॥ ২
 অতো বিপ্রাদিভির্কণৈঃ স্ব স্ব বর্ণোক্তসংক্রিয়াঃ । কর্তব্যাস্ত সৰ্গকথা যত্নৈরিহামুদ্রহিতেপ্ স্মৃতিঃ ॥ ৩
 জীবসেকঃ পুংসবনং সীমন্তোন্নয়নং তথা । জাতনারী নিষ্কমণম্নাশনমভ্যঙ্গনমতঃ পরম ।
 চূড়োপনয়নোচ্চাধাঃ সংস্কারাঃ কথিতা দশ ॥ ৪
 শূদ্রাণাং শূদ্রভিন্নানামুপবীতং ন বিদ্যতে । তেষাং নবৈব সংস্কারা বিজাতীনাং দশ স্মৃতাঃ ॥ ৫
 নিত্যানি সৰ্গকর্ম্মাণি তথা নৈমিত্তিকানি চ । কাম্যাত্মপি বরারোহে'কুর্ধ্যাক্ষান্তববর্জনা ॥ ৬
 যানি যানি বিধানানি যেষু যেষু চ কর্ম্মসু ॥ পুরৈব ব্রহ্মরূপেণ তান্মুক্তানি ময়া প্রিয়ে ॥ ৭
 সংস্কারেষু চ সৰ্গেষু তথৈবাত্মেষু কর্ম্মসু ॥ বিপ্রাদিবর্ণভেদেষু ক্রমায়ত্ত্বাচ দর্শিতাঃ ॥ ৮
 সভ্যত্রেতা দ্বাপরেষু তত্তৎকর্ম্মসু কালিকে । প্রণবাদ্যাংস্ত তান্ মন্ত্রান্ প্রয়োগেষু নিয়োজয়েৎ ॥ ৯
 কলৌ ত পরমেশানি তৈরেব মনুভিন'রাঃ । -মায়াদ্যোঃ সৰ্গকর্ম্মাণি কুর্ধ্যুঃ শঙ্করশাসনাৎ ॥ ১০
 নিগমাগমতন্ত্রেষু বেদেষু সংহিতাসু চ । সৰ্গে মন্ত্রা ময়ৈবোক্তাঃ প্রয়োগো যুগভেদতঃ ॥ ১১
 কলাবয়গতপ্রাণাঃ মানবা হীনতেজসঃ । তেষাং হিতায় কল্যাণি কুলধর্ম্মো নিরূপিতঃ ॥ ১২
 কলিহর্ষলজীবানাং প্রয়াসাত্মকচেতসাম্ । সংস্কারাদিক্রিয়াস্তেবাং সংক্ষেপেণাপি বচ্মি তে ॥ ১৩

সদাশিব কহিলেন,—হে স্তব্রতে! সমুদায় বর্ণ, আশ্রম আচার ও ধর্ম্মতত্ত্ব তোমার নিকটে বলিয়াছি, এক্ষণে সৰ্গবর্ণের সংস্কারের কথা বলিতেছি 'তুমি আমার নিকট ইহাতে শ্রবণ কর। (১) হে দেবি! সংস্কার ব্যতিরেকে দেহশুদ্ধি ঘটেনা এবং যাহার সংস্কার হয় নাই, সে ব্যক্তি দৈব, বা পৈত্র কর্ম্মে অধিকারী হয় না। (২) ইহ ও পরলোকের হিতকামনা যাহাদের লক্ষ্য, তাদৃশ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্রাদির কর্তব্য যে, সৰ্গপ্রকারে সৰ্গপ্রযত্নে আপনাদের বর্ণবিহিত সংস্কার করেন। (৩) গর্তাধান, পুংসবন, সীমন্তোন্নয়ন, জাতকর্ম্ম, অন্নশন, চূড়াকরণ উপনয়ন ও বিবাহ, এই দশবিধ সংস্কার। (৪) শূদ্র ও সামান্ত জাতির উপনয়ন নাই, স্তব্রতাং তাহাদের নয়টি সংস্কার; বিজাতীর পক্ষে সংস্কার দশবিধ। (৫) হে বরারোহে! সমুদায় নিত্য, নৈমিত্তিক ও কাম্যকর্ম্ম শিবোক্ত পদ্ধতিমতে সম্পাদন করা কর্তব্য। (৬) হে প্রিয়ে! মনুস্যের যে যে কর্ম্মে যে যে বিধি নির্দিষ্ট হইয়াছে, আমি পিতামহরূপে পূর্কেই তাহা ব্যক্ত করিয়াছি। (৭) দশবিধ সংস্কার এবং অস্তান্ত কার্য্যে বিপ্রাদি বর্ণভেদে যাহা কর্তব্য ও বৈধ, তাহাও নির্দেশ করিয়াছি। (৮) হে কালিকে! সভ্য, ত্রেতা ও দ্বাপর যুগে সমুদায় অমুষ্ঠান কালে মন্ত্রের অব্যবহিত পূর্কে প্রণবযোগের ব্যবস্থা ছিল। (৯) হে পরমেশ্বর! শঙ্করের শাসনক্রমে কলিযুগে উক্ত মন্ত্রের পূর্কে হিং যোগ করিয়া সকল কার্য্য করিতে হয়। (১০) নিগম, আগম, তন্ত্র, বেদ ও সংহিতা মধ্যে যে সকল মন্ত্রের কথা আছে, আমি যদিও তাহা ব্যক্ত করিয়াছি, কিন্তু যুগভেদে উহার ব্যবহার হইয়া থাকে। (১১) হে কল্যাণি! কলির জীবগণ অন্নগতপ্রাণ, তাহাদের তেজ অতি সামান্ত, আমি তাদের মঙ্গলের জন্য কুলধর্ম্ম নিরূপণ করিয়াছি। (১২) কলির জীব একে অতিশয় হর্ষল ভাঙ্গতে তাহারা পরিশ্রম ও ক্লেশ সহ করিতে অসমর্থ স্তব্রতাং তাহাদের

দশমোক্তাসং ।

সর্কেধাং শুভকার্য্যাণামাদিত্তা কুশণ্ডিকা । তস্মাদাদৌ প্রবক্ষ্যামি শৃণু তাং, দেববন্ধিতে । ১৪
রম্যে পরিষ্কৃতে দেশে তুবাঙ্গারাদিবর্জিতে । হস্তমাত্র প্রমাণেন স্থণ্ডিলং রচয়েৎ স্থবীঃ ॥ ১৫
ত্রিখ্যো রেখা-বিধাতব্যো প্রাগগ্রাস্তত্র মণ্ডলে । কুর্চেনাভ্রাক্য তাঃ সর্কা বহিনা বহ্মিহরেৎ ॥ ১৬
আনীর বহিঃ তৎপার্শ্বে স্থাপয়েদ্বাগ্ভবঃ জরন ॥ ১৭

—ততস্তম্ভাজ্জলদার গৃহীত্বা দক্ষপাণিনাং ।

হ্রীং ক্রব্যাদেভ্যো নমঃ স্বাহা ক্রব্যাদাংশম্পরিত্যজেৎ ॥ ১৮
হথং প্রতিষ্ঠং তদ্বহিঃ পাণিত্যামাঙ্গসংযুতম্ । উক্তং তাস্মৈ রেখাস্থ মারাদ্যাং ব্যাহতিং অরন ॥ ১৯
সংস্থাপ্য তৃণদারুভ্যাং প্রবলীকৃত্য পাবকম্ । সমিধে ধ্বংস্তুতাক্তে চ হৃদ্বা তস্মিন্ হতশনে ।
স্বকর্ণবিহিতং নাম কৃত্বা ধ্যায়েক্ষনজয়ম্ ॥ ২০

বালার্কাকরণসংকাশং সপ্তজিহ্বং বিমন্তকম্ । অজারুচং শক্তিধরং জটামুকুটমণ্ডিতম্ ॥ ২১

ধ্যাত্বৈবং প্রাঞ্জলিভূত্বাবাহরেদ্রব্যাবাহনম্ ॥ ২২

মায়ামেহেহি পদতঃ সর্কামর বদেৎ প্রিয়ে । হব্যবাহপদান্তে চ মুনিভিঃ স্বগণৈঃ সহ ।

অধ্বরং রক্ষ রক্ষতি নমঃ স্বাহা ততো বদেৎ ॥ ২৩

ইত্যাবাহ হব্যবাহময়ং তে বোনিরুচরন । যথোপচারৈঃ সম্পূজ্য সপ্তজিহ্বাং প্রপূজয়েৎ ॥ ২৪

কালী কপালী চ মনোজবা চ স্নলোহিতাচৈব সুধুবর্ণ ।

ক্ষুলিঙ্গিনী বিশ্বনিক্রপণী চ লেলায়মানেনি চ সপ্ত জিহ্বাঃ ॥ ২৫

ততোহুগ্নৈঃ পূর্বমারভ্য সহ কীলালপাণিনা । উত্তরাস্তং মহেশানি ত্রিধা প্রোক্ষণমাচরেৎ ॥ ২৬

তথৈব বাম্যামারভ্য কোবেরাস্তং হতশিভুঃ । ত্রিধা পর্য্যক্ষণং কুর্য্যন্ততো বজ্রীয়বস্তনঃ ॥ ২৭

দশবিধ সংস্কারক্রিয়া আমি সংক্ষেপে তোমার নিকটে বলিতেছি। (১৩) হে দেববন্দনীরে ! কুশণ্ডিকা সকল শুভকার্যের মূল, অতএব সর্কাগ্রে তদ্বিবরণ বলিতেছি, শ্রবণ কর। (১৪) এই কার্যে প্রথমে তুৰ ও অঙ্গারাদি বর্জিত পরিষ্কৃত রমণীয় স্থানে এক হস্ত পরিমিত স্থণ্ডিল রচনা করা জ্ঞানীর কর্তব্য। (১৫) সেই মণ্ডলের উপরিভাগে পূর্বাভিমুখ তিনটি রেখা অঙ্কিত করিয়া হুং এই মন্ত্রোচ্চারণে অভ্যুক্ত করত বহির্জীব অর্থাৎ রং উচ্চারণ পূর্বক বহিঃ আনয়ন করিবে। (১৬) অনন্তর ঐ বীজ অরণ পূর্বক তাহা মণ্ডলের পার্শ্বে স্থাপন করিবে। (১৭) অনন্তর দক্ষিণ হস্তে একখানি প্রজ্জলিত কাষ্ঠ লইয়া হ্রীং ক্রব্যাদেভ্যো নমঃ স্বাহা এই মন্ত্রোচ্চারণ করত দক্ষিণদিকে রাক্ষশের অংশ পরিত্যাগ করিবে। (১৮) এইরূপে প্রতিষ্ঠিত অগ্নি হুই হস্তে উপাশিত করিয়া হ্রীং এই শব্দ উচ্চারণ পূর্বক ব্যাহতি পাঠান্তে রেখাত্রয়ের উপরিভাগে অগ্নিস্থাপন করত তৃণকাষ্ঠ দ্বারা তাহা উজ্জল করিবে, অনন্তর সেই অগ্নিতে হুইটি সমিধ আহতি প্রদান করিয়া কৰ্ম্মমুসারী নাম করণ করত ধনঞ্জয় নামক অগ্নির ধ্যান করিবে। (১৯।২০) ধ্যান এই :—“বিনি বালার্ক সদৃশ অরুণবর্ণ, বাঁহার সাতটি জিহ্বা, হুইটি মন্তক, বিনি ছাগে আরুচ, বাঁহার শক্তি অসীম, মন্তক জটা ও মুকুটে স্নশোভিত, সেই অগ্নির ধ্যান করি” অনন্তর কৃত্তাজলিপুটে এই মন্ত্র উচ্চারণ পূর্বক অগ্নির আবাহন করিবে। (২১।২২) প্রিয়ে ! প্রথমে হ্রীং উচ্চারণ করিয়া এহেহি এই পদ পাঠ পূর্বক সর্কাস্বয় পদ উচ্চারণ করিবে, অনন্তর হব্যবাহ পদের অবসানে মুনিভিঃ স্বগণৈঃ সহ অধ্বরং রক্ষ রক্ষ নমঃ স্বাহা এই সকল পদ উচ্চারণ করিবে। (২৩) এই রূপে আবাহনের পর বহু ! অয়ং তে বোনি ! এই পদ উচ্চারণ করিয়া যথোপচারে অর্চনা করত সপ্ত জিহ্বার অর্চনা করিবে। (২৪) সপ্তজিহ্বার নাম ;—কালী, কপালী, মনোজবা, স্নলোহিতা, সুধুদ্রা, ক্ষুলিঙ্গিনী, বিশ্বনিক্রপণী ও লেলায়মানা। (২৫) হে মহেশ্বর ! অনন্তর অগ্নির পূর্বদিক হইতে আরম্ভ করিয়া উত্তর দিক পর্য্যন্ত তিনবার অগ্নিকে প্রোক্ষিত করিবে। (২৬)

পরিস্তরেত্ত্বো দর্ভৈঃ পূৰ্ণম্বাহুতরাবধি । উদকসংহৃৎস্তরাত্রৈঃ প্রাগৈগ্রতদিক্স্থিতৈঃ ॥ ২৮

অগ্নিঃ দক্ষিণতঃ স্ত্রীয়া গতা ব্রহ্মাসনান্তিকম্ । বামাদুর্ভকনিষ্ঠাভ্যাং ব্রহ্মণঃ কল্পিতাসনাং ॥ ২৯

গৃহীত্বা কুশপত্রৈকং হ্রীং নিরন্তঃ পরাবহুঃ । ইত্যুক্তং দক্ষিণত্যাং নিক্ষিপেদ্বৎকরাদিনা ॥ ৩০

সীদ যজ্ঞপতে ব্রহ্মগ্নিদন্তে কল্পিতাসনম্ । সীদামীতি বদন ব্রহ্মা বিশেষ্তত্বেত্তরামুখঃ ॥ ৩১

সংপূজ্য গন্ধপুষ্পাদৈব্রহ্মাণং প্রার্থয়েদিদম্ ॥ ৩২

গোপায় যজ্ঞং যজ্ঞেশ যজ্ঞং পাহি বৃহস্পতে । গাঞ্চ যজ্ঞপতিং পাহি কৰ্ম্মসাক্ষিনমোহস্ত তে ॥ ৩৩

গোপয়ামি বদেদ্ ব্রহ্মাব্রহ্মাভাবে স্বয়ং বদেৎ । তত্র দর্ভময়ং বিপ্রং কল্পয়েৎ যজ্ঞসিদ্ধয়ে ॥ ৩৪

ততো ব্রহ্মগ্নিহাগচ্ছাগচ্ছৈতাবাহ সাধকঃ । পাদ্যাদিভিশ্চসংপূজ্য বাবদ্যজ্ঞসমাপনম্ ॥ ৩৫

তাবদ্ব্যবত্তিঃ স্নাতব্যমিতি প্রার্থ্যন্নমেত্ততঃ ॥ ৩৬

সৌদকেন করেণাগ্নেরীশানাদব্রহ্মাণোহস্তিকম্ । ত্রিধা পর্য্যুক্ষ্য বহিষ্ক ত্রিঃ প্রোক্ষ্য তদনন্তরম্ ॥ ৩৭

আগত্য বস্তুনা তেন স্থপবিশ্র নিজাসনে । স্থণ্ডিলস্তোত্তরে দর্ভাহুদগগ্রান্ পরিস্তরেৎ ॥ ৩৮

তেষু যজ্ঞীয়বস্তুনি সর্বাণ্যাসাদয়েৎ স্ত্রীয়াঃ । সৌদকং প্রোক্ষণীপাত্রমাজ্যস্থালীসমিংকুশান্ ॥ ৩৯

আসাদ্য ত্রক্ স্রবদীনি হ্রাং হ্রীং হ্রুং মিতমন্ত্রকৈঃ । দিব্যদৃষ্ট্যা প্রোক্ষণেন সংস্কৃত্য তদনন্তরম্ ॥ ৩৯

পৃথিব্যাং দক্ষিণং জাহু পাতিত্বা ত্রাব শ্রুচ । স্মৃতমাদায় মতিমাংশ্চিস্তয়ন্ হিতমাত্মনঃ ।

হ্রীং বিষমবে দিঠাস্তেন প্রদদ্যাদাহুতিত্রয়ম্ ॥ ৪০

এইরূপে অগ্নির দক্ষিণদিক্ হইতে আরম্ভ করিয়া উত্তরদিক্ পর্য্যন্ত বারত্ৰয় প্রোক্ষিত করত সমুদায় উপকরণ গুলিকে তিনবার প্রোক্ষিত করিবে। (২৭) অনন্তর মণ্ডলের পূর্বদিক্ হইতে আরম্ভ করিয়া উত্তর দিক্ পর্য্যন্ত কুশ দ্বারা আচ্ছাদন করিবে, উত্তর দিকের কুশসমূহ উত্তরদিকে এবং অস্ত্র দিকের কুশগুলি পূর্বমুখে স্থাপন করিতে হয়। (২৮) অনন্তর অগ্নিকে দক্ষিণদিকে রাখিয়া ব্রহ্মাসনের নিকটে যাইয়া বাম হস্তের, অঙ্গুষ্ঠ ও কনিষ্ঠাঙ্গুলির দ্বারা ব্রহ্মার উদ্দেশে কল্পিত আসন হইতে একটা কুশপত্র গ্রহণ করিয়া হ্রীং নিরন্তঃ পরাবহুঃ এই মন্ত্রে অগ্নির দক্ষিণ ভাগে তাহা নিক্ষিপ্ত করিবে। (২৯।৩০) পরে এই কথা বলিতে হইবে যে যজ্ঞপতে ব্রহ্মন্ ! তোমার জন্ত আসনকল্পনা করিয়াছি তুমি এখানে উপবেশন কর ; ব্রহ্মাও বলিবেন,—সীদামি, এই কথা বলিয়া উত্তরাভিমুখে তাহাতে উপবেশন করিবেন। (৩১) অনন্তর গন্ধপুষ্প দ্বারা ব্রহ্মার অর্চনা করিয়া তাঁহার নিকটে এই প্রার্থনা করিবে। (৩২) হে যজ্ঞেশ্বর ! এই যজ্ঞ রক্ষা কর, বৃহস্পতে এই যজ্ঞ রক্ষা কর, যজ্ঞপতি আমাকে রক্ষা কর, হে কৰ্ম্মসাক্ষিন ! তোমাকে নমস্কার। (৩৩) ব্রহ্মা বলিবেন, আমি রক্ষা করিতেছি, ব্রহ্মা না থাকিলে, নিজের ঐ কথা বলিবেন, এবং যজ্ঞরক্ষার জন্ত ব্রহ্মার স্থানে দর্ভময় ব্রাহ্মণকল্পনা করিতে হইবে। (৩৪) অনন্তর সাধক হে ব্রহ্মন্ ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ এই মন্ত্র বলিয়া আবাহন করিয়া পাদ্যাদি দ্বারা তাঁহার পূজা সম্পাদন পূর্বক প্রার্থনা করিবে এবং যতক্ষণ যজ্ঞশেষ না হয়, ততক্ষণ তুমি এখানে অবস্থিতি করিবে, এই কথা বলিয়া নমস্কার করিবে। (৩৫) অনন্তর হস্তে জল গ্রহণ পূর্বক অগ্নির জেবাণ কোণ হইতে আরম্ভ করিয়া তিনবার ব্রহ্মার নিকট পর্য্যন্ত জলসেক করিবে, এবং ঐরূপে তিনবার অগ্নিতে প্রোক্ষিত করিবে। (৩৬) অনন্তর যে পথে ব্রহ্মার আসনের নিকটে বাওয়া হইয়াছিল, সেই পথে প্রত্যাবর্তন করিয়া নিজের আসনে উপবেশন করিবে এবং মণ্ডলের উত্তরে কতকগুলি কুশ উত্তরাভিমুখে বিস্তীর্ণ করিবে। (৩৭) পরে সাধক, সজল প্রোক্ষণী পাত্র আজ্য, স্থালী, সমিং কুশ প্রভৃতি যজ্ঞীয় বস্তু দর্ভান্তরণের উপর স্থাপিত করিবে। (৩৮) অনন্তর ত্রক্ প্রভৃতি যজ্ঞপাত্র সমুদায় দর্ভান্তরণে সংস্থাপন পূর্বক হ্রাং হ্রীং হ্রুং এই মন্ত্র পাঠ করত দিব্য দৃষ্টি ও প্রোক্ষণ দ্বারা সমুদায় শোধন করিবে। (৩৯) তৎপরে মতিমানু সাধক ভূমিতে দক্ষিণ জাহু পাতিয়া ত্রক্ দ্বারা ত্রব

তথৈব দ্ব্যতমাদায় ধ্যানন্ দেবং প্রজাপতিম্ । বারব্যানরিকোণান্তং জুহুদাদাজ্যধারয় ॥ ৪১ ॥
 পুনরাজ্যঃ সমাদায় ধ্যানন্ দেবং পুরন্দরম্ । নৈঋতাদীশকোণান্তং জুহুদাদাজ্যধারয় ॥ ৪২ ॥
 ততোহগ্নৈরুত্তরে যাম্যে মধ্যে চ পরমেধরি । অগ্নিং সোমময়ীমোমৌ সমুদ্বিত্য যথাক্রমাৎ ॥ ৪৩ ॥
 সচতুর্থানমোহস্তেন মায়াদেনাহতিভ্রমম্ । হুত্বা বিধেয়কর্মোক্তং হোমং কুর্য্যামিচ্চক্ষণঃ ॥ ৪৪ ॥
 আহতিভ্রদানান্তং ধারাহোমং প্রচকৃতে ॥ ৪৫ ॥
 বহুদিশাহতিং দদ্যাৎ দেবোদ্যেশোহপি তৎকৃতে । সমাপ্য প্রকৃতং কর্ম্ম ষিষ্টিক্কোমমাচরেৎ ॥ ৪৬ ॥
 প্রায়শ্চিত্তান্নকো হোমঃ কলৌ নান্তি বরাননে । ষিষ্টিকৃত্য ব্যাহতিভিঃ প্রায়শ্চিত্তং বিধীয়তে ॥
 পূর্ব্ববন্ধবিরাদায় ব্রহ্মাণ্য মনসা শ্রবন্ । অগ্নিন্ কর্ম্মণি দেবেশপ্রমাদানভ্রমতোহপি বা ॥ ৪৮ ॥
 ন্যূনাধিকং কৃতং যচ্চ সর্বং ষিষ্টিকৃতং কুরু । মায়াদোনাযুনা দেবি স্বাহাস্তেনাহতিং ছনেৎ ॥ ৪৯ ॥
 (তমগ্নে সর্বলোকানাম্ পাবনঃ ষিষ্টিকৃতং প্রভুঃ । যজ্ঞদাক্ষ্যে ক্ষেমকর্তা সর্বান্ কামান্ প্রপূরয় ।
 অনেন বহনং কুর্য্যাৎ মায়য়া বহিঃজয়য়া ॥ ৫০ ॥
 ইথাং ষিষ্টিকৃতং হোমং সমাপ্য কৃতুসাধকঃ । কর্ম্মণোহস্ত পরব্রহ্মব্রহ্মণ্যং বিহিতঞ্চ যৎ ॥ ৫১ ॥
 তচ্ছাস্ত্যে যজ্ঞসম্পত্ত্যে ব্যাহৃত্য হুয়তে বিভো । মায়াদিবহিঃজয়াস্তেভূভুবঃস্বরিতি ত্রিভিঃ ৫২
 আইতিত্রিতয়ং দদ্যাৎ ত্রিতয়েন তথৈব চ । হুত্বা যজমানেন দদ্যাৎ পূর্ণাহতিং বৃধঃ ॥ ৫৩ ॥
 স্বয়ং চেৎ কর্ম্মকর্তা ত্রাৎ স্বয়মেবাহতিং ক্ষিপেৎ । অভিষেকবিধানাদাবেবমেব বিধিঃ শ্রুতঃ ॥ ৫৪ ॥

নামক যজ্ঞ পাত্রে দ্ব্যতম গ্রহণ করত আপনার মঙ্গলোদ্দেশে হ্রীং বিধেবে স্বাহা, এই মন্ত্রে তিনবার আহতি প্রদান করিবে। (৪০) অনন্তর পূর্ব্বোক্ত প্রকারে দ্ব্যতম গ্রহণ করিয়া প্রজাপতির ধ্যান করতঃ বায়ু হইতে অগ্নি কোণ পর্য্যন্ত হ্রীং প্রজাপতয়ে স্বাহা এই মন্ত্রে দ্ব্যতম ধারা দ্বারা হোম করিবে। (৪১) পরে পুনর্বার আজ্য গ্রহণ করিয়া পুরন্দরের ধ্যান করতঃ নৈঋত কোণ আরম্ভ করিয়া ঈশান কোণ পর্য্যন্ত দ্ব্যতম ধারা দ্বারা হ্রীং পুরন্দরায় স্বাহা এই মন্ত্রে দ্ব্যতম ধারা আহতি প্রদান করিবে। (৪২) হে পরমেধরি! অনন্তর অগ্নির উত্তর, দক্ষিণ ও মধ্যদেশে যথাক্রমে অগ্নি কোণে ও অগ্নিকোণের উদ্দেশে হ্রীং অগ্নয়ে হ্রীং সোমায় এবং হ্রীং অগ্নিকোণায় নমঃ এই মন্ত্রে তিনবার আহতি প্রদান করিবে; বিচক্ষণ ব্যক্তি বিধেয় কর্ম্ম সম্পন্ন করিয়া ঋতু ঋতুয়ারাদি হোম করিবে। (৪৩) আহতিভ্রম দান পর্য্যন্তের নাম ধারা হোম। (৪৫) যে দেবতার উদ্দেশে আহতি প্রদান করিবে, দেয় বস্তুতেও সেই দেবতার উল্লেখ করিতে হইবে; এইরূপ প্রকৃত হোম কর্ম্ম সমাধা করিয়া স্বকীয় ইষ্ট সাধনোদ্দেশে হোম করাই বিধি। (৪৬) হে বরাননে! কলিকালে প্রায়শ্চিত্ত হোমের অনুষ্ঠান নাই বলিয়া ষিষ্টিকৃত ও ব্যাহতি হোম দ্বারা প্রায়শ্চিত্ত হইয়া থাকে। (৪৭) পরে ঋক্ নামক যজ্ঞ পাত্র দ্বারা ঋক্ নামক যজ্ঞ পাত্রে পূর্ব্ববৎ দ্ব্যতম গ্রহণ করিয়া ব্রহ্মাকে স্মরণ করতঃ হে দেবেশ! এই কার্য্যে ভ্রম বা প্রমাদ বশতঃ যদি কিছু ন্যূনাধিক হইয়া থাকে তাহা আমাকে সুফল করিয়া দাও; হে অগ্নে! তুমি সর্ব লোকের পাবন এবং স্বকীয় ইষ্টদায়ক প্রভু; হে দেবি! এই মন্ত্র পাঠান্তে প্রথমে মায়াবীজ, পরে স্বাহা পদ উচ্চারণ পূর্ব্বক আহতি প্রদান করিবে। (৪৮) (৪৯) যজ্ঞকর্তা এইরূপে ষিষ্টিকৃত হোম সমাধা করিয়া এই প্রকার প্রার্থনা করিতে যে, হে পরব্রহ্ম! এই যজ্ঞে যে কিছু আহতির কার্য্য হইয়াছে, তচ্ছাস্তি এক যজ্ঞ সম্পত্তির জন্ত আমি ব্যাহতি হোম করিতেছি। অনন্তর হ্রীং ভূঃ স্বাহা, হ্রীং ভুবঃ স্বাহা, হ্রীং স্বঃ স্বাহা এই তিন মন্ত্রে তিনবার আহতি প্রদান করিবে, পরে হ্রীং ভূভুবঃ স্বাহা এই মন্ত্রে একবার আহতি দিয়া যজ্ঞমানের সহিত যজ্ঞকর্তা হত হতাস্রমে পূর্ণাহতি প্রদান করিবে। (৫০) (৫১) (৫২) যজ্ঞমান কর্ম্মকর্তা হইলে অগ্নিতে স্বয়ং আহতি প্রদান করিবে, অভিষেক বিধানেও এইরূপ বিধি নির্দিষ্ট আছে। (৫৩) প্রথমে মায়াবীজ উচ্চারণ করিয়া পশ্চাৎ যজ্ঞপতি

মহানির্বাণতন্ত্রম্ ।

জাদৌ মায়াং সমুচ্চাৰ্য্য ততো যজ্ঞপতি কৰ্ম্মদেং । পূৰ্ণো ভবতু যজ্ঞো মে হব্যস্ত যজ্ঞদেবতাঃ ।

কলানি সমাগ্ যচ্ছব্ধ বহিকান্তাবধিৰ্হুঃ ॥ ৫৫

মন্ত্ৰেণানেন মতিমান্থখ্যায় নুসমাহিতঃ । কলতাম্বলসহিতাহতিং দদ্যাক্তাশনে ॥ ৫৬

মন্ত্ৰপূৰ্ণাহতিৰ্হিমান্ শান্তিকৰ্ম্ম সমাচরেং । প্রোক্ষণীপাত্ৰতোয়েন কুশৈঃ সন্মার্জয়েচ্ছিরঃ ॥ ৫৭

আপঃ স্তুমিত্ৰিয়াঃ স্তব্ধ ভবন্তোবধয়ো মম । আপো রক্ষন্ত মাং নিতামাপো নারায়ণঃ স্বয়ম্ ॥ ৫৮

আপোহিষ্টাময়োভুবন্তান উজ্জৈঃ দধাতনঃ । ইত্যাত্য মাৰ্জ্জনং কৃৎবা ভূমৌ বিন্দুন্ বিনিক্ষিপেৎ ॥ ৫৯

যে দ্বিষন্তি চ মাং নিত্যং বাৎশচ দ্বিয়ৌ নরান্ বয়ম্ । আপো স্তুমিত্ৰিয়াঃ স্তিবাং স্তব্ধ ভক্ষন্ত তানপি ॥

অনেনেশানদিগ্ ভাবে বিন্দুন্ প্রক্ষিপ্য তান্ কুশান্ । হিষ্টা কৃতান্তলিভূত্বা প্রার্থয়েদ্ধব্যবাহনম্ ॥ ৬১

বুদ্ধিং বিত্তাং বলং মেধাং প্রজ্ঞাং শ্রদ্ধাং যশঃ শ্রিয়ম্ । আরোগ্যং তেজআয়ুৰ্যং দেহি মে হব্যবাহনম্

ইতি প্রার্থ্য বীতিহোত্রং বিন্শজৈদমুন্য শিরে ॥ ৬৩

যজ্ঞ যজ্ঞপতিং গচ্ছ যজ্ঞং গচ্ছ হতাশনঃ । স্বাং বোনিং গচ্ছ যজ্ঞেশ পুরমাস্বন্নোরথম্ ॥ ৬৪

অগ্নে ক্রমশ্ব স্বাহেতি মন্ত্ৰেণাগ্নৈরুদগ্ দিশি । দষ্টা দদ্যাহতিং বহিং দক্ষিণন্ত্যং বিচালয়েৎ ॥ ৬৫

ব্রহ্মণে দক্ষিণাং দষ্টা ভক্ত্যা নষ্টা বিসৰ্জ্জয়েৎ । ততস্ত তিলকং কুৰ্য্যাৎ ক্রবসংলগ্নভম্বনা ॥ ৬৬

মায়াং কামং সমুচ্চাৰ্য্য সৰ্ব্বশান্তিকরো ভব । ললাটে তিলকং কুৰ্য্যাৎ মন্ত্ৰেণানেন যাজ্জিকঃ ॥ ৬৭

শান্তিরস্ত শিবং চান্ত বাসবাগ্নিপ্রসাদতঃ । মরুতাং ব্রহ্মণশ্চৈব বহুৰুদ্রপ্রজাপতেঃ ॥ ৬৮

অনেন মনুনাশ্বযাং ধারয়েন্নস্তকোপরি । স্বশক্ত্যা দক্ষিণাং দদ্যাৎ হোমপ্রকৃতকৰ্ম্মণোঃ ॥ ৬৯

এই পদ উচ্চারণ করিবে, পরে বলিবে আমার যজ্ঞ পূর্ণ হউক, দেবগণ প্রীত হইয়া সম্যক ফল প্রদান করুন; অনন্তর এই মন্ত্ৰের শেষে স্বাহা পদ উচ্চারণ করিতে হইবে। (৫৫) মতিমান্ ব্যক্তি নুসমাহিতচিত্তে এই মন্ত্র দ্বারা ফল তাহুল সহিত হতাশনে আহতি প্রদান করিবে। (৫৬) পূর্ণাহতি প্রদান করিয়া শান্তি কৰ্ম্ম করা বিধান ব্যক্তির কর্তব্য, প্রথমে কুশ দ্বারা প্রোক্ষণী পাত্ৰ হইতে জল লইয়া শির সন্মার্জনা করিবে। (৫৭) মন্ত্র এইঃ—সলিল আমার উত্তম বন্ধু ও ওষধিৰূপ হউক, জল নারায়ণ স্বরূপ, অতএব আমাদিগকে সতত রক্ষা করুন। (৫৮) হে জল! তুমি আমাদিগকে স্নান প্রদান করিয়া থাক, তুমি আমাদিগকে ঐহিক বিষয় প্রদান কর; এই মন্ত্ৰোচ্চারণে মন্তক সিক্ত করিয়া ভূমিতে জলবিন্দু নিক্ষেপ করিবে। (৫৯) যাহারা সতত আমাদের ঘেব করে, আমরা যে সকল লোকের ঘেব করি, কুশ দ্বারা কেশানকোণে জলবিন্দু নিক্ষেপ করিয়া কুশগুলিকে পরিত্যাগ করিবে, অনন্তর কৃতান্তলিপুটে অগ্নির নিকটে প্রার্থনা করিবে। (৬১) হে হব্যবাহন! আমাকে বুদ্ধি, বিত্তা বল মেধা, প্রজ্ঞা, যশঃ, শ্রদ্ধা স্ত্রী, আরোগ্য, তেজঃ ও আয়ুঃ এই সকল প্রদান কর। (৬৩) হে শিবে! অগ্নির নিকটে এইরূপ প্রার্থনা করিয়া এই মন্ত্ৰে অগ্নিকে বিসৰ্জন করিবে। (৬৪) হে যজ্ঞে তুমি যজ্ঞপতি বিষ্ণুর নিকটে, গমন কর, হে হতাশন! তুমি যজ্ঞে প্রবিষ্ট হও হে যজ্ঞেশ্বর। তুমি স্বকীর বোনি প্রাপ্ত হও এবং আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ কর। (৬৫) অনন্তর অগ্নে ক্রমশ্ব স্বাহা, এই মন্ত্র পাঠ করতঃ অগ্নির উত্তর দিকে দধি দ্বারা আহতি প্রদান করিয়া অগ্নিকে দক্ষিণ মুখে ঢালিত করিবে। (৬৬) অনন্তর অগ্নিতে দক্ষিণা দিয়া ভক্তিতরে নমস্কার করিয়া, বিসৰ্জন করিবে; পরে ক্রব নামক যজ্ঞ-পাত্ৰ-লগ্ন ভম্ব দ্বারা তিলক করিবে। (৬৭) পরে ক্রীং ক্রীং সৰ্ব্ব-শান্তিকর ভব এই মন্ত্ৰে যজ্ঞকর্তাকে ললাটে তিলক ধারণ করিতে হইবে। (৬৭) ইন্দ্র, অগ্নি, ব্রহ্মা, প্রজাপতি, বহুগণ, রুদ্রগণ ও রুদ্রনাগের প্রসাদে শান্তি ও মঙ্গল হউক। (৬৮) এই মন্ত্ৰে স্তবকের উপরি আয়ুর্কর তিলক ধারণ করিয়া হোম ও প্রকৃত কৰ্ম্মের বধাশক্তি দক্ষিণা প্রদান

ইতি তে কথিতা দেবী সৰ্গকৰ্মকুশলিকা । প্রাৰ্থনায় শুভকৰ্মাদৌ বজ্রতঃ কুলস্বার্থকৈঃ ॥ ৭০
 প্রকৃত্যে কৰ্মণি শিবৈ চক্ৰধ্বজাং কুলাগমঃ । সিদ্ধার্থং কৰ্মণ্যন্তেষাং চক্ৰকৰ্ম নিগদ্যতে ॥ ৭১
 চক্ৰস্থানী প্রকৰ্তব্য তাত্ৰী বা যুক্তিকোন্তবা ॥ ৭২
 কুশলিকোক্তবিধিনা দ্রব্যসংস্করণাবধি । কৃষা কৰ্ম চক্ৰস্থানীমানহাৱেদাস্থসম্মুখে ॥ ৭৩
 অক্ষতামব্রণাং দৃষ্টা প্রাদেশপরিমাণকম্ । পবিত্রকুশমেকক স্থানীমধ্যে নিবোজয়েৎ ॥ ৭৪
 আনীর তণ্ডুলাস্তত্র সংস্থাপ্য হৃষ্টিকান্তিকে । যন্নি কৰ্মণি যে দেবাঃ পূজনীয়াঃ সুরাকীৰ্তিতে ॥ ৭৫
 তত্তন্মাম চতুৰ্থান্তমুক্তা । স্বাক্ষুটমীরয়ন্ । গৃহ্মামি নির্কপামীতি প্রোক্ষ্যামি ক্রমাধদন্ ॥ ৭৬
 গৃহীত্বা নির্কপেৎ স্থান্যাং প্রোক্ষয়েজ্জলবিন্দুনা । প্রত্যেকককতুরো মুঠান্ দেবমুদিত্ত তণ্ডুলান্ ॥ ৭৭
 ততো দ্বক্ষ্য সিতাকৈব দক্ষা পাকবিধানতঃ । সুপচেৎ সংস্কৃত্যে বহৌ সাবধানেন সূত্রতে ॥ ৭৮
 সুপকং কোমলং জায়া দস্তাৎ তত্র স্বতশ্রবম্ ॥ ৭৯
 অগ্নেকস্তরতঃ পাত্ৰং বিনিধায় কুশোপরি । পুনর্দ্বিধা স্বতং দক্ষা স্থানীমাচ্ছাদয়েৎ কুশৈঃ ॥ ৮০
 ততঃশ্রবে চক্ৰস্থান্যা স্বতাদারণপূৰ্ণকম্ । কিঞ্চিচ্চক্ৰং সমাদায় জাহ্নুহোমং সমাচরেৎ ॥ ৮১
 ধারাহোমং ততঃ কৃষা প্রানীভূতকৰ্মণি । যত্র যে বিহিতা দেবান্তন্মাত্রৈরাহতিং হনেৎ ॥ ৮২
 সমাপ্য প্রকৃতং হোমিং ষিষ্টিক্লেদমপূৰ্ণকম্ । প্রায়শ্চিত্তাত্মকং হুত্বা কুৰ্যাৎ কৰ্মসমাপনম্ ॥ ৮৩
 সংস্কারেষু প্রতিষ্ঠাশু বিধিষেব প্রকীৰ্ত্তিতঃ । বিধেয়ঃ শুভকৰ্মাদৌ কৰ্মসংসিদ্ধিহেতবে ॥ ৮৪
 অথোচ্যতে মহামায়ে গৰ্ভাধানান্দিতাঃ ক্রিয়াঃ । তত্রাদাবৃত্তসংস্কারঃ কথ্যতে ক্রমন্তঃ শৃণু ॥ ৮৫

করিবে। (৬৯) হে দেবি! এই আমি তোমার নিকটে সৰ্গসংকৰ্মের কুশলিকার বিষয় বলিলাম। কুলস্বার্থকদিগের পক্ষে শুভকৰ্মের অগ্রে সম্বন্ধে ইহার অনুষ্ঠান করা কৰ্তব্য। (৭০) হে শিব! বংশক্রমে প্রকৃতকৰ্মে বাহ্যদের চক্ৰ করিবার নিয়ম আছে, তাঁহাদের কার্য সিদ্ধির জন্য চক্ৰকৰ্ম বলিতেছি। (৭১) তাত্র, বা যুক্তিপাত্ৰই যজ্ঞস্থানীর পক্ষে প্রশস্ত। (৭২) কুশলিকোক্ত বিধানানুসারে দ্রব্যসংস্কার অবধি সমস্ত কৰ্ম সম্পাদন করিয়া আস্থসম্মুখে চক্ৰস্থানী আনয়ন করিবে। (৭৩) চক্ৰস্থানী অক্ষত ও অব্রণ দেখিয়া প্রাদেশপরিমিত একটি পবিত্র কুশ, স্থানী মধ্যে নিক্ষেপ করিবে। (৭৪) হে সুরাকীৰ্তিত তদনন্তর বজ্রহুলে তণ্ডুল আনয়ন করিয়া হৃষ্টিকের নিকটে স্থাপন পূৰ্ণক যে কার্যে যে দেবতার অৰ্চনার রীতি আছে, সেই নামে চতুৰ্থান্ত উল্লেখ করিয়া স্বাক্ষুটম্ এই কথা বলিয়া ক্রমশঃ গৃহ্মামি, নির্কপামি ও প্রোক্ষ্যামি এই কথার উল্লেখ পূৰ্ণক লইতেছি, স্থানীতে রাখিতেছি ও জলসেক করিতেছি, বলিবে। (৭৫) প্রত্যেক দেবতার উদ্দেশে চারি চারি মুষ্টি তণ্ডুল গ্রহণ করিয়া স্থানীতে রক্ষা ও তাহাতে জলসেক করিবে। (৭৬) হে সূত্রতে! অনন্তর তাহাতে দ্বক্ষ ও শৰ্করা প্রদান করিয়া সমাহিতচিত্তে সুসংস্কৃত অমিতে যথাবিধি স্কন্দরূপে পাক করিবে। (৭৭) যখন উহা কোমল ও সুপক হইয়াছে দেখিবে তখন স্বতাক্ত শ্রব তাহাতে প্রদান করিবে। (৭৮) তৎপরে অগ্নির উত্তর ভাঁগে কুশোপরি চক্ৰস্থানী স্থাপন করিয়া তাহাতে পুনর্বার তিনবার স্বত প্রদান পূৰ্ণক কুশ দ্বারা চক্ৰস্থানী আচ্ছাদন করিবে। (৭৯) অনন্তর চক্ৰস্থানী হইতে শ্রব নামক যজ্ঞপাত্রে কিঞ্চিৎ চক্ৰ লইয়া তাহাতে বজ্র প্রদান করিয়া জাহ্নু হোম করিবে। (৮০) পরে ধারাহোম করিয়া প্রানীভূত কৰ্মে যে যে স্থলে যে দেবতা পূজা, তত্তৎ দেবতার মন্ত্রে আহতি প্রদান করিবে। (৮১) প্রকৃত হোম সমাপনের পর ষিষ্টিক্লেদ হোম করিবে। অনন্তর প্রায়শ্চিত্ত হোম সমাধার পর কৰ্ম সমাপন। (৮২) দশবিধ সংস্কার ও প্রতিষ্ঠাকালে এই বিধি নির্দিষ্ট হইয়াছে, কৰ্মসংসিদ্ধির জন্য শুভ কার্যের অগ্রে এইরূপ বিধিতে অনুষ্ঠান করিতে হইবে। (৮৩) হে মহামায়ে! অনন্তর গৰ্ভাধান প্রভৃতি ক্রিয়া-কলাপের কথা বলিতেছি, অগ্রে ঋতুসংস্কারের কথা বলি, শ্রবণ কর। (৮৪)

কৃতনিত্যক্রিয়ঃ শুদ্ধঃ পঞ্চ দেবান্ সমর্চয়েৎ । ব্রহ্মা হুগী গণেশচ গ্রহা দিক্‌পালরত্নধা ॥ ৮৬
 হৃদিলন্তেজস্বিগ্‌ভাগে ঘটেষেতান্ প্রপূজয়েৎ । অতস্ত মাতৃকাঃ পূজ্য গোধ্যাদ্যো বোড়শ ক্রমাৎ ॥
 'গৌরী পদ্মা শচী মেধা সাবিদ্রী বিজয়া জয়া । দেবসেনা স্বধা স্বাহা শান্তিঃ পুষ্টিধৃতিঃ ক্ষমা ।
 আশ্বিনো দেবতা চৈব তথৈব কুলদেবতাঃ' ॥ ৮৮
 আয়াস্ত মাতরঃ সর্বাঙ্গিনশানন্দকারিকাঃ । বিবাহব্রতযজ্ঞানাং সর্বাভীষ্টং প্রকল্যাভাম্ ॥ ৮৯
 যানশক্তিসমারূঢ়াঃ সৌম্যমুর্তিধরাঃ সদা । আয়াস্ত মাতরঃ সর্ব যজ্ঞোৎসবসমৃদ্ধয়ে ॥ ৯০
 ইত্যাবাস্ত মাতৃগণান্ বশন্ত্যা পরিপূজ্য চ । দেহল্যাং নাতিমাত্রায়াং প্রাদেশপরিমার্গতঃ ।
 সপ্ত বা পঞ্চ বা বিন্দুন্ দত্তাং সিন্দুরচন্দনৈঃ ॥ ৯১
 প্রত্যেকবিন্দুং মতিমান্ কামং ময়াং রমান্ স্মরন্ । স্মৃতধারামবিচ্ছিন্নাং দত্তা তজ্জ বহুং যজ্ঞেৎ ॥ ৯২
 বহুধারাং প্রকল্লোব্যং ময়োক্তেনৈব বহ্ননা । বিরচ্য হৃদিলং ধীরো বহ্নিস্থাপনপূর্ব্বকম্ ।
 হোমদ্রব্যানি সংকৃত্য পচেচ্চকুমহত্তমম্ ॥ ৯৩
 প্রোজাপত্যচক্রশতত্র বায়ুনা মা হতাশনঃ । সমাপ্য ধারাহোমাস্তং কৃত্যমার্ত্তবমারভেৎ ॥ ৯৪
 হ্রীং প্রোজাপত্যে স্বাহা চক্রেণৈবাহতিভয়ম্ । প্রদাটৈকাহতিং দত্তাদিমং মন্ত্রমুদীরয়ন্ ॥ ৯৫
 বিষ্ণুর্ঘোনিং কল্পয়তু বৃষ্টা রূপাণি পিংশতু । আসিদ্ধতু প্রোজাপতিধাতা গর্ভং দধাতু তে ॥ ৯৬
 আজ্যেন চক্রেণ বাপি সাজ্যেন চক্রেণাপি বা । সূর্য্যং প্রোজাপতিং বিষ্ণুং ধ্যায়ন্নাহতিমুৎসৃজেৎ ॥ ৯৭
 গর্ভং ধেহি শিনীবালী গর্ভং ধেহি সরস্বতী । গর্ভং তে অশ্বিনৌ দেবাবধত্তাং পুঙ্করস্রজৌ ॥ ৯৮
 ধ্যাত্বা দেবীং শিনীবালীং সরস্বত্যশ্বিনৌ তথা । স্বাহাস্তমহুনানেন দত্তাদাহতিমুত্তমাম্ ॥ ৯৯

নিত্য কৰ্ম্ম সমাধাকরিয়া শুদ্ধ শরীরে প্রথমে ব্রহ্মা, হুগী, গণেশ, নবগ্রহ ও দিক্‌পালগণের পূজা করিবে। (৮৬) হৃদিলের পূর্ব্বদিকে ঘটের উপরিউক্ত দেবতাগণের পূজা করিয়া যথাক্রমে গৌরী প্রভৃতি বোড়শ মাতৃকার পূজা করিবে। (৮৭) তাঁহাদের নাম এই ;—গৌরী, পদ্মা, শচী, মেধা, সাবিদ্রী, বিজয়া, জয়া, দেবসেনা, স্বধা, স্বাহা, শান্তি, পুষ্টি, ধৃতি, ক্ষমা, আশ্বদেবতা ও কুলদেবতা। (৮৮) ত্রিদশানন্দকারিণী এই সকল মাতৃগণ আগমন করুন, ইহঁরা বিবাহ, ব্রত ও যজ্ঞকার্য্যে অভিপ্রেত ফল প্রদান করুন। (৮৯) ইহঁরা আপনাপন যান ও শক্তিতে সমারূঢ়া, সকলেই সৌম্যমুর্তিধারিণী, এই সকল মাতৃগণ যজ্ঞোৎসব সমৃদ্ধির, জন্ত আগমন করুন। (৯০) এই বলিয়া মাতৃগণকে আবাহন এবং যথাশক্তি অর্চনা করিয়া দেহলীতে নাতিপরিমিত উচ্চ—প্রাদেশপ্রমাণ স্থানে সিন্দুর ও চন্দন দ্বারা সাত, বা পাঁচটি বিন্দু অঙ্কিত করিবে। (৯১) মতিমান্ ব্যক্তি ক্লীং হ্রীং ত্রীং এই তিনটা বীজ পূরণ করিয়া প্রত্যেক বিন্দুর উপরিভাগে অবিচ্ছিন্ন স্মৃতধারা প্রদান পূর্ব্বক গন্ধপুষ্প দ্বারা বহুর পূজা করিবে। (৯২) ধীর ব্যক্তি, মহত্ব মত্গ-নুসারে এই রূপে বহুধারা প্রস্তুত করিয়া হৃদিল রচনা করত তাহাতে বহ্নি স্থাপন পূর্ব্বক হোম-দ্রব্য সংস্কার করিয়া উৎকৃষ্ট চক্ৰ পাক করিবে। (৯৩) ঋতুসংস্কারে যে চক্ৰ প্রস্তুত হয়, তাহার নাম প্রোজাপত্য চক্ৰ, ইহার অগ্নির নাম বায়ু, ধারা হোম পর্য্যন্ত সমস্ত কার্য্য সমাধা করিয়া ঋতুকৰ্ম্ম আরম্ভ করিবে। (৯৪।৯৫) হ্রীং প্রোজাপত্যে স্বাহা এই মন্ত্রে চক্ৰ দ্বারা আহতি দিবে, পরে বিষ্ণু উৎপাদক, বৃষ্টা রূপবিধানায়ক প্রোজাপতি নিবেদককর্ত্তা এবং ধারা এই গর্ভ-সম্পাদন কর্ত্তা হউন বলিয়া, মন্ত্র পাঠ করিবে। (৯৬) অনন্তর আজ্য, চক্ৰ, বা সন্নত চক্ৰ দ্বারা সূর্য্য, প্রোজাপতি ও বিষ্ণুর ধ্যান করিয়া আহতি প্রদান করিবে। (৯৭) অনন্তর তুমি দেবী শিনীবালী রূপিণী ইহঁরা গর্ভ ধারণ কর। তুমি সরস্বতীরূপে গর্ভ ধারণ কর, পুঙ্করমালাধারী অশ্বিনী কুমারদ্বয় তোমার গর্ভাধান করুক, এই মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক স্বাহা উচ্চারণ করিয়া স্বহস্ত-আহতি প্রদান করিবে। (৯৮।৯৯) পরে ক্লীং হ্রীং ত্রীং হ্রীং বীজ উচ্চারণ করিয়া অমৃত্যে পূজকাম্যে

ততঃ কামবধুং মায়াং রমাং কুর্জং সমুচ্চরন্ । অমৃতৈবা পুত্রকাম্যারৈ গৰ্ভমাধেহি সন্নিধিम् ।

উক্তা। ধ্যাৱা রবিং বিষ্ণুং জুহুয়াং সংস্কতেহনলে ॥ ১০০

যথেষ্টং পৃথিবী দেবী হ্যন্তান্না গৰ্ভমাদধে । তথা হুং গৰ্ভমাধেহি দশমে মাসি সূতরে ।

স্বাহাস্তেনামুনা বিষ্ণুং ধ্যায়ন্নাহতিমাচরেৎ ॥ ১০১

পুনরাজ্যং সমাদায় ধ্যাৱা বিষ্ণুং পরাংপরম্ । বিষ্ণো জ্যোতেন রূপেণ নার্যামন্তাং বরীয়সম্ ।

সুতমাধেহি ঠষন্দমুখা বহ্নৌ হবিস্ত্যজ্ঞেৎ ॥ ১০২

কামেন পুটিতাং মায়াং মায়ায়া পুটিতাং বধুং । পুনঃ কামঞ্চ মায়াঞ্চ পঠিষ্মাস্তাঃ শিরঃ স্পৃশেৎ ॥ ১০৩

পতিপুত্রবতীভিষ্চ নারীভিঃ পরিবেষ্টিতঃ । শিরশ্চালভ্য হস্তাভ্যাংবধূনাঃ ক্রোড়াঞ্চলে পতিং ॥ ১০৪

বিষ্ণুং হৃগাং বিধিঃ সূর্য্যং ধ্যাৱা দদ্যাং ফলত্রয়ম্ । ততঃ স্থিষ্টিকৃতং হুৱা প্রায়শ্চিত্তা সমাপয়েৎ

যদ্বা প্রদোষসময়ে গৌরীশঙ্করপূজনাং । ভাস্করার্ঘ্য প্রদানান্চ দম্পত্যোঃ শোধনং ভবেৎ ॥ ১০৬

আর্দ্রবং কথিতং কৰ্ম্ম গৰ্ভাধানমথো শৃণু ॥ ১০৭

তজ্জাত্রাবন্তরাত্রৌ বা যুগ্মায়াং নিশি ভার্ঘ্যায়া । সদনাভ্যস্তরং গহ্বা ধ্যাৱা দেবং প্রজাপতিম্ ॥ ১০৮

স্পৃশন্ পত্নীং পঠেত্তত্ৰী মাধ্বাবীজপূরঃসরম্ । আবয়োঃ স্তু প্রজায়ৈ হুং শব্দো শুভকরী ভব ॥ ১০৯

আকুহ ভার্ঘ্যায়া শয্যাং প্রোঙ্কুথো বাপ্যাদমুখঃ । উপবিশ্য ত্রিযং পশ্চান্ন হস্তমাধার মন্তকে ।

বামেন পাণিনালিঙ্গ্য স্থানে স্থানে মহুং জপেৎ ॥ ১১০

শীর্ষে কামং শতং জপ্তা। চিবুকে বাগ্ভবং শতম্ । কণ্ঠে রমাং বিংশতিধা স্তনদ্বন্দ্বে শতংশতম্ ১১১

হৃদয়ে দশধা মায়াং নাভৌ তাং পঞ্চবিংশতিম্ । জগ্গাধোনোকরং দধ্বা কামেন সহ বাগ্ভবম্ ১১২

গৰ্ভমাধেহি স্বাহা এই মন্ত্রে সূর্য্য ও বিষ্ণুর ধ্যান করিয়া সংস্কৃত বহ্নিতে আহুতি প্রদান করিবে । (১০০) এই সুবিস্তীর্ণ ধরণী যেরূপ গৰ্ভ ধারণ করে, তুমিও সেইরূপ দশম মাসে সন্তান প্রসবের জন্ত গৰ্ভ ধারণ কর । এই মন্ত্র পাঠ করিয়া তাহার পদ উচ্চারণের পর বিষ্ণুর ধ্যান করতঃ আহুতি প্রদান করিবে । (১০১) অনন্তর পুনর্ব্বার ঘৃত লইয়া পরাংপর বিষ্ণুর ধ্যান করিয়া হে বিষ্ণো ! তুমি প্রধানরূপ দ্বারা এই নারীতে শ্রেষ্ঠ সন্তান উৎপাদন কর, এই মন্ত্র পাঠ করত স্বাহা পদ উচ্চারণ পূর্ব্বক অগ্নিতে আহুতি প্রদান করিবে । (১০২) পরে কামপুটিত মায়া ও মায়াপুটিত বধু ও কাম এবং মায়া পাঠ করিয়া সেই জ্বীর শির স্পর্শ করিবে । (১০৩) অনন্তর পতিপুত্রবতী নারীসমূহে পরিবেষ্টিত হইয়া পতি, হুই হস্তে পত্নীর মন্তক স্পর্শ করতঃ বিষ্ণু, হৃগী, বিধি ও সূর্য্যকে ধ্যান করিয়া তাহার ক্রোড়াঞ্চলে ফলত্রয় প্রদান পূর্ব্বক স্থিষ্টিকৃত ও প্রায়শ্চিত্ত হোম করিয়া কৰ্ম্ম শেষ করিবে । (১০৪।১০৫) অন্তথা প্রদোষকালে হর গৌরীর পূজা করিয়া হৃদয়ের উদ্দেশ্যে অর্ঘ্য প্রদান পূর্ব্বক দম্পতীর শোধন হইতে পারে । (১০৬) আমি তোমার নিকটে ঋতু শোধন কৰ্ম্ম বলিলাম, এক্ষণে গৰ্ভাধানের কথা বলিতেছি, শ্রবণ কর । (১০৭) ঋতু-সংস্কারের সেই রাত্রি, অথবা অস্ত্র কোনও যুগ্ম রাত্রিতে ভার্ঘ্যার সহিত ভবনাভ্যস্তরে প্রবেশ পূর্ব্বক দেব প্রজাপতির ধ্যান করিয়া পত্নীকে স্পর্শ করতঃ মাধ্বাবীজ উচ্চারণ পূর্ব্বক এই মন্ত্র পাঠ করিবে, হে শব্দো ! আমাদের সুসন্তান উৎপত্তির জন্ত তুমি শুভকরী হও । (১০৮) (১০৯) অনন্তর ভার্ঘ্যার সহিত শয্যাতে আরোহণ করিয়া পূর্ব্ব বা উত্তর মুখ হইয়া উপবেশন করতঃ ভার্ঘ্যাকে দর্শন পূর্ব্বক তদীয় মন্তকে কর স্পর্শ করিবে এবং কাম হস্তে ভার্ঘ্যাকে আলিঙ্গন করতঃ স্থানে স্থানে মন্তক স্পর্শ করিবে । (১১০) মন্তকে ত্রীং শতবার, চিবুকে ঐং একশতবার, কণ্ঠে ত্রীং বিংশতিবার, এবং স্তনদ্বন্দ্বে ঐং ত্রীং বীজ এক-এক শত বার জপ করিবে । (১১১) হৃদয়ে মাধ্বাবীজ দশবার, নাভিতে ঐং ত্রীং বীজ পঞ্চবিংশতিবার, জপ করিয়া ঘোষিত কর-প্রদান করতঃ ত্রীং ঐং এই মন্ত্র অষ্টোত্তর শত জপ করিয়া নিজে ঐরূপ জপ করিবে; অন্তস্তর ত্রীং ঐং

শতমষ্টোত্তরং বস্ত্রা নির্জহ্যেব্যং সমাচরন্ । বিকান্ত মায়রা ধোনিং ত্রিঃগচ্ছেৎ সূতাপ্তয়ে ।
 রেতঃসম্পাতসময়ে ধ্যায়া বিশ্বকৃতং পতিঃ । নাভেরধস্তাৎ চিংকুণ্ডে রক্তিকায়াং প্রপাতয়েৎ ॥ ১১৪
 শুক্রসকান্তরে বিদ্ধানিমং মহমুদীরয়েৎ ॥ ১১৫
 যথামিমা সগর্ভা ভূদ্যৌযথা বজ্রধারিণা ! বায়ুনা দিগ্ গর্ভবতী তথা গর্ভবতী ভব ॥ ১১৬
 জাতে গর্ভে ঋতো তস্মিন্নস্তস্মিন্ বা মহেশ্বর ! তৃতীয়ে গর্ভমাসে তু চরেৎ পুংসবনং গৃহী ॥ ১১৭
 কৃতনিত্যক্রিয়ো ভর্তা পঞ্চ দেবান্ সমর্চয়েৎ । গোৰ্যাদিমাভূকাষ্টেচ বসোর্ধারাং প্রকল্পয়েৎ ॥ ১১৮
 বৃদ্ধিশ্রদ্ধং ততঃ কৃষা পূর্বোক্তবিধিনা সূধীঃ । ধারাহোমাস্তমাপাদ্য কুর্যাৎ পুংসবনক্রিয়াম্ ॥ ১১৯
 প্রাজাপত্যচক্রস্তত্র চন্দ্রনামা হতাশনঃ ॥ ১২০

গব্যে দধি যবৈকৈকং বৌ মাষাবপি নিক্ষিপেৎ ।

পতিঃ পৃচ্ছেৎ ত্রিঃ ভদ্রে কিং স্বং পিবসি ত্রিঃকৃতম্ ॥ ২১

ভতঃ সীমন্তিনী ক্রমাৎ ময়া পুংসবনং ত্রিধা । প্রমৃতীংস্ত্রীন্ পিবেন্দ্রারী যবমাষযুতং দধি ॥ ১২২
 জীবৎসূতাভির্কনিতাং বাগহানং সমানয়েৎ । সংস্থাপ্য বামভাগে তাং চক্রহোমং সমাচরেৎ ॥ ১২৩
 পূর্ববচ্চক্রমাদায় মারাং কুর্কং সমুচরন্ ॥ যে গর্ভবিষকর্তারো যে চ গর্ভবিনাশকা ॥ ১২৪
 ভূতাঃ প্রেতাঃ পিশাচাশ্চ বেতালাবালঘাতকাঃ । তান্ সর্কান্ নাশয় স্বয়ং গর্ভরক্ষাং কুরু ষিঠঃ ॥
 ময়োগানেন রক্ষোয়ং চিত্তমিচ্ছা হতাশনম্ । রুদ্রং প্রজাপতিং ধ্যানন্ প্রদদ্যাৎ দ্বাদশাহতাঃ ॥ ১২৬
 ততো মারাচক্রমাসে বাহেছাহতি পঞ্চকম্ । দ্বাভার্যাহুদি স্পৃষ্টা মারাং লক্ষ্মীংশতং জপেৎ ॥ ১২৭
 ততঃ ষিঠিকৃতং ছদ্ম প্রারম্ভিত্বং সমাপয়েৎ । ততস্ত পঞ্চমে মাসি দদ্যাৎ পঞ্চামৃতং ত্রিষ্টে ॥ ১২৮

মন্ত্রোচ্চারণে ধোনির বঁসন নিকাশন পূর্বক সন্তান প্রাপ্তির জন্ত জ্বী-সহবাস করিবে । (১১২।১১৩
 রেতঃক্ষরণ কালে পতি, প্রজাপতির ধ্যান করিয়া নাভির অধোদেশে চিংকুণ্ডে রক্তিকা নাড়ীতে
 বীজ নিপাতিত করিবে । (১৪) শুক্রনিঃসারণ সময়ে স্বামীকে এই মন্ত্র পাঠ করিতে হইবে ।
 (১১৫) পৃথিবী যেরূপ অগ্নিকে ধারণ করিয়া গর্ভবতী হইয়াছে, বজ্রধারীকে ধারণ করিয়া সূর-
 পুরী যে রূপ গর্ভিনী হইয়াছে, বায়ুধারা দিক্ যেরূপ গর্ভবতী হইয়াছে, তুমিও সেইরূপ গর্ভবতী
 হও । (১১৬) হে মহেশ্বর ! সেই বা অস্ত্র ঋতুতে গর্ভসঞ্চার হইলে গৃহী ব্যক্তি গর্ভাধান হইতে
 তৃতীয় মাসে পুংসবন নামক সংস্কার করিবে । (১১৭) পুংসবন কালে ভর্তা মিত্রা ক্রিয়া সমাধা
 করিয়া পঞ্চদেবতার পূজা করত গোৰ্যাদি ষোড়শ মাতৃকার পূজাস্তে বজ্রধারা দিবে ॥ (১২৮)
 অনন্তর জ্ঞানী ব্যক্তি বৃদ্ধিশ্রদ্ধ সমাধা করিয়া পূর্বোক্ত বিধানমতে ধারা হোম পর্য্যন্ত শেষ
 করিয়া পুংসবন কার্য করিবে । (১১৯) এই সংস্কারের চক্রর নাম প্রাজাপত্য এবং অগ্নির নাম চন্দ্র ।
 (১২০) পরে স্বামীও গব্য দধিতে একটি যব এবং ছইটি মাষকলায় নিক্ষেপ করিয়া পত্নীকে
 এই কথা তিনবার, জিজ্ঞাসা করিবে, ভদ্রে ! তুমি কি পান করিতেছ ? পত্নী উত্তরে বলিবে
 আমি পুত্র প্রসবের কারণীভূত সামগ্রী পান করিতেছি, এই বলিয়া যব ও মাষকলায়যুক্ত হবি
 তিনবার পান করিবে । (১২১।১২২) পরে পতিপুত্রবতী কুলকামিনীগণ পত্নীকে বাগহানে
 আনয়ন করাইয়া পতির বামদিকে বসাইলে চক্রহোম আরম্ভ করিবে । (১২৬) প্রথমে পূর্বের
 স্তায় চক্র লইয়া হ্রীং হ্রাং উচ্চারণ পূর্বক বাহারা গর্ভের বিষকর্তা ও গর্ভবিনাশক এবং যে সকল
 ভূত, প্রেত, পিশাচ ও বেতাল বালকের প্রাণ সংহারক, তাহাদিগকে বিনষ্ট কর, গর্ভরক্ষা কর,
 এই মন্ত্রের পর খাহা পদ উচ্চারণ করিবে । (১২৪।১২৫) এই মন্ত্রোচ্চারণে রক্ষো হতাশনে ধ্যান
 করিয়া রুদ্র ও প্রজাপতির ধ্যান করত দ্বাদশ বার আহুতি প্রদান করিবে । (১২৬) অনন্তর হ্রীং
 চন্দ্রমসে বাহা এই মন্ত্র পাঠ করত পঞ্চ আহুতি প্রদান করিয়া জ্বীর হৃদয় স্পর্শ করত একম্রতবার
 হ্রী জ্বীং মন্ত্র জপ করিবে । (১২৭) পরে ষিঠিকুং হোম সমাপন করিয়া প্রারম্ভিত হোম করিবে

শর্করা মধু দুগ্ধঞ্চ দ্ব্যতং দধি সমাংশকম্ । পঞ্চামৃতমিদং প্রোক্তং দেহভক্ষো বিধীয়তে ॥ ১২৯
বাগ্ভবং মদনং লক্ষ্মীং মারাং কুর্কং পুরন্দরম্ । পঞ্চদ্রব্যোপরি শিবে প্রজপ্য পঞ্চপঞ্চাধা ।
একীকৃত্যাহুতাত্ত্ব প্রাশঙ্কেন্দ্রিয়তং পতিঃ ॥ ১৩০

সীমন্তোন্নয়নং কুর্ধ্যান্নাদি বর্থেহষ্টমেহপি বা । যাবন্ন জারতেহপত্যং তাবৎ সীমন্তনক্সিরা ॥ ১৩১

• পূর্কোক্তধারাহোমাস্তং কর্ম কৃৎস্না ত্সিরা সহ । উপবিষ্টাসনে প্রোক্তঃ প্রদদ্যাৎআহুতিত্সরম্
বিষ্ণবে ভাস্বতে ধাত্রে বহ্নিজায়াং সমুচ্চরন্ ॥ ১৩২

ততশ্চন্দ্রমসং, ধ্যাওয়া শিবনাস্তি হতাসনে । সপ্তধা হবনং কুর্ধ্যাৎ সৌমসুদ্বিত্ত মানবঃ ॥ ১৩৩

অধিনো বাসবং বিষ্ণুং শিবং জুর্গাং প্রজাপতিম্ । ধ্যাওয়া প্রত্যেকতো দদ্যাৎআহুতীঃ পঞ্চাধা শিবে ॥

স্বর্ণকঙ্কতিকৃৎ ভর্তা গৃহীত্বা দক্ষিণে করে । সীমাস্তবন্ধকেশান্তঃ কেশপাশে নিবেশয়েৎ ॥ ১৩৫

শিবং বিষ্ণুং বিধিৎ ধ্যায়ন্ মারাবীজং সমুচ্চরন্ ॥ ১৩৬

ভার্যো কল্যাণি স্তভগে দশমে মাসি স্তব্রতে । স্তপ্রস্থতা ভব প্রীতা প্রাসাদাবিশ্বকর্ষণঃ ॥ ১৩৭

আয়ুয়তী কঙ্কতিকা বর্চস্বী তে শুভং কুরু । ততঃ সমাচরেৎ কর্ম বিষ্টিকৃৎস্নবনাদিভিঃ ॥ ১৩৮

জ্ঞাতমাত্রং স্ততং দৃষ্টা দত্বা স্তবর্ণং গৃহান্তরে । পূর্কোক্তবিধিনা ধীরো ধারাহোমং সমাপয়েৎ ॥ ১৩৯

ততঃ পঞ্চাহুতীর্দদ্যাৎ অগ্নিমিত্রং প্রজাপতিম্ । বিশ্বান্ দেবাস্চত্বন্ধাহুদ্বিত্ত তদনন্তরম্ ॥ ১৩১

মধুসর্পিঃ কাংস্তপাত্রে সমানীং সমাংশকম্ । বাগ্ভবং শতধা জপ্ত্বা প্রাশরোত্তনয়ং পিতা ॥ ১৪২

দক্ষহস্তা নামিকরা মন্ত্রমেদং সমুচ্চরন্ । আয়ুর্কর্চো বলং মেধা বর্দ্ধতাং তে সদা রিপো ॥ ১৪২

গর্ভের পঞ্চম মাসে ভার্যাকে পঞ্চামৃত পান করাইতে হয় । (১১৮) দেহভক্ষির জন্ত দধি, দুগ্ধ, ঘৃত, মধু ও চিনি এই পাঁচটা দ্রব্য সমান ভাগ করিয়া পঞ্চামৃত প্রস্তুত করিয়া লইবে । (১২৯) হে শিবে ! পতি পূর্কোক্ত সাত দ্রব্যের প্রত্যেকের উপরি পাঁচ বার ঐং ক্লীং ত্রীং ক্লীং হুং লং এই কয়েকটা বীজ জপ করিয়া পঞ্চামৃত একত্রিত করিয়া পত্নীকে পান করাইবে । (১৩০) বর্ষ বা অষ্টম সংস্কারেরই ব্যবস্থা দৃষ্ট হয় । (১৩১) জ্ঞানী স্বামী, ধারাহোম সমাধা করিয়া পত্নীর সহিত মাসে সীমন্তোন্নয়ন করিতে হয়, যে কাল পর্য্যন্ত সন্তান প্রসব না হয়, তন্মধ্যে সীমন্তোন্নয়নের আসনে উপবেশন করত বিষ্ণুকে স্বাহা, ভাস্বতে স্বাহা ও ধাত্রে স্বাহা এই মন্ত্র পাঠ পূর্কক তিন বার আহুতি প্রদান করিবে । (১৩১) পরে চন্দ্রের ধ্যান করিয়া তাঁহার উদ্দেশে শিব নামক হতাসনে শতবার আহুতি প্রদান করিবে । (১৩৩) হে শিবে ! অনন্তর অধিনীকুমারবর, ইজ্র বিষ্ণু, শিব, জুর্গা ও প্রজাপতির ধ্যান করত প্রত্যেকের পাঁচ পাঁচটা আহুতি প্রদান করিবে । (১৩৪) পরে পতি দক্ষিণ হস্তে স্বর্ণকঙ্কতিকা,—অর্থাৎ চিকুণি গ্রহণান্তে পত্নীর সীমন্ত হইতে বন্ধ-কেশ পর্য্যন্ত সন্মত কেশ কেশপাশে যুক্ত করিয়া দিবে । (১৩৬) সীমন্তোন্নয়নে শিব, বিষ্ণু ও বিধির ধ্যান করিয়া ত্রীং বীজ উচ্চারণ করিবে । (১৩৬) অনন্তর এই মন্ত্র পাঠ করিবে, হে কল্যাণি স্তভগে ভার্যো ! তুমি দশম মাসে স্তসন্তান প্রসব করিয়া প্রীতা হও ; বিশ্বকর্নার প্রসাদে আয়ুয়তী কঙ্কতিকা তোমার আয়ুর্দ্বি কঙ্কক, তুমি শুভ কার্য সম্পাদক, এই মন্ত্র পাঠ করিয়া সীমন্তোন্নয়ন সমাধার পর বিষ্টিকৃৎ হোমাদি দ্বারা কর্মশেষ করিবে । (১৩৭/১৩৮) সন্তান জন্মিবা-মাত্র স্তবর্ণ প্রদান পূর্কক পুস্ত্রমুখ দর্শন করিয়া স্মৃতিকা ব্যক্তিরক্ত অঙ্গগৃহে পূর্কোক্ত বিধানানুসারে ধারা হোম সম্পাদন করা জ্ঞানী ব্যক্তির কর্তব্য । (১৩৯) পরে অগ্নি, ইজ্র, প্রজাপতি, বিশ্বদেবগণ ও ত্রাহার উদ্দেশে পঞ্চ আহুতি প্রদান করিবে । (১৪০) পরে পিতা কাংস্তপাত্রে মধু ও ঘৃত সমান ভাগ করিয়া তাহাতে একশত বার ঐং বীজ জপ করিয়া উহা পুস্ত্রকে পান করাইবেন । (১৪১) দক্ষিণ হস্তের অনামিকা দ্বারা বক্ষ্যমাণ এই মন্ত্র পাঠ করিয়া হে শিশো ! তোমার আয়ু তেজ, বল ও মেধা বর্দ্ধিত হউক বলিরা; শিশুকে উহা পান করাইবে । (১৪২) এইরূপে আয়ু কর

ত্যাযুর্জননং কৃৎস্না গুপ্তং নাম প্রকল্পয়েৎ । কৃতোপনয়নে পুত্রে তেন নাম্না সমাহবয়েৎ ॥ ১৪৩
 প্রারম্ভিতাদিকং কৃৎস্না জাতকৰ্ম্ম সমাপয়েৎ । নাগচ্ছেদং ততো ধাত্রী কুৰ্ঘ্যাচ্ছংসাহপূৰ্ণকম্ ॥ ১৪৪
 বাবর চ্ছিদ্যতে নাগং তাবচ্ছৌচং ন বাধতে । প্রাগেব নাড়িকাচ্ছেদাৎকবীঃ পৈত্রীঃ প্রিয়ার্ধকরেৎ ॥
 কুৰ্ঘ্যাঃশাপি কৰ্ত্তব্যমেবমেবমমন্ত্রকম্ । বৰ্ঠে বা চাষ্টমে মাসি নাম কুৰ্ঘ্যাং প্রকাশতঃ ॥ ১৪৬
 ন্নাপরিহা শিশুঃ মাতা পরিধাপ্যস্বরে শুভে । ভৰ্ত্তুঃ পার্শ্বং সমাগত্য প্রাশুখং হাপয়েৎ স্তুতম্ ॥ ১৪৮
 অভিষিক্তেং শিশোর্নর্ধুর্দ্ধি, সহিরণ্যকুশোদকৈঃ । জাহ্নুবী যমুনা রেবা স্পৃপবিভ্রা সরস্বতী ॥ ১৪৮
 নৰ্ম্মদা বরদা কুন্তী সাগরাস্ত সরাংসি চ । এতে স্বামতিষিদ্ধস্তধর্ম্মকামার্থসিদ্ধয়ে ॥ ১৪৮
 ওঁ হ্রীং আপোহিষ্ঠা ময়োভুবন্তান উজ্জৈ । দধাতন মহেরণার চক্ষুবে ॥ ১৫০
 ওঁ যোবঃ শিবতমোরসস্তত্ত "ভাজয়তেহনউবতীরিব মাতরঃ ।
 ওঁ তন্মাত্ররক্ষমামবোবস্তক্ষ্যায় জিন্নথ আপোজনয়থাচনঃ ॥ ১৫১
 অভিষিচ্য ত্রিভির্নর্ধুঃ পূৰ্ণবহ্লিসংক্ষিরাং । কৃৎস্না সম্পাদ্য ধারান্তং দদ্যাৎ পঞ্চাহতীঃ স্তুধীঃ ॥ ১৫২
 অগ্নয়ে প্রথমাং দধা বাসবার ততঃ পরং ততঃ প্রজ্ঞানাম্পত্যয়ে বিশ্বদেবেভ্য এব চ ।
 ব্রহ্মণে চাহতিং দদ্যাৎসকলৌ পার্থিব সংজ্ঞকে ॥ ১৫৩
 ততোহনেক পুত্রমাদার প্রাবয়েৎ দক্ষিণশ্রুতৌ । স্বল্লাক্ষরং স্পৃখোচ্চাৰ্য্যং শুভং নাম বিচক্ষণঃ ॥ ১৫৪
 প্রাবয়িষ্য ত্রিধা নাম ব্রাহ্মণেভ্যো রিবেদ্য চ ॥ ততঃ সমাপয়েৎ কৰ্ম্ম কৃৎস্না ষিষ্টিকৃদাদিকম্ ॥ ১৫৫
 কত্বায়া নিজ্রমো নাস্তি বুদ্ধিশ্রদ্ধং ন বিদ্যতে । নামান্ন প্রাশনং চূড়াং কুৰ্ঘ্যাদ্ধীমানমন্ত্রকম্ ॥ ১৫৬
 চতুর্থে মাসি বৰ্ঠে বাকুৰ্ঘ্যান্নিক্রমণং শিশোর্ ॥ ১৩৭

কার্য্য করিয়া শিশুর গুপ্ত নাম রক্ষা করিবে, উপনয়নের সময় শিশুকে ঐ নামে আহ্বান করিতে হইবে। (১৪৩) পরে প্রারম্ভিতাদি সমাপন করিয়া জাতকৰ্ম্ম শেষ করিবে, অনন্তর ধাত্রী পর-
 মোৎসাহে নাড়ীচ্ছেদ করিবে। (১৪৪) যতক্ষণ নাড়ীচ্ছেদ না ঘটে, ততক্ষণ অশৌচ হয় না,
 স্তুতরাং ইহার দৈব ও পৈত্র কৰ্ম্ম করা কৰ্ত্তব্য। (১৪৫) কত্বা জন্মগ্রহণ করিলে এই সমুদায়
 কার্য্য মন্ত্রোচ্চারণ ব্যতিরেকে হইয়া থাকে, বৰ্ঠ বা অষ্টম মাসে নাম করণ করাই বিধি।" (১৪৬)
 নামকরণ কালে শিশুকে নান ও স্তম্ভর বস্ত্র পরিধান করাইয়া স্বামির নিকটে আনয়ন পূৰ্ব্বক
 পূৰ্ণমুখে উপবেশন ফরাইতে হইবে। (১৪৭) অনন্তর পিতা স্বর্ণ সহিত কুশোদকে শিশুর মস্তকে
 অভিষেক করত এই মন্ত্র পাঠ করিবেন; জাহ্নুবী যমুনা রেবা, স্পৃপবিভ্রা সরস্বতী, নৰ্ম্মদা বরদা,
 কুন্তী, সাগর ও সরোবর সকল ইহঁরা ধর্ম্মকামার্থ সিদ্ধির জন্য তোমাকে অভিষিক্ত করুন। (১৪৮)
 (১৪৯) হে জলসকল! তোমরা স্পৃপবিভ্রা, অতএব আমাদের ইহলোকের অন্ন সংস্থান কর ও পর-
 লোকে আমাদের পুত্রের সহিত সন্মিলিত কর। (১৫০) হে জলসকল! তোমরা মাতার স্তন্য
 মেহপূর্ণ, সেইজন্য আমাদেরকে উত্তম মঙ্গলময় রস প্রদান কর, হে জলসকল! তোমরা যে রস দ্বারা
 জগৎ পরিতৃপ্ত করিতেছ, সেই রস আমাদের পান করাও, আমরা পান করিয়া পরিতৃপ্ত হই।
 (১৫১) জ্ঞানবান্ পিতা এই তিনটি মন্ত্রে পুত্রের অভিষেক করিয়া পূৰ্ণবৎ বহ্লিসংস্কার করিবে
 এবং ধারা হোম পর্য্যন্ত কার্য্য করিয়া পঞ্চ আহুতি প্রদান করিবে। (১৫২) অনন্তর পার্থিব
 নামক অগ্নিতে বধাক্রমে অগ্নি, প্রজাপতি, বিশ্বদেবগণ ও ব্রহ্মার উদ্দেশে আহুতি প্রদান
 করিবে। (১৫২) পরে বিচক্ষণ পিতা শিশুকে একে গ্রহণ করিয়া তাহার দক্ষিণ কর্ণে স্বল্লাক্ষর
 এবং স্পৃখোচ্চাৰ্য্য শুভীয় মঙ্গলকর নাম প্রবণ করাইবেন। (১৫৩) এইরূপে তিন বার নাম প্রবণ
 করাইয়া ষিষ্টিকং হোম প্রভৃতি সমাধা করণান্তর ব্রাহ্মণগণের অমুমতি লইয়া কৰ্ম্ম সম্পন্ন
 করিবেন। (১৫৫) কত্বা সন্তানের নিজ্রমণ, বা বুদ্ধি শ্রদ্ধা নাই; বুদ্ধিবান্ ব্যক্তি বস্ত্র পাঠ ব্যতি-
 রেকে তাহাদের নামকরণ, অঙ্গাশয় ও চূড়াবন্ধ সম্পন্ন করিবেন। (১৫৬) চতুর্থ বা বৰ্ঠ মাসে

কৃতনিভাক্রিয়ঃ স্নাতঃ সম্পূজ্য গণনারকম্ । দ্রাপয়িত্বা তু তনয়ং বস্ত্রালঙ্কারভূষিতম্ ॥
 সংস্থাপ্য পুরতো বিধানিমং মন্ত্রমুদীরয়েৎ ॥ ১৫৮ ॥
 ব্রহ্মা বিষ্ণুঃ শিবো হুর্গা গণেশো ভাস্করস্তথা । ইন্দ্রো বায়ুঃ কুবেরশ্চ বক্রণোহগ্নির্বৃহস্পতিঃ ॥
 শিশোঃ শুভং প্রকুর্যন্ত রক্ষন্ত পথি সর্বদা ॥ ১৫৯ ॥
 ইত্যুক্ত্বা সন্মাদায় গীতবাদ্যপুরঃসরম্ । বহিনিজ্ঞানমেরুমালাং সানন্দৈঃ স্বজনৈঃ সহ ॥ ১৬০ ॥
 গম্যধ্বনি কিরদূরং শিশুং সূর্য্যং নিরীকয়েৎ ॥ ১৬১ ॥
 ওঁ হ্রীং তচ্চক্ষুর্দেবহিতং পুরস্তাং শুক্রমুচ্যয়েৎ । পশ্চেম শরদঃ শতংজীবম শরৎ শতম্ ॥ ১৬২ ॥
 ইতাদিত্যং দর্শয়িত্বা সন্নাগত্য নিজালয়ম্ । অর্য্যং দক্ষা দিনেশার স্বজনান্ ভোজয়েৎ পিতা ॥ ১৬৩ ॥
 ষষ্ঠে মাসি কুমারস্ত মাসি বাপাষ্টমে শিবে । পিতৃভ্রাতা পিতাবাপি কুর্য্যাদল্লাশনক্রিয়াম্ ॥ ১৬৪ ॥
 পূর্ববৎসবপূজাদিবহ্নিসংস্কারং তথা । এবং ধারাস্তকস্মাগি সম্পাদ্য বিধিবৎ পিতা ॥ ১৬৫ ॥
 দদ্যাৎ পঞ্চাহতীস্তত্র শুচিনামি হতাশনে । অগ্নিমুদিত্ত প্রথমাং দ্বিতীয়াং বাসবং অরন্ ॥ ১৬৬ ॥
 ততঃ প্রজাপতিং দেবং বিশ্বান্ দেবান্ ততঃ পরম্ । ব্রহ্মাণঞ্চ সমুদিত্ত পঞ্চমীমাহতীং ত্যজেৎ ॥ ১৬৭ ॥
 ততোহগ্নাবন্নদাং ধ্যাওয়া দস্তপঞ্চাহতিঃ পিতা । তত্রাথবা গৃহেহহুগ্নিন্ বস্ত্রালঙ্কারশোভিতম্ ।
 ক্রোড়ে নিধায় তনয়ং প্রাশয়েৎ পায়সামৃতম্ ॥ ১৬৮ ॥
 পঞ্চ প্রাণহৃতেষ্মন্ত্রৈর্ভোজয়িত্বা তু পঞ্চম্ । ততোহন্নব্যঞ্জনাদীনাং দক্ষা কিঞ্চিং শিশোর্মুখে ॥ ১৬৯ ॥
 শম্বতুর্যাদিষোষণে প্রায়শ্চিত্ত্যা সমাপয়েৎ । ইত্যন্নপ্রাশনং প্রোক্তং চূড়াবিধিমতঃ শৃণু ॥ ১৭০ ॥
 তৃতীয়ে পঞ্চমে বর্ষে কুলাচারানুসারতঃ । চূড়াকর্ম্ম শিশোঃ কুর্য্যাদাল্লাশনংসংস্কারসিদ্ধয়ে ॥ ১৭১ ॥

শিশুর নিষ্কারণ সংস্কার করিতে হয় । (১৫৭) এই সময় পিতা নিত্য ক্রিয়া সমাপন পূর্বক পুত্রকে
 নান বস্ত্রালঙ্কারে বিভূষিত করাইয়া গণেশের পূজা করিবেন, পরে সম্মুখে স্থাপন করিয়া এই
 মন্ত্র পাঠ করিবেন । (১৫৮) ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, হুর্গা, গণেশ, ভাস্কর, ইন্দ্র, বায়ু, কুবের, বক্রণ
 অগ্নি ও বৃহস্পতি, ইহারা সকলে এই শিশুর মঙ্গল বিধান করুন এবং পথে ইহাকে রক্ষা করিতে
 থাকুন । (১৫৯) পিতা এই মন্ত্র পাঠ পূর্বক শিশুকে ক্রোড়ে লইয়া আনন্দচিত্ত স্বজনে পরি-
 বেষ্টিত হইয়া গীতবাদ্যপুরঃসর তাহাকে বাহিরে লইয়া যাইবেন । (১৬০) কিরদূর গমন করিয়া
 পথে শিশুকে সূর্য্য, দর্শন করাইবেন । (১৬১) তৎকালের মন্ত্র এই ;—শুক্রকে অভিক্রম করিয়া
 দেবগণেরও হিতকর সূর্য্যরূপ যে চক্ষু বর্তমান, তাহা আমরা একশত বৎসর দর্শন করি এবং
 তদর্শনে আমরা শতবৎসর জীবন ধারণ করিয়া থাকি । (১৬২) এইরূপে শিশুকে সূর্য্য দর্শন করাইয়া
 ভবনে প্রত্যাগমন করণানন্তর সূর্য্যার্ঘ্য প্রদানাবসানে স্বজনগণকে ভোজন করাইতে হইবে । ষষ্ঠ বা
 অষ্টম মাসে পিতা, বা পিতৃ ভ্রাতা তাহার অল্লাশন সংস্কার সম্পাদন করিবেন । (১৬৩/১৬৪) তৎ-
 কালে দেবপূজা ও বহ্নিসংস্কার সমাধা করিয়া যথাবিধানে ধারা হোম পর্য্যন্ত কর্ম্ম করা কর্তব্য ।
 (১৬৫) অনন্তর শুচিনামা অম্বিতে পঞ্চ আহুতি প্রদান করিবেন ; অগ্নিকে প্রথম, ইন্দ্রকে দ্বিতীয়,
 প্রজাপতিকে তৃতীয়, বিশ্বদেবগণকে চতুর্থ ও ব্রহ্মাকে পঞ্চ আহুতি দিতে হইবে । (১৬৬/১৬৭) পরে
 অম্বিতে অন্নদা দেবীর স্নান করিয়া তত্বদেশে পঞ্চ আহুতি প্রদান করন্তঃ সেই গৃহ, বা অন্তঃগৃহে
 কুমারকে বস্ত্রালঙ্কারে বিভূষিত করাইয়া, তাহার মুখে পায়সামৃত পান করাইবেন । (১৬৮) অন্ন-
 স্তর প্রাণার স্বাহা, অপানার স্বাহা, সমানার স্বাহা, উদানার স্বাহা ও ব্যানার স্বাহা এই পঞ্চ
 মন্ত্রে শিশুকে পায়স ভোজন করাইয়া, শিশুর মুখে কিঞ্চিং কিঞ্চিং অন্নব্যঞ্জন প্রদান করিবে
 (১৬৯) পরে শম্ব ও তুর্যাদি শব্দের সহিত প্রায়শ্চিত্ত হোম সমাধা করিয়া সমাধা করি-
 বেন ; আশি ভোমার নিকটে অল্লাশন বিধি বর্ণন করিলাম, এক্ষণে চূড়াকরণ বিধি বলিতেছি,
 শ্রবণ কর । (১৭০) কুলাচারক্রমে অন্নকালের তৃতীয়, বা পঞ্চম বর্ষে সংস্কার সিদ্ধির জন্য চূড়াকর্ম্ম

দেবপূজাদিধারাস্তং কর্ণ নিশাদ্য সাধকঃ । সত্যমেবহুতরে দেশে বৃষগোময়পূরিতম্ ॥ ১৭২
 তিলগোধূমসংযুক্তং শরাবং স্থাপয়েদবুধঃ । কবোক্তং সলিলকপি কুরমেতৎ স্মরণিতম্ ॥ ১৭৩
 আনাদ্য অনন্তং তত্র জনকঃ স্বীয়বামভঃ । সংস্থাপ্য জননীক্ৰোড়ে কবোক্তসলিলৈশ্চ তৈঃ ॥ ১৭৪
 ব্যকরণং দশবা জপ্তা সন্মার্জ্য শিশুমুহুর্জান্ । মায়য়া কুশপত্রাভ্যাং জুড়িমেকাং প্রকল্পয়েৎ ॥ ১৭৫
 মায়্যং সন্নীং ত্রিধা জপ্ত্বা গৃহীত্বা লৌহকং কুরন্ । হিষ্টা তু জুড়িকা মূলং মাতৃহস্তে নিবেশয়েৎ ॥
 কুমারমাতা হস্তাভ্যামাদায় গোময়্যাবিতে । শরাবে স্থাপয়েৎ জুড়িং নাপিতায় পিতা বদেৎ ॥ ১৭৭
 কুরমুণ্ডিন্ শিশোঃ ক্ৰোরং সূক্ষ্মং সাধয় ঈশ্বরম্ । পঠিত্বা নাপিতং পশ্চন্ সত্যনামনি পাবকে ।
 প্রজাপতিং সমুদ্ভিশ্চ প্রদদ্যাৎ আহতিয়ম্ ॥ ১৭৮
 নাপিতেন কৃতক্ৰোরং দ্রাপয়িত্বা শিশুং ততঃ । বজ্রালঙ্কার মাল্যেণ তুব্বরিকায়িসন্নিধৌ ॥ ১৭৯
 স্ববামভাগে সংস্থাপ্য ষিষ্টিক্ৰোমমাচরেৎ । প্রারম্ভিতং ততঃ কৃৎস্না দদ্যাৎ পূর্ণাহতিং পিতা ॥ ২৮০
 মায়্য শিশো তে কুশলং কুরুতঃ বিশ্বকৃষিভূঃ । পঠিত্বেনং শিশোঃ কর্ণে স্বর্ণময্যা শলাকরা ।
 রাজত্যা লৌহময্যা বা কর্ণবেধং প্রকল্পয়েৎ ॥ ১৮১
 আপোহিষ্ঠেতি ময়্রেণ অভিষিচ্য সূতং ততঃ । শাস্ত্রাদিদক্ষিণং কৃৎস্না চূড়াকর্ণ সমাপয়েৎ ॥ ১৮২
 গর্তাধানাদিচূড়ান্তং মমানং সর্বজাতিষু । শূদ্রসামান্তজাতীনাং সর্বমেতদমঙ্গকম্ ॥ ১৮৩
 জাতকর্ণাদিচূড়ান্তং কুমার্যাস্তপ্যমঙ্গকম্ । কৰ্ত্তব্যং পঞ্চভির্সর্পৈরেকং নিষ্করণং বিনা ॥ ১৮৪
 অথোচ্যতে বিজাতীনাশুপবীতজিহ্বাবিধিঃ । যস্মিন্ কৃতে বিজ্ঞানানো দৈবপৈত্র্যাদিকারিণঃ ॥ ১৮৫

করিবে। (১৮১) বিচক্ষণ সাধক, দেবপূজা অবধি ধারা হোম পর্য্যন্ত সমুদায় কার্য শেষ করিয়া সত্য নামক অগ্নির উত্তর দিকে বৃষগোময়পূরিত তিলগোধূমযুক্ত একটা শরাব, উক্ত জল এবং একখানি স্মরণিত কুর স্থাপন করিবেন। (১৭২।১৭৩) অনন্তর পিতা, সেই স্থানে আপনায় বামদিকে মাতৃক্ৰোড়ে বালককে রাখিয়া, ঈষদ্রুক্ষ বক্রণবীজ দশবার জপ করতঃ শিশুর মস্তক সন্মার্জন করিয়া, হ্রীং মন্ত্র পাঠ পূর্বক দুইটা কুশপত্র দ্বারা মস্তকে একটা জুড়ি কল্পনা করিবে। (১৭৪।১৭৫) অনন্তর তিনবার হ্রীং ত্রীং এই মন্ত্র পাঠ করিয়া, লৌহকুর দ্বারণ পূর্বক জুড়িকার মূলভাগ ছেদন করতঃ, মাতৃহস্তে স্থাপন করিবে। (১৭৬) মাতা দুই হস্তে জুড়িকা গ্রহণ করিয়া, গোময় বিশিষ্ট নব শরাবে স্থাপন করিবে ; পরে পিতা নাপিতকে বলিবেন। (১৭৭) হে কুরমুণ্ডিন্! তুমি স্ত্রে শিশুর ক্রোরকার্য কর, ইহা বলিয়া স্বাহা পদ উচ্চারণ করিবে, পিতা এই মন্ত্র পাঠ করতঃ নাপিতের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া, প্রজাপতি উদ্দেশে সত্য নামক অগ্নিতে তিনবার আহতি প্রদান করিবে। ১৭৮) নাপিত বালকের ক্রোরকার্য সমাধা করিলে, পিতা বালককে হান করাইয়া, তাহাকে বজ্রালঙ্কার ও মাল্যে শোভিত করতঃ, অগ্নির সমুদখে আশ্রয়ানে স্থাপন করিয়া, ষিষ্টিক্ৰুৎ হোম শেষ করিবে, পরে প্রারম্ভিত হোমাবসানে পূর্ণাহতি প্রদান করিবে। (১৭৯।১৮০) অনন্তর হ্রীং শিশোঃ বিশ্বকৃৎ বিভু তোমার মঙ্গল সাধন করুন, এই মন্ত্র পাঠ করিয়া স্বর্ণ, রত্নত, বা লৌহ শলাকা দ্বারা শিশুর কর্ণ বেধ করিবে। (১৮১) পরে আপোহিষ্ঠান্নয়ো কুর এই বস্ত্রে পুস্তকে অভিষিক্ত করিয়া, শান্তি কর্ণ সমাধার পর, দক্ষিণাশ্রয়ান্নান্তে চূড়াকর্ণ সমাপন করিবে। (১৮২) গর্তাধান হইতে আরম্ভ করিয়া চূড়াকরণ পর্য্যন্ত সংস্কার, সকল জাতিরই অবিকার, কেবল শূদ্র সামান্ত জাতির পক্ষে এই সংস্কারের সময় মন্ত্রগুলি পাঠ করিতে নাই। (১৮৩) কস্তা সত্যানের পক্ষে জাতকর্ণ আরম্ভ করিয়া চূড়াকরণ পর্য্যন্ত সমুদায় সংস্কার কার্য ব্রাহ্মণ প্রভৃতি পঞ্চবর্ণ রত্ন পাঠ ব্যতিরেকে এই সকল সংস্কার করিবেন, কেবল কন্যায় পক্ষে সিজ্ঞাসপের ব্যবস্থা নাই। (১৮৪) এক্ষণে জাতিগণের উপনয়নবিধি বলিতেছি, উপনয়ন কার্য লবাসিত হইলে বিজগণ দৈব ও পৈত্র্য কার্যে আধিকারী হইয়া থাকেন। (১৮৫) গর্তাষ্টমে, য

পৰ্বতীমেষ্টমে বাক্যে কুৰ্ঘ্যাদুপনয়নং শিখোঃ । বোড়শাধিকো নোপনেতব্যো নিজ্জয়োহপি সঃ ॥
 কৃত্তনিত্যক্রিয়ো বিধান্ পঞ্চদেবান্ সমৰ্কয়েৎ । গোৰ্ঘ্যাদিনাতৃকাট্টেব বহুধার্য্যং প্রকল্পয়েৎ ॥ ১৮৭
 বুদ্ধিশ্রদ্ধা ততঃ কুৰ্ঘ্যং দেবতাপিতৃতৃপ্তয়ে । কুশণ্ডিকোক্তবিধিনা ধার্য্যাহোমাত্মহাচরেৎ ॥ ১৮৮
 প্রাতঃ কৃত্যশনং বালাং হৃদাতং সমলঙ্কতম্ । শিখাং বিনা কৃতক্কোরংক্ষোমাবরবিভূষিতম্ ॥ ১৮৯
 ছারামগুপ্তমানীয় সমুত্তবহতাশিতুঃ । সমীপে চান্বনো বামে সংস্থাপ্য বিমলাসনে ॥ ১৯০
 শিখাং বদেচ্ছ্রদ্ধা কুরু বৎস ততঃ শিখাং । ব্রহ্মচর্য্য করোমীতি শুরবে বিনিবেদয়েৎ ॥ ১৯১
 ততো গুরুঃ প্রসন্নাত্মা শিশুভব শান্তচেতসে । কাব্যাবাসনী দদ্যাৎ দীৰ্ঘায়ুতায় বৰ্জসে ॥ ১৯২
 যোজীং কুশময়ং বাপি ত্রিবৃত্তাং গ্রহসংযুতাম্ । তুক্ষীং চ মেখলাং দদ্যাৎ কাব্যাবসনধারিণে ॥ ১৯৩
 মায়ামুচ্চাৰ্য্য, স্তম্ভগা মেখলা ত্র্যং শুভপ্রদা । ইত্যুক্তা মেখলাং বন্ধা মৌনী তিষ্ঠেৎ গুরোঃ পুরঃ ॥
 . যজ্ঞোপবীতং পরমং পবিত্রং বৃহস্পতির্ধ্বং সহজং পুরতায় ।

আয়ুৰ্য্যমগ্র্যং প্রতিক্ষুঞ্চ শুভ্রং যজ্ঞোপবীতং বলমন্ত তেজঃ ॥ ১৯৪
 মন্ত্রেনানেন শিশবে দদ্যাৎ কৃষ্ণাজিনাষিতম্ । যজ্ঞোপবীতং দণ্ডক বৈগবং ধারিত্বক বা ।
 পালানশমথবা দদ্যাৎ কীরক্কসমুত্তবম্ ॥ ১৮৬
 আপোহিষ্ঠেতি মন্ত্রেণ মায়য়া পুটিভেন চ । ত্রিরাবৃত্তা কুশাস্তোভিধ্বতদগোপবীতিনম্ ।
 অভিষিচ্য ততস্তোমৈঃ পুররেখালকাজলিং ॥ ১৯৭
 তদজলিং দিনেশায় দাতারং ব্রহ্মচারিণম্ । উচ্চকুরিতি মন্ত্রেণ দর্শয়েত্ভাক্ষরং গুরুঃ ॥ ১৯৮

অষ্টম বৎসরে উপনয়ন হওয়াই বিধি, বোড়শ বৎসর উত্তীর্ণ হইলে, উপনয়ন দিতে নাই এবং সেই অনুপনীত বালকের দৈব ও পৈত্র কর্মে অধিকার থাকে না। (১৮৬) বিদ্বান্ ব্যক্তি, নিত্য-ক্রিয়া সমাধা পূৰ্ব্বক পঞ্চদেবতার পূজা করিয়া গোৰ্ঘ্যাদি বোড়শ নাতৃকার পূজাস্তে বহুধার্য্য দিবে। (১৮৭) অনন্তর দেবতা ও পিতৃগণের তৃপ্তির জন্য বুদ্ধি শ্রদ্ধা করিয়া কুশণ্ডিকা বিধিক্রমে ধারা মোহ পর্য্যন্ত বাবতীয় কর্মের অনুষ্ঠান করিবে। (১৮৮) প্রাতঃকালে বালককে স্নান ও ভোজন করাইয়া অলঙ্কার ও পটবস্ত্র পরাইবে, বালকের শিখানাত্ম রাখিয়া মন্তক মুণ্ডন করিতে হইবে। (১৮৯) অনন্তর বালককে ছারামগুপ্তে আনয়ন করিয়া সমুত্তব নামক অগ্নির সমুদ্বাে আশ্রবাবে বিমল আসনে উপবেশন করাইবে। (১৯০) পরে গুরু ঐ শিষ্যকে বলিবেন, বৎস! তুমি ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন কর, শিষ্য বলিবে, আমি ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিতেছি। (১৯১) অনন্তর গুরু প্রসন্নবদনে প্রশান্তচিত্ত শিষ্যকে দীৰ্ঘায়ুদায়ক বলবর্জনের জন্য কাব্যাবসনজিত বস্ত্রযুগল প্রদান করিবেন। (১৯২) তখন গুরু কাব্যাবসনধারী শিষ্যকে মূত্র, বা কুশকরী গ্রহিহৃত্ত ত্রিধলী প্রদান করিয়া মৌনাবলম্বন পূৰ্ব্বক মেখলাও প্রদান করিবেন। (১৯৩) শিষ্য ত্রীং উচ্চারণ করিয়া এই শুভগা মেখলা আমার শুভদায়িনী হউক, এই কথা বলিয়া কটিদেশে মেখলা ধারণ পূৰ্ব্বক মৌনভাবে গুরুর সমুদ্বাে অবস্থিতি করিবে। (১৯৪) এই যজ্ঞোপবীত অতিশয় পবিত্র, পূৰ্বে ইহা বৃহস্পতি ধারণ করিয়াছিলেন, অতএব, তুমি আয়ুষ্কর শুভ্র শ্রেষ্ঠ এই যজ্ঞোপবীত গ্রহণ কর, তোমার বল ও তেজ বর্দ্ধিত হউক। (১৯৫) গুরু এই মন্ত্র পাঠে বালককে কৃষ্ণাজিনবৃত্ত যজ্ঞোপবীত এবং বেণু, ধদির, পলাস অথবা কীরক্কনির্মিত দণ্ড প্রদান করিবেন। (১৯৬) অনন্তর গুরু ত্রীং বীজ দ্বারা পুটিত আপোহিষ্ঠা এই মন্ত্র তিনবার পাঠ করতঃ কুশলে বালককে অভিব্যক্ত করিবেন এবং কুশ দ্বারা জল লইয়া বালকের অঙ্গলি পূর্ণ করিবেন। (১৯৭) ব্রহ্মচারী সেই জলাঞ্জলি স্বীয়কে প্রদান করিলে-পর, গুরু তচ্ছ্রদ্ধেববিত্ত এই মন্ত্র পাঠ করতঃ তাহাকে স্বর্গ দর্শন করাইবেন। (১৯৮) অনন্তর গুরু শিষ্যকে বলিবেন, তুমি আমার ব্রতাহুতানে বনঃসংযোগ কর, আমি তোমাকে আমার মন সমর্পণ করিতেছি, কলস! তুমি একমনে আমার

পুত্র! ভাস্করমাচার্য্যো বদেদ্বাণবকং ততঃ । মম ত্রুতে মনো ধোহি মম চিত্তং দদামি তে ।
 কৃষ্যৈকমনা বৎস মম বাচোহস্ত তে শিবম্ ॥ ১৯৯
 হৃদি স্পৃষ্টা গঠিতেন্নং কিন্নামাসীতি তং বদেৎ । শিষ্যঃ স্যুশ্রুত্বা হং ভবন্তমভিবাদয়ে ॥ ২০০
 কস্ত্বং ব্রহ্মচারীতি শ্রুত্বো পৃচ্ছতি পার্কতি । শিষ্যঃ সাবহিতো ব্রহ্মাভবতো ব্রহ্মচার্য্যহং ॥ ২০১
 ইন্দ্রে ব্রহ্মচারী হমাচার্য্যস্তে হতাশনঃ । ইত্যুক্তা সদগুরুঃ পশ্চাদ্বেবেভ্যস্তং সমর্পয়েৎ ॥ ২০২
 ত্বাং প্রজাপত্যে বৎস সবিত্রে বরুণায় চ । পৃথিব্যৈ বিশ্বদেবেভ্যঃ সর্ষদেবেভ্য এব চ ।
 সমর্পয়ামি তে সর্ষে রক্ষস্ত্বাং নিরন্তরং ॥ ২০৩
 ততো মাণবকো বহ্নি দক্ষিণাবর্তযোগতঃ । গুরুং প্রদক্ষিণীকৃত্য শ্বাসনে পুনরাবিশেৎ ॥ ২০৪
 গুরুঃ শিষ্যেণ সংস্পৃষ্টঃ সমুত্তরহতাশনে । পঞ্চ দেবান্ সমুদ্दिश্য দদ্যাৎ পঞ্চাহতীঃ প্রিয়ে ॥ ২০৫
 প্রজাপতিস্তথা শক্রো বিষ্ণু ব্রহ্মা শিবস্তথা ॥ ২০৬
 মারাদিবহ্নিজায়াস্তেজুর্হুয়াং স্বন্যনামভিঃ । অমুক্তমস্ত্রে সর্ষত্র বিধিরেষ প্রকীর্তিতঃ ॥ ২০৭
 ততো হুগা মহালক্ষ্মীঃ স্কন্দরী ভুবনেশ্বরী । ইন্দ্রাদিদশদিক্ পালা ভাস্করাদিনবগ্রহাঃ ॥ ২০৮
 প্রত্যেকানায়া হৃদৈতান্ বাসসাচ্ছাদ্য বালকম্ । পৃচ্ছেদ্বাণবকং প্রোক্তো ব্রতচর্যাভিমানিনম্ ।
 কো বাশ্রমস্তে তনয় ক্রহিকিস্তে মনোগতম্ ॥ ২০৯
 ততঃ শিষ্যঃ সাবহিতো ধৃষ্মা গুরুপদদ্বয়ম্ । করোতি মাসাশ্রমিং ব্রহ্মবিদ্যোপদেশতঃ ॥ ২১০
 এবং প্রার্থয়মানস্য দক্ষকর্ণে শিশোস্তদা । শ্রাবয়িত্বা ত্রিবা তারং সর্ষমস্ত্রময়ং শিবে ।
 ব্যাহতিত্রয়মুচ্যার্য সাবিত্রীং শ্রাবয়েদগুরুঃ ॥ ২১১

ব্রত আচরণ কর, আমার উক্তি তোমার কল্যাণ দায়িনী হউক । (১৯০) এই মন্ত্র পাঠ করিয়া গুরু শিষ্যের হৃদয় স্পর্শ করত বলিলেন, বৎস ! তোমার নাম কি ? শিষ্য উত্তর দিবে, আমি আপনার শিষ্য, আমার নাম অমুক শর্মা, আমি আপনাকে অভিবাদন করিতেছি । (২০০) হে পার্কতি ! অনন্তর গুরু জিজ্ঞাসা করিবেন, তুমি কাহার ব্রহ্মচারী ? উত্তরে অবহিতচিত্তে শিষ্য বলিবে, আমি আপনারই ব্রহ্মচারী । (২০১) অনন্তর সদগুরু শিষ্যকে বলিবেন, তুমি ইন্দ্রের ব্রহ্মচারী, হতাশন তোমার আচার্য্য, এই কথা বলিয়া তিনি শিষ্যকে দেবগণের নিকটে সমর্পণ করিবেন । (২০২) (তৎকালে মন্ত্র এই) বৎস ! তোমাকে প্রজাপতি, সবিতা, বরুণ, পৃথিবী, বিশ্বদেবগণ ও সমস্ত দেবতাগণের নিকটে সমর্পণ করিতেছি, তাঁহারা নিরন্তর তোমাকে রক্ষা করুন । (২০৩) অনন্তর মাণবক দক্ষিণাবর্তযোগে অগ্নি ও গুরুকে প্রদক্ষিণ করিয়া পুনর্বার স্বকীয় শ্বাসনে উপবেশন করিবে । (২০৪) হে প্রিয়ে ! শিষ্য গুরুকে জিজ্ঞাসা করিয়া সমুত্তর নামক অগ্নিতে পঞ্চ দেবতার পঞ্চ আহুতি প্রদান করিবে । (২০৫) পরে প্রজাপতি, ইন্দ্র, বিষ্ণু, ব্রহ্মা ও শিব এই সকল দেবতার নাম করিয়া আদিত্যে হ্রীং ও অন্তে স্বাহা উচ্চারণ পূর্বক আহুতি প্রদান করিবে যে মন্ত্রে কোন বিধি উল্লিখিত হয় নাই, সে মন্ত্রেও ঐরূপ হ্রীং স্বাহা বলিতে হইবে । (২০৬ ২০৭) অনন্তর হুগা, মহালক্ষ্মী, স্কন্দরী, ভুবনেশ্বরী, ইন্দ্রাদি দিকপাল, ও স্বর্গাদি নবগ্রহের প্রত্যেকের নামোন্মেষ পূর্বক আহুতি প্রদান করিবে । পরে প্রোক্ত গুরু-ব্রহ্মচর্যাভিমানী বালকের মুখ বস্ত্রাবৃত করিয়া জিজ্ঞাসা করিবেন, হে পুত্র ! এক্ষণে কোন আশ্রম তোমার বাঞ্ছনীয় ? এবং তোমার মনোগত ভাব কি ? (২০৮ ২০৯) শিষ্য সাবহিত চিত্তে গুরুর পাদপদ্ম ধারণ পূর্বক বলিবে, আপনি ব্রহ্মোপদেশ দ্বারা আমাকে গৃহস্থশ্রমী করুন । (২১০) হে শিষ্য ! শিষ্য এইরূপ প্রার্থনা করিলে গুরু তাহার দক্ষিণ কর্ণে সর্ষমস্ত্রময় পুত্ররক্তিন্দ্রবার্হণ করাইয়া, কুরু ব্রহ্ম এই তিনটি ব্যাহতি উচ্চারণ পূর্বক শ্রাবয়িত্ব উপবেশন করিবে । (২১১) এই সাবিত্রী, অগ্নিসদাশিব, জিহ্বা-হস্ত, সার্বভৌম দেবী, অশ্বিনীদেবতা,

ঋষিঃ সদাশিবঃ প্রোক্তঃ হৃদস্ত্রিষ্টু বৃন্দাহতম্ । অবিষ্টাজীতু সাবিত্রী মোক্ষার্থে বিনিয়োগিতা ॥ ২১২
 আদৌ তৎসবিতুঃ পশ্চাৎবরেণ্যং পদমুচ্চরেৎ । ভৰ্গঃ পদান্তে দেবস্য ধীমহীতি পদং বদেৎ ॥ ২১৩
 ততস্ত পরমেশানি ধিয়োনোয়নঃ প্রচোদয়াৎ । পুনঃ প্রণবমুচ্চাৰ্য্য সাবিত্র্যর্থং গুরুর্কদেৎ ॥ ২১৪
 ত্র্যক্ষরাস্বকতারেণ পরেশঃ প্রেতিপাদ্যতে । পাতা হন্তী চ সংলষ্টী যো দেব, প্রকৃতেঃ পরঃ ॥ ২১৫
 • অসৌ দেবুত্রিলোকাস্মা ত্রিগুণং ব্যাপ্য তিষ্ঠতি । অতো বিশ্বময়ঃ ব্রহ্ম বাচ্যং ব্যাহতিভিত্তিভিঃ ॥ ২১৬
 তন্নব্যাহতিবাচ্যে বঃ সাবিত্র্যা জ্ঞেয় এব সঃ । জগজ্জপস্য সবিভুঃ সংলষ্টুর্দীব্যাতো বিভোঃ ॥ ২১৭
 অন্তর্গতং মহৎকর্ত্তা বরণীয়ং কৃত্যভিঃ । • ধ্যায়েম তৎ পরং সত্যং সর্বব্যাপি সমাতনম্ ॥ ২১৮ ॥
 যো ভর্গঃ সর্বসাক্ষীশো মনোবুদ্ধীজিহ্বাশি নঃ । ধর্ম্মার্থকামমোক্ষেষু প্রেরয়েদ্বিনিবোজয়েৎ ॥ ২১৯
 ইত্থমর্থবৃত্তাং ব্রহ্মবিদ্যামাদিশ্য সৎগুরুঃ । শিষ্যং নিবোজয়েদেবি গৃহস্থাত্মকর্ম্মসু ॥ ২২০
 ব্রহ্মচর্য্যোচিতং বেশং বৎসেদানীং পরিত্যজ । শান্ত্ববাদিতমার্গেণ দেবান্ পিতৃন্ সমর্চয়েৎ ॥ ২২১
 ব্রহ্মবিদ্যোপদেশেন পবিত্রং তে কলেবরম্ । প্রাপ্তা গৃহস্থাত্মমিতা তদ্বজ্রং কর্ম্ম কল্পয়েৎ ॥ ২২২
 উপবীতদ্বয়ং দিব্যবজ্রালঙ্কারগানি চ । গৃহাণ পাত্ৰকাচ্ছত্রং গন্ধমালাহুলেপনম্ ॥ ২২৩
 কতঃ কাব্যবসনং কৃষ্ণাজিন্ধ্রুসমম্বিতম্ । যজ্ঞহুত্রং মেথলাঞ্চ দণ্ডং তিষ্ণাকরশুকম্ ॥ ২২৪
 আচারাদর্জিতাং তিষ্ণাং সমর্প্য গুরুবে শিবে । শুদ্ধোপবীতযুগলং পরিধার্য্যদ্বয়ে শুভে ॥ ২২৫
 গন্ধমালাধরস্তূক্ষীং তিষ্ঠেদাচার্য্যসন্নিধৌ । ততো গৃহস্থাত্মমিণং শিষ্যমেতদ্বদেৎ গুরুঃ ॥ ২২৬
 জিতেজ্জিয়ঃ সত্যবাদী ব্রহ্মজ্ঞানপরো ভব । স্বধিয্যাত্মকর্ম্মাণি যথাধর্মেণ সাধয়েৎ ॥ ২২৭
 ইত্যাদিশ্চ দ্বিজং পশ্চাৎ সমুদ্রবহতাশনে । মায়াদিপ্রণবাস্তেন ভূভুং বঃস্বয়ং চ ॥ ২২৮

মোক্ষার্থে বিনিয়োগ কীর্ত্তিত হইয়া থাকে । (২১২) আদৌ তৎ সবিভুঃ • এই পদ পাঠ করিয়া
 পশ্চাৎ বরেণ্যং উচ্চারণ করত, তদনন্তর ভর্গ পদোচ্চারণের পর, দেবস্য ধীমহি এই পদ পাঠ
 করিবে । (২১৩) হে পরমেশ্বর ! তৎপশ্চাৎ ধিয়োনোয়নঃ, প্রচোদয়াৎ, ইহা উচ্চারণ করিয়া
 গুরু শিষ্যকে গায়ত্রীর অর্থ জানাইয়া দিবেন । (২১৪) ত্র্যক্ষরাস্বক প্রণব দ্বারা যে পরম পদার্থ
 প্রেতিপাদ্য হইয়া থাকে, যে দেবতা প্রকৃতি হইতেও প্রধান, যিনি সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়কর্ত্তা,
 তিনিই ত্রিলোকাস্মা এবং ত্রিগুণ ব্যাপিয়া অবস্থিতি করেন, অতএব তিনিই ব্যাহতি দ্বারা বিশ্বময়
 ব্রহ্ম অভিহিত হইতেছেন । (২১৫) যিনি প্রণব ও ব্যাহতিত্রয়ের বাচ্য, তিনিই সাবিত্রীর
 দ্বারা জ্ঞেয় হইয়া থাকেন, তিনি জগতের সবিতা দীপ্তাদিক্রিয়ার আশ্রয়রূপ বিভু । (২১৬)
 তদন্তর্গত যোগিগণেরও বরণীয় মহাজ্যোতিঃ আমরা ধ্যান করি, তিনিই পরম সত্য, সর্বব্যাপী
 ও সমাতন । (২১৮) যিনি মহাজ্যোতিঃ সর্বসাক্ষী ও ঈশ্বর, তিনিই আমাদের মন, বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়
 সফলকে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ বিনিয়োগ করিয়া থাকেন । (২১৯) সৎগুরু এই রূপ অর্থ-
 যুক্ত ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশ প্রদান করিয়া শিষ্যকে গৃহস্থাত্মকর্ম্মে নিযুক্ত করিবেন । (২২০) তিনি
 বলিবেন, বৎস ! এক্ষণে তুমি ব্রহ্মচর্য্যোপযোগী বেশ পরিত্যাগ কর, শঙ্কু-প্রদর্শিত পথানুসারে
 দেব ও পিতৃগণের অর্চনা কর । (২২১) তোমার শরীর এক্ষণে ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশে পবিত্র
 হইয়াছে, তুমি গৃহস্থাত্মকর্ম্মে উপস্থিত হইয়াছ অতএব তবস্থিত কার্য্যের অহুষ্ঠান কর । (২২২)
 হে বৎস ! তুমি এক্ষণে উপবীতদ্বয়, দিব্য বজ্র, অলঙ্কার, পাত্ৰকা, ছত্র, গন্ধমালা ও অহুলেপন
 গ্রহণ কর । (২২৩) অনন্তর কায়দ্বিজিত বজ্র, কৃষ্ণাজিন, যজ্ঞহুত্র, মেথলা, দণ্ড, তিষ্ণাপাঞ্জি ও
 আচার্য্যদ্বারী অর্জিত তিষ্ণাব্রত্যা গুরুকে সমর্পণ করিয়া, কেবল শুদ্ধ উপবীত এবং স্তন্য বস্ত্র
 যুগল পরিধান করতঃ গন্ধমালাধারণ পূর্বক নীরবে আচার্য্যসম্মুখে দণ্ডায়মান হইলে, আচার্য্য
 সিন্ধুচক্রে বলিবেন • (২২৪) (২২৫) তুমি স্মিৎজিয়ঃ, সত্যসাক্ষী ও ব্রহ্মজ্ঞানপরাক্রম হইয়া যথা-
 বিধি ধর্ম্মশাস্ত্রের বিধি অনুসারে অক্ষরকণ্ড গৃহস্থাত্মকর্ম্ম করিয়া সমাপ্ত কর । (২২৭)

হাবরিষা ত্রিধাচার্য্যঃ ষিষ্টিকৃদ্ব্যোমমাচরন্ । দ্বা পূর্ণাহতিং ভজে ব্রতকৰ্ম্ম সমাপয়েৎ ॥ ২২৯
 জীবসেকাদিসংস্কারা ব্রতাস্তাঃ পিতৃভো নবঃ । উদ্বাহঃ পিতৃভো বাপিষভোহপি সিধ্যতি প্রিয়ে ॥ ২৩০
 বিবাহায় কৃতদ্বানঃ কৃতমিত্যক্রিয়ঃ কৃতী । পঞ্চদেবান্ সমভ্যর্চ্য গোৰ্য্যাদিমাতৃকান্তথা ।
 বসোধারিাং কল্পরিষা বুদ্ধিশ্রাঙ্কং সমাচরেৎ ॥ ২৩১
 স্নাত্বো প্রতিক্রতং পাত্ৰং গীতবাদ্যপুরঃসরম্ । ছারামণ্ডপমানীর উপবেশ্য বরাসনে ॥ ২৩২
 বাসবাতিমুখে দাতা পশ্চিমাতিমুখে বিশেৎ । আচম্য স্বস্তিমুদ্বিঞ্চ কথয়েদ্ব্রাহ্মণৈঃ সহ ॥ ২৩৩
 সাধুশ্রবং বরং পৃচ্ছেদর্চনাশ্রমমেব চ । বরাৎ প্রমোত্তরং নীচা পাদ্যটোদ্যকর্ম্মমর্চয়েৎ ॥ ২৩৪
 সমর্পরামি বাক্যেন দেবব্রহ্মণ্য সমর্পয়েৎ । পাদমোর্পয়েৎ পাদ্যং শিরস্তার্চ্য্যং নিবেদয়েৎ ॥ ২৩৫
 আচম্য বদনে দদ্যাৎ গন্ধং মালাং সুবাসসী । দিব্যাভরণরত্নানি বজ্রহুত্রং সমর্পয়েৎ ॥ ২৩৬
 ততস্ত ভোজনে কাংস্যে কৃদ্বা দধি ঘৃতং মধু । সমর্পরামি বাক্যেন মধুপর্কং করেৎপরেৎ ॥ ২৩৭
 বরোহপি পাত্ৰমাদার বামে পাণৌ নিধায় চ । দক্ষাঙ্গুষ্ঠানামিকাভ্যাং প্রাণাহত্যাশ্রমব্রতৈঃ ॥ ২৩৮
 পঞ্চধাত্রায় তৎ পাত্ৰমুদীচ্যাং দিশি ধারয়েৎ । মধুপর্কং সমর্পেয্যং পুনরাচময়েদ্বরম্ ॥ ২৩৯
 দূরীকৃতভ্যাং জামাতুর্কিঁদ্বত্য জাহ্নু দক্ষিণম্ । স্বহা বিষ্ণুং তৎসদৃশি মাসপক্ষতিথীন্ততঃ ॥ ২৪০
 সমুদ্রিখ্য নিমিত্তানি বৃণুয়াধ্বরমুক্তমম্ । গোত্রপ্রবরনামানি প্রত্যেকং প্রপিতামহাৎ ॥ ২৪১
 ঘট্যস্তানি সমুচ্চার্য্য বরস্য জনকাবধি । দ্বিতীয়াস্তং বরং ক্রয়াৎ গোত্রপ্রবরনামভিঃ ॥ ২৪২
 তথৈব কস্তামুদ্রিখ্য ব্রাহ্মোদ্বাহেন পণ্ডিতঃ । দাতুং ভবন্তমিত্যুক্তা বৃণেহমিতি কীর্তয়েৎ ॥ ২৪৩

শুক ষিষ্ট শিবাকে এইরূপ আদেশ দিয়া প্রথমে মারা, শেষে প্রণব পাঠ করতঃ ভূত্বঃ স্বঃ এই তিন মন্ত্রে তিনবার হোম করিয়া ষিষ্টিকৃৎ হোম সমাধা করিবেন, হে ভজে । অনন্তর পূর্ণাহতি প্রদান করিয়া, উপনয়ন কর্ম্ম শেষ করিবেন । (২২৮।২২৯) হে প্রিয়ে ! জীবসেক হইতে আরম্ভ করিয়া উপনয়ন পর্য্যন্ত এই নয়টি সংস্কার পিতাই সম্পন্ন করিয়া থাকেন, পরিণয় সংস্কার স্বয়ং অথবা পিতা নিশ্চয় করিতে পারেন । (২৩০) কৃতী ব্যক্তি বিবাহ দিবসে দ্বান ও নিত্য ক্রিয়া সমাধা করিয়া পঞ্চ দেবতার অর্চনা করতঃ গোৰ্য্যাদি ষোড়শ মাতৃকার পূজা করিবে, অনন্তর বজ্রধারা দানের পর বুদ্ধিশ্রাঙ্ক । (২৩১) প্রতিক্রত পাত্ৰ গীতবাদ্য পুরঃসর স্নাত্তিকালে উপহিত হইলে ছারামণ্ডপে আনিয়া তাহাকে বরের আসনে উপবেশন করাইতে হইবে । (২৩২) পৃষ্ঠাতিমুখে পাত্ৰ এবং পশ্চিমাতিমুখে দাতাকে উপবেশন করিতে হইবে, পরে কস্তাদাতা আচমন পূর্ব্বক স্বস্তি ও ষ্টি বচন, ব্রাহ্মণগণের সহিত বলিবেন । (২৩৩) পরে পাত্ৰকে সাধু ও অর্চনা শ্রম করিয়া ততস্ত প্রহণ পূর্ব্বক কস্তাদাতা বরের অর্চনা করিবেন । (২৩৪) পাদ্য দানকালে তোমাকে উহা সমর্পণ করিতেছি, এই কথা বলিয়া দেয় জব্য সকল সমর্পণ করিবে; পাদ্য চরণে এবং অর্ঘ্য মন্তকে সমর্পণ করিতে হয় । (২৩৫) অনন্তর মুখে আচমনীয় প্রদান করিয়া, বজ্রযুগল গন্ধমালা, বজ্রহুত্র, ছুর আভরণ ও বস্ত্রাদি সমর্পণ করিবে । (২৩৬) পরে, কাংস্য, পাত্রে দধি ঘৃত ও মধু রান্না, সমর্পণ করিতেছি বলিয়া মধুপর্ক অর্পণ করিবে । (২৩৭) পাত্ৰও মধুপর্কপাত্ৰ প্রহণ ও বাসহস্তে স্থাপন পূর্ব্বক প্রাণাহতি মন্ত্র পাঠে দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুষ্ঠ ও অনামিকা দ্বারা পাঁচ বার আশ্রাণ লইয়া, সেই পাত্ৰ উত্তরদিকে রাখিবে, মধুপর্কের পর বরকে পুনরাচমনীয় দিতে হইবে । (২৩৮।২৩৯) অনন্তর অক্ষত ও দূরী হস্তে লইয়া জামাতার দক্ষিণ জাহ্নু ধারণ পূর্ব্বক বিষ্ণু স্মরণ করত তৎ স্বঃ এই বাক্য উচ্চারণ করিয়া মাস, পক্ষ ও তিথির উল্লেখ পূর্ব্বক বরের প্রপিতামহ হইতে পিতা পর্য্যন্ত প্রত্যেকের গোত্র প্রবর ও ঘট্যস্ত নাম উচ্চারণ করিয়া, ঐরূপ গোত্র ও প্রবরাদির সহিত দ্বিতীয়াস্ত বরের নাম উল্লেখ পূর্ব্বক তাহাকে বরণ করিবে । (২৪০) ২৪১।২৪২) বরের জ্ঞান কন্যার ও গোত্র প্রবরাদি উল্লেখ করিয়া, পণ্ডিত কস্তাদাতা বলিবেন যে,

বৃত্তোহস্মীতি বরো জ্ঞাৎ ততোদাতা বদেধম্। যথা বিহিতমিত্যুক্তা বিবাহকৰ্ম কুৰ্ব্বিতি।

বরো জ্ঞাৎ বধাজ্ঞানং করবাণি তত্বতরম্ ॥ ২৪৪ ॥

ততঃ কস্তাং সমানীং বস্ত্রালঙ্কারভূষিতাম্। বস্ত্রান্তরং সংচ্ছাদ্য স্থাপয়েধমসমুখম্ ॥ ২৪৫ ॥

পূৰ্ব্ববরং সমভ্যৰ্চ্য বাসোহলঙ্কারপাতিভিঃ। বরস্ত দক্ষিণে পাপৌ কস্তাপাণিং নিরোজয়েৎ ॥ ২৪৬ ॥

তন্নধ্যে পঙ্করদ্বানি ফলতাম্বুলমেব বা। দক্ষাৰ্চয়িত্বা তনয়াং বরায় বিহবেৎপরেৎ ॥ ২৪৭ ॥

প্রাথম্যপুৰ্ব্বাধ্যানং নিমিত্তাধ্যানমেব চ। আত্মনঃ কামমুদিত্ত চতুর্থান্তং বরং বদেৎ ॥ ২৪৮ ॥

কস্তাভিধাং বিতীয়াস্তামৰ্চিতাং সমলভুতাম্। সাচ্ছাদনং প্রজাপতিদেবতাকামুদীরয়ৎ ॥ ২৪৯ ॥

তুভ্যমহমিদি প্রোচ্য দম্মাৎ সম্প্রদদে বদন্। বরং স্বতীতি স্বীকুৰ্ব্যাৎ সম্প্রদাতা বরং বদেৎ ॥ ২৫০ ॥

ধৰ্ম্মে চাৰ্ঘ্যে চক্ষামে চ ভবতা ভাৰ্য্যয়া বহ। বৰ্জিতব্যং বরো বাচনুজ্জ। কামস্ততিং পাঠেৎ ॥ ২৫১ ॥

দাতা কামো গৃহীতাপি কামারাদাচ্চ কামিনীম্। কামেন স্বাং প্রগৃহ্নামি কামঃ পূৰ্ণোহয়চাবরোঃ ॥

ততো বদেৎ সম্প্রদাতা কস্তাং জামাতরং প্রেতি। প্রজাপতিপ্রসাদেন যুবরোরতিবাহিতম্।

পূৰ্ণমস্ত শিবকাস্ত ধৰ্ম্মং পালয়তং যুবা ॥ ২৫৩ ॥

উত্ আচ্ছাদ্য বস্ত্রেণ সম্প্রদাতা স্তম্ভলৈঃ। পরম্পরশুভালোকং কারয়েধমকস্তয়োঃ ॥ ২৫৪ ॥

ততো হিরণ্যরদ্বানি বধাশক্ত্যুসারতঃ। জামাত্রে দক্ষিণাং দদ্যাদচ্ছিন্নমবধারণেৎ ॥ ২৫৫ ॥

বরস্ত ভাৰ্য্যয়া সাক্ষং তজ্জাতৌ দিবসেহপি বা। কুশণ্ডিকোক্তবিধিনা বহিস্থাপনমচরেৎ ॥ ২৫৬ ॥

যোজকাখ্যঃ পাবকোহত্র প্রজাপত্যাক্রমঃ স্মৃতঃ। ধারান্তং কৰ্ম সম্পাদ্য দদ্যাৎ পকাহতীকরঃ ২৫৭ ॥

ব্রহ্মোহাহ ধারা কস্তা দানের জন্ত তোমাকে আমি বরণ করিতেছি; তখন এই মন্ত্র বলিবেন। (২৪৩) বর বলিবে, আমি বৃত্ত হইলাম, কস্তাদাতা বলিবেন, বধাবিধানে বিবাহকাৰ্য্যকর, বর বলিবে, আমার যেরূপ জ্ঞান, তদনুরূপ করিতেছি। (২৪৪) অনন্তর বস্ত্রালঙ্কারভূষিতা কস্তাকে আনয়ন করিয়া অস্ত্র বস্ত্র দ্বারা আচ্ছাদন পূৰ্ব্বক বরের সম্মুখে স্থাপন করিবে। (২৪৫) পরে পুনর্বার কস্তাদাতা বস্ত্র ও অলঙ্কারাদি দ্বারা বরের অৰ্চনা করিয়া, তাহার দক্ষিণ হস্তে কস্তার হস্ত স্থাপিত করিবেন। (২৪৬) হস্ত মধ্যে পঙ্করদ্ব, ফল ও তাম্বুল প্রদান করিয়া অৰ্চনা করত বিধান বরের হস্তে সমর্পণ করিবে। (২৪৭) কস্তা সম্প্রদানকালে প্রথমে আপনার কামনা ও তিন পুরুষের নামোল্লেখ করিয়া, চতুর্থী বিভক্ত্যন্ত বরের নাম উল্লেখ করিতে হইবে। (২৪৮) কস্তার বিতীয়াস্ত্র নাম করিবার কালে অৰ্চিতা, অলঙ্কতা, সাচ্ছাদন, প্রজাপতি দেবতাকা এই কএকটি বিশেষণ পদ প্রয়োগ করিতে হইবে। (২৪৯) অনন্তর তুভ্যমহং সম্প্রদদে এই মন্ত্র পাঠ করিয়া কস্তা দান করিবে, বর স্বতি বলিয়া কস্তাকে ভাৰ্য্যা স্বরূপ গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হইবে, তখন সম্প্রদাতা বরকে বলিবেন, তুমি ধৰ্ম্ম অর্থ ও কাম বিষয়ে ভাৰ্য্যার সহিত একত্র সম্মিলিত হইরা কাৰ্য্য করিবে, বর তথাস্ত বলিয়া এইরূপ কামস্ততি পাঠ করিবে। (২৫০-২৫১) কাম সম্প্রদাতা, কাম প্রেতিগৃহীতা, কামই কামকে কামিনী দান করিতেছেন, আমি কাম হেতু তোমাকে গ্রহণ করিতেছি, এক্ষণে আশাদের উভয়ের কাম পূর্ণ হউক। (২৫২) পরে কস্তাদাতা কস্তা ও জামাতাকে বলিবেন যে, প্রজাপতিপ্রসাদে তোমাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হউক. তোমাদের মঙ্গল হউক, তোমরা মিলিত হইরা ধৰ্ম্ম কৰ্ম করিতে থাক। (২৫৩) অনন্তর কস্তাদাতা মঙ্গল বাৰ্ত্তাদি দ্বারা বরকস্তাকে শুভবসনে আচ্ছাদন করতঃ পরস্পরের শুভদৃষ্টি করাইবেন। (২৫৪) অনন্তর জামাতাকে বধাশক্তি স্বৰ্ণ ও রত্ন দক্ষিণা দিয়া অচ্ছিন্নাবধারণ করিবে। (২৫৫) সেই রাজি বা পরদিবস ভাৰ্য্যার সহিত বরের কুশণ্ডিকা বিধানানুসারে বহিঃস্থাপন করা কর্তব্য। (২৫৬) কুশণ্ডিকাধনে যোজক নামক অগ্নি এবং প্রজাপত্য নামক ঋক ঋগ্বেদ ব্যবহৃত আছে, ধারা হোম পর্যন্ত সমুদায় কাৰ্য্য সম্পাদন করিয়া পঞ্চ আহুতি প্রদান করা বরের কর্তব্য। (২৫৭)

শিবঃ হুগাং তথা বিষ্ণুঃ ব্রহ্মাণং বজ্রধারিণম্ । ধ্যাত্বৈকৈকঃ সমুদ্ভিষ্য জুহুয়াং সংস্কতেহনলে ॥ ২৫৮
 ভাৰ্য্যারাঃ পাণিযুগলং গৃহ্নীয়াদিত্তাদীয়ন্ন । পাণিং গৃহ্নামি শুভবে শুক্লদেবরতা ভব ।
 গাহংস্বাং কৰ্ম্ম ধৰ্ম্মেণ যথাবদমুশীলয় ॥ ২৫৯
 স্নতেন স্বামিদকেন লাজৈব্রাহ্মণৈঃ শিবে । প্রজাপতিং সমুদ্ভিষ্য দদ্যাৎ বেদাহতীৰ্কধুঃ ॥ ২৬০
 প্রাক্ষীকীকৃত্য বহ্নিমুখায় ভাৰ্য্যয়া সহ হুগা শিবঃ রমাং বিষ্ণুং ব্রাহ্মীং ব্রহ্মাণমেব চ ।
 যুগ্মং যুগ্মং সমুদ্ভিষ্য ত্রিহিবা হবনং চরেৎ ॥ ২৬১
 অশ্বমণ্ডলিকাসপ্তারোহো কুৰ্য্যানমন্নকম্ । নিশায়াং চেৎ তদা জীতিঃ পশ্যেদ্ ভবমন্নকতীম্ ॥ ২৬২
 প্রত্যাহৃত্যাসনে সম্যগুপবিষ্য বরস্তদা । ষ্টিষ্টিক্কোমতঃ পূর্ণাহতীন্তেন সমাপয়েৎ ॥ ২৬৩
 ব্রাহ্ম বিবাহো বিহিতো দোষহীনঃ সৰ্বগয়া । কুলধৰ্ম্মাহুসারেণ গোত্রভিন্নাসপিণ্ডয়া ॥ ২৬৪
 ব্রাহ্মোদ্বাহেন বা গ্রাহ্য সৈব পত্নী গৃহেখরী । তদমুজ্জাং বিনা ব্রাহ্মবিবাহং নাচরেৎ পুনঃ ॥ ২৬৫
 তস্যা অপত্যে ভবংশে বিদ্যমানো কুলেশ্বরী । শৈবোদ্ববান্নপত্যানি দায়াহাণি ভবন্তি ন ॥ ২৬৬
 শৈবা স্তনঘরান্চৈব লভেরন্ ধনভাজিনঃ । যথাবিভবমাচ্ছাদং গ্রাসক পরমেশ্বরী ॥ ২৬৭
 শৈবো বিবাহো বিবিধঃ কুলচক্রে বিধীয়তে । চক্রন্য নিরমেনৈকো দ্বিতীয়ে জীবনাবধি ॥ ২৬৮
 চক্রানুষ্ঠানসময়ে স্বগণৈঃ শক্তিসাধকৈঃ । পরম্পরেচ্ছয়োদ্বাহঃ কুৰ্য্যাধীরঃ সমাহিতঃ ॥ ২৬৯
 ভৈরবী বীরবৃন্দেধু স্বাতিপ্রায়ঃ নিবেদয়েৎ । আবয়োঃ শান্ত্যবোধাহে ভবন্তিরমৃততাম্ ॥ ২৭০

এই আহুতি দিবার সময় শিব, হুগা, বিষ্ণু, ব্রহ্মা ও ইন্দ্র এই পঞ্চ দেবতার ধ্যান করিয়া, প্রত্যেককে সংস্কৃত বহিতে এক এক আহুতি প্রদান করিবে। (২৫৮) অনন্তর বর, কন্ডার পাণিযুগল ধারণ করিয়া এই মন্ত্র পাঠ করিবে, হে স্নতগে! আমি তোমার পাণিগ্রহণ করিতেছি, তুমি শুক্ল ও দেবতার প্রতি ভক্তিমতী হও এবং ধৰ্ম্মাহুসারে গৃহস্থধৰ্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে থাক। (২৫৯) হে শিবে! অনন্তর বধু স্বামী প্রদত্ত স্নত ও ব্রাহ্ম আহুতি লাক্ষ দ্বারা প্রজাপতির উদ্দেশে চারিবার আহুতি প্রদান করিবে। (২৬০) তৎপরে বর, বধুর সহিত উথিত হইয়া, অগ্নি প্রদক্ষিণ পূরক, হুগা, শিব, রমা, বিষ্ণু, ব্রহ্মাণী ও ব্রহ্মা ইহাদের যুগ্ম যুগ্ম উদ্দেশ করিয়া, প্রত্যেক সম্প্রতিঃ জন্ত তিনবার করিয়া আহুতি প্রদান করিবে। (২৬১) অনন্তর মন্ত্র পাঠ ব্যতিরেকে শিলাগ্ৰোহণ ও সপ্তপাণী গমন করিবে, কুলধৰ্ম্মকাৰ্য্য বিবাহরাজিতে হইলে, পুরনারীগণের সহিত একত্রিত হইয়া অন্নকুতী দর্শন করিবে। (২৬২) পরে বর প্রতিনিবৃত্ত হইয়া আসনে সম্যক্ প্রকারে উপবেশন করিয়া, ষ্টিষ্টিক্কং হোম হইতে, পূর্ণাহুতি পর্যন্ত, সমুদায় কৰ্ম্ম সম্পন্ন করিবে। (২৬৩) যদি স্বজাতীয় গোত্র ভিন্ন অসপিণ্ডা কন্ডার সহিত কুলধৰ্ম্মাহুসারে বিবাহ হয়, তাহাই নির্দোষ ব্রাহ্ম-বিবাহ। (২৬৪) যে ভাৰ্য্যা ব্রাহ্ম-বিবাহে পরিগৃহীত হয়, সেই ভাৰ্য্যাই পত্নী ও গৃহেখরী হইয়া থাকে, তাহার অমৃততি ব্যতিরেকে কোনও ব্যক্তি পুনর্বার ব্রাহ্মবিবাহ করিতে পারিবে না। (২৬৫) হে কুলেশ্বরী! ব্রহ্মবিবাহোৎপন্ন পুত্র বা তৎসংশ্লিষ্ট কেহ বিদ্যমান থাকিলে, শৈববিবাহ দ্বারা বিবাহিত ভাৰ্য্যার গর্ভজ পুত্র, ধর্ম্মাধিকারী হইতে পারে না। (২৬৬) শৈববিবাহে শিববিবাহ সন্তান বা তৎসংশ্লিষ্ট পুত্রগণ, ধর্ম্মাধিকারীর নিকটে সম্প্রতিঃ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। (২৬৭) শৈববিবাহ ছই প্রকার, কুলচক্রে এই বিবাহ সম্পাদিত হইয়া থাকে, চক্রের নিরমাহুসারে চক্র নিবৃত্তি পর্যন্ত এক প্রকার বিবাহ স্বামী, দ্বিতীয় প্রকার বিবাহ, বাবজীবন স্থায়ী হইয়া থাকে। (২৬৮) বীর ব্যক্তি চক্রানুষ্ঠান সময়ে সমাহিত চক্রে শক্তিসাধক স্বগণগণে পরিবেষ্টিত হইয়া ইচ্ছাবিত্ত বিবাহ করিবেন। (২৬৯) প্রথমতঃ ভৈরবী, বীরগণের সবকে আপনায় অভিপ্রায় ব্যক্ত করিবেন এবং বসিলেন, আমাদের উভয়ের শৈববিবাহ বিবাহে আপনায় অমৃততি করুন। (২৭০) অনন্তর বীর, বীরগণের অমৃততি গ্রহণ করিয়া,

তেষামনুজ্ঞামাদায় জপ্তা। সপ্তাক্ষরং মনুস্ম । অষ্টোত্তরশতাবৃত্ত্যা প্রণমেৎ কালিকাং পুরাম্ ॥ ২৭১

ততঃ বদেৎ তাং রমণীং কোলানাং সন্নিধৌ শিবে ।

অকৈতবেন চিত্তেন পতিভাবেন মাং বৃণু ॥ ২৭২

গন্ধপুষ্পাক্ষতৈর্বৃদ্ধা সা কোলা দয়িতং ততঃ । স্পৃশদধানা দেবেশি করৌ দদ্যাৎ করোপরি ॥ ২৭৩

কৃতোহভিষিক্তেং চক্ৰোশো মন্ত্ৰেণানেন দম্পতী । তদাচক্রস্থিতাঃ কোলা ক্রয়ুঃ স্বস্তীতি সাদরম্ ॥ ২৭৪

রাজরাজেশ্বরী কালী তারিণী ভুবনেশ্বরী । বগবা কমলা নিত্য যুবাং রক্ষন্ত ভৈরবী ॥ ২৭৫

অভিষিক্তেং দ্বাদশধা মধুনা বচর্যাপাথসা । ততস্তৌ প্রণতৌ বিদ্বান্ শ্রাবয়েদ্বাগ্ভবং রমাম্ ॥ ২৭৬

ষদ্যদক্ষীকৃতং তত্র তাভ্যাং পাল্যং প্রযত্নতঃ । শান্তবোক্তবিধানেন কুলীনাভ্যাং কুলেশ্বরী ॥ ২৭৭

বয়োরণবিচারোহত্র শৈবোদ্ধাহে ন বিদ্যাতে । অসপিণ্ডাং ভর্তৃহীনামুদ্বহেচ্ছতুশাসনাং ॥ ২৭৮

পরিণীতা শৈবধর্ম্যে চক্রনির্ধারণেন যা । অপত্যার্থী ঋতুং দৃষ্টা চক্রাতীতে তু তাং ত্যজেৎ ॥ ২৭৯

শৈবভার্যোস্তবাপত্যমহুলোমেন মাতৃবৎ । সমাচরেদ্বিলোমেন তন্তু সামান্যজাতিবৎ ॥ ২৮০

এবাং শঙ্করজাতীনাং সর্কজ পিতৃকর্মস্ব । ভোজ্যপ্রদানং কোলানাং ভোজনং বিহিতং ভবেৎ ॥ ২৮১

নৃণাং স্বভাবজং দেবি প্রিয়ং ভোজনমৈখুনম্ । সংক্ষেপায় হিতার্থায় শৈবধর্ম্যে নিরূপিতম্ ॥ ২৮২

অতএব মহেশানি শৈবধর্ম্মনিষেবাণ্য । ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাণাং প্রভূত্ববতি নাত্থা ॥ ২৮৩

ইতি শ্রীমহানির্দ্বাণতন্ত্রে সর্কতন্ত্রোত্তমোত্তমে সর্ক ধর্ম্ম নির্ণয়সারে শ্রীমদাদ্যাসদাশিবসংবাদে

কুশণ্ডিকাদশবিধসংস্করণবিধিনামি নবমোন্মাসঃ ॥

সপ্তাক্ষর মন্ত্র একশত আটবার জপ করত পরমা শক্তি কালিকাকে প্রণাম করিবে। (২৭১)

হে শিবে! তদনন্তর বীর, কোলবর্গের সমক্ষে সেই রমণীকে বলিলেন, আমাকে অকপট হৃদয়ে পতি ভাবে বরণ কর ॥ (২৭২) হে দেবেশি! সেই কোলা কামিনী, গন্ধ, পুষ্প ও অক্ষত দ্বারা

শ্রদ্ধাষিতহৃদয়ে প্রিয় পতির অর্চনা করিয়া তাঁহার হস্তের উপর হস্ত প্রদান করিবে। (২৭৩)

অনন্তর চক্রেস্বর এই মন্ত্রে সেই দম্পতির অভিষেক করিবেন, তখন চক্রস্থ বীরগণ সমাদরে স্বস্তি এই কথা বলিলেন। (২৭৪) (অভিষিক্ত করিবার মন্ত্র এই;)—রাজরাজেশ্বরী, কালী, তারিণী,

ভুবনেশ্বরী, ভৈরবী, কমলা, নিত্য ও ভৈরবী, ইহারা তোমাদের দুই জনকে রক্ষা করুন। (২৭৫)

চক্রেস্বর এই মন্ত্রে মধু বা অর্ঘ্যজল দ্বারা উভয়ের অভিষেক করিবেন, যখন দম্পতি ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিবেন, তখন তাঁহাদিগকে ঐং, জ্রীং এই দুইটি বীজ প্রবণ করাইবেন। (২৭৬) সেই

দম্পতি শৈব বিবাহে বাহা বাহা প্রতিজ্ঞত হইবেন, শিবোক্ত বিধানানুসারে তাঁহাদিগকে তত্তাবৎ পালন করিতে হইবে। (২৭৭) শৈবোদ্ধাহে বয়স বা বর্ণবিচার নাই, ভর্তৃহীনা ও অসপিণ্ডা-

রই বিবাহ হইবে, ইহা শস্ত্রের শাসন। (২৭৮) শৈবধর্ম্ম ক্রমে চক্র নিয়ম দ্বারা বাহাকে বিবাহ করা হইয়াছে, অপত্যার্থী বীর তাহার নিয়ম মত ঋতু কাল দেখিয়া চক্রনিবৃত্তি সময়ে তাহাকে

পরিত্যাগ করিবেন। (২৭৯) অহুলোম ক্রমে বিবাহিত ভার্য্যার গর্ভজাত পুত্র, মাতৃভূলা হইবে যদি বিলোম বিবাহ ঘটে, তাহা হইলে তদপর্জজ পুত্র সামান্য জাতির জ্ঞান হইবে। (২৮০) এই

সকল শঙ্কর জাতির পিতৃ শ্রদ্ধ প্রভৃতিতে কোল ব্যক্তিকে ভোজ্য প্রদান ও ভোজন করাইতে

হইবে। (২৮১) হে দেবি! মানবগণের পক্ষে ভোজন ও মৈখুন স্বভাবতঃ প্রিয় বস্তু, অতএব তাহার সংক্ষেপ এবং হিত সাধনার্থে শৈব ধর্ম্মে সীমা তাহার নিরূপিত হইয়াছে। (২৮২) হে

মহেশ্বর! শৈবধর্ম্মানুষ্ঠান করিলে লোক যে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষের সম্পূর্ণ অধিকারী হইয়া থাকে, তাহার কোনও সন্দেহ নাই। (২৮৩)

দশমোল্লাসঃ ।

ত্রিদেব্যাচ ।

কুশণ্ডিকাবিধিনাং সংস্কারাশ্চ দশ প্রভাঃ । বুদ্ধিশ্রাদ্ধবিধিং দেব কৃপয়া মে প্রকাশয় ॥ ১
কশ্মিন্ কশ্মিন্চ সংস্কারে প্রতিষ্ঠাশ্চ চ কাশপি । কুশণ্ডিকাবিধানঞ্চ বুদ্ধিশ্রাদ্ধঞ্চ শঙ্কর ॥ ২
কর্তব্যং বা ন কর্তব্যং তন্মমাতক্য তত্ত্বতঃ । মৎপ্রীত্যে মহেশানি জীবানাং মঙ্গলায় চ ॥ ৩
ত্রীসদাশিব উবাচ ।

জীবসেকাধিবাহাস্তদশসংস্কারকৰ্ম্মসু । যত্র যদ্বিহিতং ভদ্রে সবিশেষং প্রকীৰ্ত্তিতম্ ॥ ৪
তদেব কার্য্যং মনুজৈস্তত্ত্বজৈহিতমিচ্ছুভিঃ । অন্ত্রত্র যদ্বিধাতব্যং তৎ শৃণু বরাননে ॥ ৫
বাপীকূপতড়াগানাং দেবপ্রতিষ্ঠতেত্ত্বা । গৃহারামব্রতাদীনাং প্রতিষ্ঠাকৰ্ম্মসু প্রিয়ে ॥ ৬
সৰ্ব্বত্র পঞ্চদেবানাং মাতৃগামপি পূজনম্ । বসোদারী চ কর্তব্য্য বুদ্ধিশ্রাদ্ধকুশণ্ডিকে ॥ ৭
জীণাং বিধয়কৃত্যে বুদ্ধিশ্রাদ্ধং ন বিদ্যতে । দেবতাপিতৃতৃপ্তার্থং ভোজ্যমেকং সমুৎসৃজেৎ ॥ ৮
দেবমাত্রার্চনং তত্র বহুধারা কুশণ্ডিকা । ভক্ত্যা স্ত্রিয়া বিণাতব্য্য ঋত্বিজ্ঞা কমলাননে ॥ ৯
পুত্রশ্চ পৌত্রো দৌহিত্রো জাতয়ো ভগিনীসুতঃ । জামাতস্বিগৃদৈবপিত্রে শত্ভাঃ প্রতিনিধৌ শিবে ॥ ১০
বুদ্ধিশ্রাদ্ধং প্রবক্ষ্যামি তত্ত্বতঃ শৃণু কালিকে ॥ ১১
কৃত্বা নিত্যোদিতং কৰ্ম্ম মানবঃ স্তুসমাহিতঃ । গঙ্গাং যজ্ঞেশ্বরং বিষ্ণুং বাস্কীশং ভূপতিং যজ্ঞেৎ ॥ ১২
ভক্তো দৰ্ভময়ান্ বিপ্রান্ কল্লয়েৎ প্রণবং স্মরন্ । পঞ্চভিনবভির্কাপি সপ্তভিঙ্গিভিরেব বা ॥ ১৩
নির্গর্ভৈশ্চ কুশৈঃ সাত্রেদ্বৈদক্ষিণাবর্তযোগতঃ । সাক্ষদ্রয়াবর্তনে ন উদ্ধাগ্রৈবচয়েদ্বিজান্ ॥ ১৪

দেবী কহিলেন,—হে নাথ ! আমি আপনার নিকট হইতে কুশণ্ডিকা বিধি ও দশবিধ সংস্কার
গুলিলাম এক্ষণে কৃপা করিয়া আমার নিকটে বুদ্ধি শ্রাদ্ধ বিধি বর্ণন করুন । (১) হে শঙ্কর !
কোন কোন সংস্কার ও কোন্ কোন্ প্রতিষ্ঠাতে কুশণ্ডিকা ও বুদ্ধি শ্রাদ্ধ কর্তব্য ও অকর্তব্য, তাহা
আমার প্রীতি ও জীবের মঙ্গলের নিমিত্ত যথার্থতঃ বর্ণন করুন (২৩) সদাশিব কহিলেন,—হে
ভদ্রে ! গর্ত্তধান অবধি বিবাহ পর্য্যন্ত দশবিধ সংস্কারের মধ্যে যে কার্য্য-বিধি বিহিত, তাহা
সবিশেষ বলিরাছি । (৪) হে বরাননে ! আমি উক্তরূপে যে স্থলে যাদৃশ বিধির ব্যবস্থা করি-
রাছি, হিতাকাঙ্ক্ষী মানবগণের পক্ষে তদনুরূপ অনুষ্ঠান করা কর্তব্য ; এতদ্ভিন্ন অন্ত্রস্থানে ঘেরূপ
কর্তব্য, তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর । (৫) হে প্রিয়ে ! বাপী, কূপ, তড়াগ, দেবপ্রতিমা,
গৃহ, উদ্যান, ও ব্রত প্রতিষ্ঠাকালে পঞ্চ দেবতার ও মাতৃগণের পূজা, বহুধারা, বুদ্ধিশ্রাদ্ধ ও কুশ-
ণ্ডিকা করিতে হইবে । (৬) বুদ্ধিশ্রাদ্ধ জীজ্ঞাতির পক্ষে কর্তব্য কৰ্ম্মের বিধি নহে, কেবল
দেব ও পিতৃগণের তৃপ্তির জন্ত একটা ভোজ্য উৎসর্গ করিতে হইবে । (৭) হে কমলাননে !
সেৱূপ স্থলে পুরোহিত দ্বারা ভক্তি সহকারে দেবতার অর্চনা, বহুধারা ও কুশণ্ডিকা বিধির অনু-
ষ্ঠান করা জীলোকের কর্তব্য । (৮) হে শিবে ! জীলোকের প্রতিনিধিতে পুত্র, পৌত্র, দৌহিত্র,
জ্ঞাতি ভাগিনের, জামাতা, ও পুরোহিত ইহঁতাই দৈব ও পৈত্র কৰ্ম্মে প্রস্তুত । (৯) 'হে
বালিকে ! আমি তোমার নিকট যথাযথরূপে বুদ্ধিশ্রাদ্ধবিধি বলিতেছি, শ্রবণ কর । (১১)
লোকে স্তুতসমাহিতচিত্তে নিত্যকৰ্ম্ম সমাধা করিয়া গঙ্গা, যজ্ঞেশ্বর, বিষ্ণু, বাস্কদেব ও ভূবানির
অর্চনা করিবে । (১২) প্রণবোচ্চারণ করিতে করিতে দৰ্ভময় ব্রাহ্মণ কলনা করিবে ; পঞ্চ, নব,
সপ্ত, অথবা ত্রিসংখ্যক ব্রাহ্মণ প্রস্তুত করিতে হয় । (১৩) গর্ভশূন্য সাত্রে উদ্ধাগ্র কুশ দ্বারা দক্ষি-

বুদ্ধিশ্রদ্ধে পার্শ্বগদৌ বদ্ভুবিপ্রাঃ পরিকীর্তিতাঃ । একোদ্ধিষ্টে তু কথিত একএব দ্বিজঃ শিবে ॥ ১৫

ভতো বিপ্রান্ কুশময়ানেকস্মিন্নেব ভাজনে । ক্রোবেরাভিমুখান্ কৃৎস্না নাপয়েদমুনা স্ত্রীঃ ॥ ১৬

হ্রীং শব্দো দেবীরতিষ্ঠয়ে শব্দো ভবন্ত পীতয়েশংঘোরভিশ্রবন্ত নঃ ॥ ১৬

ততস্ত গন্ধপুষ্পাভ্যাং পূজয়েৎ কুশভূমুদান্ ॥ ১৮

পশ্চিমে দক্ষিণে চৈব যুগ্মযুগ্মক্রমাৎ স্ত্রীঃ । ষট্ পাত্রাণি সদন্তাণি স্থাপয়েত লসীতিলৈঃ ॥ ১৯

পাত্রদ্বয়ে পশ্চিমায়াং বাম্যে পাত্রচতুষ্টয়ম্ । পূর্বাভ্যন্তরমুখান্ বদ্ভুবিপ্রানুপবেশয়েৎ ॥ ২০

দৈবপক্ষং পশ্চিমায়াং দক্ষিণে বামযাম্যয়োঃ । পিতৃন্দ্রাতামহতাপি পক্ষৌ যৌ বিদ্ধি পার্কৃতি ॥ ২১

নান্দীমুখাশ্চ পিতরো নান্দীমুখাশ্চ মাতরঃ । মাতামহাদয়োহপ্যেবং মাতামহাদয়োহপি চ ।

শ্রাদ্ধে নাম্নাত্মাদয়িকে সমুল্লেখ্য বরাননে ॥ ২২

দক্ষাবর্তেনোত্তরাস্ত্রো দৈবং কৰ্ম্ম সমাচরেৎ । বামাবর্তেন দক্ষাশ্চ পিতৃকৰ্ম্মাণি সাধয়েৎ ॥ ২৩

সৰ্ব্বং কৰ্ম্ম প্রকুরীত দৈবাদিক্রমতঃ শিবে । লজ্বনান্নাত্মাতৃণাং শ্রাদ্ধং তদ্বিকলং ভবেৎ ॥ ২৪

কোবেরাভিমুখোহমুজ্জ্বাবাক্যং দৈনে প্রকল্পয়েৎ । বাম্যাত্মঃ কল্পয়েদ্বাক্যং পিত্রে মাতামহেহপি চ ।

উজ্জাদৌ দৈবপক্ষে তু বাক্যং শৃণু শুচিস্মিতে ॥ ২৫

কালাদীনি নিমিত্তানি সমুল্লিখ্য ততঃ পরম্ । তত্ত্বং কৰ্ম্মাত্মদয়ার্থযুক্তা সাধকসত্তমঃ ॥ ২৬

পিত্রাদীনান্ জয়াণাং তু মাত্রাদীনান্ তথৈব চ । মাতামহানান্ চ মাতামহাদীনানপি প্রিয়ে ॥ ২৭

ষষ্ঠ্যন্তং কীর্তয়েন্নাম গোত্রোচ্চারণপূর্বকম্ । বিশ্বেষাঈকৈব দেবানান্ শ্রাদ্ধং পদমুদীরয়েৎ ॥ ২৮

কুশনির্মিতয়োঃ পশ্চাৎ বিপ্রয়োঃ হমিত্যপি । করিষ্যে পরমেশানীত্যমুজ্জ্বাবাক্যমীরিতম্ ॥ ২৯

গাবর্ত যোগে সার্ক্কিয় বেটন পূর্বক উক্ত ব্রাহ্মণ রচনা করিতে হইবে । (১৪) হে শিবে ! বুদ্ধি

এবং পার্শ্বগ শ্রাদ্ধে ছয়টি এবং একোদ্ধিষ্ট শ্রাদ্ধে একটি মাত্র ব্রাহ্মণ কল্পনার আবশ্যক । (১৫)

অনন্তর স্ত্রী ব্যক্তি কুশময় ব্রাহ্মণদিককে একপাত্রে উত্তরাস্ত্র স্থাপন করতঃ এই মন্ত্র পাঠ

পূর্বক স্নান করাইবে । (১৬) জল দেবতা আমাদের অতীষ্টসিদ্ধির নিমিত্ত, জল দেবতা আমাদের

পানের নিমিত্ত এবং জল দেবতা আমাদের নিমিত্ত সম্যক্ প্রকারে মঙ্গল বিধান করুন । (১৭)

অনন্তর কুশময় ব্রাহ্মণগণকে গন্ধ পুষ্প দ্বারা পূজা করিবে । (১৮) স্ত্রী ব্যক্তি পশ্চিম ও দক্ষিণদিকে

তুলসী পত্র ও দর্ভের সহিত দুই দুইটি একত্র করিয়া ছয়টি পাত্র স্থাপন করিবে । (১৯) পশ্চিম-

স্থাপিত পাত্রদ্বয়ে দুইটি ব্রাহ্মণকে পূর্বমুখ এবং দক্ষিণ দিক্ স্থাপিত চারিটি পাত্রে চারিটি ব্রাহ্ম-

ণকে উত্তর মুখ করিয়া উপবেশন করিবে । (২০) হে পার্কৃতি ! পশ্চিম দিকে দেব, দক্ষিণ

দিকের বামভাগে পিতৃ এবং দক্ষিণ দিকের দক্ষিণভাগে মাতামহপক্ষ কল্পনা করিবে । (২১)

হে বরাননে ! আত্মাদয়িক নামক নান্দীশ্রাদ্ধে নান্দীমুখ পিতৃগণ, নান্দীমুখী মাতৃগণ, নান্দীমুখ

মাতামহ প্রভৃতি এবং নান্দীমুখী মাতামহী প্রভৃতিরও নামের উল্লেখ করিবে । (২২) দক্ষিণা-

বর্ত দ্বারা উত্তরাস্ত্র হইয়া দৈবকৰ্ম্ম এবং বামাবর্ত দ্বারা দক্ষিণাস্ত্র হইয়া পিতৃকৰ্ম্ম সাধন করিবে ।

(২৩) হে শিব ! দৈবাদিক্রমে সমুদায় কৰ্ম্ম করিবে, বামাবর্ত নাহুইয়া মাতৃপিতৃগণকে লজ্বন

পূর্বক শ্রাদ্ধ করিলে তাহা নিফল হইবে । (২৪) দৈবকৰ্ম্মে উত্তরাস্ত্র এবং পৈত্র ও মাতামহাদির

কার্য্য দক্ষিণাস্ত্র হইয়া অমুজ্জ্বাবাক্য বলিবে ; হে স্ত্রম্মরি ! প্রথমে দৈবপক্ষের বাক্য বলিতেছি,

শ্রবণ কর । (২৫) অনন্তর সাধকসত্তম, কাল ও নিমিত্তের উল্লেখ করিয়া পশ্চাৎ তত্ত্বকৰ্ম্ম-

ভ্যদয়ার্থ এই কথা বলিয়া পিতৃ প্রভৃতি তিন পুরুষ, মাতৃ প্রভৃতি মাতামহ প্রভৃতি তিন

পুরুষ এবং মাতামহী প্রভৃতি তিন ব্যক্তির গোত্র উচ্চারণ করিয়া ঋগী বিভক্ত্যন্ত নামো-

ল্লেখ করিবে, পশ্চাৎ বিশ্বেষাং দেবানান্ এই পদ উচ্চারণ করিবে । (২৬২৭২৮) হে পরমে-

শ্বর ! তৎপরে কুশনির্মিতয়ো ব্রাহ্মণয়োঃ করিষ্যে এই বাক্য পাঠ করিবে, ইহারই নাম

বিশ্বান্ দেবান্ পরিত্যজ্য পিতৃপক্ষে তু পার্কতি । তথা মাতামহস্তাপি পক্ষেহুজ্জা প্রকীর্তিতা ॥৩০॥
 তজ্জতা জপেদ্ ব্রহ্মবিদ্যাং গায়ত্রীং দশধা শিবে ॥ ৩১॥
 দেবতাভ্যাং পিতৃভ্যশ্চ মহাবোগিভ্যা এষ চ । নমোহস্ত পুষ্টো স্বাহারৈ নিত্যমেবতবজ্জিতি ॥ ৩২॥
 পঠিষ্মৈনং ত্রিধা হস্তে জলমাদায় সন্তমঃ । বং হুং ফড়িতি মন্ত্রেণ শ্রাদ্ধজব্যাপি শোধয়েৎ ॥ ৩৩॥
 আশ্বেষ্যাং পাত্রমেকস্ত সংস্থাপ্য কুলনায়িকে । রক্ষোন্নমমৃতং প্রোচ্য যজ্ঞরক্ষাং কুরুষ মে ।
 ইত্যুক্তা ভাজনে তস্মিন্জলসীদলসংযুতম্ ॥ ৩৪॥
 নিধায় সলিলং দেবি দেবাদিক্রমতঃ স্তবীঃ । বিশ্বেভ্যো জলগণ্ডুং দত্ত্বা দদ্যাৎ কুশাসনম্ ॥ ৩৫॥
 তত আবাহয়েদ্বিশ্বান্ বিশ্বান্ দেবান্ পিতৃং স্তথা । মাতৃস্মাতামহাংশাপি তথা মাতামহীঃ শিবে ॥ ৩৬॥
 আবাহাপূজয়েদানৌ বিশ্বান্ দেবাংস্ততো যজ্ঞেৎ । পিতৃভ্যং তথা মাতৃভ্যং মাতামহভ্যং ॥ ৩৭॥
 মাতামহীভ্যং চাপি পাদ্যার্থ্যাচমনাদিভিঃ । ধূপদীপৈশ্চ বাসোভিঃ পূজয়িত্বা বরাননে ।
 পাত্রাণাং পাতনপ্রশ্নং কুর্য্যাকৈবক্রমাৎ শিবে ॥ ৩৮॥
 মণ্ডলং রচয়েদেকং নায়রা চতুরশ্রকম্ । ষে ষে চ মণ্ডলে কুর্য্যাৎ তস্ব পক্ষদ্বয়োরপি ॥ ৩৯॥
 বরুণপ্রোক্ষিতেষু পাত্রাণ্যাসাদ্য সাধকঃ । তেন কালিতপাত্রেষু বর্কোপকরণৈঃ সহ ।
 পানার্থপাথসান্নানি ক্রমেণ পরিবেশয়েৎ ॥ ৪০॥
 ততো মধুযবান্ দত্ত্বা হ্রাং হুং ফড়িতি মন্ত্রকৈঃ । সংপ্রোক্ষ্যান্নানি সর্ক্বাপি বিশ্বান্ দেবাংস্তথা পিতৃন্ ॥
 মাতৃস্মাতামহান্ মাতামহীকুল্লিখ্য তস্ববিৎ । নিবেদ্য দেবীং গায়ত্রীং দেবতাভ্যস্ত্রিধা পঠেৎ ॥ ৪১॥
 শেষানপিগুণ্যোঃ প্রনৌ কুর্য্যাদাদ্যো ততঃ পরম্ ॥ ৪২॥
 দত্তশেষৈরক্ষতাদ্যৈশ্চান্নৈরুপকলসন্নিতান্ । দ্বিজাং প্রাপ্তোত্তরঃ পিণ্ডান্ রচয়েদ্ দ্বাদশ প্রিয়ে ॥ ৪৩॥

অহুজ্জাবাক্য । (২৯) হে পার্কতি ! পিতৃপক্ষ ও মাতামহ পক্ষে বিশ্ববাং দেবানাং এই পদ পরিত্যাগ পূর্বক অহুজ্জাবাক্য বলিবে । (৩০) হে শিবে ! অনন্তর ব্রহ্মবিদ্যা গায়ত্রী দশবার জপ করিবে । (৩১) দেবগণ, পিতৃগণ, মহাবোগিগণ পুষ্টি এবং স্বাহাকে নমস্কার, এইরূপ আত্মাদায়িক কার্য নিত্য হউক । (৩২) সাধু ব্যক্তি এই মন্ত্র পাঠ পূর্বক হস্তে জল গ্রহণ করিয়া বং হুং ফট্ এই মন্ত্রোচ্চারণে তিনবার শ্রাদ্ধ জব্যাদি প্রোক্ষিত করিয়া শোধন করিবে । (৩৩) হে কুলনায়িকে ! পরে অগ্নিকোণে একটা পাত্র স্থাপন করিয়া রক্ষোন্নমমৃতমি মম যজ্ঞ রক্ষাং কুরুষ এই মন্ত্র পাঠ করত সেই পাত্রে তুলসী পত্রের সহিত জল রাখিয়া স্তবী ব্যক্তি দেবপক্ষ হইতে আরম্ভ করিয়া কুশময় ব্রাহ্মগণকে জল গণ্ডু প্রদান করিবে ; অনন্তর দৈবাদিক্রমে কুশাসন প্রদান করিবে । (৩৪।৩৫) অনন্তর হে শিবে ! বিশ্বান্ ব্যক্তি বিশ্বদেবগণ, পিতৃগণ, মাতৃগণ, মাতামহগণ ও মাতামহীগণকে আব্ধান করিবে । (৩৬) আবাহনান্তে প্রথমে বিশ্বদেবগণের পূজা করিয়া পরে পিতৃভ্যং, মাতৃভ্যং, এবং মাতামহভ্যংকে পূজা করিবে । (৩৭) হে বরাননে । অনন্তর মাতামহীগণকে পাদ্য অর্ঘ্য আচমনীয়, ধূপ দীপ ও বস্ত্র দ্বারা অর্চনা করিয়া দৈব হইতে আরম্ভ করিয়া যথাক্রমে পাত্র পাতন প্রশ্ন করিবে । (৩৮) পরে মায়াবীজ উচ্চারণ পূর্বক দেবপক্ষ একটা চতুর্কোণ মণ্ডল স্থাপন করিয়া মাতামহ ও পিতৃপক্ষে হ্রীং উচ্চারণ পূর্বক দুইটা করিয়া ঐরূপ মণ্ডল রচনা করিবে । (৩৯) অনন্তর বরুণবীজে উহা প্রোক্ষিত করিয়া তাহাতে পাত্রগুলি সংস্থাপন পূর্বক বং বীজ দ্বারা প্রক্ষালিত পাত্রে দেবপক্ষ হইতে আরম্ভ করিয়া সমুদায় উপকরণ, পানার্থ জল এবং অন্ন ক্রমশঃ পরিবেশন করিবে । (৪০) পরে অন্নাদিতে মধু ও যব প্রদানান্তে হ্রীং হুং ফট্ এই মন্ত্রে প্রোক্ষিত করিয়া বিশ্বদেবগণ, পিতৃগণ, মাতৃগণ, ও মাতামহীগণকে উল্লেখ পূর্বক তদ্বন্দেষে সমুদায় অন্ন যথাক্রমে নিবেদন করিবে, পশ্চাৎ, দশবার গায়ত্রী ও দেবতাভ্য এই মন্ত্র তিনবার পাঠ করিবে । (৪১।৪২) হে আদো ! অনন্তর শেষান্ ও পিণ্ড প্রশ্ন করিবে । (৪৩)

অন্তঃ তু কল্পয়েদেকং পিণ্ডং তৎসমমখিকে । আন্তরেনৈকং তে দত্তান্ মণ্ডলে যবসংযুতান্ ॥ ৪৫
 যে মে কুলে লুপ্তপিণ্ডাঃ পুত্রদারবিবর্জিতাঃ । অগ্নিদদ্ধাশ্চ যে কেহপি ব্যালব্যগ্রহতাশ্চ যে ॥ ৪৬
 যে বান্ধবাবান্ধবা বা যেষ্শত্ৰুজয়নি বান্ধবাঃ । মদন্তপিণ্ডতোয়াভ্যাং তে যান্ত তৃপ্তিমক্ষ্যাম্ ॥ ৪৭
 দদ্য পিণ্ডমপিণ্ডতো। মন্ত্রাভ্যাং সুরবন্দিতে । প্রকাল্য হস্তাবাচাত্তঃ সাবিজীং প্রজপংস্ততঃ ।
 দেবতাভ্যস্ত্রিধা জপ্তা মণ্ডলানি প্রকল্পয়েৎ ॥ ৪৮
 উচ্ছিষ্টপাত্রপুরতঃ পূর্বোক্তবিধিনা বৃধঃ । য়ে চ মণ্ডলে দেবি রচয়েৎ পিতৃতঃ ক্রমাৎ ॥ ৪৯
 পূর্বমগ্নেণ সংপ্রাক্ষ্য কুশাংস্তেজাতরয়েৎ কৃতী । অভ্যাক্ষ্য বায়ুনা দর্ভান্ পিতৃদর্ভক্রমাৎ শিবে ।
 উর্দ্ধে মূলে চ মধ্যে চ ত্রীংশ্চ পিণ্ডান্নিবেদয়েৎ ॥ ৫০
 আমন্ত্রণেন প্রত্যেকং নামোচ্চার্য মহেশ্বরী । স্বধয়া বিতরেৎ পিণ্ডং যবমাক্ষীকসংযুতম্ ॥ ৫১
 পিণ্ডান্তে পিণ্ডশেষঞ্চ বিকীর্ণ্য লেপভাজিনঃ । প্রীগয়েৎ করলেপেন নৈকোদ্বিষ্টেষ্মৎ বিধিঃ ॥ ৫২
 দেবতাপিতৃতৃপ্তার্থং সাবিজীং দশধা জপেৎ । দেবতাভ্যস্ত্রিধা জপ্তা পিণ্ডান্ সম্পূজয়েস্ততঃ ॥ ৫৩
 প্রজাল্য ধূপং দীপং চ নিমীল্য নয়নদ্বয়ম্ । বিদ্যাদেহধরান্ পিতৃনরতঃ কব্যমধ্বরে ।
 বিভাব্য প্রণমেদ্বীমানিমং মন্ত্রমুদীরয়েৎ ॥ ৫৪
 পিতা মে পরমো ধর্মঃ পিতা মে পরমং তপঃ । স্বর্গঃ পিতা মে ততৃপ্তৌ তৃপ্তমন্ত্যখিলং জগৎ ॥ ৫৫
 ততো নিশ্চাল্যামাদায় প্রার্থয়েদাশিষং পিতৃন ॥ ৫৬
 আশিষো মে প্রদীরস্তাঃ পিতরং করুণাময়াঃ । বেদাঃ সন্ততয়ো নিত্যং বর্জস্তাং বান্ধবা মম ॥ ৫৭

হে প্রিয়ে ! ত্রাক্ষণের নিকট হইতে প্রেমের উত্তর পাইয়া দত্তাবশেষ অক্ষতাদি দ্বারা বিধাকার
 দ্বাদশটি পিণ্ড প্রস্তুত করিবে। (৪৪) হে অখিকে ! বিষকল সদৃশ অস্ত্র একটা পিণ্ড রচনা করিয়া
 নৈকতকোণে মণ্ডলের উপরিভাগে যবসংযুক্ত কুশ বিস্তারিত করিবে। (৪৫) পিণ্ড প্রদানের
 মন্ত্র এই ;—আমার বংশে বাঁহাদের জ্ঞী পুত্র নাই এবং পিণ্ড লোপ পাইয়াছে, বাঁহারা অগ্নিতে
 দগ্ধ, কিংবা সর্প বা অস্ত্র কোনও হিংস্র জন্তুর হস্তে নিহত হইয়াছে, বাঁহারা আমার বান্ধব,
 বা শত্রু, বাঁহারা পূর্বজন্মে আমাদের বান্ধব ছিলেন, মদন্ত পিণ্ড ও জল গ্রহণ করিয়া তাঁহারা
 অক্ষয় তৃপ্তি লাভ করুন। (৪৬) হে সুরবন্দিতে ! এই দুইটা মন্ত্রে অপিণ্ডদ্বিগকে পিণ্ডদান
 করিয়া হস্ত প্রকালন ও আচমন পূর্বক দশবার গায়ত্রী জপ করত, দেবতাভ্য মন্ত্র তিনবার পাঠ
 করিয়া মণ্ডল রচনা করিবে। (৪৮) হে দেবি ! বিচক্ষণ শ্রাদ্ধকর্তা পিতৃপক্ষ হইতে আরম্ভ করিয়া
 উচ্ছিষ্ট পাত্রের সম্মুখে পূর্বোক্ত বিধানমতে দুই দুইটা করিয়া মণ্ডল প্রস্তুত করিবে। (৪৯) হে শিবে !
 অনস্তর বরণ বীজে মণ্ডল প্রোক্ষিত করিয়া তাহাতে কুশ আস্তীর্ণ করিবে, পরে বায়ুবীজে দর্ভ
 'অভ্যাক্ষিত' করিয়া পিতৃদর্ভ হইতে আরম্ভ করিয়া উর্দ্ধে মূলে এবং মধ্যে তিনটা তিনটা পিণ্ড প্রদান
 করিবে। (৫০) হে মহেশ্বর ! আমন্ত্রণযুক্ত প্রত্যেকের নাম উচ্চারণ করিয়া, স্বধা পাঠ করতঃ
 প্রত্যেককে যবমধুমিশ্রিত পিণ্ড প্রদান করিবে। (৫১) পিণ্ড প্রদানান্তে পিণ্ডের চতুর্দিকে পিণ্ডশেষ
 বিকীর্ণ করিবে ; অনস্তর করলয় অন্ন দ্বারা লেপভোজী পুরুষগণকে স্ত্রীত করিবে, এই বিধি একো-
 দ্বিষ্ট শ্রাদ্ধে নির্দিষ্ট নাই। (৫২) পরে দেবতা ও পিতৃগণের তৃপ্তির জন্ত দশবার গায়ত্রী জপ করিয়া
 দেবতাভ্য মন্ত্র তিনবার পাঠ করিবে, পশ্চাৎ গন্ধপুষ্প দ্বারা পিণ্ডপূজা। (৫২) অনস্তর ধূপ, দীপ
 প্রজালিত করিয়া, দুই চকু নিমীলিত করতঃ যজ্ঞস্থলে পিতৃগণ আপনাদের দেহ ধারণ পূর্বক কব্য
 ভোজন করিতেছেন, এইরূপ চিন্তা করিয়া, তাঁহাদিগকে প্রণাম করিবে। (৫৪) পিতাই আমার
 পরম ধর্ম, পিতাই আমার পরম তপস্তা, পিতা আমার স্বর্গ, পিতৃলোক জগৎ হইলে অখিল জগৎ
 তৃপ্ত হইয়া থাকে। (৫৫) অনস্তর নিশ্চাল্য গ্রহণ পূর্বক পিতৃগণের নিকটে এই আশীর্বাদ
 প্রার্থনা করিবে। (৫৬) করুণাময় পিতৃগণ আমাকে আশীর্বাদ করুন, আমার পৈতৃসন্তান

দাতারো মে বিবৰ্জ্জতাং বহুত্মানি সন্ত মে । যাচিতারঃ সদা সন্ত মা চ'যাচামি কঞ্চন ॥ ৫৮
 দৈবাদিতো বিজ্ঞান্ পিণ্ডান্ বিশ্বজ্ঞেতদনন্তরম্ । তথৈব দক্ষিণাং কুর্যাৎ পক্ষেষু ত্রিষু তত্ৰবিৎ ॥ ৫৯
 গায়ত্রীং দশধা জপ্তা দেবতাভ্যোহপি পঞ্চধা । দৃষ্টা বহিঃ রবিং বিপ্রমিদং পূচ্ছেৎ কৃতাজ্জলিঃ ॥ ৬০
 ইদং শ্রাদ্ধং সমুচ্চাৰ্য্য সাক্ষং জাতমুদীরয়েৎ । বিজোবদেৎ সমাগেব সাক্ষং জাতং বিধানতঃ ॥ ৬১
 অঙ্গবৈশ্ণব্যাশান্ত্যর্থং প্রণবং দশধা জপন্ । অচ্ছিত্রাভিবিধানেন কুর্যাৎ কৰ্ম্মসমাপনম্ ।
 পাত্ৰীয়ান্নানি পিণ্ডাংশ্চ ব্রাহ্মণায় নিবেদয়েৎ ॥ ৬২
 বিপ্রাভাবে গবাজেতাঃ সলিলে বা বিনিঃক্ষিপেৎ । বৃদ্ধিশ্রাদ্ধমিদং প্রোক্তং নিত্যসংস্কারকৰ্ম্মণি ॥ ৬৩
 শ্রাদ্ধে পৰ্শ্বণি কৰ্ত্তব্যে পার্শ্বগন্ধেন কীৰ্ত্তয়েৎ ॥ ৬৪
 দেবতাদিপ্রতিষ্ঠাস্থ তীর্থযাত্রা-প্রবেশয়োঃ । পার্শ্বগেন বিধানেন শ্রাদ্ধমেতদুদীরয়েৎ ॥ ৬৪
 নৈতেষু শ্রাদ্ধকৃত্যেযু পিতৃ নান্দীমুখান্ বদেৎ । নমোহস্ত পুষ্টায়িত্যত্র স্বধায়ৈ পদমুচ্চরেৎ ॥ ৬৬
 পিতৃাদিত্রয়মধ্যে তু যো জাবতি বরাননে । তন্তোৰ্দ্ধতনমুগ্ৰিথ্য শ্রাদ্ধং কুর্যাদ্বিচক্ষণঃ ॥ ৬৭
 জনকাদিষু জীবৎসু ত্রিষু শ্রাদ্ধং বিবৰ্জ্জয়েৎ । তেষু প্রীতেষু দেবেশি শ্রাদ্ধযজ্ঞকলং লভেৎ ॥ ৬৮
 জীবৎপিতরি কল্যাণি নাশ্রুশ্রাদ্ধাবিকারিতা । মাতুঃ শ্রাদ্ধং বিনা পত্ন্যাক্ষধা নান্দীমুখং বিনা ॥ ৬৯
 একোদ্ধিষ্টে তু কোলেশি বিশ্বদেবান্ন পূজয়েৎ । একমেব সমুদ্ধিশ্রাদ্ধজ্ঞাবাকাং প্রকল্পয়েৎ ॥ ৭০
 দক্ষিণাতিমুখো দদাদ্যদন্নং পিণ্ডং চ মানবঃ । যবস্থানে তিলা দেয়ঃ সৰ্ম্মমগ্ধচ পূৰ্ব্ববৎ ॥ ৭১
 প্রেতশ্রাদ্ধে বিশেষোহয়ং গন্ধাদ্যর্চ্যাং বিবৰ্জ্জয়েৎ । মৃতং সমুগ্ৰিথেৎ প্রেতং বাক্যে দানেহন্নপিণ্ডয়োঃ

ব্রাহ্মণেরা নিত্য বর্জিত হউক । (৫৭) আমার দাতাসকল বৃদ্ধি প্রাপ্ত হউন, আমাদের প্রচুর
 অন্ন-সংস্থান ঘটুক, অর্নেকে আমার নিকট যাজ্ঞা করুক, কিন্তু আমি যেন কাহারও নিকটে
 যাজ্ঞা না করি । (৫৮) পরে দেব পক্ষ হইতে আরম্ভ করিয়া ব্রাহ্মণগণকে ও পিণ্ডদিগকে বিস-
 র্জন দিবে, অনন্তর তত্ৰবিৎ ব্যক্তি দেবপক্ষ, পিতৃপক্ষ ও মাতামহপক্ষের দক্ষিণা দিবে । (৫৯)
 তদনন্তর দশবার গায়ত্রী জপ ও পাঁচবার দেবতাভ্য মগ্ন পাঠ করিবে, পশ্চাৎ অগ্নি ও সূর্য্য-
 দর্শনান্তে কৃতাজ্জলিপুটে ব্রাহ্মণকে জিজ্ঞাসা করিবে । (৬০) ইদং শ্রাদ্ধং সাক্ষং জাতং উত্তরে
 ব্রাহ্মণ বলিলেন, স্বধাবিধি সাক্ষং জাতং । (৬১) অনন্তর অঙ্গবৈশ্ণব্যা দোষশান্তির জন্ত দশবার
 প্রণব জপ করিয়া, অচ্ছিত্রাভিধান দ্বারা কৰ্ম্ম শেষ করিবে ; পাত্ৰায় এবং পিণ্ড ব্রাহ্মণের নিকটে
 সমর্পণ করিবে । (৬২) বিপ্রের অভাবে ঐ সকল দ্রব্য গাভী বা ছাগকে প্রদান, অথবা জলে
 নিক্ষেপ করিতে হয়, নিত্য সংস্কার কার্য্যে যে বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ কৰ্ত্তব্য, তাহা বলিলাম । (৬৩) যদি
 অমাবস্তা প্রভৃতি পরীক্ষাহে স্বধাবিধি শ্রাদ্ধ করিতে হয়, তবে তাহার নাম পার্শ্বগ শ্রাদ্ধ । (৬৪)
 দেবপ্রতিষ্ঠা, তীর্থযাত্রা ও গৃহপ্রবেশ সময়ে পার্শ্বগ শ্রাদ্ধের বিধিক্রমে শ্রাদ্ধ করা কৰ্ত্তব্য । (৬৫)
 এই সমুদায় শ্রাদ্ধে মান্দীমুখান্ পিতৃন্ এই পদ বলিবে না, নমোহস্ত পুষ্টো ইহার পরিবর্তে নমঃ
 স্বধায়ৈ এই মন্ত্র পাঠ করিতে হইবে । (৬৬) হে বরাননে ! পিতা প্রভৃতি তিন পুরুষের মধ্যে
 যিনি জীবিত থাকিবেন, তৎপরিবর্তে তাহার উর্দ্ধতন পুরুষের উল্লেখে শ্রাদ্ধ করিতে হইবে ।
 (৬৭) যদি তিন পুরুষই জীবিত থাকে, তাহা হইলে শ্রাদ্ধ করিতে হইবে না ; দেবি ! পূর্বোক্ত
 তিন পুরুষ প্রীত হইলে, শ্রাদ্ধ ও যজ্ঞকল লাভ হইয়া থাকে । (৬৮) হে কল্যাণি ! পিতার
 জীবদশায় মাতৃশ্রাদ্ধ, পত্নীর শ্রাদ্ধ ও নান্দীমুখ শ্রাদ্ধ ব্যতিরেকে অত্র শ্রাদ্ধের অধিকার ঘটে না ।
 (৬৯) হে কুলেশ্বর ! একোদ্ধিষ্ট শ্রাদ্ধস্থলে বিশ্বদেবগণের পূজাবিধি নাই, সুতরাং সেস্থলে
 কেবল এক ব্যক্তিকে উদ্দেশ্য করিয়াই অন্নজ্ঞা ফলনা করিবে । (৭০) একোদ্ধিষ্ট শ্রাদ্ধ করিবার
 সময় দক্ষিণাসো অন্ন ও পিণ্ডদান করিতে হয়, 'ইহার কার্য্য প্রায়ই পূর্ববৎ কেবল যবস্থলে তিল
 প্রদান করিতে হয় । (৭১) প্রেতশ্রাদ্ধে বিশেষ এই যে ইহাতে গন্ধাদির অর্চনা করিবে না ;

একমুদ্রিষ্ঠ যৎ শ্রাদ্ধমেকোদ্রিষ্ঠঃ তদুচ্যতে । প্রেতশ্রাদ্ধে চপিণ্ডে চ মংস্তং মাংসং নিষোজয়েৎ ॥ ৭৩
 অশৌচান্তাং দ্বিতীয়েহহি শ্রাদ্ধং যৎ কুরুতে নরঃ । প্রেতশ্রাদ্ধং বিজানীহি তদেব কুলনায়িকে ॥ ৭৪
 গৰ্ভশ্রাদ্ধজাতমৃতদন্ত্রী মৃতজাতয়োঃ । কুলাচারানুসারেণ মানবোহশৌচমাচরেৎ ॥ ৭৫
 দ্বিজাতীনাং দশাহেন দ্বাদশাহেন পক্ষতঃ । শূদ্রসামান্যয়োর্দেবি মাসেনাশৌচকল্পনা ॥ ৭৬
 অসপিণ্ডমৃতজাতৌ ত্রিরাত্রাশৌচমিষ্যতে । শৃগুতোহপি গতাসৌচে সপিণ্ডস্ত মৃতিং শিবে ॥ ৭৭
 অশুচিনাং অধিকারী শ্রাদ্ধেবে পিত্রে চ কর্মণি । ঋতে কুলার্চনাদাদ্যে তথা প্রাবন্ধককর্মণঃ ॥ ৭৮
 পঞ্চবর্ষাধিকান্ মর্ত্যান্ দাহয়েৎ পিতৃকাননে । ভদ্রা সহ কুলেশানি ন দহেৎ কুলকামিনীম্ ॥ ৭৯
 তত স্বরূপা রমণী জগত্যাচ্ছন্নকিগ্রহা মোহাভূর্ত্তশ্চিতারোহাৎ ভবেন্নরকগামিনী ॥ ৮০
 ব্রহ্মমন্ত্রোপাসকাস্ত তেষামাজ্ঞানুসারতঃ । প্রবাহয়েদ্বা নিখাতদাহয়েদ্বাপি কালিকে ॥ ৮১
 পুণ্যক্ষেত্রে চ তীর্থে বা দেব্যাঃ পার্শ্বে বিশেষতঃ । কুলীনানাং সমীপে বা মরণং শস্তমম্বিকে ॥ ৮২
 বিভাবয়ন্ সত্যমেকং বিস্ময়ন্ জগতাং ত্রয়ম্ । পরিত্যজতি যঃ প্রাণান্ স স্বরূপে প্রতিষ্ঠতি ॥ ৮৩
 প্রেতভূমৌ শবং নীচা নাপরিত্য যতোক্ষিতম্ । উত্তরাভিমুখং কৃষ্য শায়য়েত্তং চিতোপরি ॥ ৮৪
 .সম্বোধনাস্তং তদ্ গাত্রং প্রেত্যাখ্যানং সমুচ্যত । দস্তা পিণ্ডং প্রেতমুখে দহেদ্বহ্নিমন্তং স্বরন্ ॥ ৮৫
 পিণ্ডস্ত রচয়েত্তত্র সিদ্ধাশ্রিতস্তপ্পলৈশ্চ বা যবগোধূমচূর্ণেক্ষা ধাত্রীফলসমং প্রিয়ে ॥ ৮৬
 স্থিতেষু প্রেতপুত্রেষু জ্যেষ্ঠে শ্রাদ্ধাধিকারিতা । তদভাবেহন্তপুত্রাদৌ জ্যেষ্ঠানুক্রমতো ভবেৎ ॥ ৮৭
 অশৌচান্তান্ত্রিদিবসে কৃতবানো নরঃ শুচিঃ । মৃতপ্রেতস্মৃত্যর্থমুৎসৃজেত্তিলকাঞ্চনম্ ॥ ৮৮

কেবল বাক্য কল্পনা, অন্ন ও পিণ্ডদানের সময় মৃত ব্যক্তিকে প্রেত বলিয়া উল্লেখ করিবে। (৭২)
 একের উদ্দেশ্যে শ্রাদ্ধ করা হয় বলিয়া, ইহার নাম একোদ্রিষ্ঠ ; প্রেতশ্রাদ্ধে প্রেতের অন্ন ও পিণ্ডে
 মংস্তং মাংস প্রদানের ব্যবহার আছে। (৭৩) হে কুলনায়িকে ! লোকে অশৌচান্ত দ্বিতীয়
 দিনে যে শ্রাদ্ধ করে, তাহার নাম প্রেতশ্রাদ্ধ। (৭৪) গৰ্ভশ্রাব, জাতমৃত, বা অন্ত্র জাত; বা
 মৃত হইলে কুলাচারানুসারে মনুষ্যের অশৌচ হইয়া থাকে। (৭৫) হে দেবি ! ব্রাহ্মণের দশ,
 ক্ষত্রিয়ের দ্বাদশ, বৈশ্যের পঞ্চদশ এবং শূদ্রসামান্য বর্ণের এক মাস অশৌচ হইয়া থাকে।
 (৭৬) হে শিবে ! অসপিণ্ড জাতের মৃত্যুতে ত্রিরাত্রি অশৌচ হয়, যদি অশৌচকালান্তে
 সপিণ্ডের মৃত্যু শুনিতে পাওয়া যায়, তাহা হইলেও তিন রাত্রি অশৌচ হইয়া থাকে। (৭৭) হে
 আদ্যে ! অশুচি ব্যক্তি মূল পূজা প্রারম্ভ কর্ত্তা ভিন্ন কোনও প্রকার দৈব ও পৈত্র্য কর্ত্তে
 অধিকারী হইতে পারে না। (৭৮) হে কুলেশ্বর ! পঞ্চবর্ষীয় শিশু মৃত হইলে, তাহাকে শ্রশানে
 তাহাদের দেহ জগতে আচ্ছন্ন রাখিয়াছে, মোহগ্রস্ত যে স্ত্রী স্বামীর চিতারোহণ করে, সে নরক-
 যন্ত্রণা করিবে, কুলকামিনীকে স্বামীর সহিত দগ্ধ করিবে না। (৭৯) স্ত্রীজাতিই তোমার স্বরূপ,
 গামিনী হইয়া থাকে। (৮০) বাহারা ব্রহ্মমন্ত্রে দীক্ষিত, তাহাদের আজ্ঞানুসারে তাহাদের মৃত
 শরীর জলে ভাসাইয়া দিবে, অথবা মৃত্যুকালে নিখাত বা দগ্ধ করিয়া ফেলিবে। (৮১) হে
 অম্বিকে। পুণ্যক্ষেত্র, তীর্থ ভগবতীর পার্শ্ব অথবা কৌলিকদিগের সমীপে মৃত্যুই প্রশস্ত। (৮২)
 মরণকালে যে ব্যক্তি ত্রিজগৎ বিস্মৃত হইয়া সত্যস্বরূপ ভাবনা করিতে করিতে মৃত হন, তিনি
 পরমায়াতে প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকেন। (৮৩) শবকে প্রেতভূমিতে লইয়া গিয়া স্থত মাখাইয়া স্থান
 করাইবে, পরে উত্তরাঙ্গে চিতার উপরি শয়ন করাইয়া দিবে। (৮৪) পরে সম্বোধনাস্ত তন্মোক্ষসহিত
 প্রেতনাম উল্লেখ করিয়া তন্মুখে পিণ্ড প্রদান করতঃ বহুবীজ স্বরণ পূর্বক দাহ করিবে। (৮৫)
 হে প্রিয়ে। এই স্থলে সিদ্ধার, তপুস্বী, যব বা গোধূম চূর্ণ দ্বারা ধাত্রীফল পিণ্ড প্রস্তুত করিবে।
 (৮৬) প্রেত ব্যক্তির অপরাপর পুত্র বর্ত্তমানে জ্যেষ্ঠেরই শ্রাদ্ধে অধিকার জ্যেষ্ঠের অভাবে অন্ত
 পুত্রাদির জ্যেষ্ঠানুক্রমে অধিকার দাঁড়ায়। (৮৭) অশৌচান্তে দ্বিতীয় দিনে কৃতবান ও শুচি

গাং ভূমিং বসনং যানং পাত্রং ধাতুবিনির্মিতম্ । ভোজ্যং বহুবিধং দদ্যাৎ প্রেতস্বর্গায় তৎস্মৃতঃ ॥৮৯
 গন্ধং মালাং ফলং ত্রোয়ং শয্যাং প্রিয়করীং তথা । যদ্ব্যং প্রেতপ্রিয়ং দ্রব্যং তৎস্বর্গায় সমুৎসৃজেৎ ॥৯০
 ততস্ত বৃষভকৈকং ত্রিশূলাঙ্কেন লাল্লিতম্ । স্বর্ণেনালঙ্কৃতং কৃষ্ণা ত্যজেৎ তৎস্বরবাণ্ডয়ে ॥ ৯১
 প্রেতশ্রাদ্ধোক্তবিধিনা শ্রাদ্ধং কৃষ্যতিভক্তিতঃ । ব্রহ্মজ্ঞান ব্রাহ্মগান্ কৌলান্ ক্ষুধিতানপি ভোজয়েৎ
 দানেশশক্তো মনুজঃ কুর্কনশ্রাদ্ধঃ স্বশক্তিতঃ । বৃহক্ষিতান্ ভোজয়িত্বা প্রেতস্বং, মোচয়েৎ পিতৃঃ ॥৯৩
 আদ্যোক্তোদ্ধিষ্টমেতত্ত্বং প্রেতস্বাস্থ্যকারণম্ । বর্ষে বর্ষে মৃততিথৌ দদ্যাৎ দত্তং গতাসবে ॥ ৯৪
 বহুভিক্ষির্বিধিঃ কিং বা কৰ্ম্মভিক্ষুহতিশ্চ কিম্ । সৰ্ব্বসিদ্ধিমবাগ্নোতি মানবঃ কৌলিকার্চনাৎ ॥ ৯৫
 বিনা হোমাজ্ঞপাৎ শ্রাদ্ধাৎ সংস্কারেষু চ কৰ্ম্মম্ । সম্পূর্ণকার্য্যসিদ্ধিঃ শ্রাদ্ধেকরা কৌলিকার্চনা ॥৯৬
 শুক্লাং চতুর্থীমারভ্য শুভকৰ্ম্মাণি কারয়েৎ । অসিতাং পঞ্চমীং যাবৎ বিধিরেষ শিবোদিতঃ ॥ ৯৭
 অন্ত্রজাপি বিরুদ্ধেহহ্নি শুক্লবিধিকৌলিকাজ্ঞয়া । কৰ্ম্মাণ্যপরিহার্যাণি কুৰ্ম্মার্থী কুৰ্ত্তুমহতি ॥ ৯৮
 গৃহারম্ভঃ প্রবেশশ্চ যাত্রারম্ভাদিধারণম্ । সংপূজ্যাদ্যাঃ পঞ্চতষ্ঠৈঃ কুৰ্ম্মাদেতানি কৌলিকঃ ॥ ৯৯
 সংক্ষেপযাত্রামথবা কুৰ্ম্মাৎ সাধকভমঃ । ধ্যানং দেবীং জপন মন্ত্রং নম্রা গচ্ছেদ্ব যথামতি ॥ ১০০
 সৰ্ব্বাস্থ দেবতাক্ষান্ শারদীর্যোৎসবাদিমু । তন্তৎকল্লোক্তবিধিনা ধ্যানপূজা সমাচরয়েৎ ॥ ১০১
 আদ্যাপুঞ্জোক্তবিধিনা বলিহোমং প্রযোজয়েৎ । কৌলার্চনং দক্ষিণাঞ্চ কৃষ্ণা কৰ্ম্ম সমাপয়েৎ ॥ ১০২
 গজাং বিষ্ণুং শিবং সূর্য্যং ব্রহ্মাণং পরিপূজ্য চ । উদ্দেশ্যমর্চয়েদেবং সামান্ত্রো বিধিরীরিতঃ ॥ ১০৩

হইয়া মৃত লোকের প্রেতস্ব দূর করিবার জন্ত তিল কাঞ্চন উৎসর্গ করা কর্তব্য । (৮৮) মৃতের স্বর্গ প্রাপ্তির উদ্দেশে, গাভী, ভূমি, বস্ত্র, ধান, ধাতুপাত্র ও বহুবিধ ভোজ্য দান করা পুত্রের কর্তব্য । (৮৯) গন্ধ, মালা, ফল, প্রিয়করী শয্যা এবং অন্ত্র যে বস্তু প্রেত লোকের প্রিয়, প্রেতের স্বর্গ কামনার উৎসর্গ করিবে । (৯০) স্বর্গলাভ জন্ত একটা বৃষ ত্রিশূলাঙ্কেচিহ্নিত ও স্বর্গলঙ্কারে সুশোভিত করিয়া ছাড়িয়া দিবে । (৯১) অনন্তর অতিশয় ভক্তিসহকারে প্রেত শ্রাদ্ধোক্ত বিধিক্রমে শ্রাদ্ধ করিয়া ব্রহ্মজ্ঞ কৌল ও অপরাপর ক্ষুধিত ব্রাহ্মগণকে ভোজন করা-ইবে । (৯২) যে ব্যক্তি ভূমি ও শয্যা প্রভৃতি দান করিতে অশক্ত, যথাসক্তি শ্রাদ্ধ করিয়া পিতার প্রেতস্ব মোচন করা তৎ-পুত্রের কর্তব্য । (৯৩) এই প্রেত শ্রাদ্ধ আদ্য শ্রাদ্ধ ও একোদ্ধিষ্ট শ্রাদ্ধ, প্রেতস্ব মৃত্তির কারণ প্রতিবর্ষে মৃততিথিতে মৃতোদ্দেশে অন্ন প্রদান করিতে হয় । (৯৪) বহুবিধ বিধি ও কৰ্ম্মমুঠানে কি ফল লাভ হয় ? যদি লোকে কৌলিক ব্যক্তির অর্চনা করে; তাহা হইলে তাহার কোনও সিদ্ধির ক্রটি ঘটে না । (৯৫) যদি হোম, জপ ও শ্রাদ্ধ করা না হয়, যদি কোনও সংস্কার কার্য্য না ঘটে, তথাপি একমাত্র কৌলিকের অর্চনায় সমস্তই সিদ্ধ হইয়া থাকে । (৯৬) শিবের উক্তি এই যে শুক্ল পক্ষের চতুর্থী হইতে দশরত্ত করিয়া কৃষ্ণপক্ষের পঞ্চমী তিথি পর্য্যন্ত এই সময়ের মধ্যে সমুদায় শুভ কৰ্ম্ম সম্পাদন করা কর্তব্য । (৯৭) যে ব্যক্তি কৰ্ম্মার্থী সে ব্যক্তি শুক্ল, ঋষিক ও কৌলিক ব্যক্তির আজ্ঞার অন্ত্র বিরুদ্ধ দিবসেও অপরিহার্য্য কার্য্য করিতে পারে । (৯৮) পঞ্চতষ্ঠ দ্বারা আদ্যা শক্তির অর্চনা করিয়া কৌলিক ব্যক্তি গৃহারম্ভ গৃহ প্রবেশ, যাত্রা শস্যরম্ভ প্রভৃতি ধারণ করিতে পারে । (৯৯) অথবা সাধকপ্রেষ্ট দেবী ভগবতীর ধ্যান মন্ত্র জপ ও নমস্কার করিয়া যথা ইচ্ছা যাইবেন ; এইরূপ গমনের নাম সংক্ষেপ যাত্রা । (১০০) সমুদায় দেবতার পূজা ও শারদীয় প্রভৃতি উৎসব স্থলে তন্তৎকালোক্ত বিধানানুসারে ধ্যান ও পূজা করিবে । (১০১) আদ্যা কালিকার পূজা বিধিমতে বলিদান ও হোম করা কর্তব্য ; শেষে কৌলিক ব্যক্তির অর্চনা ও দক্ষিণা শুদ্ধ করিয়া কুৰ্ম্ম সমাপন । (১০২) সামান্ত্র বিধি অনুসারে গজা, বিষ্ণু, শিব, সূর্য্য ও ব্রহ্মা এই দেবতার অর্চনা করিয়া উদ্দেশ্য দেবতার পূজা করা কর্তব্য । (১০৩) কৌলিক ব্যক্তিই পরম ধর্ম্ম কৌলিক ব্যক্তিই পরম দেবতা কৌলিক ব্যক্তিই পরম

কৌলিকঃ পরমো ধর্মঃ কৌলিকঃ পরদেবতা । কৌলিকঃ পরমং তীর্থং ভ্রম্যন্তঃ কৌলঃ সর্গদেবতাঃ ॥
 সার্বত্রিকোটিতীর্থানি ব্রহ্মাদ্যাঃ সর্গদেবতাঃ । বসন্তি কৌলিকে দেহে কিরিত্যং কৌলিকার্চনাং ॥
 পূর্ণাভিষিক্ত সংকোশো যস্মিন দেশে বিরাজিতে । যন্তো যান্তঃ পুণ্যতমঃ স দেশঃ প্রার্থ্যতে হুয়ে ॥
 কৃতপূর্ণাভিষেকস্ত সাধকস্ত শিবাশ্বনঃ । পুণ্যপাপবিহীনস্ত প্রভাবং বেত্তি কো ভূবি ॥ ১০৭
 কৈবল্যং নররূপেণ তারয়ন্নখিলং জগৎ । শিষ্যন্ লোকযাত্রাঞ্চ কৌলোবিহরতি ক্রিতৌ ॥ ১০৮
 জীদেব্যুবাচ ।

পূর্ণাভিষিক্তকৌলস্ত মাহাত্ম্যং কথিতং প্রভো । বিধানমভিষেকস্য ক্রপরা আব্রহ্ম মাম্ ॥ ১০৯
 ত্রীসদাশিব উবাচ ।

বিধানমেতৎ গরমং গুপ্তমাসীদ্যগবয়ে । গুপ্তভাবেন কুর্যন্তো নরা মোক্ষং যযুঃ পুরা ॥ ১১০
 প্রবলে কলিকালে তু প্রকাশে কুলবর্তিনঃ । নক্তং বা দিবসে কুর্যাৎ সপ্রকাশাভিষেচনম্ ॥ ১১১
 নাভিষেকং বিনা কৌলঃ কেবলং মদ্যসেবনাং । পূর্ণাভিষেকাং কৌলঃ স্যাৎ চক্রাধীশঃ কুলার্চকঃ
 তত্রাভিষেকপূর্বেহহি সর্গবিদ্যোপশান্তয়ে । যথাসক্ত্যুপচারেণ বিশেষঃ পূজয়েদ্ গুরুঃ ॥ ১১৩
 গুরুশ্চেন্নাধিকারী ভ্যাৎ গুপ্তপূর্ণাভিষেচনে । তদাভিষিক্তকৌলেন সংস্কারং সাধয়েৎ প্রিয়ে ॥ ১১৪
 ষাষ্টাং বিন্দুসংযুক্তং বীজমস্ত্র প্রকীর্তিতম্ ॥ ১১৫
 গণকোহস্ত ঋষিচ্ছনো নীতুং বিষন্ত দেবতা । কর্তব্যকর্মণো বিশ্বশাস্ত্যর্থং বিনিয়োগিতা ॥ ১১৬
 যড় দীর্ঘযুক্তমূলেন যড়ঙ্গ নি সমাচরেৎ । প্রাণায়ামং ততঃ কৃত্বা ধ্যয়েদ্ গণপতিং শিবে ॥ ১১৭
 সিন্দূরাভিঃ ত্রিনেত্রং পুথুতরজঠরং হস্তপদ্মেদধানং । শঙ্খং পাশ্যকুশেষ্টাভ্যঙ্গকরবিলসদ্বাকীপূর্ণকুন্তম্

তীর্থ, অতএব সর্বদা কৌল ব্যক্তির অর্চনা করিবে। (১০৪) সার্বত্রিকোটি তীর্থ এবং ব্রহ্মাদি সমগ্র দেবতা কৌলিক দেহে আবিস্কৃত থাকেন সুতরাং কৌলিক অর্চনায় কি না লাভ হইয়া থাকে। (১০৫) যে দেশে পূর্ণাভিষিক্ত সংকৌল অবস্থিতি করেন, সেই দেশ সুরগণের প্রার্থনীয় এবং তাহা যন্ত, যান্ত ও পুণ্যতম বলিয়া কীর্তিত হইয়া থাকে। (১০৬) পূর্ণাভিষিক্ত সাধক সাক্ষাৎ শিবস্বরূপ ও পাপপুণ্যবিবর্জিত, সংসারে কোন ব্যক্তি এতদূশ মহাপুরুষের প্রভাব বিদিত হইতে পারেন? (১০৭) কৌলব্যক্তি সমগ্র ভূমণ্ডলের উদ্ধার এবং লোক যাত্রা শিকার ভ্রম কেবলমাত্র নররূপে পৃথিবীতে বিচরণ করিয়া থাকেন। (১০৮) দেবী কহিলেন,—হে প্রভো! আপনি পূর্ণাভিষিক্ত কৌলের মাহাত্ম্য বিবরণ বলিলেন, এক্ষণে অভিষেকের বিধি কি প্রকার, ক্রপা করিয়া জানাইয়া দিউন (১০৯) সদাশিব কহিলেন,—সত্য, ত্রেতা ও দ্বাপর যুগে এই ব্যাপার-বিধি অতিশয় গুপ্ত ছিল; তৎকালীন ব্যক্তিগণ গুপ্তভাবে ইহার অহুষ্ঠান না করিয়া মুক্তি লাভ করিয়াছেন। (১১০) যে সময় কলির প্রবল অধিকার সেই সময়ে কি দিবা, কি রাত্রি প্রকাশ্যভাবে অভিষেক করাই কৌল ব্যক্তিগণের কার্য হইয়া উঠিবে। (১১১) অভিষিক্ত না হইয়া কেবল মদ্যপান করিলেই তাহাকে কৌল বলে না, যিনি পূর্ণাভিষিক্ত, তিনি কুলপূজক চক্রেণ অধিপতি ও কৌল হইতে পারেন। (১১২) অভিষেকের পূর্বে দিবসে সর্গ-বাধা শান্তির জন্ত যথাসক্তি উপচারে বিরাজের পূজা করা গুরু কর্তব্য। (১১৩) হে প্রিয়ে! গুরু যদি গুপ্ত পূর্ণাভিষেকে অধিকারী না হয়, তাহা হইলে পূর্ণাভিষিক্ত কৌল দ্বারা উক্ত সংস্কার সাধন করিবে। (১১৪) য এই বর্ণের অন্তিমে চক্রবিন্দু যোগ করিলে গণপতির বীজ হইবে। (১১৫) এই গণপতি মন্ত্রের ঋষি গণকে, ছন্দ নিবৃত্ত, দেবতা বিদ্র, কর্তব্য কর্মের বিরশান্তির জন্ত বিনিবোধ কর্তব্য করিতে হইবে। (১১৬) ছয়টা দীর্ঘস্বর বিশিষ্ট মূলমন্ত্র দ্বারা যড়ঙ্গস্তান করিবে, হে শিবে! তৎপরে প্রাণায়ামান্তে গণপতির ধ্যান করিতে হইবে। (১১৭) বাহার বর্ণ সিন্দূরের দ্বারা, যিনি ত্রিনয়ন, বাহার জঠর কুলতর, যিনি চতুর্ভুজে শঙ্খ, পাশ, অঙ্গুশ ও কর ধারণ করিয়া আছেন,

বালেন্দ্রকীর্তমোহিনী করিপতিবদনং বীজপুন্ড্রং গণ্ডম্ ।

ভোগীন্দ্রাবদ্ধত্বং তজ্জত গণপতিং রক্তবদ্রাজরাগম্ ॥ ১১৮

ধাটৈবং মানসৈরিষ্টা পীঠশক্তিং প্রপূজয়েৎ । তীত্রা চ জালিনী নন্দা ভোগদা কামরূপিণী ॥ ১১৯

উগ্রা তেজস্বতী সত্যা মধ্যে বিম্ববিনাশিনী । পূর্বাদিতোহর্চয়িষ্যেতাঃ পূজয়েৎ কমলাসনম্ ॥ ১২০

পুনর্দ্বাভা গণেশানং পঞ্চতষোপচারকৈঃ । অভ্যর্চ্য তচ্চতুর্দিকু গণেশং গণনারকম্ ॥ ১২১

গণনাথং গণক্ৰীড়ং যজ্ঞেৎ কৌলিকসত্তমঃ । একদন্তং রক্ততুণ্ডং লম্বোদরগজাননৌ ॥ ১২২

মহোদরঞ্চ বিকটং ধূম্রাভং বিম্বনাশনম্ ॥ ১২৩

ততো ব্রাহ্মীমুখাঃ শক্তির্দিকৃপালাংশ্চ প্রপূজয়ন্ । তেবামন্ত্রাণি সংপূজ্য বিম্বরাজং বিসর্জয়েৎ ॥ ১২৪

এবং সংপূজ্য বিশেষমধিবাসনমাচরেৎ । ভোজয়েচ্চ পঞ্চতষৈব্রহ্মজ্ঞান কুলসাধকাম্ ॥ ১২৫

ততঃ পরদিনে স্নাতঃ কৃতনিত্যোদিতক্রিয়ঃ । আজগ্নকৃতপাপানাম্ ক্ষয়ার্থং তিলকাঙ্কনম্ ।

উৎসৃজেৎ কৌলতৃপ্ত্যর্থং ভোজ্যকৈকমপি প্রিয়ে ॥ ১২৬

অর্ঘ্যং দশা দিনেশাং ব্রহ্মবিষ্ণুশিবগ্রহান্ । অর্চয়িত্বা মাতৃগণান্ বসুধারাম্ প্রকল্পয়েৎ ॥ ১২৭

কর্মণোহিচ্ছাদয়ার্থাং বুদ্ধিশ্রদ্ধাং সমাচরেৎ । ততো গজা গুরোঃ পার্শ্বং প্রণম্য প্রার্থয়েদিদম্ ॥ ১২৮

আহি নাথ কুলাচার-নলিনীকুলবল্লভ । স্বংপাদান্তোরুহচ্ছায়াং দেহি মুক্তিং কৃপানিধে ॥ ১২৯

আজ্ঞাং দেহি মহাভাগ স্তবপূর্ণাভিষেচনে । নির্কিয়ং কর্মণঃ সিদ্ধিমুপৈমি স্বংপ্রসাদতঃ ॥ ১৩০

শিবশক্ত্যাজ্ঞা বৎস কুরু পূর্ণাভিষেচনম্ । মনোরথমস্মৈ সিদ্ধিজ্জায়তাং শিবশাসনাৎ ॥ ১৩১

ইথমাজ্ঞাং গুরোঃ প্রাপ্য সর্বোপদ্রবশাস্তয়ে । আয়ুল্লম্বীবলারোগ্যাবাণ্ট্যৈ সংকল্পমাচরেৎ ॥ ১৩২

যাঁহার বিশাল শুণ্ডে বাকলী-পূর্ণ কুন্ত বিরাজিত, যাঁহার মস্তকে শশিকলা শোভমান, যাঁহার মুখ গজেন্দ্রভূষা, যাঁহার গণ্ডস্থল মদম্ভাবে আর্দ্র হইয়া রহিয়াছে, সর্পরাজ দ্বারা যাঁহার শরীর সুশোভিত যিনি রক্তবসন ও রক্ত অঙ্গরাগ ধারণ করিয়াছেন, সেই দেব গণপতিকে ভজনা কর। (১১৮) এইরূপে ধ্যান করিয়া মানসোপচারে অর্চনা করত পীঠশক্তিদিগের পূজা করিবে। (১১৯) পীঠ-শক্তিদিগের নাম এই;—তীত্রা, জালিনী, নন্দা, ভোগদা, কামরূপিণী, উগ্রা, তেজস্বতী ও সত্যা; পূর্বাদিক্রমে এই অষ্ট শক্তির পূজা করিয়া মধ্যস্থলে বিম্ব-বিনাশিনীর পূজা করিবে, পরে কমলা-সনের পূজা। (১২০) কৌলিকশ্রেষ্ঠ পুনরায় ধ্যান করিয়া পঞ্চতষোপচারে গণেশের পূজা করিবে, পরে তাঁহার চতুর্দিকে গণেশ, গণনারক, গণনাথ, গণক্ৰীড়, একদন্ত, রক্ততুণ্ড, লম্বোদর, গজানন, মহোদর, বিকট, ধূম্রাভ ও বিম্বনাশন ইহাদের পূজা করিবে। (১২১) (১২২) (১২৩) অনন্তর ব্রহ্মা প্রভৃতি অষ্টশক্তি ও ইন্দ্রাদি দশদিকৃপালের পূজা করিয়া দিকৃপালগণের অস্ত্র সকলের পূজা করত বিম্বরাজকে বিসর্জন দিবে। (১২৪) পরে বিম্বরাজের পূজাবসানে অধিবাস করিবে, এবং পঞ্চতষ দ্বারা কুলসাধকদিগকে ভোজন করাইবে। (১২৫) পর দিনে স্নান ও নিত্যক্রিয়া সমাধা করিয়া আজগ্নকৃত পাপসমূহের নিমিত্ত তিলকাঙ্কন উৎসর্গ করিবে; হে প্রিয়ে! কৌলদিগের তৃপ্তির জন্ত একটা ভোজ্য 'উৎসর্গ করিবে। (১২৬) অনন্তর স্বর্ঘ্যকে অর্ঘ্য প্রদানানন্তর ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, নবগ্রহ ও মাতৃগণ ইহাদের পূজাতে বসুধারা দিবে। (১২৭) অনন্তর কর্মের অভ্য-করণের জন্ত বুদ্ধি জ্ঞান করিবে, পরে গুরুর নিকটে গমনপূর্বক প্রণাম করিয়া এই প্রার্থনা করিবে। (১২৮) হে নাথ! আপনি কুলাচাররূপ কমলবনের বল্লভ! আপনি কৃপানিধি! এক্ষণে আপনি আমার মস্তকে আপনার পাশপদদ্বারা প্রদান করুন। (১২৯) হে মহাভাগ! আমার শুভ পূর্ণাভিষেক-পক্ষে 'অল্পমতি প্রদান করুন, আপনি প্রসন্ন হইলে আমি নির্কিয়ে কার্যসিদ্ধি করিতে পারিব। (১৩০) হে বৎস! শিবশক্তির আজ্ঞার তুমি পূর্ণাভিষিক্ত হও, শিবের শাসনা-নুসারে তোমার অতিশ্রেষ্ঠ সিদ্ধ হউক। (১৩১) গুরুর নিকট হইতে এইরূপ আজ্ঞালাভ

উত্থ কৃতসংকল্পো বজ্রালঙ্কারভূষণঃ। কারণৈঃ শুক্লসহিতৈরভ্যচ্য' যুগ্মাদ্ গুরুম্ ॥ ১৩৩
 গুরুম্বনোহরে গেহে গৈরিকাদিবিচিত্রিতে। ছত্রধ্বজপতাকাভিঃ কলপম্বশোভিতে ॥ ১৩৪
 কিঙ্কিনীজালবাতিশ্চজ্ঞাতপবিত্রুষিতে। ঘৃতপ্রদীপাবলিস্তমোলেশবিসিদ্ধিতে ॥ ১৩৫
 কপূ'রসহিতৈষু পৈর্যাক্ষধূপৈঃ স্তবাসিতে। ব্যাজনৈশ্চামরৈর্কর্কৈর্দর্পণাদৈরলঙ্কৃতে ॥ ১৩৬
 সার্কহস্তনিতাং বেদীমুক্তকৈশ্চতুরঙ্গুলম্। রচয়েদ্বৃগ্মীয়ং তত্র চূর্ণৈরক্ষতসম্ভবেঃ ॥ ১৩৭
 পীতরক্তাসিতথেতশ্চামলৈঃ স্তম্বনোহরম্। মণ্ডল সর্বতোভদ্রং বিদধ্যাং ত্রিগুরুস্ততঃ ॥ ১৩৮
 স্বস্বকল্লোক্তবিধিনা ধ্যানসার্বাবধি ক্রিয়ামু। কৃষা পূর্বোক্তমন্ত্রেণ পঞ্চতদ্বানি শোধয়েৎ ॥ ১৩৯
 সংশোধ্য পঞ্চতদ্বানি পুরঃকরিতমণ্ডলং। স্বাৰ্গং বা রাজতং তাত্রং যুগ্মং ঘটমেব বা ॥ ১৪০
 কালিতকাজ্জবীজেন দধ্যাক্তবচিচ্চিত্তম্। স্থাপয়েদ্বৃদ্ধবীজেন সিন্দুরেণাক্ষয়েৎ ত্রিমা ॥ ১৪১
 ককারাদৈরকারাষ্টৈব গৈর্কিন্দুবিত্রুষিতে। মূলমন্ত্রজিজ্ঞাপেন পূরয়েৎ কারণেন তম্ ॥ ১৪২
 অথবা তীর্থতোয়েন শুদ্ধেন পাথসাপি বা। নবরত্নং স্তবর্ণং বা ঘটमध्ये বিনিঃকিপেৎ ॥ ১৪৩
 পনসোড়ু স্বরাশ্ববকুলান্সসমুদ্ভবম্। পল্লবং তদ্বৃক্ষে দধ্যাং বাগ্ ভবেন কৃপানিধিঃ ॥ ১৪৪
 শরাবং মার্ত্তিকং বাপি ফলাক্ষতসমম্বিতম্। রমাং মায়াং সমুচ্চাৰ্য্য স্থাপয়েৎ পল্লবোপরি ॥ ১৪৫
 বস্ত্রীয়াশ্বমুগ্মেন গ্রীবাং তস্ত বরাননে। শক্তৌ রক্তং শিবে বিষ্ণৌ শ্বেতবাসঃ প্রকীর্তিতম্ ॥ ১৪৬
 স্থাং হ্রীং মায়াং রমাং স্ত্বা হ্রিীরূপা ঘটান্তরে। নিঃকিপ্য পঞ্চতদ্বানি নবপত্রাণি বিজ্ঞাসেৎ ॥ ১৪৭
 রাজতং শক্তিপাত্রং স্ত্রাং গুরুপাত্রং হিরণ্ময়ম্। ত্রিপাত্রস্ত মহাশঙ্খং তাত্রাণ্যাত্মানি কল্পয়েৎ ॥ ১৪৮

করিয়া সর্বপ্রকার উপদ্রব শাস্তি এবং আয়ু, লক্ষ্মী, বল ও আরোগ্য প্রাপ্তির জন্ত সংকল্প করা
 শিষ্যের কর্তব্য। (১৩১) অনন্তর কৃতসঙ্কল্প হইয়া বস্ত্র, অলঙ্কার, ভূষণ ও শুক্লি সহিত কারণ
 দ্বারা গুরুর অর্চনা করিয়া তাহাকে বরণ করিবে। (১৩৩) গুরু, গৈরিকাদি বিচিত্রিত মনোহর
 গৃহে উপবেশন করিবেন, ঐ গৃহ মনোহর ধ্বজপতাকা, ফল ও পল্লবাদি দ্বারা সুশোভিত
 থাকিবে। (১৩৪) কিঙ্কিনীজালবিজড়িত বিচিত্র চজ্ঞাতপে গৃহ সুশোভিত হইবে। (১৩৫)
 কপূ'র সহিত ধূপ ও শাল-নির্ধাস-স্তবাসিত ধূপে ঐ স্থান সৌরভময় হইবে; ব্যাজন, ময়ূরবহ, চামর
 ও দর্পণাদি দ্বারা গৃহ স্তম্ভিত থাকিবে। (১৩৬) গুরু এই গৃহাভ্যন্তরে চতুরঙ্গুল পরিমিত উচ্চ
 সার্কহস্ত যুগ্মীয় বেদী রচনা করিয়া পীত, রক্ত, অসিত, শ্বেত ও শ্চামল এই পঞ্চবর্ণের অক্ষতচূর্ণে
 স্তম্বের ভদ্রমণ্ডল রচনা করিবেন। (১৩৭।১৩৮) পরে স্ব স্ব কল্লোক্ত বিধান মতে মানস পূজা আরম্ভ
 করিয়া সমুদার কার্য সমাপন পূর্বক পূর্বোক্ত মন্ত্র দ্বারা পঞ্চতদ্ব শোধন করিবে। (১৩৯) তৎপরে
 পূর্বকরিত ভূমণ্ডলের উপরিভাগে স্তবর্ণ, রজত, তাত্র, অথবা মৃত্তিকা-নির্মিত ঘট আনয়ন পূর্বক
 ফট্ এই মন্ত্রে মট প্রক্ষালিত করিয়া তাহাতে দধি ও অক্ষত বিলেপন করত প্রণবোচ্চারণে তাহা
 মণ্ডলে স্থাপন করিবে, পরে ত্রিঃ বীজ পাঠ করিয়া উহা সিন্দুরে অঙ্কিত করিবে। (১৪০।১৪১) অনন্তর
 চন্দ্রবিন্দুভূষিত ক্র অবধি অ পর্য্যন্ত পঞ্চাশবর্ণের সহিত মূলমন্ত্র তিনবার জপ করিয়া কারণ দ্বারা
 ঘট পূর্ণ করিবে। (১৪২) অথবা তীর্থজল, বা বিশুদ্ধ মলিলে ঘট পূর্ণ করিয়া নবরত্ন বা স্তবর্ণ
 ঘট মধ্যে নিক্ষেপ করিবে। (১৪৩) তৎপরে কৃপানিধি গুরু ঐঃ বীজ উচ্চারণে কলসমুখে পনস,
 উড়ুশ্বর, অশ্বখ, বকুল ও আত্র এই পঞ্চপল্লব স্থাপন করিবে। (১৪৪) অনন্তর ত্রিঃ হ্রীঃ এই মন্ত্র
 উচ্চারণ করিয়া আতপতগুল ও ফলযুক্ত স্তবর্ণ, রজত, তাত্র যুগ্ম শরাব পল্লবোপরি স্থাপন
 করিবে। (১৪৫) হে বরাননে! বস্ত্রযুগল দ্বারা ঘটের গ্রীবা বন্ধন করা কর্তব্য, হে শিবে! শক্তি
 মন্ত্রে রক্ত ও বহি মন্ত্রে শ্বেত বস্ত্রই প্রশস্ত। (১৪৬) পরে স্থাং হ্রীঃ হ্রীঃ ত্রিঃ হ্রিীরূপ এই মন্ত্র
 পাঠে অস্ত্র ঘটে পঞ্চতদ্ব স্থাপন করত নবপত্র-বিজ্ঞাল করিবে। (১৪৭) শক্তিপাত্র সৌন্দর্য, গুরু-
 পাত্র স্তবর্ণ, ত্রিপাত্র মহাশঙ্খ ও অস্ত্র পাত্র তাম্রে নির্মিত করিতে হয়। (১৪৮) পাত্রাণ, কাঠ বা

পাষণদাকুলোহানং পাত্ৰাণি পরিবৰ্জয়েৎ । শক্ত্যা প্রকল্পয়েৎ পাত্ৰং মহাদেব্যাঃ প্রপূজনে ॥ ১৪৯
 পাত্ৰাণাং স্থাপনং কৃৎস্না গুরুদেবীং প্রতর্পয়েৎ । সততমৃতসম্পূর্ণঘটমভ্যর্চয়েৎ সূর্য্যীঃ ॥ ১৫০
 দর্শয়িত্বা ধূপদীপৌ সর্ব্বভূতবলিং হরেৎ । পীঠদেবান্ পূজয়িত্বা ষড়্ভক্তাসমভ্যর্চয়েৎ ॥ ১৫১
 প্রাণায়ামং ততঃ কৃৎস্না ধ্যানাবাহু মহেশ্বরীম্ । স্বশক্ত্যা পূজয়েদিষ্টাং বিভূষায়াং বিবৰ্জয়েৎ ॥ ১৫২
 হোমাত্তকৃত্যং নিশাদ্য কুমারীশক্তিসাধকান্ । পুষ্পচন্দনবাসোভিরচয়েৎ সদ্গুরুঃ শিবো ॥ ১৫৩
 অমৃগবৃদ্ধ কোলা মে শিবাং প্রতি কুলাত্রতাঃ । পূর্ণাভিষেকসংস্কারে ঐবস্তিরমুমত্ততাম্ ॥ ১৫৪
 এবং পৃচ্ছতি চক্রেণ তৎ ক্রয়ুগু ক্রমাদরাৎ । মহামায়াপ্রসাদেন প্রভাবাৎ পরমায়ানং ।
 শিবো ভবতু পূর্ণন্তে পরতত্ত্বপরায়ণঃ ॥ ১৫৬
 শিষ্যেণ চ গুরুদেবীমর্চয়িত্বাচ্চিহ্নে ঘটে । কামং মায়ং রমাং জপ্ত্বা চালায়দ্বিমলং ঘটম্ ॥ ১৫৭
 উত্তিষ্ঠ ব্রহ্মকলস দেবতায়াক সিদ্ধিদ । স্বস্তোয়পন্নবৈঃ সিক্তঃ শিষ্যো ব্রহ্মবতোহস্ত মে ॥ ১৫৮
 ইথাং সঞ্চাল্য কলসমুত্তরাভিমুখং গুরুং । মন্ত্রৈরেনৈতৈর্কক্ষ্যামাণৈরভিষিক্তেং কৃপাধিতঃ ॥ ১৫৮
 শুভপূর্ণাভিষেকস্ত সদাশিব ঋষিঃ স্মৃতঃ । ছন্দোহমৃষ্টপু দেবতাদ্য, প্রণবং বীজমীরিতম্ ॥
 শুভপূর্ণাভিষেকার্থে বিনিয়োগঃ প্রকীর্তিতঃ ॥ ১৫৯
 গুরব্ধাভিষিক্তস্ত ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশ্বরঃ । চূর্ণালক্ষ্মীভবাত্মস্বামিভিষিক্তস্ত মাতরঃ ॥ ১৬০
 ষোড়শী তারিণী নিত্যা স্বাহা মহিষমর্দিনী । এতাস্বামিভিষিক্তস্ত মন্ত্রগুতেন বারিণা ॥ ১৬০
 জয়চূর্ণা বিশালাক্ষী ব্রাহ্মণী চ সরস্বতী । এতাস্বামিভিষিক্তস্ত বগলা বরদা শিবা ॥ ১৬১
 নারসিংহী চ বারাহী বৈষ্ণবী বনমালিনী । ইন্দ্রাণী বারুণী রৌদ্রীস্বামিভিষিক্তস্ত শত্ৰুয়ঃ ॥ ১৬২

লৌহ নির্মিত পাত্ৰ পরিচায়া করিয়া যথাশক্তি অল্প পদার্থে মহাদেবীর পূজাকালে পাত্ৰ প্রস্তুত
 হইতে পারে। (১৪৯) অনন্তর পাত্ৰ স্থাপন করিয়া গুরুদিগের ও ভগবতীর তপণ করিবে, পরে
 জানী ব্যক্তি অমৃত-পূর্ণ ঘটের অর্চনা করিবে। (১৫০) পরে ধূপদীপ প্রদর্শন পূর্ব্বক পূর্ব্বোক্ত
 মন্ত্রে সর্ব্বভূত বলি প্রদান করিবে, অনন্তর পীঠদেবতাগণের পূজান্তে ষড়্ভক্ত আস করিবে। (১৫১)
 অনন্তর প্রাণায়াম করত মহেশ্বরীর ধ্যান ও আবাহন করিয়া যথাশক্তি অতীষ্ট দেবতার অর্চনা
 করিবে, কোনও মতে বিভূষা করিবে না। (১৫২) হে শিবো! হোমপূর্ণাঙ্ক সন্মুদায় কৰ্ম্ম
 করিয়া পুষ্প চন্দন ও বস্ত্রদ্বারা কুমারী ও শক্তিসাধকদিগকে পূজা করিবে। (১৫৩) হে কুলা-
 চারণ! আপনার আমার শিষ্যের প্রতি রূপা প্রকাশ করুন, এই পূর্ণাভিষেকসম্বন্ধে আপ-
 নারা অল্পমতি প্রদান করুন। (১৫৪) চক্রেখর এই প্রকার প্রশ্ন করিলে কোলগণ সমাদরে
 বলিলেন যে, মহামায়া প্রসাদ এবং পরমায়ার প্রভাবে আপনার শিষ্য পরমার্শপরায়ণ ও পূর্ণ
 হউন। (১৫৬) পরে গুরু শিষ্য দ্বারা ভগবতীর পূজা করিয়া অর্চিত ঘটের উপরিভাগে ক্লীং ক্লীং
 ক্লীং এই মন্ত্র জপ করত বিমল ঘট চালনা করিবেন। (১৫৭) তৎকালের মন্ত্র এই; হে ব্রহ্ম-
 কলস! তুমি সিদ্ধিদাতা ও দেবতাতুল্য, তুমি উখিত হও, আমার শিষ্য তোমার জল ও পত্রবে
 সিক্ত হইয়া ব্রহ্মনিরত হউক। (১৫৮) গুরু এই মন্ত্রে কলস চালিত করিয়া করুণহৃদয়ে
 উত্তরাভিমুখ শিষ্যকে অভিষিক্ত করিবেন, সে সময়ে এই মন্ত্র পাঠ করিবেন। (১৫৮) শুভ
 পূর্ণাভিষেকের ঋষি সদাশিব, ছন্দ অমৃষ্টপু, বীজ প্রণব, শুভ পূর্ণাভিষেকার্থে বিনিয়োগ
 কীর্ত্তন করিতে হইবে। (১৫৯) গুরুগণ তোমাকে অভিষিক্ত করুন, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর,
 চূর্ণা, লক্ষ্মী, ভবানী ও মাতৃগণ তোমাকে অভিষিক্ত করুন। (১৬০) ষোড়শী, তারিণী,
 নিত্য, স্বাহা ও মহিষমর্দিনী, ইহার মন্ত্রগুতজলে তোমাকে অভিষিক্ত করুন। (১৬১)
 জয়চূর্ণা, বিশালাক্ষী, ব্রাহ্মণী সরস্বতী, বগলা; বরদা ও শিবা তোমাকে অভিষিক্ত করুন। (১৬২)
 নারসিংহ, বারাহী, বৈষ্ণবী, বনমালিনী, ইন্দ্রাণী বারুণী ও রৌদ্রী এই সকল শক্তি তোমাকে

ভৈরবী ভদ্রকালী চ তুষ্টি পুষ্টিক্রমা ক্রমা । শ্রদ্ধা কান্তির্দয়া শান্তিরভিরিঞ্চ তে সর্দাঃ ১৬৪
 মহাকালী মহালক্ষ্মী মহানীলসরস্বতী । উগ্রচণ্ডা প্রচণ্ডা স্বামতিবিঞ্চ সর্দাঃ ১৬৫
 মৎস্তঃ কুর্খো বরাহশ্চ নৃসিংহো বামনস্তথা । রামো ভার্গবরামস্বামতিবিঞ্চ বারিণাঃ ১৬৬
 অসিতাক্ষো রুক্মচণ্ডঃ ক্রোধোন্নতো ভয়ঙ্করঃ । কপালী ভীষণশ্চ স্বামতিবিঞ্চ বারিণাঃ ১৬৭
 কালী কপালিনী কুলা কুরুকুলা বিরোধিনী । বিপ্রচিন্তা মহোগ্রা স্বামতিবিঞ্চ সর্দাঃ ১৬৮
 ইন্দ্রোহগ্নিঃ শমনো রক্ষো বরুণঃ পবনস্তথা । ধনদশ মহেশানঃ সিঞ্চন্ত স্বাং দিগীশ্বরঃ ১৬৯
 রবিঃ সোমো মঙ্গলশ্চ বুধো জীবঃ সিতঃ শনিঃ । রাহুঃ কেতুঃ সনক্ষত্রা অভিবিঞ্চ তে গ্রহাঃ ১৭০
 নক্ষত্রং করণং যোগো বার্যঃ পক্ষো দিনানি চ । ঋতুর্মাসো হায়নস্বামতিবিঞ্চ সর্দাঃ ১৭১
 লবণেশ্বরমুসর্পির্দধিহৃদ্ধল্লাস্তকঃ । সমুদ্রান্তাভিবিঞ্চ মন্ত্রপুতেন বারিণাঃ ১৭২
 গঙ্গা সূর্য্যাস্ততা রেবা চন্দ্রভাগা সরস্বতী । সরযুর্গণ্ডকী কুন্তী বেতগঙ্গা চ কৌশিকী ।
 এতাস্বামতিবিঞ্চ মন্ত্রপুতেন বারিণাঃ ১৭৩
 অনন্তাদ্যা মহানাগাঃ স্পর্গাদ্যাঃ পতঙ্গিণাঃ । তরবঃ কল্পবৃক্ষাদ্যাঃ সিঞ্চন্ত স্বাং মহীধরাঃ ১৭৪
 পাতালভূতলব্যোমচারিণঃ ক্ষমকারিণঃ । পূর্ণাভিবেকসন্তষ্টাভিবিঞ্চ পাথসাঃ ১৭৫
 দৌর্ভাগ্যঃ চূর্ণশো রোগো দৌর্দর্শনশ্চ তথ্যশ্চ চ । বিনশ্যন্ত্যভিবেকেণ পরমব্রহ্মতেজসাঃ ১৭৬
 অলক্ষ্মীঃ কালকর্ণী চ ডাকিন্যো যোগিনীগণাঃ । বিনশ্যন্ত্যভিবেকেণ কালীবীজেন তাড়িতাঃ ১৭৭
 ভূতাঃ প্রেতাঃ পিশাচাশ্চ গ্রহা য়েহরিষ্টকারকঃ । বিক্রান্তে বিনশ্যন্ত রমাবীজেন তাড়িতাঃ ১৭৮
 অভিচারকৃত্য দোষা বৈরিন্নোস্তবাশ্চ য়ে । মনোবাক্কারজা দোষাঃ বিনশ্যন্ত্যভিবেচনাঃ ১৭৯

অভিষিক্ত করুন । (১৬৩) ভৈরবী, ভদ্রকালী, তুষ্টি, পুষ্টি উমা, ক্রমা, শ্রদ্ধা, কান্তি দয়া ও শান্তি ইহারা সতত তোমাকে অভিষিক্ত করুন । (১৬৪) মহাকালী, মহালক্ষ্মী, মহানীল সরস্বতী, উগ্রচণ্ডা ও প্রচণ্ডা ইহারা সর্দা তোমাকে অভিষিক্ত করুন । (১৬৫) মৎস্ত, কুর্খ, বরাহ নৃসিংহ বামন, রাম ও পরশুরাম, ইহারা জলদ্বারা তোমাকে অভিষিক্ত করুন । (১৬৬) অসিতাক্ষ, রুক্ম, চণ্ড, ক্রোধোন্নত, ভয়ঙ্কর, কপালী ও ভীষণ তোমাকে অভিষিক্ত করুন । (১৬৭) কালী, কপালিনী, কুলা কুরুকুলা, বিরোধিনী, বিপ্রচিন্তা ও মহোগ্রা, ইহারা সর্দা তোমাকে অভিষিক্ত করুন । (১৬৮) ইন্দ্র, অগ্নি, শমন, রক্ষ, বরুণ, পবন, কুবের ও মহেশ্বর এই অষ্ট দিকপাল তোমাকে অভিষিক্ত করুন । (১৬৯) রবি, সোম, মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র, শনি, রাহু, কেতু নক্ষত্র ও গ্রহগণ তোমাকে অভিষিক্ত করুন । (১৭০) নক্ষত্র, করণ, যোগ, বার, পক্ষ, দিন, ঋতু, মাস ও বৎসর ইহারা তোমাকে অভিষিক্ত করুন । (১৭১) লবণ, ইক্ষু, সুরা, মূর্পি, দধি ও হৃদ্ধ এই সমুদায় সমুদ্র তোমাকে অভিষিক্ত করুন । (১৭২) গঙ্গা, যমুনা, রেবা, চন্দ্রভাগা, সরস্বতী, সরযু, গণ্ডকী, কুন্তী, বেতগঙ্গা ও কৌশিকী, ইহারা মন্ত্রপুত জল দ্বারা তোমাকে অভিষিক্ত করুন । (১৭৩) অনন্তাদি মহানাগগণ, গরুড় প্রভৃতি পক্ষীগণ কল্প প্রভৃতি বৃক্ষগণ ও পর্বত সকল তোমাকে অভিষিক্ত করুন । (১৭৪) পাতাল, ভূতল ও ব্যোমচারী জীবগণ তোমার মঙ্গলের বিধান করুন এবং পূর্ণাভিবেকে সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহারা জল দ্বারা তোমাকে অভিষিক্ত করুন । (১৭৫) পূর্ণাভিবেক ও পরব্রহ্মের তেজ দ্বারা তোমার চূর্ণভাগ্য, অপবশ, রোগ দৌর্দর্শনশ্চ ও শোক সমুদায় প্রশমিত হউক । (১৭৬) অলক্ষ্মী, কালকর্ণী, ডাকিনী ও যোগিনীগণ ইহারা অভিবেক ও কালীবীজ দ্বারা তাড়িত হইয়া বিনষ্ট হউক । (১৭৭) ভূত, প্রেত, পিশাচ, গ্রহ ও অন্ত্যাত্ম অনিষ্টকারী সকল, রমা বীজ দ্বারা তাড়িত হইয়া গলায়ন করুক ও তাহারা নষ্ট হউক । (১৭৮) অভিচারজনিতদোষ, বৈরিন্দোষ, মানসিক, বাচিক ও কারিক দোষ, এ সকলই তোমার অভিবেকে দূরীভূত হউক । (১৭৯) তোমার শিকিল

নম্রস্ত বিপদঃ সর্গাঃ সম্পদঃ সন্ত স্থিরাঃ । অভিব্যেকণ পূর্ণেন পূর্ণাঃ সন্ত মনোরথাঃ ॥ ১৮০
 ইত্যেকাধিকবিংশত্যা মন্ত্রৈঃ সংসিক্তসাধকম্ । পশৌশ্বখানকমন্ত্রঃ পুনঃ সংশ্রাবয়েৎ গুরুঃ ॥ ১৮১
 পূর্বোক্তনাম্না সযোধ্য জ্ঞাপয়ন্ত শক্তিসাধকান্ । দদ্যাদানন্দনাথান্তমাখ্যানং কৌলিকৈঃ গুরু ॥ ১৮২
 ক্রতমন্ত্র গুরোর্যন্তে সম্পূজ্য নিজদেবতাম্ । পঞ্চতত্বোপচারেণ গুরুমভ্যর্চয়েত্ততঃ ॥ ১৮৩
 গোভূহিরণ্যবাসাংসি পানালঙ্কারগানি চ । গুরবে দক্ষিণাং দত্ত্বা যজ্ঞে কৌলান্ শিবান্নকান্ ॥ ১৮৪
 কৃতকৌলার্চনো ধীরঃ শস্তোহতিবিনয়াস্থিতঃ । শ্রীগুরুশ্চরণৌ পৃষ্ট্বা ভক্ত্যা নম্বেদমর্থয়েৎ ॥ ১৮৫
 শ্রীনাথ জগতাং নাথ মন্ত্রাধ করুণানিধে । পরমামৃতপ্রদানেন প্রমদাম্বনানোরথম্ ॥ ১৮৬
 আজ্ঞা মে দীয়তাং কৌলাঃ প্রত্যক্ষশিবরূপিণঃ । সচ্ছিব্যারবিনীতায় দদ্যামি পরমামৃতম্ ॥ ১৮৭
 চক্রেণ পরমেশান কৌলপঙ্কজভাস্কর । কৃতার্থং কুরু সংশিষ্যং দেহমুদয়ে কুলামৃতাম্ ॥ ১৮৮
 আজ্ঞামাদায় কৌলানাং পরমামৃতপূরিতম্ । সন্তুষ্টিং গানপাত্রং শিষ্যহস্তে সমর্পয়েৎ ॥ ১৮৯
 হৃদ্যাক্রব্য গুরুদেবীং শ্রবসংলগ্নভয়না । স্বস্ত শিষ্যস্য কৌলানাং কুর্কে চ তিলকং স্তম্বে ॥ ১৯০
 ততঃ প্রসাদতস্থানি কৌলেভ্যঃ পরিবেশয়ন্ত । চক্রানুষ্ঠানবিধিনা বিদধ্যাং পানভোজনম্ ॥ ১৯১
 ইতি তে কথিতং দেবি শুভপূর্ণাভিষেচনম্ । ব্রহ্মজ্ঞানৈকজননং শিবস্তূলসাধনম্ ॥ ১৯২
 নবরাত্রং সপ্তরাত্রং পঞ্চরাত্রং ত্রিরাত্রকম্ । অথ বাপ্যেকরাত্রঞ্চ কুর্য্যাৎ পূর্ণাভিষেচনম্ ॥ ১৯৩
 সংস্কারেহস্মিন কুলেশানি পঞ্চকল্পাঃ প্রকীর্তিতাঃ । নবরাত্রৈ বিধাতব্যং সর্বতোভদ্রমণ্ডলম্ ॥ ১৯৪
 নবনাভং সপ্তরাত্রৈ পঞ্চাজং পঞ্চরাত্রকে । ত্রিরাত্রৈ চৈকরাত্রৈ চ পদ্মমষ্টদলং প্রিয়ে ॥ ১৯৫

বিপদের অবসান হউক, সম্পদ স্থিরতর থাকুক, (অধিক কি,) এই পূর্ণাভিষেকে তোমার সমুদায় মনোরথ সিদ্ধ হউক । (১৮০) সাধক ! এই একবিংশতি মন্ত্রে অভিব্যক্ত, হইবে, পশুর নিকটে দীক্ষিত হইলে, গুরু শিষ্যকে পুনর্বার সেই মন্ত্র শ্রবণ করাইবেন । (১৮১) কৌলিক গুরু শক্তিসাধকদিগকে জানাইয়া পূর্বনাম-গ্রহণপূর্বক শিষ্যকে সযোধান করতঃ আনন্দনাথ নাম প্রদান করিবেন । (১৮২) গুরুর নিকট হইতে মন্ত্র শ্রবণ করিয়া পঞ্চ তত্বোপচারে যন্ত্রমধ্যে অষ্টাষ্ট দেবতার পূজা করত, পরে গুরুর পূজা করিবে । (১৮৩) গাভী, ভূমি, ভূবর্ণ বস্ত্র পেয়-পদার্থ ও অলঙ্কার এই গুলি দক্ষিণার সহিত গুরুকে প্রদান করিয়া শিবরূপী কৌলদিগের অর্চনা করিবে । (১৮৪) অনন্তর বিচক্রণ ব্যক্তি শাস্ত ও বিনীতভাবে ভক্তিসহকারে শ্রীগুরুর পাদপদ্ম স্পর্শ করতঃ নমস্কার করিয়া প্রার্থনা করিবে । (১৮৫) হে শ্রীনাথ ! হে জগন্নাথ ! আপনি আমার নাথ ও দয়ার নিধি, আপনি পরমামৃত প্রদানে আমার বাসনা পূর্ণ করুন । (১৮৬) গুরু বলিবেন, কৌলগণ ! আপনারা সাক্ষাৎ শিবরূপী, আপনাদের আজ্ঞা পাইলে আমি বিনয়-বিত এই সংশিষ্যকে পরমামৃত প্রদান করি । (১৮৭) তাঁহাদ্বা বলিবেন, চক্রেশ্বর ! আপনি সাক্ষাৎ পরমেশ্বর আপনি কৌলরূপ কমলের ভাস্কর তুল্য, আপনি সং শিষ্যকে কৃতার্থ করুন । (১৮৮) অনন্তর গুরু কৌলগণের অচুমতি গ্রহণান্তে শুদ্ধিসম্বিত পরমামৃতপূর্ণ পানপাত্র শিষ্যকে প্রদান করিবেন । (১৮৯) অনন্তর দেবী ভগবতীকে হৃদয়ে সংস্থাপন পূর্বক শ্রব সংলগ্ন ভয়-যারা শিষ্য ও কৌলগণের ললাটে তিলক প্রদান করিবেন । (১৯০) পরে সমুদায় কৌলগণকে প্রদান-তত্ত্ব বিতরণ করিয়া চক্রানুষ্ঠানবিধিক্রমে পানভোজন করিবেন । (১৯১) হে দেবি ! আমি তোমার নিকটে এই পূর্ণাভিষেক-বিষয় বর্ণন করিলাম, ইহাতে ব্রহ্মজ্ঞান ও শিবস্ত লাভ হইয়া থাকে । (১৯২) নব, সপ্ত, পঞ্চ, ত্রি, অথবা একরাত্রি পূর্ণাভিষেক করা কর্তব্য । (১৯৩) হে কুলেশ্বর ! নবরাত্র করিতে হইলে, সর্বতোভদ্রমণ্ডল রচনা করিতে হইবে, অভিব্যেকসংস্কারে পাঁচটা পাত্র আছে । (১৯৪) হে প্রিয়ে ! সপ্তরাত্রি অভিব্যেকহলে নবনাভ, পঞ্চরাত্রিহলে পঞ্চাজ, ত্রিরাত্র ও একরাত্রিহলে অষ্টদলপদ্ম রচনা করিতে হয় । (১৯৫) সাধকগণ সর্বতোভদ্র

মণ্ডলে সর্বতোভিত্তে নরনাভেহপি সাধকৈঃ । স্থাপনীয়া নব ঘটঃ পঞ্চাঙ্গে পঞ্চসংখ্যকঃ ॥ ১২৬
নলিনেহষ্টদলে দেবি ঘটষেকঃ প্রকীৰ্ত্তিতঃ । অঙ্গাবরণদেবাংশ্চ কেশরাদিবু পূজয়েৎ ॥ ১২৭
পূর্ণাভিষেকসিদ্ধানাং কোলানাং নির্মাণ্যনাম্ । দর্শনাং স্পর্শনাদ্ ভ্রাণাং দ্রব্যশুদ্ধির্কীর্ত্তয়িত ॥ ১২৮
শাক্তৈর্দেবৈ বৈষ্ণবৈঃ শৈবৈঃ সৌরৈর্গাণপতৈরপি । কোলধর্ম্মাপ্রিতঃ সাধুঃ পূজনীয়োহতিবদ্রতঃ ॥ ১২৯
শাক্তে শাক্তো গুরুঃ শক্তঃ শৈবে শৈবো গুরুর্দ্রতঃ ।
বৈষ্ণবে বৈষ্ণবঃ সৌরে সৌরো গুরুর্দ্রতঃ ॥ ২০০
গাণপে গাণপতৈশ্চ কোলঃ সর্বত্র সদ্গুরুঃ । অতঃ সর্বাঙ্গান্ ধীমান্ কোলাদ্দীক্ষাং সমাচরেৎ ॥ ২০১
পঞ্চতন্ত্ৰেন যত্নেন ভক্ত্যা কোলান্ যজন্তি যে । উদ্ধৃত্য পুরুষান্ সর্বাংশ্চ যান্তি পরমাং গতিম্ ॥ ২০২
পর্ণোক্তপুণ্ড্রকনন্তঃ পশুরেব ন সংশয়ঃ । বীরান্নকমলুর্কীরঃ কোলাদ্ভবতি ব্রহ্মবিৎ ॥ ২০৩
শাক্তাভিষেকী বীরঃ ত্রাং পঞ্চতন্ত্ৰানি শোধয়েৎ । স্বেষ্টপূজাবিধানেন ন তু চক্রেষ্বরে ভবেৎ ॥ ২০৪
বীরঘাতী, বৃথাপায়ী বীরগাং জীগমস্তথা । স্ত্রয়ো মহাপাতকিনস্তৎসংসর্গী চ পঞ্চমঃ ॥ ২০৫
কুলবন্ধ্য কুলদ্রব্যং কুলসাধকমেব চ । যে নিন্দন্তি ছরাস্থানস্তে গচ্ছন্ত্যধমাং গতিম্ ॥ ২০৬
নৃত্যন্তি রুদ্রভাকিতো নৃত্যন্তি রুদ্রভৈরবাঃ । মাংসাস্থিচর্ষণানন্দাঃ স্রুধাঃ কোলধিবাং নৃণাম্ ॥ ২০৭
দয়ালবঃ সত্যশীলাঃ সদা পরহিতৈষিণঃ । তান্ গহয়ন্তো নরকান্নিকৃতিং যান্তি ন কচিৎ ॥ ২০৮
উক্তা প্রয়োগা বহবঃ কৰ্ম্মাণি বিবিধানি চ । ত্রৈলোক্যনিষ্ঠকৌলজ্ঞ ত্যাগাহুষ্ঠানয়োঃ সমম্ ॥ ২০৯
একমেব পরং ব্রহ্ম জগদব্যুত্যা তিষ্ঠতি । বিশ্বচর্য্যাতদর্শী ত্রাং যতঃ সর্বং তদধিতম্ ॥ ২১০

মণ্ডলে এবং নবনাভ-মণ্ডলে নয়টি ঘট এবং পঞ্চাঙ্গমণ্ডলে পাঁচটি ঘট স্থাপন করিবে। (১২৬)
হে দেবি ! অষ্টদলমধ্যে একটি মাত্র ঘটস্থাপনের ব্যবস্থা, এই পদ্মের কেশরাদিতে অঙ্গ ও
আবরণ দেবতাগণের অর্চনা করিতে হইবে। (১২৭) যে সকল কোল পূর্ণাভিষেকে অভিষিক্ত,
ঐহাদের হৃদয় নির্মল, তাঁহাদের দর্শন, স্পর্শন, বা ভ্রাণ দ্বারা দ্রব্যশুদ্ধি হইয়া থাকে। (১২৮)
শাক্ত, বৈষ্ণব, শৈব, সৌর ও গাণপত্য, যে কোনও উপাসক হউন না, কোল ধর্ম্মাবলী সাধুর
পূজা করা কর্তব্য। (১২৯) শাক্তের শাক্ত, শৈবের শৈব, বৈষ্ণবের বৈষ্ণব, সৌরদিগের সৌর-
গুরু হইয়া থাকে। (২০০) এইরূপ গাণপত্যদিগের পক্ষে গাণপত গুরুই প্রশস্ত, কিন্তু কোল
ব্যক্তি সকলের প্রশস্ত বলিয়া বুদ্ধিমান ব্যক্তির কোলের নিকটে দীক্ষিত হইতে বাধ্য নাই !
(২০১) ভক্তি সহকারে যত্নপূর্বক পঞ্চতন্ত্রসংযোগে ঐহারা কোলগণের পূজা করেন, তাহারা
আপনাদের পূর্বপুরুষগণের উদ্ধার সাধন করিয়া দিব্য গতি লাভ করিয়া থাকেন। (২০২) পশুর
নিকট হইতে মন্ত্র গ্রহণ করিলে পশু, বীরের নিকট হইতে মন্ত্র গ্রহণ বীর, এবং কোলের নিকট
হইতে মন্ত্র গ্রহণ করিলে, নিশ্চয়ই ব্রহ্মবিৎ হইয়া থাকে। (২০৩) যিনি শাক্তাভিষেকী, তিনি
বীর, তিনি আপনাত ইষ্টদেবতার পূজার সময় পঞ্চতন্ত্র শোধান করিতে পারিবেন, কিন্তু চক্রেষ্বর
হইবার শক্তি ঘটিবেক না। (২০৪) যিনি বীরঘাতী, যিনি বীরপায়ী, বীরপত্নীগামী ও চোর,
যিনি এই চতুর্কিধ মহা মহা পাতকে লিপ্ত ও তৎসংসর্গী, তাহারা সকলেই মহাপাতকী
বলিয়া গণ্য। (২০৫) যে ছরাস্থা কুলবন্ধ্য, কুলদ্রব্য ও কুল সাধকের নিন্দা করে, তাহার
অধোগতি ঘটিয়া থাকে। (২০৬) রুদ্র ভাকিনী ও রুদ্র ভৈরবগণ সেই নিম্নকদিগের
মৌস ও অস্থি চর্ষণের জন্ত আনন্দ করিয়া থাকে। (২০৭) ঐহারা দয়ালু, সত্যশীল, সন্ত
পরহিতৈষী, কোলগণকে) নিন্দা করিলে, তাহারা কোনও রূপে নরকবস্ত্রণ হইতে নিষ্কৃতি
পান না। (২০৮) (দেবি !) আমি বহুবিধ প্রয়োগ ও বিবিধ কৰ্ম্মাহুষ্ঠানের কথা বলি-
রাছি, কিন্তু ত্রৈলোক্যনিষ্ঠ কৌলজনের পক্ষে কৰ্ম্মত্যাগ ও কৰ্ম্মাহুষ্ঠান, এই উভয়ই সমান। (২০৯)
একমাত্র পরব্রহ্ম জগৎ আক্রমণ করিয়া অবস্থিতি করিতেছেন, অতএব জগতের যাবতীয় বস্তু

কলাসক্তাঃ কামগরাঃ কৰ্মজালরতাঃ প্রিয়ে। পৃথক্ৰেন বজন্তোহপি তৎ প্রয়াতি বিশন্তি চ ॥ ২১১
 সৰ্গঃ ব্রহ্মণি সৰ্গজ ব্রহ্মৈব পরিপত্ততি। জ্ঞেয়ঃ সঃ এব সংকৌলো জীবন্তো ন সংশয়ঃ ॥ ২১২
 ইতি শ্রীমহানির্বাণতন্ত্রে সৰ্গতন্ত্রোক্তমোক্তমে সৰ্গধৰ্ম্মনির্গমসারে শ্রীমদাদ্যাসদাশিবসংবাদে
 বুদ্ধিশ্রাদ্ধাদিমৃতক্রিয়াপূর্ণাতিবেককথনং নাম দশমোক্তাসঃ ।

একাদশোক্তাসঃ ।

শ্রদ্ধা শান্তবধৰ্ম্মাণি বর্ণাপ্রমভিভেদতঃ । অপর্ণা পরয়া প্রীত্যা পপ্রচ্ছ শঙ্করং প্রীতি ॥ ১

শ্রীদেব্যুবাচ ।

বর্ণাপ্রমাচারধৰ্ম্মাঃ সংস্কারা লোকসিদ্ধয়ে । কথিতা কুপয়া মহং সৰ্গজেন ভয়া প্রীতো ॥ ২
 কলৌ হ্রুতয়ো লোকাঃ কামকোথাঙ্কচেতসঃ । নাস্তিকাঃ সংশয়াত্মানঃ সদেজিয় স্মৃথৈবিণঃ ॥ ৩
 তন্নিগাদতং বন্ধনান্নাষ্ট্যাস্তি হৃদ্ধিরঃ । তেবাং কা গচ্ছিরীশান বিশেষাদতু নহসি ॥ ৪

শ্রীসদাশিব উবাচ ।

সাধু পৃষ্টং ভয়া দেবি লোকানাং হিতকারিণি । ত্বং জগজ্জননী হুর্গা জন্মসংসারমোচনী ॥ ৫
 ভয়াদ্যা জগতাং ধাত্রী পালয়িত্রী পরাংপর। ভয়েব ধার্য্যতে দেবি বিশ্বতোতচ্চরাচরম্ ॥ ৬
 ভমেব পৃথী ত্বং বারি ত্বং ধায়ুত্বং হতাশনঃ । ত্বং বিয়ত্বমহঙ্কারত্বং মহত্ত্বরূপিণী ॥ ৭
 ভমেব জীবো লোকেহস্মিংস্বং বিদ্যা পঃ দেবতা । ইজ্রিয়াণি মনোবুদ্ধির্কিংশ্বেবাং ত্বং গতিঃ স্থিতিঃ ॥ ৮

পূজা করিলেই ব্রহ্মের পূজা করা হয়, কারণ জগতের কোনও বস্তুই ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন নহে । (২১০) ঐহরা কামনার দাস, কৰ্ম্মজালে জড়ীভূত ও কৰ্ম্মকলে আসক্তচিত্ত হে প্রিয়ে ! তাঁহারা পৃথগৃভাবে অস্ত্র দেবতার পূজা করিয়াও যথাসময়ে ব্রহ্মপ্রাপ্ত ও ব্রহ্ম অল্পপ্রবিষ্ট হইয়া থাকেন । (২১১) 'তিনি সকল' বস্তুতেই ব্রহ্মের অবস্থিতি এবং ব্রহ্মে সমুদায় বস্তুর অধিষ্ঠান দর্শন করিয়া থাকেন, তিনিই যে প্রকৃত কোল ও জীবমুক্ত তথ্যের কোনও সন্দেহ নাই ।

ভগবতী অপর্ণা বর্ণাপ্রমভেদে শিবোক্ত ধৰ্ম্ম শ্রবণ করিয়া অতিশয় প্রীত হইয়া শঙ্করকে
 জিজ্ঞাসা করিলেন । (১) দেবী কহিলেন—হে প্রীতো ! আপনি সৰ্গজ আপনি কুপা করিয়া
 আমার নিকটে লোকব্যবহারোপযোগী বর্ণাপ্রমধৰ্ম্ম ও সংস্কারের বিষয় বলিয়াছেন । (২) কলির
 বহুবাগণ কামকোথাং দ্বারা অন্ধ, হ্রুত, নাস্তিক, সংশয়াপন্ন ও সতত ইজ্রিয় স্মৃথাভিলাষী
 হইবে । (৩) হে ঐশান ! সেই সকল হ্রুত লোকে আপনার উক্ত পথের অল্পবর্তী হইবে না
 স্তভয়াং ইহাদের দশা কি হইবে, আমাকে সবিশেষ জানাইয়া দিউন । (৪) সদাশিব কহিলেনঃ
 'দেবি' তুমি লোকের হিতকারিণী জন্ম ও সংসার ক্লেশ মোচনী ; তুমি জগতের জননী, হুর্গা ; তুমি
 জগতকে ব্রহ্মের প্রেম করিয়াছ । (৫) তুমি জগতের আদ্যা, ধাত্রী, পালয়িত্রী, পরাংপর ; হে
 দেবি ! তুমিই এই চক্ৰচর বিশ্ব ধারণ করিয়া আছ । (৬) তুমি পৃথিবী, বারি, বায়ু ও হতাশন,
 কুন্দি, আকাশ, অহঙ্কার ও মহত্ত্বরূপিণী । (৭) তুমি এই জীবলোকে জীব, তুমি বিদ্যা ও পরম
 দেবতা, তুমি সমুদায় ইজ্রিয়, তুমি মন, তুমি বুদ্ধি, তুমি জগতের গতি ও স্থিতিরূপিণী । (৮)

কলাসক্তাঃ কামগরাঃ কৰ্মজালরতাঃ প্রিয়ে। পৃথক্ৰেন বজন্তোহপি তৎ প্রয়াতি বিশন্তি চ ॥ ২১১
 সৰ্গঃ ব্রহ্মণি সৰ্গজ ব্রহ্মৈব পরিপত্ততি। জ্ঞেয়ঃ সঃ এব সংকৌলো জীবন্তো ন সংশয়ঃ ॥ ২১২
 ইতি শ্রীমহানির্বাণতন্ত্রে সৰ্গতন্ত্রোক্তমোক্তমে সৰ্গধৰ্ম্মনির্গমসারে শ্রীমদাদ্যাসদাশিবসংবাদে
 বুদ্ধিশ্রাদ্ধাদিমৃতক্রিয়াপূর্ণাতিবেককথনং নাম দশমোক্তাসঃ ।

একাদশোক্তাসঃ ।

শ্রদ্ধা শান্তবধৰ্ম্মাণি বর্ণাপ্রমভিভেদতঃ । অপর্ণা পরয়া প্রীত্যা পপ্রচ্ছ শঙ্করং প্রীতি ॥ ১

শ্রীদেব্যুবাচ ।

বর্ণাপ্রমাচারধৰ্ম্মাঃ সংস্কারা লোকসিদ্ধয়ে । কথিতা কুপয়া মহং সৰ্গজেন ভয়া প্রীতো ॥ ২
 কলৌ হ্রুতয়ো লোকাঃ কামকোথাঙ্কচেতসঃ । নাস্তিকাঃ সংশয়াত্মানঃ সদেজিয় স্মৃথৈবিণঃ ॥ ৩
 তন্নিগাদতং বন্ধনান্নাষ্ট্যাস্তি হৃদ্ধিরঃ । তেবাং কা গচ্ছিরীশান বিশেষাদতু নহসি ॥ ৪

শ্রীসদাশিব উবাচ ।

সাধু পৃষ্টং ভয়া দেবি লোকানাং হিতকারিণি । ত্বং জগজ্জননী হুর্গা জন্মসংসারমোচনী ॥ ৫
 ভয়াদ্যা জগতাং ধাত্রী পালয়িত্রী পরাংপর। ভয়ৈব ধার্য্যতে দেবি বিশ্বতোতচ্চরাচরম্ ॥ ৬
 ভয়েব পৃথী ত্বং বারি ত্বং ধায়ুত্বং হতাশনঃ । ত্বং বিয়ত্বমহঙ্কারত্বং মহত্ত্বরূপিণী ॥ ৭
 ভয়েব জীবো লোকেহস্মিংস্বং বিদ্যা পঃ দেবতা । ইজ্রিয়াণি মনোবুদ্ধির্কিংশ্চেবাং ত্বং গতিঃ স্থিতিঃ ॥ ৮

পূজা করিলেই ব্রহ্মের পূজা করা হয়, কারণ জগতের কোনও বস্তুই ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন নহে। (২১০) ঐহরা কামনার দাস, কৰ্ম্মজালে জড়ীভূত ও কৰ্ম্মকলে আসক্তচিত্ত হে প্রিয়ে! তাঁহারা পৃথগৃভাবে অস্ত্র দেবতার পূজা করিয়াও যথাসময়ে ব্রহ্মপ্রাপ্ত ও ব্রহ্ম অল্পপ্রবিষ্ট হইয়া থাকেন। (২১১) 'তিনি সকল' বস্তুতেই ব্রহ্মের অবস্থিতি এবং ব্রহ্মে সমুদায় বস্তুর অধিষ্ঠান দর্শন করিয়া থাকেন, তিনিই যে প্রকৃত কোল ও জীবমুক্ত তদ্বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই।

ভগবতী অপর্ণা বর্ণাপ্রমভেদে নিবোক্ত ধৰ্ম্ম শ্রবণ করিয়া অতিশয় প্রীত হইয়া শঙ্করকে
 জিজ্ঞাসা করিলেন। (১) দেবী কহিলেন—হে প্রীতো! আপনি সৰ্গজ আপনি কুপা করিয়া
 আমার নিকটে লোকব্যবহারোপযোগী বর্ণাপ্রমধৰ্ম্ম ও সংস্কারের বিষয় বলিয়াছেন। (২) কলির
 বহুবাগণ কামকোথাং দ্বারা অন্ধ, হ্রুত, নাস্তিক, সংশয়াপন্ন ও সতত ইজ্রিয় স্মৃথাভিলাষী
 হইবে। (৩) হে ঐশান! সেই সকল হ্রুত লোকে আপনার উক্ত পথের অল্পবর্তী হইবে না
 স্তভয়াং ইহাদের দশা কি হইবে, আমাকে সবিশেষ জানাইয়া দিউন। (৪) সদাশিব কহিলেনঃ
 'দেবি' তুমি লোকের হিতকারিণী জন্ম ও সংসার ক্লেশ মোচনী; তুমি জগতের জননী, হুর্গা; তুমি
 জগতকে ব্রহ্মের প্রেম করিয়াছ। (৫) তুমি জগতের আদ্যা, ধাত্রী, পালয়িত্রী, পরাংপর; হে
 দেবি! তুমিই এই চক্ৰচর বিশ্ব ধারণ করিয়া আছ। (৬) তুমি পৃথিবী, বারি, বায়ু ও হতাশন,
 কুন্দি, আকাশ, অহঙ্কার ও মহত্ত্বরূপিণী। (৭) তুমি এই জীবলোকে জীব, তুমি বিদ্যা ও পরম
 দেবতা, তুমি সমুদায় ইজ্রিয়, তুমি মন, তুমি বুদ্ধি, তুমি জগতের গতি ও স্থিতিরূপিণী। (৮)

ত্বমেব দেবাঃ প্রণবঃ স্মৃতমসংহি সংহিতাঃ । নিগমাগমতন্ত্রাণি সৰ্বশাস্ত্রময়ী শিবা ॥ ৯
 মহাকালী মহালক্ষ্মী হানীলসরস্বতী । মহোদরী মহামায়া মহারোজী মহেশ্বরী ॥ ১০
 সৰ্বজ্ঞাং জ্ঞানময়ী নাস্তবেদ্যাস্তবাস্তিকে । তথাপি পৃচ্ছসি প্রোক্ষে প্রীতরে কথ্যামি তে ॥ ১১
 সত্যমুক্তং ত্বয়া দেবি মনুজানাং বিচেষ্টিতম্ । জ্ঞানন্তোহপি হিতং মত্তাঃ পাটৈপরাণ্ডম্বুপ্রদৈঃ ॥ ১২
 নাচরিষ্যন্তি সদা হিতাহিতবহিষ্কৃতাঃ । তেষাং নিশ্চেষসার্থায় কৰ্ত্তব্যং যত্তদ্রূচ্যতে ॥ ১৪
 অমুষ্ঠানং নিষিক্ত ত্যাগো বিহিতকৰ্ম্মণঃ । নুণাং জনয়তঃ পাপং ক্লেশাশোকাময়প্রদম্ ॥ ১৪
 অনিষ্টমত্রেজনানাং পরানিষ্টোপপাদনাং । তদেব পাপং বিবিধং জানীহি কুলনায়িকে ॥ ১৫
 পরানিষ্টকরাং পাপাং মুচ্যতে রাজশাসনাং । অত্ৰাস্মাচ্চ্যতে মৰ্ত্ত্যঃ প্রায়শ্চিত্তাং সমাধিনা ॥ ১৬
 প্রায়শ্চিত্তাথবা দটৈশ্চ পূতা যে কৃতাত্মসঃ । নরকায় নিবৰ্ত্তন্তে ইহামুক্ত বিগর্হিতাং ॥ ১৭
 তত্রাদৌ কথ্যামাদ্যে নৃপশাসননির্ণয়ম্ । বল্লভ্যনামহেশানি রাজা যাত্যধমাং গতিম্ ॥ ১৮
 ভূতান্ পুত্রানুদাসীনান্ প্রিয়ানপি তথাহপ্রিয়ান্ । শাসনে চ তথা ত্রায়ে সমদৃষ্ট্যাবলোকয়েৎ ॥ ১৯
 স্বয়ং চেৎ কৃতপাপঃ স্ত্রাৎ পীড়য়েদকৃতাত্মসঃ । উপবাসৈশ্চ দানৈস্তান্ পরিতোষ্য বিমুখ্যতি ॥ ২০
 বধাহিং মন্থমানঃ স্বং কৃতপাপো নরাধিপঃ । ত্যক্ত্বা রাজ্যং বনং প্রাপ্য তপসান্মানমুচ্চরেৎ ॥ ২১
 গুরুদণ্ডং নৈব রাজা বিদধ্যান্নযুপাষিষু । ন লঘুং গুরুপাপেষু বিনা হেতুং বিপর্যয়ে ॥ ২২
 তস্মিন্ যৎশাসনে শাস্তা অনেকোন্মার্গবৰ্ত্তিনঃ । পাপেভ্যো নির্ভয়ে শস্তো লঘুপাপে গুরুদমঃ ॥ ২৩

তুমিই বেদ, প্রণব, স্মৃতি সংহিতা ; তুমি নিগম, আগম ও তন্ত্র, তুমি সৰ্বশাস্ত্রময়ী ভগবতী ।
 তুমি মহাকালী, মহালক্ষ্মী ও মহানীলসরস্বতী, তুমি মহোদরী, মহামায়া, মহারোজী ও মহেশ্বরী । (১০) তুমি সৰ্বজ্ঞা, জ্ঞানময়ী, স্মৃতরাং তোমার অপরিজ্ঞাত কিছুই নাই, হে প্রোক্ষে ! তুমি
 সকল বিষয় জানিয়াও যখন আমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছ, তখন আমি তোমার প্রীতির জন্য বলি-
 তেছি । (১১) হে দেবি ! কলির জীবের চেষ্টাসম্বন্ধে তুমি বাহা বলিয়াছ, তাহা যথার্থই বলিয়াছ,
 তাহারা আপনাদের হিতকর বিষয় অবগত হইয়াও আগু স্বখদায়ক পাপে লিপ্ত হইবে । (১২)
 তাহারা হিতাহিতজ্ঞানশূন্য হইয়া সৎপথে বিচরণ করিবে না, তাহাদের যুক্তির নিমিত্ত বাহা
 কৰ্ত্তব্য, তাহা আমি বলিতেছি । (১৩) নিষিদ্ধ কৰ্ম্মের অমুষ্ঠান এবং বৈধকৰ্ম্ম ত্যাগ, এই
 উভয় ব্যাপারে মনুষ্যের পাপসম্ভবন হয়, পাপে ক্লেশ পীড়া প্রকাশ পায় । (১৪) হে কুল-
 নায়িকে ! আপনার অনিষ্ট ও অন্তরের অপকার নিবন্ধন পাপ বিবিধ আকারে প্রোভূত হয় । (১৫)
 রাজশাসন হইতে পরের অনিষ্ট নিবারিত হয় এবং প্রায়শ্চিত্ত ও চিত্ত নিরোধ দ্বারা অত্ৰ প্রকা-
 শিত পাপ হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যায় । (১৬) যে সকল পাপী রাজশাসন ও প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা পবিত্র
 হয় নাই, তাহারা ইহ লোকে নিন্দনীয় ও নরকগামী হইয়া থাকে । (১৭) হে আদ্যো ! রাজ-
 শাসনের কথা শ্রবণে বলিতেছি ; হে মহেশ্বরী ! রাজা যদি ইহার অত্যাচারণ করেন, তাহা হইলে
 তাহাকে নরকগামী হইতে হয় । (৮) রাজা, শাসন ও দণ্ডপ্রদানকালে ভৃত্য, পুত্র, উদাসীন, প্রিয়
 ও অপ্রিয় জনকে সমদৃষ্টিতে দর্শন করিবেন । (১৯) রাজা যদি নিজেপাপকার্য্যে রত হন, কিংবা
 নির্দোষ ব্যক্তির প্রতি দণ্ড ব্যবহার করেন, তাহা হইলে দান করিয়া নির্দোষ ব্যক্তিকে সন্তুষ্ট করত
 পাপ হইতে মুক্ত হইয়া থাকেন । (২০) যদি তিনি বধাহঁ পাপে লিপ্ত হন, তাহা হইলে রাজ্য পরি-
 ত্যাগ পূৰ্ব্বক বনগমন ও তপস্চরণ দ্বারা তাহাকে আপনার উদ্ধার করা কৰ্ত্তব্য । (২১) বিশেষ
 কারণ ব্যতিরেকে গুরু দোষে লঘু এবং লঘু পাপে গুরু দণ্ড প্রদান করা রাজার কৰ্ত্তব্য নহে;
 বিশেষ কারণ ঘটিলে এই নিয়মেরও ব্যতিচার ঘটিতে পারে । (২২) বাহার গুরুতর শাসন না
 করিলে অনেক কুপথগামী হয় এবং বাহার গুরুতর দণ্ডবিধি দেখিলে অনেকের পাপ হইতে
 নিবৃত্ত হইবার সম্ভাবনা, এক্ষণ স্থলে লঘু অপরাধে গুরুদণ্ডই প্রশস্ত । (২৩) একবার পাপ

সকলুপাধিপত্যেন সত্বে বহমানিনি । পাপাভীরো প্রশস্তঃ শ্রাদ্ধং গুরুপাপে লঘুদমঃ ॥ ২৪
 স্বরাগরাধী কোলশেৎ ব্রাহ্মণো লঘুপাপকৃৎ । বহমানোহপি দণ্ডাঃ শ্রাদ্ধোভিরবনীভূতা ॥ ২৫
 ত্রায়ং দণ্ডং প্রসাদং চ বিচার্য্য সচিবৈঃ সহ । যো ন কুর্য্যামহীপালঃ স মহাপাতকী ভবেৎ ॥ ২৬
 ন ত্যজ্যেৎ পিতরৌ পুত্রৌ ন ত্যজ্যেদ্বুর্নপং প্রজাঃ । ন ত্যজ্যেৎ স্বামিনং ভার্য্যা বিনতানতিপাপিনঃ ॥
 রাজ্যং ধনং জীবনং চ ধার্ম্মিকস্ত মহীপতেঃ । সংরক্ষ্যেদ্বু প্রজা যত্নৈরন্তথা যাত্যধোগতিম্ ॥ ২৮
 মাতরং ভগিনীঞ্চাপি তথা হৃদিতরং শিবে । গন্তারো জ্ঞানতো যে চ মহাশুরুনিবাতকাঃ ॥ ২৯
 কুলধর্ম্মং সমাপ্রিত্য পুনস্ত্যক্তকুলক্রিয়াঃ । বিশ্বাসঘাতিনো লোকা অতিপাতকিনঃ স্মৃতাঃ ॥ ৩০
 মাতরং ভগিনীং কন্তাং গচ্ছতো নিধনং দমঃ । তাসামপি সকামানাং তদেবাবিহিতং শিবে ॥ ৩১
 মাতাপিতৃষশ্চক্লবঃ স্রুবাং স্বশ্রং গুরুস্ত্রিয়ম্ । পিতামহস্ত বনিতাং তথা মাতামহস্ত চ ॥ ৩২
 পিত্রোভ্রাতৃঃ স্মৃতাং জায়াং ভ্রাতৃঃ পত্নীং স্মৃতামপি ।

ভাগিনেস্রীঃ প্রভোঃ পত্নীঃ তনয়াঞ্চ কুমারিকাম্ ॥ ৩৩

গচ্ছতাং পাপিনাং লিঙ্গচ্ছেদো দণ্ডো বিধীয়তে । গৃহান্নির্ঘ্যাপণং চৈব পাপাদম্মান্নিমুক্তয়ে ॥ ৩৪
 সপিণ্ডদারতনয়াঃ স্ত্রিয়ং বিশ্বাসিনামপি । সর্বস্বহরণং কেশবপনং গচ্ছতো দমঃ ॥ ৩৫
 স্ত্রীভিরেতাভিরজ্ঞানভবেৎ পরিণয়ো যদি । ব্রাহ্মণ বাপি শৈবেন জ্ঞাত্য তান্তংক্ষণং ত্যজ্যেৎ ॥ ৩৬
 সর্বগদারান্ যো গচ্ছেৎ অমূলোমপরস্ত্রিয়ম্ । দমস্তস্ত্রু ধনাদানং নাসৈকং কণভোজনম্ ॥ ৩৭

করিয়া যে ব্যক্তি লজ্জিত ও মানী এবং যে ব্যক্তি পাপাত্ম্যে ভীত হয়, একরূপ ব্যক্তির গুরুতর অপরাধ হইলেও লঘুদণ্ড প্রদান করা কর্তব্য। (২৩) যদি বহুসম্মানপাত্র, কোল, বা তাদৃক্ ব্রাহ্মণ লঘু দণ্ডের কার্য্য করেন, তাহা হইলে কেবল বাগ্‌দণ্ড করাই রাজার কর্তব্য। (২৫) অমাত্যগণের সহিত মন্ত্রণা করিয়া যে রাজা ত্রায়মতে দোষীর দণ্ড ও পুরস্কার না করেন, তাঁহাকে মহাপাতকে মগ্ন হইতে হয়। (২৬) পুত্র পিতামহকে, প্রজালোক রাজাকে এবং বনিতা ভার্য্যা ভর্তাকে পরিত্যাগ করিবে না, কিন্তু যদি ইহারা মহাপাতকের কার্য্য করেন, তাহা হইলে তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ করিতে বাধ্য নাই। (২৭) রাজা ধার্ম্মিক হইলে তাঁহার রাজ্য, ধন ও জীবন রক্ষা করা প্রজার কর্তব্য; অতথায় নিরয়গামী হইতে হয়। (২৮) হে শিবে! যাহারা জ্ঞানন্তঃ মাতৃ, ভগিনী ও কন্তাভিগমন করে, যাহারা জ্ঞান পূর্ব্বক মহাশুরু নিপাত করে, যাহারা কুলধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া তাহার অমূল্যানে জলাঞ্জলি দেয়, যাহারা লোকের নিকটে বিশ্বাসঘাতক, তাহার অতিপাতকী বলিয়া গণ্য। (২৯) হে শিবে! যে ব্যক্তি মাতৃ, ভগিনী, বা কন্তাতে অভিগমন করে, তাহাকে নিধন করাই শ্রেয়; যদি কামের বশবর্ত্তিনী হইয়া মাতা, ভগিনী, বা কন্তা এইরূপ কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, তাহা হইলেও তাহাদিগের পক্ষে এইরূপ দণ্ডদান করিতে হইবে। (৩১) যে ব্যক্তি বিমাতা, পিতৃষসা, পুত্রবধূ স্বশ্র, গুরুপত্নী পিতামহী, মাতামহী, পিতৃব্যকন্তা মাতুলপত্নী, ভ্রাতৃপত্নী, ভ্রাতৃকন্তা, ভাগিনেস্রী, প্রভুর কন্তা ও কুমারী কন্তাতে উপগত হয়, সেই পাপীর লিঙ্গচ্ছেদ করা কর্তব্য, পূর্ব্বোক্ত স্ত্রীগণ ইচ্ছাপরতন্ত্র হইয়া একরূপ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে এই পাপের প্রায়শ্চিত্তের জন্ত তাহাদিগকে গৃহ হইতে দূরীভূত করা কর্তব্য। (৩২) যে ব্যক্তি কোনও সপিণ্ডের পত্নী বা কন্তাতে আসক্ত হয়, তাহার সর্বস্ব গ্রহণ পূর্ব্বক মন্তক মুণ্ডন করিয়া ছাড়িয়া দেওয়া রাজার কর্তব্য। (২৫) যদি অজ্ঞান বশতঃ পূর্ব্বোক্ত নারীদিগের মধ্যে কাহারও সহিত ব্রাহ্ম, বা শৈব কোনও প্রকার বিবাহ হয়, তাহা হইলে জানিবামাত্র তৎক্ষণাৎ সেই স্ত্রীকে পরিত্যাগ করিবে। (৩৬) যদি কোনও ব্যক্তি সমাজতীর পরস্রীতে উপগত হয়, অথবা অপেক্ষাকৃত হীন রমণীর সহিত সহবাস করে, তাহা হইলে যথা সম্ভব অর্থদণ্ড করিয়া তাঁহাকে একমাস কাল কণভোজন করান রাজার কর্তব্য। (৩৭) হে বরাননে! যদি

রাজত্ববৈশ্বশূদ্রাণাং সামান্যানাং বরাননে । ব্রাহ্মণীং গচ্ছতাং জ্ঞানান্নিকচ্ছেদো দমঃ স্মৃতঃ ॥ ৩৮
 ব্রাহ্মণীঃ বিকৃতাং ক্লৃতা দেশান্নির্ঘ্যাপয়েন্ পঃ । বীরজীগামিনাং তাসামেবমেধ দমো বিধিঃ ॥ ৩৯
 ছরাশ্চা বস্তুং ব্রমতে প্রতিলোমপরজিয়া । দণ্ডস্তত্ত্ব ধনাদানং জিয়াসং কণভোজনম্ ॥ ৪০
 সকামায়াঃ জিয়াশ্চাপি দণ্ডস্তবদ্বিধীয়তে । বলাৎকারগতা ভাৰ্যা ভ্যাজা পাল্যা ভবেৎ শিবে ॥ ৪১
 ব্রাহ্মী ভাৰ্য্যাথবা শৈবী কামতো বাপ্যকামতঃ । সৰ্ব্বথা হি পরিত্যাজ্যা জ্ঞাতোৎ পরগতা স্কৃৎ ॥
 গচ্ছতাং বারনারীযু গবাদিপশুযোনিষু । শুদ্ধিৰ্ভবতি দেবেশি ত্রিরাত্রং কণভোজনাত্ ॥ ৪৩
 গতচ্ছাং কামতঃ পুংসঃ জিয়াঃ পায়ুং ছরাশ্চানাম্ । বধ এব বিধাতব্যো ভূত্বতা শত্ৰুশাসনাত্ ॥ ৪৪
 বলাৎকারেণ যো গচ্ছেদপি চাণ্ডালযোষিতম্ । বধস্তত্ত্ব বিধাতব্যো ন ক্তব্যঃ কদাপি সঃ ॥ ৪৫
 পরিনীতাস্ত্ব যা নার্যো ব্রাহ্মকী শৈববস্মতিঃ । তা এব দারা বিজ্ঞেয়া অজ্ঞাঃ সৰ্বাঃ পরজিয়াঃ ॥ ৪৬
 কামাত্ পরজিয়াং পশুন্ রহঃ সন্তাষয়ন্ স্পৃশন্ । পরিস্ক্রোশ্যোপবাসেন বিণ্ডেদ্যে বিণ্ডণক্রমাৎ ॥ ৪৭
 কুর্কন্তেব্যং সকামা যা পরপুংসা কুলাননা । উজ্জোপবাসবিধিনা স্বাশ্বানং পরিশোধয়েৎ ॥ ৪৮
 ক্রবন্নিদ্যং বচঃ জীযু পশুন্ শুহ্যং পরজিয়াঃ । হসন্ শুক্লতরং মৰ্ত্যঃ শুদ্ধেদ্ব দ্বিরূপবাসতঃ ॥ ৪৯
 দর্শয়ন্নমাশ্বানং কুর্কন্নয়ং তথাপরম্ । ত্রিরাত্রমশনং ত্যক্তা শুদ্ধো ভবতি মানবঃ ॥ ৫০
 পত্ন্যাঃ পরাভিগমনং প্রমাণং রতি চেৎ পতিঃ । নৃপস্তদা তাং তচ্ছারং শাস্ত্রাৎ শাস্ত্রাহুসারতঃ ॥ ৫১

কোনও ক্ষত্রিয়, টেণ্ড, শূদ্র, বা সামান্য জাতি জ্ঞানতঃ ব্রাহ্মণীতে উপগত হয়, তাহা হইলে, তাহার লিক্ছেদ করা কর্তব্য । (৩৮) ব্রাহ্মণীর পক্ষে কোনও প্রকার অলিক্ছেদ বা মস্তক মুণ্ডনা দি দ্বারা বিকৃত করিয়া রাজ্য হইতে নির্বাসিত করাই বিধি ; যদি পূৰ্ব্বোক্ত ব্যক্তি বীরপত্নীতে আসক্ত হয়, তাহা হইলে বীর নারীদিগকে ঐরূপ দণ্ড দিতে হইবে । (৩৯) যে ছরাশ্চা প্রতিলোম জীতে উপগত হয়, তাহার সৰ্বস্ব হরণ পূৰ্ব্বক তাহাকে তিনমাস কণভোজন করাইয়া রাখিতে হইবে । (৪০) ঐ সকল নারী সকামা হইলে, তাহাদিগেরও ঐরূপ দণ্ডদান করিতে হয়, হে শিবে ! যদি কেহ জীর প্রতি বলাৎকার করে, তাহা হইলে ঐ ভাৰ্য্যাকে পরিত্যাগ করিয়া তাহার ভরণপোষণের উপায় করিতে হইবে । (৪১) ভাৰ্যা শৈবী, বা ব্রাহ্মী হউক, তাহার ইচ্ছা হউক, বা না হউক, এক বার মাত্র পরপুরুষসংসর্গ ঘটিলে, তাহাকে পরিত্যাগ করা কর্তব্য । (৪২) হে দেবেশি ! যে ব্যক্তি বেজা, গো ও ছাগী, প্রভৃতি পশু যোনিতে উপগত হয়, ত্রিরাত্র কণভোজন করাইয়া পাপমুক্ত হওয়া তাহার কর্তব্য । (৪৩) যদি কোনও কামুকী, জীলোকের শুহুদেশে গমন করে, তাহা হইলে শিবের শাসনক্রমে তাহার প্রাণদণ্ড করা রাজার কর্তব্য । (৪৪) যদি কেহ বল প্রয়োগ পূৰ্ব্বক চণ্ডাল কথ্যতে আসক্ত হয়, তাহা হইলে, তাহাকে বধ করা কর্তব্য, বলাৎকারে চণ্ডালকথ্য বলিয়া ক্ষমা করিতে নাই । (৪৫) ব্রাহ্ম, বা শৈব বিবাহে বাহারা বিবাহিত হইয়াছে, সেই সকল জীই ভাৰ্যা, এতদ্ব্যতিরেকে অজ্ঞ জী পরজী বলিয়া গণ্য । (৪৬) যে ব্যক্তি কামভাবে পরজী দর্শন করে, একদিন মাত্র উপবাসে তাহার শুদ্ধি ঘটয়া থাকে, যে ব্যক্তি সকাম হইয়া নির্জনে পরনারীর সহিত আলাপ করে, তাহার পক্ষে দুই দিন, যে পরজী স্পর্শ করে, তাহার চারিদিন, যে উহাকে আলিঙ্গন করে, তাহার অষ্টাহ উপবাসে শুদ্ধি ঘটয়া থাকে । (৪৭) যে কুলজী কামাহুসারে পরপুরুষ দর্শন, তাহার সহিত কথোপকথন তাহাকে স্পর্শ, অথবা আলিঙ্গন করে, সেই জী উক্ত প্রকারে এক, দুই, চারি ও আটদিন উপবাস করিয়া শুদ্ধিলাভ করিয়া থাকে । (৪৮) জীলোককে দেখিয়া যে ব্যক্তি অনীল বাক্য প্রয়োগ, হস্ত পরিহাস ও তাহার গুণস্থান দর্শন করে, দুইদিন মাত্র উপবাসে তাহার শুদ্ধি ঘটয়া থাকে । (৪৯) যে ব্যক্তি কাহারও সাক্ষাতে নয়মুষ্টি হয়, বা, কাহাকে উল্লঙ্ঘন করে, ত্রিরাত্র উপবাসে তাহার শুদ্ধি ঘটয়া থাকে । (৫০) পত্নীর পরপুরুষ সংসর্গ যদি সপ্রমাণ হয়,

প্রমাণে যদ্যশক্তঃ স্তাৎ দয়িতোপপতেঃ পতিঃ

তাক্তা তাং পোষয়েদগ্রাসৈস্তিষ্ঠেচ্চেৎ পতিশাসনে ॥ ৫২

রমমাণমুপপত্তৌ পশ্চন্ পত্নীং পতিস্তদা । নিঘন্ বনিতঙ্ক জারং বধাহৌ মৈব তৃত্ততঃ ॥ ৫৩

ভর্তৃনিবারণং যত্র গমনে যেন ভাষণে । প্রাণাভ্যাবণাত্ত্র ত্যাগাহৌ স্তাৎ কুলান্ননা ॥ ৫৪

মৃত্তে পতৌ স্বধর্মেণ পতিবন্ধুবেশে স্থিতা । অভাবে পিতৃবন্ধুনাং তিষ্ঠন্তি দায়মহঁতি ॥ ৫৫

ষিভোজনং পরাম্নং চ মৈথুনামিষভূষণম্ । পর্য্যঙ্কং রক্তবাসচ্চ বিধবা পরিবর্জয়েৎ ॥ ৫৬

নান্নমুধর্ত্তয়েদ্বাসৈগ্রাম্যাপমপি ত্যজেৎ । দেবব্রতা নরেন্ কালং বৈধব্যাং ধর্ম্মমাপ্রিতা ॥ ৫৭

ন বিদ্যাতে পিতা যন্ত শিশোঽশ্রীতা পিতামহঃ । নিয়তং পালনে তন্ত মাতৃবন্ধুঃ প্রশস্ততে ॥ ৫৮

মাতৃশ্রীতা পিতা ভ্রাতা মাতৃভ্রাতুঃ স্ত্রতাস্তথা । মাতুঃ পিতুঃ সোদরাশ্চ বিজ্ঞেয়া মাতৃবান্ধবাঃ ॥ ৫৯

পিতৃশ্রীতা পিতা ভ্রাতা পিতৃভ্রাতুঃ স্বহুঃ স্ত্রতাঃ ।

পিতুঃ পিতুঃ সোদরাশ্চ বিজ্ঞেয়াঃ পিতৃবান্ধবাঃ ॥ ৬০

পত্নীশ্রীতা পিতা ভ্রাতা পত্নীভ্রাতুঃ স্বহুঃ স্ত্রতাঃ । পত্নাঃ পিতুঃ সোদরাশ্চ বিজ্ঞেয়াঃ পতিবান্ধবাঃ ৬১

পিত্রে মাত্রে পিতুঃ পিত্রে পিতামহে তথ্যজ্ঞিরে । অযোগ্যস্বনবে পুত্রহীনমাতামহার চ ॥ ৬২

মাতামহে দরিদ্রেভ্য এভ্যো বাসস্তথানম্ । দাপয়েন্ পতিং পুংসা যথাবিভবমৃষিকে ॥ ৬৩

হুর্বাচ্য কথয়ন্ পত্নীমেকাহমণং ত্যজেৎ । ত্রাহং সন্তাডয়ন্ রক্তং পাতয়ন্ সপ্তবাসরান্ ॥ ৬৪

ক্রোধাদ্বা মোহতো ভাষ্যাং মাতরং ভগিনীং স্ত্রতাম্ । বদন্ পোষ্য সপ্তাহং বিগুধ্যোচ্ছিবশাসনাৎ ॥ ৬৫

তাহা হইলে রাজা শাজ্জানুসারে সেই স্ত্রী এবং তাহার উপপাতকে শাসন কারয়া থাকেন । (৫১) যদি স্ত্রীর ব্যভিচার সপ্রমাণ না হয়, তাহা হইলে স্বামী স্ত্রীকে পরিত্যাগ করিতে পারিবে, যদি স্ত্রী আজ্ঞানুবর্তিনী হয়, তাহা হইলে স্বামী তাহার গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা করিয়া দিবে । (৫২) যদি স্বামী আশনার স্ত্রীকে উপপতির সহিত রতিক্রীড়ায় রত দেখে, এবং যদি সে সময়ে পত্নী ও তাহার উপপতিতে পতি বিনষ্ট করে, তাহা হইলে রাজা তাহার বধ, বা অন্ত দণ্ড করিবেন না । (৫৩) স্বামির অভিপ্রায়ের বিরুদ্ধে যদি স্ত্রী কোনও স্থানে গমন, বা কাহারও সহিত আলাপ করে, তাহা হইলে সেই স্ত্রীকে পরিত্যাগ করিতে পারিবে । (৫৪) স্বামির অবর্তমানে বিধবা পত্নী যদি স্বামির বন্ধুগণের বশতাপন্ন হইয়া স্বধর্মে অবস্থিতি করে, কিংবা পতিবন্ধুর অভাবে পিতৃগৃহে বাস করিয়া স্বধর্ম্ম রক্ষা করে, তাহা হইলে ঐ স্ত্রী স্বামির সমস্ত সম্পত্তি প্রাপ্ত হইতে পারিবে । (৫৫) ষিভোজন পরাম্নভোজন, আমিষভোজন, মৈথুন, পর্য্যঙ্কে শয়ন, রক্তবস্ত্র পরিধান এ সমস্ত পরিত্যাগ করা বিধবার কর্তব্য । সুগন্ধি তৈল, সুগন্ধি দ্রব্য ও গ্রাম্য আলাপ পরিত্যাগ করা বিধবার কর্তব্য ; বৈধবা ধর্ম্মহুঠানে দেবপূজা ও ব্রতপরায়ণ হইয়া কালান্তিপাত করা তাহার কর্তব্য । (৫৬) যে শিশুর পিতামাতা বা পিতামহ নাই মাতৃ-কুলে লালনপালন তাহার পক্ষে প্রশস্ত । (৫৮) মাতামহী, মাতুল মাতৃপুত্র এবং মাতা-সহোদর ইহারাই মাতৃবন্ধু । (৫৯) পিতামহী, পিতামহ, পিতৃব্য, পিতৃপুত্র, পিতৃষশ্রেণ ও পিতামহসহোদর ইহারাই পিতৃবন্ধু । (৬০) স্বামির মাতা, ষশুর, দেবর, ভ্রাতৃষশুর, দেবরপুত্র ভর্তৃর ভাগিনের ও ষশুরসহোদর পতিবান্ধব বলিয়া কীৰ্ত্তিত হইয়া থাকেন । (৬১) পিতা মাতা, পিতামহ, পিতামহী, পত্নী, অযোগ্য সন্তান, পুত্রহীন মাতামহ, অপুত্রক মাতামহী ইহারাই যদি দরিদ্র হন, হে অশ্বিকে ! তাহা হইলে বিষয় বিবেচনার রাজা তাঁহাদের অন্নবস্ত্র প্রদানের ব্যবস্থা করিবেন । (৬২-৬৩) পত্নীকে কটুক্তি করিলে এক দিন উপবাস করা পতির কর্তব্য, প্রহার করিলে ত্রিরাত্রি এবং নিদারুণ আঘাতে রক্তপাত করিলে স্বামির সপ্তরাত্রি উপবাসে গুহ্য হইবার ব্যবস্থা । (৬৪) যদি কোনও ব্যক্তি ক্রোধ, বা মোহপ্রযুক্ত স্ত্রীকে জননী

যেওনোষ, হিতাং কত্থাং কালাতীতেহপি পার্থিবঃ । জ্ঞানমুদ্বাহয়েৎ ভূয়ো বিধিরেব শিবোদিতঃ ॥
 পরিণীতা ন রমিতা কত্থকা বিধবা ভবেৎ । সাপ্প্যুহা হা পুনঃ পিত্রা শৈবধর্মেষ্বরঃ বিধিঃ ॥ ৬৭
 উর্ধ্বাহাৎ দ্বাদশে পক্ষে পত্যস্তাদ্ গতহারেন । প্রহতে তনয়ং যোগ্যং ন সা পত্নী ন বা সূতঃ ॥ ৬৮
 আগর্ত্যাং পঞ্চমাসান্তগর্তৃ বা প্রাবয়েদ্ধিরা । তদুপায়কৃতং তাক্ষং যাতয়েত্তীত্রতাড়নৈঃ ॥ ৬৯
 পক্ষাৎ পরতো মাসাৎ বা জীকরণং প্রপাতয়েৎ । তৎপ্রযোক্তুং তস্যাশ্চ পাতকং স্যাৎপ্রযোক্তবন্ ॥ ৭০
 যো হস্তি জ্ঞানতো মর্ত্যঃ মানবঃ ক্রুরচেষ্টিতঃ । বধন্তস্য বিধাতব্যঃ সর্কধা ধরণীভূতা ॥ ৭১
 প্রমাদাদ্ ভ্রমতোহজ্ঞানাদ্ ব্রহ্মং নরমরিন্দমঃ । দ্রবিণাদানতস্তীত্রতাড়নৈস্তং বিশোধয়েৎ ॥ ৭২
 স্বতো বা পরতো বাপি বধোপায়াং প্রকুর্ততঃ । অজ্ঞানবধিনাং দণ্ডো বিহিতস্তস্ত পাপিনঃ ॥ ৭৩
 মিথঃ সংগ্রামমোদ্ধারমাততায়িনগামতম্ । নিহত্য পরমেশানি ন পাপাহৌ ভবেন্নরঃ ॥ ৭৪
 অঙ্গচ্ছেদে বিধাতব্যং ভূতাত্মনিকৃন্তনম্ । প্রহারে চ প্রহরণং নৃষু পাপং চিকীর্ষুঃ ॥ ৭৫
 বিপ্রান্ গুরুনবশুরেৎ প্রহরেদ্ যো দুরাসদঃ । ধনাদানাদ্ভ্রমদাহাৎ ক্রমতস্তং বিশোধয়েৎ ॥ ৭৬
 শত্রাদিকৃতকায়স্ত বধ্যাসাৎ পরতো যুতো । প্রহর্তা দণ্ডনীয়ঃ স্যাদ্ বধাহৌ ন হি ভূততঃ ॥ ৭৭
 রাষ্ট্রবিপ্রাবিনো রাজ্যং জিহীষুর্ পটবরিণাম্ । রহো হিতৈষিণোভূত্যান্ ভেদকাম্পসৈন্তয়োঃ ॥ ৭৮
 বোদ্ধু মিচ্ছুঃ প্রজা রাজ্ঞা শত্রিণঃ পাশুপীড়কান্ । হত্বা নরপতিস্বতান্ নৈব কিঞ্চিৎভাগ ভবেৎ ॥ ৭৯

সম্বোধন করে, ভগিনী বা কত্থা বলে, তাহা হইলে শিবের শাসন ক্রমে সপ্তরাত্রি উপবাস করা-
 স্বামির কর্তব্য। (৬৫) শিব বিধিতে প্রকাশ যে, যদি কোনও কত্থার নপুংসকের সহিত বিবাহ
 ঘটে এবং বহুকালের পর তাহা প্রকাশ পায়, তাহা হইলে রাজা সেই কত্থার পুনর্বার বিবাহ
 দিতে পারেন। (৬৬) বিবাহিত কত্থা যদি স্বামি সহবাসের পূর্বে বিধবা হয়, তাহা হইলে তাহার
 পুনর্বার বিবাহ দেওয়া যাইতে পারে। (৬৭) বিবাহের পর ছয় মাসে অথবা পতিবিরোগের পর
 এক বৎসরান্তে যে স্ত্রী, যোগ্য পুত্র প্রসব করে সে পত্নী, বা পুত্র পুত্রগদ বাচ্য হইতে পারে না (৬৮
 গর্ভাধান অবধি পঞ্চমমাসের মধ্যে যে স্ত্রী জ্ঞানতঃ গর্ভপ্রাব করে এবং তাহাকে 'যে ব্যক্তি গর্ভ-
 প্রাবের উপায় নির্দেশ করে, তাহাকে কঠিন দণ্ড দ্বারা তাড়না করা রাজার কর্তব্য। (৬৯) পঞ্চম
 মাস গর্ভের পর যে স্ত্রী গর্ভপাত করে, বা যে ব্যক্তি গর্ভপ্রাবের উপায় নির্দেশ করে, তাহাদের
 উভয়ই নরহত্যাজনিত পাতকে লিপ্ত হইয়া থাকে। (৭০) যদি কোনও ক্রুরকর্মী দুরাত্মা জ্ঞানত
 নরহত্যা করে, তাহা হইলে তাহার প্রাণদণ্ড করা রাজার কর্তব্য। (৭১) প্রমাদ, ভ্রম, বা অজ্ঞান
 প্রযুক্ত যদি কেহ নরহত্যা করে, তাহা হইলে তাহার অর্ধদণ্ড ও কঠিন প্রহার দ্বারা শাসন করা
 রাজার কর্তব্য। (৭২) যদিও কোনও ব্যক্তি নিজে বা অন্তের দ্বারা আপনার বা অন্তের বধোপায়
 করে, তাহা হইলে অজ্ঞানকৃত নরহত্যার যে দণ্ড বিহিত, সেই পাপাত্মারও তদনুরূপ দণ্ডভোগ
 হইবে। (৭৩) হে পরমেশ্বর! যে ব্যক্তি যুদ্ধার্থে এবং আততায়ীভাবে উপস্থিত, তাহার
 জীবনবিনাশে কোনও পাপ নাই। (৭৪) পাপাত্মানরত লোকে যদি অন্তের অঙ্গচ্ছেদন করে
 তাহা হইলে রাজা তাহার অঙ্গচ্ছেদন করিবেন, যদি কোনও পাপাত্মা অন্তকে প্রহার করে,
 তাহা হইলে রাজা তাহাকেও প্রহার করিবেন। (৭৫) যে দুরাচার, ব্রাহ্মণ বা গুরুকে প্রহার
 করিবার জন্ত দণ্ড উত্তোলন কিংবা প্রহার করে, রাজা তাহার ধনসম্পত্তি গ্রহণ করিয়া হস্তায়
 দণ্ড করিয়া দিবেন। (৭৬) যদি শত্রুদি দ্বারা কৃত শরীর হইয়া ঐ ব্যক্তির ছয় মাসের পর মৃত্যু
 হয়; তাহা হইলে প্রহারকের দণ্ড হইবে বটে, কিন্তু তা বলিয়া সে বধদণ্ড প্রাপ্ত হইবে না। (৭৭)
 বাহারা রাজদ্রোহী, রাজ্যহরণাভিলাষী, বাহারা গোপনে বিপক্ষ রাজাদিগের হিতাকাঙ্ক্ষা করে,
 বাহারা রাজার সহিত সৈন্তগণের ভেদ ঘটাইয়া দেয়, বাহারা সশস্ত্রে পথিকদিগের প্রতি অত্যাচার
 করে, ইহাদিগকে বিনাশে রাজার কোনও পাপ স্পর্শিতে পারে না। (৭৮-৭৯) যে ব্যক্তি প্রভুর

যো হস্তান্নানবৎ তৰ্ত্তু রাজ্যাহপরিহার্যয়া । তৰ্ত্তুরেব বধন্তত্র প্রহৰ্ত্তুন শিবাজয়া ॥ ৮০
 অযত্নপুংসঃ পশুনা শস্ত্রৈর্কা দ্রিয়তে নরঃ । ধনদণ্ডেন বা কায়দমেনাশ্ত বিশোধনম্ ॥ ৮১
 বহির্শুখান্ নৃপাজ্জান্ন নৃপাশ্রে প্রৌঢ়বাদিনঃ । দুষকান্ কুলকক্ষাণাং শাস্ত্রাস্ত্রাজা বিগর্হিতান্ ॥ ৮২
 স্থাপ্যাহারিণং ক্রুরঞ্চ বঞ্চকং ভেদকারিণম্ । বিবাদয়ন্তং লোকাশ্চ দেশান্নিৰ্ঘাপয়েন্নৃপঃ ॥ ৮৩
 শুকেন কস্তাং দাতৃশ্চ পুত্রং যশে প্রযচ্ছতঃ । দেশান্নিৰ্ঘাপয়েদ্রাজা পতিতান্ দুষ্কৃতাত্মনঃ ॥ ৮৪
 মিথ্যাপবাদব্যাঞ্জন পরানিষ্টং চিকীৰ্ষবঃ । যথাপরোধং তে শাস্ত্রা ধৰ্ম্মজ্ঞেন মহীভূতা ॥ ৮৫
 যো যৎ পরিমিতানিষ্টং কুর্যাত্তৎসম্মিতং ধনম্ । নৃপতির্দাপয়েন্তেন জনান্নানিষ্টভাগিনে ॥ ৮৬
 মণিমুক্তাহিরণ্যাদিধাতুনাং স্তেয়কারিণঃ । করস্ত বাহোঃশ্চেদং বা, কুর্য্যাৎ মূলং বিচারয়ন্ ॥ ৮৭
 মহিষাশ্বগবাদীনাম্ রত্নাদীনাম্ তথা শিশোঃ । বলেনাপহতাং নৃণাং স্তেয়বদ্বিহিতো দমঃ ॥ ৮৮
 অন্নানামন্নমূল্যস্ত বস্তনস্তেয়িনং নৃপঃ । বিশোধয়েন্তং অক্ষৈকং সপ্তাহং বাশয়ন্ কণম্ ॥ ৮৯
 বিশ্বাসঘাতকে পুংসি কৃত্যে সুরবন্দিতে । যজ্ঞেত্র তৈত্তপোদানৈঃ প্রায়শ্চিত্তৈর্ন নিকৃতিঃ ॥ ৯০
 যে কুটসাক্ষিণো মৰ্ত্ত্যা মধ্যস্থাঃ পক্ষপাতিনঃ । শাস্ত্রাতাংস্তীত্রদণ্ডেন দেশান্নিৰ্ঘাপয়েন্নৃপঃ ॥ ৯১
 যট্ সাক্ষিণঃ প্রমাণং স্থ্যচস্বারস্ত্রয় এব বা । অভাবে দ্বাবপি শিবে প্রসিদ্ধৌ যদি ধার্ম্মিকৌ ॥ ৯২
 দেশতঃ কালতো বাপি তথা বিবয়তঃ প্রিয়ে । পরস্পরমযুক্তক্ষেদগ্রাহং সাক্ষিণাং বচঃ ॥ ৯৩
 অন্ধানাং বাক্ প্রমাণং স্তাদ্বধিরিণাং তথা প্রিয়ে । মুকানামেড়মুকানাং শিরসাক্ষীকৃতির্লিপিঃ ॥ ৯৫

অপরিহার্য আজ্ঞায় কোনও লোকের প্রাণহত্যা করে, তাহার নরহত্যার পাপ ঘটিবে না, প্রভুত
 যাহার আজ্ঞায় নরহত্যা ঘটিয়াছে, সেই ব্যক্তিই পাপভাগী, ইহা শিবের শাসন। (৪০) যদি
 কাহারও অনবধানতা দশতঃ অস্ত্র বা পশুর দ্বারা কোনও ব্যক্তির মৃত্যু ঘটে, তাহা হইলে আর্থিক
 বা কায়িকদণ্ড বিধানে তাহার পাপক্ষালন হইয়া থাকে। (৮) যাহারা রাজার আদেশপালনে
 বিমুগ্ধ, যাহারা রাজার সমক্ষে ধৃষ্টতা প্রদর্শনে তৎপর, যাহারা কুলধর্ম্মের দ্বেষ্টা, সেই সকল নিন্দিত
 ব্যক্তিকে রাজা শাসন করিবেন। (৮২) যে ব্যক্তি হস্তধনাপহারী, ক্রুর, বঞ্চক, যে ব্যক্তি লোক-
 দিগের মধ্যে পরস্পরের মনোমালিন্য ও বিবাদ উৎপাদন করে, তাহাদিগকে দেশ হইতে বিক্ৰা-
 সিত করা রাজার কর্তব্য। (৮৩) যাহারা পণ লইয়া পুত্র বা কন্যা দান করে, কিংবা যশের হস্তে
 কস্তা সম্প্রদান করে, রাজা সেই দুষ্কিরামিত পতিতদিগকে দেশচ্যুত করিবেন। (৮৪) যাহারা
 মিথ্যাপবাদ প্রচার পূর্বক অস্ত্রের অনিষ্ট সাধনে তৎপর, অপবাদ বিবেচনায় তাহাদের দণ্ড বিধান
 করা ধার্ম্মিক নৃপতির কর্তব্য। (৮৫) যে যে পরিমাণে অনিষ্টকারী, তাহার তদনুরূপ অর্থদণ্ড
 করিয়া অনিষ্টভাগীকে তাহা প্রদান করা কর্তব্য। (৮৬) যাহারা মণি, মুক্তা, বা সুবর্ণাদি ধাতু
 অপহরণ করে, মূল্য বিচার পূর্বক তাহাদের হস্ত বা বাহুচ্ছেদ করা রাজার কর্তব্য। (৮৭) যাহারা
 বলপ্রকাশ পূর্বক মহিষ, অশ্ব ও ধেনু প্রভৃতি পশু, সুবর্ণাদি ধাতুদ্রব্য, বা শিশুসন্তান অপহরণ
 করিবে, চৌর্য্যবৎ তাহাদের দণ্ড বিধান করিতে হইবে। (৮৮) যে ব্যক্তি অন্ন বা অন্নমূল্য দ্রব্য
 অপহরণ করে, রাজা একপক্ষ বা সপ্তাহকালে কণভোজন করাইয়া তাহার শোধন করিবেন।
 (৮৯) হে দেববন্দিতে! বিশ্বাসঘাতক ও কৃত্যয় ব্যক্তি যজ্ঞ, ব্রত, তপস্তা দান, বা প্রায়শ্চিত্ত
 করুক কিছুতেই তাহার নিকৃতি নাই। (৯০) যাহারা কুটসাক্ষী, যাহারা মধ্যস্থ হইয়া পক্ষ-
 পাতী হয়, তীত্র দণ্ড দ্বারা তাহাদিগকে দেশ হইতে নিক্রাসিত করা রাজার কর্তব্য। (৯১) হে
 শিবে! ছয়, চারি, অথবা তিনজন সাক্ষী প্রমাণে গণ্য হইয়া থাকে, তিনজনের অভাব হইলে
 হই জন প্রসিদ্ধ ধার্ম্মিকের সাক্ষ্যও সপ্রমাণ হইতে পারে। (৯২) সাক্ষীগণকে জিজ্ঞাসা করিলে
 যদি তাহারা দেশ, কাল ও বিষয় বিশেষের বিরুদ্ধ বাক্য বলে, তাহা হইলে তাহাদের সাক্ষ্য
 অগ্রাহ্য হইবে। (৯৩) যাহারা অন্ধ ও বধির, হে প্রিয়ে! তাহাদের কথা প্রমাণ স্থলে গ্রাহ্য

লিপিঃ প্রমাণং সর্বেষাং সর্ক্রেব প্রশস্ততে । বিশেষাধ্যবহারেণ ন বিনশ্চেচ্চিরং যতঃ ॥ ৯৫
 স্বীয়ার্থমপারার্থক্কেৎ কুর্কৃতঃ কলিতাং লিপিম্ । *দণ্ডস্তত্ৰ বিধাতব্যো দ্বিপাদাং কূটসাক্ষিণঃ ॥ ৯৬
 অভ্রমন্তাঃপ্রমন্তস্ত বদন্তীকরণং সত্বং । স্বীয়ার্থে তৎপ্রমাণং শ্রাদ্ধসো বহুসাক্ষিণাম্ ॥ ৯৭
 যথা তিষ্ঠন্তি পুণ্যানি সত্যমাপ্রিত্য পার্শ্বতি । তথানুতং সমাপ্রিত্য পাতকান্তনিখিলাস্তপি ॥ ৯৮
 অতঃ সত্যবিহীনস্ত সর্কপাপাশ্রয়স্ত চ । তাড়নাদমনাত্রাজা ন পাপাহঃ শিবাজ্ঞয়া ॥ ৯৯
 সত্যং ক্রবীমি সংকল্প্য স্পৃষ্টা কৌলং গুরুং বিজ্ঞম্ । গঙ্গাতোয়ং দেবমূর্ত্তিং কুলশাস্ত্রং কুলামৃতম্ ১০০
 দেবি নির্মালামথবা কথনং শপথো ভবেৎ । তত্রানুতং বদনম্ভ্যঃ কলান্তং নরকং ব্রজৎ ॥ ১০১
 অপাপজনিকার্য্যানাং, ত্যাগে চ গ্রহণেহপি বা । তৎকার্য্যং সর্কধামর্ভৈঃ স্বীকৃতং শপথেন যৎ ॥ ১০২
 স্বীকারোল্লঙ্ঘনাচ্ছূধ্যেৎ পক্ষমেকমভোজনৈঃ । ভ্রমেণাপি তমুল্লভ্য দ্বাদশাহং কণাশনৈঃ ॥ ১০৩
 কুলধর্ম্মোহপি সত্যেন বিধিনা চেন্ন সেবিতঃ । মোক্ষায় শ্রেয়সে ন শ্রাং কোলে পাপায় কেবলম্ ॥
 সূরা ভ্রবমসী তারা জীবনিস্তারকারিণী । জননী ভোগমোক্ষাণাং নাশিনী বিপদা কুজাং ॥ ১০৫
 দাহিনী পাপসংগানং পায়িনী জগতাং প্রিয়ে । সর্কসিদ্ধি প্রদা জ্ঞানবুদ্ধিবিদ্যাবিবর্দ্ধিনী ॥ ১০৬
 মুক্তৈর্মুক্ষুভিঃ সিদ্ধৈঃ সাধকৈঃ ক্রিতিপালকৈঃ । সেব্যতে সর্কদা দেবৈরাদ্যো স্বাভীষ্টসিদ্ধয়ে ॥ ১০৭
 সম্যগ্থিবিধিধানেন স্তসমাহিতচেতসা । পিবন্তি মদিরাং মর্ত্ত্যো অমর্ত্ত্যা এব তে ক্ষিতৌ ॥ ১০৮

হইবে, • যাহারা মুক এবং এড়মুক—অর্থাৎ কালা, বোবা, শিরসঞ্চালনে স্বীকার করা জানিতে পারিলে লিপিপ্রমাণে তাহা বলবৎ হইবে। (৯৪) সর্কত্র সকলের পক্ষে লিপিপ্রমাণই প্রশস্ত, বিশেষতঃ ব্যবহারস্থলে ইহা সর্কবাদিসম্মত প্রশস্ত, কারণ বহুকালেও ইহার বিনাশ নাই। (৯৫) যে ব্যক্তি আপনার, বা পরের নিমিত্ত কলিত লিপি প্রস্তুত করে, সেই ব্যক্তির, মিথ্যাসাক্ষীর দ্বিগুণ দণ্ড হইবে। (৯৬) যে লোক ভ্রম ও প্রমাদশূন্ত, যদি সে ব্যক্তি নিজের বিষয় এক বার মাত্র স্বীকার করে, তাহা হইলে বহুসাক্ষীর সাক্ষ্য অপেক্ষা তদ্বাক্য প্রবলতর প্রমাণ হইবে। (৯৭) যেক্ষণ সত্যকে আশ্রয় করিয়া গুণের অবস্থিতি, সেইরূপ একমাত্র মিথ্যার আশ্রয়ে নিখিল পাতকের অবস্থিতি। (৯৮) যে ব্যক্তি সত্যবিহীন, সে সকল প্রকার পাপের আশ্রয়স্থলস্বরূপ; এরূপ পাপাত্মার তাড়ন ও শাসন করিলে রাজার কোনও পাপ স্পর্শে না, ইহা শিবের আজ্ঞা। (৯৯) আমি সত্য বলিব, এই সঙ্কল্প করিয়া কোলগুরু, ব্রাহ্মণ, গঙ্গাজল, দেবমূর্ত্তি, কুলশাস্ত্র, কুলামৃত ও দেবনির্ম্মালা এই সমুদায় স্পর্শ করত যাহা বলা হইবে, তাহাই শপথ বলিয়া গণ্য; যে ব্যক্তি শপথ করিয়া মিথ্যা কথা কহে, তাহার এক কল কাল নরকবাস হইয়া থাকে। (১০০) ১) শপথ পূর্বক যে কার্য্য করিতে স্বীকৃত হইতে হইবে। যদি তাহা তাদৃশ পাপ-জনক হয়, তাহা হইলে তাহার অমুঠান বা অনমুঠান এই বিষয়ে অঙ্গীকার রূপ কার্য্য করা কর্তব্য। (১০২) অত্রে অঙ্গীকার করিয়া যে ব্যক্তি পরে তাহা লঙ্ঘন করে, তাহার পক্ষে একপক্ষ অনাহারের ব্যবস্থা, কিন্তু যে ব্যক্তি ভ্রমক্রমে অঙ্গীকার লঙ্ঘন করে, সেই ব্যক্তি দ্বাদশদিন বাণভোজনে শুদ্ধ হইয়া থাকে। (১০৩) যে ব্যক্তি সত্যকে পরিত্যাগ করিয়া কুলধর্ম্মের সেবা করে, তাহার কুলধর্ম্মে মোক্ষলাভ ঘটে না, প্রত্নত, সে পাপভাগী হইয়া থাকে। (১০৪) সূরা ভ্রবমসী সাক্ষ্যং জীবনিস্তারকারিণী তারাস্বরূপ, ইহা ভোগ ও মোক্ষের জননী এবং রোগ ও বিপদ সমূহের নাশকারিণী। (১০৫) হে প্রিয়ে! ইহা দ্বারা পাপ সমূহ দূর হয় এবং ইহার প্রভাবে মনুষ্যের জ্ঞান, বুদ্ধি, বিদ্যা এই সমস্তই বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। (১০৬) হে আদ্যে! (অন্ত কথা কি,) মুক্ত, মুমূর্ষু, সিদ্ধ, সাধক, নৃপতি ও দেবগণ পর্য্যন্ত আপনাপন অভীষ্ট সিদ্ধির জন্য ইহার সেবা করিয়া থাকেন। (১০৭) যাহারা স্তসমাহিতচিত্তে যথাবিধি মদিরা পান করেন, তাহারা মনুষ্য হইলেও ভূতসবগী দেবতা, তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। (১০৮) যদি কেহ পঞ্চতত্ত্বের মধ্যে

প্রত্যেক তত্ত্বস্বীকারাঙ্গিণীনাং স্যাচ্ছিবো নরঃ । ন জানে পঞ্চতত্ত্বানাং সেবনাং কিং ফলং ভবেৎ ॥ ১০৯ ॥
 ইয়ংকং বাকুণী দেবী নিপীতা বিধিবজ্জিতা । নুণাং বিনাশয়েৎ সৰ্গং বুদ্ধিমাযুর্গো ধনম্ ॥ ১১০ ॥
 অত্যন্তপানান্নদ্যস্য চতুর্বর্গ প্রদাধনী । বুদ্ধির্ধীনশ্রুতি প্রায়ো লোকানাং মন্তচেতসাম্ ॥ ১১১ ॥
 বিভ্রান্তবুদ্ধের্মুজ্ঞাং কার্যাকার্যমজ্ঞানতঃ । স্থানিষ্টং চ পরানিষ্টং জায়তেহস্মাৎ পদে পদে ॥ ১১২ ॥
 অতো নুপো বা চক্রেণো মদ্যে মাদকবস্তুশ্চ । অত্যাসক্তজনান্ কায়ধনদণ্ডেন শোধয়েৎ ॥ ১১৩ ॥
 সুরাতেদাদ্ ব্যক্তিভেদাৎ ন্যূনেনাপাধিকেন বা । দেশকালবিভেদেন বুদ্ধিব্রংশো ভবেদ্ভূগাম্ ॥ ১১৪ ॥
 অতএব সুরামানাদতিপানঃ ন লক্ষ্যতে । ঋলহাকপাণিপাদদৃক্ভিরতিপানং বিচারয়েৎ ॥ ১১৫ ॥
 নেজ্জিরাণি বশে যস্য মদবিহ্বলচেতসঃ । দেবতাশুরুমর্যাদোন্নতির্জিনো ভয়রূপিণঃ ॥ ১১৬ ॥
 নিখিলানর্থযোগ্যস্যাপাশিনঃ শিবঘাতিনঃ । দহেজ্জিহ্বাং হরেদর্ধান্ তড়িয়েন্তুং চ পার্থিবিঃ ॥ ১১৭ ॥
 বিচলৎপাদবাকপাণি ভ্রান্তমুগ্ধমুদ্ধতম্ । তম্গ্রং যাতয়েদ্রাজা ত্রিবিং চাহরেত্ততঃ ॥ ১১৮ ॥
 অপবাধাদিনং মন্তং লজ্জাভরাবিবজ্জিতম্ । ধনাদানেন স তং শাস্যাৎ প্রজাপ্রীতিকরো নৃপঃ ॥ ১১৯ ॥
 শতাতিবিভক্তঃ কৌলশ্চেৎ অতিপানং কুলেশ্বরী ! পশুরব স মন্তব্যঃ কুলধর্ম্মবহিকৃতঃ ॥ ১২০ ॥
 পিবন্নতিশয়ং মদ্যং শোধিতং বাপ্যশোধিতম্ । ত্যাজ্যো ভবতি কৌলানাং দণ্ডুনীয়োহপি ভূতঃ ॥ ১২১ ॥
 ব্রাহ্মীং ভার্য্যাং সুরাং মন্তাঃ পায়য়ন্তো বিজাতয়ঃ । শুধ্যয়ুর্ভার্য্যয়া সার্কং পঞ্চাং কণভোজনাৎ ১২২ ॥

এক তত্ত্বও যথাবিধি সেবন করেন, তিনি যে সাক্ষাৎ শিব, তদ্বিশয়ে কোনও সন্দেহ নাই, (বাহা হউক) পঞ্চতত্ত্ব সেবনে যে কি ফল ঘটে তাহা বলিবার নহে । (১০৯) যদি বিধিপূর্ব্ব বাকুণী দেবীর সেবা করা না হয়, তাহা হইলে লোকের বুদ্ধি আয়, যশ ও ধন সমুদায়ই নষ্ট হইয়া যায় (১১০) তাহার কারণতর ‘সুরাপায়ী, তাহার মন্ত ও উদ্ভ্রান্তহৃদয় হইয়া, চতুর্কর্গের সাধনস্বরূপ বুদ্ধিকে কলুষিত ও বিনষ্ট করিয়া ফেলে । (১১) বিভ্রান্তবুদ্ধি ব্যক্তিগণের কার্য্যাকার্য্য জ্ঞান থাকে না, সুরাং তাহাতে পদে পদে আপনাদের ও অস্ত্রের অনিষ্ট সম্ভব হয় । (১১২) (অতএব) বাহার মদ্য বা মাদক বস্তুতে সাতিশয় আসক্ত, তাহাদিগকে রাজা বা চক্রেখর শারীরিক বা আর্থিক দণ্ড দ্বারা শোধন করিবেন । (১১৩) সুরা, অধিক বা অল্প পরিমাণে ব্যবহৃত হউক, উহা ব্যক্তিভেদে দেশভেদে ও কালভেদে লোকের বুদ্ধিব্রংশকর হইয়া থাকে । (১১৩) ঋলিত বাক্য, ঋলিত পদ, ঋলিত হস্ত ও ঋলিত দৃষ্টি দেখিলেই অতিরিক্ত পান বলিয়া জানিতে পারিবে, যদি পরিমাণ স্থির থাকে, তাহা হইলে উহার অতিপানদোষ লক্ষিত হয় না । (১১৫) ইন্দ্রিয় সকল বাহার বশীভূত নহে, যে ব্যক্তি মদ্য পানে বিহ্বলচিত্ত, মন্তপ্রায়ুক্ত যে ব্যক্তি দেবতা ও শুরুজনের মর্যাদাতিক্রম করে, বাহার মন্তাবস্থা দর্শনে ভয়সঙ্কার হয়, যে ব্যক্তি নানাবিধ অনর্থের মূল, সেই ব্যক্তি অতিশয় পাপাত্মা ও শিবঘাতী, তাহার অর্থ-হরণ তাড়ন ও জিহ্বা দাহন করা রাজার কর্তব্য । (১১১) বাহার বাক্য পমি ও পদ রিচলিত, যে ব্যক্তি ভ্রান্ত, উন্মত্ত ও উদ্ধত, রাজা, সেই উগ্রব্যক্তিকে দণ্ড করিবেন এবং তদীয় সমস্ত সম্পত্তি গ্রহণ করিবেন । (১১৮) যে ব্যক্তি মন্তাবস্থায় অশ্লীল বাক্য প্রয়োগ করে, রাজতর শূন্য হয়, প্রজা-রাজ্য রাজা তাহার ধন গ্রহণ পূর্ব্বক শাসন করিবেন । (১১৯) হে কুলেশ্বরী ! শতাতিবিভক্ত কৌল ব্যক্তি ও যদি অতিপানদোষে লিপ্ত হন, তাহা হইলে তিনি কুলধর্ম্মচ্যুত হইয়া পশুমধ্যে গণ্য হইবেন । (১২০) যে ব্যক্তি শোধিত বা অশোধিত মদ্য অতিশয় পান করে, সে ব্যক্তি কৌলগণের ত্যাজ্য ও রাজার নিকটে দণ্ডনীয় হইয়া থাকে । (১২১) যদি ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যজাতির কোন ব্যক্তি ব্রাহ্মী ভার্য্যাকে মদ্য পানে প্রবৃত্ত করে, তাহা হইলে ভার্য্যার সহিত তাহাকে কণভোজনে শুদ্ধিলাভ করিতে হইবে । (১২২) কোন ব্যক্তি যদি অশোধিত সুরা পান করে, তিন দিন উপবাসে তাহার শুদ্ধি ঘটনা থাকে, কিন্তু অশোধিত মাংস সেবা করিলে

অসংস্কৃতদ্বারা পানীয় শুদ্ধোৎপাদনাদ্রব্যম্ । ভুক্ত্যুপাশোধিতং মাংসমুপবাসনয়ঃ চত্রেৎ ॥ ১২৩
 অসংস্কৃতে মীনমুদ্রে খাদয় পবসেদহঃ । অবৈধং পঞ্চমং কুর্কনু রাজ্ঞো দণ্ডেন শুধ্যতি ॥ ১২৪
 ভূতানো মানবঃ মাংসং গোমাংসং জ্ঞানতঃ শিবে । উপোষ্য পক্ষঃ শুদ্ধঃ ত্রাণপ্রাশক্তিমিদং স্বতম্ ॥ ১২৫
 নরাকৃতিপশোঋং মাংসং মাংসাদনত চ । অবা শুধ্যয়ঃ পাপাহুপবাসৈজ্জিতিঃ প্রিয়ে ॥ ১২৬
 শ্লেচ্ছানাম্ অপচানাম্ চ পশূনাম্ কুলবৈরিণাম্ । খাদয়ন্ত বিদুষঃ ত্রাণং পক্ষমেকমুপোষিতঃ ॥ ১২৭
 উচ্ছিষ্টং যদি ভুক্ত্বীত জ্ঞানাদেবাং কুলেশ্বরি । শুধ্যন্তাসোপবাসেনাজ্ঞানং পক্ষোপবাসতঃ ॥ ১২৮
 অহুলোবেন বর্ণনায়মং ভুক্ত্যু সক্রং প্রিয়ে । দিনত্রয়োপবাসেন বিদুষঃ ত্রাণমাজ্ঞরা ॥ ১২৯
 পশুশূপচশ্লেচ্ছানায়মং চক্রপিতং ইদি । বীরহত্মপিতং বাপি তদন্তরৈব পাপভাক্ ॥ ১৩০
 অন্নাতাবে চ বৌতিক্যে বিপদি প্রাণসঙ্কটে । নিষিদ্ধেনাদনেনাপি রক্ষনু প্রাণায় পাতকী ॥ ১৩১
 করিপৃষ্ঠে তথানেকোহাহ পাবাণদাকরু । অলঙ্কিতেহপি ছয়াণাং তক্ষ্যাদোবা ন বিদ্যাতে ॥ ১৩২
 পশুভক্ষ্যমাংসং চ ব্যাধিযুক্তানপি প্রিয়ে । ন হস্তাদেবতার্থেহপি হস্তা চ পাতকী ভবেৎ ॥ ১৩৩
 কৃচ্ছ্রভ্রতং নরঃ কুর্যাদ্ গোবধে বুদ্ধিপূর্যকে । অজ্ঞানাদাচরেদর্কং ভ্রতং শকরশাসনাং ॥ ১৩৪
 ন কেশবপনং কুর্য্যাৎ ন নখচ্ছেদনং তথা । ন ক্ষারযোগং বসনে বাবর ভ্রতমাচরেৎ ॥ ১৩৫
 উপবাসৈর্নয়েৎ মাংসং মাংসমেকং কণাশনৈঃ । মাংসং ভৈক্ষ্যমুন্নয়ীয়াৎ কৃচ্ছ্রভ্রতমিদং শিবে ॥ ১৩৬

তাহাকে দুইদিন উপবাসী থাকিতে হইবে। (১২৩) কেহ অসংস্কৃত মৎস্ত, বা মুজ্জা ভক্ষণ করিলে তাহাকে এক দিবস উপবাস করিতে হইবে, যদি কেহ বিধি লঙ্ঘন পূর্বক পঞ্চতয়ের সেবা করে, তাহা হইলে রাজা তাহাকে পাপ মোচনের জন্ত দণ্ডমান করিবেন। (১২৪) হে শিবে! যদি কোনও ব্যক্তি জ্ঞানতঃ গো, বা নরমাংস ভক্ষণ করে, তবে একপক্ষ উপবাস দ্বারা সে শুদ্ধিলাভ করিতে পারিবে, এই তাহার প্রাশঙ্কিত। (১২৫) হে প্রিয়ে। যে লোক নরাকার পশুমাংস বা মাংসাশী জীবের মাংস ভোজন করে, তিন দিন উপবাসে তাহার শুদ্ধিলাভ ঘটিবে। (১২৬) যে ব্যক্তি শ্লেচ্ছ, যবন, চণ্ডাল অথবা কুলধর্ম্মঘেয়ী, পশুর অন্ন ভোজন করিলে সে ব্যক্তি একপক্ষ উপবাসী থাকিলে তাহার পাপ মুক্তি ঘটিবে। (১২৭) হে কুলেশ্বরি! অজ্ঞান প্রযুক্ত যদি কোনও ব্যক্তি ইহাদের উচ্ছিষ্ট ভোজন করে, তাহা হইলে, সেই পাপ ক্ষয়ের জন্ত তাহাকে এক পক্ষ উপবাসী থাকিতে হইবে, যদি জ্ঞানতঃ উচ্ছিষ্ট ভোজন করা হয়, তাহা হইলে, এক মাস উপবাসে শুদ্ধি হইতে হইবে। (১২৮) হে প্রিয়ে! যদি একবারমাত্র কোনও ব্যক্তি নীচজাতির অন্ন ভোজন করে, তাহা হইলে তিন দিন উপবাসে শুদ্ধিলাভ করিতে পারিবে, ইহা আমার আজ্ঞা। (১২৯) যদি পশু, চণ্ডাল বা শ্লেচ্ছের অন্ন চক্রেয় উপরি সমর্পিত হয় এবং বীর ব্যক্তি যদি তাহা গ্রহণ করেন, তবে তাহা ভোজন করিলে কেহ পাপী হইবেক না। (১৩০) যে সময় অন্নাতাব, হুতিক, বিপৎকাল, (এমন কি) প্রাণসঙ্কট লম্পহিত হইবে, যদি তৎকালে কেহ নিষিদ্ধ অন্ন ভোজনে প্রাণরক্ষা করে, তাহা হইলে, তাহার পাপ ঘটিবে না। (১৩১) পাবাণ বা বে কাঠ একের বহনীর নহে, তাদৃশ বৃহৎ কাঠ ও পাবাণাদির উপর, হস্তিপৃষ্ঠে বেখানে দ্রব্য সংসর্গ দৃষ্ট হয় না, সেখানে ভোজন করিলে অপর্পদোষ ঘটে না। (১৩২) হে প্রিয়ে! যে সকল পশুমাংস অত্যক্ষ, যে সকল জীব রুগ্ন, দেবোদ্দেশ্যে এরূপ পশু বলি দিতে নাই, যদি কেহ এরূপ কার্য্যে কোনও পশুৎ প্রাণবধ করে, তাহা হইলে সে ব্যক্তি পাতকগ্রস্ত হইবে। (১৩৩) বুদ্ধি পূর্বক যদি কেহ গোহত্যা করে, তাহা হইলে তাহাকে কৃচ্ছ্রভ্রত করিতে হইবে, যদি অজ্ঞান প্রযুক্ত গোহত্যা ঘটে, তাহা হইলে অর্দ্ধ কৃচ্ছ্রভ্রত করিতে হইবে, ইহা শিবের শাসন। (১৩৪) বস্ত্রক্ষণ ঐ মত অহুষ্ঠিত না হয়, ভক্তকণ পর্য্যন্ত কেশবন্ধন, নখচ্ছেদন, বা বস্ত্র খোঁচ করণ করিতে নাই। (১৩৫) হে শিবে! এক মাস উপবাস, একমাস কণ ভোজন ও একমাস তিকার ভোজনে দিল

ব্রতান্তে বাশিভপিরিঃ কোলান্ জাতীংশ্চ বাক্ককন্ । ভোজয়িত্বা বিমুক্তঃ স্তাদজ্ঞানগোবধপাতকাং ॥
 অপালনবধাদেশাচ্চ শুধ্যদষ্টোপবাসতঃ । বাহজাদ্যা বিশুধ্যয়ঃ পাদন্যনক্রমাং শিবে ॥ ১৩৮
 গজোষ্ট্রমহিবাধাংশ্চ হত্বা কোলিনি কামতঃ । উপবাসৈজিভিঃ শুধ্যয়ানবঃ কৃতকিষিঃ ॥ ১৩৯
 মৃগমেধাজমার্জারান্ নিয়ন্ পবসেদহঃ । ময়ুরশুকহংসাচ্চ সজ্যোতিরশনং ত্যজেৎ ॥ ১৪০
 নিহত্য সাহিব্রজ্ঞাংশ্চ নক্তমদাং নিরামিষম্ । নরাহিজীবিনো হত্বা মনস্তাপেন শুধ্যতি ॥ ১৪১
 পশুমীনাওজান্ নিয়ন্ মৃগয়ায়াং মহীপতিঃ । ন পাপাহোঁ ভবেদেবি রাজ্ঞো ধর্ম্যঃ সনাতনঃ ॥ ১৪২
 দেবোদ্দেশং বিনা ভজে হিংসাং সর্বত্র বর্জয়েৎ । কৃত্যয়াং বৈধহিংসার্যাং নরঃ পাপৈর্ন লিপ্যতে ॥
 সংকল্পিতব্রতাপুর্ন্তৌ দেবনির্মাণ্যলম্বনে । অশুচৌ দেবতাস্পর্শে গায়ত্রীজপমাচরেৎ ॥ ১৪৪
 মাতা পিতা ব্রহ্মদাতা মহাস্তো গুরবঃ স্তুতাঃ । নিন্দরেতান্ বদনক্রূরং শুধ্যৎ পঞ্চোপবাসতঃ ॥ ১৪৫
 এবমন্তান্ শুক্লান্ কোলান্ বিশ্রান্ গর্হন্নপি প্রিয়ে । সার্কষয়োগবাসেন মুক্তো ভবতি পাতকাং ॥ ১৪৬
 বিভ্রাতী মানবো দেশানখিলান্ গন্তমর্হতি । নিষিদ্ধকৌলিকাচারং দেশং শাস্ত্রমপি ত্যজেৎ ॥ ১৪৭
 গচ্ছন্ত শ্বেচ্ছয়া দেশে নিষিদ্ধকুলবসন্তি । কুলধর্ম্যাং পতেভূয়ঃ শুধ্যৎ পূর্ণাতিষেকতঃ ॥ ১৪৮
 তপনোদয়মারভ্য যামাষ্টকমভোজনম্ । উপবাসঃ স বিজ্ঞেয়ঃ প্রায়শ্চিত্তো বিধীয়তে ॥ ১৪৯
 পিবন্তোয়াগ্নিলিষ্টৈকং ভক্ষন্নপি সমীরণম্ । মানবঃ প্রাণরক্ষার্থং ন ব্রহ্মেহুপবাসতঃ ॥ ১৫০

পাতের নাম কৃচ্ছ্রব্রত । (১৩৬) ব্রত সমাপনের পর মন্তক মুণ্ডন, কোল, জাতি ও বজ্রগণকে
 ভোজন করাইলে জ্ঞানকৃত গোহত্যা-জনিত পাপ হইতে মুক্তি ঘটিতে পারিবে । (১৩৭) শিবে !
 অপালনকৃত গোবধজনিত পাপ ঘটিলে আট দিন উপবাসে শুক্লিলাত ঘটিবে ; ক্ষত্রিয়ের পক্ষে ছন্ন,
 বৈশ্যের চারি ও শূদ্রের দুই দিন মাত্র উপবাসে পূর্কোক্ত পাপ হইতে মুক্তি ঘটিয়া থাকে । (৩৮)
 হে কুলনাথিকে ! হস্তী, উষ্ট্র, মহিষ ও অশ্বদিগকে ইচ্ছাপূর্ব্বক হত্যা করিলে মনুষ্যের পাতক
 ঘটিলে, ঐ পাপ তিন দিন উপবাসে মুক্তি হইয়া থাকে । (১৩৯) যদি কোনও ব্যক্তি মৃগ, মেঘ,
 ছাগ ও মার্জারের প্রাণহিংসা করে, কিংবা ময়ুর, শূক, বা হংসের প্রাণ বিনাশ করে, তাহা,
 হইলে সেই ব্যক্তি সুর্য্যোদয় হইতে আরম্ভ করিয়া অন্তকাল পর্য্যন্ত উপবাস করিবে । (১৪০)
 যদি অস্থিশালী জীবের প্রাণ-হত্যা ঘটে, তাহা হইলে এক রাত্রি নিরামিষ ভোজনে শুদ্ধি ঘটে,
 অস্থিহীনের পক্ষে অল্পতাপ করিলেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত সিদ্ধ হয় । (১৪১) হে দেবি ! মৃগয়াকালে
 যদি রাজা কোনও পশু, মীন, বা অণ্ডজ জীবের প্রাণ হিংসা করে, তাহা হইলে তাঁহার পাপ
 ঘটবেক না ; কারণ ইহাই রাজাদিগের সনাতন ধর্ম্ম । (১৪২) হে ভজে ! দেবোদ্দেশ ব্যতিরেকে
 কুজাপি হিংসা করিতে নাই, যদি কেহ দেবোদ্দেশে, মৃগয়া বা সংগ্রামে বৈধ হিংসা করে তাহা হইলে
 তাহার পাতক ঘটবেক না । (১৪৩) যদি কাহারও সংকল্পিত ব্রত সমাপ্তি না ঘটে যদি কেহ
 দেবতার নির্মাণ্য লম্বন করে, যদি কেহ অশৌচাবস্থায় দেবমূর্ত্তি স্পর্শ করে, তাহা হইলে গায়ত্রী
 জপ করা তাহার কর্তব্য । (১৪৪) মাতা, পিতা ও ব্রহ্মদাতা ইহারা মহাশুক, যে ব্যক্তি ইহাদের
 নিন্দা বা ইহাদের প্রতি নিষ্ঠুর বাক্য প্রয়োগ করে, সে ব্যক্তি পঞ্চ দিন উপবাসে শুদ্ধ হইতে
 পারিবে । (১৪৫) হে প্রিয়ে ! যে এইরূপ ব্রত কোনও শূক, কৌলব্যক্তি, বা ব্রাহ্মণকে নিন্দা করে,
 সার্কষয় উপবাসে তাহার পাপ মুক্তি ঘটিবে । (১৪৬) ধনোপার্জননের জন্য লোকে যেখানে ইচ্ছা
 বাইতে পারিবে, কেবল যে দেশ বা যে শাস্ত্রে কোলাচার নিষিদ্ধ, সেই দেশ ও সেই শাস্ত্র পরি-
 ত্যাগ করিতে হইবে । (১৪৭) যদি কেহ নিষিদ্ধ কুলপথে শ্বেচ্ছাক্রমে গমন করে, তাহা হইলে
 তাহাকে কুলধর্ম্মহীন হইতে হইবে । পুনর্বার পূর্ণাতিষেক-ব্যতিরেকে তাহার শুদ্ধি ঘটিবেক না ।
 (১৪৮) যদি প্রায়শ্চিত্তের জন্য উপবাসী থাকিতে ছন্ন, তাহা হইলে সুর্য্যোদয় হইতে আরম্ভ
 করিয়া অষ্টপ্রহর অনাহারে থাকিতে হইবে । (১৪৯) প্রাণধারণের জন্য এক অঞ্জলি জল পান

উপবাসসমর্থশ্চেজ্জনা বা জরসাপি বা । তদা প্রতাপবাসক ভোজয়েদ্ধাদশ বিজান্ ॥ ১৫১
 পন্নিন্দাং নিজোৎকর্ষং ব্যাসনাযুক্তাভরণং । অযুক্তং কৰ্ম্ম কুর্বাণো মনস্তাপৈবিশুধ্যতি ॥ ১৫২
 অজ্ঞানি যানি,পাপানি জ্ঞানাজ্ঞানকৃতান্তপি । নশস্তি জপনাদ্বেব্যাঃ সাবিদ্যাঃ কোলভোজনাত্৷ ১৫২
 সামান্তনিয়মান্ পুংসাং জীবু বশেষু বোজয়েৎ । বোষিতান্ত বিশেষোহয়ং পতিরেকো মহাশুক্রঃ ॥ ১৫৪
 মহারোগাগ্নিতা যে চ যে নরাশ্চিররোগিণঃ । স্বর্ণদানেন পূতাঃ স্ন্যদৈবেগৈজ্যোহধিকারিণঃ ॥ ১৫৫
 অপঘাতমুতেনাপি দূষিতং বিদ্যাদগ্নিনা । গৃহংবিশোধয়েচ্ছোমৈর্কর্য্যাহত্যাশতসংখ্যকৈঃ ১৫৬
 বাপীকুপতড়াগেষু সাস্থাং শবনিরীক্ষণাৎ । উদ্ধৃত্য কুণপং তেভ্যস্ততস্তান্ পরিশোধয়েৎ ॥ ১৫৭
 পূর্ণাতিবেকমমৃতশিখরিতৈঃ শুদ্ধবারিভিঃ । পূর্ণৈজ্জিসপ্তকুন্তৈস্তান্ প্লাবয়েদিতি শোধনম্ ॥ ১৫৮
 যদি স্বরজলান্তে স্নাঃ শবহুগন্ধিদূষিতাঃ । সপকং সলিলং সর্কযুক্ত্যাপ্লাবয়েন্তু তান্ ॥ ১৫৯
 সন্তি ভূরীণি তোরণি গজদন্ধানি তেষু চেৎ । শতকুন্তজলোদ্ধারৈরভিষেকণ শোধয়েৎ ॥ ১৬০
 যদ্যেবং শোধিতা ন স্নানতস্পৃষ্টজলাশয়াঃ । অপেষসলিলান্তেবাং প্রতিষ্ঠামপি নাচরেৎ ॥ ১৬১
 স্নানমেব জলৈরেবাং কুর্কন কৰ্ম্ম বুধা ভবেৎ । দিনমেকং নিরাহারঃ শুধ্যৎ পঞ্চামৃতশানাৎ ॥ ১৬২
 ষাচকং ধনিনং দৃষ্ট্৷ বীরং যুদ্ধপরায়ুখম্ । দূষকং কুলধর্ম্মাণাং মদ্যপাঞ্চ কুলজিয়ম্ ॥ ১৬৩
 মিত্রদ্রোহকরং মর্ত্যং স্বয়ং পাপরতঃ বুধম্ । পশুন্ স্বর্য্যং স্নানং বিকুং সচলঃ স্নানমাচরেৎ ॥ ১৬৪

বা বায়ু ভক্ষণ করিলে, উপবাস ভ্রষ্ট হইবে না । (১৫০) যদি কেহ বার্কিক্য, বা পীড়া বশতঃ উপবাসে অক্ষম হয়, তাহা হইলে উপবাসের অমুকল্পস্বরূপ দ্বাদশটি ব্রাহ্মণ ভোজন করাইতে হয় । (১৫১) যদি কেহ পরকুৎসা ও নিজের প্রশংসা করে, কিংবা অমুচিত অমুষ্ঠান ও অবৈধ কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, তাহা হইলে অমুতাপ দ্বারা তাহার শুদ্ধি ঘটতে পারিবে । (১৫২) এতদ্ব্যতীত আর যে সকল পাপ আছে, তাহা জ্ঞানত বা অজ্ঞানত অমুষ্ঠিত হইলে, গায়ত্রী, জপ ও কোল ভোজনে বিনষ্ট হইয়া থাকে । (১৫৩) যে সমুদায় সাধারণ বিধির উল্লেখ করা গেল, তাহা জীজ্ঞাতি ও নপুংসকদিগের প্রতি বর্জিত; বিশেষের মধ্যে এই জীজ্ঞাতীর ভর্তাই পরম শুভ । (১৫৪) যাহারা মহা ব্যাধি-গ্রস্ত, যাহারা চিররুগ্ন, স্রবর্ণ দান করিয়া দৈব ও পৈত্র কৰ্ম্মে তাহারা অধিকারী হইতে পারিবে । (১৫৫) যদি কোনও গৃহ সর্পাঘাত, উষ্মকন, বা বিদ্যাপতনে দূষিত হয়, তাহা হইলে শতসংখ্যক ব্যাহতি হোম দ্বারা ঐ গৃহের শোধন করা কর্তব্য । (১৫৬) যদি কোনও বাপী, কুপ, বা তড়াগমধ্যে অস্থিবিশিষ্ট নরদেহ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা হইলে উহা উদ্ধৃত করিয়া উক্ত জলাশয়াদির শোধন করিতে হইবে । (১৫৭) একবিংশতি কুন্ত বিশুদ্ধ জল পূর্ণাতিবেক মন্ত্রে অভিমন্ত্রিত করিয়া ঐজলাশয়ে নিক্ষেপ করার নাম জল-শোধন-বিধি । (১৫৮) যদি উক্ত জলশয় স্বরসলিল এবং শবের হুগন্ধে দূষিত হয়, তাহা হইলে পঙ্ক সহিত সমুদায় জল উদ্ধৃত করিয়া পূর্ব্বোক্ত পূর্ণাতিবেকমন্ত্রে এক বিংশতি কুন্ত শুদ্ধ সলিল তাহাতে নিক্ষেপ করিবে । (১৫৯) যদি গজপরিমাণ অধিক জল উক্ত জলাশয়ে থাকে, তাহা হইলে শতকুন্ত জল উদ্ধার করিয়া অতিবেক মন্ত্রে শোধন করিয়া লইবে । (১৬০) যদি এক্রূপে শবসংযুক্ত জলাশয় শোধিত না হয়, তাহা হইলে তাহার জলপান এবং ঐ জলাশয়েরও প্রতিষ্ঠা করা বিধেয় নহে । (১৬১) যদি কেহ এই জলাশয়ে স্নান, বা ইহার জলে কোনও কৰ্ম্ম করে, তাহা হইলে তাহার সমস্ত কার্য্য ব্যর্থ হইয়া যায়, এই জলে স্নান, বা কোনও কার্য্য করিলে এক দিন অনাহারে থাকিয়া পঞ্চামৃত ভোজনে শুদ্ধিলাভ ঘটিবে । (১৬২) যদি ধনী হইয়া কেহ যাতুঞ্জা করে, যদি কেহ সংগ্রামে পরাযুখ হয়, কেহ যদি কুলধর্ম্মের ঘের করে, যদি কোনও কুলবতী নারী স্নানাপান করে, যদি কেহ পণ্ডিত হইয়া পাপকার্য্য করে, তাহা হইলে যে তাহাকে দর্শন করে, বিষ্ণু স্মরণ করিয়া পূর্ব্ব দর্শনামস্তর স্নান করিয়া সে পাপমুক্ত হইতে পারিবে । (১৬৩, ১৬৪) যে সকল জীজ্ঞাতি

ধরকুটকোলাংশ বিক্রীণস্তো বিজাতয়ঃ । নীচবৃত্তিং চরন্তোহপি শুধ্যোয়ুজ্জিদিনব্রতাং ॥ ১৬৫
 দিনমেকং নিরাহারো দ্বিতীয়ং কণভোজনঃ । অপরন্ত নরেন্দ্রজিদিনব্রতমধিকে ॥ ১৬৬
 গৃহেহুদ্বাটিত্বারেহনাহুতঃ প্রবিশরয়ঃ । বারিতার্থপ্রবক্তাপি পঞ্চাহমশনং তাজেৎ ॥ ১৬৭
 আগচ্ছতো গুরুন্ দৃষ্ট্বা নোত্তিষ্ঠেদ্যো মদাবিতঃ । তথৈব কুলশাস্ত্রাণি শুবোদেকোপবাসতঃ ১৬৮
 এতস্মিন্ শান্তবে শাস্ত্রে ব্যক্তার্থপদবৃহিতে । কূটেনার্থং কল্পয়ন্তঃ পতিতা যান্ত্যধোগতিম্ ॥ ১৬৯
 ইদং তে কথিতং দেবি সারাৎসারং পরাৎপরম্ । ইহানুজ্ঞার্থদং ধর্মং পাবনং হিতকারকম্ ॥ ১৭০
 ইতি শ্রীমহানির্বাণতন্ত্রে সর্বতন্ত্রোত্তমোত্তমে সর্বধর্মনির্গমসারে শ্রীমদাদ্যামদাশ্রিবসংবাদে
 স্বপারানিষ্টজনকপাপপ্রারম্ভিতকথনং নাম একাদশোল্লাসঃ ।

দ্বাদশোল্লাসঃ ।

শ্রীমদাশ্রিব উবাচ ।

ত্বয়ন্তে কথয়ামাস্যে ব্যবহারান্ সনাতনান্ । যান্ রক্ষন্ প্রবিদন্ রাজা স্বচ্ছন্দং পালয়েৎ প্রজাঃ ॥ ১
 নিয়মেন বিনা রাজ্ঞো মানবা ধনলোলুপাঃ । মিথস্তে বিবদিস্যন্তি গুরুব্রজনবজ্জতিঃ ॥ ২
 বাতিব্রন্তি তদা দেবি সার্থিনো বিত্তহেতবে । পাপাশ্রয়া ভবিষ্যন্তি হিংসরা চ জিহীর্ষয়া ॥ ৩

গর্দভ, কুহুট, অথবা শূকর বিক্রয় করে, কিংবা অন্য কোনও নীচ কার্যে প্রবৃত্ত হয়, তাহাদের
 তিন দিন ব্রতাহুতান করিলে শুদ্ধিলাভ ঘটিবে। (১৬৫) হে অধিকে! এইরূপে তিন দিন ব্রত
 করিতে হয়; প্রথম দিনে অনাহার, দ্বিতীয় দিন কণভোজন এবং শেষ দিন জলপান করিয়া থাকি-
 য়ার নিয়ম। (১৬৬) যে গৃহের দ্বার উদ্বাটিত নাই, যদি আহ্বান না করিলে কেহ তাহাতে
 প্রবেশ করে, কিংবা কোনও নিষিদ্ধ কথা ব্যক্ত করিয়া ফেলে, তাহা হইলে তাহাকে পঞ্চ দিন
 উপবাসী থাকিয়া পাপক্ষয় করিতে হইবে। (১৬৭) যে ব্যক্তি মদগর্ভে অন্ধ হইয়া গুরুজনকে
 আসিতে দেখিয়া পাত্রোখান না করে, অথবা কুলশাস্ত্রকে আনিতে দেখিয়া তাহার প্রতি সম্মান
 না করে, তাহার পাপক্ষয়ের জন্ত এক দিন উপবাস করিতে হইবে। (১৬৮) শিলোক্ত এই শাস্ত্রে
 সকলই ব্যক্ত আছে, যে সকল পণ্ডিত ব্যক্তি ইহার কুটার্থ প্রকাশ করিবেন, তাঁহাদিগকে পতিত
 হইয়া অধোগতি প্রাপ্ত হইতে হইবে। (১৬৯) হে দেবি! তোমার নিকটে আমি বাহা বলি-
 লাম, তাহা পরাৎপর ও সারাৎসার ধর্ম, ইহা যেক্রপ পবিত্র ও হিতকারক, সেইরূপ ইহ ও পর-
 কালে সুখদায়ক। (১৭০)

সদাশ্রিব কহিলেন;--হে আদ্যো! আমি পুনর্বার তোমার নিকটে সনাতনব্যবহারের কথা
 বলিতেছি; রাজা যদি বিবেচনাপূর্বক এই ব্যবহারের বশবর্তী হইয়া চলেন, তাহা হইলে
 স্বচ্ছন্দে প্রজাগণকে পালন করিতে পারেন। (১) রাজা যদি নিয়মানুসারে না চলেন, তাহা
 হইলে মহাযোরা ধনলোভী হইয়া গুরু, ব্রজন ও বন্ধ বাক্ষসগণের সহিত বিবাদ বিসম্বাদে প্রবৃত্ত
 হইয়া থাকে। (২) হে দেবি! রাজনির্যয়ের অভাবে লোকে ধনাশ্রয় পরাৎপর পরস্পরকে
 প্রহার ও বিনাশ করিবে এবং হিংসানিবন্ধন তাহার। ধনহরণে প্রবৃত্ত হইয়া নানা প্রকার পাপ-

অভ্যন্তরে হিতার্থার নিয়মো ধর্মসম্মতঃ । নিযোজ্যতে যমাপ্রিত্য ন ভ্রেষ্টযুঃ স্ত্রীভার্যয়াঃ ॥ ৪
 দণ্ডয়েৎ পাপিনো রাজা যথা পাপাপমুত্তরে । তথৈব বিভজ্ঞেদারান্ নৃণাং সম্বন্ধভেদতঃ ॥ ৫ .
 সম্বন্ধো বিবিধো জ্ঞেয়ো বিবাহাজ্জন্মসম্বন্ধা । তত্রৌষাহিকসম্বন্ধাদপরো বলবত্তরঃ ॥ ৬
 দায়ৈ তুর্কৃতনা ক্ষায়ান্ সম্বন্ধেহধস্তনঃ শিবে । অধউর্কক্রমাং ক্রীতঃ পুমান্ মুখ্যতরঃ স্ত্রুতঃ ॥ ৬
 তত্রাপি সন্নিবর্ধেণ সম্বন্ধী দায়মহঁতি । অনেন বিধিনা ধীরা বিভজ্ঞেযুঃ ক্রমাক্রমম্ ॥ ৮
 মৃতস্ত পুত্রে পৌত্রে চ কন্তাস্থ পিতরি স্থিতে । ভার্য্যারামপি দায়াহঁ পুত্র এব ন চাপরঃ ॥ ৯
 বহুবস্তনয়া বহুসর্কে তত্র সমাংশিনঃ । জ্যেষ্ঠে রাজ্যাধিকারিণঃ তন্তুবংশানুসারতঃ ॥ ১০
 ঋণংযৎ পৈতৃকং তচ্চ শোধয়েৎ পৈতৃকৈধঁ নৈঃ । তন্নিহঁ স্থিতে বিভাগার্হঁ ন ভবেৎ পৈতৃকং বহু ॥
 বিভজ্যা যদিগৃহীয়র্কিভবৎ পৈতৃকং নরঃ । তেভ্যস্তদ্ব্যনমাঙ্কত্য পিতৃণাং দাপয়েন্নৃপঃ ॥ ১২
 যথা স্বকৃতপাপেন নিরয়ং যাস্তি মানবাঃ । ঋণেনাপি তথা বন্ধঃ স্বয়মেব ন চাপরঃ ॥ ১৩
 সাধারণং ধনং যচ্চ স্বাবরং স্বাবরেতরম্ । অংশিনঃ প্রাপ্তুমহঁস্তি স্বং স্বমংশং বিভাগতঃ ॥ ১৪
 অংশিনাং সম্বতাবেব বিভাগঃ পরিসিধ্যতি ॥ তেষামসম্মতৌ রাজা সমদৃষ্ট্যাংশমাচরেৎ ॥ ৫
 স্বাবরস্ত চরস্তাপি বিভাগানর্হবস্তনঃ । মূল্যং বা তদুপস্বহমংশিনাং বিভজ্ঞেন্নৃপঃ ॥ ১৬
 বিভক্তৌহপি ধনে যস্ত স্বাংশং প্রতিপাদয়েৎ । পুনর্কিভজ্যা তদুদ্রব্যমপ্রাপ্তাংশার দাপয়েৎ ॥ ১৭
 কৃতে বিভাগে দ্রব্যমাংশিনাং সম্মতৌ শিবে । পুনর্কিবাদেয়ংস্তত্র শাস্যো ভবতি ভূতঃ ॥ ১৮

কার্য্য করিতে থাকিবে । (৩) আমি এই কারণে লোকের হিতসাধনের জন্ত ধর্ম্মানুগত রাজনিয়ম
 বিবিধ করিতেছি, এই নিয়মের অনুসরণ করিলে মনুষ্যকে কখনও অমঙ্গলের মুখ দেখিতে
 হইবে না । (৪) পাপনিবারণের জন্ত রাজা যেরূপ দণ্ডবিধান করিবেন, সেইরূপ লোকের সম্বন্ধ-
 ভেদে দায়াদির বিভাগ ও ব্যবস্থা করিয়া দিবেন ॥ (৫) সম্বন্ধ দুই প্রকার, বিবাহ ও জন্মানুসারে
 তাহা সিদ্ধি হইয়া থাকে, (বিবেচনা করিয়া দেখিলে) বিবাহসম্বন্ধ অপেক্ষা জন্মানুসার সম্বন্ধ
 বলবান্ (৬) হে শিবে ! ধনাধিকারে উর্কতন পুরুষ অপেক্ষা অধস্তন পুরুষই শ্রেষ্ঠ, এইরূপে
 অধ উর্কক্রমে ক্রীড়াতি অপেক্ষা পুরুষই শ্রেষ্ঠ । (৭) যে ব্যক্তির সহিত অধিকতর ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ,
 সেই ব্যক্তিই দায়াদিকারী হইয়া থাকে, পণ্ডিতেরা এই নিয়মে ধন বিভাগ করিয়া থাকেন । (৮)
 মৃতের পুত্র, পৌত্র, কন্তা, পিতা ও ভার্য্যা বর্তমান থাকিলে পুত্রই ধনাধিকারী, অন্ত্রে ধনাধিকারী
 হইতে পারিবে না । (৯) লোকের অনেকগুলি পুত্র থাকিলে, সকলে তুল্যাংশভাগী ; কথা এই,
 পৈতৃকঋণ থাকিতে উক্ত ধন বিভক্ত হইতে পারিবেক না । (১০) পৈতৃক ঋণ থাকিলে পৈতৃক
 সম্পত্তি দ্বারা পরিশোধ ঘটবে, পৈতৃক ঋণ থাকিলে পৈতৃক ধনের বিভাগ ঘটবেক না । (১১)
 পৈতৃক ঋণ থাকিতে যদি উক্ত সম্পত্তি বিভাগ করা হয়, তাহা হইলে রাজা তাহাদেয় নিকট
 হইতে উক্ত ধন গ্রহণ করিয়া পৈতৃক ঋণ পরিশোধ করিয়া দিবেন, ঋণ পরিশোধের অবশিষ্ট
 বাহা থাকিবে, তাহা পুত্রদের ঘটিবে । (১২) লোকে যেরূপ আশঙ্কিত পাপাঘুতানে আপনিই
 নরকগামী হয়, সেইরূপ সকলেই আশঙ্কিত ঋণে আবদ্ধ, অন্ত্রে তাহাতে আবদ্ধ হইবে না । (১৩)
 স্বাবর ও অবস্বাবর বাহা কিছু সাধারণ সম্পত্তি থাকিবে, অংশীগণ বিভাগমত তাহা হইতে আপনাপন
 অংশ গ্রহণ করিবে । (১৪) সে স্থলে সমান বা অসমান অংশ বিভাগ করা সকল অংশীর অভি-
 প্রায়, সে স্থলে তাহাই সিদ্ধ হইবে, অংশীগণের অসম্মতি থাকিলে রাজা সকলের তুল্যাংশের
 ব্যবস্থা করিয়া দিবেন । (১৫) যদি স্বাবর বা অবস্বাবর বস্তুর বিভাগ করা না য়ে, তাহা হইলে
 রাজা তাহার মূল্য অথবা উপস্বহ, অংশীগণকে বিভাগ করিয়া দিবেন ; (১৬) ধনবিভাগ করি-
 বার পর যদি ঐ ধনে অন্তের অংশ আছে ইহা সপ্রমাণ হয়, তাহা হইলে রাজা পুনর্বার বিভাগ
 করিয়া ঐ অপ্রাপ্ত অংশীকে ও বাহান্না অংশ পাইয়াছিল, তাহাদিগকে দিবেন । (১৭) হে শিবে !

স্থিতে প্রেতস্য পৌত্রো চ ভাৰ্য্যারাক্ষ পিতৰ্য্যপি । পৌত্র এব ধনাৰ্হঃ স্যাদধৃত্যজ্ঞম্মগৌরবাৎ ॥ ১৯ ॥
 অপুত্রস্য স্থিতে তাতে সোদরে চ পিতামহে । জন্মতঃসন্নিবৰ্ণেণ পিতৈবাস্য ধনং হরেৎ ॥ ২০ ॥
 বিদ্যমানাসু কন্তাসু সন্নিবৰ্ণ্যস্বপি প্রিয়ে ! মৃতস্য পৌত্রো ধনভাগবতো মুখ্যতরঃ পুমান্ ॥ ২১ ॥
 ধনং মৃতেন পুত্রেণ পৌত্রং যতি পিতামহাৎ । অতোহত্র গীৰ্ত্তে নোদৈকঃ পুত্ররূপঃ স্বয়ং পিতা ॥ ২২ ॥
 ঔবাহিকেহপিসম্বন্ধে ব্রাহ্মী ভাৰ্য্যা : স্রীয়সী । অপুত্রস্য হরেদৃক্খং পত্ন্যর্দেহাৰ্দ্ধহারিণী ॥ ২৩ ॥
 পতিপুত্রবিহীনা তু সংপ্রাপ্য স্বামিনো ধনম্ । নৈব দাতুং ন বিক্রেতুং সমর্থ্য স্বধনং বিনা ॥ ২৪ ॥
 পিতৃভিঃ স্বপুত্রৈর্কাপি দত্তং বদ্ধশ্রমস্বতম্ । স্বকৃত্যোপার্জিতং যচ্চ জীৱনং তৎ প্রাকীৰ্ত্তিতম্ ॥ ২৫ ॥
 তস্যাং মৃত্যুরাং ঋক্খং তৎপুনঃ স্বামিপদং ব্রজেৎ । তদাসন্নতরো রিক্খমধ উৰ্দ্ধক্ৰমাঙ্করেৎ ॥ ২৬ ॥
 মৃতং পতৌ স্বধৰ্ম্মেণ পতিবদ্ধবশে স্থিতা । তদভাবে পিতৃবন্ধোত্তিষ্ঠন্তী দারমহতি ॥ ২৭ ॥
 শক্তিব্যতিচারাপি ন পত্ন্যর্দায়ভাগিনী । লভতে জীবনং মাত্র ভৰ্ত্তৃক্ৰীতবহারিণঃ ॥ ২৮ ॥
 বহুশ্চেষ্টনিতান্তস্য স্বৰ্ঘ্যাত্মধৰ্ম্মং তৎ পরাঃ । ভজেরন্ স্বামিনো বিত্তং ন মাংসেন শুচিস্মিতে ॥ ২৯ ॥
 পত্ন্যধনহর্য্যাক্ষ মৃতৌ ভৰ্ত্তৃস্তু তাহিতৌ । পুনঃ স্বামিপদং গচ্ছা ধনং হুহিতরং ব্রজেৎ ॥ ৩০ ॥
 এবং স্থিত্যয়ং কন্ত্যায়মৃক্খং পুত্রবধূগতম্ । তন্মৃতৌ স্বামিনং প্রাপ্য স্বপুত্রাত্তংমৃতামিরাৎ ॥ ৩১ ॥
 তথা পিতামহে সম্বে বিত্তং মাতৃগতং শিবে ! তস্যাং মৃত্যুরাং পুত্রেণ ভৰ্ত্তৃ । স্বপুত্রগং ভবেৎ ॥ ৩২ ॥

সৰ্গসম্মতিক্রমে যে স্থলে সম্পত্তির বিভাগ ঘটয়াছে, যদি পরে তদ্বিরুদ্ধে কেহ আপত্তি উত্থাপন করিয়া বিবাদ করে, তাহা হইলে রাজা তাহাকে শাসন করিবেন (১৮) মৃত ব্যক্তির পৌত্র ভাৰ্য্যা, ও পিতা বর্তমান থাকিলে পৌত্রই ধনাধিকারী হইবে, কারণ জন্মনিবন্ধন পৌত্রেরই গৌরব অধিকতর। “অপুত্র মৃত ব্যক্তির পিতা, সহোদর ও পিতামহ বর্তমান থাকিলে জন্মানুসারে সন্নিবৰ্ণ নিবন্ধন পিতাই ধনাধিকারী হইবে। (২০) হে প্রিয়ে! আসন্নবর্ত্তিনী কন্তার বিদ্যমানতায় পৌত্র ধনাধিকারী হইবে, জীজাতি পুরুষ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। (২১) অগ্রে পুত্রের মৃত্যু ঘটিলে ধনীর সেই পিতামহ ধনে পৌত্রের অধিকার; এই কারণে পিতা, পুত্র-স্বরূপ বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকে। (২২) বিবাহসম্বন্ধে ব্রাহ্মবিধানুসারে বিবাহিতা ভাৰ্য্যাই শ্রেষ্ঠ; ধনী অপুত্রক অবস্থায় মরিলে ভৰ্ত্তার অৰ্দ্ধাজ্ঞাপিণী ব্রাহ্মীপত্নীই ধনাধিকারিণী (৩) যদি পতি পুত্রহীন পত্নী, পতি ধনে বঞ্চিত না হয়, তাহা হইলে জীৱন ব্যতীত ঐ ভৰ্ত্তৃধন দান বা বিক্রয় করিতে পারিবে না। (২৫) পিতৃদত্ত, স্বপুত্রদত্ত, ও পরিশ্রম-লব্ধ অর্থের নামই জীৱন। (২৫) যে জীৱী স্বামীধন প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহার মৃত্যু হইলে ঐ ধন পুনর্কায় স্বামিধন-স্বরূপ হইবে এবং তাহার স্বামীর অধস্তন বা উৰ্দ্ধস্তন আসন্নবর্ত্তী উত্তরাধিকারী তাহা প্রাপ্ত হইবে। (২৬) স্বামীর মৃত্যু হইলে জীৱী ধর্ম্মপরায়ণ হইয়া পতিবদ্ধগুণের বশবর্ত্তিনী হইবে; তদভাবে পিতৃবদ্ধদিগের আশ্রয় গ্রহণ করিবে, অন্ত্যথার ধনাধিকারিণী হইতে পারিবে না। (২৭) বাহ্য প্রাতি ব্যভিচারে আশঙ্কা, সেই জীৱী স্বামিধন প্রাপ্ত হইবে না, সে কেবল পতির বিভব-অনুসারে জীবিকামাত্র প্রাপ্ত হইবে। (২৮) হে সূক্ষ্মরি! স্বর্গগামী ব্যক্তির যদি অনেক গুলি জীৱী থাকে এবং সকলেই ধর্ম্মপরায়ণ হয়, তাহা হইলে তাহার সকলে তুল্যাংশ করিয়া উক্ত ধন বিভাগ করিয়া লইবে। (২৯) যদি স্বামিধনভাগিনী এই সকল জীৱী পরলোক ঘটে ও যদি তাহাদের কন্তা বর্ত্তমান থাকে, তাহা হইলে সেই সম্পত্তি স্বামিধনস্থানীর হইয়া হুহিতৃগামী হইয়া থাকে। (৩০) কন্তা বর্ত্তমানে যদি পুত্রবধূ ধনাধিকারিণী হয়, তাহা হইলে ঐ ধন মৃত পুত্রবধূ ভৰ্ত্তৃধন স্বরূপ হইয়া পিতৃকন্তা অর্থাৎ মৃত পুত্রবধুর ভৰ্ত্তার ভগিনীর অধিকার দাঁড়াইবে। (৩১) হে শিবে! পিতামহ বর্ত্তমান থাকিতে যদি এই ধন মাতৃগামী হয়, তাহা হইলে মাতার মৃত্যুর পর উহা পুত্রধনস্থানীর হইয়া পিতৃসম্বন্ধে পিতামহগামী হইবে। (৩২) যে রূপ মৃতের

মৃতস্তোৰ্দ্ধগতং বিত্তং যথা প্রাপ্নোতি তৎপিতা । জনন্যপি তথাপ্নোতি পতিহীনা ভবেদযদি ॥ ৩৩
অতঃ সত্যাং জনন্যাং তু বিমাতা ন ধনং হরেৎ । মৃতো জনস্তাত্তং প্রাপ্য পিত্রা গচ্ছেদ্বিমাতরম্ ॥ ৩৪
অধন্তনানাং বিরহাদ্যথা রিকৃৎ ন বাত্যধঃ । যেনৈবাসন্তনং প্রাপ্তং তেনৈবোৰ্দ্ধং তদা ব্রজেৎ ॥ ৩৫
অতঃ স্থিতৌ পিতৃব্যস্ত ধনং স্বস্বগতঞ্চ যৎ । পতৌ স্থিতেহনপত্যায় মৃতৌ পিতৃব্যমাশ্রয়েৎ ॥ ৩৬
উৰ্দ্ধাধিন্তমধঃ প্রাপ্য পুমাংসমবলম্বতে । অতঃ সত্যাং সোদরার্যাং বৈমাত্রেয়ো ধনং হরেৎ ॥ ৩৭
স্থিতারাং সোদরার্যাঞ্চ বিমাতুঃ পুত্রসন্ততৌ । বৈমাত্রেয়গতং বিত্তং বৈমাত্রেয়াষ্ময়ো ব্রজেৎ ॥ ৩৮
মৃতস্ত সোদরেঃ ভ্রাতা বৈমাত্রেয়স্তথা শিবে । ধনং পিতৃগতঞ্ছেন বিভজেতাং সমাংশিনৌ ॥ ৩৯
কন্তার্যাং জীবিতারাঞ্চ তদপত্যং ন দায়ভাক্ । যত্র যদাধিতং বিত্তং তন্মৃতাবপরং ব্রজেৎ ॥ ৪০
বিত্তজয়ুহুঃ স্থিতরং পুত্রাভাবে পিতুর্কমম্ । উদ্বাহয়ন্ত্যাহনুচাস্ত পিতুঃ সাধারণৈর্ধনৈঃ ॥ ৪১
অসন্তত্যা মৃতার্যাশ্চ জীবনং স্বামিনং ব্রজেৎ । অস্তান্তু দ্রবিশং যস্মাদাপ্তং তৎ পদমাশ্রয়েৎ ॥ ৪২
প্রৈতলকৃৎ নৈনরী বিদধ্যাদাশ্রয়োষণম্ । পুণ্যস্ত তদুপস্বয়ৈনশক্তা দানবিক্রয়ে ॥ ৪৩
পিতামহস্য যার্যাঞ্চ সত্যাং ভাতবিমাতরি । পিতামহগতং রিকৃৎ তৎপুত্রৈশ্চ স্নুবাং ব্রজেৎ ॥ ৪৪
পিতামহে পিতৃব্যে চ তথা ভ্রাতরি জীবতি । অধোভবানাং মুখ্যত্যাং ভ্রাতৈব ধনভাগ্ ভবেৎ ॥ ৪৫
পিতৃব্যং সন্নিকর্ষেহত্র তুল্যৌ ভ্রাতৃপিতামহৌ । ধনং পিতৃপদং গম্মা প্রয়াতুভ্রাতরং ব্রজেৎ ॥ ৩৬
স্থিতেহ্যপত্যে হুহিতঃ প্রৈতস্ত পিতরি স্থিতে । হুহিত্রপত্যং ধনভাগ্ ধনং যস্মাদধোমুখম্ ॥ ৪৬

উৰ্দ্ধগত ধনে পিতার অধিকার, পতিহীনা মাতাও প্রাপ্ত হইয়া থাকে। (৩৩) মাতার বিদ্যামানে বিমাতার ধনাধিকার ঘটবেক না, যদি মাতার মৃত্যু হয়, তাহা হইলে পিতৃসম্বন্ধে বিমাতারও ধনাধিকার ঘটবে। (৩৪) অধন্তন উত্তরাধিকারী না থাকিলে, ধন অধোগামী হয় না, যে নিয়মে অধোগামী হইবার কথা, সেই নিয়মেও উৰ্দ্ধগামী হইয়া থাকে। (৩৫) পিতৃব্য বর্তমানে যদি কন্তা ধনাধিকারিণী হয়, এবং পুত্র প্রসব করিয়া ঐ কন্তা পতিবিদ্যামানে মৃত হয়, তাহা হইলে ঐ ধনে পিতৃব্যেরই অধিকার দাঁড়াইবে। (৩৬) উৰ্দ্ধগামী হইয়া যখন ধন অধোগামী হয়, তখন উহা প্রথমে পুরুষকে আশ্রয় করিয়া থাকে, এই কারণে সহোদর। ভগিনী বর্তমানে বৈমাত্রেয় ভ্রাতা ধনাধিকারী হইয়া থাকে। (৩৭) সহোদরা ভগিনী ও বিমাতৃপুত্র বিদ্যামান থাকিতেও বৈমাত্রেয় ভ্রাতৃগত সম্পত্তিতে বৈমাত্রেয় ভ্রাতৃবংশীয়েরা অধিকারী হইবে। (৩৮) হে শিবে! যদি মৃতের সহোদর বা বৈমাত্রেয় ভ্রাতা বর্তমান থাকে, তাহা হইলে ঐ ধন পিতৃগত হইয়া পিতৃসম্বন্ধে সম্বন্ধী সহোদর ও বৈমাত্রেয় ভ্রাতা তুল্যাংশে বিভাগ করিয়া লইবে। (৩৯) কন্তা জীবিত থাকিতে তদগর্ভজ পুত্র ধনাধিকারী হইবে না, কারণ, এস্থলে কন্তাই তৎপ্রতিবন্ধক, এই বাধক স্বরূপ কন্তা মৃত্যুতে ঐ ধন তদগর্ভজ পুত্রেই প্রাপ্ত হইবে। (৪০) পুত্র না থাকিলে কন্তাগণ পৈতৃক ধন বিভাগ করিয়া লইবে, কিন্তু অগ্রে ঐ সাধারণ ধনে অবিবাহিতা কন্তার বিবাহ দিওঁ হইবে। (৪১) পুত্রহীনা নারীর মৃত্যু হইলে তদীয় স্বামী জীবন প্রাপ্ত হইবে, জীবন ভিন্ন অস্ত্র যে ধন বাহার নিকট হইতে প্রাপ্ত হওয়া যাইবে, তাহা সেই ব্যক্তিই প্রাপ্ত হইবে। (৪২) উত্তরাধিকারী ক্রমে জী যে ধন প্রাপ্ত হইবে, তাহাতে আপনার ভরণপোষণ চলিবে এবং উপসম্বহার! পুণ্য কর্ম করিতে পারিবে, কিন্তু উহাতে দান বিক্রয়ের কোনও স্বত্ত্ব থাকিবেক না। (৪৩) যেখানে পিতৃব্য পত্নী ও পিতৃবিমাতা বর্তমান, যদি সে স্থলে ধন পিতামহগামী হইয়া, পরে পিতৃব্য গামী হয়, তাহা হইলে সেই ধনে পিতৃব্যপত্নীরই অধিকার। (৪৪) যদি পিতামহ, পিতৃব্য ও ভ্রাতা জীবিত থাকে, তাহা হইলে অধন্তন পুরুষের প্রাধান্ত হেতু ভ্রাতাই ধনভাগী হইবে। (৪৫) পিতৃব্য নৈকট্য সম্বন্ধ নিবন্ধন ভ্রাতা ও পিতামহ উভয়েই সমান আসন্নবর্তী, এরূপ স্থলে মৃত ব্যক্তির ধন, পিতৃহানীর হইয়া মাতৃগামী হইবে। (৪৬) মৃতের দৌহিত্র ও পিতা বর্তমান

অপ্রবাহুঃ স্থিতে ভাতে তথা মাতরি কালিকে । পুংসো মুখ্যতরঞ্চে ন ধনহারী ভবেৎ পিতা ॥৪৮
 স্থিতঃ অপিতৃসাপিণ্ডো বর্তমানেশপি মাতুলে । প্রেতস্ত ধনহারী ভাং পিতুঃ সম্বন্ধগৌরবাৎ ॥ ৪৯
 অধস্তাপ্রমনাভাবে ধনমুক্তভবং গতম্ । তত্রাপি পুংসাং মুখ্যতাদিতং পিতৃকুলং শিবে ।
 অতোহত্র সন্নিকটোহপি মাতুলো নাপ্রসাদনং ॥ ৫০
 অজীবপিতৃকঃ পৌত্রঃ পিতৃব্যোঃ সহ পার্শ্বতি । পিতামহস্ত্র জ্বিণাং অপিতৃদারমহতি ॥ ৫১
 ভ্রাতৃহীনাং তথা পৌত্রী পিতৃব্যোঃ সমভাগিনী । পিতামহধনং সোম্য। হরেচ্চ মৃতমাতৃকা ॥ ৫২
 সত্যাং পৌত্র্যাং পিতামহ্যাং পৌত্র্যাঃ পিতৃষসর্গপি ।
 বিস্তে পিতৃগতে দেবি ! পৌত্রী তত্রাধিকারিণী ॥ ৫৩ +
 অধোগামিষু বিস্তে পুমান্ জায়মানধন্তনঃ । উর্দ্ধগামিধনে শ্রেষ্ঠঃ পুমান্কোড়বো ভবেৎ ॥ ৫৪
 অতঃ স্ত্রীরাং পৌত্র্যাঞ্চ সত্যাং হুহিতরি প্রিয়ে । প্রেতস্তবিতবং হর্ষং নৈব শক্লোতি তৎপিতা ॥৫৫
 যদা পিতৃকুলে ন ভ্রাতৃ তস্ত ধনভাজনম্ । পূর্কোক্তবিধিনা রিক্খং মাতামহকুলং ভজেৎ ॥ ৫৬
 মাতামহগতং বিত্তং মাতুলৈস্তৎসুতাতিঃ ! অব উর্দ্ধক্ৰমেণৈবং পুমাংসং ত্রিযশাশ্রয়েৎ ॥ ৫৮
 ত্রাশ্বাঘরে বিদ্যমানে পিত্রোঃ সপিণ্ডেনে স্থিতে । মৃতস্ত শৈবীতনরো ন পিতৃদারভাগ্ ভবেৎ ॥ ৫৮
 শৈবী পত্নী চ তৎপুত্রা লভেরন ধনভাগিনঃ । গ্রাসমাচ্ছাদনং ভজে ! স্বঃ প্রয়াতুর্বাধনম্ ॥ ৫৯
 শৈবোষাহং প্রকুর্কন্ত শৈবভর্ত্তেব পালয়েৎ । সোম্যাক্ষেত্রাবিকারোহস্তাঃ পিত্রাদীনাম্ ধনে প্রিয়ে ॥৬০
 অতঃসংকুলজাং কন্তাং শৈবৈকদ্বাহয়ন্ পিতা । ক্রোধাধ্বা লোভনো বাপি সভবেল্লোকগহিতঃ ॥ ৬১

খাকিলে দোহিত্রেরই ধনাধিকার কারণ, ধন স্বাভাবিক অধোগামী। (৪৭) হে কালিকে !
 যদি মৃত ব্যক্তির পিতা মাতা বিদ্যমান থাকে, তাহা হইলে মুখ্যতঃ প্রযুক্ত পিতাই ধনাদি-
 কারী। (৪৮) মৃত ব্যক্তির পিতৃ সপিণ্ড ও মাতুল জীবিত থাকিলে পিতৃসম্বন্ধের গৌরবনিবন্ধন
 পিতৃসপিণ্ডই ধনাধিকারী হইবে। (৪৯) হে শিবে ! যেখানে ধন(অধোগামী না হয় ; যেখানে
 তৎপরিবর্তে উর্দ্ধগামী হইয়া থাকে, তদ্ব্যতীত পুরুষের প্রধান্য হেতু ধন অগ্রে পিতৃকুলে গমন
 করে; কারণ, এস্থলে মাতুল আসন্নবর্তী হইলেও ধনভাগী হয় না। (৫০) হে পার্শ্বতি ! মৃত পৈতৃক
 পৌত্র ও পুত্র উভয়ে বর্তমান থাকিলে মৃত পৈতৃক পৌত্র পিতার নির্দিষ্ট অংশ পাইবে। (৫১) যদি
 ভ্রাতৃহীনা পিতৃমাতৃ হীনা পৌত্রী স্বধর্ম্মানুসরণ করে, তাহা হইলে পিতামহ সম্পত্তিতে পিতৃব্যের
 সহিত তুল্যাংশ প্রাপ্ত হইবে। (৫২) হে দেবি ! যদি পিতামহী ও পিতৃষসা জীবিত থাকে
 তাহা হইলে, পিতৃগত ধনে পৌত্রীই অধিকারিণী। (৫৩) ধন অধোগামী হইল অধন্তন এবং
 উর্দ্ধগামী হইলে উর্দ্ধতন পুরুষের প্রাধান্য লক্ষিত হয়। (৫৪) হে প্রিয়ে ! এই কারণে পুত্রবধূ
 পৌত্রী ও হুহিতার জীবিতাবস্থায় মৃতব্যক্তির ধনে পিতার অধিকার ঘটিবেক না। (৫৫) যদি মৃতের
 পিতৃকুলে কেহ ধনাধিকারী না থাকে, তাহা হইলে পূর্কোক্ত বিধিক্রমে ঐ ধন মাতামহ কুলে
 আশ্রয় করিবে। (৫৬) ধন মাতামহকুলে যাইলে মাতুল ও মাতুল পুত্রাদি তাহা প্রাপ্ত হইবে
 এতদেও অথ ও উর্দ্ধক্ৰমে ত্রী পুরুষের অধিকার পাড়াইবে। (৫৭) ত্রাশ্বী পত্নীর গর্ভজাত পুত্র
 এবং মাতৃ সপিণ্ড ও পিতৃ সপিণ্ড বর্তমান থাকিতে শৈব বিবাহিত পত্নীর গর্ভজাত পুত্র ধনভাগী
 হইতে পারিবে না। (৫৮) হে ভদ্রে ! শৈব বিবাহিত পত্নী ও তৎগর্ভজাত পুত্রগণ উত্তরাধি-
 কারী না হইলেও বিভবানুসারে গ্রাসাচ্ছাদন মাত্র প্রাপ্ত হইবে। (৫৯) প্রিয়ে ! শৈব বিবাহিত
 ভ্রাতৃগণ পালনতার শৈবভর্তার উপর নির্ভর, যদি ঐ নারী হুম্মরিজা হয়, তাহা হইলে নারী
 তাহাকে পালন করিবে না, এই ভ্রাতৃগণ পিত্রাদির ধনে অধিকার ঘটিবেক না। (৬০) এই কারণে
 ক্রোধ, বা লোভ হেতু যদি পিতা সম্বন্ধজা কন্তার শৈববিবাহ দেন, তাহা হইলে তাহাকে লোক-
 সম্বন্ধ দিম্বিত হইতে হইবে। (৬১) শিবের শাসন এই প্রকার যে শৈব পত্নী, বা তৎগর্ভজ পুত্র

শৈবী-তদঘরাভাবে সোদকো ব্রহ্মদো নৃপঃ । হরেয়ুঃ ক্রমতো বিভক্তং মৃতস্ত শিবশাসনাৎ ॥ ৬২
 পিণ্ডদাঃ সপ্ত পুরুষাঃ সপিণ্ডাঃ কথিতাঃ প্রিয়ে । সোদক দশমাস্তাঃ স্নাত্ততঃ কেবলগোত্রজ্ঞাঃ ॥ ৬৩
 বিভক্তং ত্রিবিধং যচ্চ সংশ্লিষ্টং স্বেচ্ছয়া তু চেৎ । অবিতক্তবিধানেন ভজেরন্তদ্ধনং পুনঃ ॥ ৬৪
 অবিতক্তে বিভক্তে বা যন্ত দাদৃধিতাগিতা । মৃতেষুপি তন্ত দাদ্যাদাতাদৃধিতবত্যাগিনঃ ॥ ৬৫
 যে যন্ত ধনহর্তারো ভবেয়ুর্জীবনাবধি । দদ্যাঃ পিণ্ডং ত এবান্ত শৈবভার্য্যাস্ততঃ বিনা ॥ ৬৬
 লোকেহস্মিন্ জন্মসম্বন্ধাদবধাশৌচং বিধীয়তে । ধনভাগিহসম্বন্ধাৎ ত্রিরাত্রং বিহিতং তথা ॥ ৬৭
 পূর্ণহেশৌচেৎথরাপূর্ণে তৎকালাত্যন্তরে ঋতে । শ্রবণাচ্ছবিদিসৈর্কিণ্ড্যেবুর্জিৎজাদয়ঃ ॥ ৬৮
 কালাতীতে তু বিজ্ঞাতে ঋণাশৌচং ন বিস্ততে । পূর্ণে ত্রিরাত্রং বিহিতং ন চেৎ সংবৎসরাৎ পরম্ ॥
 বর্ষাতীতেহগ্নিচেদ্ভাতুঃ পিতুর্কাল মরণশ্রুতৌ । ত্রিরাত্রমশুচিঃ পুত্রস্তথা ভর্তৃঃ পতিভ্রাতা ॥ ৭০
 অশৌচাত্যন্তরে যত্রিরশৌচাত্তরমাপত্তেৎ । শুক্লশৌচেন মর্ত্যানাং শুদ্ধিত্বা বিধীয়তে ॥ ৭১
 অশৌচানাং শুক্লবৎ কালব্যাপিত্বগৌরবাৎ । ব্যাপ্য্যব্যাপকয়োর্মধ্যে গরীর্য্যাব্যাপকং স্মৃতম্ ॥ ৭২
 যদ্যশৌচান্তদিবসে পতেদপরাহৃতকম্ । পূর্ক্যশৌচেন শুদ্ধিঃ স্তাদাদ্যবৃদ্ধা দিনঘরম্ ॥ ৭৩
 তাবৎ পিতৃকুলাশৌচং যাবদ্রোদ্রহনং ত্রিরাঃ । জাতে পরিণায় পিত্র্যোর্মৃতৌ ত্র্যহমুদাহৃতং ॥ ৭৪
 বিবাহানন্তরং নারী পতিগোত্রাণ গোত্রিণী । তথা গ্রহীতৃগোত্রাণ দন্তপুত্রস্ত গোত্রিতা ॥ ৭৫

না থাকিলে যথাক্রমে সমানোদক, ব্রহ্মদাতা ও নৃপতি মৃতের ধন গ্রহণ করিবেন। (৬২) হে প্রিয়ে! পিণ্ডদাতা হইতে আরম্ভ করিয়া সপ্তম পুরুষ পর্য্যন্ত সপিণ্ড বলিয়া গণ্য, অষ্টম হইতে দশমের নাম সমানোদক, যাহারা দশম পুরুষের বহির্ভূত, তাহারা সগোত্র বলিয়া উল্লিখিত হইয়া থাকে। (৬৩) যদি একবার বিভাগ করিয়া ঐ ধন পুনর্বার স্বেচ্ছাক্রমে মিশ্রিত হয়, তাহা হইলে উহা অবিতক্ত ধন হইয়া থাকে, ধন-বিভাগীর বিধিক্রমে ঐ অবিতক্ত ধন পুনর্বার বিভক্ত হইতে পারিবে। (৬৪) বিভক্ত, বা অবিতক্ত ধনে যাহার যেকোন অংশ অবধারিত আছে, সে ব্যক্তির পরলোক যাঁটলে তত্ত্বরাধিকারী ঐ অংশের অধিকারী হইবে। (৬৫) মৃত ব্যক্তির ধনে যে ব্যক্তি অধিকারী হইবে, তাহাকে তাহার জীবদ্দশা পর্য্যন্ত মৃতের উদ্দেশে পিণ্ডদান করিতে হইবে, কিন্তু তা বলিয়া শৈব ভার্য্যার গর্ভজ পুত্র পিণ্ডদান করিতে পারিবে না। (৬৬) জন্ম-সম্বন্ধে যেকোন অশৌচের ব্যবস্থা, উত্তরাধিকারিস্বক্ৰমেও সেইরূপ ত্রিরাত্রি অশৌচ বিহিত। (৬৭) যদি অশৌচ পূর্ণ, বা ঋণ হয়, এবং যদি নির্দিষ্ট অশৌচ কালের মধ্যে তাহা শুদ্ধিতে পাওয়া যায়, তাহা হইলে যে কয় দিন অশৌচের অবশিষ্ট থাকিবে, যিজনগণ সেই কয়েক দিনেই শুদ্ধ হইতে পারিবে। (৭৮) যদি অশৌচ কাল গত হইলে সৎসর কাল মধ্যে ঋণাশৌচ শ্রবণ করা যায়, তাহা হইলে অশৌচ হয় না, এইরূপে সৎসর মধ্যে পূর্ণাশৌচ শ্রবণ করিলে ত্রিরাত্রি অশৌচ হইবে। (৭৯) এক বৎসর গতহইলে যদি পুত্র পিতামাতার মৃত্যু সংবাদ শ্রবণ করে, অথবা পতিব্রতা পত্নী পতির মরণসংবাদ জানিতে পারে, তাহা হইলে ত্রিরাত্রি অশৌচ হইবে। (৭০) যদি এক অশৌচের মধ্যে অপর অশৌচ হয়, তাহা হইলে শুক্ল অশৌচ দ্বারা লোক শুদ্ধি লাভ করিতে পারিবে। (৭১) দীর্ঘ-কাল-ব্যাপী অশৌচের নাম শুক্ল অশৌচ, এবং অল্পকালস্থায়ী অশৌচের নাম লঘু; ব্যাপী ও ব্যাপক অশৌচের মধ্যে ব্যাপকেরই ঋক্‌শ্রবণ করিতে হইবে। (৭২) যদি অশৌচাত্ত দিবসে অপর কোনও অশৌচ ঘটে, তাহা হইলে পূর্ক্যশৌচ দ্বারা সেই অশৌচের নিবৃত্তি হইবে, যদি পূর্ণাশৌচ হয়, তবে এক দিন মাত্র অশৌচ শুদ্ধি পাইবে। (৭৩) যে পর্য্যন্ত বিবাহ না হয়, সে পর্য্যন্ত ত্রীভাতির পিতৃকুলে অশৌচ হইয়া থাকে, বিবাহিত হইলে কেবল পিতামাতার মৃত্যুতে ত্রিরাত্রি অশৌচ হইবে মাত্র। (৭৪) বিবাহের পর স্ত্রী পতিগোত্র প্রাপ্ত হইবে, দন্তপুত্রও এইরূপ দন্ত গ্রহীতার গোত্রাধিকারী হইবে

সুতমাদার সম্ভত্যা জনন্তা জনকস্ত চ । স্বগোত্রনামাহ্মনিধ্য সংস্কৃত্যাং স্বজনৈঃ সহ ॥ ৭৭
 ঔরসেহপি যথা পিত্রোর্থে পিতৃহৃদিকারিতা । আদাত্রোদিত্তকে তবদ্যতোহস্তপিতরৌ হিতৌ (৭৭)
 আপঞ্চালঃ শিশুং গৃহ্নন্ সৰ্বগাং পরিপালয়েৎ । পঞ্চবর্ষাধিকো বালো দৰ্ভকো ন প্রশস্ততে ॥ ৭৮
 ভ্রাতৃপুত্রৌহপি দত্তশ্চেদং গ্রহীতৈব ভবেৎ পিতা । উৎপাদকঃ পিতৃব্যঃ স্তাৎ সৰ্বকৰ্ম্মসু কালিকে ॥ ৭৯
 যো যন্ত ধনহৰ্ত্তা স্তাৎ স তদ্ধৰ্ম্মাণি পালয়েৎ । সংরক্ষেন্নিয়মান্ তন্ত তদ্বন্ধুন্ পরিতোষয়েৎ ॥ ৮০
 কানীন্য গোলকঃ কুণ্ডাঃ অতিপাতকিনশ্চ যে । নাশোচং মরণে তেবাং নৈব দারাদিকারিতা ॥ ৮১
 লিজ্জচ্ছেদো দমো যোবাং যাসাং নাসানিকুন্তনম্ । মহাপাতকিনাঞ্চাপি মৃতৌ নাশোচমাচরেৎ ॥ ৮২
 নৃণামুদ্দেশহীনানাং পরিবারান্ ধনাত্মপি । পালয়েজ্জক্রেত্রাজা ধাবদাদশবৎসরম্ ॥ ৮৩
 দ্বাদশাদে গতে তেবাং দৰ্ভদেহান্ বিদাহয়েৎ । ত্রিরাত্রান্তে তৎসুতাদ্যৈঃ প্রেতস্বঃ পরিমোচয়েৎ ৮৪
 ততস্তৎ পরিবারেভ্যঃ পুত্রাদিক্রমতো ধনম্ । বিভজ্য নৃপতির্দদ্যাৎদত্তথা পাতকী ভবেৎ ॥ ৮৫
 ন কোহপি রক্ষিতা যন্ত দীনস্তাপদগতস্ত চ । তস্তৈব নৃপতিঃ পাতা যতো ভূপঃ প্রজা-প্রভুঃ ॥ ৮৬
 যদ্যাগচ্ছেদহুদিষ্টৌ বিভাগান্তেহপি কালিকে । তস্তৈব দারাঃ পুত্রাশ্চ ধনং তস্তৈব নাত্মথা ॥ ৮৭
 ন সমর্থঃ পুমান্ দাতুঃ পৈতৃকং স্বাবরঞ্চ যৎ । স্বজনান্নাথবাত্মনৈ দারাদাতুমতিং বিনা ॥ ৮৮
 যন্তু স্বেপার্জিতং রিকৃৎ স্বাবরং স্বাবরেতরম্ । অস্বাবরং পৈতৃকং চ স্বেচ্ছয়া দাতুমহতি ॥ ৮৯
 স্থিতে পুঞ্জৈহথরা পত্ন্যাং কস্তায়াং তৎসুতেহপি বা । জনকে চ জনন্তাং বা ভ্রাতৃকৈবং স্বসর্যাপি ॥ ৯০

(৭৫) জননী ও জনকের সম্মতিক্রমে দত্তক গ্রহণ করা হইলে, গৃহীতা আপনার গোত্র ও নাম উল্লেখ পূর্বক স্বজনগণের সমভিব্যাহারে উহার সংস্কার করিবে। (৭৬) ঔরস পুত্র যেক্রপ পিতা মাতার ধনাধিকারী ও পিণ্ডাধিকারী, দত্তকপুত্রও সেইরূপ দত্তকগৃহীতার ধন ও পিণ্ডাধিকারী, কারণ, তাহারাই দত্তকের পিতামাতা। (৭৭) সৰ্বণ হইতে পঞ্চম, অথবা তদপেক্ষা অল্পবয়স্ক শিশুকে দত্তক লইয়া প্রতিপালন করা কর্তব্য। পঞ্চম বৎসরের অধিকবয়স্ক বালক দত্তক-গ্রহণ পক্ষে প্রশস্ত নহে। (৭৮) হে কালিকে! যদি ভ্রাতৃপুত্র দত্তক হয়, তাহা হইলে দত্তকগৃহীতা দত্তকের পিতা হইবে, এবং পিতা, সকল কার্যে পিতৃব্যস্বরূপ হইবে। (৭৯) যে যাহার ধনাধিকারী, ধনস্বামির ধর্ম ও নিয়ম রক্ষা করা এবং সম্যক প্রকারে ধনস্বামির বন্ধুগণকে তুষ্ট করা তাহার কর্তব্য। (৮০) যাহারা কানীন, গোলক ও অতিপাতকী, এরূপ পুত্রগণের মরণে অশোচ হইবে না এবং তাহারও ধনাধিকারী হইতে পারিবে না। (৮১) যাহাদের লিজ্জচ্ছেদরূপ দণ্ড হইয়াছে, অথবা রাজদণ্ডে যাহাদের নাসিকাচ্ছেদন ঘটয়াছে, কিম্বা যাহারা ব্রহ্মহত্যা প্রভৃতি মহাপাতকে লিপ্ত, তাহাদের মৃত্যুতে অশোচ ঘটিবে না। (৮২) যাহারা অহুদিষ্ট, তাহাদের পরিবার ও অর্থাদি দ্বাদশবৎসর পর্যন্ত রাজা রক্ষা করিবেন। (৮৩) দ্বাদশবৎসরাবসানে অহুদিষ্ট ব্যক্তির কুশ-নির্মিত দেহদগ্ধ করাইতে হইবে, তাহার পুত্র ত্রিরাত্রি অশোচ গ্রহণ করিয়া শ্রাদ্ধাদি দ্বারা প্রেতস্ব মোচন করিবে। (৮৪) যদি রাজা অহুদিষ্ট ব্যক্তির ধন যথাযথ অংশ করিয়া পুত্রাদিক্রমে পরিজনগণকে না দেন, তাহা হইলে, তাঁহাকে পাতকী হইতে পারে। (৮৫) যাহার রক্ষক নাই, যে ব্যক্তি দরিদ্র, যে ব্যক্তি বিপদাপন্ন, তাহাকে রক্ষা করা রাজার কর্তব্য; কারণ রাজাই প্রজাগণের প্রভু। (৮৬) হে কালিকে! যদি অহুদিষ্ট ব্যক্তি বিভাগের পর আগমন করে, তাহা হইলে, সে ব্যক্তি তাহার স্ত্রী, পুত্র ও ধন সমুদায় প্রাপ্ত হইবে, ইহার অন্তথা ঘটিবে না। (৭) উত্তরাধিকারির অতিপ্রায়াসসারে পুরুষজাতি পৈতৃক স্বাবর ধন, স্বজন বা অন্ত কাহাকে দান করিতে পারিবে, অসম্মতিতে দান করিবার ক্ষমতা নাই। (৮৮) স্বেপার্জিত সম্পত্তি, বা পৈতৃক অস্বাবর সম্পত্তি স্বেচ্ছাক্রমে দানাদি করিতে বাধা নাই। (৮৯) পুত্র, পত্নী, কস্তা দৌহিত্র, জনক, জননী, ভ্রাতা, বা ভগিনী জীবিত থাকিলে, স্বেপার্জিত স্বাবর ও অস্বাবর ধন

স্বার্জিতং স্বাবরধনমস্বাবরধনঞ্চ যৎ । অস্বাবরং পৈতৃকঞ্চ দাতুং সৰ্বং ক্রমো তবেৎ ॥ ১১
 ধনমেবং বিধানেন দত্তং বা ধৰ্মসাংকৃতং । পুংস্র তদন্তথা কৰ্ত্তুং পুত্রাদ্যনৈব শক্যতে ॥ ১২
 ধৰ্মার্থং স্থাপিতং রিকৃৎ দাতা রক্ষিভুমহতি । ন প্রভুঃ পুনরাদাতুঃ ধৰ্মোহন্ত যতঃ প্রভুঃ ॥ ১৩
 মূলং বা তত্পনস্বয়ং যথা সঙ্কল্পমধিকে । স্বয়ং বা তৎপ্রতিনিধিধৰ্মার্থং বিনিবোজয়েৎ ॥ ১৪
 স্বোপার্জিতধনস্তাৰ্দ্ধং দারাদারাপি চেদ্ ধনী । দদ্যাৎ মেহেন তচ্চাত্তো নান্তথা কৰ্ত্তুমহতি ॥ ১৫
 যদি স্বোপার্জিতস্তাৰ্দ্ধমেকস্মৈ ধনহারিণাম্ । দদাত্যন্যৈশ্চ দারাদৈঃ প্রতিরোদ্ধুং শক্যতে ॥ ১৬
 একেন পিতৃশ্রিত্তন যত্র বিভ্রুপার্জিতম্ । পিত্রো সমাংশা দারাদা ন লাভাহী বিনার্জকম্ ॥ ১৭
 পৈতৃকানি চ বিভানি নষ্টেহপ্যুদ্বারয়েন্তু যঃ । দারাদানাং তদ্ধনেভ্য উদ্ধর্তা স্বাংশমহতি ॥ ১৮
 পুণ্যং বিভক্তং চ বিদ্যা চ নাশ্রয়েদশরীরিণাম্ । শরীরন্ত পিতৃর্ঘন্যাং কিম্ম শ্রাৎ পৈতৃকং বহু ॥ ১৯
 পৃথগগ্নৈঃ পৃথগ্নিতৈর্ধর্মজৈর্ঘৃহপার্জিতম্ । সৰ্বং তৎপিতৃসংক্রান্তং তদা স্বোপার্জিতং কুতঃ ॥ ১০০
 অতো মহেশি স্বায়াদৈর্ঘনং যদ্ ধনমর্জিতং । স্বোপার্জিতং তদেব শ্রাৎ স তৎস্বামী ন চাপরঃ ॥ ১০১
 মাতরং পিতরং দেবি ! গুরং চৈব পিতামহান্ । মাতামহান্ করোণাপি প্রহরন্তেব দায়ভাক্ ॥ ১০২
 নিয়ন্নান্যাপি প্রাণৈর্ন তেষাং ধনমাপ্নুরাৎ । হতানামন্যদারাদা ভবেয়ুর্ধনভাগিনঃ ॥ ১০৪
 নপুংসকাঃ পত্নবশ্চ গ্রাসাচ্ছাদনমধিকে । যাবজ্জীবনমহন্তি ন তে স্মার্যভাগিনঃ ॥ ১০৪
 সস্বামিকং প্রাপ্তধনং পথি বা যত্র কুচিৎ । নৃপন্তং স্বামিনে প্রাপ্তুং দাপয়েৎ হুবিচারয়ন্ ॥ ১০৫

এবং পৈতৃক অবস্থাবর সম্পত্তি দান করিবে। (১০১) যদি লোকে এই প্রকার ঐধন দান, বা ধর্ম-কার্যে ব্যয় করে, তাহা হইলে, তাহার পুত্র পৌত্রাদির তদন্যথা করিবার কোনও ক্ষমতা নাই। (১২) ধর্মার্থে নিয়োজিত ধনে ধনদাতারই রক্ষণাবেক্ষণের অধিকার, কিন্তু তা বলিয়া, তিনি উহা পুনর্গ্রহণ করিতে পারিবেন না ; কারণ ধর্মই সেই ধনের অধিকারী। (১৩) হে অধিকে ! লোকে নিজে, বা প্রতিনিধিক্রমে ইচ্ছানুসারে মূল, বা তাহার উপস্বয় ধন ধর্ম-কার্যে নিয়োজিত করিবে। (১৪) যদি মেহ প্রযুক্ত অর্থস্বামী কোনও উত্তরাধিকারীকে স্বোপার্জিত সম্পত্তির অর্দ্ধাংশ প্রদান করে, তাহা হইলে অপর তাহার বাধা দিতে পারিবে না। (১৫) যদি কেহ স্বোপার্জিত ধনের অর্দ্ধাংশ উত্তরাধিকারীগণের মধ্যে এক ব্যক্তিকে প্রদান করে, তাহা হইলে, অন্য উত্তরাধিকারী তাহার প্রতিবন্ধক হইতে পারিবেক না। (১৬) যদি কোনও ভ্রাতা পৈতৃক ধন উপার্জন করে, তাহা হইলে সকল ভ্রাতা ঐ পৈতৃক ধনের অধিকারী হইবে ; উপার্জক ব্যতীত ঐ ধন দ্বারা অপর কেহ প্রাপ্ত হইবে না। (১৭) এক ভ্রাতা পৈতৃক নষ্ট বস্তুর উদ্ধার করিলে, ঐ ধনে উদ্ধারকর্তার ছই অংশ ও অন্য ভ্রাতার এক অংশ অধিকার ঘটিবে। অশরীরী লোককে পুণ্য, ধন ও বিদ্যা এ সকল আশ্রয় করে না, যখন এই শরীর পিতার নিকট হইতে প্রাপ্ত, তখন কোন্ ধন পৈতৃক না হইবে ? (১৯) লোকে অন্ন পৃথক্ ও ধন পৃথক্ হইয়া যাহা উপার্জন করিবে, সে সকলই পিতৃস্বীয়, অতএব, স্বোপার্জিত ধনের স্থল কোথায় ? (১০০) হে মহেশ্বর ! যে ব্যক্তি আপনার পরিশ্রম দ্বারা যাহা উপার্জন করে, তাহা তাহারই স্বোপার্জিত ; তাহাতে অন্তের অধিকার নাই। (১০১) হে দেবি ! যে ব্যক্তি পিতা, মাতা, গুরু, পিতামহ ও মাতামহকে কর দ্বারাও প্রহার করে, তাহার ধনাধিকার ঘটে না। (১০২) উত্তরাধিকারীক্রমে ধন প্রাপ্ত হইয়াও যদি কেহ লোভ প্রযুক্ত কোনও ব্যক্তির প্রাণ-বিনাশ করে, তাহা হইলে সে বিনষ্ট ব্যক্তির ধন প্রাপ্ত হইবে না, অপর উত্তরাধিকারী ঐ ধনের অধিকারী হইবে। (১০৫) হে অধিকে ! বাহারা পশু ও ক্লীব, তাহারা ধনভাগী হইতে পারিবে না, কেবল যাবজ্জীবন গ্রাসাচ্ছাদন পাইবে। (১০৪) পথিমধ্যে বা অন্তস্থানে কোনও ব্যক্তির অন্যের ধন প্রাপ্তি ঘটিলে, রাজা স্তম্ভ বিচার পূর্বক তাহা ধনস্বামীকে দেওরাইবেন। (১০৫) যদি

অস্বামিকানাং জীবানামস্বামিকধনস্ত চ । প্রাপ্তা তত্র ভবেৎ স্বামী দশমাংশং নৃপেহর্পয়েৎ ॥ ১০৬
 স্বাবরং ধনমন্যেই স্থিতে সান্নিধ্যবর্তিনি । যোগ্যে ক্রেতরি বিক্রেতুং শক্তঃ স্বাবরাধিপঃ ॥ ১০৭
 সান্নিধ্যবর্তিনাং জ্ঞাতিঃ সর্বণো বা বিশিষ্যতে । তয়োরভারে স্নহদো বিক্রেত্রিচ্ছা গরীয়সী ॥ ১০৮
 নির্ণীতমূল্যেপ্যান্যে স্বাবরস্ত ক্রয়োদ্যমে । তন্মূল্যাং চেৎ সমীপস্থো রাতি ক্রেতা ন চাপরঃ ॥ ১০৯
 মূল্যং দাতুমশক্তশ্চেৎ সম্বতো বিক্রেত্বেহপি যঃ । সন্নিধিস্থতদান্যেই গৃহী শক্তোহতিবিক্রে ॥ ১১০
 ক্রীতং চেৎ স্বাবরং দেবি পরোক্ষে প্রতিবাসিনঃ । শ্রবণাদেব তন্মূল্যং দদ্বাসৌ প্রাপ্তুমহতি ॥ ১১১
 ক্রেতা তত্র গৃহারামান্ বিনির্মাতি উনক্তি বা । মূল্যং দদ্বাপি নান্নোতি স্বাবরং সন্নিধিস্থিতঃ ॥ ১১২
 করহীনা প্রতিহতা বন্যারণ্যতিদুর্গমা । অনাদিষ্টোহপি তাং ভূমিং সম্প্রাং কৰ্ত্তুমহতি ॥ ১১৩
 বহু প্রাসসাধ্যারান্ত্রা ভূমের্থহীভূতে । দদ্বা দশমাংশং ভূমীরাং ভূমিস্বামি যতো নৃপঃ ॥ ১১৪
 বাপীকৃপতড়াগানাং ধননং বৃক্ষরোপণম্ । পরানিষ্টকরে দেশে ন গৃহং কৰ্ত্তুমহতি ॥ ১১৫
 দেবার্থং দত্তকুপাদৌ তথা স্রোতস্বতীভলে । পানাদিকারিণঃ সর্বে সেচনেহস্তিকবাসিনঃ ॥ ১১৬
 যতোসেচনান্নোকা ভবেয়ুর্জলকাতরাঃ । ন সিঞ্চৈয়ুর্জলং তস্মাদপি সন্নিধিবর্তিনঃ ॥ ১১৭
 ধানানামবিত্তজ্ঞানামংশিনাং সম্বতিং বিনা । তথা নির্ণীতবিত্তানামসিদ্ধৌ ন্যাসবিক্রয়ো ॥ ১১৮
 স্থাপ্যানং বদ্ধবিত্তানাং জ্ঞানান্নষ্টেইপ্য যত্নতঃ । তন্মূল্যং দাপয়েন্তেন স্বামিনে সর্বথা নৃপঃ ॥ ১১৯

অস্বামিক ধন, বা জীব প্রাপ্তি, ঘটে, যদিও যে পাইবে সেই তাহার অধিকারী, কিন্তু রাজা তাহার দশমাংশ গ্রহণ করিবেন । (১০৬) জন্ম বা বিবাহসম্বন্ধে সন্নিকটবর্তী উপযুক্ত ক্রেতা ক্রয় করিতে চাহিলে স্বাবরস্বামী অন্যকে স্বাবর সম্পত্তি বিক্রয় করিতে পারিবেন না । ১০৭ ক্রেতাগণের মধ্যে যথাক্রমে সপিণ্ড, সমানোদক, সগোত্র ও সমজাতীয় ব্যক্তিই স্বাবর ক্রয়ের অধিকারী ; যদি উহার অসমর্থ হয়, তবে স্নহদগণ ক্রয় করিবে, বিক্রেতার, স্নহদগণের মধ্যে যাহাকে ইচ্ছা হয়, বিক্রয় করিবার পক্ষে বাধা নাই । ১০৮ স্বাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের মূল্য স্থির হইলে, যদি নিকট সম্বন্ধীয় ব্যক্তি ঐ মূল্য প্রদান করে, তাহা হইলে সেই ব্যক্তিই উহা পাইতে পারিবে । ১০৯ সন্নিহিত ব্যক্তি মূল্য দিতে অসমর্থ হইলে বা অন্যকে বিক্রয় করিবার সম্বতি দিলে, গৃহী অন্য ব্যক্তিকে উহা বিক্রয় করিতে পারিবে । ১১০ হে দেবি ! যদি নিকট সম্বন্ধী ও প্রতিবেশীর অজ্ঞাতে কেহ ঐ স্বাবর সম্পত্তি ক্রয় করে, তাহা হইলে জানিবামাত্র মূল্য দিয়া নিকটসম্বন্ধীয় ব্যক্তি ক্রয় করিতে পারিবে । ১১১ সন্নিহিত ব্যক্তির অজ্ঞাতে স্বাবর সম্পত্তি ক্রয় করিয়া কোনও ব্যক্তি তাহাতে গৃহ ও উদ্যান প্রভৃতি প্রস্তুত, বা ভগ্ন করিলে মূল্য প্রদান করিলেও সন্নিকট সম্বন্ধীয় লোকে তাহা প্রাপ্ত হইবে না । ১১২ যে স্থান করহীন অমূল্য, অরণ্যময় জলনাকীর্ণ ও অতিশয় দুর্গম, রাজাজ্ঞা না পাইলেও এরূপ স্থান কর্ষণোপযোগী করিতে পারিবে । (১১৩ যদি ঐ ভূমি বিস্তর ক্লেশসাধ্য, তথাপি উহাতে বাহা উৎপন্ন হইবে, তাহার দশমাংশ রাজাকে প্রদান করিয়া ভোগ করিতে হইবে, কারণ, রাজাই সমস্ত ভূমির অধিপতি । (১১৪) যেখানে অন্যের অনিষ্টের সম্ভাবনা, এখানে বাপী, কুপ ও তড়াগ ধনন, বা বৃক্ষরোপণ করিতে নাই এবং সে স্থলে গৃহ নির্মাণও অবিধেয় । ১১৫ সে সমস্ত জলাশয় ও কুপাদি দেবোদ্দেশে উৎসৃষ্ট, তাহার এবং নদীর জল পান করিতে সকলের অধিকার আছে এবং তত্ত্বীকে বাস করিয়া সকলেই ঐ জল ব্যবহার করিতে পারে । ১১৬ বাহার জল সেবনে লোকের জল কষ্টের সম্ভাবনা, নিকটবর্তী লোককেও তাহার জল সেবন করিতে নাই । (১১৭) 'যদি স্বাবর ও অস্বাবর ধন-বিত্তাগ না ঘটে, অংশীদিগের সম্বতি ভিন্ন তাহা কেহ বদ্ধক দিতে বা বিক্রয় করিতে পারিবে না ; যাহার অধিকারিতায় সন্দেহ ; অথবা যে সম্পত্তির পরিমাণ নির্ণীত হয় নাই,' তাহার বিক্রয় ও বদ্ধক সিদ্ধ হইবেক না । (১১৮) স্থাপ্য বা বদ্ধকী সম্পত্তি জ্ঞান পূর্বক বা অবদ্বন্দ্বতঃ নষ্ট

অভিমত্যা স্থাপকস্ত পঞ্চাদিত্তবস্তনাম্ । ব্যবহারে ক্লতে তত্র ধৰ্তা সম্প্রাধয়েৎ পশুন্ ॥ ১২০
 লাভে নিষোজয়েদ্যজ্ঞে স্থাবরাঙ্গীনি মানবঃ । নিয়মেন বিনা কাললাভয়োঃস্তথা ভবেৎ ॥ ১২১
 সাধারণানি বস্তুনি লার্ভার্থং নৈব যোজয়েৎ । মৃত্যে পিতরি সৰ্ব্বেষামংশিনাং সম্মতিং বিনা ॥ ১২২
 ক্রমব্যত্যয়মূল্যেন দ্রব্য্যাণাং বিক্রয়ে সতি । নৃপস্তদন্তথা কর্তুং ক্রমো ভবতি পার্কতি ॥ ১২৩
 জননঞ্চাপি মরণং শরীর্যাণাং যথা সৎ । দানং তথৈব কন্ত্রায়া ত্রাক্কোদাহঃ সক্রুৎ সক্রুৎ ॥ ১২৪
 নৈক পুত্রঃ সূতং দদ্যাদৈকস্ত্রীকন্তথা স্ত্রিয়ম্ । নৈককন্তঃ সূতাং শৈবোদাহে পিতৃহিতঃ পুমান্ ॥ ১২৫
 দৈবো পৈত্র্যোঃ বাণিজ্যে রাজহারে বিশেষতঃ । বহিদধ্যাৎ প্রতিনিধিস্তদ্বিরক্তঃ কৃতির্ভবেৎ ॥ ১২৬
 ন দণ্ডাহঃ প্রতিনিধিস্তথা দূতোহপি সূত্রতে । নিয়োক্কৃতদোষণে বিধিরেষ সনাতনঃ ॥ ১২৭
 ঋণে কৃষৌ চ বাণিজ্যে তথা সৰ্বেষু কর্মসু । বদ্যদঙ্গীকৃতং লোকৈকস্তুং কার্য্যং ধর্মসম্মতম্ ॥ ১২৮
 অধীশেনাবিতং বিশ্বং নাশং হ্যস্তি নিনজ্জবঃ । তৎপাতৃন্ পাতি বিশেষস্তন্মালোকহিতো ভবেৎ ॥ ১২৯

ইতি শ্রীমহানির্বাণতন্ত্রে সর্বতন্ত্রোত্তমোত্তমে সর্বধর্মনির্ণয়সারে শ্রীমদাদ্যাসদাশিবসংবাদে
 সনাতনব্যবহারকথনং নাম ছাদশোদ্ভাসঃ ।

হইলে রাজা তাহার মূল্য নির্ধারণ পূর্বক অধমণকে দিবেন । (১২০) কাহারও নিকটে পণ্ড
 প্রভৃতি জীবগণকে গচ্ছিত রাখিলে যদি ন্যাস কর্তার সম্মতিতে উহা ব্যবহৃত হয়, তাহা হইলে
 যাহার নিকটে ন্যস্ত হইয়াছে, তাহাকেই ঐ পণ্ড প্রভৃতির আহারাদির বন্দোবস্ত করিয়া দিতে
 হইবে । (১২০) যদি লোকে লাভ প্রত্যাশায় স্থাবর ও অবস্থাবর সম্পত্তি আবদ্ধ রাখে এবং যদি
 সময় ও লাভের পরিমাণ নির্দিষ্ট না থাকে, তাহা হইলে তাহা অসিদ্ধ হইয়া থাকে । (১২১)
 পিতার মৃত্যু হইলে সকল অংশীর সম্মতি ভিন্ন সাধারণ সম্পত্তি কেহ লাভার্থে নিযুক্ত করিতে
 পারিবে না । (১২২) হে পার্কতি ! যদি মূল্যবান বস্তু অল্প মূল্যে বা অল্প মূল্য বস্তু বহুমূল্যে
 বিক্রীত হয়, তাহা হইলে রাজা তাহার অন্তথা করিতে পারিবেন । (১২৩) যেরূপ জন্ম ও মৃত্যু
 এক বারের অধিক হয় না, সেইরূপ দান ও কন্ত্রার বিবাহ এক বারের অধিক হইতে পারে না ।
 (১২৪) যাহার একটি পুত্র, সে পুত্র দান করিতে পারিবে না, যাহার একটি মাত্র স্ত্রী, সে তাহা দান
 করিতে পারিবে না ; যিনি পিতৃলোকের হিতাকাজী, তাহার একটি মাত্র কন্ত্রা থাকিলে তাহার
 শৈববিবাহ দিতে পারিবেন না । (১২৫) দৈব ও পৈত্র্য কার্য্য, বাণিজ্য,—বিশেষতঃ রাজহারে
 যিনি প্রতিনিধি নিযুক্ত হইয়া যাহা করিবেন, তাহা নিয়োগকর্তারই করা হইবে । (১২৬) হে
 সূত্রতে ! ইহা চিরন্তন নিয়ম যে, নিয়োগকর্তা কোনও দোষে দোষী হইলে তদোষে প্রতিনিধি
 দণ্ডাহ হইতে পারেন না । (১২৭) ঋণগ্রহণ, কৃষিকার্য্য, বাণিজ্য এবং অন্তান্ত কার্য্যে যেরূপ
 অঙ্গীকার করিবে, ধর্মসম্মত হইলে তদনুরূপ আচরণ করা কর্তব্য । (১২৮) জগদীশ্বর এই জগতের
 রক্ষা-কর্তা, যাহারা ইহার অনিষ্ট সাধনে প্রবৃত্ত হয়, তাহারা স্বয়ং নষ্ট হইয়া থাকে, যাহারা
 ঈশ্বররক্ষিত জগতের রক্ষা কার্য্যে ব্রতী, জগদীশ্বর তাহাদিগকে রক্ষা করেন, অতএব সর্বদা
 জগতের হিতসাধন করা বর্তব্য । (১২৯)

ত্রয়োদশোল্লাসঃ ।

ইতি নিগদিতবস্তং দেবদেবং মহেশং নিখিলনিগমসারং স্বৰ্গমোকৈকবীজম্ ।

কলিমলকলিতানাং পাবনৈকান্তচিত্তা । ত্রিভুবনজনমাতা, পার্শ্বতী প্রাহ ভক্ত্যা ॥ ১

শ্রীদেব্যাচ ।

মহদ্যোনেরাদিশক্তেশ্বাকাল্যা মহাত্ম্যতেঃ । স্মৃতিস্মৃতিভূতান্যঃ কথং রূপনিরূপণম্ ॥ ২

রূপং প্রকৃতিকার্য্যাণাং সা তু সাক্ষাৎ পরাৎপরা । এতন্মৈ সংশয়ং দেব বিশেষাচ্ছেত্তমুহসি ॥ ৩

শ্রীসদাশিব উবাচ ।

উপাসকানাং কার্য্যায় পুঠৈব কথিতং প্রিয়ে । গুণক্রিয়াহুসারেণ রূপং দেব্যাঃ প্রকল্পিতম্ ॥ ৪

ঐশ্বৰ্য্যপীতাদিকো বর্ণো যথা কৃষ্ণে বিলীয়তে । প্রবিশস্তি তথা কাল্যাঃ সৰ্ব্বভূতানি শৈলজে ॥ ৫

অতন্তত্ৰাঃ কালশক্তিনিগুণায়া নিরাকৃতেঃ । হিতায়াঃ প্রাপ্তবোগানাম্ বর্ণঃ কৃষ্ণোনিরূপিতঃ ॥ ৬

নিত্যায়াঃ কলরূপায়াঃ অব্যায়াঃ শিবায়নঃ ॥ অমৃতত্বাশ্রয়লাটেহস্তাঃ শশি চিত্রং নিরূপিতম্ ॥ ৭

শশিসূর্য্যাম্বিত্তির্নিত্যৈরখিলং কালিকাং জগৎ । সম্প্রস্তুতি বতন্তস্মাৎ কল্পিতং নয়নত্রয়ম্ ॥ ৮

এসনাং সৰ্ব্বসত্ত্বানাং কালদণ্ডেন চৰ্চণাৎ । তদ্রক্তসত্ত্বা দেবেশা বাসোরূপেণ ভাবিতম্ ॥ ৯

সময়ে সময়ে জীবরক্ষণং বিপদঃ শিবে । প্রেরণং স্ব স্ব কার্য্যে বরশ্চাভয়মীরিতম্ ॥ ১০

রাজোজ্জ্বলিতবিশ্বানি বিষ্টভ্য পরিতিষ্ঠতি । অতো হি কথিতং ভদ্রে রক্তপদ্মাসনস্থিতা ॥ ১১

ক্রীড়ন্তঃ কালিকং কালং পীত্বা মোহময়ীং সুরাম্ । পশুস্তী চিত্রময়ী দেবী সৰ্ব্বসাক্ষিস্বরূপিণী ॥ ১২

এবং গুণাহুসারেণ রূপাণি বিবিধানি চ । কল্পিতানি হিতার্থায় ভক্তানাং মনঃপ্রদাম্ ॥ ১৩

দেবদেব মহাদেব নিখিল নিগমের সার এবং স্বৰ্গমোকৈক বীজস্বরূপ এই কথা কহিলে কলিমল-
কলুষিত জীবদিগের পবিত্রতার নিমিত্ত নিতান্ত অভিলাষী হইয়া ত্রিভুবনজননী পার্শ্বতী ভক্তি-
ভরে এই কথা কহিলেন । (১) দেবী কহিলেন,—যিনি মহদ্যোনি, অনাদিশক্তি, মহাত্ম্যতি এবং
স্মৃতিস্মৃতিভূতান্যঃ, কিরূপে সেই মহাকালীর রূপ নিরূপণ হইতে পারে ? (২) হে দেব প্রাক-
ৃতিক কার্য্যেরই রূপ আছে, কিন্তু মহাকালী সাক্ষাৎ পরাৎপরা (যাহা হউক) আমরা এ বিষয়ে
বিশেষ সংশয় আছে, আপনি তাহা ছেদন করুন । (৩) সদাশিব কহিলেন,—হে প্রিয়ে ! আমি
তোমার নিকটে পূর্বেই বলিয়াছি যে, উপাসকদিগের কার্য্যের নিমিত্ত গুণ ও ক্রিয়াহুসারে দেবীর
রূপ কল্পনা হইয়া থাকে । (৪) হে শৈলজে ! ঐশ্বৰ্য্যপীত প্রভৃতি বর্ণ সকল বৈরূপ একমাত্র কৃষ্ণ-
বর্ণে বিলীন হয়, তাহার আয় সমুদায়-পদার্থ কালীতে বিলীন হইয়া থাকে । (৫) এই জন্ত ঐহার
যোগী, ঐহারী সেই নিগুণ, নিরাকার, বিশ্বহিতৈষী কালশক্তিকে কৃষ্ণবর্ণে কল্পিত করিয়া-
ছেন । (৬) তিনি কালরূপিণী, নিত্যা, অব্যয়া ও কল্যাণময়ী, অমৃতত্বপ্রযুক্ত ইহার ললাটে
চন্দ্রকলা কল্পিত হইয়াছে । (৭) সতত চন্দ্র, সূর্য ও অগ্নি দ্বারা কালসমুৎপত্ত এই জগৎ দৃশ্যমান
হইতেছে বলিয়া, যোগীগণ ঐহার ত্রিনয়ন কল্পনা করিয়াছেন । (৮) সৰ্ব্বপ্রাণিকে গ্রাস ও কাল
দণ্ডে চৰ্চণ করেন বলিয়া, জীবের রক্ষিতসমুত্তি, সেই মহাকালীর রক্তবস্ত্ররূপে কল্পিত হইয়াছে ।
(৯) হে শিবে ! তিনি বিপদ হইতে সময়ে সময়ে জীবগণকে রক্ষা ও স্ব স্ব কার্য্যে প্রেরণ
করেন বলিয়া, ঐহার হস্তে বর ও অভয় শোভা পাইয়া থাকে ; (১০) হে ভদ্রে ! তিনি রাজো-
জ্জ্বলিত বিশ্বে অধিষ্ঠান করেন বলিয়া, ঐহার রক্তপদ্মে অধিষ্ঠান কথিত হইয়া থাকে । (১১)
মোহময়ী সুরা পান করিয়া কালিকা জগৎ ভক্ষণ পূর্বক কাল ক্রীড়া করিতেছেন, চিত্রময়ী সৰ্ব্বসাক্ষি
স্বরূপিণী দেবী হইা দর্শন করিয়া থাকেন । (১২) সামান্ত জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিদিগের হিতসাধনোদ্দেশে

রোচনীয়ে হং ফট্ স্বাহা ॥ মন্ত্রান্তরং । তারং বজ্রবৈরোচনীয়ে হং ফট্ স্বাহা । ও
 হং হ্রীং বজ্রবৈরোচনীয়ে হং ফট্ স্বাহা । ও হ্রীং ত্রীং বজ্রবৈরোচনীয়ে হং ফট্ স্বাহা ।
 মন্ত্রান্তরং । বিরংহত্রুতং বিন্দুনাদযুক্তং ততঃ পরং । একাক্ষরী মহাবিদ্যা ত্রৈলোক্যবশ
 কারিণী । হং ॥ তন্ত্রান্তরে-ঠঠৈষ্টধামহাবিদ্যা ত্রৈলোক্যমোহকারিণী । তারাদ্যন্তা ভবত্যেবা
 -চতুর্সর্গফলপ্রদা । হং স্বাহা । ও । হং ও ॥ মন্ত্রান্তরং । বজ্রবৈরোচনীয়ে চ কুর্চযুগ্মং সফট্
 ঠ ঠঃ । তারাদ্যেবা মহাবিদ্যা সর্সতেজোপহারিণী । ও বজ্রবৈরোচনীয়ে হং হং ফট্ স্বাহা ।
 পূর্বোক্তা ষোড়শী শ্রীবীজাদিকং হ্রীং বীজাদিকাং ঐং বীজাদিকা যদি ভবতি তদা তু সপ্তদশাক্ষরী ॥
 প্রমাণমাহ লক্ষ্মীবীজাদিকা শৈব সর্ষেধ্বাংপ্রদায়িনী । লজ্জাদ্যা স্বর্গভূতগণোষিদার্কর্ষণী পরা ॥
 কুর্জাদ্যা সর্গজন্তুনাং মহাপাতকনাশিনী । বাগ্ভবাদ্যা যদা দেবী বাণীশত্বেপ্রদায়িনী । সৈব
 ষোড়শজীবপুটিতা হ্রীং বীজপুটিতা ঐং বীজপুটিতা যদি ভবতি তদাপি সপ্তদশাক্ষরী । প্রমাণ
 মাহ । শ্রীবীজপুটিতা সা তু লক্ষ্মীবীজিকরী সদা । লজ্জয়া পুটিতা বিদ্যা ত্রৈলোক্যাকর্ষণী
 ভবেৎ । কুর্জেন পুটিতা সর্সপাপিনাং পাপহারিণী । বাণীজপুটিতা চৈষা বাণীশত্বেপ্রদায়িনী ॥
 প্রণবাদ্যাপি । তারাদ্যা ষোড়শী চান্ধা ভবেৎ সপ্তদশাক্ষরী । মন্ত্রান্তরং । কমলা ভুবনে-
 শানী কুর্চবীজং সরস্বতী । বজ্রবৈরোচনীয়ে চ পূর্ববীজানি চোচ্চরেৎ । ফট্ স্বাহা চ মহা
 বিদ্যা বহুচক্রাক্ষরী পরা । ত্রীং হ্রীং হং ঐং বজ্রবৈরোচনীয়ে শ্রীং হ্রীং হং শ্রীং ফট্
 স্বাহা ইয়ং প্রণবাদ্যোনবিশতাক্ষরী । প্রমাণমাহ । তারাদ্যেকোনবিশার্ণা ব্রহ্মবিদ্যাস্বক্-
 পিণী । এবমিয়মষ্টাদশাক্ষরী । শ্রীবীজপুটিতা হ্রীবীজপুটিতা হ্রীং বীজপুটিতা ঐং বীজপুটিতা যদি
 ভবতি চতুর্ধা উনবিশতাক্ষরী । লক্ষ্মাদিপুটিতা পূর্বাক্ষরু চক্রাক্ষরীপরা । চতুর্ধা চ মহা-
 বিদ্যা চতুর্সর্গফলপ্রদা । প্রণবাদ্যা ইয়মপি চতুর্বিধা । প্রমাণমাহ ॥ প্রণবাদ্যা যদা চৈষা
 ভোগমোক্ষকরী সদা । মন্ত্রান্তরং । ক্ষুদ্রা কুর্চবাণীজ বজ্রবৈরোচনীয়ে । হং অন্তং স্বাহা ॥
 মহাবিদ্যা চতুর্দশাক্ষরী পরা । হ্রীং হং ঐং বজ্রবৈরোচনীয়ে হ্রীং ফট্ স্বাহা । মন্ত্রান্তরং ॥
 ভুবনেশীতি ত্রিতন্ত্র বাগ্গবীজং প্রণবন্ততঃ । বজ্রবৈরোচনীয়ে চ ফট্ স্বাহা চ তথাপি বা ॥
 হ্রীং হং ওং বজ্রবৈরোচনীয়ে ফট্ স্বাহা । মন্ত্রান্তরং । বাণীকামন্তাংলজ্জা বাগ্ভবং বজ্র
 বৈ পরং । রোচনীয়ে লজ্জাধ্বন্দ্বমন্ত্র স্বাহাসমম্বিতং । ঐং ক্রীং হ্রীং ঐং বজ্রবৈরোচনীয়ে
 হ্রীং হ্রীং ফট্ স্বাহা । ইতিছিন্নমস্তাপ্রকরণং ॥ অথ শ্রামামন্ত্রাঃ ॥ কামত্রয়ং বহিসংস্থং
 রতিবিন্দুসমম্বিতং । কুর্জাযুগ্মং তথা লজ্জাযুগ্মং তদনন্তরং ॥ দক্ষিণে কালিকে চেতি
 পূর্ববীজানি চোচ্চরেৎ । অন্তে বহিবধুঃ দদ্যাৎ বিদ্যা রাজ্ঞী প্রকীর্তিতা । ক্রীং ক্রীং ক্রীং হং
 হং হ্রীং হ্রীং দক্ষিণে কালিকে ক্রীং ক্রীং ক্রীং-হং হং হ্রীং হ্রীং স্বাহা ॥ ২২ ॥ ১ ॥ বর্গাদ্যাং
 বহিসংস্থং ॥ রতিবিন্দুবিভূষিতং । একাক্ষরো মহামন্ত্রঃ সর্সকামফলপ্রদঃ । ক্রীং ॥ ২ ॥
 ত্রিমুলা তু বিশেষণ সর্সশাস্ত্রপ্রবোধিনী ॥ ক্রীং ক্রীং ক্রীং ॥ ৩ ॥ মায়াদ্বয়ং কুর্চযুগ্মমৈজাত্যং
 মাদনত্রয়ং । মায়াবিন্দীধ্বংসুতং দক্ষিণে কালিকে পদং । সংহারক্রমযোগেন বীজসপ্তক-
 মুদ্রেৎ । একবিশাংক্ষরোজ্জেরস্তারাদ্যঃ কালিকামহুঃ । ও হ্রীং হ্রীং হং হং ক্রীং ক্রীং ক্রীং
 দক্ষিণে কালিকে ক্রীং ক্রীং ক্রীং হং হং-হ্রীং হ্রীং স্বাহা । ৪ । অয়ং স্বাহাস্ত চেষ্টকো । বিং-
 শতাক্ষরঃ ও হ্রীং হ্রীং হং হং ক্রীং ক্রীং ও দক্ষিণে কালিকে ক্রীং ক্রীং ক্রীং হ্রীং হ্রীং হ্রীং স্বাহা ॥
 স্বাহা-প্রণব রহিতচেষ্টাংশতাক্ষরঃ । ৫ । হ্রীং হ্রীং হং হং ক্রীং ক্রীং ক্রীং দক্ষিণে কালিকে ক্রীং ক্রীং
 হং হং হ্রীং হ্রীং । ৬ । কালীবীজদ্বয়ং দেবি দীর্ঘহংকারমেব চ । ত্র্যক্ষরী সা মহাবিদ্যা চামুস্তা
 কালিকা স্মৃতা ॥ ক্রীং ক্রীং হং ॥ ৭ ॥ প্রণবং পূর্বমুক্ত্য ক্ষুদ্রা বীজমুদ্রেৎ । রতিবীজং সমুদ্রত্যা
 পপঞ্চমভগ্নবিতং । ঐদ্বয়েন সমায়ুক্তা বিদ্যারাজ্ঞী প্রকীর্তিতা । রতিবীজং নিজবীজং ব্যাখ্যাতক্কাৎ ॥
 ও হ্রীং ক্রীং মে স্বাহা ॥ ৮ ॥ মূলবীজং ততঃ কুর্চং লজ্জাবীজং ততঃ পরং । মহাবিদ্যা মহাক্ষরী

মহাকালেন ভাবিতা । ক্রীং হং হ্রীং ॥ ৯ ॥ প্রজাপতিং সমুদ্ভূত্যা বহ্যাক্রুৎ ততঃ প্রিয়ে । চতুর্থ
 স্বরসংযুক্তং নাদবিন্দুবিস্তৃতং । বীজত্রয়ং ক্রমেণৈব তদন্তে বহিস্থন্দরী । ক্রীং ক্রীং ক্রীং স্বাহা
 ১০ । বীজত্রয়ং সমুদ্ভূত্যা অন্তমন্ত্রং সমুদ্ভবৎ । বহিজারাবধি প্রোক্তা বিদ্যা জৈলোক্য-
 মোহিনী । ক্রীং ক্রীং ক্রীং ফট্ স্বাহা ॥ ১১ ॥ বীজত্রয়ং কূর্চং মায়া মায়া তানি পুনঃ
 ক্রমাৎ । স্বাহাস্তা কথিতা বিদ্যা চতুর্ধ্বগলপ্রদা । ক্রীং ক্রীং ক্রীং হং হ্রীং ক্রীং ক্রীং ক্রীং
 হং হ্রীং স্বাহা ॥ ১২ ॥ বাগ্ভবং হৃদয়ং পশ্চাৎপদ্যাক্রুৎ প্রজাপতিং । চতুর্থস্বরসংযুক্তং বিন্দু-
 নাদবিস্তৃতং । দ্বিগুণং ততঃ কৃতা ঙ্গেস্তকং কালিকাপদং । স্বাহাস্তা কথিতা বিদ্যা প্রিয়ে
 একাদশাকরী । ঐং নমঃ ক্রীং কালিকায়ৈ স্বাহা ॥ ১৩ ॥ মূলবীজং ততো মায়াং লজ্জা-
 বীজং ততঃ পরং । দক্ষিণে কালিকে চেতি আত্মাস্তা সমুদীরিতা । ক্রীং হ্রীং হ্রীং
 দক্ষিণে কালিকে ফট্ তদন্তে বহিস্থন্দরী । ক্রীং হ্রীং হ্রীং দক্ষিণে কালিকে স্বাহা ॥ ১৪ ॥
 কবচং মূলবিদ্যায়াং তদন্তে ভুবনেশ্বরী । দক্ষিণে কালিকে চেতি আত্মাস্তা
 সমুদীরিতা । ক্রীং হং হ্রীং হ্রীং দক্ষিণে কালিকে ফট্ ॥ ১৫ ॥ মূলবীজদ্বয়ং ত্রয়ান্ততঃ
 কূর্চদ্বয়ং বদেৎ । লজ্জাযুগ্মং সমুদ্ভূত্যা সমুদ্ভূতং পদদ্বয়ং পূর্ববৎ ষট্ তথা বীজাদন্তে চ বহিস্থন্দরী ।
 ক্রীং ক্রীং হ্ হ্ হ্রীং দক্ষিণে কালিকে ক্রীং ক্রীং হ্ হ্ হ্রীং হ্রীং স্বাহা ॥ ১৬ ॥ নিজবীজং
 সমুদ্ভূত্যা তদন্তে বহিস্থন্দরী ॥ ক্রীং স্বাহা ॥ ১৭ ॥ নিজবীজদ্বয়ং কূর্চযুগ্মং লজ্জাযুগ্মতঃ । স্বাহাস্তা
 কথিতা কালী সর্বসম্পৎকরী মতা । ক্রীং ক্রীং হ্ হ্ হ্রীং হ্রীং স্বাহা ॥ ১৮ ॥ নিজং কূর্চং
 তথা লজ্জাং তদন্তে বহিস্থন্দরী । ক্রীং হ্ হ্রীং স্বাহা ॥ ১৯ ॥ নিজবীজত্রয়ং কূর্চযুগ্মং লজ্জা-
 যুগ্মতঃ । স্বাহাস্তা কথিতা বিদ্যা সর্বসম্পৎকরী মতা । ক্রীং ক্রীং ক্রীং হ্ হ্ হ্রীং হ্রীং
 স্বাহা ॥ ২০ ॥ মূলবীজং সমুদ্ভূত্যা সমুদ্ভূতং পদদ্বয়ং । স্বাহাস্তা কথিতা বিদ্যা সর্বসম্পৎকরী ।
 ক্রীং দক্ষিণে কালিকে স্বাহা ॥ ২১ ॥ নিজবীজং ততঃ কূর্চং ততোমায়াং সমুদ্ভবৎ । পুনস্তানি সমুদ্ভূত্যা
 স্বাহাস্তা মোক্ষদায়িনী । ক্রীং হ্ হ্রীং ক্রীং হ্ হ্রীং স্বাহা ॥ ২২ ॥ মূলদ্বয়ং কূর্চযুগ্মং তথা লজ্জাদ্বয়ং
 ততঃ । পুনস্তাত্বেব বীজানি তদন্তে বহিস্থন্দরী । ক্রীং ক্রীং হ্ হ্ হ্রীং হ্রীং ক্রীং ক্রীং হ্ হ্
 হ্রীং হ্রীং স্বাহা ॥ ২৩ ॥ ব্রহ্মত্রয়ং সমুদ্ভূত্যা রতিবহিবিস্তৃতং । নাদবিন্দুসমাক্রান্তং লজ্জাকূর্চদ্বয়ং
 পুনঃ । পুনঃ ক্রমেণ চোদ্ভূত্যা বহিজারাবধিমম্বুঃ । যোড়শীয়ং সমাখ্যাতা সর্বসম্পৎপ্রদায়িনী ।
 ক্রীং ক্রীং ক্রীং হ্রীং হ্রীং হ্ হ্ ক্রীং ক্রীং হ্রীং হ্রীং হ্ হ্ স্বাহা ॥ ২৪ ॥ হৃদয়ং বাগ্ভবং দেবি
 নিজবীজযুগ্মতঃ । কালিকায়ৈ পদধোক্তা তদন্তে বহিস্থন্দরী । নমঃ ঐং ক্রীং ক্রীং কালিকায়ৈ
 স্বাহা ॥ ২৫ ॥ নমঃ পাশাঙ্কশে । দ্বিধা ফট্ স্বাহা চৈব কালিকে । দীর্ঘতল্লুচ্ছদং কালীমম্বুঃ ষ্ণ-
 দশাকরঃ । নমঃ আং আং ক্রোং ক্রোং ফট্ স্বাহাকালিকে হুং ॥ ২৬ ॥ অথ গুহ্যকালিমন্ত্রাঃ ।
 ইন্দ্রাদিক্রুৎ বর্ণায়াং রতিবিন্দুসম্বিতং । ত্রিগুণং ততঃ কৃতা ঙ্গেস্তকং সমুদ্ভবৎ । ষট্ স্বরসমীযুক্তং
 বিন্দুনাদকলায়িতং । দ্বিগুণং ততঃ কৃতা ঙ্গেস্তকং সমুদ্ভবৎ । বামাক্ষিবহ্নিসংযুক্তং নাদবিন্দুকলা-
 যিতং । তদগুহ্যে কালিকে প্রোক্তা চাথবা দক্ষিণে বদেৎ । সপ্তবীজং ততঃ পূর্বক্রমেণ যোজ-
 য়েস্ততঃ । বহিজারাবধিঃ প্রোক্তা বিদ্যা জৈলোক্যমোহিনী । ক্রীং ক্রীং ক্রীং হ্ হ্ হ্রীং হ্রীং
 গুহ্যে কালিকে ক্রীং ক্রীং ক্রীং হ্ হ্ হ্রীং হ্রীং স্বাহা ॥ ১৭ ॥ ক্রীং ক্রীং ক্রীং হ্ হ্ হ্রীং হ্রীং
 দক্ষিণে কালিকে ক্রীং ক্রীং ক্রীং হ্ হ্রীং হ্রীং স্বাহা ॥ ২ ॥ কামবীজং ততঃ কূর্চং তদন্তে ভুবনেশ্বরী
 গুহ্যে চ কালিকে চেতি তথা বীজদ্বয়ং ভবেৎ । স্বাহাস্তা কথিতা বিদ্যা সর্বতন্ত্রেয়ু গোপিতা ।
 অতীর্থঃ । আনৌ নিজবীজং ততঃ কূর্চং মায়াং সম্বোধনপদদ্বয়ং । ততো নিজবীজদ্বয়ং কূর্চদ্বয়ং
 মাদ্রাদ্বয়ং বহিবল্লভা । ক্রীং হ্ হ্রীং গুহ্যে কালিকে ক্রীং ক্রীং হ্ হ্ হ্রীং হ্রীং স্বাহা ॥ ৩ ॥ কাম-
 বীজদ্বয়ং হিত্বা ভবেদ্বিত্যা চতুর্দশী । ক্রীং হুং হ্রীং গুহ্যে কালিকে হ্ হ্ হ্রীং হ্রীং স্বাহা ॥ ৪ ॥
 সপ্তবীজং পুরা প্রোক্তং গুহ্যেস্তে কালিকা পুনঃ । স্বাহাস্তা কথিতা বিদ্যা সর্বতন্ত্রেয়ু গোপিতা ।

ক্রীং ক্রীং ক্রীং হুঁ হুঁ হ্রীং হ্রীং শুহে কালিকে স্বাহা । দক্ষিণে পদমাতাষ্য ভবেৎ পঞ্চদশাকরী ।
 ক্রীং ক্রীং ক্রীং হুঁ হুঁ হ্রীং হ্রীং দক্ষিণে স্বাহা ১৬ । কামবীজং পরিত্যজ্য অথবা ষোড়শাকরীঃ
 হুঁ হুঁ হ্রীং হ্রীং শুহে কালিকে ক্রীং ক্রীং হুঁ হুঁ হ্রীং হ্রীং স্বাহা । ৭ কামবীজং সমুচ্ছ্যত্যমুচ্ছ্যতপদ-
 ধয়ং । পুনঃ কামং তদন্তে চ দদ্যাদ্বহ্নেঃ স্তম্বরী । ক্রীং শুহকালিকে ক্রীং স্বাহা । ৮ । দক্ষিণে পদ-
 মাতাষ্য ভবেদ্বিদ্যা দশাকরী । ক্রীং দক্ষিণে কালিকে স্বাহা । ৯ । স্তম্বরী । ক্রীং শুহকালিকে
 ক্রীং স্বাহা ১৮ ॥ দক্ষিণে পদমাতাষ্য ভবেদ্বিদ্যা দশাকরী । ক্রীং দক্ষিণে কালিকে ক্রীং স্বাহা ১৯ ॥
 অথ ভদ্রকালীমন্ত্রঃ ॥ কামবীজাদিকং বীজং সর্বং পূৰ্বাপরে যজ্ঞেৎ । ভদ্রকালীং তথা ভেষ্ট্যং
 বীজমধ্যে নিয়োজয়েৎ । স্বাহাস্তা কথিতা বিদ্যা বিংশবর্ণাঙ্গিকা পরা । ক্রীঁ ক্রীঁ ক্রীঁ হুঁ হুঁ হ্রীং
 হ্রীং ভদ্রকালৌ ক্রীঁ ক্রীঁ ক্রীঁ হুং হুং হ্রীঁ হ্রীঁ স্বাহা । অথ শ্মশানকালীমন্ত্রঃ । সপ্তবীজং সমুচ্ছ্যত্য
 শ্মশানকালি বৈ তথা । পুনর্বীজক্রমেণৈব স্বাহাস্তা সর্বসিদ্ধিদা । ক্রীঁ ক্রীঁ ক্রীঁ হুঁ হুঁ হ্রীঁ হ্রীঁ
 শ্মশনকালি ক্রীঁ ক্রীঁ ক্রীঁ হুঁ হুঁ হ্রীঁ হ্রীঁ স্বাহা । অথ মহাকালীমন্ত্রাঃ । বীজাদি চোচ্চরেৎ
 পূৰ্বং মহাকালি পদস্ততঃ । তদন্তে সপ্তবীজানি স্বাহাস্তা সর্বসিদ্ধিদা । ক্রীঁ ক্রীঁ ক্রীঁ হুঁ হুঁ হ্রীঁ হ্রীঁ
 মহাকালি ক্রীঁ ক্রীঁ ক্রীঁ হুঁ হুঁ হ্রীঁ হ্রীঁ স্বাহা । কালীমন্ত্রদীপনী । তুষ্কৃষ্ণাংসবহ্নিহো মায়াস্বর-
 সম্বরিতঃ । নাদবিন্দুসমায়ুক্তঃ কালীবিদ্যাসু দীপনী । ক্রীঁ ক্রীঁ । ইতি বীজধ্বং জপারম্ভে
 সপ্তবারং জপ্তু । অন্তে চ সপ্তবারং জপেৎ । ইতি দীপনী । অথ তারামন্ত্রঃ । লজ্জাবীজং বধুবীজং
 কুর্চ্চবীজং তথাহি ফট্ । এবং পঞ্চাকরী বিদ্যা পঞ্চভূতপ্রকাশিনী । হ্রীঁ হ্রীঁ হুঁ ফট্ ॥ ১ ॥
 অল্পস্তরং সমুচ্ছ্যত্য মায়োত্তরমতঃ পরম্ । পঞ্চমসমাক্রুতং পঞ্চরশ্মিপ্ৰকীর্তিতম্ । জীবনীমধ্যগা
 পশ্চাদেকাক্ষী তদনন্তরম্ । উগ্রদর্পং ততোদদ্যাদজ্ঞং দেবীপ্রকাশিতম্ । ওঁ হ্রীং হ্রীং হুঁ ফট্
 স্বাহা ॥ ২ ॥ পঞ্চাকরীমধিকৃত্য নীলতন্ত্রেস্ত্রীবীজাদ্যা যদা দেবী তদা সা সর্বতোমুখী । এষেব হি
 মহাবিদ্যা মায়াদ্যা সকলেষ্টদা । বাগ্ভবাদ্যা যদা বিদ্যা বাগীশত্বেপ্রদায়িনী । বিতাইরেকজট্টা
 চৈষা মহামুক্তিকরী সদা । তারাস্তরহিতা ত্র্যর্গা মহানীলসরস্বতী । কুল্লুকেয়ং সমাখ্যাতা সর্বতন্ত্রেষু
 গোপিতা । হ্রীঁ হ্রীঁ হ্রীঁ হুঁ ফট্ ॥ ৩ ॥ ওঁ হ্রীঁ হ্রীঁ হুঁ ফট্ ॥ ৪ ॥ হ্রীঁ হ্রীঁ হ্রীঁ হুঁ ফট্ ॥ ৫ ॥
 নিরুক্তমাহ । পঞ্চবীজা চৈকজট্টা তারাতাবে মহেশ্বরী । তারাদ্যা তু ভবেদেবি ত্রিমাত্রীলসরস্বতী ।
 উগ্রতারো ত্র্যাকরী চ মহানীলসরস্বতী । কুল্লুকা চ । অত্য়াসাং বিদ্যানাং একজট্টেব দেবতা প্রকৃ-
 তিহাং । অথ মন্ত্রভেদাঃ । লিখেৎ খং কুর্চ্চসংযুক্তং রোজং ত্রৈশূণ্যমেব চ । বিধিবিষ্ণুমহেশানাং
 খণ্ডজ্যাক্রমযোগতঃ । ঝঁ হুং হোঁ ওঁ ওঁ হ্রীঁ ॥ ৭ ॥ প্রণবঃ ভুবনেশ্বরীং হাং কুর্চ্চবীজং
 নমস্তারায়ৈ চ সমুচ্চরেৎ । সকলহস্তরং তারয় তারয়েতি পুনঃ পুনঃ । তারয়ুগ্ধং বহ্নিজ্বায়া মন্ত্রোহয়ং
 স্তরপাদপঃ । ওঁ হ্রীঁ হ্রীং হুং নমস্তারায়ৈ সকলহস্তরং তারয় তারয় ওঁ ওঁ স্বাহা ৮ । অথ তারিণীমন্ত্রাঃ
 তারিঁ চোগ্রাং-মহোগ্রা চ বজ্রা নীলা সরস্বতী । কামেশ্বরী ভদ্রকালী ইত্যেটৌ তারিণী স্তুতা । অথ
 তারা । উন্নবর্ণগতে জীবো নিগমস্বরসংযুতঃ । নাদবিন্দুসমাক্রান্তস্তরস্বরশ্মিসম্বরিতঃ । কপিহতা
 বাশকর্ণাচ্যো নাদাচ্যো বিন্দুশেখরঃ । পার্শ্বাস্তঞ্চ তথাক্রান্তং শরণং পরিকীর্তিতং । হ্রীং হ্রীং হুং ফট্ ।
 উগ্রতারো । মধ্যাদিমায় কবচং দ্বিতীয়ং মন্ত্রমুচ্ছ্যতং । হ্রীং হ্রীং ফট্ । অথ মহোগ্রা । বিপরীতং
 ত্রিধা জ্ঞেয়ং হুং হ্রীং হ্রীং ফট্ । অথ বজ্রা । কুর্চ্চাদ্যঞ্চ তুরীয়কং । হ্রীং হ্রীং হুং ফট্ । অথ নীলা ॥
 মায়াদিকবচাস্তঞ্চ পঞ্চমং পরিকীর্তিতং । হ্রীং হ্রীং ফট্ হুং । অথ সরস্বতী । মায়ামধ্যগতং
 হ্রীং হ্রীং ফট্ হুং । অথ কামেশ্বরী দ্বিতীয়াস্তঞ্চ সপ্তমং । হ্রীং হুং হ্রীং ফট্ । অথ
 ভদ্রকালী । অষ্টমং কবচং মধ্যং ত্রাদেবং ভেদাষ্টকং ভবেৎ । হ্রীং হুং হ্রীং ফট্ ।
 অত্য়াসাং ত্র্যাকরাণি । ত্র্যাকরশ্চ বিশোবোহয়ং ফটৌ যত্র ন তত্র বৈ । প্রজপেত্র্যাকরং
 জ্ঞেয়ং ত্রাসে সর্বং প্রতিষ্ঠিতং । তারা । হ্রীং হ্রীং হুং । উগ্রা । হ্রীং হ্রীং হুং । মহোগ্রা । হুং
 হ্রীং হ্রীং । বজ্রা । হ্রীং হ্রীং হ্রীং । নীলা । হ্রীং হ্রীং হুং । সরস্বতী । হ্রীং হ্রীং হুং । কামেশ্বরী ।

হ্রীং হ্রং ক্লীং । ভদ্রকালী । ক্লীং হ্রং ক্লীং । প্রণবং পূৰ্ব্বমুক্ত্য ত্বাং তু ত্বাং তথা । তত্ত্বাহেতি
মন্ত্রোহং দশাক্ষর উদাহৃত । ও ত্বাং ত্বাং তত্ত্বাহেতি বাগ্ভবং কুলদেবীক্ ত্বাং
বাগ্ভবং তথা । হ্রেন্থা চান্দ্রমন্ত্রান্তে বহিজায়াবধিমন্ত্রঃ । ঐং হ্রীং ও কট্ স্বাহা । প্রণবং পূৰ্ব্ব-
মুক্ত্য পদ্যে যুগ্মং অথৈব চ । মহাপদ্যে পদ্যং ক্রিয়াং পদ্মাবতীপদন্ততঃ । মায়ে স্বাহেতি মন্ত্রোহং
প্রোক্তঃ সপ্তদশাক্ষরঃ ॥ ও পদ্যে পদ্যে মহাপদ্যে পদ্মাবতী মায়ে স্বাহা । শিববীজং মহেশানি শক্তি-
বীজং ততঃ পরং । বিন্দুসর্গসমায়ুক্তং বেদাদ্যং তদধঃ ক্রমাৎ । মায়া ক্লীং বর্ষবীজান্তে হংসবীজ
মুদাহৃতং । হংসঃ ও ক্লীং ক্লীং হং হংসঃ ॥ পঞ্চাক্ষরী চ বা বিদ্যা হংসাদ্যস্তা মহোদয়া । কেবলং
স্বং প্রায়শ্চেন তব মেহাৎ প্রকীৰ্ত্তিতা । হংসঃ হ্রীং ক্লীং হং কট্ হলেঃ লজ্জাযুগ্মং বধুবীজং ততো
দীর্ঘতমুচ্ছদং । সারস্বতঃ পরোমন্ত্রঃ সংপ্রোক্তশ্চতুরক্ষরঃ । তদন্তে যদি কট্ কারো মনুঃ পঞ্চাক্ষরে
ভবেৎ । হ্রীং হ্রীং ক্লীং হং হ্রীং ক্লীং ক্লীং হং কট্ । তারশক্তির্বধুবীজানাংস্তে দীর্ঘতমুচ্ছদং । অস্ত্রমগ্নি
বধুরন্তে মনুঃ সপ্তাক্ষরো ভবেৎ । ও ক্লীং ক্লীং হং কট্ স্বাহা । মন্ত্রমাত্রৈ স্বয়ং প্রোক্তস্তথা
দীর্ঘেণ বর্ষণা । পুটিতঞ্চ বধুবীজং অপরোহর্দো গুণাধরঃ । হং ক্লীং হং । অথ চণ্ডোগ্র-
শূলপাণিমন্ত্রঃ । প্রণবঞ্চ ততোমায়াং কূৰ্চবীজং সমুচ্চরেৎ । শিবায়ৈতি ফড়ন্ত চণ্ডোগ্রোহয়ং
মহামনুঃ । ও ক্লীং হ্রং শিবায় ফট্ । অথ মাতঙ্গীমন্ত্রঃ । প্রণবঞ্চ ততোমায়াং কামবীজঞ্চ
কূৰ্চকং । মাতঙ্গী ঙেয়ুতা চান্দ্রং বহিজায়াবধিমন্ত্রঃ । ও ক্লীং ক্লীং হং মাতঙ্গ্যে ফট্ স্বাহা ।
উচ্ছিষ্টাণ্ডালিনী মন্ত্রঃ । উক্তা উচ্ছিষ্টশব্দস্ত তথা চাণ্ডালিনীতি চ । স্নুস্বীতি ততো দেবীং
কীৰ্ত্তয়েত্তদনন্তরং । মহাপিশাচিনীং পশ্চাৎলজ্জাবীজং ততঃ পরং । নাদবিন্দুসমায়ুক্তং ঠকারত্রি-
তয়ং ততঃ । সবিসর্গং মহাদেবি সর্কসিদ্ধিপ্রদায়কং । উচ্ছিষ্টাণ্ডালিনী স্নুস্বী দেবি
মহাপিশাচিনী হ্রীং ঠং ঠং ঠং । অথবোচ্ছিষ্টাণ্ডালি মাতঙ্গি পদমীরয়েৎ । ততঃ সর্কশঙ্করি
জদন্তে বহিব্রজতা । উচ্ছিষ্টাণ্ডালি মাতঙ্গি সর্কশঙ্করি নমঃ স্বাহা । বাগ্ভবং মায়া
কামঃ সৌঃ বাগ্ভবং জ্যেষ্ঠমাতঙ্গি নামাসি উচ্ছিষ্টাণ্ডালি ত্রৈলোক্যশঙ্করী স্বাহা ।
ঐং হ্রীং ক্লীং সৌঃ ঐং জ্যেষ্ঠমাতঙ্গি নামাসি উচ্ছিষ্টাণ্ডালি ত্রৈলোক্যশঙ্করি স্বাহা ।
অত্রাদৌ যদি হং বীজং দীয়তে তদা মন্ত্রান্তরং । ইয়াং বিদ্যাং মহেশানি চাপরাংহং
সমাপ্রিতাং । অথ ধ্রুবাবতীমন্ত্রঃ । দান্তাবধীশবিন্দন্তৌ ততো ধ্রুবাবতীদ্বিষ্টঃ । ধ্রুবাবতী
মনুঃ প্রোক্তো বৈরিনিগ্রহকারকঃ । ধুং ধুং ধ্রুবাবতী স্বাহা । অথ ভদ্রকালীমন্ত্রঃ ।
প্রসাদবীজমুক্ত্য কালীতিপদমুচ্চরেৎ । মহাকালি পদক্ষেপ্তা কিলিগুমতঃ পরং ॥
অস্ত্রমগ্নিজায়াস্তোহয়ং ভদ্রকালীমহামনুঃ । হৌং কালি মহাকালি কিলিকিলি ফট্ স্বাহা । ইতি
ভদ্রকালীমন্ত্রঃ । অথ উচ্ছিষ্টগণেশমন্ত্রঃ । হস্তিপদং সমুচ্চাৰ্য্য পিশাচীতি ততঃ পরং ।
দেবরাজং সনৈত্রঞ্চ কান্তবীশম্বরাদিতং । বহিজায়াবধিমন্ত্রস্তান্দ্ৰাভ্যঃ সর্ককামদঃ ॥ ও
হস্তি পিশাচিনি খে স্বাহা । অথ ধনদামন্ত্রঃ । ততুৰ্য্যং বিন্দুসংযুক্তং লজ্জাবীজং সমুচ্চরেৎ ॥
রমাবীজং ততোদেবি সখোধ্যা চ রতিপ্রিয়া । বহিজায়াবধিঃ প্রোক্তো মন্ত্রকাজ্যেস্ত-
মোত্তমঃ । বং হ্রীং রতিপ্রিয়ে স্বাহা ॥ অথ ঋশানকালীমন্ত্রঃ । বাণীং মায়াং ততো লক্ষ্মীং
কামবীজমতঃ পরং । কালিকে সম্পট্বেন চতুষ্কং বীজমালিখেৎ । ঐং হ্রীং ক্লীং ক্লীং কালিকে ক্লীং
ক্লীং হ্রীং ঐং । কামবীজং সমালিখ্য কালিকায়ৈ সমালিখেৎ । নমোহস্তেন চ দেবেশি
সপ্তার্ণো মনুকৃতমঃ । ক্লীং কালিকায়ৈ নমঃ ॥ অথ বৎসলামুখীমন্ত্রঃ । প্রণবং হিরমায়াঞ্চ
ততশ্চ বৎসামুখী । তদন্তে সর্কহুটানং ততো বাচং মুখস্ততঃ । স্তম্ভয়েতি ততো জিহ্বাঃ
কীলয়েতি পদদ্বয়ং । বুদ্ধিং নাশয় পশ্চাত্ত্ব হিরমায়াং ততো লিখেৎ । লিখেচ্চ পুনরোকারং
স্বাহেতি পদমন্ততঃ । হিরমায়াং ক্লীং । তথার্থ মন্ত্রঃ । ও ক্লীং বৎসামুখি সর্কহুটানং বাচং
মুখং স্তম্ভয় জিহ্বাং কীলয় বুদ্ধিং নাশয় ক্লীং ও স্বাহা । বহিষিনেত্র মায়াযুক্ত বৎসামুখি সর্ক-

ঐদেব্যবাচ ।

ধ্যানং বৎ কথিতং কালা জীবনিস্তারহেতবে । তন্ত্রাহরূপতো মূর্তিঃ মৃগ্মরীং বা শিলাময়ীম্ ॥ ১৩
দারুধাতুময়ীং বাপি নিশ্চায় যদি সাধকঃ । বিচিত্রভবনং কৃৎবা বস্ত্রালঙ্কারভূষিতাং ॥ ১৫

স্থাপয়েত্তত্র দেবেশীং কিং ফলং তন্ত্র জারতে । প্রতিষ্ঠা কেন বিধিনা তন্ত্রাঃ প্রতিকৃত্যে প্রভো !

কর্তব্য্য তদশেষেণ কৃপয়া যে প্রকাশ্যতাম্ ॥ ১৬

বাপীকূপগৃহারামদেবপ্রতিকৃতেস্তথা । প্রতিষ্ঠা হুচিতা পূৰ্ণং গদিতা ন বিশেষতঃ ॥ ১৭

তদ্বিধানমপি শ্রোতুমিচ্ছামি স্বশ্রুধাশ্রুজাং । কথ্যতাং পরমেশান কৃপয়া যদি রোচতে ॥ ১৮

ঐসদাশিব উবাচ ।

শুভমেতৎ পরং তন্ত্রং বৎ পৃষ্টং পরমেশ্বর । কলয়ামি তব স্নেহাৎ সমাহিতমনাঃ শৃণু ॥ ১৯

সকাম্যশ্চৈব নিকাম্য বিবিধা ভূবি মানবাঃ । অকামানাং পদং মোক্ষঃ কামিনাং ফলমুচ্যতে ॥ ২০

যো যদেব প্রতিকৃতিং প্রতিষ্ঠাপয়তি প্রিয়ে ! স তল্লোকমবাপ্নোতি ভোগানপি তদুত্তমান্ ॥ ২২

মৃগ্ময়ে প্রতিবিষে তু বসেৎ কল্মষুতং দিবি । দারুপাষণধাতুনাং ক্রমাদশগুণাধিকম্ ॥ ২২

তৃণকাষ্ঠাদিরচিতং ধ্বজবাহনসংযুতম্ । মন্দিরং দেবমুদ্दिष्ट কামমুদ্दिष्ट বা নরঃ ।

সংস্কর্য্যাদ্ব্যংসজ্জেষ্যাপি তন্ত্র পুণ্যং নিশামস ॥ ২৩

ভূগাদিনির্ম্মিতং গেহং যো দদ্যাৎ পরমেশ্বর ! বর্ষকোটসহস্রাণি স বসেদেববেশ্মনি ॥ ২৬৪

ইষ্টকাগৃহদানে তু তস্মাচ্ছতগুণং ফলম্ । ততোহযুতগুণং পুণ্যং শিলাগেহপ্রদানতঃ ॥ ২৫

সেতুসংক্রমদাত্যো ! যমলোকং ন পশ্যতি । স্রুথং স্মরালয়ং প্রাপ্য মোদতে স্বনিবাসিভিঃ ॥ ২৬

উক্ত গুণানুসারে সেই ভগবতীর নানাপ্রকার রূপ কল্পনা । (১৩) দেবি কহিলেন, জীবের নিস্তার
হেতু আপনি আদ্যাদেবীর যে ধ্যানের কথা কহিয়াছেন, যদি সাধক তদনুরূপ মূর্তি মৃত্তিকা,
শিলা, কাষ্ঠ, বা ধাতু দ্বারা প্রস্তুত করিয়া তাঁহাকে বস্ত্রালঙ্কার ভূষিত করে, এবং বিচিত্র গৃহ
নিৰ্ম্মাণ পূৰ্ব্বক তাহাতে মহেশ্বরীর মূর্তি প্রতিষ্ঠা করে, তাহা হইলে তাহার কি ফল ঘটিবে ? হে
প্রভো ! কোন্ বিধিক্রমে সেই প্রতিমা প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে, দয়া করিয়া তাহা আমাকে
সবিশেষ জানাইয়া দিউন । (১৪) (১৫) যদিও আপনি বাপী, কূপ, গৃহ, আরাম ও দেবমূর্তি
প্রতিষ্ঠার কথা পূৰ্বে বলিয়াছেন, কিন্তু তাহা সবিস্তার বলেন নাই । (১৭) হে মহেশ্বর ! এক্ষণে
আমি আপনার মুখকমল হইতে তাহার সম্পূর্ণ বিধান শ্রবণ করিতে অভিলাষিণী হইয়াছি, যদি
অভিপ্রায় হয় কৃপা করিয়া বলুন । (১৮) সদাশিব কহিলেন,—হে পরমেশ্বর ! তুমি যে সমুদায়
তত্ত্ব জিজ্ঞাসা করিলে তাহা অতিশয় শুভ, তোমার প্রতি আমার অটল স্নেহ বলিয়া আমি বলি-
তেছি, তুমি হ্রিরমনে শ্রবণ কর । (১৯) এই সংসারে সকাম ও নিকাম এই দুই শ্রেণীর মানব
আছে, ইহার মধ্যে যাহারা নিকাম, তাহারা মোক্ষপথের অধিকারী, কামীর বৈরূপ ফলপ্রাপ্তি
ঘটে, তাহা বলিতেছি । (২০) হে প্রিয়ে ! যে, যে মূর্তি প্রতিষ্ঠা করে, সে, সেই দেব-
লোকে গমন পূৰ্ব্বক নানাপ্রকার ভোগ্য বস্তু ভোগ করিয়া থাকে । (২১) মৃগ্মর মূর্তি প্রতিষ্ঠা
করিলে প্রতিষ্ঠাতার দশসহস্রকল্প স্বর্গবাস ঘটে, দারু ও পাষণময় মূর্তি প্রতিষ্ঠায় ক্রমশঃ দশগুণ
ফল বৃদ্ধি হইয়া থাকে । (২২) যে ব্যক্তি দেবতার প্রীতি অথবা অন্তঃকামনার ধ্বজ ও বাহনসহিত
তৃণরচিত গৃহনিৰ্ম্মাণ করিয়া উৎসর্গ বা উহার সংস্কার করে, তাহার পুণ্যের কথা বলিতেছি, শ্রবণ
কর । (২৩) হে পরমেশ্বর ! যে ব্যক্তি ভূগাদিনির্ম্মিত গৃহ দান করে, তাহার সহস্র কোটি বৎসর
দেবলোকে অবস্থিতি ঘটে । (২৪) এইরূপ ইষ্টক ও শিলাগৃহ দানে যথাক্রমে শত ও দশসহস্রগুণ
ফললাভ হইয়া থাকে । (২৫) হে আদ্যো ! যে ব্যক্তি সেতু নিৰ্ম্মাণ করে, তাহাকে আর যমলোক
দর্শন করিতে হয় না, সে পরমসুখে অমরগণের সহিত অমরালয়ে বাস করিয়া থাকে । (২৬)

বৃক্ষারামপ্রতিষ্ঠাতা গতা ত্রিদশমন্দিরম্ । করুণাদপবৃন্দেষু নিবসন্ দিব্যবেদ্বিনি ।

ভূও ক্তে মনোরমান্ ভোগান্ মনসোযানভীপ্সিতান্ ॥ ২৭

প্রীত্যে সৰ্বসম্মানং বে প্রদদ্যাজলাশয়ম্ । বিধূতপাপান্তে প্রাপ্য ব্রহ্মলোকমনাময়ম্ ।

নিবসেদুঃ শতং বর্ষানন্তসাং প্রতিশীকরং ॥ ২৮

যো দদ্যাৎবাহনং দেবি দেবতাপ্রীতিকারকম্ । স তেন রক্ষিতো নিত্যং তন্নোকে নিবসেচ্চিরম্ ॥ ২৯

মৃগ্নয়ে বাহনে দন্তে বৎ ফলং জায়তে ভূবি । দাক্ষজে তদশগুণং শিলাজে তদশাধিকং ॥ ৩০

রিপ্তিকাকাংস্ততাত্ত্রাদিনির্মিতে দেববাহনে । দন্তে কলমাপ্রোতি ক্রমাৎ শতগুণাধিকং ॥ ৩১

দেব্যাগারে মহাসিংহং বৃষভং শঙ্করালয়ে । গরুড়ং কৈশবে গেহে প্রদদ্যাৎ সাধকোত্তমং ॥ ৩২

তীক্ষ্ণদংষ্ট্রঃ করালান্তঃ শটাপোভিতকন্ধরঃ । চতুরজ্যির্বর্জজনখো মহাসিংহঃ প্রকীর্তিতঃ ॥ ৩৩

শৃঙ্গায়ুধঃ শুভ্রকায়ঃ চতুর্পাদঃসিতকুরঃ । বৃহৎককুৎ কৃষ্ণপুচ্ছঃ শ্রামক্কন্ধো বৃষঃ স্মৃতঃ ॥ ৩৪

গরুড় পক্ষিজজ্ঞস্ব নরাভ্যো দীর্ঘনাসিকঃ । পাদসঙ্কোচসংবিষ্টঃ পক্ষযুক্তঃ কৃতাজ্জলিঃ ॥ ৩৫

পতাকাধ্বজদানেন দেবপ্রীতিঃ শতং সমাঃ । ধ্বজদণ্ডস্ত কর্তব্যো দ্বাত্রিংশদন্তসম্মিতঃ ॥ ৩৬

সুদৃঢ়চিহ্নরহিতঃ সরলঃ শুভদর্শনঃ । বেষ্টিতো রক্তবস্ত্রেণ কোটৌ চক্রসমম্বিতঃ ॥ ৩৭

পতাকা তত্র সংযোজ্যা তন্ত্রদ্বাহনচিহ্নিতা । প্রশস্তমূল্য স্ফুমাগ্রা দিব্যবজ্রবিনির্মিতা ।

শোভমানা ধ্বজাগ্রে বা পতাকা সা প্রকীর্তিতা ॥ ৩৮

বাসোভূষণপর্ধ্যঙ্কধানসিংহাসনানি চ । পানপ্রাশনতাস্মূলভোজনানি পতদগ্ৰহম্ ॥ ৩৯

যে ব্যক্তি বৃক্ষ ও উদ্যান প্রতিষ্ঠাতা, সে ব্যক্তি দেবলোকে গমন করিয়া কল্পবৃক্ষবিশোভিত দিব্য গৃহে অবস্থানপূর্বক কথোভিলষিত মনোহর ভোগ্য বস্তু সকল ভোগ করিয়া থাকে । (২৭) সকল জীবের তৃপ্তির জন্য যে ব্যক্তি জলাশয় উৎসর্গ করে, সে ব্যক্তি নিম্পাপ হইয়া অমল ব্রহ্মলোকে গমন করিয়া থাকে ; প্রতিষ্ঠিত জলাশয়ে যতগুলি জলকণা, তাহার তত শত বৎসর ব্রহ্মলোকে বাস ঘটয়া থাকে । (২৮) হে দেবি ! যে ব্যক্তি দেবতার প্রীতিকারক কোনও বাহন প্রদান করে, সে ঐ বাহন দ্বারা রক্ষিত হইয়া দেবলোকে অনন্তকাল অবস্থিতি করে । (২৯) এই পৃথিবীতে মৃগ্নয় পাত্র দানে যে ফল, কাষ্ঠ ও প্রস্তর পাত্র দান করিলে যথাক্রমে তাহার দশগুণ করিয়া ফল লাভ হয় । (৩০) পিতল, কাংস, তাম্র প্রভৃতি ধাতু দ্বারা বাহন প্রস্তুত করিয়া দেবতাকে দান করিলে যথাক্রমে দশগুণ অধিক ফল লাভ হইয়া থাকে । (৩১) পরম সাধকের পক্ষে ভগবতীর গৃহে মহাসিংহ, শিবমন্দিরে বৃষভ ও বিষ্ণুমন্দিরে গরুড়ের মূর্তি নির্মাণ করিয়া রাখা কর্তব্য । (৩২) বাহার দন্ত তীক্ষ্ণ, মুখমণ্ডল ভীষণ, কন্ধর কেশরে সুশোভিত, নখবস্ত্রতুলা, এরূপ চতুর্পদ জন্তুই মহাসিংহ নামে পরিচিত । (৩৩) বাহার শরীর ষেতবর্ণ, মস্তক শৃঙ্গ-বিশিষ্ট, খুর শুভ্রবর্ণ, পৃষ্ঠ ককুদে বিশোভিত, এতাদৃশ চতুর্পদ জন্তু বৃষভ নামে পরিচিত । (৩৪) বাহার জন্মা পক্ষীর ছায়, মুখ মনুষ্যের ছায়, নাসিকা সুদীর্ঘ, চরণ সঙ্কোচবিশিষ্ট, বাহার শরীরে পক্ষ বিরাজিত, যে কৃতাজ্জলিপুটে উপবিষ্ট, তাহাই গরুড়ের প্রতিমূর্তি । (৩৫) ধ্বজপতাকা দান করিলে, দেবতার শতবর্ষব্যাপিনী প্রীতি হইয়া থাকে, ধ্বজদণ্ড প্রস্তুত করিতে হইলে, তাহা দ্বাত্রিংশৎ হস্ত পরিমিত দীর্ঘ হওয়া কর্তব্য । (৩৬) উহাকে ছিদ্রশূন্য, সরল, সুদৃঢ় ও রক্তবসনে বেষ্টিত করিতে হইবে । উহার অগ্রভাগে বিষ্ণুচক্র স্থাপন করা কর্তব্য । (৩৭) উহাতে পতাকা সংযোজিত করিবার নিয়ম এই ;—পতাকার মূলদেশ প্রশস্ত, অগ্র সূক্ষ্ম হইবে, রমণীয় বস্ত্রে উহা সুশোভিত হইবে, ধ্বজাগ্রে পতাকা বিস্তৃত করা চাই । (৩৮) যিনি বসন, ভূষণ, পর্ধ্যঙ্ক, ধান, সিংহাসন, পানপাত্র, তাবুলপাত্র, ভোজনপাত্র, বসি, বৃক্ষ ও প্রবাল প্রভৃতি রত্ন ও অস্ত্রস্ত্র প্রদত্ত অক্ষাত্তিকবৃক্ষকারে দেবলোকে দান করেন, তিনি সেই দেব-

মণিমুক্তাপ্রবালাদিরহস্তায়াঃপ্রিয়ং ৬৭ । যো দদ্যাৎদেয়মুদ্ভিষ্ট শ্রদ্ধাভক্তিঃসম্বিতঃ ।
 'ন তল্লোকং সমাসাদ্য তত্ত্বংকোটিগুণং লভেৎ ॥ ৪৪
 'কামিনাং ফলমিত্যুক্তং ক্ষণিকু স্বপ্নরাজ্যবৎ । নিকামাণাস্ত নিৰ্কাণং পুনরাবৃত্তিবর্জিতম্ ॥ ৪১
 জলাশয়গৃহারামসেতুসংক্রমশাধিনাম্ । দেবতানাং প্রতিষ্ঠায়াং বাস্তবদৈত্যং প্রপূজয়েৎ ॥ ৪২
 'অনর্জয়িত্বা য়ে বাস্তং কুর্যাৎ কৰ্ম্মাণি মানবঃ । বিয়ং তস্তাচরেদ্বাস্তঃ পরিবারগণৈঃ সহ ॥ ৪৩
 কপিলাস্তঃ পিঙ্গকেশো ভীষণো রক্তলোচনঃ । কোটরাক্ষঃ লম্বকর্ণো দীর্ঘজজ্ঞো মহোদরঃ ॥ ৪৪
 অশ্বতুণ্ডঃ কাককূঠো বজ্রবাহুঃ তাস্তকঃ । এতে পরিকরা বাস্তোঃ পূজনীয়াঃ প্রিয়তমতঃ ॥ ৪৫
 মণ্ডলং শৃণু বক্ষ্যামি যত্র বাস্তং প্রপূজয়েৎ ॥ ৪৬
 বেদ্যাং বা সমদেশে বা শস্তাধিকপলেপিতে । বায়ুকোণয়োঃস্থে হস্তমাত্রপ্রমাণতঃ ।
 সূত্রপাতক্রমেণৈব রেখামেকাং প্রকল্পয়েৎ ॥ ৪৭
 'ঈশানাংদগ্নিপৰ্য্যাস্তম্ পরং রচয়েত্তথা । আগ্নেয়ান্নৈঋতং যাবৎ নৈঋতাদ্বায়বাবধি ॥ ৪৮
 দহ্য রেখা চতুর্কোণমেকং মণ্ডলমানিখেৎ ॥ ৪৯
 কোণস্থিত্রে পাতয়িত্বা চতুর্কী বিভজেতু তৎ । যথা তত্র ভবেদেবি মংস্তপুচ্ছচতুষ্ঠয়ম্ ॥ ৫০
 ততো ভিত্তা পুচ্ছমূলং বীৰুণাঃগবাবধি । কোবেরাদ্ যাম্যপৰ্য্যাস্তং দদ্যাৎদ্রেখাদ্বয়ং সুবীঃ ॥ ৫১
 ততশ্চতুৰ্ণ কোণেষু কোণরেখাযিতেষুপি । কর্ণাকর্ণিপ্রয়োগেণ ত্রস্ত্রেদ্রেখাচতুষ্ঠয়ম্ ॥ ৫২
 এবং সঙ্কেতবিবিনা কোষ্ঠানাং ষোড়শং লিখন্ । পঞ্চবর্ণেন চূর্ণেন রচয়েদ্যজ্ঞমুত্তমম্ ॥ ৫৩
 চতুৰ্ণ মধ্যাকোষ্ঠেষু পদ্মং কুর্যান্মনোহরম্ । চতুর্দলং পীতরক্তকর্ণিকং রক্তকেশরম্ ॥ ৫৪
 দলানি শুক্লবর্ণানি যদ্য পীতানি কল্পয়েৎ । যথেষ্টং পূরয়েৎ পদ্মসঙ্কিস্থানানি বর্ণ কৈঃ ॥ ৫৫

লোকে গমন করিয়া দত্ত বস্তুর কোটি গুণ ফল লাভ করিয়া থাকেন । (৩৯।৪০) স্বপ্নলব্ধ রাজ্যের
 ভ্রায় কামীদিগের ফল নিতান্ত ক্ষণিকীল, যাঁহারা নিকাম, তাঁহাদের আর জন্মগ্রহণ করিতে হয়
 না । (৪১) জলাশয়, গৃহ, আরাম, সেতু, বৃক্ষ ও দেবপ্রতিষ্ঠার সময় বাস্তদেবতার পূজা করা
 কর্তব্য । (৪২) বাস্তদেবতার পূজা না করিয়া দেবপ্রতিষ্ঠা প্রভৃতি কোনও কার্য্য করিলে, বাস্ত-
 দেব সপরিবারে তাঁহার কৰ্ম্মে বাধা দিয়া থাকেন । (৪৩) কপিলাস্ত, পিঙ্গকেশ, ভীষণ, রক্ত-
 লোচন, কোটরাক্ষ, লম্বকর্ণ, দীর্ঘজজ্ঞা, মহোদর, অশ্বতুণ্ড, কাককূঠ, বজ্রবাহু ও ত্রাস্তক ইহারা
 বাস্তদেবতার পরিবার, যত্নপূর্ব্বক ইহাদের পূজা করা কর্তব্য । (৪৪।৪৫) যে মণ্ডলে বাস্তদেবতার
 পূজা করা বিধি, তাই বলিতেছি, শ্রবণ কর । (৪৬) বেদী বা কোনও সমতল প্রদেশে প্রশস্ত
 জল দ্বারা লেপন করিয়া তাহাতে বায়ুকোণ হইতে আরম্ভ করত ঈশান কোণ পর্য্যাস্ত এক হস্ত
 পরিমাণ একটি সরল রেখা অঙ্কিত করিতে হইবে । (৪৭) অনন্তর ঈশান হইতে অগ্নিকোণ
 পর্য্যাস্ত একরূপ আকারের একটি সরল রেখা অঙ্কিত করিবে, পরে অগ্নি হইতে নৈঋত এবং নৈঋত
 হইতে বায়ুকোণ পর্য্যাস্ত রেখা আঁকিয়া একটা চতুর্কোণ মণ্ডল লিখিতে হইবে । (৪৮।৪৯) হে
 দেবি ! ঐ মণ্ডলের এককোণ হইতে অপর কোণ পর্য্যাস্ত ছইটী রেখা টানিয়া একরূপ করা চাই
 যাহাতে চারিটী পুচ্ছাকার মংস্ত প্রোছত হইবে । (৫০) তদনন্তর জ্ঞানী ব্যক্তি ঐ পুচ্ছমূল ভেদ
 করিয়া পশ্চিম হইতে পূর্ব্বদিক পর্য্যাস্ত এবং উত্তর হইতে দক্ষিণ দিক পর্য্যাস্ত একটা রেখা টানিবে
 (৫১) পরে কোণরেখাসম্বিত চারিটী কোণে কর্ণাকর্ণিপ্রয়োগে চারিটী রেখা কল্পনা করিবে । (৫২)
 এইরূপে সঙ্কেত বিধিক্রমে মণ্ডলে ষোলটা কোষ্ঠ লিখিবে, অনন্তর পঞ্চবর্ণের শুভা দ্বারা উত্তম
 রূপে যজ্ঞ রচনা করিবে । (৫৩) অনন্তর মধ্যস্থিত কোষ্ঠচতুষ্ঠয়ের উপরিভাগে একটা চতুর্দল পদ্ম
 অঙ্কিত করিবে, উহার কর্ণিকা পীত ও রক্তবর্ণ এবং কেশর সকল রক্তবর্ণ হইবে । (৫৪) পদ্মের
 দল সকল শুক্ল বা পীতবর্ণ হইবে, উহার সঙ্কিস্থল যথাভিলাষিত বর্ণে পরিপূর্ণ করা হইবে । (৫৫)

শান্তবৎ কোষ্ঠমায়ত্ব্য কোষ্ঠানাং দ্বাদশং ক্রমাৎ । শ্বেতকৃষ্ণপীতবর্ণৈশ্চতুর্কর্ণৈঃ প্রপূরয়েৎ ॥ ৫৬ ॥
দক্ষিণাবর্ত্তযোগেন কোষ্ঠানাং পূরণং প্রিয়ে । বামাবর্ত্তেন দেবানাং পূজনং তেষু সাধয়েৎ ॥ ৫৭ ॥
পশ্চে সমুচ্চয়েষাঙ্কদৈত্যং বিদ্যোপশান্তয়ে । ঐশাদিদ্বাদশে কোষ্ঠে কপিলাস্ত্রাদিদানবাম্ ॥ ৫৮ ॥
কুশণ্ডিকোক্তবিধিনা কুর্কন্নলসংস্কৃতিম্ । যথাশক্ত্যাহতিং দস্তা বাস্তবজ্ঞং সমাপয়েৎ ॥ ৫৯ ॥
ইতি তে কথিতা দেবি বাস্তবপূজা শুভপ্রদা । যাং সাধয়ন্নরঃ কাপি বাস্তবিয়েন্ন বাধ্যতে ॥ ৬০ ॥
শ্রীদেব্যাচ ।

মণ্ডলং কথিতং বাস্তোর্কিধনিমপি পূজনে । ধ্যানং ন গদিতং নাথ তদিদানীং প্রকাশয় ॥ ৬১ ॥
শ্রীসদাশিব উবাচ । ৬

ধ্যানং বচ্চি মহেশানি ! শ্রয়তাং বাস্তবরক্ষসঃ । যন্তানুশীলনাং সদ্যো নশ্চতি সকলাপদঃ ॥
চতুর্ভূজং মহাকায়ং জটামণ্ডিতমস্তকম্ । ত্রিলোচনং করালান্তং হারকুণ্ডলশোভিতম্ ॥ ৬৩ ॥
লম্বোদরং দীর্ঘকর্ণং লোমশং পীতবাসসম্ । গদা ত্রিশূলপরশুখট্টাকং দধতং করৈঃ ॥ ৬৪ ॥
অসিচর্ম্মরৈকীরৈঃ কপিলাস্ত্রাদিভির্বৃতম্ । শত্রুণামস্তকং সাক্ষাচ্ছদ্যাদিত্যস্নিভম্ ॥ ৬৫ ॥
ধ্যানেদেবং বাস্তবভিঃ কুর্শ্বপদ্মাসনস্থিতম্ । মারীভয়ে রোগভয়ে ডাকিণ্ডাদিভয়ে তথা ॥ ৬৬ ॥
ঔৎপাতিকাপত্যদোষে ব্যালরক্ষোভয়েহপি চ । ধ্যানৈবং পূজয়েদ্বাস্তং পরিবারসমস্থিতম্ ॥ ৭৭ ॥
তিলাজ্যপায়সৈর্হৃদ্বা সর্কশাস্তিমবাগ্নয়াৎ । যথা বাস্তবঃ পূজনীয়ঃ প্রোক্তকর্ম্মস্থ সূত্রতে ! ॥ ৬৮ ॥
গ্রহাশ্চাপি তথা পূজ্য দশদিকৃপতিভিযুতাঃ । ব্রহ্মা বিষ্ণুশ্চ রুদ্রশ্চ বাণী লক্ষ্মীশ্চ শঙ্করী ॥ ৬৯ ॥
মাতরঃ সগণেশাশ্চ সংপূজ্যা বহুব্রহ্মণা । পিতরৌ যদ্যতৃপ্তাঃ স্যুঃ কর্ম্মস্বৈতেষু কালিকে ॥ ৭০ ॥

পরে ঐশান কোণের কোষ্ঠ হইতে আরম্ভ করিয়া অবশিষ্ট দ্বাদশ কোষ্ঠ যথাক্রমে কৃষ্ণ, পীত, শ্বেত ও রক্ত বর্ণে পূর্ণ করিবে। (৫৬) হে প্রিয়ে! দক্ষিণাবর্ত্তযোগে এই সকল কোষ্ঠ পূরণ করা কর্তব্য, পরে তাহাতে বামাবর্ত্তে দেবগণের পূজা করিতে হইবে। (৫৭) অগ্রে বিশ্ববিনাশের জন্ত পদ্মমধ্যে বাস্তবদৈত্যের পূজা করা কর্তব্য, পরে ঐশানকোণস্থিত কোষ্ঠ হইতে আরম্ভ করিয়া দ্বাদশ কোষ্ঠে কপিলাস্ত্রাদি দানবগণের পূজা করিতে হইবে। (৫৮) অনন্তর কুশণ্ডিকোক্ত বিধানক্রমে অগ্নিসংস্কার করিয়া যথাশক্তি আহতি প্রদান পূর্বক বাস্তবজ্ঞ সমাপন করা চাই। (৫৯) দেবি! তোমাকে এই শুভদায়িনী বাস্তবপূজা বলিলাম, যিনি ইহার অনুষ্ঠান করেন, তাঁহার কোনও ব্যাঘাত ঘটে না। (৬০) দেবী কহিলেন, হে নাথ! আপনি বাস্তবদেবের মঙ্গল ও পূজাবিধি বলিলেন, কিন্তু তাঁহার ধ্যানের কথা বলেন নাই, অতএব, এক্ষণে তাহা প্রকাশ করুন। (৬১) সদাশিব কহিলেন, হে মহেশ্বর! বাস্তবরক্ষসের ধ্যান বলিতেছি, শ্রবণ কর; ইহা অনুশীলন করিলে তৎক্ষণাৎ সকল আপদ দূরীভূত হয় (৬২) যিনি চতুর্ভূজ ও মহাকায়, বাঁহার শিরে জটাসমূহ শোভমান, বাঁহার তিনটি চক্ৰ, বদন করাল, যিনি হার ও কুণ্ডলে সুশোভিত, যিনি দীর্ঘকর্ণ ও লম্বোদর, বাঁহার শরীর রোমে আচ্ছন্ন, বাঁহার পীত বস্ত্র পরিধান, যিনি চতুর্ভূজে গদা ত্রিশূল, পরশু ও খট্টাক ধারণ করিয়া আছেন, কপিলাস্ত্র প্রভৃতি বীরগণ অসিচর্ম্ম ধারণ করিয়া বাঁহার চতুর্দিকে অবস্থিত, যিনি শক্রসংহারক, যিনি উন্নয় কালের সূর্যের জ্বর রক্তবর্ণ, যিনি কুশ্মোপরি পদ্মাসনে আসীন আছেন, সেই বাস্তবদেবতাকে ধ্যান করি। (৬৩) ৬৪ ৬৫ ৬৬ ৬৭ ৬৮ ৬৯ ৭০ ৭১ ৭২ ৭৩ ৭৪ ৭৫ ৭৬ ৭৭ ৭৮ ৭৯ ৮০ ৮১ ৮২ ৮৩ ৮৪ ৮৫ ৮৬ ৮৭ ৮৮ ৮৯ ৯০ ৯১ ৯২ ৯৩ ৯৪ ৯৫ ৯৬ ৯৭ ৯৮ ৯৯ ১০০ ১০১ ১০২ ১০৩ ১০৪ ১০৫ ১০৬ ১০৭ ১০৮ ১০৯ ১১০ ১১১ ১১২ ১১৩ ১১৪ ১১৫ ১১৬ ১১৭ ১১৮ ১১৯ ১২০ ১২১ ১২২ ১২৩ ১২৪ ১২৫ ১২৬ ১২৭ ১২৮ ১২৯ ১৩০ ১৩১ ১৩২ ১৩৩ ১৩৪ ১৩৫ ১৩৬ ১৩৭ ১৩৮ ১৩৯ ১৪০ ১৪১ ১৪২ ১৪৩ ১৪৪ ১৪৫ ১৪৬ ১৪৭ ১৪৮ ১৪৯ ১৫০ ১৫১ ১৫২ ১৫৩ ১৫৪ ১৫৫ ১৫৬ ১৫৭ ১৫৮ ১৫৯ ১৬০ ১৬১ ১৬২ ১৬৩ ১৬৪ ১৬৫ ১৬৬ ১৬৭ ১৬৮ ১৬৯ ১৭০ ১৭১ ১৭২ ১৭৩ ১৭৪ ১৭৫ ১৭৬ ১৭৭ ১৭৮ ১৭৯ ১৮০ ১৮১ ১৮২ ১৮৩ ১৮৪ ১৮৫ ১৮৬ ১৮৭ ১৮৮ ১৮৯ ১৯০ ১৯১ ১৯২ ১৯৩ ১৯৪ ১৯৫ ১৯৬ ১৯৭ ১৯৮ ১৯৯ ২০০ ২০১ ২০২ ২০৩ ২০৪ ২০৫ ২০৬ ২০৭ ২০৮ ২০৯ ২১০ ২১১ ২১২ ২১৩ ২১৪ ২১৫ ২১৬ ২১৭ ২১৮ ২১৯ ২২০ ২২১ ২২২ ২২৩ ২২৪ ২২৫ ২২৬ ২২৭ ২২৮ ২২৯ ২৩০ ২৩১ ২৩২ ২৩৩ ২৩৪ ২৩৫ ২৩৬ ২৩৭ ২৩৮ ২৩৯ ২৪০ ২৪১ ২৪২ ২৪৩ ২৪৪ ২৪৫ ২৪৬ ২৪৭ ২৪৮ ২৪৯ ২৫০ ২৫১ ২৫২ ২৫৩ ২৫৪ ২৫৫ ২৫৬ ২৫৭ ২৫৮ ২৫৯ ২৬০ ২৬১ ২৬২ ২৬৩ ২৬৪ ২৬৫ ২৬৬ ২৬৭ ২৬৮ ২৬৯ ২৭০ ২৭১ ২৭২ ২৭৩ ২৭৪ ২৭৫ ২৭৬ ২৭৭ ২৭৮ ২৭৯ ২৮০ ২৮১ ২৮২ ২৮৩ ২৮৪ ২৮৫ ২৮৬ ২৮৭ ২৮৮ ২৮৯ ২৯০ ২৯১ ২৯২ ২৯৩ ২৯৪ ২৯৫ ২৯৬ ২৯৭ ২৯৮ ২৯৯ ৩০০ ৩০১ ৩০২ ৩০৩ ৩০৪ ৩০৫ ৩০৬ ৩০৭ ৩০৮ ৩০৯ ৩১০ ৩১১ ৩১২ ৩১৩ ৩১৪ ৩১৫ ৩১৬ ৩১৭ ৩১৮ ৩১৯ ৩২০ ৩২১ ৩২২ ৩২৩ ৩২৪ ৩২৫ ৩২৬ ৩২৭ ৩২৮ ৩২৯ ৩৩০ ৩৩১ ৩৩২ ৩৩৩ ৩৩৪ ৩৩৫ ৩৩৬ ৩৩৭ ৩৩৮ ৩৩৯ ৩৪০ ৩৪১ ৩৪২ ৩৪৩ ৩৪৪ ৩৪৫ ৩৪৬ ৩৪৭ ৩৪৮ ৩৪৯ ৩৫০ ৩৫১ ৩৫২ ৩৫৩ ৩৫৪ ৩৫৫ ৩৫৬ ৩৫৭ ৩৫৮ ৩৫৯ ৩৬০ ৩৬১ ৩৬২ ৩৬৩ ৩৬৪ ৩৬৫ ৩৬৬ ৩৬৭ ৩৬৮ ৩৬৯ ৩৭০ ৩৭১ ৩৭২ ৩৭৩ ৩৭৪ ৩৭৫ ৩৭৬ ৩৭৭ ৩৭৮ ৩৭৯ ৩৮০ ৩৮১ ৩৮২ ৩৮৩ ৩৮৪ ৩৮৫ ৩৮৬ ৩৮৭ ৩৮৮ ৩৮৯ ৩৯০ ৩৯১ ৩৯২ ৩৯৩ ৩৯৪ ৩৯৫ ৩৯৬ ৩৯৭ ৩৯৮ ৩৯৯ ৪০০ ৪০১ ৪০২ ৪০৩ ৪০৪ ৪০৫ ৪০৬ ৪০৭ ৪০৮ ৪০৯ ৪১০ ৪১১ ৪১২ ৪১৩ ৪১৪ ৪১৫ ৪১৬ ৪১৭ ৪১৮ ৪১৯ ৪২০ ৪২১ ৪২২ ৪২৩ ৪২৪ ৪২৫ ৪২৬ ৪২৭ ৪২৮ ৪২৯ ৪৩০ ৪৩১ ৪৩২ ৪৩৩ ৪৩৪ ৪৩৫ ৪৩৬ ৪৩৭ ৪৩৮ ৪৩৯ ৪৪০ ৪৪১ ৪৪২ ৪৪৩ ৪৪৪ ৪৪৫ ৪৪৬ ৪৪৭ ৪৪৮ ৪৪৯ ৪৫০ ৪৫১ ৪৫২ ৪৫৩ ৪৫৪ ৪৫৫ ৪৫৬ ৪৫৭ ৪৫৮ ৪৫৯ ৪৬০ ৪৬১ ৪৬২ ৪৬৩ ৪৬৪ ৪৬৫ ৪৬৬ ৪৬৭ ৪৬৮ ৪৬৯ ৪৭০ ৪৭১ ৪৭২ ৪৭৩ ৪৭৪ ৪৭৫ ৪৭৬ ৪৭৭ ৪৭৮ ৪৭৯ ৪৮০ ৪৮১ ৪৮২ ৪৮৩ ৪৮৪ ৪৮৫ ৪৮৬ ৪৮৭ ৪৮৮ ৪৮৯ ৪৯০ ৪৯১ ৪৯২ ৪৯৩ ৪৯৪ ৪৯৫ ৪৯৬ ৪৯৭ ৪৯৮ ৪৯৯ ৫০০ ৫০১ ৫০২ ৫০৩ ৫০৪ ৫০৫ ৫০৬ ৫০৭ ৫০৮ ৫০৯ ৫১০ ৫১১ ৫১২ ৫১৩ ৫১৪ ৫১৫ ৫১৬ ৫১৭ ৫১৮ ৫১৯ ৫২০ ৫২১ ৫২২ ৫২৩ ৫২৪ ৫২৫ ৫২৬ ৫২৭ ৫২৮ ৫২৯ ৫৩০ ৫৩১ ৫৩২ ৫৩৩ ৫৩৪ ৫৩৫ ৫৩৬ ৫৩৭ ৫৩৮ ৫৩৯ ৫৪০ ৫৪১ ৫৪২ ৫৪৩ ৫৪৪ ৫৪৫ ৫৪৬ ৫৪৭ ৫৪৮ ৫৪৯ ৫৫০ ৫৫১ ৫৫২ ৫৫৩ ৫৫৪ ৫৫৫ ৫৫৬ ৫৫৭ ৫৫৮ ৫৫৯ ৫৬০ ৫৬১ ৫৬২ ৫৬৩ ৫৬৪ ৫৬৫ ৫৬৬ ৫৬৭ ৫৬৮ ৫৬৯ ৫৭০ ৫৭১ ৫৭২ ৫৭৩ ৫৭৪ ৫৭৫ ৫৭৬ ৫৭৭ ৫৭৮ ৫৭৯ ৫৮০ ৫৮১ ৫৮২ ৫৮৩ ৫৮৪ ৫৮৫ ৫৮৬ ৫৮৭ ৫৮৮ ৫৮৯ ৫৯০ ৫৯১ ৫৯২ ৫৯৩ ৫৯৪ ৫৯৫ ৫৯৬ ৫৯৭ ৫৯৮ ৫৯৯ ৬০০ ৬০১ ৬০২ ৬০৩ ৬০৪ ৬০৫ ৬০৬ ৬০৭ ৬০৮ ৬০৯ ৬১০ ৬১১ ৬১২ ৬১৩ ৬১৪ ৬১৫ ৬১৬ ৬১৭ ৬১৮ ৬১৯ ৬২০ ৬২১ ৬২২ ৬২৩ ৬২৪ ৬২৫ ৬২৬ ৬২৭ ৬২৮ ৬২৯ ৬৩০ ৬৩১ ৬৩২ ৬৩৩ ৬৩৪ ৬৩৫ ৬৩৬ ৬৩৭ ৬৩৮ ৬৩৯ ৬৪০ ৬৪১ ৬৪২ ৬৪৩ ৬৪৪ ৬৪৫ ৬৪৬ ৬৪৭ ৬৪৮ ৬৪৯ ৬৫০ ৬৫১ ৬৫২ ৬৫৩ ৬৫৪ ৬৫৫ ৬৫৬ ৬৫৭ ৬৫৮ ৬৫৯ ৬৬০ ৬৬১ ৬৬২ ৬৬৩ ৬৬৪ ৬৬৫ ৬৬৬ ৬৬৭ ৬৬৮ ৬৬৯ ৬৭০ ৬৭১ ৬৭২ ৬৭৩ ৬৭৪ ৬৭৫ ৬৭৬ ৬৭৭ ৬৭৮ ৬৭৯ ৬৮০ ৬৮১ ৬৮২ ৬৮৩ ৬৮৪ ৬৮৫ ৬৮৬ ৬৮৭ ৬৮৮ ৬৮৯ ৬৯০ ৬৯১ ৬৯২ ৬৯৩ ৬৯৪ ৬৯৫ ৬৯৬ ৬৯৭ ৬৯৮ ৬৯৯ ৭০০ ৭০১ ৭০২ ৭০৩ ৭০৪ ৭০৫ ৭০৬ ৭০৭ ৭০৮ ৭০৯ ৭১০ ৭১১ ৭১২ ৭১৩ ৭১৪ ৭১৫ ৭১৬ ৭১৭ ৭১৮ ৭১৯ ৭২০ ৭২১ ৭২২ ৭২৩ ৭২৪ ৭২৫ ৭২৬ ৭২৭ ৭২৮ ৭২৯ ৭৩০ ৭৩১ ৭৩২ ৭৩৩ ৭৩৪ ৭৩৫ ৭৩৬ ৭৩৭ ৭৩৮ ৭৩৯ ৭৪০ ৭৪১ ৭৪২ ৭৪৩ ৭৪৪ ৭৪৫ ৭৪৬ ৭৪৭ ৭৪৮ ৭৪৯ ৭৫০ ৭৫১ ৭৫২ ৭৫৩ ৭৫৪ ৭৫৫ ৭৫৬ ৭৫৭ ৭৫৮ ৭৫৯ ৭৬০ ৭৬১ ৭৬২ ৭৬৩ ৭৬৪ ৭৬৫ ৭৬৬ ৭৬৭ ৭৬৮ ৭৬৯ ৭৭০ ৭৭১ ৭৭২ ৭৭৩ ৭৭৪ ৭৭৫ ৭৭৬ ৭৭৭ ৭৭৮ ৭৭৯ ৭৮০ ৭৮১ ৭৮২ ৭৮৩ ৭৮৪ ৭৮৫ ৭৮৬ ৭৮৭ ৭৮৮ ৭৮৯ ৭৯০ ৭৯১ ৭৯২ ৭৯৩ ৭৯৪ ৭৯৫ ৭৯৬ ৭৯৭ ৭৯৮ ৭৯৯ ৮০০ ৮০১ ৮০২ ৮০৩ ৮০৪ ৮০৫ ৮০৬ ৮০৭ ৮০৮ ৮০৯ ৮১০ ৮১১ ৮১২ ৮১৩ ৮১৪ ৮১৫ ৮১৬ ৮১৭ ৮১৮ ৮১৯ ৮২০ ৮২১ ৮২২ ৮২৩ ৮২৪ ৮২৫ ৮২৬ ৮২৭ ৮২৮ ৮২৯ ৮৩০ ৮৩১ ৮৩২ ৮৩৩ ৮৩৪ ৮৩৫ ৮৩৬ ৮৩৭ ৮৩৮ ৮৩৯ ৮৪০ ৮৪১ ৮৪২ ৮৪৩ ৮৪৪ ৮৪৫ ৮৪৬ ৮৪৭ ৮৪৮ ৮৪৯ ৮৫০ ৮৫১ ৮৫২ ৮৫৩ ৮৫৪ ৮৫৫ ৮৫৬ ৮৫৭ ৮৫৮ ৮৫৯ ৮৬০ ৮৬১ ৮৬২ ৮৬৩ ৮৬৪ ৮৬৫ ৮৬৬ ৮৬৭ ৮৬৮ ৮৬৯ ৮৭০ ৮৭১ ৮৭২ ৮৭৩ ৮৭৪ ৮৭৫ ৮৭৬ ৮৭৭ ৮৭৮ ৮৭৯ ৮৮০ ৮৮১ ৮৮২ ৮৮৩ ৮৮৪ ৮৮৫ ৮৮৬ ৮৮৭ ৮৮৮ ৮৮৯ ৮৯০ ৮৯১ ৮৯২ ৮৯৩ ৮৯৪ ৮৯৫ ৮৯৬ ৮৯৭ ৮৯৮ ৮৯৯ ৯০০ ৯০১ ৯০২ ৯০৩ ৯০৪ ৯০৫ ৯০৬ ৯০৭ ৯০৮ ৯০৯ ৯১০ ৯১১ ৯১২ ৯১৩ ৯১৪ ৯১৫ ৯১৬ ৯১৭ ৯১৮ ৯১৯ ৯২০ ৯২১ ৯২২ ৯২৩ ৯২৪ ৯২৫ ৯২৬ ৯২৭ ৯২৮ ৯২৯ ৯৩০ ৯৩১ ৯৩২ ৯৩৩ ৯৩৪ ৯৩৫ ৯৩৬ ৯৩৭ ৯৩৮ ৯৩৯ ৯৪০ ৯৪১ ৯৪২ ৯৪৩ ৯৪৪ ৯৪৫ ৯৪৬ ৯৪৭ ৯৪৮ ৯৪৯ ৯৫০ ৯৫১ ৯৫২ ৯৫৩ ৯৫৪ ৯৫৫ ৯৫৬ ৯৫৭ ৯৫৮ ৯৫৯ ৯৬০ ৯৬১ ৯৬২ ৯৬৩ ৯৬৪ ৯৬৫ ৯৬৬ ৯৬৭ ৯৬৮ ৯৬৯ ৯৭০ ৯৭১ ৯৭২ ৯৭৩ ৯৭৪ ৯৭৫ ৯৭৬ ৯৭৭ ৯৭৮ ৯৭৯ ৯৮০ ৯৮১ ৯৮২ ৯৮৩ ৯৮৪ ৯৮৫ ৯৮৬ ৯৮৭ ৯৮৮ ৯৮৯ ৯৯০ ৯৯১ ৯৯২ ৯৯৩ ৯৯৪ ৯৯৫ ৯৯৬ ৯৯৭ ৯৯৮ ৯৯৯ ১০০০

সৰ্ব্বং তত্ত ভবেদ্যর্থং বিয়তাপি পদে পদে । অতো, মহেশি ! যত্নেন প্রোক্তসংস্কারকৰ্ম্মসু ॥ ৭১
 পিতৃগণং তুপ্তয়েহত্ৰাদ্যাদয়িকং শ্রাদ্ধমাচরেৎ । গ্রহযজ্ঞং প্রবক্ষ্যামি সৰ্ব্বশান্তিবিধায়কং ॥ ৭২.
 যত্র সম্পূজিতাঃ সন্তোঃ প্রহীঃ যচ্ছন্তি বাহিতম্ । ত্রিক্রিকোণৈলি ধৈর্য্যং তদ্বহিঃ তদ্বহিঃ ॥ ৭৩
 বিদধ্যাহু ভলগানি দলাভ্যষ্টৌ চ তদ্বহিঃ । চতুর্দ্বারাবিহিতং কুৰ্ঘ্যাৎ ভূপুং স্তম্ভনোহরম্ ॥ ৭৪
 বাসবেশানম্নোৰ্ম্মধ্যে ভূপুং বহিঃস্থলে । রক্তং বিরচয়েদেকং প্রাদেশপরিমাণকম্ ॥ ৭৫
 রক্ষোবারুণয়োৰ্ম্মধ্যে চাপরং কল্পয়েত্তথা ॥ ৭৬
 নবগ্রহাণাং বর্ণেন নরকোণানি পূরয়েৎ । মধ্যত্রিকোণে পাৰ্শ্বো সব্যদক্ষিণভেদতঃ ॥ ৭৭
 ষ্ঠেতপীতৌ বিধাতবৌ পৃষ্ঠভাগঃ সিততরঃ । অষ্টদিক্পতিবর্ণেন পূর্ণাভ্যষ্টৌ প্রপূরয়েৎ ॥ ৭৮ .
 সিতরক্তাসিতৈশ্চ গৈঃ পুরঃ প্রাকারমাচরেৎ । পুরো বহিঃস্থে যে বৃত্তে দেবি প্রাদেশসম্মিতে ॥ ৭৯
 উপর্য্যধঃক্রমেণৈব রক্তশ্বেতে বিধায় চ । সন্ধিস্থানানি যজ্ঞস্তাং যজ্ঞস্য রচয়েৎ সূৰ্য্যীঃ ॥ ৮০
 যৎকোষ্ঠে যোগ্রহঃ পূজ্যো যৎ পত্রে যশ্চদিক্পতিঃ । বয়ং রেহবহিতা যে চ তৎক্রমং শৃণু সান্ততনুঃ ॥ ৮১
 মধ্যকোণে যজ্ঞেৎ সূৰ্য্যং পাৰ্শ্বয়োৰুপাং শিখাম্ । পশ্চাৎ প্রদত্তয়োৰ্দ্ধিগৌ পূজয়েদন্তমালিনঃ ॥ ৮২
 তানুর্দ্ধিকোণে পূৰ্ণশ্রাদ্ধমর্চয়েদ্রজনীকরম্ । আগ্নেয়ে মঙ্গলং যাম্যে বৃধং নৈঋতকোণকে ॥ ৮৩
 বৃহস্পতিং বারুণে চ দৈত্যাচার্য্যং প্রপূজয়েৎ । শনৈশ্চরস্ত বায়ব্যে কোবেরশানয়োঃ ক্রমাৎ ।
 রাহুং কেতুং যজ্ঞেৎ চন্দ্রং পরিতত্তারকাগগান্ ॥ ৮৪
 সুরো রক্তঃ শশী শুক্রো মঙ্গলোহরুণবিগ্রহঃ । বৃধজীবৌ পাণ্ডুপীতৌ ষ্ঠেতঃ শুক্রোহসিতঃ শনিঃ ৮৫
 রাহুকেতুং বিচিত্রাতৌ গ্রহবর্ণাঃ প্রকীর্তিতাঃ । চতুর্ভূজং রবিং ধ্যায়েৎ পদ্মদ্বয়বরাভয়ৈঃ ॥ ৮৬

সমুদায় কার্য্যে ইহাদের তৃপ্তি না ঘটিলে কর্ম্মকর্ত্তার সকল কার্য্য ব্যর্থ ও পদে পদে বিয় ঘটয়া থাকে ; অতএব হে মহেশ্বর ! পূর্বোক্ত সমুদায় কার্য্যে পিতৃগণের তৃপ্তির উদ্দেশে আত্মাদয়িক শ্রাদ্ধ করা কর্তব্য । (৬৮।৬৯।৭০।৭১) এক্ষণে তোমার নিকটে সৰ্ব্বশান্তিবিধায়ক গ্রহযজ্ঞের কথা বলিতেছি । (৭২) ইহাতে দেবগণ ও ইন্দ্রাদি দশদিক্পালের পূজা করিলে ইষ্ট ফল প্রাপ্তি হইয়া থাকে । (৭৩) তিনটি ত্রিকোণ যজ্ঞ লিখিয়া তদ্বহিঃভাগে একটি গোলাকার মণ্ডল লিখিবে, তদ্বহিঃভাগে তৎসংলগ্ন অষ্টদল পদ্ম রচনা করিবে, তাহার বাহিরে মনোহর ভূপুর রচনা করিবে । (৭৪) উহার বহিঃভাগে পূর্ব ও দৈশান কোণে অর্দ্ধহস্তপরিমিত একটি বৃত্ত অঙ্কিত করিবে । (৭৫) অনন্তর পশ্চিম দিক্ ও নৈঋত কোণের মধ্যে ঐরূপ আর একটি মণ্ডল প্রস্তুত করিবে । (৭৬) পরে নবগ্রহের বর্ণ দ্বারা যজ্ঞের নবকোণ পূর্ণ করিবে ! (৭৭) মধ্যবর্তী ত্রিকোণের দক্ষিণ ও বাম দুই পার্শ্বে ষ্ঠেত ও পীতবর্ণ প্রদান করিবে, পৃষ্ঠদেশ কৃষ্ণবর্ণে বিভূষিত করিতে হইবে, অনন্তর অষ্টদল অষ্টদিক্পালের বর্ণ দ্বারা পূরণ করিবে । (৭৮) শুক্র, রক্ত ও কৃষ্ণবর্ণ চূর্ণ দ্বারা ভূপুরের প্রাচীর সুরঞ্জিত করিবে, হে দেবি ! ভূপুরের বহিঃস্থিত অর্দ্ধহস্তপরিমিত দুই বৃত্তের উপরি ও অধোভাগ রক্ত ও ষ্ঠেত বর্ণময় করিয়া সন্ধিস্থান সমুদায় অভীষ্ট বর্ণ দ্বারা পূরণ করা সাধকের কর্তব্য । (৭৯।৮০) যে যে প্রকোষ্ঠে যে যে গ্রহ পূজ্য ও যে যে দিক্পাল অর্চনীয়, এবং যে যে দ্বারে যে যে দেবতার অবস্থিতি, তাহার ক্রম বলিতেছি শ্রবণ কর । (৮১) মধ্যকোণে সূর্য্যের পূজা করিবে, তৎপার্শ্বদ্বয়ে অরুণ ও শিখার পূজা করিবে, অনন্তর সূর্য্যের পশ্চাতে প্রচণ্ড ও উদ্গেহের অর্চনা করিবে । (৮২) সূর্য্যের উর্দ্ধকোণে পূর্বদিকে চন্দ্রের অর্চনা করিবে, অনন্তর অগ্নিকোণে মঙ্গলের, দক্ষিণে বৃধের, নৈঋত কোণে বৃহস্পতির, বরুণকোণে শুক্রের, বায়ুকোণে শনির, উত্তরদিকে রাহুর ও দৈশানকোণে কেতুর পূজা করিয়া চন্দ্রের চতুর্দিকে তারাগণের পূজা করিবে । (৮৩।৮৪) সূর্য্যের বর্ণ রক্ত, চন্দ্রের ষ্ঠেত, মঙ্গলের অরুণ, বৃধের পাণ্ডু, বৃহস্পতির পীত, শুক্রের শ্বেত, শনির কৃষ্ণ এবং রাহু ও কেতুর বিচিত্র বর্ণ ; সূর্য্যের ধ্যান করিতে হইলে চতুর্ভূজ

চিস্তয়েচ্ছশিনং দানমুদ্রাহমৃতকরাধুজম্ । কুজরীষংকুজতম্ হস্তাভ্যাং দণ্ডধারিণম্ ।
 ধ্যায়েৎ সোমাস্বজং বালং ভাললোলি কুণ্ডলম্ ॥ ৮৭
 যজ্ঞস্বত্রাধিতং ধ্যায়েৎ পুস্তকাক্করং শুক্রম্ । এবং দৈত্যশুক্রাণি কাণং খঞ্জং শনৈশ্চরং ॥ ৮৮
 রাহকেতু শিরঃকার্যে বিকৃতৌ ক্রুরচেষ্টিতৌ । নৈঃ নৈর্ধ্যানৈর্গাহরিষ্টৌ যজেদিন্দ্রাদিদিপ্তিম্ ॥ ৮৯
 দলেষষ্টম্ পূর্বাদিক্রমতঃ সংধোকোত্তমঃ । সহস্রাঙ্কং যজেদাদৌ পীতকৌষেয়বাসসম্ ॥ ৯০
 বজ্রপাণিং পীতবর্ণং স্থিতমৈরাবতোপরি । রক্তাভং ছাগবাহস্বং শক্তিহস্তং ছত্ৰাশনম্ ॥ ৯১
 ধ্যায়েৎ কাং ললাপস্বং দণ্ডিনং কৃষ্ণবিগ্রহম্ । নিশ্চ্যতিং পদ্মাহস্তঞ্চ শ্রীমলং বাজিবাহনম্ ॥ ৯২
 বরুণং মকরাক্রুৎ পাশহস্তং সিতপ্রভম্ । ধ্যায়েৎ কৃষ্ণস্বিং বায়ুং মৃগস্বঞ্চাঙ্কুশায়ুধম্ ॥ ৯৩
 কুবেরং কনকাকারং রত্নসিংহাসনস্থিতম্ । স্তবং যক্ষগণৈঃ সর্কৈঃ পাশাঙ্কুশকরাধুজম্ ॥ ৯৪
 দৈশানং বৃষভাক্রুৎ ত্রিশূলবরধারিণং । ব্যাঘ্রচর্ম্মাশ্বরধরং পূর্ণচন্দ্রদৃশপ্রভম্ ॥ ৯৫
 ধ্যাস্বা চৈতান্ ক্রমাদিষ্টা ব্রহ্মানন্তৌ পুরো বহিঃ । উর্দ্ধাধোবৃত্তয়োরেষ্ঠৌ ততোহচ্যা দ্বারদেবতাঃ ॥ ৯৬
 উগ্রভীমঃ প্রচণ্ডেশৌ পূর্কদ্বাঃ প্রাকীর্ষিতাঃ । জয়ন্তঃ ক্ষেত্রপালশ্চ নকুলেশো বৃহৎশিরাঃ ।
 বায়াদ্বারে পশ্চিমে চ বৃকাস্থানন্দহুজ্জয়াঃ ॥ ৯৭
 ত্রিশিরাং পুরজিহ্বেষ ভীমনাদো মহোদরঃ । উত্তরদ্বারপাশ্চৈতে সর্কৈঃ শস্ত্রাঙ্গপাণয়ঃ ॥ ৯৮
 শ্যরতাং ব্রহ্মণো ধ্যানমনস্তথাপি স্তব্রতে । রক্তোৎপলনিভো ব্রহ্মা চতুরাশ্চতুভূজঃ ॥ ৯৯
 হংসাক্রো বরাভীতিমালাপুস্তকপাণিকঃ ॥ ১০০

ধ্যান করিবে, তাঁহার দুই হস্তে দুইটা পদ্ম, এক হস্তে বর ও অশ্রুহস্তে অভয়। (৮৫।৮৬) চক্রকে ধ্যান করিতে হইলে তাঁহার এক হস্তে অমৃত ও অপর হস্তে মুদ্রা; মঙ্গলের ধ্যান, তিনি দ্বিধ্বং কুজদেহ, তাঁহার হস্তে দণ্ড; বুধের ধ্যান, তিনি বালক, তাঁহার ললাটে লোলিতকুণ্ডল। (৮৭) বৃহস্পতির ধ্যান, তাঁহার গলদেশে যজ্ঞোপবীত, এক হস্তে পুস্তক ও অশ্রু হস্তে অক্ষমালা, শুক্রের ধ্যান, তিনি এক চক্ষুহীন; শনির ধ্যান, তিনি খঞ্জ। (৮৮) রাহুর ধ্যান; তিনি দেহ ও মস্তক-হীন; কেতুর ধ্যান, তিনি মস্তকহীন, ইহারা উভয়েই ক্রুরকর্ম্মা ও বিকৃতাকার; এইরূপে গ্রহ-গণের ধ্যান করিয়া ইন্দ্রাদি দশদিক্‌পালের পূজা করিবে। (৮৯) অনন্তর সাধকবর পূর্কদিক্‌ হইতে আরম্ভ করিয়া অষ্টদল পদ্মের প্রত্যেক দলে এক এক দিক্‌পালের পূজা করিবে, অর্থে ইন্দ্রের পূজা করিতে হইবে; তিনি পীতবর্ণ, পবিত্রান কোষেয় বস্ত্র। (৯০) তাঁহার হস্তে বজ্র, শরীর পাণ্ডবর্ণ, ঐরাবতের উপরিভাগে তিনি সনাসীন; অগ্নির শরীর রক্তবর্ণ; তিনি ছাগবাহনে উপ-বিষ্ট, তাঁহার হস্তে শক্তি। (৯১) যমের মূর্ত্তি কৃষ্ণবর্ণ, তাঁহার হস্তে দণ্ড এবং বাহন মহিষ, নিশ্চ্যতি শ্রীমবর্ণ, তাঁহার হস্তে খড়্গ, বাহন অশ্ব। (৯২) বরুণ মকরবাহনে অধিষ্ঠিত, তাঁহার বর্ণ ধ্বজ, হস্তে পাশ, বায়ুর হস্তে অঙ্কুশ তাঁহার বর্ণকৃষ্ণ, বাহন মৃগ। (৯৩) কুবেরের দেহ সূবর্ণ বর্ণ, তিনি রত্নসিংহাসনে উপবিষ্ট, বায়ুর হস্তে পাশ ও অঙ্কুশ যক্ষেরা চতুর্দিকে তাঁহার স্তব কীর্তনে প্রবৃত্ত। (৯৪) বৃষভে আরোহণ পূর্কক দৈশান ত্রিশূল হস্তে শোভা পাইতেছেন, তাঁহার কান্তি পূর্ণচন্দ্র তুল্য, পরিধান ব্যাঘ্রকৃষ্ণ। (৯৫) ক্রমে দিক্‌পালগণের ধ্যান ৭ পূজা করিয়া ভূপূরের বহির্ভাগে উর্দ্ধস্থিত মণ্ডপে ব্রহ্মা ও অধঃস্থিত মণ্ডলে অনন্তের পূজা করিবে, অনন্তর দ্বারদেবতা-গণের পূজা। (৯৬) উগ্রভীম প্রচণ্ড ও দৈশ ইহারা পূর্কদ্বারের অধিপতি; দক্ষিণদ্বারের জয়ন্ত, ক্ষেত্রপাল, নকুলেশ্বর ও বৃহৎশিরা অধিনায়ক; বৃকাস্থ, আনন্দ ও হুজ্জয় ইহারা পশ্চিম দ্বারের অধিদেবতা। (৯৭) উত্তর দ্বারের ত্রিশিরা, পুরজিহ্বা, ভীমনাদ ও মহোদর ইহারা অধিপতি, সকলেই সশস্ত্র। (৯৮) হে স্তব্রতে! ব্রহ্মা ও অনন্তের ধ্যান বলিতেছি, শ্রবণ কর; ব্রহ্মার চারি হস্ত ও চারি মুখ, শরীর রক্ত পদ্মের ন্যায় রক্তবর্ণ। (৯৯) তিনি হংস-বাহনে আসীন, তাঁহার চারি হস্তে

হিমকুন্দেন্দ্রধবলঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাং । সহস্রপাণিবদনো ধ্যোয়োহনন্তঃ সুরাস্তরৈঃ ॥ ১০১
 ধ্যানং পূজাক্রমশ্চাপি যন্তুঞ্চ কথিতং প্রিয়ে । বাস্তাদিক্রমতো হেবাং মন্ত্রানপি শৃণু প্রিয়ে ॥ ১০২
 ককারো হব্যবাহস্থঃ ষড়্‌দীর্ঘস্বরসংযুতঃ । ভূষিতো নাদবিন্দুভ্যাং বাস্তমন্ত্রঃ ষড়্‌ক্ষরঃ ॥ ১০৩
 তারং মায়াং তীক্ষ্ণরশ্মে ওহন্তমারোগ্যদং বদেৎ । বহিজ্জায়াং ততো দষ্টা স্ত্র্য্যমন্ত্রঃ সমুদ্বরেৎ ॥ ১০৪
 কামো মায়া চ বাণী চ ততোহমৃতকরোতি চ । অমৃতং প্লাবয় দ্বন্দ্বঃ স্বাহা সোমমন্ত্রমুদ্বর্ততঃ ॥ ১০৫
 ঐং হ্রাং হ্রীং সর্বগদাদুষ্টিনাশর নাশয় । স্বাহাবসানো মন্ত্রোহয়ং মঙ্গলম্ প্রকীর্তিতঃ ॥ ১০৬
 হ্রীং ত্রীং সোমাপদক্ষেপ্তা সর্বান্ কামাংস্ততো বদেৎ । পূরয়াস্তে বহিকাস্তামেষ সোমাস্ত্রজে
 মন্ত্রঃ ॥ ১০৭

তারেণ পুটিতা বাণী ততঃ সুরগুরো পদম্ । অভীষ্টং যচ্ছ যচ্ছতি স্বাহামন্ত্রা বৃহস্পতেঃ ॥ ১০৮
 শাং শীং শৃং শৈং ততঃ শোং শঃ শুক্রমন্ত্রঃ সমীরিতঃ ॥ ১০৯
 হ্রীং হ্রীং হ্রীং হ্রীং সর্বশত্রু ন বিজ্রাবয় পদদ্বয়ম্ । মার্ত্তণ্ডসুনবে পশ্চাৎ নমো মন্ত্রঃ শনৈশ্চরে ॥ ১১০
 রাং হ্রোং ভ্রৈং হ্রীং সোমশত্রো শত্রু ন বিধ্বংসয় দ্বয়ম্ । রাহবে নম ইত্যেব রাহোশ্চতুর্দশতঃ ॥ ১১১
 ক্রুং হ্রুং ক্রৈং কেতবে স্বাহা কেতোশ্চত্রঃ প্রকীর্তিতঃ ॥ ১১২
 লং রং মৃং শৃং বং যমিতিক্ষং হোত্রীমমিতি ক্রমাৎ । ইজ্রাদ্যানস্তদিক্‌পালাং দশ মন্ত্রাঃ সমারিতা ॥ ১১৩
 অজ্ঞেবাং পরিবারাণাং নামমন্ত্রাঃ প্রকীর্তিতাঃ । অমুক্তমন্ত্রে সর্বত্র বিধিরেষ শিবোদিতঃ ॥ ১১৪
 নমোহস্তমন্ত্রে দেবেশি ন নমো যোজয়েৎ বৃধঃ । স্বাহাস্তেহপি তথা মন্ত্রে ন দদ্যাৎ বহিবলভাম্ ॥ ১১৫
 গ্রহাদিতাঃ প্রদাতব্যং পুষ্পং বাসঞ্চ ভূষণম্ । তেষাং বর্ণাহুরূপেণ ন্যস্তথা প্রীতয়ে ভবেৎ ॥ ১১৬

যথাক্রমে পুস্তক, মালা, বর ও অভয় । (১০০) অনন্তের বর্ণ হিম, কুন্দ ও চন্দ্রের স্থায় স্বেত, তাঁহার চক্ষু সহস্র, চরণ সহস্র ; দেবদানবগণ এইরূপে সহস্রপাণি সহস্রপদ অনন্তদেবের ধ্যান করিয়া থাকেন । (১০১) হে প্রিয়ে ! বাস্ত দেবতা প্রভৃতির ধ্যান, পূজা ও যন্ত্রাদির কথা বলিলাম, এক্ষণে উহাদের মন্ত্র বলিতেছি, শ্রবণ কর । (১০২) অকার অগ্নির উপরিভাগে থাকিবেন, তাহাতে ছয়টি দীর্ঘস্বর সংযুক্ত হইবে, উহা নাদ বিন্দুতে বিভূষিত হইলেই ষড়্‌ক্ষর বাস্তমন্ত্র হইবে (১০৩) প্রণব ও মায়া এই দুই পদ উচ্চারণ করিয়া তীক্ষ্ণরশ্মে এই পদ উচ্চারণ করিবে, পরে আরোগ্যদায় এই পদের অগ্রে স্বাহা পদ উচ্চারণ করিবে, ইহারই নাম স্ত্র্য্যমন্ত্রের উচ্চারণ । (১০৪) কাম, মায়া, বাণী, অমৃতকর; অমৃতং প্লাবয় প্লাবয় স্বাহা ; একটা হোমের মন্ত্র । (১০৫) ঐং হ্রাং হ্রীং সর্ব পদের পর, দুষ্টান্ নাশয় নাশয় স্বাহা, এই পদ উচ্চারণ করিয়া পূরয় স্বাহা এই পদ উচ্চারণ করিলেই মঙ্গলের মন্ত্র । (১০৬) হ্রীং ত্রীং সোম্য এই পদ উচ্চারণ করিয়া সর্বান্ কামান্ এই পদোচ্চারণের পর, পূরয় স্বাহা উহা উচ্চারণ করিলে বৃধের মন্ত্র । (১০৭) অগ্রে তার পুটিতা বাণী, তাহার পর সুরগুরো, পশ্চাৎ অভীষ্টং যচ্ছ সর্ব পশ্চাৎ স্বাহা উচ্চারণ করিলে বৃহস্পতির মন্ত্র । (১০৮) শাং শীং শৃং শৈং শোং শঃ ইহা শুক্রের মন্ত্র । (১০৯) হ্রাং হ্রোং ভ্রৈং হ্রীং সোমশত্রো শত্রু ন বিধ্বংসয় বিধ্বংসয় রাহবে নমঃ একটা বাহুর মন্ত্র । (১১১) ক্রুং, হ্রীং ক্রৈং কেতবে স্বাহা কেতুর মন্ত্র ॥ (১২) ইজ্রের মন্ত্র লং, অগ্নির রং, যমের মৃং, ত্রিগুণতির জুং, বক্রণের রং, বায়ুর রং, কুবেরের ক্ষং, ঈশানের হোং, ব্রহ্মার ত্রীং অনন্তের অং এই দশদিক্‌পালের মন্ত্র । (১১৩) অজ্ঞাত অঙ্গ দেবতাগণের অথবা যে দেবতার মন্ত্র উক্ত হয় নাই, তাঁহাদের নামই মন্ত্র বলিয়া উল্লেখ হইবে, সদাশিবের এই ব্যবস্থা । (১১৪) হে দেবি ! যে মন্ত্রের শেষে নমঃ এই পদ আছে, সেই মন্ত্রোচ্চারণ করিবার কালে পাদ্যাদি প্রদানে পুনর্বার নমঃ কৃত্যর উল্লেখ অবিধেয়, স্বাহা পদ ব্যবহারসম্বন্ধে ও এইরূপ ব্যবস্থা । (১১৫) গ্রহাদির

কুশণ্ডিকোক্তবিধিনা বহিঃ সংস্থাপয়ন্ সুধীঃ । পুষ্পৈরুচ্চাবচৈৰ্ববা সমিদ্ধির্হোমমাচরেৎ ॥ ১১৭
 শান্তিকর্মণি পুষ্টৌ চ বরদে হব্যবাহনঃ । প্রতিষ্ঠান্নাং লোহিতাক্ষঃ শক্রহা ক্রুরকর্মণি ১১৮
 শান্তৌ পুষ্টৌ মহেশানি তথা ক্রুরেহপি কর্মণি । গ্রহযোগং প্রকুর্য্যাদে বীজিতার্থমবাপ্নুয়াৎ ॥ ১১৯
 যথা প্রতিষ্ঠাকার্য্যেব দেবার্চা পিতৃতর্পণম্ । বাতোর্বাগে গ্রহাণাক্ষ তদেব বিধীয়তে ॥ ১২০
 যদ্যেকস্মিন্ দিনে দ্বিজিঃ প্রতিষ্ঠা যাগকর্ম চ । যন্তেৎ তত্র দেবার্চা পিতৃশ্রাদ্ধাসং ক্রিয়াঃ ॥ ১২১
 জলাশয়গৃহারামসেতুসংক্রমশাখিনিঃ । বাহনাসনযানানি বাসোহলঙ্করণানি চ ॥ ১২২
 পানানশনীয়পাত্রাণি দেয়বস্তূনি যান্ত্রপি । অসংস্কৃতানি দেবায় ন প্রদত্তঃ ফলেন্দবঃ ॥ ১২৩
 কাম্যো কর্মণি সর্বত্র বৃধঃ সংকল্পমাচরেৎ । বিধিবাক্যানুসারেণ সম্পূর্ণ মুক্ততাপ্তয়ে ॥ ১২৪
 সংস্কৃতাত্মাচ্ছিতং ত্রব্যং নমোচ্চারণপূর্ব্বকম্ । সম্প্রদানভিধাঞ্চোক্তা । দত্ত্বা সম্যক্ ফলং লভেৎ ১২৬
 জলাশয়গৃহাবামসেতুসংক্রমশাখিনাম্ । কথাস্তে প্রোক্ষণে মন্ত্রাঃ প্রযোজ্য ব্রহ্মবিদ্যায়া ॥ ১২৬
 জীবানাধারজীবানাং জীবনপ্রদ বারুণ । প্রোক্ষণে ভব তৃপ্তস্ত জলভূচরণেচরাঃ ॥ ১২৭
 তুণকাষ্ঠাদিসমুদ্ভূত বাসেয় ব্রহ্মণঃ প্রিয় । স্বাং প্রোক্ষয়ামি তোয়েনপ্রীত্যে ভব সর্বদা ॥ ১২৮
 ইষ্টকাদিসমুদ্ভূত বস্তব্যস্তিষ্টকাময়ে ॥ ১২৯
 ফলৈঃ পট্টৈশ্চ শাখাদ্যৈশ্চায়ানিচ প্রিয়ঙ্করাঃ । যচ্ছস্ত মেহখিলান্ কামান্ প্রোক্ষিতাতীর্থবারিভিঃ ॥
 সেতুং ভবসিদ্ধুনাং পারদঃ পথিকপ্রিয়ঃ । ময়া সংপ্রোক্ষিতঃ সেতো যথোক্তফলদো ভব ॥ ১৩১

অনুরূপ বর্ণে বস্ত্র ও ভূষণাদি প্রদান করিতে হইবে অন্ত্রখাচরণ করিলে গ্রহদেবতার তৃপ্তি ঘটিবে না। (১১৬) কুশণ্ডিকাবিধিক্রমে বহিঃ স্থাপন করিয়া যথাবিহিত পুষ্প, বা সমাধি দ্বারা হোম করা জ্ঞানী ব্যক্তির কর্তব্য। (১১৭) শান্তি ও পুষ্টি কার্য্যে অগ্নির নাম বরদ; স্থাপনকালে ইহার নাম লোহিতাক্ষ ও ক্রুর কর্ম্মের সময় শক্রহা নাম হইয়া থাকে। (১১৭) হে মহেশ্বর! যিনি শান্তি পুষ্টি ও ক্রুরকার্য্যে গ্রহযোগ করেন, তাঁহার অভীষ্ট ফল লাভ হইয়া থাকে। (১১৯) প্রতিষ্ঠাকার্য্যে সেরূপ দেবার্চনা ও পিতৃ-তর্পণের প্রয়োজন, বাস্তব ও গ্রহযোগেও সেইরূপ দেবার্চনা ও পিতৃ-তর্পণ বিহিত। (১২০) যদি এক দিবসে দুই বা তিন প্রতিষ্ঠা, বা যাগ-কর্ম্ম করিতে হয়, তাহা হইলে একবার দেবার্চনা, পিতৃশ্রাদ্ধ ও অগ্নি-সংস্কার করিলেই আর করিতে হইবেক না। (১২১) জলাশয়, গৃহ, আরাম, সেতু, সংক্রম, বৃক্ষ, বাহন আসন, যান, বসন ও অলঙ্কার, পানপাত্র, ভোজনপাত্র, অথবা অন্ত্র কোনও বস্তু দান করিতে হইলে সংস্কার ব্যতিরেকে দান করা ফলকামীর কর্তব্য নহে। (১২২ ২৩) জ্ঞানী লোকে সম্পূর্ণ মুক্তি লাভের উদ্দেশে সকল কাম্য কর্ম্মেই যথাবিধি সংকল্প করিবেন। (১২৪) যাহা দান করিতে হইবে অগ্রে অর্চনা ও সংস্কার করিয়া তাহার নামোচ্চারণ পূর্ব্বক যাহাকে দান করিতে হইবে তাহার নামোচ্চারণে দান করিলে সম্পূর্ণ ফল পাওয়া যাইতে পারে। (১২৫) জলাশয় গৃহ, আরাম সেতু, সংক্রম ও বৃক্ষ এ সকল প্রোক্ষিত করিতে হইলে গায়ত্রী পাঠ পূর্ব্বক নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠ করিতে হইবে। (১২৬) হে বরুণ! তুমি জীবগণের জীববিধায়ক, তুমি সশরীর জীবানাধার আমার প্রোক্ষণে জলচর; স্থলচর ও খেচর সমুদায় জীব তৃপ্তিলাভ করুক। (১২৭) হে গৃহ তুমি তুণকাষ্ঠে বিনির্ম্মিত তুমি উত্তম বাস-যোগ্য এবং ব্রহ্মার প্রিয় বস্তু আমি জল দ্বারা প্রোক্ষণ করিতেছি তুমি সতত প্রীতিদায়ক হও। (১২৮) ইষ্টকাদি রচিত গৃহ প্রতিষ্ঠাকালে ইষ্টকাদি সমুদ্ভূত বলিয়া ইষ্ট কামনার জন্ত বাক্যোন্মেষ করিবে (১২৯) বৃক্ষ-প্রতিষ্ঠা কালে এই মন্ত্রে প্রোক্ষণ করিবে, হে বৃক্ষ! তুমি ফল, পুত্র, শাখা ও ছায়া দ্বারা সকলের প্রিয় কার্য্য সাধন করিয়া থাক, তীর্থ সলিলে প্রোক্ষিত হইয়া ভোমরা আমার সকল বাসনা পূর্ণ কর। (১৩০) সেতু! তুমি পথিক জনের প্রিয় এক সংসার-সমুদ্রের পারদায়ক আমার প্রোক্ষণে তুমি

সংক্রম স্থাং প্রোক্ষয়ামি লোকানাং সংক্রমং যথা । দদাসীহ তথা স্বর্গে সংক্রমে মে প্রীয়তাম্ ॥ ১৩২
আরামপ্রোক্ষণে ময়ো য এব কথিতঃ প্রিয়ে । স্ব এব শাখিসঙ্কারে প্রযোক্তব্যো মনীষিভিঃ ॥ ১৩৩
প্রণশো বাক্ষণঞ্চাত্ত্বং বীজজিতমময়িকৈ । সর্কসাধারণত্রব্যাপ্রোক্ষণে বিনিযোজয়েৎ ॥ ১৩৪
স্বাপনাহং বাহনং চেৎ স্বাপনয়েদ্ ব্রহ্মবিদয়া । অস্ত্রজৈবার্ঘ্যতোয়েন কুশাগ্রৈণ বিশোধয়েৎ ॥ ১৩৫
প্রাণপ্রতিষ্ঠামার্চ্য তত্ত্ববাহনসংজ্ঞয়া । পূজিতোহলঙ্কৃতো বাহো দেয়ো ভবতি দৈবতে ॥ ১৩৬
জলাশয়ে পূজনীয়ো বরুণো যাদসাম্পতিঃ । গৃহে প্রজাপতিব্রহ্মারামে সেতো চ সংক্রমে ।
পূজ্যো বিষ্ণুর্জগৎপাতা সর্কস্যা সর্কদৃগ্ভিভুঃ ॥ ১৩৭

“ শ্রীদেব্যাচ ।

বিবিধানি রিবানানি কথিতাহ্যুক্তকর্ম্মহ । ক্রমো ন দর্শিতো যেন মানবঃ কর্ম্ম সাধয়েৎ ॥ ১৩৮
ক্রমব্যত্যয়কর্ম্মাণি বহ্নারাসকৃতাত্তপি । ন যচ্ছক্তি ফলং সম্যক্ নৃণাং কর্ম্মাহুজীবিনাম্ ॥ ১৩৯

শ্রীসদাশিব উবাচ ।

যচ্ছক্ং পরমেশানি মাতেব হিতকারিণি । নিশ্চেষসন্তল্লোকানাং ফলব্যাপৃতচেতসাম্ ॥ ১৪০
এতেষামুক্তকৃত্যানামমুষ্ঠানং পৃথক্ পৃথক্ । বাস্তব্যাগক্রমাদেবি কথয়াম্যবধীয়তাম্ ॥ ১৪১
পূর্বেহহি নিয়তাহারঃ স্বঃ প্রাতঃ স্নানমাচরেৎ । কৃত্বা পূর্ক্সাহ্নিকং কর্ম্ম গুরুং নারায়ণং যজ্ঞেৎ ॥ ১৪২
ততঃ স্বকামমুদ্दिष्टা বিবিদশিতবজ্রনা । কৃতসংকল্পকো মজ্জী গণেশাদীন্ সমর্চয়েৎ ॥ ১৪৩
বজ্রকা ভং ত্রিনেত্রং ত্রদবরমুখং নাগযজ্ঞোপবীতং । শঙ্খচক্রং কুপাং বিমলসরসিজং হস্তপদ্মেদধানম্

আমাকে যথোক্ত ফল প্রদান কর। (১৩১) হে সংক্রম! তুমি লোকদিগকে বেল্লপ পরপারে লইয়া যাও, সেইরূপ আমাকে সংসার-পার করিয়া স্বর্গে লইয়া যাও। (১৩২) হে প্রিয়ে! আমার প্রোক্ষণ বিষয়ে যে মন্ত্রের কথা বলিলাম, বৃক্ষ প্রতিষ্ঠাতে পণ্ডিতগণ এই মন্ত্রই প্রয়োগ করিবেন। (১৩৩) হে অম্বিকে! সর্ক সাধারণ বস্তু প্রোক্ষিত করিবার কালে প্রণব, বরুণ বীজ ও অস্ত্র এই তিনটী বীজের ব্যবহার করিবে। (১৩৪) যাহাকে স্নান করান যাইতে পারে, সেইরূপ বাহন প্রভৃতিকে গায়ত্রী পাঠ পূর্বক স্নান করাইবে, স্নানের অযোগ্য বস্তুকে কুশাগ্র-জলে শোধন করিলে কার্য্য সিদ্ধ হইবে। (১৩৫) কোনও দেবতার বাহন প্রতিষ্ঠা করিতে হইলে, সেই বাহনের নাম করিয়া অর্চনা করত তাহাকে অলঙ্কারে বিভূষিত করিবে, পশ্চাৎ প্রতিষ্ঠা। (১৩৬) জলাশয়-প্রতিষ্ঠা-সময়ে জলজন্তুদিগের অধিপতি বরুণের অর্চনা করিতে হইবে, (এইরূপ) গৃহপ্রতিষ্ঠাকালে প্রজাপতি এবং বৃক্ষ, আরাম, সেতু ও সংক্রমপ্রতিষ্ঠাকালে সর্কস্যা জগৎপাতা সর্কদৃক্ বিষ্ণুর পূজা করিতে হইবে। (১৩৭) দেবী কহিলেন;—আপনি উৎকৃষ্ট কার্য্য সমুদায়ের নানাপ্রকার বিধির কথা বলিলেন, কিন্তু যে বিধি অবলম্বন করিয়া জীব কর্ম্ম সাধন করিবে, আপনি তাহা প্রকাশ করেন নাই। (১৩৮) যাহারা ফলাকাঙ্ক্ষী, তাহারা বহুতর শ্রম ও যত্নে যে সকল কার্য্য করে, যদি তাহাতে ক্রমের ব্যত্যয় ঘটে, তাহা হইলে ফল প্রাপ্তির আশা থাকে না। (১৩৯) সদাশিব কহিলেন,—হে পরমেশ্বর! তুমি জননীর হস্ত জগতের জীবের হিতাকাঙ্ক্ষী, আমি তোমাকে যাহা বলিয়াছি, তাহা কলাসক্ত লোক-দিগের পক্ষে সম্পূর্ণরূপে মঙ্গলকর। (১৪০) হে দেবি! আমি তোমাকে যে সকল কর্ম্মের কথা বলিয়াছি, তাহার অনুষ্ঠান পৃথক্ পৃথক্; এক্ষণে বাস্তব্যাগ হইতে আরম্ভ করিয়া বধাক্রমে বলিতেছি, তুমি একমনে শ্রবণ কর। (১৪১) বাস্তব্যাগ কালে পূর্বদিনে সংধ্যা থাকিয়া পর দিন প্রাতে স্নান করিবে, পরে মন্ত্রজ ব্যক্তি পূর্ক্সাহ্নিক কার্য্য সমাধা করিয়া গুরু ও নারায়ণের অর্চনা করিবে। (১৪২) পশ্চাৎ কামাহুসারে বধাবিধি সংকল্প করিয়া গণেশাদি দেবতার পূজা করিবে। (১৪৩) গণেশের ধ্যান এই প্রকার;—তাঁহার আতা বজ্রক পুশ্চুল্য, তিনটী চক্ষু

উদ্যাধালেমুমৌলিং দিনকরকিরণোদীপ্তবজ্রাঙ্গশোভং ।

নানালঙ্কারযুক্তং ভজত গণপতিং রক্তপদ্মোপবিষ্টম্ ॥ ১৪৪

এবং যথাযথ যথাশক্ত্যা পূজয়িত্বা গণেশ্বরম্ । ব্রহ্মাণ্ডে ততো বাণীং বিষ্ণুং লক্ষ্মীং সমর্চয়েৎ ॥ ১৪৫
শিবং দুর্গাং গ্রহাংশ্চাপি তথা বোড়শমাতৃকাঃ । যুতধারাস্বপি বহ্নিষ্টা কুৰ্ব্যাৎ পিতৃক্রিয়াম্ ॥ ১৪৬
ততঃ প্রোক্তবিধানেন মণ্ডলং বাস্তরাক্ষসঃ । নিম্নায় পূজয়েত্তত্র বাস্তদৈত্যং গণৈঃ সহ ॥ ১৪৭
ততস্ত্ব হৃণ্ডিলং কৃৎস্বা বহ্নিঃ সংস্কৃত্য পূর্ববৎ । ধারাহোমাস্তমাতৃচা বাস্তহোমং সমারভেৎ ॥ ১৪৮
যথাশক্ত্যা হতীতন্মৈ পরিারণণায় চ । তথা পূজিতদেবৈভ্যো দত্ত্বা কৰ্ম্ম সমাপয়েৎ ॥ ১৪৯
বাস্তবোগে পৃথক্কার্য্যে এষ তে কথিতঃ ক্রমঃ । অনেনৈবগ্রহাণ্ডাঞ্চ-যজ্ঞোহপি বিহিতঃ প্রিয়ে ॥ ১৫০
গ্রহাণামিত্রমুখাশ্মান্নাঙ্গশ্চেন প্রপূজনম্ । সংকল্পানস্তরং কার্য্যং বাস্তর্চনমিতি ক্রমঃ ॥ ১৫১
গণেশাদ্যর্চনং সৰ্ব্বং বাস্তবাগবিধানবৎ । গ্রহাণাং যন্ত্রমজ্ঞৌ চ ধ্যানং প্রাগেব কৌর্ত্তিতম্ ॥ ১৫২
প্রসঙ্গাৎ কথিতৌ ভদ্রে গ্রহবাস্ত্রকতুক্রমৌ । অথ প্রস্তুতকৃত্যানামুচ্যতে কুপসংক্রিয়া ॥ ৫৩
সংকল্প বিধিবৎ কৃৎস্বা বাস্তপূজনমাত্চরেৎ । মণ্ডলে কলসে বাপি শালগ্রামে যথামতিং ॥ ১৫৪
ততঃ পূজ্যো গণপতিত্রৈলোকা বাণী হরীরমা । শিবোহুর্গা গ্রহাংশ্চাপি পূজ্যা দিক্পতরন্তথা ॥ ১৫৫
মাতরো বসবোহষ্টৌ চ ততঃ কার্য্যা পিতৃক্রিয়া । প্রাধাত্ত্বং বরুণস্তাত্র স হি পূজ্যো বিশেষতঃ ॥ ১৫৬
নানোপহারৈরর্করূপমর্চয়িত্বা স্বশক্তিতঃ । বিধিবৎ সংস্কৃতে বহ্নৌ বাকুণং হোমমাত্চরেৎ ॥ ১৫৭
পূজিতেভ্যশ্চ দেবৈভ্যো দত্ত্বা প্রত্যেকমাহতিম্ । পূর্ণাহৃত্যস্তুকৃত্যেন হোমকৰ্ম্ম সমাপয়েৎ ॥ ১৫৮

মুখ হতীর জায়, নাগ তাঁহার যজ্ঞোপবীত, শঙ্খ, চক্র, কুপাণ ও সূচাক্র পদ্ম, শিরোভূষণ সমু-
দিত শশধর কলার জায়, বসন ও অঙ্গকাস্তি দিনকরকিরণবৎ, অঙ্গে নানাবিধ অলঙ্কার, রক্ত-
পদ্মে উপবেশন, এইরূপ গণপতিকে ধ্যান কর । (৪৪) এইরূপে গণেশের ধ্যান করিয়া যথাশক্তি
তাঁহার পূজা করিবে, অনস্তর ব্রহ্মা, সরস্বতী, বিষ্ণু ও লক্ষ্মীর পূজা করিবে । (১৪৫) তৎপরে শিব
দুর্গা, গ্রহগণ, ও বোড়শ মাতৃকার পূজা পূর্বক যুত ধারা প্রদানে বহ্নগণের পূজা সমাপনান্তে
পিতৃকৃত্য করিবে । (১৪৬) পরে পূর্বোক্ত বিধিক্রমে বাস্ত রাক্ষসের মণ্ডল রচনা করিয়া তাহাতে
সপরিবার বাস্ত দৈত্যগণের পূজা করিবে । (১৪৭) অনস্তর হৃণ্ডিল রচনা করিয়া পূর্ববৎ
বহ্নি সংস্কার করত 'ধারা হোম পর্য্যন্ত কার্য্য সমাধার পর বাস্ত হোম করিবে । (১৪৮) অনস্তর
বাস্ত রাক্ষস ও তাহার পরিবার দিগের উদ্দেশে যথাশক্তি হোম করিয়া পশ্চাৎ পূজিত দেবগণের
উদ্দেশে আহুতি প্রদান পূর্বক কৰ্ম্ম শেষ করিবে । (৪৯) হে প্রিয়ে ! পৃথক্ভাবে বাস্তবাগ
করিতে হইলে, এই ক্রমই বিধেয় ; এই ক্রমানুসারে গ্রহযজ্ঞ হইয়া থাকে । (১৫০) এরূপ
স্থলে গ্রহগণের প্রাধাত্ত্ব নিবন্ধন পূজা করিতে হইবেক না, কিন্তু সংকল্পের পরেই বাস্ত দেবতার
পূজা করিতে হইবে । (১৫১) যে ব্যক্তি বাস্তবাগবিধি অবগত আছেন, তিনি গণেশাদি সমু-
দায় দেবতাগণের অর্চনা করিবেন; গ্রহদিগের যন্ত্র, মন্ত্র ও ধ্যানপ্রসঙ্গক্রমে গ্রহ ও বাস্তবাগ
ক্রম বর্ণিত হইল, এক্ষণে প্রস্তুত কার্য্যের মধ্যে কুপসংস্কারের কথা বলিতেছি । (১৫৩) অগ্রে
যথাবিধি সংকল্প করিয়া স্বেচ্ছাক্রমে মণ্ডলে, কলসে, বা শালগ্রামে বাস্ত দেবের পূজা করিবে ।
(১৫৪) অনস্তর গণেশ, ব্রহ্মা, সরস্বতী, বিষ্ণু, লক্ষ্মী, শিব, দুর্গা গ্রহণ ও দিক্পালক
ইহাঁদের পূজা করত মাতৃগণ ও অষ্টবহ্নের অর্চনা করিবে, তাহার পর পিতৃকৃত্য ; কুপসংস্কার
কার্য্যে বরুণ দেবতারই প্রাধাত্ত্ব বলিয়া তাঁহাকে পূজা করিতে হয় । (১৫৫) (১৫৬)
অনস্তর নানা উপচারে যথাশক্তি বরুণের অর্চনা করিয়া সংস্কৃত অগ্নিমধ্যে যথাবিধি বরুণের
উদ্দেশে হোম করিবে । (১৫৭) অনস্তর পূজিত দেবতাদিগের প্রত্যেকের উদ্দেশে আহুতি
প্রদান পূর্বক হোমকার্য্য শেষ করিবে । (১৫৮) পরে উক্ত প্রোক্ষণ মন্ত্রে, ধ্বজ, পতাকা, মালা,

স্ততো ধ্বংসপতাকাঅঙ্গকুসুমচর্চিতম্ । উক্তপ্রাক্ষণমন্ত্ৰেণ প্রোক্ষ্যয়েৎ কুণমুত্তমম্ ॥ ১৫৯
 ত্রিত্তঃ স্বকামমুদিশ্চ দেবমুদিশ্চ বা নরঃ । সৰ্গভূতপ্রীণনার্যোৎসজ্জয়েৎ কুণজলাশয়ম্ ॥ ১৬০
 কৃতাজ্জলিপুটো ভূষা প্রার্থিয়েৎ সাধকাগ্রীঃ । সুপ্রীরস্তাং সৰ্গভূতা নভোভূতোরবাসিনঃ ॥ ১৬১
 উৎসৃষ্টঃ সৰ্গভূতেভ্যো মনৈতজ্জলমুত্তমম্ । ভূপ্যন্ত সৰ্গভূতানি নানপানাবগাহনৈঃ ॥ ১৬২
 নামান্তঃ সৰ্গজীবেভ্যো ময়া দত্তমিদং জলম্ । যে চ কেচষিপদ্যন্ত স্ব স্ব কৰ্ম্মবিপাকতঃ ॥ ১৬৩
 তৎপাটৈর্ন এলিপ্যোহং সফলান্ত মম ক্রিয়াঃ । ততস্ত দক্ষিণাং কৃৎবা কৃতশাস্তাদিকক্রিয়ঃ ॥ ১৬৪
 ব্রাহ্মণান্ ভোজয়েৎ কোলান্ দীনানপি বুভুক্ষিতান্ । জলাশয়প্রতিষ্ঠাসু সৰ্গজৈব ক্রমঃ শিবে ॥ ১৬৫
 তড়াগাদৌ চ কর্তব্যো নাগস্তন্তজলেচরাঃ ॥ ১৬৬
 মীনমণ্ডকমকরকুর্মাশ্চ জলজন্তবঃ । কার্য্যা ধাতুময়াট্টচতে কৰ্ণবিত্তাহুসারতঃ ॥ ১৬৭
 মৎস্তো স্বর্ণময়ৌ কুর্ঘ্যাৎ মণ্ডুকাবপি হেমজ্যৌ । রাজতো মকরৌ কুর্মমিথুনং তাত্রিরিত্তিকম্ ॥ ১৬৮
 ঐতজ্জলচরৈঃ সার্কঃ তড়াগমপি দীর্ঘিকাম্ । সাগরঞ্চ সমুৎসজ্য প্রার্থয়ন্নাগমর্চ্চয়েৎ ॥ ১৬৯
 অনস্তো বাসুকিঃ পদ্মো মহাপদ্মশ্চ তক্ষকঃ । কুলীরঃ কর্কটঃ শঙ্খঃ পাথসাং রক্ষকা ইমে ॥ ১৭০
 ইত্যষ্টৌ নাগনামানি লিখিত্বাশ্বখপল্লবে । সৃষ্টা প্রণবগায়ত্র্যো ঘটমধ্যে বিনিঃক্ষিপেৎ ॥ ১৭১
 টীজার্কে সাক্ষিণৌ কৃৎবা বিলোড়োকং সমুদ্রয়েৎ । তত্রোত্তিষ্ঠতি যোনাগস্তং কুর্ঘ্যাত্তোরয়রক্ষকম্ ॥ ১৭২
 স্তম্ভমেকং সমানীং বিংশতিহস্তমিতং শুভম্ । সরলং দারুজং তৈলৈরক্ষিতঞ্চ হরিদ্রম্ ॥ ১৭৩
 নাপয়েতীর্থতোয়েন ব্যাহৃত্যা প্রণবেণ চ । তত্র হ্রীং শ্রীং ক্রমাশাস্তিসহিতং নাগমর্চ্চয়েৎ ॥ ১৭৪
 নাগ ! ত্বং বিষ্ণুশয্যাসি মহাদেববিভূষণ । স্তম্ভমেনমধিষ্ঠায় জলরক্ষাং কুরুষ মে ॥ ১৭৫

চন্দন ও সিন্দূর দ্বারা সুশোভিত স্নানর কুপকে প্রোক্ষিত করিবে । (১৫৯) 'অনন্তর লোকে আপ-
 নার বা দেবতার উদ্দেশে সৰ্গভূতের তৃপ্তির জন্ত কুপ, বা জলাশয় উৎসর্গ করিবে । (১৬০) তদ-
 নন্তর সাধকবর কৃতাজ্জলিপুটে এই প্রার্থনা করিবে যে খেচর, জলচর ও স্থলচর জীবমাত্রই পরিভূক্ত
 হউক । (১৬১) সকল প্রাণীই নান, পান ও অবগাহন দ্বারা তৃপ্ত হউক, আমি সকলেরই ভক্ত
 এই উৎকৃষ্ট জল উৎসর্গ করিলাম । (১৬২) আমি সমানভাবে সৰ্গ জীবকে এই জল প্রদান
 করিলাম ; যাহারা আপনাদের কৰ্ম্ম ফল-প্রভাবে এই জলে প্রাণভাগ্য করিবে, তাহাদের বধপাপ
 আমাতে স্পর্শ হইবেক না, আমার ক্রিয়া সিদ্ধ হউক ; পরে শাস্তি প্রভৃতি সমস্ত কার্য্য সমাধা
 করিয়া পরে দক্ষিণান্ত । (১৬৪) তৎপরে কোল, ব্রাহ্মণ, ও ক্ষুধিত লোকদিগকে ভোজন করা-
 ইবে, জলাশয় প্রতিষ্ঠাতে সকল স্থলেই এইরূপ ক্রম । (১৬৫) বিশেষতঃ তড়াগাদি প্রতিষ্ঠাস্থলে
 তাহাতে নাগ, স্তম্ভ ও জলচর নির্মাণ করিতে হইবে । (১৬৬) কৰ্ম্মকর্তার বিভবমত মৎস্ত, মণ্ডুক
 মকর ও কুর্মা প্রভৃতি জলজন্তু ধাতু দ্বারা প্রস্তুত করিতে হইবে । (১৬৭) মৎস্ত ও মণ্ডুক স্বর্ণময়,
 মকরময় রক্তময় তাত্র ও বঙ্গ দ্বারা কুর্মময় প্রস্তুত করাইবে । (১৬৮) এই সমুদায় তড়াগ ও দীর্ঘিকা
 জলচর জন্তুগণের সহিত উৎসর্গ করত প্রার্থনা দ্বারা নাগের অর্চনা করিবে । (১৬৯) বাসুকি,
 পদ্ম, মহাপদ্ম, তক্ষক, কুলীর, কর্কট ও শঙ্খ ইহারা জলের রক্ষাকর্তা । (১৭০) অশ্বখপল্লবে এই
 অষ্টনাগের নাম লিখিয়া প্রণব ও গায়ত্রী উচ্চারণ পূর্বক ঘটমধ্যে নিক্ষেপ করিবে । (১৭১)
 অনন্তর চন্দ্র ও সূর্য্যকে সাক্ষী করিয়া ঐ অশ্বখ পত্র বিলোড়ন করত তন্মধ্যে একটি পত্র উত্তোলন
 করিবে, তাহাতে যে নাগের নাম উল্লিখিত হইবে, সেই জলরক্ষক হইবে । (১৭২) অনন্তর
 বিংশতিহস্তপরিমিত স্নানর-সরল কাষ্ঠময় একটি স্তম্ভ আনয়ন করত তাহা তৈল ও হরিদ্রায়
 রুজিবে । (১৭৩) পরে তীর্থজল দ্বারা প্রণব ও দ্ব্যাহতি উচ্চারণ করত স্তম্ভকে নান করাইবে,
 তাহাতে হ্রীং শ্রীং ক্রমা ও শাস্তির সহিত নাগের পূজা করিবে । (১৭৪) অনন্তর এই বলিয়া প্রার্থনা
 করিবে যে, হে নাগ ! তুমি শিবের ভূষণ ও বিষ্ণুর শয্যা, অতএব তুমি এই স্তম্ভে অধিষ্ঠান হইয়া

ইতি প্রার্থ্য ততো নাগন্তন্তং মধ্যে জলাশয়ম্ । সমারোপ্য তড়াগঞ্চ কৰ্ত্তা কুর্য্যাৎ প্রদক্ষিণম্ ॥ ১৭৬ ॥
 যুগপৎ স্থাপিতঃ পূৰ্বে তদানাগং ঘটেহর্চয়ন্ । তজ্জলং তত্র নিক্ষিপ্য শিষ্টং কৰ্ম্ম সমাপয়েৎ ॥ ১৭৭ ॥
 এবং গৃহপ্রতিষ্ঠায়াং কৃতসংকল্পকো বুধঃ । বাহ্যাদিবহুপূজাতং পিত্র্যং কৰ্ম্ম চ কুপবৎ ॥ ১৭৮ ॥
 বিধায়াত্র বিশেষণ যজ্ঞদেবং প্রজাপতিম্ । প্রাজাপত্যঞ্চ হবনং কুর্য্যাৎ সাধকসত্তমঃ ॥ ১৭৯ ॥
 গৃহং পূৰ্ণোক্তমন্ত্রেণ প্রোক্ষ্য গন্ধাদিনার্চয়ন্ । ঈশানাভিমুখে তুষ্ট্বা প্রার্থয়েদ্বিহিতাজ্জলিঃ ॥ ১৮০ ॥
 প্রজাপতিপতে গেহ পুষ্পমালাদিতুষিতঃ । অগ্ন্যকং শুভবাসায় সৰ্ব্বথা সুখদো ভব ॥ ১৮১ ॥
 ততস্ত দক্ষিণাং কৃৎবা শাস্ত্রানীর্কাদমাচরেৎ । বিপ্রান্ কুলীনান্ দীনান্শ্চ ভোজয়েদ্বান্নশক্তিতঃ ॥ ১৮২ ॥
 অত্ৰাৰ্হত্ব প্রতিষ্ঠা চেৎ তদ্বাসায়া যো জপেৎ । দেবতাকৃতগেহস্থ বিধানং শৃণু শৈলজে ॥ ১৮৩ ॥
 ইৎ সংস্কৃত্য ভবনং শঙ্খতুষ্যাদিনিস্বনৈঃ । দেবতাসমিধিং গচ্ছা প্রার্থয়েদ্বিহিতাজ্জলিঃ ॥ ১৮৪ ॥
 উত্তীৰ্ণ দেবদেবেশ তক্তানাং বাহিতপ্রদ । আগত্য জন্মসাকল্যং কুরু মে করুণানিধে ! ॥ ১৮৫ ॥
 ইত্যভ্যর্থ্য গৃহাভ্যর্থে দেবমানীয় সাধকঃ । উপস্থাপ্য গৃহদ্বারি পুরতো বাহনং ত্রসেৎ ॥ ১৮৬ ॥
 ত্রিশূলমথবা চক্রং বিত্তস্ত ভবনোপরি । রোপয়েন্নদ্বিরেশানে সপতাকাং ধ্বজং সূৰ্যীঃ ॥ ১৮৭ ॥
 চক্ষ্রাতপৈঃ কিঙ্কিণীভিঃ পুষ্পস্কচ্যুতপল্লবৈঃ । শোভয়িত্বা গৃহং সম্যক্ ছাদয়েদ্বিহিতাবাসনা ॥ ১৮৮ ॥
 উত্তরাভিমুখং দেবং বক্ষ্যমাণবিধানতঃ । ন্নাপয়েদ্বিহিতৈর্দ্রব্যৈস্তৎক্রমং বচ্নি তে শৃণু ॥ ১৮৯ ॥
 ঐং হ্রীং ত্রীমিতি মন্ত্রান্তে মূলমন্ত্রং সমুচ্চরন্ । ছুঞ্চেৎ ন্নাপয়ামি হ্যং মাতেব পরিপালয় ॥ ১৯০ ॥

আমার জল রক্ষা কর । (১৭৫) এইরূপ প্রার্থনা করিয়া জলাশয় মধ্যে স্তম্ভ প্রোথিত করিয়া তড়াগ প্রদক্ষিণ করিবে । (১৭৬) পূর্বে কূপ প্রোথিত হইলে ঘটের উপরিভাগে নাগের পূজা করিবে অনন্তর ঘটের জল জলাশয়ে ক্ষেপণ পূর্বক অবশিষ্ট কৰ্ম্ম সমাপন করিবে । (১৭৭) এইরূপ গৃহ প্রতিষ্ঠা স্থলে জ্ঞানী ব্যক্তি সংকল্প করিয়া কূপপ্রতিষ্ঠার ত্রায় বাস্ত পূজা আরম্ভ করতঃ বহু পূজা পর্য্যন্ত শেধ করিয়া পিতৃকৃত্য সমাধা করিবে । (১৭৮) অনন্তর সাধকবর দেব প্রজাপতির সবিশেষ পূজা করিবে, পরে প্রাজাপত্য হোমাত্মন বিধেয় । (১৭৯) পূৰ্ণোক্ত মন্ত্রে গৃহ প্রোক্ষণ পূর্বক গন্ধপুষ্পাদি দ্বারা অর্চনা করিবে, পরে ঈশানাভিমুখে কৃতাজলিপুটে প্রার্থনা করিবে । (১৮০) হে গৃহ ! প্রজাপতি তোমার অধিষ্ঠাতা, তুমি পুষ্পমালাদিতে অলঙ্কৃত হইয়াছ অতএব আমাদেয় শুভবাসের জন্য তুমি সুখ বিধান কর । (১৮১) অনন্তর দক্ষিণান্ত করিয়া শাস্তি ও আশীর্বাদ গ্রহণ করিবে, পরে কোলব্রাহ্মণ ও দীনদরিদ্রগণকে যথাশক্তি ভোজন করাইবে । (১৮২) অন্তের গৃহ প্রতিষ্ঠা করিতে হইলে হে শৈলনন্दिनि ! আমি দেবোদ্দেশে গৃহপ্রতিষ্ঠার কথা বলিতেছি, শ্রবণ কর । (১৮৩) পূর্ববৎ গৃহসংস্কার করিয়া শঙ্খ ও তুষ্যাदि নিমাদ করতঃ দেবতাসমীপে গমন পূর্বক কৃতাজলিপুটে এই প্রার্থনা করিবে । (১৮৪) হে দেবদেবেশ ! তুমি উথিত হও ; তুমি তক্তগণের অতীষ্ট কল-বিধায়ক, হে দয়ানিধে ! তুমি নবপ্রতিষ্ঠিত গৃহে আগমন পূর্বক আমার জন্ম সার্থক কর । (১৮৫) এইরূপে অভ্যর্থনা করিয়া সাধক গৃহসমীপে দেবতাকে আনয়ন করতঃ গৃহদ্বারে স্থাপন পূর্বক সম্মুখে বাহনকে রক্ষা করিবে । (১৮৬) দেবগৃহের উপরিভাগে চক্র, বা ত্রিশূল স্থাপন করিয়া সাধক ঐ গৃহের ঈশানকোণে পতাকাসম্বিত ধ্বজারোপণ করিবে । (১৮৭) অনন্তর চক্ষ্রাতপ, কিঙ্কিণী, পুষ্পমালা ও চ্যুতপল্লব দ্বারা মন্দির সুশোভিত করিয়া দিব্য বসনে আচ্ছাদিত করিবে । (১৮৮) তদনন্তর উত্তরাণ্তে দেবতাকে স্থাপিত করিয়া বক্ষ্যমাণ বিধিক্রমে বিহিত জন্মে দেবতাকে নান করাইবে, নানবিধি বলিতেছি শ্রবণ কর । (১৮৯) প্রথমে ঐং হ্রীং ত্রীং এই মন্ত্রের শেষে মূল মন্ত্র পাঠ করিয়া পরে ছুঞ্চেৎ ন্নাপয়ামি তং মাতেব পরিপালয় এই মন্ত্র পাঠ করিবে । (১৯০) পরে পূর্ববৎ ঐং হ্রীং ত্রীং মন্ত্রের পর-মূলমন্ত্র পাঠ করিয়া অহং হ্যং দ্বারা-

ত্রয়োদশোক্তাসঃ ।

- প্রোক্তবীজত্রয়স্তাস্তে তথা মূলং নিষোজয়ন্ । দয়া স্বাং আপন্নাম্যদ্য ভবতাপহরো তব ॥ ১১১
 পুনরুক্ত্যত্রয়ং মূলং সর্বানন্দকরৈতি চ । মধুনা নাপিতঃ প্রীতো যামানন্দময়ং কুরু ॥ ১১২
 প্রাথম্যং সমুচ্চার্য সাক্ষীত্রয়ং প্রণবং স্বরন্ । দেবপ্রিয়েণ হবিষা আয়ুঃ শুক্রেণ তেজসা ।
 জ্ঞানং তে কল্পয়ামি মমারোগ্যং সদা কুরু ॥ ১১৩
 তদ্ব্যমূলং গায়ত্রীং ব্যাহতিং সমুদীরয়ন্ । দেবেশ শর্করাতোয়ৈঃ স্নাতো মে যচ্ছ বাহ্নিতম্ ॥ ১১৪
 তথা মূলং সমুচ্চার্য গায়ত্রীং বারুণং মহম্ । বিধাত্রা নিশ্চিতৈর্দ্বিভৈঃ প্রিয়েঃ দ্বিষ্টৈরলৌকিকৈঃ ।
 নারিকেলোদকৈঃ জ্ঞানং কল্পয়ামি নমোহস্ত তে ॥ ১১৫
 গায়ত্র্যা মূলমস্ত্রেণ নাপয়েদিক্কুজৈরসৈঃ ॥ ১১৬
 কামরীজং তথা তারং সাবিত্রীং মূলমীরয়ন্ । কর্পূরাগুরুকান্দীরকন্তুরীচন্দনোদকৈঃ ।
 স্নানাতো ভবস্তপ্রীতো ভুক্তিমুক্তী প্রযচ্ছ মে ॥ ১১৭
 ঐত্যষ্টকলসৈঃ জ্ঞানং কারয়িত্বা জগৎপতিম্ । গৃহাত্যস্তরমানীয় স্থাপয়েদাসনোপরি ॥ ১১৮
 নাপনার্হী ন চেদর্চ্চা তদ্যজ্ঞে বাপি তন্মনো । শালগ্রামশিলায়াং বা নাপয়িত্বা প্রপূজয়েৎ ॥ ১১৯
 অশক্তো মূলমস্ত্রেণ নাপয়েচ্ছুকপায়সাম্ । অষ্টভিঃ কলসৈর্ঘাষা পঞ্চভিঃ সপ্তভির্ঘাষা ॥ ২০০
 ঘটপ্রমাণং প্রাগেব কথিতং চক্রপূজনে । সর্বাভাগমকৃতোষু স এব বিহিতো ঘটঃ ॥ ২০১
 ততো যজ্ঞেন্নহাদেবং স্বশ্রুপূজাবিধানতঃ । তত্রোপচারান্ বহ্ময়ামি শৃণু দেবি পরাংপরে ॥ ২০২
 আসনং স্বাগতং পাদ্যমর্ঘ্যামাচমনীয়কম্ । মধুপর্কস্তথাচম্যং স্নানীয়ং বস্ত্রভূষণে ॥ ২০৩
 গন্ধপুষ্পে ধূপদীপৌ নৈবেদ্যং বন্দনং তথা । দেবার্চনাস্থ নির্দিষ্টা উপচারাশ্চ ষোড়শ ॥ ২০৪
 পাদ্যমর্ঘ্যামাচমনং মধুপর্কচামৌ তথা । গন্ধাদিপঞ্চকং চৈতে উপচারা দশ স্নাতাঃ ॥ ২০৫

মাদ্য ভবতাপহরো তব এই মন্ত্রোচ্চারণ করিবে। (১১১) পুনরুক্ত পূর্বোক্ত তিনটা বীজ পাঠ করতঃ সর্বানন্দ পাঠ করিয়া বলিবে, মধুনা নাপিতঃ প্রীতো যামানন্দময়ং কুরু। (১১২) অনস্তর পূর্বের ত্রয় বীজত্রয় উচ্চারণ পূর্বক মূলমন্ত্র, গায়ত্রী ও প্রণব স্বরণ করতঃ দেব প্রিয়েণ হইতে আরম্ভ করিয়া মমারোগ্যং সদা কুরু এই পর্য্যন্ত মন্ত্র পাঠ করিবে। (১১৩) পরে পূর্ববৎ বীজত্রয় পাঠ করত মূল, গায়ত্রী ও ব্যাহতি উচ্চারণ পূর্বক বলিবে, হে দেবেশ! শর্করা তোয়ৈঃ স্নাতো মে যচ্ছ বাহ্নিতং। (১১৪) এইরূপ পূর্বোক্ত মূল, গায়ত্রী ও বারুণ বীজ পাঠ করতঃ বলিবে যে, বিধাত্র-রচিত দ্বিধ দিব্য অলৌকিক নারিকেল জলে তোমাকে স্নান করাইতেছি, তোমাকে নমস্কার। (১১৫) অনস্তর গায়ত্রী ও মূলমন্ত্র পাঠ করিয়া ইক্ষুরসে স্নান করাইতে হইবে। (১১৬) পরে ক্রীং ও উচ্চারণ পূর্বক গায়ত্রী ও মূলমন্ত্র পাঠ করিবে, তখন কর্পূর, অগুরু, কান্দীর, কন্তুরী ও চন্দনোদকে স্নানরূপে স্নাত হইয়া তুমি স্প্রীত হও এবং আমাকে ভোগ-মোক্ষ প্রদান কর, বলিবে। (১১৭) জগৎপতিকে এইরূপে অষ্ট কলসে স্নান করাইয়া গৃহমধ্যে লইয়া গিয়া তাঁহাকে আসনোপরি স্থাপন করিবে। (১১৮) দেবমূর্ত্তি স্নান করাইবার উপযুক্ত না হইলে সেই দেবতার যন্ত্রে, মন্ত্রে, বা শালগ্রাম শিলাতে স্নান করাইয়া অর্চনা করিবে। (১১৯) অসক্ত হইলে মূল মন্ত্রোচ্চারণে অষ্ট, সপ্ত, অভাবে পঞ্চকলস শুদ্ধ জলে স্নান করাইবে। (২০০) চক্র পূজা-স্থলে যে ঘটের প্রমাণ বলা হইয়াছে, সেইরূপ ঘটই তন্ত্রোক্ত সমুদায় কার্য্যেই বিহিত। (২০১) অনস্তর স্ব শ্রুপূজাবিধিক্রমে মহাদেবের পূজা করিবে, হে পরাংপর দেবি! উক্ত দেবার্চনস্থলে উপচারের কথা বলিতেছি, শ্রবণ কর। (২০২) আসন, স্বাগত, পাদ্য, অর্ঘ্য, আচমনীয়, মধুপর্ক, পুস্ত্র-রাচমনীয়, স্নানীয়, বস্ত্র, ভূষণ, গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ ও নৈবেদ্য এই ষোড়শোপচার দেবার্চনা বিষয়ে নির্দিষ্ট। (২০৩-২০৪) পাদ্য, অর্ঘ্য, আচমনীয়, মধুপর্ক, পুনরাচমনীয়, গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ ও নৈবেদ্য ইহার নীম দশোপচার। (২০৫) হে কালিকে! দেবপূজা-স্থলে গন্ধ, পুষ্প, ধূপ,

গন্ধপুষ্পে ধূপদীপৌ নৈবেদ্যকাশি কালিকে । পঞ্চোপচারাঃ কথিতা দেবতারাঃ প্রপূজনে ॥ ২০৬
 অস্ত্রেণাধ্যাস্তা দ্রব্যং প্রোক্ষ্য ধেনুং প্রদর্শয়ন্ । সংপূজ্য গন্ধপুষ্পাভ্যাং দ্রব্যাদ্যানং সমুদ্ভিষ্টোৎসব
 বক্ষ্যমাণমহুং স্বতা মূলঞ্চ দেবতাভিধান্ । সচতুর্থীং সমুচ্চাৰ্য্য ত্যাগার্থং বচনং পঠেৎ ॥ ২০৮
 নিবেদনবিধিঃ প্রোক্তো দেবে দেয়েষু বস্তবু । অনেন বিধিনা বিদ্বান্ দ্রব্যং দদ্যাদ্বিবোকসে ॥ ২০৯
 আদ্যার্চনবিধৌ পূৰ্ণং পাদ্যার্থাদিনিবেদনম্ । অৰ্পণং কারণাদীনাং সৰ্বমেব প্রদর্শিতম্ ॥ ২১০
 অমুক্তমহ্মা যে তত্র তানেবাচ্ শৃণু প্রিয়ে । আসনাহ্যপচারাগাং প্রদানে বিনিবোধয়েৎ ॥ ২১১
 সৰ্বভূতান্তরং সৰ্বভূতান্তরায়নে । কল্পয়াম্যুপবেশাৰ্থাসনস্তে নমো নমঃ ॥ ২১২
 উক্তক্রমেণ দেবেশি প্রদায়াসনমুক্তমম্ । কৃতাজলিপুটৌ ভূষা স্বাগতং প্রার্থয়েত্ততঃ ॥ ২১৩
 দেবাঃ স্বাভীষ্টসিদ্ধার্থং যন্ত বাহুস্তি দর্শনম্ । সুস্বাগতং স্বাগতঞ্চ তস্মৈ তে পরমায়নে ॥ ২১৪
 অদ্য মে সকলং জন্ম জীবনং সকলাঃ ক্রিয়াঃ । স্বাগতং যস্য তস্মৈ তপসাং ফলমাগতম্ ॥ ২১৫
 দেবগামস্ত্র্য সংপ্রার্থ্য স্বাগতপ্রদমষিকে । বিহিতং পাদ্যমাদায় মন্ত্রমেনমুদীরয়েৎ ॥ ২১৬
 যৎপাদজলসংস্পর্শাচ্ছুদ্ধিমাং জগদ্রম্য । তৎপাদজলপ্রাকালনার্থং পাদ্যস্তে কল্পয়াম্যহম্ ॥ ২১৭
 পরমানন্দসন্দোহো জায়তে যৎপ্রসাদতঃ । তস্মৈ সৰ্বান্নভূতায় আনন্দার্থ্য সমর্পয়ে ॥ ২১৮
 জাতীলবঙ্গকঙ্কোলৈর্জলং কেবলমেব বা । প্রোক্ষিতাচ্চিত্রমাদায় মন্ত্রমেনান চার্পয়েৎ ॥ ২১৯
 যদুচ্ছিষ্টমপস্পৃষ্টং শুদ্ধিমেত্যখিলং জগৎ । তস্মৈ মুখারবিন্দায় আচম্য কল্পয়ামি তে ॥ ২২০
 মধুপর্কং সমাদায় তক্ত্যানেন সমর্পয়েৎ ॥ ২২১

দীপ ও নৈবেদ্য ইহার নাম পঞ্চোপচার । (২০৬) ফট্ মন্ত্র পাঠে অর্ঘ্য জল দ্বারা দেয় দ্রব্য প্রোক্ষণ করতঃ ধেনু মুদ্রা প্রদর্শন পূর্বক গন্ধ পুষ্প দ্বারা পূজা করিয়া দ্রব্যের নামোল্লেখ করিবে । (২০৭) অনন্তর বক্ষ্যমাণ মন্ত্র পাঠ করিয়া মূল ও চতুর্থী বিভক্ত্যন্ত দেবতার নাম করতঃ ত্যাগার্থ বচন— অর্থাৎ নমঃ মন্ত্র পাঠ করিবে । (২০৮) দেবতাকে যে দ্রব্য প্রদান করিতে হইবে, তাহার নিবেদনক্রম বলিলাম, বিদ্বান্ লোকে এই বিধানানুসারে দেবোদ্দেশে দ্রব্য প্রদান করিবেন । (২০৯) আদ্য কালিকার পূজাবিধিবর্ণনস্থলে পূর্বে পাদ্য অর্ঘ্য প্রভৃতির নিবেদন ও কারণাদি অর্পণের কথা বলিয়াছি । (২১০) হে প্রিয়ে । সে থানে যে সকল মন্ত্রের কথা বলা হয় নাই, তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর ; আসন ইত্যাদি উপচার প্রদানকালে এই সমস্ত মন্ত্র প্রয়োগ করিবে । (২১১) তুমি সর্বভূতের অন্তরে অবস্থিতি কর, তুমি জীবগণের অন্তরাত্মা, তোমার উপবেশনের জন্ত আসনকল্পনা করিতেছি, তোমাকে বারম্বার নমস্কার । (২১২) হে দেবেশি ! উক্ত মন্ত্রে উক্তম আসন প্রদানের পর কৃতাজলিপুটে স্বাগত প্রার্থনা করিবে । (২১৩) আপনাপন অভীষ্ট সিদ্ধির জন্ত দেবতারা বাহাকে দেখিতে ইচ্ছা করেন, তুমিই সেই পরমাত্মা, আমার জন্ত তোমার স্বাগত সুস্বাগত নিবেদিত হইল । (২১৪) যখন অদ্য তোমার শুভাগমন ঘটিয়াছে, তখন আমার জন্ম, জীবন ও ক্রিয়া সার্থক হইল, আমি অদ্য তপস্যার ফল প্রাপ্ত হইলাম । (২১৫) হে অম্বিকে ! এইরূপ স্বাগত প্রশ্ন দ্বারা দেবতার আমন্ত্রণ করিয়া প্রার্থনা পূর্বক বিহিত পাদ্য গ্রহণ করতঃ এই মন্ত্রোচ্চারণ করিবে । (২১৬) বাহার পাদোদকস্পর্শে ত্রিলোক পবিত্র হইয়াছে, তাঁহারই পাদপ্রাকালনার্থে এই পাদ্য প্রদান করিলাম । (২১৭) বাহার প্রসন্নতায় পরমানন্দ সমূহ সমুদ্ভূত হয়, আমি সেই পরমাত্মার জন্ত এই আনন্দার্থ্য সমর্পণ করিলাম । (২১৮) এইরূপে জাতী, লবঙ্গ ও কঙ্কোল দ্বারা সুবাসিত জল, অথবা শুদ্ধ জল অর্ঘ্যোদকে প্রোক্ষিত ও অর্পিত করিয়া উক্ত মন্ত্র উচ্চারণ করত সমর্পণ করিবে । (২১৯) বাহার উচ্ছিষ্টে অপবিত্র জগৎ পবিত্র হয়, আমি অদ্য তাঁহার মুখারবিন্দে আচমনীয় করনা করিতেছি । (২২০) অনন্তর মধুপর্ক গ্রহণ পূর্বক এই মন্ত্রো-

তাপ্তব্রহ্মবিনাশার্থমখণ্ডানন্দহেতবে । মধুপর্কং দদাদ্যাদ্য প্রসীদ পরমেশ্বর ॥ ২২২
 অতঃ প্রসীদিতামেতি বৎস্পৃষ্টস্পর্শমাত্রতঃ । অগ্নিস্তে বদনাত্তোকে পুনরাচমনীয়কম্ ॥ ২২৩
 স্নানার্থং জলমাদায় প্রাথ্যং প্রোক্ষিতমর্চিতম্ । নিধায় দেবপুরতো মন্ত্রমেনমুদীরয়েৎ ॥ ২২৪
 যত্তেজসা জগদ্ব্যাপ্তং যতো জাতমিদং জগৎ । তন্মৈ তে জগদাধার স্নানার্থং তোরমর্পয়ে ॥ ২২৫
 স্নানে বজ্রে চ নৈবেদ্যে দদাদ্যাদ্যচমনীয়কম্ । অস্ত্রদ্রব্য প্রদানাত্তোয়ং সঙ্কৎ সঙ্কৎ ॥ ২২৬
 বজ্রমানীয় দেবাগ্রে শোধিতং পূর্ববজ্রনা । ধ্বজা করাভ্যামুত্তোল্য পঠেদেনং মন্ত্রং সুধীঃ ॥ ২২৭
 সর্কাবরণহীনায় স্নানপ্রচ্ছন্নতেজসে । বাসসী পরিধানায় কল্পয়ামি নমোহস্ত তে ॥ ২২৮
 বিশ্বাভরণভূতায় বিশ্বশৌভৈকযোনয়ে । স্নানবিগ্রহভূত্বার্থ ভূষণানি সমর্পয়ে ॥ ২৩০
 গন্ধতন্মাত্রায়া সৃষ্টী যৈন গন্ধপরা ধরা । তন্মৈ পরায়নে তুভ্যং পরমং গন্ধমর্পয়ে ॥ ২৩১
 পুষ্পং মনোহরং রম্যং সুগন্ধং দেবনির্মিতং । ময়া নিবেদিতং তন্ত্র্যাপুষ্পমেতৎ প্রগৃহ্যতাম্ ॥ ২৩২
 বিনস্পতিরসৌ দিব্যো গন্ধাঢ্যঃ সুমনোহরঃ । আত্রেয়ঃ সর্কভূতানাং ধূপোস্ত্রাণায় তে হর্পতে ॥ ২৩৩
 সুপ্রকাশো মহাদীপ্তঃ সর্কতত্তিমিরাপহঃ । সবাহত্যন্তরজ্যোতির্দীপেহয়ং প্রতিগৃহ্যতাম্ ॥ ২৩৪
 নৈবেদ্যং স্বাহসযুক্তং নানাভক্ষ্যসমম্বিতম্ । নিবেদয়ামি ভক্ত্যেদং জুবাণ পরমেশ্বর ॥ ২২৫
 পানার্থং সলিলং দেব কর্পূরাদিসুवासিতম্ । সর্কভূতিকরং স্বচ্ছমর্পয়ামি নমোহস্ত তে ॥ ২৩৬
 ততঃ কর্পূরখদিরলবঙ্গৈলাদিভিযুতম্ । তাস্বলং পুনরাচম্যং দক্ষা বন্দনমাচরেৎ ॥ ২৩৭

আমি ত্রিতাপ-বিনাশ জন্ত তোমাকে মগধূর্ক প্রদান করিতেছি তুমি প্রসন্ন হও । (২২২) বৎস্পৃষ্ট স্পর্শমাত্রে অন্তর্গত তৎক্ষণাৎ শুচি হয়, আমি তোমার সেই মুখকমলে পুনরাচমনীয় প্রদান করিতেছি । (২২৩) অনন্তর স্নানার্থ জল গ্রহণ পূর্বক পূর্ববৎ প্রোক্ষিত ও অর্চিত করিয়া দেবতার সম্মুখে স্থাপন করত এই মন্ত্র পাঠ করিবে । (২২৪) বাহার তেজ জগদ্ব্যাপ্ত, বাহা হইতে এই জগতের উৎপত্তি হইয়াছে, আমি সেই জগতের আধার তোমার স্নানের জন্ত এই জল সমর্পণ করিতেছি । (২২৫) স্নান, বজ্র এবং নৈবেদ্য উৎসর্গের পর আচমনীয় প্রদান করিবে, অস্ত্র দ্রব্য প্রদানের পর এক একবার জল প্রদান করিতে হয় । (২২৬) জ্ঞানী ব্যক্তি দেবতার সম্মুখদেশে পুষ্পোক্ত বিধিক্রমে পরিশোধিত বজ্র আনয়ন করতঃ দুই হস্তে ধারণ ও উত্তোলন করিয়া এই মন্ত্র পাঠ করিবে । (২২৭) তুমি সর্কাবরণবিহীন, তোমার তেজ মায়া-প্রভাবে প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে, আমি তোমার পরিধানের নিমিত্ত এই বজ্র কল্পনা করিতেছি, তোমাকে নমস্কার । (২২৮) অনন্তর স্বর্ণ ও রৌপ্যময় নানাবিধ অলঙ্কার গ্রহণ ও প্রোক্ষণ করিয়া অর্চিত করতঃ এই মন্ত্র পাঠে দেবতাকে প্রদান করিবে । (২২৯) যিনি জগতের অলঙ্কারস্বরূপ, যিনি জগতের শোভার আকর, ঐহার মাস্তিক দেহের সৌন্দর্যের জন্ত আমি এই সমুদায় অলঙ্কার প্রদান করিতেছি । (২৩০) বাহা হইতে পুরু তন্মাত্র দ্বারা গন্ধের আধারভূত পৃথিবী সৃষ্ট হইয়াছে, তুমিই সেই পরমাত্মা, আমি তোমাকে দিব্য গন্ধ প্রদান করিতেছি । (২৩১) এই পুষ্প সুরম্য, সুগন্ধ ও দেবনির্মিত, আমি ভক্তিতে সমর্পণ করিতেছি, তুমি ইহা গ্রহণ কর । (২৩২) এই ধূপ বিনস্পতিরসনির্মিত সুরম্য, দিব্য ও সঙ্গন্ধসম্পন্ন, ইহা সকলের আত্রেয়, আমি ইহা তোমার আত্মাণের জন্ত সমর্পণ করিতেছি । (২৩৩) এই দীপ সুপ্রকাশ ও মহাদীপ্তিশালী, ইহার বাহিরে ও অন্তরে জ্যোতিঃ জাজ্বল্যমান, ইহা স্নান চতুর্দিকের অন্ধকার বিনষ্ট হইতেছে, তুমি এই দীপ গ্রহণ কর । (২৩৪) হে পরমেশ্বর ! এই নৈবেদ্য নানাপ্রকার ভক্ষ্যদ্রব্য পরিপূর্ণ এবং সুবাহ, আমি ইহা ভক্তিতে সমর্পণ করিতেছি, তুমি ভক্ষণ কর । (২৩৫) হে দেব ! আমি কর্পূরাদি সুवासিত সকলের ভূষ্টিকর সুনির্মল পানার্থ জল প্রদান করিতেছি, তোমাকে নমস্কার । (২৩৬) অনন্তর কর্পূর, খদির, এলাচি

উপচারাধারদানে সাধারদ্রব্যমুন্নিখেৎ । দদ্যাচ্চা পৃথগ্ধারং তন্ত্রানাম সমুচ্চরন্ ॥ ২৩৮
 ইখমর্জিতদেবকার দবা পুপাঞ্জলিত্রয়ম্ । সাক্ষাদনং গৃহং প্রোক্ষ্য পঠেদেনং কৃতাজ্জলিঃ ॥
 গেহ! স্বং সৰ্বলোকানাং পূজ্যঃ পুণ্যযশঃপ্রদ । দেবতা-হিতিদানেন শ্রমেৰুসদৃশো ভব ॥ ২৪০
 স্বং কৈলাসচ্চ বৈকুণ্ঠং ব্রহ্মলবনং গৃহ । যযয়া বিধ্বতো দেবন্তম্মাৰুঃ সুরবন্দিতঃ ॥ ২৪১
 যন্ত কুক্ষৌ জগৎ সৰ্বং বৈবভর্ষি চরাচরম্ । মায়াবিধ্বতদেবন্ত তন্ত মূৰ্ত্তেৰ্ধিধারণাৎ ॥ ২৪২
 দেবমাতৃনমস্বং হি সৰ্ব্ভীর্থময়তথা । সৰ্বকামপ্রদো ভূয়া শান্তিঃ মে কুরু তে নমঃ ॥ ২৪৩
 ইত্যভ্যর্থ্য ত্রিরভ্যর্চ্য গৃহং চক্রাদিসংযুতম্ । আশ্বিনঃ কামমুদ্রিষ্ঠ দদ্যাদ্ধেবার সুধিকঃ ॥ ২৪৪
 লিখাবাসায় বাসায় গৃহং তে বিনিবেদিতম্ । অঙ্গীকুরু মহেশাম! রূপয়া সন্নিধীয়তাম্ ॥ ২৪৫
 ইত্য়াকর্ণিতগেহায় দেবার দত্তদক্ষিণঃ । শঙ্খতুৰ্য্যাদিঘোষৈস্তং স্থাপয়েদেদিকোপক্ৰি ॥ ২৪৬
 স্পৃষ্টা দেবপদদ্বন্দ্বং মূলমন্ত্রং সমুচ্চরন্ । স্থাংস্থীং স্থিরো ভবেত্য়াক্ৰা বাসন্তে কলিতোময়া ।
 ইতি দেবং স্থিরীকৃত্য ভবনং প্রার্থয়েৎ পুনঃ ॥ ২৪৭
 গৃহ দেবনিবাসায় সৰ্ব্বথা প্রীতিদো ভব । উশ্বেষ্টে দ্বয়ি মে লোকাঃ স্থিরাং সন্ত নিরাময়াঃ ॥ ২৪৮
 দ্বিসপ্তাভীতপুরুষান্ দ্বিসপ্তানাগতানপি । মাং চ মে পরিবারাংশ্চদেবদ্বাশ্চি নিবাসয় ॥ ২৪৯
 যজ্ঞনাং সৰ্ব্ববজ্ঞানাং সৰ্ব্ভীর্থনিষেবণাং । যৎ ফলং তৎফলং মেহদ্য জায়তাং স্বংপ্রসাদতঃ ॥ ২৫০
 যাবদ্ বহুধরা তিষ্ঠেৎ যাবদেতে ধরাধরাঃ । যাবদ্বিবানিশানার্থো তাবদ্বৈ বর্ততাং কুলম্ ॥ ২৫১

ও লবঙ্গসমর্ষিত তাধূল এবং পুনরাচমনীয় প্রদান করিয়া নমস্কার করিবে। (২৩৭) পাত্রসহিত উপচার দেওয়া হইলে তাহা আধার সহিত দ্রব্যের নামোন্মেষ করিয়া দিবে, অথবা আধার ও দ্রব্যের পৃথক্ নাম নির্দেশ করিবে। (২৩৮) পরে এইরূপে পূজিত দেবতার নিকটে তিনবার পুপাঞ্জলি প্রদান করিয়া সাক্ষাদন সহ গৃহকে প্রোক্ষণ করত কৃতাজ্জলিপুটে এই মন্ত্র পাঠ করিবে। (২৩৯) হে গৃহ! তুমি সৰ্বলোকের পূজ্য এবং ও পুণ্য ও যশোদায়ক, তুমি দেবতাকে স্থান দান করিয়া শ্রমেৰুতুল্য হও। (২৪০) তুমি কৈলাস, বৈকুণ্ঠ ও ব্রহ্মালয়, তুমি যখন দেবতাকে ধারণ করিয়া আছ, তখন তুমি দেবগণেরও পূজ্য। (২৪১) যাহার কুক্ষিতে চরাচর সহিত সমুদায় জগৎ স্থান পাইতেছে, তিনি মারামর শরীর ধারণ করিয়াছেন বলিয়া, তুমি তাঁহার মূর্ত্তি ধারণ করিতেছ। (২৪২) তোমাকে অধিক কি বলিব, তুমি দেবগণের মাতৃতুল্য এবং সৰ্ব্ভীর্থময়, তুমি আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ কর এবং আমাকে শান্তিপথে প্রস্থাপিত কর, তোমাকে নমস্কার। (২৪৩) সাধক চক্রাদিসম্বলিত গৃহের এইরূপ অভ্যর্থনা করিয়া তিনবার অর্চনা করিবে, পবে আপনার কামনার উদ্দেশ্যে উহা দেবতার জন্ত উৎসর্গ করিবে। (২৪৪) তোমার মন্ত্র এই, হে মহেশ্বর! তুমি যদিও জগতের আবাস, তথাপি, তোমার বাসের জন্ত এই গৃহ উৎসর্গ করি-
 শাম, তুমি ইহা দয়া করিয়া গ্রহণ কর এবং এই গৃহে অবস্থিতি কর। ২৪৫ এই বলিয়া দেবতাকে গৃহ উৎসর্গ করিয়া দিয়া দক্ষিণা প্রদান পূর্ব্বক শঙ্খ ও তুৰ্য্যধ্বনিসহকারে দেবতাকে বেকীর উপরিভাগে রক্ষা করিবে। ২৪৬ অনন্তর দেবতার চরণদ্বয় স্পর্শ করিয়া মূলমন্ত্র পাঠ করত স্থাং স্থীং স্থিরীভব এই মন্ত্রে আমি তোমার বাসভবন কল্পনা করিলাম বলিয়া, দেবতাকে স্থির করিয়া পুনরায় গৃহের নিকটে প্রার্থনা করিবে। ২৪৭ হে গৃহ! তুমি দেবতার বাসের জন্ত সমাক্ প্রকারে আমাকে প্রীতিদান কর, তুমি উৎসৃষ্ট হইলে আমার স্বর্গলোক নিরূপদ্রব হইবে। ২৪৮ আমার অতীত দ্বিসপ্ততি পুরুষ, অধস্তন দ্বিসপ্ততিপুরুষ এবং পরিবারসমর্ষিত আমাকে দেবলোকবাসী কর। ২৪৯ নিখিল বজ্রাহুতান ও সৰ্ব্ভীর্থপ্রিয় যে ফললাভ হয়, তোমার প্রসাদে আমার সেই ফল প্রাপ্তি ঘটুক। (২৫০) যে কাল পর্য্যন্ত এই ধরাধর ও বহুধরার অবস্থিতি, যতকাল চক্রস্বর্গের প্রাজ্ঞর্ভাব, আমান বংশ ততকাল স্থায়ী হউক। ২৫১ প্রোক্ষ

ইতি প্রার্থা গৃহং প্রাক্কঃ পুনর্দেবং সমর্চয়ন্ । দর্পণদ্যস্তবস্ত্ৰ নি ধ্বজং চাপি নিবেদয়েৎ ॥২৫২
 তুভ্যং দদ্যাৎ যস্মিন্ দেবে যথোদিতম্ । শিবায় বৃষভং দত্ত্বা প্রার্থয়েদ্বিহিতাঞ্জলিঃ ॥ ২৫৩
 বৃষভ ! স্বং মহাকায়তীক্ষ্ণশূন্যহরিঘাতকঃ । পৃষ্ঠে বহসি দেবেশং পূজ্যোহসি ত্রিদশৈরপি ॥ ২৫৪
 কুরেযু সর্কতীর্থানি রোম্মি বেদাঃ সনাতনানি । নিগমাগমতন্ত্রাণি দশনাগ্রে বসন্তি তে ॥ ২৫৫
 ত্বয়ি দত্তে মহাভাগ স্প্রীতঃ পার্কতীপতিঃ । বাসং দদাতু কৈলাসে স্বং মাং পালয় সর্কদা ॥ ৩৫৬
 সিংহং দত্ত্বা মহাদেবৈব্য গরুড়ং বিষ্ণুবে তথা । যশ্চা স্তূয়ায়হেশানি তন্মৈ নিগদতঃ শৃণু ॥ ২৫৭
 সুরাসুরনিযুক্তেযু মহাবলপরাক্রমঃ । দেবানাং জয়দো ভীমো দমুজানাং বিনাশকৃৎ ॥ ২৫৮
 সদা দেবীপ্রিয়োহসি স্বং ব্রহ্মাবিষ্ণুশিবপ্রিয়ঃ । দেব্যা সমর্পিতো ভক্ত্যা জহি শক্রমমোহন্ত তে ॥২৫৯
 গরুড়াস্তম্ পক্ষিশ্রেষ্ঠ ত্রীপতিপ্রীতিদায়ক । বজ্রচক্ৰে তীক্ষ্ণনখ তব পক্ষা হিরণ্ময়ঃ ।
 নমোন্তেহস্ত খগেন্দ্রায় পক্ষিরাজ নমোহস্ত তে ॥ ২৬০
 যথা করপুটেন স্বং সংস্থিতো বিষ্ণুসন্নিধৌ । তথা মামরিদর্শায় বিষ্ণোরগ্রে নিবাসয় ॥২৬১
 ত্বয়ি প্রীতে জগন্নাথঃ প্রীতঃ সিদ্ধিঃ প্রযচ্ছতি । দেবায় দত্ত্বদ্রব্যাণাং দদ্যাদেবায় দক্ষিণাম্ ॥
 তথা কর্মফলঞ্চাপি ভক্ত্যা তন্মৈ সমর্পয়েৎ ॥ ২৬৩
 নৃত্যগীতৈশ্চ বাদিত্রৈঃ সামাত্যঃ সহ বান্ধবঃ । বেষ্মপ্রদক্ষিণং কৃত্বা দেবং নস্তাশয়েদ্বিজান্ ॥ ২৬৪
 দেবাগারপ্রতিষ্ঠায়াং য এষ কথিতঃ ক্রমঃ । আরামসেতুসংক্রামশাখিনামীরিতোহপি সঃ ॥ ২৬৫
 বিষ্ণেঃ স্নেহাত্ৰ কৃতোষু পূজ্যো বিষ্ণুঃ সনাতনঃ । পূজ্যাহোমৌ তথা সর্কঃ গৃহদানবিধানবৎ ॥ ২৬৬

ব্যক্তি এইরূপ প্রার্থনা করিয়া, পুনর্বার দেবতার অর্চনা করত দর্পণ ও ধ্বজাদি সমুদায় বস্ত্র নিবেদন করিবে। (৩৫২) পরে যে দেবতার যেরূপ বাহন বিহিত, তাহা দান করিবে, শিবের প্রতিষ্ঠাকালে তাঁহাকে বৃষবাহন প্রদান করিয়া ঐ বাহনের নিকটে কৃতাজলি বদ্ধ হইয়া এই প্রার্থনা করিবে। (২৫৩) হে বৃষভ ! তুমি মহাকায়, তীক্ষ্ণশূন্য ও শক্রনিপাতক ; তুমি দেবদেব মহাদেবকে পৃষ্ঠে ধারণ কর বলিয়া, তুমি সমস্ত দেবগণের পূজ্য ! (২৫৪) তোমার কুরে সর্কতীর্থ, রোমাবলীতে সনাতন বেদ, এবং দশনাগ্রে নিগম, আগম, ও তন্ত্রাদি বিরাজিত আছে। (২৫৫) হে মহাভাগ ! আমি তোমাকে দান করিলাম বলিয়া পার্কতীপতি প্রীত হইয়া কৈলাস ধামে আমার বাসনির্দেশ করুন, তুমি সতত আমাকে রক্ষা কর। (২৫৬) হে মহেশ্বর ! এই রূপে মহাদেবীকে সিংহ ও বিষ্ণুকে গরুড় দান করিয়া, যেরূপ স্তব করিতে হয়, বলিতেছি শ্রবণ কর। (২৫৭) হে সিংহ ! তুমি সুরাসুরসংগ্রামে মহাশক্তি প্রকাশ করিয়াছিলে, তোমা হইতে দেবগণ জয়ী হইয়াছিলেন, তুমি দৈত্যদলনকারী ও অতিশয় ভীষণ। (২৫৮) তুমি সর্কদা দেবী, ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবের প্রিয়, আমি ভক্তিভরে তোমাকে দেবীর নিকটে অর্পণ করিলাম, তুমি আমার শক্রসংহারে প্রবৃত্ত হও, তোমাকে নমস্কার। (২৫৯) হে গরুড় ! তুমি পক্ষিগণের শ্রেষ্ঠ এবং ত্রীপতির প্রীতিদায়ক, তোমার চক্ৰ বজ্রতুলা, নখ তীক্ষ্ণ এবং পক্ষ সুবর্ণময় ; হে পক্ষিরাজ খগেন্দ্র ! তোমাকে নমস্কার। (২৬০) হে অরিগর্কধর্ককীরিন পতগরাজ ! তুমি যেরূপ কৃতাজলিপুটে বিষ্ণুর সন্নিধানে অবস্থিত কর, সেইরূপ আমাকে বিষ্ণুর সম্মুখে ঐ ভাবে সান্নিধ্য দাও। (২৬১) তুমি প্রীত এবং রম্যপতি প্রীত হইলে সিদ্ধি লাভ ঘটে ; যে দেবতাকে যে দ্রব্য দান করিতে হয়, তাঁহাকে তাহার দক্ষিণা দিতে হয়। (২৬২) কার্য সমাধা করিয়া ভক্তি ভাবে কর্মফল সেই দেবতাকে সমর্পণ করিতে হইবে। (২৬৩) পরে নৃত্য, গীত ও বাদ্য সহকারে সামাত্য ও বন্ধুবান্ধবগণের সহিত গৃহ প্রদক্ষিণ পূর্বক দেবতাকে নমস্কার করিয়া ব্রাহ্মণভোজন করাইবে। (২৬৪) দেবপ্রতিষ্ঠা স্থলে যে বিধির উল্লেখ করা হইল, অরাম, সেতু, সংক্রাম ও যুক্ত প্রতিষ্ঠা স্থলেও এই বিধি প্রযুক্ত হইবে। (২৬৫) বিশেষতঃ এই স্থলেই সনাতন ভগবান বিষ্ণুর

অপ্রতিষ্ঠিতদেবার নৈব দদ্যাৎ গৃহানিকম্ । অতিষ্ঠিতেহর্জিতে দেবে পূজাদানং বিধীয়তে ॥ ২৬৭ ॥
 অথ তত্র স্রীমদাদ্যাপ্রতিষ্ঠাক্রম উচ্যতে । যেন প্রতিষ্ঠিতা দেবী তুর্গং বহুতি বাহিতম্ ॥ ২৬৮ ॥
 তদ্দিনে সাধকঃ প্রাতঃ স্নাতঃ শুচিরূপযুগঃ । সন্ধ্যাং বিধিবৎ কৃষ্মা যজ্ঞেদ্বীকীকরণং ততঃ ॥ ২৬৯ ॥
 গ্রহনিকৃপতিহেরদ্যাদ্যর্চনং পিতৃকর্ম চ । বিধায় সাধকৈর্কিপ্রৈঃ প্রতিমাসম্মিধিং ব্রজেৎ ॥ ২৭০ ॥
 প্রতিষ্ঠিতগৃহে যথা কুর্যতি শোভনম্ভলে । অনীরাচ্চানর্জায়দ্বাপয়েৎ সাধকোত্তমঃ ॥ ২৭১ ॥
 ভক্ষনা প্রথমং নানং ততো বন্দীকমুৎসৱা । বরাহদন্তিদন্তোথমৃত্তিকান্তিত্ততঃ পরম্ ।
 বেস্তাঘারমৃদা চাপি প্রচ্যৱহুদজাতয়া ॥ ২৭২ ॥
 ততঃ পঞ্চকব্যয়েণ পঞ্চপুষ্পৈঃ ত্রিগতৈঃ । কারয়িত্বা গন্ধতৈলৈঃ স্নাপয়েৎ প্রতিমাং সুধীঃ ॥ ২৭৩ ॥
 বাট্যালবদরীজম্বুকুলাঃ শাল্মলী তথা । এতে নিগদিতাঃ স্নানে কৰ্ম্মায়াঃ পঞ্চভূতকাঃ ॥ ২৭৪ ॥
 করবীরঃ তথা জাতীচম্পকং সরসীরহম্ । পাটলীকুম্ভমঞ্চাপি পঞ্চপুষ্পং প্রকীৰ্ত্তিতম্ ॥ ২৭৫ ॥
 বর্কুরাতুলনীবিশং পত্রত্রয়মুদ্যতম্ ॥ ২৭৬ ॥
 এতেষু প্রোক্তদ্রব্যব্যোমু জলযোগো বিধীয়তে । পঞ্চামৃতে গন্ধতৈলে তোয়যোগং বিবর্জয়েৎ ॥ ২৭৭ ॥
 সব্যাহতিং সপ্রণবাং গারগ্রীং মূলমুচ্চরন্ । এতদ্রব্যান্ত তোয়েন স্নাপয়ামি নমো বদেৎ ॥ ২৭৮ ॥
 ততঃ প্রোক্তবিধিনা দ্ব্যাদ্যৈরষ্টভির্ঘটৈঃ । কবোক্ষসনিলৈশ্চাপি স্নাপয়েৎ প্রতিমাং যুগঃ ॥ ২৭৯ ॥
 সিতগোধূমচূর্ণেন তিলকঙ্কেন বা শিবাম্ । শালীতুলচূর্ণেন মার্জয়িত্বা বিরুদ্ধয়েৎ ॥ ২৮০ ॥
 তীর্থাস্ত্রসামষ্টঘটে স্নাপয়িত্বা সুবাসসা । সংমার্জিতাঙ্গাং প্রতিমাং পূজাস্থানং সমানয়েৎ ॥ ২৮১ ॥

বিশেষ পূজা করিতে হইবে; এতদ্ভিন্ন পূজা, হোম ও অন্যান্য কার্য্য গৃহপ্রতিষ্ঠার ভ্রায় করা কর্তব্য । (২৬৬) (জানা কর্তব্য যে,) অপ্রতিষ্ঠিত দেবতার উদ্দেশে গৃহাদি উৎসর্গ হইতে নাই, প্রতিষ্ঠিত ও অর্জিত দেবতার উদ্দেশে পূজা ও উৎসর্গাদির বিধি দেখিতে পাওয়া যায় । (২৭৭) এক্ষণে আমি আদ্যা কালিকার প্রতিষ্ঠা বিধি বলিতেছি, যদি নিয়মানুসারে দেবীর প্রতিষ্ঠা ঘটে, তাহা হইলে তিনি অতীষ্ট ফল দান করিয়া থাকেন । (২৬৮) সাধক প্রতিষ্ঠাদিবসে প্রাতঃকালে স্নান করিয়া শুচিতাবে উত্তরাস্ত্রে যথাবিধি সংকর করতঃ বাস্তবদেবতার পূজা করিবে । (২৬৯) অনন্তর সাধক, গ্রহগণ ও দশদিকপালের সবিশেষ পূজা করিয়া পিতৃকার্য্য সমাধার পর ব্রাহ্মণগণের সহিত দেবপ্রতিমাসম্মিধানে গমন করিবে । (২৭০) প্রতিষ্ঠিত গৃহ, অথবা কোনও রম্যস্থলে দেবতাকে স্নানরস ও অর্চনা করিয়া সাধকবর তাঁহার স্নান কার্য্য সমাধা করিবেন । (২৭২) প্রথমে ভক্ষ, পরে বন্দীকমৃত্তিকা, অনন্তর বরাহদন্তোথমৃত্তিকা, পশ্চাৎ বেস্তাঘারমৃত্তিকা, পরে কামকৃপ-জাত দ্রব্য বিশেষ দ্বারা স্নান করাইবেন । (২৭২) পরে পঞ্চকব্য, পঞ্চপুষ্প এবং ত্রিগত দ্বারা স্নান করাইয়া তৎপশ্চাৎ স্নগন্ধি তৈলে স্নান করাইবেন । (২৭৩) বাট্যাল, বদরী, জম্ব, বকুল ও শাল্মলী এই পাঁচটা বৃক্ষের কাথের নাম পঞ্চকব্য । (২৭৪) করবী, জাতী, চম্পক, পদ্ম, ও পাটল এই কয়কটা পঞ্চ পুষ্প বলিয়া কীর্ত্তিত । (২৭৫) বর্কুরা-পত্র, তুলনীপত্র ও বিষপত্র ইহার ত্রিগত বলিয়া প্রসিদ্ধ । (২৭৬) এই সকল দ্রব্যের সহিত জল মিশ্রিত করিতে হইবে, কিন্তু পঞ্চা-মৃত বা স্নগন্ধি তৈলের সহিত জল সংযোগ করিতে নাই । (২৭৭) প্রণবের সহিত ব্যাহতি, গাগ্রী ও মূলমন্ত্র উচ্চারণ করিয়া এতদ্রব্যান্ত তোয়েন স্নাপয়ামি নমঃ এই কথা বলিতে হইবে । (২৭৮) অনন্তর প্রোক্ত বিধিক্রমে দ্বাদ্ধ প্রভৃতি অষ্ট ঘট এবং জৈবদ্রব্য জল দ্বারা দেবীর স্নান-কার্য্য সমাধা করা স্রানী ব্যক্তির কর্তব্য । (২৭৯) তদনন্তর সিত গোধূমচূর্ণ, তিলক ও শালী-তুলচূর্ণ দ্বারা দেবমূর্ত্তিকে মার্জিত করিয়া রুদ্ধ করিবে । (২৮০) পরে অষ্ট ঘট তীর্থজল দ্বারা দেবতাকে স্নান করাইয়া স্নন্দর বস্ত্র দ্বারা তাঁহার গাত্র মার্জন পূর্ব্বক তাঁহাকে পূজাস্থানে স্থাপন করিবে । (২৮১) অসক্ত হইলে সাধকবর তক্তিতাবে পঞ্চবিংশতি সংখ্যক ঘটস্থ বিত্তক সলিল দ্বারা

অনেকৌ শুক্লতোরানীং পঞ্চবিংশতিসংখ্যকৈঃ । কলসৈঃ স্নাপয়েদচ্চাং ভক্ত্যা সাধকসত্তমঃ ॥ ২৮২
 দানিঃ পিতৃ মহাদেবাঃ শঙ্করঃ জ্ঞানমাত্রেরং ॥ ২৮৩
 ততো নিবেশ্য প্রতিমামাসনে স্থপরিষ্কৃতৈ । পাদ্যার্ঘ্যাংদৈরুচ্চয়িত্বা প্রার্থয়েদ্বিহিতাজ্জলিঃ ॥ ২৮৪
 নমস্তে প্রতিমে তুভ্যং বিশ্বকর্মাণিনির্মিতৈ । নমস্তে দেবতাবাসে ভক্ত্যভীষ্টপ্রদৈ । নমঃ ॥ ২৮৫
 ত্বয়ি সংপূজ্যাম্যাদাং পরমেশীং পরাংপরাম্ । শিল্পদোষাবশিষ্টাং সম্প্রাং কুরুত নমঃ ॥ ২৮৬
 ততস্তৎ প্রতিমামুর্দ্ধি, পাণিং বিজ্ঞত্বং বাগ্ যতঃ । অষ্টোত্তরশতং মূলং জপ্ত্বা গীত্ৰাণি সংস্পৃশেৎ ॥ ২৮৭
 বড়ঙ্গমাতৃকাভ্যাং প্রতিমাক্ষে প্রবিজ্ঞসন্ । বড়দীর্ঘভাজা মূলে ন বড়ঙ্গমাসমাচরেৎ ॥ ২৮৮
 তারমায়ারনাদ্যশ্চ নমোহষ্টক্লিন্দসংযুতৈঃ । অষ্টবর্ণৈর্দেবভাজে বর্ণভাসং প্রকল্পয়েৎ ॥ ২৮৯
 মুখে স্বরান্ কীবর্ণঞ্চ কণ্ঠদেশে জ্বলেৎ বৃধঃ । চবর্ণমুদরে দক্ষবাহৌ টাদাক্ষরাণি চ ॥ ২৯০
 তবর্ণঞ্চ বামবাহৌ দক্ষবামোকৃষ্ণযুগ্ময়োঃ । পবর্ণঞ্চ যবর্ণঞ্চ শবর্ণং মন্তকে জ্বলেৎ ॥ ২৯১
 বর্ণভাসং বিশায়েখং তব্জাসং সমাচরেৎ ॥ ২৯২
 পাদয়োঃ পৃথিবীত্বং তোয়ত্বঞ্চ লিপ্তকৈ । তেজস্ত্বং নাভিদেবে বায়ুত্বং হৃদয়জ্জৈ ॥ ২৯৩
 আন্ত্রে গগনত্বঞ্চ চক্ষুরাক্রপত্বঞ্চ । ব্রাহ্ম্যোর্গন্ধত্বঞ্চ শব্দত্বং ঐতিহ্যে ॥ ২৯৪
 জিহ্বায়াং রসত্বঞ্চ স্পর্শত্বং চ বিজ্ঞসেৎ । মনস্ত্বং ভ্রুবোর্ধ্যো সহস্রদলপঙ্কজে ॥ ২৯৫
 শিবত্বং জ্ঞানত্বং পরত্বং তথোরসি । জীবপ্রকৃতিত্বং চ বিজ্ঞসেৎ সাধকাগ্ৰণীঃ ॥ ২৯৬
 মহন্তম্ অহঙ্কারত্বং সর্বাক্ষকে ক্রমাৎ ॥ ২৯৭
 তারমায়ারমাদোন ঙ্গে-নমোহষ্টেন বিজ্ঞসেৎ ॥ ২৯৮
 সবিন্দুমাতৃকাবর্ণপুটিং মূলমুচরন্ । নমোহষ্টং মাতৃকাহ্মানে মন্ত্রভাসং প্রবোজয়েৎ ॥ ২৯৯

প্রতিমাকে স্নান করাইবেন । (২৮২) প্রত্যেক স্নানাবসানে যথাশক্তি উপচারে মহাদেবীর অর্চনা করিবে । (২৮৩) অনন্তর স্থপরিষ্কৃত আসনে প্রতিমাকে প্রতিষ্ঠিত করাইয়া পাদ্য ও অর্ঘ্য প্রদান পূর্বক কৃতাজ্জলিপুটে এই প্রার্থনা করিবে । (২৮৪) হে প্রতিমে ! তোমাকে বিশ্বকর্মা নির্মাণ করিয়াছেন, তোমাকে নমস্কার ; তুমি দেবতার আবাস, তোমাকে নমস্কার ; তুমি ভক্তজনকে অভীষ্ট ফল প্রদান কর, তোমাকে নমস্কার । (২৮৫) তোমাতে আমি আদ্যা পরাংপরা পরমেশ্বরী কালিকার পূজা করিতেছি ; যদি শিল্প-দোষে মূর্তির অঙ্গ বৈকল্য ঘটিয়া থাকে, তাহা পূর্ণ কর । (২৮৬) অনন্তর দেবমূর্তির মন্তকে হস্ত স্থাপন পূর্বক বাগ্ যত হইয়া অষ্টোত্তর শত মূল মন্ত্র জপ করিবে, পরে প্রতিমার গাত্র স্পর্শ করিতে হইবে । (২৮৭) প্রতিমার অঙ্গে বড়ঙ্গ ভাস ও মাতৃকা-ভাস করিবে, ভাসের সময় ছয়টি দীর্ঘস্বর যোগ করিতে হইবে । (২৮৮) পরে প্রণব, মায়ী ও রমা বীজ উচ্চারণ পূর্বক বিন্দুযুক্ত অষ্টবর্ণের অক্ষর পাঠ করিয়া পশ্চাৎ নম শব্দ উচ্চারণ পূর্বক দেবাজে বর্ণ ভাস করিবে । (২৮৯) জ্ঞানী ব্যক্তি দেবতার মুখে স্বরবর্ণ, কণ্ঠে কবর্ণ, উদরে চবর্ণ, দক্ষিণ হস্তে টবর্ণ, বাম হস্তে তবর্ণ, দক্ষিণ উরুতে পবর্ণ, বাম উরুতে যবর্ণ, মন্তকে শবর্ণ ভাস করিবে । (২৯০-২৯১) বর্ণ ভাসের পর তব্জাস (২৯২) দেবতার পদদ্বয়ে পৃথিবী ত্ব, লিপ্তে তোয়ত্ব, নাভিদেবে তেজস্ত্ব, হৃদয়-কমলে বায়ুত্ব, মুখে আকাশত্ব, জিহ্বায়াং রসিকার্যে গন্ধত্ব, কণ্ঠদ্বয়ে শব্দত্ব, রসনাতে রসত্ব ও স্পর্শত্ব, ভ্রুবোর্ধ্যো মনস্ত্ব ললাটে সহস্রদলকমলে শিবত্ব, বিদ্যাভাস ও পরত্ব হৃদয়ে জীবত্ব ও প্রকৃতিত্ব ভাস করিবে, অনন্তর সাধকশ্রেষ্ঠ সর্বশরীরে মহত্ব ও অহঙ্কারত্বের ভাস করিবে । (২৯৩-২৯৪-২৯৫-২৯৬) এই ন্যাস করিবার সময় প্রণব, মায়ী ও রমাবীজ উচ্চারণ পূর্বক চতুর্থ্যন্ত ত্বপদ পাঠ পূর্বক শেষে নমঃ এই পদ উচ্চারণ করিবে । (২৯৭) অনন্তর বিন্দুযুক্ত মাতৃকা-বর্ণপুটিং মূলমন্ত্র পাঠ করিয়া, নমঃ এই পদ উচ্চারণ করিয়া, মাতৃকাহ্মানে মন্ত্র ন্যাস করিবে । (২৯৮)

সৰ্ব্বযজ্ঞময়ং তেজঃ সৰ্ব্বভূতময়ং বপুঃ । ইয়ং তে কল্পিতা মূৰ্ত্তিরত্র য়াং স্থাপয়াম্যহম্ ॥ ২৯৯ ॥
 ততঃ পূজাবিধানেন ধ্যানমাবাহনাদিকম্ । প্রাণপ্রতিষ্ঠাং সম্পাদয় পূজয়েৎ পরদেবতাস্থানং ॥ ৩০০ ॥
 দেবগেহপ্রদানে তু যে যে মন্ত্রাঃ সমীৰিতাঃ । তত্রবাত্র প্রযোক্তব্যমন্ত্রালিঙ্গেন পূজনে ॥ ৩০১ ॥
 বিধিবৎ সংস্কৃতে বহুবর্জিতৈস্তোহর্জিতাহতিঃ । আবাহ দেবীং সম্পূজ্য জাতকর্মাণি সাধয়েৎ ॥ ৩০২ ॥
 জাতনায়ী নিজমগ্নমগ্নপ্রাশনমেব চ । চূড়োপনয়নং চৈতেষ্টং সংস্কারাঃ শিবোদিতাঃ ॥ ৩০৩ ॥
 প্রণবং ব্যাহতিং চৈব গায়ত্রীং মূলমন্ত্রকম্ । সামগ্ন্যগ্নিধানং তে জাতকর্মাণি নাম চ ॥ ৩০৪ ॥
 সম্পাদয়াম্যিকান্তাং সমুচ্চাৰ্য্য বিধানবিৎ । পঞ্চ পঞ্চান্তীর্দ্বিদ্যাং প্রতिसংস্কারবর্ধনি ॥ ৩০৫ ॥
 দত্তনামাহতিশতং মূলোচ্চারণপূর্ব্বকম্ । দেবৈব্য দ্বাহতেতরংশং প্রতিমামুদ্ভি নিঃক্ষেপেৎ ॥ ৩০৬ ॥
 প্রায়শ্চিত্তাদিতিঃ শেষঃ কৰ্ম্মসম্পাদয়নু স্তুধীঃ । ভোজয়েৎ সাধকানু বিপ্রানু দীনানাথান্চ তোষয়েৎ
 উক্তকৰ্ম্মবশতশ্চৈৎ পাথসাং সপ্ততিথিটৈঃ । স্থাপয়িস্বর্চারয়নু শক্ত্যা শ্রাবয়েন্নাম দেবতাম্ ॥ ৩০৮ ॥
 ইতি তে শ্রীমদাদ্যায়ঃ প্রতিষ্ঠা কথিতা প্রিয়ে । এবং দুর্গাদিবিদ্যানাং মহেশাদিদিবৌকসাম্ ॥ ৩০৯ ॥
 চলতঃ শিবলিঙ্গস্ত প্রতিষ্ঠায়াময়ং বিবিধঃ । প্রযোক্তব্যো বিধানৈর্জৈয়দ্বৈগামোহপূর্ব্বকম্ ॥ ৩১০ ॥
 ইতি শ্রীমহানির্বাণতন্ত্রে সৰ্ব্বতন্ত্রোক্তমোক্তমে সৰ্ব্বধর্ম্মনির্ণয়সারে শ্রীমদাদ্যায়মদাশিবসম্বাদে
 আদ্যাকালীপ্রতিষ্ঠাস্ত্রটানে বাস্তবগ্রহা গজলাশয়াদিপ্রতিষ্ঠাদেবগৃহদানাদিসৰ্ব্বদেব-
 প্রতিষ্ঠাকথনং নাম ত্রয়োদশোন্নাসঃ ।

(২৯৮) (তদনন্তর দেবীর নিকটে এই প্রার্থনা করিবে যে,) হে দেবি! যদিও তোমার তেজ সৰ্ব্বযজ্ঞময় ও শরীর সৰ্ব্বভূতময়, তথাপি আমি তোমার এই মূর্ত্তি কল্পনা করিলাম, তোমাকে এখানে স্থাপন করিতেছি। (২৯৯) অনন্তর পূজার বিধানক্রমে ধ্যান, আবাহন ও প্রাণ-প্রতিষ্ঠাদি সম্পাদন করিয়া পরম দেবতার পূজা করিবে। (৩০০) দেব ও গৃহপ্রতিষ্ঠার সময়ে যে যে মন্ত্র উক্ত হইয়াছে, এখানে তাহাই প্রযোজ্য, কেবলমাত্র পূজাস্থানে মন্ত্র ও লিঙ্গের ভিন্নতা থাকিবে। (৩০১) পরে যথাবিধি অগ্নিসংস্কার করিয়া তাহাতে অর্চিত দেবগণের উদ্দেশে অর্চিত আহুতি প্রদান করিয়া পরে আবাহনান্তে দেবীর অর্চনা করতঃ জাতকর্ম্ম করিবে। (৩০২) জাতকর্ম্ম, নামকরণ, নিজামণ, অন্নপ্রদান, চূড়াকরণ ও উপনয়ন এই ছয়টি সংস্কারের কথা শিবমুখে ব্যক্ত হইয়াছে। (৩০৩) (কোন মন্ত্রে উক্ত সংস্কার সকল সম্পন্ন করিতে হইবে, তাহা বলা যাইতেছে) প্রণব, ব্যাহতি, গায়ত্রী, মূলমন্ত্র, সম্বোধনান্তে নাম উচ্চারণ পূর্ব্বক তোমার এই পদ উচ্চারণ করিয়া জাতকর্ম্মাদির নাম করিবে। (৩০৪) পরে বিধানবিৎ ব্যক্তি সম্পাদয়ামি স্বাহা এই পদ পাঠ করত প্রত্যেক সংস্কারে পঞ্চ আহুতি প্রদান করিবে। (৩০৫) অনন্তর মূলমন্ত্র উচ্চারণ করিয়া দত্ত নাম পাঠ পূর্ব্বক দেবীর উদ্দেশে শিতাহুতি প্রদান করিবে, আহুতি সমাপ্ত হইলে উহার শেষ দেবীর শিরে নিঃক্ষেপ করিতে হইবে। (৩০৬) স্তুধী ব্যক্তি প্রায়শ্চিত্তাদি দ্বারা শেষ কৰ্ম্ম সম্পন্ন করত সাধক বিপ্র, দীন এবং অনাথ-গণকে ভোজন দ্বারা পরিতুষ্ট করিবে। (৩০৭) এই সকল কার্য্য করিতে অশক্ত হইলে কেবল মাত্রসপ্ত কলস জলে দেবতার নান করাইয়া যথাশক্তি পূজা করত নাম শ্রবণ করাইবে। (৩০৮) হে শ্রিয়ে! আমি তোমার নিকটে আদ্যা দেবীর প্রতিষ্ঠাত্ত্ব বর্ণন করিলাম, এইরূপ দুর্গা প্রভৃতি বিদ্যা, মহেশ্বর প্রভৃতি দেবগণ ও যে শিব লিঙ্গ স্থানান্তরিত হইতে পারে, তৎপ্রতি বিষয়ে বিধানজ্ঞ ব্যক্তির মোহবর্জিত হইয়া মন্ত্রোচ্চারণ করত এই বিধি অনুযায়ী হওয়া কর্তব্য। (৩০৯/৩১০)।

চতুর্দশোল্লাসঃ ।

শ্রীদেব্যাচ ।

আদ্যাশঙ্কেরমুষ্ঠানাং রূপরা ভূরিসাধনম্ । কথিতং মে কুপানাথ তুণ্ডানি তব ভাবতঃ ॥ ১
সচলশ্চলনিবৃত্ত প্রতিষ্ঠাবিধিরীরিতঃ । অচলস্য প্রতিষ্ঠায়াং কিং ফলং বিধিরেব কঃ ॥ ২
কথ্যতাং জগতাঃ নাথ সবিশেষেণ সীম্রতম্ । ইদং হি পরমং তব ত্রষ্টং বদ যুগোমি কিম্ ॥ ৩
হৃতঃ কো বাক্তি সর্বজ্ঞো দয়ালুঃ সর্ববিদিতুঃ । আশুতোষো দীনানাথো মমানন্দবিবর্জনঃ ॥ ৪
শ্রীসদাশিব উবাচ ।

শিবলিঙ্গস্থাপনস্য মাহাত্ম্যং কিং ব্রবীমি তে । যৎস্থাপনান্নমাপ্যপৈমুক্তো যাতি পরং পদম্ ॥ ৫
স্বর্ণপূর্ণমহীদানাজিমেধাযুতার্জনাং । নিস্তোয়ে তৌরকরণাং দীনার্ভপরিতোষণাং ॥ ৬
যৎ ফলং লভতে মর্ত্যস্তম্ভাং কোটিগুণং ফলম্ । শিবলিঙ্গপ্রতিষ্ঠায়াং লভতে নাথ সংশয়ঃ ॥ ৭
লিঙ্গরূপী মহাদেবো যত্র তিষ্ঠতি কালিকে । তত্র ব্রহ্মা চ বিষ্ণুশ্চ সেক্ষাত্তিষ্ঠতি দেবতাঃ ॥ ৮
সার্কত্রিকোটীতীর্থানি দৃষ্টাদৃষ্টানি যানি চ । পুণ্যক্ষেত্রানি সর্বাণি বর্তন্তে শিবসন্নিধৌ ॥ ৯
লিঙ্গরূপপ্রধুরং শঙ্কুঃ পরিতো দিখিদিম্মু চ । শতহস্তপ্রমাণেন শিবক্ষেত্রং প্রকীৰ্ত্তিতম্ ॥ ১০
ঈশক্ষত্রং মহাপুণ্যং সর্ব তীর্থোত্তমোত্তমম্ । যত্রামরা বিরাজন্তে সর্বতীর্থানি সর্বদা ॥ ১১
ক্ষণমাত্রং শিবক্ষেত্রে যো বসেড্ভাবতংপরঃ । স সর্বপাপনির্মুক্তো যাত্যন্তে শঙ্করালয়ম্ ॥ ১২
অত্র যৎ ক্রিয়তে কৰ্ম্ম স্নান বা বহলং তথা । প্রভাবাক্ষুণ্ণটেস্তস্য তন্ত্বং কোটিগুণং ভবেৎ ॥ ১৩

দেবী কহিলেন হে নাথ! আপনি আদ্যা কালিকার অর্চনাবিধিপ্রসঙ্গে রূপা করিয়া অনেক প্রকার সাধনের কথা বলিয়াছেন, (বলিতে কি) আপনার ভাব দর্শনে আমি যথেষ্ট সন্তুষ্ট হইয়াছি। (১) আপনি সচল শিবলিঙ্গের প্রতিষ্ঠাবিধি বর্ণন করিয়াছেন, কিন্তু অচল শিবলিঙ্গের প্রতিষ্ঠার ফল-বিধির বিষয় নির্দেশ করেন নাই, হে জগন্নাথ! এক্ষণে তাহা সবিশেষ ব্যক্ত করুন, এই পরমতত্ত্ব আর কাহারও নিকটে জিজ্ঞাসা করিতে পারি—বলুন? (২।৩) আপনার অপেক্ষা সর্বজ্ঞ, দয়ালু ও সর্ববিৎ আর কে আছেন? বিশেষতঃ আপনি আশুতোষ দীননাথ ও আমার আনন্দবর্দ্ধক। (৪) সদাশিব কহিলেন,—দেবি! শিবলিঙ্গ স্থাপনের মাহাত্ম্য তোমাকে আর কি বলিব? ইহা স্থাপন করিলে লোকে মহাপাপ হইতে মুক্ত হইয়া পরমপদ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। (৫) স্বর্ণপূর্ণ পৃথিবী দান, দশসহস্র অশ্ববেধের অমুষ্ঠান, নির্জল স্থলে জলদান, দীন ও আর্ভ ব্যক্তির পরিতোষে লোকে যে ফললাভ করে, তাহার কোটি গুণ ফল শিবলিঙ্গপ্রতিষ্ঠায় ঘটয়া থাকে, ইহাতে কোনও সন্দেহ নাই। (৬।৭) হে কালিকে! যেখানে লিঙ্গরূপী মহাদেব অবস্থিতি করেন, সেখানে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও ইন্দ্রাদি দেবগণের আচ্ছর্ভাব হইয়া থাকে। (৮) (অন্ত কথা কি,) সার্কত্রিকোটি তীর্থ এবং প্রকাশিত অপ্রকাশিত পুণ্যক্ষেত্র সকল, শিবসন্নিধৌ অবস্থিতি করে। (৯) লিঙ্গরূপী শিবের সকল দিকে শতহস্ত পর্য্যন্ত শিবক্ষেত্র বলিয়া কল্পিত। (১০) শিবক্ষেত্র মহাপুণ্যস্থান এবং সার্কত্রিকোটি তীর্থ অপেক্ষা প্রধানতম, এখানে সমুদায় দেবতা ও নিধিল তীর্থ সকল বিরাজমান থাকেন। (১১) যে ব্যক্তি শিবভক্তপরায়ণ হইয়া ক্ষণকালও শিবক্ষেত্রে বাস করেন, তিনি সর্বপাপ-বিনির্মুক্ত হইয়া চরমে শিবলোকে গমন করিয়া থাকেন। (১২) এই স্থানে অন্ন, বা অধিক পরিমাণে যে

যত্র তত্র কৃত্যং পাপাং মুচ্যতে শিবসন্নিধৌ । শৈবক্ষেত্রে কৃত্যং পাপং বজ্রলেপসমং প্রিয়ে ॥ ১৪
 পুরশ্চর্যা জপং দানং শ্রাদ্ধং তর্পণমেব চ । যৎকুর্যাদতি শিবক্ষেত্রে তদনন্তায় কল্মষে ॥ ১৫
 পুরশ্চর্যাশতং কৃৎস্না গ্রহে শশিদিনেশয়োঃ । যৎফলং তদবাপ্নোতি স কৃৎস্না শিবান্তিকে ।
 গয়াগঙ্গাপ্রয়াগেষু কোটিপিণ্ডপ্রদানরঃ । যৎ প্রাপ্নোতি তদজৈব স কৃৎস্নং পিণ্ডপ্রদানতঃ ॥ ১৭
 অতিপাতকিনো যে চ মহাপাতকিনশ্চ যে । শৈবতীর্থে কৃতশ্রাদ্ধান্তেহপি যান্তি পরাং গতিম্ ॥ ১৮
 লিঙ্গরূপী জগন্নাথো দেব্যা শ্রীদুর্গায়া সহ । যত্রাস্তি তত্র তিষ্ঠন্তি ভুবনানি চতুর্দশ ॥ ১৯
 স্থাপিতেশস্ত্র মাহাশ্মা কিঞ্চিদেতৎ প্রকাশিতম্ । অনাদিভূতভূতেশমহিমা বাগগোচরঃ ॥ ২০
 মহাপীঠে তবার্চ্চায়াম্পশ্পর্শদ্বষণম্ । বিদ্যাতে স্তত্রতে নৈতল্লিঙ্গরূপধরেহরে ॥ ২১
 যথা চক্রার্চ্চনে দেবি কোহপি দোষো ন বিদ্যাতে । শিবক্ষেত্রে মহাতীর্থে তথা জানীহি কালিকে ॥ ২২
 বহনাত্র কিমুক্তেন তবাগ্রে সত্যমুচ্যতে । অভাবঃ শিবলিঙ্গস্ত্র ময়া বক্তং ন শক্যতে ॥ ২৩
 অযুক্ত বেদিকং লিঙ্গং যুক্তং বেদিকয়াপি বা । সাধকঃ পূজয়েত্ত্ব্যং স্বাতীষ্টফলসিদ্ধয়ে ॥ ২৪
 প্রতিষ্ঠাপূর্ব্বেনাগ্নাচ্চ দেবতাং যোহধিবাসয়েৎ । সোহশ্বমেধায়ুতফলং লভতে সাধকোত্তমঃ ॥ ২৫
 মহী গন্ধঃ শিলা ধাতুং দুর্কাং পুষ্পং ফলং দধি । স্মৃতং স্তবিত্বসিদ্ধিং শঙ্খকজ্জলরোচনাঃ ॥ ২৬
 সিদ্ধার্থং কাঞ্চনং রৌপ্যং তাম্রং দীপঞ্চ দর্পণম্ । অবিবাসবিধৌ বিংশৎ দ্রব্যাগ্ণেতানি যোজয়েৎ ॥ ২৭
 প্রত্যেকং দ্রব্যমাদায় মায়য়া ব্রহ্মবিদ্যয়া । অনেনামুযাপদতঃ শুভমশ্ববিবাসনম্ ॥ ২৮

পাপ, বা পুণ্য করা যায়, শিবপ্রভাবে তাহা কোটি গুণ হইয়া থাকে । (১৩) হে প্রিয়ে ! লোকে যেখানে সেখানে পাপ কর্ম করুক না, শিবের নিকটে আসিলে তাহার পাপ-মুক্তি হইয়া থাকে, কিন্তু শিব-সাক্ষাতে পাপকর্ম্য অশুভিত হইলে, তাহা বজ্রলেপবৎ হইয়া থাকে । (১৪) পুরশ্চরণ, জপ, দান, শ্রাদ্ধ ও তর্পণাদি যে কোনও কর্ম্য শিবক্ষেত্রে অশুভিত হয়, তাহার ফল অনন্ত হইয়া থাকে । (১৫) চক্র, বা সূর্যাগ্রহণকালে শতপুরশ্চরণে যে ফলপ্রাপ্তি, একবারমাত্র শিবসন্নিধানে জপ করিলে সেই ফললাভ হইয়া থাকে । (১৭) গয়া, গঙ্গা ও প্রয়াগ তীর্থে কোটি পিণ্ড প্রদানে যে ফলপ্রাপ্তি ঘটে, এই শিবক্ষেত্রে একবার মাত্র পিণ্ড দান করিলে সেই ফলই পাওয়া যায় । (১৭) অতিপাতকী, বা মহাপাতকী ব্যক্তি যদি এই শিবক্ষেত্রে একবার মাত্র শ্রাদ্ধ করে, তাহা হইলে পরম গতি প্রাপ্তি হইয়া থাকে । (২৮) লিঙ্গরূপী জগন্নাথ মহেশ্বর দেবী দুর্গার সহিত যেখানে অবস্থিতি করেন, তথায় চতুর্দশ ভুবনের অবস্থিতি । (১৯) তোমার নিকটে স্থাপিত মহাদেবের মাহাশ্মার কিঞ্চিৎ বর্ণনা করিলাম, (জানিও) যে মহাদেব আদি লিঙ্গ, সেই ভূতপতির মহিমা বাক্যেরও অগোচর । (২০) হে স্ত্রুত ! মহাপীঠস্থানে তোমার প্রতিমা অম্পশ্র জনের স্পর্শ ঘটিলে দোষ ঘটয়া থাকে, কিন্তু লিঙ্গরূপী শিবে ঐ দোষ ঘটতে পারে না । (২১) হে দেবি কালিকে ! চক্র পূজায় ঘেরুপ স্পর্শ দোষের আশঙ্কা নাই, সেইরূপ মহাতীর্থ শিবক্ষেত্রে অম্পশ্র স্পর্শ দোষ বর্জিত পারে না । (২২) তোমাকে অধিক কি বলিব, আমি সত্যস্বরূপে বলিতেছি, শিবলিঙ্গের মাহাশ্মা আমি নিজে বলিতও সমর্থ নই ॥ (২৩) শিবলিঙ্গে গোরিপটু থাকুক, বা না থাকুক, অতীষ্ট সিদ্ধির জন্য ভক্তিভাবে পূজা করা সাধকের কর্তব্য । (২৪) দেবপ্রতিষ্ঠার পূর্ব্বদিনে যে সাধকশ্রেষ্ঠ দেবতার অধিবাস করেন, তাহার অযুত অশ্বমেধের ফল প্রাপ্তি হইয়া থাকে । (২৫) মহী, গন্ধ শিলা, ধাতু, দুর্কা, পুষ্প, ফল, দধি, স্মৃত, স্তবিত্ব, শঙ্খ, কজ্জল, রোচনা, ষেতস্বপ, জ্বরগ, রৌপ্য, তাম্র, দীপ ও দর্পণ, অবিবাসকালে এই বিংশতি প্রকার দ্রব্যের আয়োজন ! (২৬-২৭) উক্ত দ্রব্য সকলের মধ্যে এক একটি দ্রব্য গ্রহণ করিয়া মারা ও গায়ত্রী পাঠ পূর্ব্বক শেষে বলিবে যে, এই দ্রব্য দ্বারা এই দেবতার অধিবাসনমস্ত । (২৮) পূর্ব্বোক্ত মন্ত্র পাঠ করিয়া

ইতি স্পৃশ্যে সাধ্যাভ্যাং মহাদৈঃ সর্ববস্তুভিঃ । ততঃ প্রশস্তপাত্রৈঃ ত্রিধৈবমধ্বিনাসয়েৎ ॥

অনুন্ন-বিধিনা দেবমধিবাস্ত্র বিধানবিৎ । গৃহদানবিধানেন হুঙ্কার্যোঃ দ্বাপয়েত্ততঃ ॥ ৩০

সম্মার্জ্য বাসসা লিঙ্গং স্থাপয়িত্বাসনোপরি । পূজামুষ্ঠানবিধিনা গণেশাদীন সমর্চয়েৎ ॥ ৩১

প্রণবেন করতাসৌ প্রাণায়ামং বিধায় চ । ধ্যায়েৎ সদানিবাং শান্তং চক্রেকোটিসমপ্রভম্ ॥ ৩২

ব্যাঘ্রচর্মপরিধানং নাগযজ্ঞোপবীতিনম্ । বিভূতিলিপ্তসর্কারং নাগালঙ্কারভূষিতম্ ॥ ৩৩

ধূম্রপীতারুণং শ্বেতরক্তৈঃ পঞ্চভিরাননৈঃ । যুক্তং ত্রিনয়নং বিদ্রজ্জটাজুটধরং বিভূম্ ॥ ৩৪

গন্ধাধরং দশভূজং শশিশোভিতমস্তকম্ । কপালং পাবকং পাশং পিনাকং পরশুং বরৈঃ ॥ ৩৫

বামৈর্দেহানং দক্ষিণে শূলং বজ্রাঙ্কুশং শরম্ । বরঞ্চ বিভ্রতঃ সর্কৈর্দৈবৈর্নু নিবরৈঃ স্তবম্ ॥ ৩৬

পরমানন্দসন্দোহোম্মসংকুটিলোচনম্ । হিমকুন্দেন্দ্রসুস্কারং বৃষাসনবিরাজিতম্ ॥ ৩৭

পরিতঃ সিন্ধুগন্ধৈর্নৈরঙ্গরোভিরহর্নিশম্ । গীষমানমুমানাস্তমেকান্তশরণপ্রিয়ম্ ॥ ৩৮

ইতি ধ্যায় মহেশানং মানসৈরুপচারকৈঃ । সংপূজ্যাবাহ তল্লিঙ্গে যজ্ঞেচ্ছত্যা বিধানবিৎ ॥ ৩৯

আসানাদ্বাপচার্যাং দানে মন্ত্রাঃ পুরোদিতাঃ । মূলমন্ত্রমন্ত্ৰং বক্ষ্যে মহেশস্ত মহাম্বনঃ ॥ ৪০

মায়্য তারঃ শব্দবীজং সঙ্কার্যাস্তাক্ষরান্বিতম্ । অর্কেন্দ্রবিন্দুহৃষাঢ্যং শিববীজং প্রকীর্তিতম্ ॥ ৪১

স্বগন্ধিপুষ্পমালায়ন বসিসাচ্ছাদ্য শঙ্করম্ । নিবেশ্য দিব্যশয্যায়াং বেদীমেবং বিশোধয়েৎ ॥ ৪২

দেব্যং প্রপূজয়েদেবীমেবমেব বিধানতঃ । মায়য়াত্র করতাসৌ প্রাণায়ামং সমাচরেৎ ॥ ৪৩

উদ্যত মুসহস্রকান্তিমমলাং বহ্ন্যর্কচন্দ্রেক্ষণাম্ ॥ মুক্তাযদ্বিত্তহেমকুণ্ডললসংস্মরাননাভোন্ধ্রহাম্ ॥

হস্তাঞ্জেরভয়ং বরঞ্চ দধতীং চক্রং তথাজং দধৎ পীনোত্তুঙ্গপয়োদধাং ভয়হরাং পীতাদধাং চিত্তয়েৎ ॥ ৪৪

মহী প্রভৃতি প্রত্যেক বস্তু দেবতার ললাটে স্পর্শ করিবে, পরে প্রশস্ত পাত্র দ্বারা তিনবার অধিবাস করিবে। (২৯) বিধানবিৎ ব্যক্তি এই প্রকার বিধানানুসারে দেবতার অধিবাস সমাপন করিয়া, গৃহ প্রতিষ্ঠার বিধানক্রমে হুঙ্কারি দ্বারা দেবতার স্নান করাইবে। (৩০) পরে বস্ত্র দ্বারা গাত্র মার্জিত করিয়া লিঙ্গকে আসনে স্থাপন পূর্বক, পূজা বিধানানুসারে গণেশাদি দেবতার পূজা করিবে। (৩১) প্রণব দ্বারা করতাস ও প্রাণায়াম করিয়া সদাশিবের ধ্যান করিবে; তিনি শান্ত, কোটি চক্রে ন্যায় প্রভাষিত, তাঁহার পরিধান ব্যাঘ্রচর্ম, গলদেশে নাগ যজ্ঞোপবীত, শরীর বিভূতিবিভূষিত ও নাগ-ভূষণে সুশোভিত, তিনি ধূম, পীত, অরুণ, শ্বেত ও রক্তবর্ণ পঞ্চমুখে সুশোভিত, তাঁহার তিনটি চক্ষু, তিনি জটাজুটধারী, গন্ধাধর ও দশভূজ তাঁহার মস্তকে চক্রে বিরাজিত; তিনি বামকরে কপাল, পাবক, পাশ, পিনাক ও পরশু ধারণ করিয়া আছেন, তাঁহার দক্ষিণ হস্তে শূল, বজ্র, অঙ্কুশ ও শর শোভা পাইতেছে, সকল দেবতা ও মহর্ষিগণ তাঁহাকে স্তব করিতেছেন। (৩২) তাঁহার কুটিল নেত্র পরমানন্দ সন্দোহে সমুদ্ভাসিত, তাঁহার অঙ্গকান্তি হিম, কুন্দ ও চন্দ্রতুলা শ্বেতবর্ণ, তিনি বৃষভারোহণে সুশোভিত। (৩৩) সিন্ধু ও অঙ্গরগণ সতত তাঁহাকে স্তব করিতেছে, তিনি শরণাগতের একান্ত প্রিয় ও ধোয়। (৩৪) মহেশ্বরের এইরূপ ধ্যান করিয়া মানসোপচারে অর্চনা করতঃ লিঙ্গে আবাহন করিয়া যশাশক্তি তাঁহার পূজা করিবে। (৩৫) আমি পূর্বে আপন প্রভূতি উপচার দানের মন্ত্র-বিষয় বলিয়াছি, এক্ষণে মহাম্রা মহেশ্বরের মূলমন্ত্র বলিতেছি। (৪০) মায়্য, প্রণব শব্দ বীজ, র, ও, চক্রেবিন্দু—অর্থাৎ হ্রাং ও হৌঁ ইহাই শিববীজ। (৪১) অনন্তর স্বগন্ধি পুষ্পমালা ও বজ্র দ্বারা শিবশরীর আবৃত করিয়া, দিব্য শয্যায় শয়ন করাইয়া পৌরীপট শোধান করিবে। (৪২) উহাতে এইরূপ বিধানানুসারে দেবীর পূজা করিবে, প্রথমে মায়্য বীজ পাঠপূর্বক করতাস ও প্রাণায়াম করিবে। (৪৩) (অনন্তর এইরূপে দেবীর ধ্যান করিতে হইবে,) ঐহার কান্তি উদয়-কালীন, সহস্র স্তবের দ্বায়, ঐহার চক্ষু অগ্নি, স্বর্ঘ্য ও চন্দ্রতুলা, ঐহাব সহস্র বদনকমল মুক্তা-

ইতি ধ্যান্য মহাদেবীং পূজয়ৈরিক্শক্তিঃ । তত্ত্ব দশদিক্‌পালান্ বৃষভঞ্চ সমর্চয়েৎ ॥ ৪৫
 ভগবত্যা মনুং বক্ষ্যে ধেনোরাধ্যা জয়ন্নয়ী ॥ ৪৬
 মায়াং লক্ষ্মীং সমুচ্চাধ্য সাস্তং বর্ষশ্রাযিতম্ । বিম্বুজং তদন্তে চ যোজয়েৎ বহুবল্লভাম্ ॥ ৪৭
 পূর্ব্ববৎ স্থাপয়ন্ দেবীং সর্ব্বদেববলিং হরেৎ । দধিযুক্তমাঘতক্তং শর্করাদি সমন্বিতম্ ॥ ৪৮
 ঐশান্য্যং বলিমাধায় বাক্ষণেন বিশোধয়েৎ । সংপূজ্য গন্ধপুষ্পাভ্যাং মন্ত্রোপায়েন চার্পয়েৎ ॥ ৪৯
 সর্ব্বৈ দেবাঃ সিদ্ধগণা গন্ধর্ব্বোরগরাক্ষসা । পিশাচা মাতরো যক্ষা ভূতান্চ পিতরন্তথা ॥ ৫০
 ঋষয়ো বেহুদেবান্চ বলিং গৃহুত্ব সংযতাঃ । পরিবার্য্য মহাদেবং তিষ্ঠন্ত গিরিজামপি ॥ ৫১
 ততো জপেন্নহাদেব্যো মন্ত্রমেতৎ যথেষ্টিতম্ । গীতবাদ্যাদিভিঃ সন্তুতিবিদধ্যানমঙ্গলক্রিয়াম্ ॥ ৫২
 অধিবাসং বিধায়েৎ পরেহহি বিহিতক্রিয়ঃ । সঙ্কল্পং বিধিবৎ কৃৎবা পঞ্চ দেবান্ প্রপূজয়েৎ ॥ ৫৩
 মাতৃপূজাং বসোদ্ধার্য্য বুদ্ধিশ্রাদ্ধং সমাচরন্ । মহেশ্বারপালাংশ্চ যজ্ঞে ভক্ত্যা সমাহিতঃ ॥ ৫৪
 নন্দী মহাবলঃ কীশবদনো গণনায়কঃ । দ্বারপালঃ শিবৈশ্রতে সর্ব্বৈ শত্ৰ্বান্ধ্রপাণয়ঃ ॥ ৫৫
 ততো লিঙ্গং সমানীয় দেবীকৃপাং চ তারিণীম্ । মণ্ডলে সর্ব্বতোভদ্রে স্থাপয়েদ্বা শুভাসনৈ ॥ ৫৬
 অষ্টভিঃ কলসৈঃ শব্দং মনুনা ত্র্যম্বকেণ চ । দ্বাপয়িত্বার্চয়েৎ ভক্ত্যা ষোড়শৈরুপচারকৈঃ ॥ ৫৭
 দেবীং চ মূলমন্ত্রেণ ততঃ সংস্থাপ্য পূজয়ন্ । কৃতাজ্জলিশুটৈঃ সাধুঃ প্রার্থয়েৎ শঙ্করং শিবম্ ॥ ৫৮
 আগচ্ছ ভগবন্ শস্তো সর্ব্বদেবনমস্কৃত । পিণাকপাণে সর্ব্বেশ মহাদেব নমোহস্ত তে ॥ ৫৯
 আগচ্ছ মন্দিরে দেব ভক্তাশুগ্রহকারক । ভগবত্যা সহাগচ্ছ কৃপাং কুরু নমো নমঃ ॥ ৬০

বিরাজিত হেমকুণ্ডে শোভাসম্পন্ন, বাহার করকমলে চক্র, বর ও অভয় শোভা পাইতেছে, বাহার পরোধরযুগল পীন ও উন্নত, যিনি ভয়হারিণী ও পীতবসনা, আমি সেই ভগবতীকে চিত্তা করি। (৪৪) এইরূপ ধ্যান করিয়া শক্তি-অনুসারে মহাদেবীর পূজা করিবে, পরে দশদিক্‌পাল ও বৃষভের পূজা। (৪৫) যে মন্ত্রে জগন্ময়ী ভগবতীর আরাধনা করিতে হইবে, তাহা বলিতেছি। (৪৬) মায়া, লক্ষ্মী, বর্ষ শ্রাযিত হকারে চন্দ্রবিম্ব উচ্চারণ করিয়া অস্ত্রে বহিজায়া যোগ করিবে, ইহাতে ক্রীং ত্রীং হুং স্বাহা এই মন্ত্র হইবে। (৪৭) অনন্তর পূর্ব্বের ত্রায় দেবীকে স্থাপিত করিয়া সকল দেবতার উদ্দেশে শর্করাদিসংযুক্ত দধিমিশ্রিত মাঘতক্ত বলিদ্রদান করিবে। (৪৮) এই বলি ঈশান কোণে স্থাপন করিয়া বরুণ বীজে শোধন করিবে, পরে গন্ধপুষ্প দ্বারা পূজা করিয়া এই মন্ত্র উচ্চারণ করতঃ উৎসর্গ করিবে। (৪৯) সকল দেবতা, সিদ্ধ, গন্ধর্ব্ব, উরগ, রাক্ষস পিশাচ, মাতৃগণ, যক্ষগণ, ভূতগণ, পিতৃগণ, ঋষিগণ ও অন্তান্ত দেবগণ সকলে সংযতভাবে এই বলি গ্রহণ করুন, এবং সকলে মহাদেব ও মহাদেবীকে বেটন করিয়া অবস্থিতি করুন। (৫০) অনন্তর মহাদেবীর মন্ত্র যথাসাধ্য জপ করিবে, পরে উত্তম গীতবাদ্য দ্বারা মঙ্গলক্রিয়া সমাধা কবে। (৫১) এইরূপে অধিবাস সমাধা করিয়া, পরদিন নিত্য ক্রিয়াবাসনৈ যথাবিধি সংকল্প করিয়া পঞ্চদেবতার পূজা করিবে। (৫২) অনন্তর মাতৃকাপূজা, বহুধারা ও বুদ্ধি শ্রাদ্ধ সমাধা করিয়া, ভক্তিভাবে নন্দী প্রভৃতি মহাদেবের ও দ্বারপালগণের পূজা করিবে। (৫৩) নন্দী, মহাবল, কীশবদন ও গণনায়ক ইহার শিবের দ্বারপাল, সকলেই অন্ত্রশত্রুধারী। (৫৪) অনন্তর দেবীকৃপাং তারিণী ও শিবলিঙ্গ আনয়ন পূর্ব্বক সর্ব্বতোভদ্রমণ্ডলে বা মন্দির আসনে স্থাপন করিবে। (৫৫) পরে ক্রীং ও হ্রোং এবং ত্র্যম্বকং যজ্ঞামহে এই মন্ত্র দ্বারা অষ্ট কলস জলে মহাদেবকে স্নান করাইয়া ভক্তিভাবে ষোড়শোপচারে পূজা করিবে। (৫৬) অনন্তর ক্রীং ক্রীং হুং স্বাহা এই মন্ত্রে দেবী স্থাপন পূর্ব্বক তাহাতে লিঙ্গ রক্ষা করিয়া পূজা করিবে, পরে কৃতাজ্জলিশুটে সাধক এই প্রার্থনা করিবে। (৫৮) হে ভগবন্ শস্তো! তুমি সকল দেবতার নমস্, হে পিণাকপাণে! হে মহাদেব! তুমি সকলের ঈশ্বর, তোমাকে নমস্কার। (৫৯) হে ভক্তাশুগ্রাহক

মাতর্দেবি মহামায়ে সর্বকল্যাণকারিণি । প্রসীদ শঙ্কুনা সর্দ্বং নমতেহস্ত হরপ্রিয়ে ॥ ৬১
 অম্বাহি বরদে দেবি ভবনেহস্মিন্ বরপ্রদে । প্রীতা ভব মহেশানি সর্বসম্পৎকরী ভব ॥ ৬২
 উত্তিষ্ঠ দেবদেবেশি সৈঃ সৈঃ পরিকটৈঃ সহ । স্তবং নিবসতাং গেহে প্রীয়েতাং ভক্তবৎসলৌ ॥ ৬৩
 ইতি প্রার্থ্য শিবং দেবীং মঙ্গলধনিপূর্বকম্ । প্রদক্ষিণং ত্রিধা বেষ্ম কারয়িত্বা প্রবেশয়েৎ ॥ ৬৪
 পাৰাণথনিতে গৰ্ভে ইষ্টকারচিতেহপি বা । অধস্তিতাগলিঙ্গস্ত রোপয়েন্মূলমুচ্চরন্ ॥ ৬৫
 যাবচ্চন্দ্রশ্চ সূর্য্যশ্চ যাবৎ পৃথ্বী চ সাগরাঃ । আবদত্ মহাদেবী স্থিরোভব নমোহস্ত তে ॥ ৬৬
 মল্লোণানেন স্তূঢ়ং কারয়িত্বা সদাশিবম্ । উত্তরাগ্রাং তত্র দেবীং মূলেনৈব প্রবেশয়েৎ ॥ ৬৭
 স্থিরোভব জগদ্ধাত্রি সৃষ্টিস্থিত্যকারিণি । বাবদ্বিধানিগানার্থো ভাবদত্ স্থিরা ভব ॥ ৬৮
 অনেন স্তূঢ়ীকৃত্য লিঙ্গং স্পৃষ্টা পঠেদিমম্ ॥ ৬৯
 ব্যাঘ্রভূতাঃ পিশাচাশ্চ গন্ধর্বাঃ সিদ্ধচারণাঃ । যক্ষা নাগাশ্চ বেতালাঃ লোকপালা মহর্ষয়ঃ ॥ ৭০
 মাতরো গণনাথশ্চ বিষ্ণুব্রহ্মা বৃহস্পতিঃ । যশ্চ সিংহাসনে যুক্তা ভূচরাঃ খেচরাস্তথা ॥ ৭১
 আবাহয়ামি তং দেবং ব্রহ্মমীশানমব্যয়ম্ । আগচ্ছ ভগবন্নত্র ব্রহ্মনির্মিতযন্ত্রকে ॥ ৭২
 ক্রবায় ভব সর্বেষাং শুভায় চ স্তুথায় চ । ততো দেবপ্রতিষ্ঠোক্তবিবিনা দ্বাপয়ন্ শিবম্ ॥ ৭৩
 প্রাথক্যাক্ষা মানসোপচারৈঃ সংপূজয়েৎ প্রিয়ে । বিশেষম্যর্ঘ্যং সংস্থাপ্য সমর্চ্য গণদেবতাঃ ।
 পুনর্ধ্যাত্বা মহেশানং পুষ্পং লিঙ্গোপরি যুজেৎ ॥ ৭৪
 পাশাকুশপুটা শক্তিয়া দিসান্তাঃ সবিন্দুকা । হৌং হংস ইতি মন্ত্ৰেণ তত্র প্রাণান্ নিবেশয়েৎ ।
 চন্দ্রশ্চ গুরুকাশ্মীরৈক্সিলিপ্য গিরিজাপতিম্ ৭৫

দেব! আমার মন্দিরে আগমন কর, তুমি ভগবতীর সহিত এখানে আগমন কর, তোমাকে
 বারংবার নমস্কার। (৬০) হে সর্ব কল্যাণ কারিণি! হে হরি প্রিয়ে মহামায়ে! তুমি মহেশ্বরের
 প্রতি প্রসন্ন হও, তোমাকে নমস্কার। (৬১) হে বরদে দেবি! তুমি এই ভবনে আগমন কর,
 হে বরপ্রদে মহেশ্বর! তুমি আমাকে সর্ব সম্পত্তি প্রদান কর। (৬২) হে দেবদেবেশি! তুমি
 আপনার পরিবারবর্গের সহিত উত্তিত হও, তোমরা ভক্তবৎসল, অতএব এই গৃহে অবস্থিতি
 করিয়া প্রীত হও। (৬৩) শিব ও শিবানীর নিকটে এইরূপ প্রার্থনা করিয়া মঙ্গল ধনি করত
 তিনবার গৃহ প্রদক্ষিণ পূর্বক গৃহে প্রবেশ করাইবে। (৬৪) অনন্তর মূল মন্ত্র পাঠ করত পাৰাণ-
 থনিত বা ইষ্টকরচিত গৰ্ভের মধ্যে লিঙ্গের অধোদেশের তিনভাগ প্রোণিত করিবে। (৬৫)
 যতকাল চন্দ্র, সূর্য, পৃথিবী ও সমুদ্র বর্তমান থাকিবে, হে মহাদেব! তুমি তত কাল এই স্থানে
 স্থিরভাবে থাক, তোমাকে নমস্কার। (৬৬) এই মন্ত্রে সদা শিবকে স্তূঢ় করিয়া মূলমন্ত্র পাঠ
 করত তত্পরি উত্তরাগ্রে দেবী প্রবেশিত করিবে। (৬৭) (অনন্তর এই মন্ত্র পাঠ করিবে,) হে
 সৃষ্টি স্থিতিলয়কারিণি জগদ্ধাত্রি! তুমি স্থিরা হও, যতকাল চন্দ্র সূর্যের অবস্থিতি, ততকাল
 এখানে স্থিরভাবে থাক। (৬৮) এই মন্ত্র পাঠে স্তূঢ় করিয়া লিঙ্গ স্পর্শ পূর্বক এই মন্ত্র পাঠ
 করিবে। (৬৯) ব্যাঘ্র, ভূত, পিশাচ, গন্ধর্ব, সিদ্ধ, চারণ, যক্ষ, নাগ, বেতাল, লোকপাল, মহর্ষিগণ
 মাতৃগণ, গণপতিগণ, ভূচরগণ, খেচরগণ, ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও বৃহস্পতি বাঁহার সিংহাসনে নিযুক্ত, আমি
 সেই জিনেত্র মহেশ্বরকে আবাহন করিতেছি, হে ভগবন্! তুমি এই ব্রহ্ম নির্মিত যন্ত্রে অধিষ্ঠিত
 হও। (৭০।৭১।৭২) তুমি সকলের মঙ্গল ও শুভ বিধান কর, অনন্তর দেবপ্রতিষ্ঠা-বিধানানুসারে
 শিবকে স্নান করাইবে। (৭৩) হে প্রিয়ে! পূর্ববৎ ধ্যান করিয়া মানসোপচারে পূজা করিবে,
 অনন্তর বিশেষ অর্ঘ্য স্থাপন পূর্বক গণদেবতাগণের পূজান্তে পুনর্বার ধ্যান করিয়া লিঙ্গের উপরি
 পুষ্প স্থাপন করিবে। (৭৪) পাশ ও অকুশপুটি মায়া উচ্চারণ করিয়া য অবধি স পর্য্যন্ত এই
 কয়েকটা অক্ষরে অম্বরে যোগ করত পরে হৌং হংস, এই মন্ত্র পাঠ পূর্বক লিঙ্গের প্রাণ প্রতিষ্ঠা

তত্ত্ব দক্ষিণাংদ্বা ভোজয়েৎ কোলিকান্ দ্বিজান্ । ভক্ষ্যেঃ পেরৈশ্চবাসোভির্দয়িত্বান্ পরিভোষয়েৎ
প্রত্যহং পূজয়েদেবং যথাবিভবমাশ্রয়নঃ । স্থাবরং শিবলিঙ্গং ন কদাপি বিচালয়েৎ ॥ ৯৩
অচলস্তেশলিঙ্গং প্রতিষ্ঠা কথিতেতি তে । সংক্ষেপাৎ পরমেশানি সর্বাগমসমুদ্ভূতা ॥ ৯৪

ঐদেব্যাচ।

যদ্যকস্মাদেবতানাং পূজাবোধো ভবেষিভো । বিধেয়ং তত্র কিং ভক্তৈস্তস্মৈ কথং তত্ত্বতঃ ॥ ৯৫
অপূজনীয়া কৈর্দোষৈর্ভবেয়ুর্দেবমূর্তয়ঃ । ত্যাগ্যা বা কেন দোষণে তদুপায়শ্চ ভগ্যতাম্ ॥ ৯৬

ঐসদাশিব উবাচ ।

একাহমর্চনাবোধে দ্বিগুণং দেবমর্চয়েৎ । দিনদ্বয়ে তদ্বিগুণং তদ্বৈগুণ্যং দিনত্রয়ে ॥ ৯৭
ততঃ যথাসমর্থ্যস্তং যদি পূজা ন সম্ভবেৎ । তদাষ্টকলসৈর্দেবং শ্রাপয়িত্বা যজেৎ সুধীঃ ॥ ৯৮
যথাসাং পরতো দেবং প্রাকসংস্কারবিধানতঃ । পুনঃ স্তবসংস্কৃতং কৃৎস্না পূজয়েৎ সাধকাত্মনীঃ ॥ ৯৯
খণ্ডিতং ক্ষুটিতং ভগ্নং দেবং তোয়ে বিসর্জয়েৎ । পতিতং দুষ্টভূম্যাদৌ ন দেবং পূজয়েদ্ বৃধঃ ॥ ১০০
হীনাকং ক্ষুটিতং ভগ্নং দেবং তোয়ে বিসর্জয়েৎ । স্পর্শাদিদোষদুষ্টং সংস্কৃত্য পুনর্মর্চয়েৎ ॥ ১০১
মহাপীঠেহনাদিলিঙ্গে সর্কদোষবিবর্জিতে । সর্কদা পূজয়েত্তত্র স্বং শ্রমিষ্টং সুখাপ্তয়ে ॥ ১০২
যদ্যৎ স্পষ্টং মহামায়ে নৃণাং কৰ্ম্মশুজীবিনাম্ । নিঃশ্রেয়সায় তৎ সর্কং সবিশেষং প্রকীর্তিতম্ ॥ ১০৩
বিনা কৰ্ম্ম ন তিষ্ঠন্তি ক্লণাক্ষমপি দেহিনঃ । অনিচ্ছন্তোহপি বিবশাঃ কৃষ্যন্তে কৰ্ম্মবাযুনা ॥ ১০৪
কৰ্ম্মণা, স্তবমশ্রুতি দুঃখমশ্রুতি কৰ্ম্মণা । জায়ন্তে চ প্রলীয়ন্তে বর্তন্তে কৰ্ম্মণো বশাৎ ॥ ১০৫
অতো বহুবিধং কৰ্ম্ম কথিতং সাধনাবিতম্ । প্রবৃত্তয়েহ্নবোধানাং দৃষ্টেষ্টিতনিবৃত্তয়ে ॥ ১০৬

দান দ্বারা পরিভূত করিবে। (৯২) আপনার শক্তি অনুসারে প্রত্যহই পার্শ্বতীপতির পূজা করিবে, কিন্তু স্থাবর শিবলিঙ্গ ঢালিত করিবে না। (৯৩) হে পরমেশ্বর! আমি সকল আগম হইতে উদ্ধৃত করিয়া অচল শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা সংক্ষেপে তোমার নিকটে বলিলাম। (৯৪) দেবী কহিলেন, হে বিভো! যদি ঘটনাক্রমে কোনও দিন দেবপূজার বাধা ঘটে, তাহা হইলে ভক্তের পক্ষে কর্তব্য কি, আমাকে বলুন। (৯৫) কোন্ দোষে দেবমূর্তির পূজা করিতে হয় না, তাগ করিতে হয়, তাহাও আমাকে জানাইয়া দিউন। (৯৬) সদাশিব কহিলেন, এক দিবস পূজা বন্ধ হইলে, পরদিনে দ্বিগুণ পূজা কর্তব্য, এইরূপ দুই দিবসে চতুর্গুণ এবং তিন দিন পূজা বন্ধ হইলে দ্বিগুণ পূজা করিতে হইবে। (৯৭) কোনও কারণে ছয় মাস পূজা বন্ধ থাকিলে, অষ্ট কলস জলে দেবমূর্তিকে স্নান করাইয়া পূজা করিবে। (৯৮) যদি ইহার অধিক কাল পূজা না হয়, তাহা হইলে পূর্বেক্ত সংস্কার-বিধানানুসারে স্তবসংস্কৃত করিয়া, সাধক-সন্তম পূজা করিবে। (৯৯) খণ্ডিত, ক্ষুটিত, ভগ্ন ও দূষিত স্থান-নিপতিত দেবমূর্তিকে জলশায়ী করিবে, জ্ঞানবান্ ব্যক্তি একরূপ দেবতার পূজা করিবেন না। (১০০) যে মূর্তি অজহীন, ছিদ্রবিশিষ্ট অথবা ভগ্ন হইয়াছে, তাহাকে জলে বিসর্জন করিবে, স্পর্শ-দোষ দূষিত হইলে পুনঃ সংস্কার করিয়া অর্চনা করা যাইতে পারে। (১০১) মহাপীঠ এবং অনাদিলিঙ্গ সর্ক-দোষ-বিবর্জিত, স্তবসংস্কৃত্য প্রাপ্তির নিমিত্ত তাহাতে আগনাপন অভীষ্ট দেবতার অর্চনা করিবে। (১০২) হে মহামায়ে! কৰ্ম্মশুজীবী মনুষ্যগণের জন্ত তুমি আমাকে যাহা যাহা জিজ্ঞাসা করিলে, আমি সমুদায় সবিস্তার বলিলাম। (১০৩) দেহীগণ কৰ্ম্ম ব্যতিরেকে ক্লণাক্ষ অবস্থিতি করিতে পারে না, তাহাদের কৰ্ম্মবাগনা না থাকিলেও তাহাদিগকে কৰ্ম্মবায়ু আকর্ষণ করে। (১০৪) কৰ্ম্ম-প্রভাবে জীব, স্তব ও দুঃখ ভোগ করে; কৰ্ম্ম বশতঃ জীবের উৎপত্তি ও লয় ঘটয়া থাকে। (১০৫) আমি এই কারণে অনব্রুদ্ধি ব্যক্তিগণের প্রবৃত্তির উত্তেজনা ও দুষ্প্রবৃত্তির নিবৃত্তির জন্ত সাধনসম্বিত বহুবিধ কৰ্ম্মের কথা বলিলাম। (১০৬) শুভ ও অশুভ এই দুই প্রকার কৰ্ম্ম,

যতো হি কৰ্ম বিবিধং শুভকাণ্ডতমেব চ । অশুভাৎ কৰ্মণো যান্তি প্রাণিনস্তীব্রযাতনাম্ ॥ ১০৭
 কৰ্মণোহপি শুভাদেবি ফলেষাসক্তচেতসঃ । প্রযান্ত্যাবান্ত্যমুদ্রৈহ কৰ্মশৃঙ্খলযন্তিতাঃ ॥ ১০৮
 বাবন্ন কীর্তয়ে কৰ্ম শুভং বা শুভমেব বা । তাবন্ন জায়তে মোক্ষো নৃণাং কল্পশতৈরপি ॥ ১০৯
 যথা লৌহময়ৈঃ পাটৈঃ পাটৈঃ স্বর্ণময়ৈরপি । তথা বদ্ধো ভবেজ্জীবঃ কৰ্মভিশ্চাশুভৈঃ শুভৈঃ ॥ ১১০
 কুর্কীণঃ সততং কৰ্ম কৃচ্ছা কষ্টশতাশ্রপি । তাবন্ন লভতে মোক্ষং যাবদ্ জ্ঞানং ন বিদ্যতি ॥ ১১১
 জ্ঞানং তত্ত্ববিচারেণ নিক্কারেণাপি কৰ্মণা । জায়তে ক্লীণতমসাং বিহ্বাং নির্মলাশ্রনাম্ ॥ ১১২
 ব্রহ্মাদিতৃণপর্যন্তং মায়ায়া কল্পিতং জগৎ । সত্যমেকং পরং ব্রহ্ম বিদিত্বৈবং স্তবী ভবেৎ ॥ ১১৩
 বিহায় নামরূপাণি নিত্যে ব্রহ্মণি নিশ্চলে । পরিনিশ্চিততত্ত্বো যঃ স মুক্তঃ কৰ্মবন্ধনাং ॥ ১১৪
 ন মুক্তির্জপনাক্ষোমামুপবাসশতৈরপি । ব্রহ্মবাহিমিতি জ্ঞানমুক্তো ভবতি দেহভূৎ ॥ ১১৫
 আত্মা সাক্ষী বিভূঃ পূর্ণঃ সত্যোহষ্টৈতঃ পরাংপরঃ । দেহেহোহপি ন দেহেহো জ্ঞানৈবং মুক্তিভাগলবেৎ
 বালকীড়নবৎ সৰ্বং রূপনামাধিকল্পনম্ । বিহায় ব্রহ্মনিষ্ঠো যঃ স মুক্তো নাত্র সংশয়ঃ ॥ ১১৭
 মনসা কল্পিতা মুক্তির্নৃণাং চেম্মোক্সসাধনী । স্বপ্নলন্ধেন রাজেন রাজানো মানবাস্তদা ॥ ১১৮
 মৃচ্ছিলাধাতুদার্কাদিমূর্ত্তাবীশ্বরবুদ্ধয়ঃ । ক্লিশ্বস্তস্তপসা জ্ঞানং বিনা মোক্ষং ন শাস্তি তে ॥ ১১৯
 আহারসংযমক্লিষ্টা যথেষ্টাহারতুন্দ্রিলাঃ । ব্রহ্মজ্ঞানবিহীনাশ্চৈরিত্ত্বতিং তে ব্রজন্তি কিম্ ॥ ১২০
 বায়ুপর্ণকণাভোয়ব্রতিনো মোক্ষভাগিনঃ । সন্তি চেৎ পরগা মুক্তাঃ পশুপক্ষিজলেচরাঃ ॥ ১২১
 উত্তমো ব্রহ্মসম্ভাবো ধ্যানভাবস্ত মধ্যমঃ । স্তুতির্জপোহধমো ভাবো বহিঃপূজাহধান্যমা ॥ ১২২

তন্মধ্যে অশুভ কৰ্ম্মানুষ্ঠান করিয়া প্রাণিগণ তীব্র যাতনা ভোগ করিয়া থাকে । (১০৭) হে দেবি, ফল-বাসনায় যাহারা শুভ কৰ্ম্মে প্রবৃত্ত হয়, তাহারাও কৰ্ম্মশৃঙ্খলে আবদ্ধ হইয়া ইহাও পরলোকে বারংবার গমনাগমন করিয়া থাকে । (১০৮) যতকাল পর্য্যন্ত ভীষের শুভ, বা অশুভ কৰ্ম্ম ক্ষয় না হয়, ততকাল পর্য্যন্ত শত জন্মেও মুক্তিলাভ ঘটে না । (১০৯) পশু যেরূপ লৌহ বা স্বর্ণশৃঙ্খলে বদ্ধ হয়, তাহার জায় জীব শুভ, বা অশুভ কৰ্ম্মে আবদ্ধ হইয়া থাকে । (১১০) যত কাল জ্ঞানোদয় না হয়, ততকাল পর্য্যন্ত সতত কৰ্ম্মানুষ্ঠান এবং শত শত কষ্ট স্বীকার করিলেও মোক্ষ প্রাপ্তি ঘটে না । (১১১) যাহারা নির্মল স্বভাব ও জ্ঞানবান্, তত্ত্ববিচার বা নিক্কার কৰ্ম্ম দ্বারা তাঁহাদের তত্ত্বজ্ঞানের প্রাচুর্ভাব ঘটে । (১১২) ব্রহ্মা হইতে আরম্ভ করিয়া তৃণ পর্য্যন্ত জগতের যাবতীয় পদার্থ মায়া দ্বারা কল্পিত হইয়াছে, কেবল একমাত্র ব্রহ্মই সত্য, ইহা জানিতে পারিলে স্তবী হওয়া যায় । (১১৩) যে ব্যক্তি নাম ও রূপ পরিত্যাগ করিয়া নিত্য নিশ্চল ব্রহ্মের তত্ত্ব বিদিত হইতে পারেন, তাঁহাকে আর কৰ্ম্ম-বন্ধনে আবদ্ধ হইতে হয় না । (১১৪) জপ, হোম ও শত শত উপবাসেও মুক্তি হয় না, কিন্তু দেহীর আমিই ব্রহ্ম, এই জ্ঞান হইলে মুক্তিলাভ হইয়া থাকে । (১১৫) আত্মা সাক্ষী স্বরূপ, বিদু, পূর্ণ, সত্য, অদ্বৈত ও পরাংপর, যদি এই জ্ঞান স্থিরতর হয়, তাহা হইলে জীবের মুক্তি প্রাপ্তি ঘটে । (১১৬) রূপ ও নামাদি কল্পনা, বালকের কীড়ার জায় ; যিনি বাল্যকীড়া পরিত্যাগ পূর্বক ব্রহ্মনিষ্ঠ হইতে পারেন, তিনি নিঃসন্দেহ মুক্তিলাভের অধিকারী । (১১৭) যদি মনঃকল্পিত মুক্তি মল্লয্যের মোক্ষসাধনী হয়, তাহা হইলে স্বৰ্গলন্ধ রাজ্য লাভেও লোকে রাজা হইতে পারে । (১১৮) মৃত্তিকা, শিলা, ধাতু, ও কাষ্ঠনির্মিত মুর্ত্তিতে জীবের জ্ঞানে যাহারা আরাধনা করে, তাহারা বৃথা কষ্ট পাইয়া থাকে ; কারণ জ্ঞানোদয় না ঘটিলে মোক্ষ হয় না । (১১৯) লোক আহার সংযমে ক্লিষ্ট দেহ বা আহার প্রেমে পূর্ণোদর হউন, ব্রহ্মজ্ঞান না হইলে কখনই নিষ্কৃতি পাইতে পারেন না । (১২০) বায়ু, পর্ণ, কণা, বা জলমাত্র পান করিয়া ব্রত ধারণে যদি মোক্ষ লাভ হয়, তবে সর্প, পশু, পক্ষী জলচর জন্ত সকলের মুক্তি হইতে পারিত । (১২১) ব্রহ্ম সত্য এই জ্ঞানই উত্তম কৰ্ম, ধ্যানভা

যোগো জীবাত্মনোরৈক্যং পূজনং সেবকেশরোঃ । সৰ্বং ব্রহ্মৈতি বিহ্বলো ন যোগো ন চ পূজনম্ ॥
 ব্রহ্মজ্ঞানং পরং জ্ঞানং যন্ত চিন্তে বিরাজতে । কিন্তু জপবজ্ঞানদ্যন্তপোভির্নিয়মত্রয়ৈঃ ॥ ১২৪
 সত্যং বিজ্ঞানমানন্দমেকং ব্রহ্মৈতি পশ্যতঃ । স্বভাবাদ্ ব্রহ্মভূতস্ত কিং পূজা ধ্যানধারণা ॥ ১২৫
 ন পাপং নৈব স্নকৃতং ন স্বর্গো ন পুনর্ভবঃ । নাপি ধ্যোয়ো ন বা ধ্যাতা সৰ্বং ব্রহ্মৈতি জানতঃ ॥ ১২৬
 অন্নমাত্মা সদা মুক্তো নিলিপ্তঃ সৰ্ববস্তবু । কিং তন্ত বন্ধনং কৰ্ম্মাশ্রুতিমিচ্ছন্তি হৃদ্ধিয়ঃ ॥ ১২৭
 স্বমায়ারচিৎ বিধ্বমবিতৰ্ক্যং স্মরৈরপি । স্বয়ং বিরাজতে তত্র হুপ্রবিষ্টঃ প্রবিষ্টবৎ ॥ ১২৮
 বহিরন্তর্যধাকাশং সৰ্কেষামেব বস্তুনাম্ । তথৈব ভাতি সজপো হ্যাত্মা সাক্ষী স্বরূপতঃ ॥ ১২৯
 ন বাল্যমস্তি বৃদ্ধত্বং নাত্মনো যৌবনং জয়ঃ । সदैকরূপশ্চিদ্ভাত্তো বিকারপরিবর্জিতঃ ॥ ১৩০
 জন্মযৌবনবার্দ্ধক্যং দেহৈস্তেব ন চাত্মনঃ । পশ্যন্তোহপি ন পশ্যন্তি মায়াপ্রায়তবুদ্ধয়ঃ ॥ ১৩১
 যথা শরাবতোয়স্থং রবিং পশ্যত্যনেকথা । তথৈব মায়য়া দেহে বহুতাত্মানমীক্ষতে ॥ ১৩২
 যথা সলিলচাঞ্চল্যং মল্লস্তে তদগতে বিধৌ । তত্রৈব বুদ্ধেচ্চাঞ্চল্যং পশ্যন্ত্যাত্মজ্ঞকোবিদাঃ ॥ ১৩৩
 ঘটস্থং যাদৃশং ব্যোম ঘটে ভগ্নেহপি তাদৃশম্ । নষ্টে দেহে তথৈবায়া সমরূপো বিরাজতে ॥ ১৩৪
 আত্মজ্ঞানমিদং দেবি পরং মোক্ষৈকসাধনম্ । জানন্নিহৈব মুক্তঃ শ্রাৎ সত্যং সত্যং ন সংশয়ঃ ॥ ১৩৫
 ন কৰ্ম্মণা বিমুক্তঃ শ্রাদ্ধ সন্তত্যা ধনেন বা । আত্মানাত্মানমাজ্ঞায় মুক্তো ভবতি মানবঃ ॥ ১৩৬
 প্রিয়ো হ্যাত্মৈব সৰ্কেষাং নাত্মনোহস্ত্যপরাং প্রিয়ম্ । লোকেহপ্নিরাশ্রয়স্বকাদ্ভবন্ত্যন্তে প্রিয়াঃ শিবে

মধ্যম, স্তব ও জপ অধম, এবং বাল্যপূজা অধম অপেক্ষাও অধম। (১২২) জীব ও আত্মার, একীকরণের নাম যোগ, সেবক জৈবেরের ঐক্যই পূজা কিন্তু দৃশ্যমান সকল পদার্থই ব্রহ্ম, এরূপ জ্ঞান জন্মিলে যোগ, বা পূজার প্রয়োজন নাই। (১২৩) বাহ্যর অন্তরে প্রধান জ্ঞান, ব্রহ্মজ্ঞান বিরাজিত; তাঁহার জপ, যজ্ঞ, তপস্বা, নিয়ম ও ব্রতাদির প্রয়োজন নাই। (১২৪) যিনি সৰ্ব্বস্থলে নিত্য, বিজ্ঞান ও আনন্দস্বরূপ অদ্বিতীয় ব্রহ্ম পদার্থ দর্শন করিয়াছেন, স্বভাবতঃ ব্রহ্মভূত বলিয়া তাঁহার পূজা ও ধ্যানধারণার আবশ্যক নাই। (১২৫) সকলই ব্রহ্মময় এই জ্ঞান জন্মিলে পাপ, পুণ্য, স্বর্গ, পুনর্জন্ম, ধোয় বস্ত, ও ধাতার প্রয়োজন করে না। (১২৬) এই আত্মা সতত বিমুক্ত এবং সকল বস্তুতে নিলিপ্ত এই জ্ঞান জন্মিলে, তাঁহার বন্ধন, বা মুক্তি কোথায় এবং কি জন্তই বা হুর্কোথ লোকে কামনা করে, ইহা বুঝিতে পারা যায়। (১২৭) মায়-প্রভাবে এই জগৎ বিরচিত হইয়াছে, ইহার মর্শ্বোন্মত্ত কল্প দেবগণেরও অসাধ্য, পরম ব্রহ্ম ইহাতে প্রবিষ্ট না হইয়াও প্রবিষ্টের শ্রায় বিরাজিত আছেন। (১২৮) যেরূপ সকল পদার্থের বাহ্যভাস্তরে আকাশের অবস্থিতি, সেইরূপ সৎ ও সাক্ষীস্বরূপ এই আত্মাই সর্বত্র অবভাসিত রহিয়াছেন। (১২৯) আত্মার জন্ম, বাল্য, যৌবন ও বার্দ্ধক্য নাই, তিনি সতত চিন্ময় ও বিকারশূন্য। (১৩০) দেহীর দেহেই জন্ম, যৌবন ও বার্দ্ধক্য দেখিতে পায় না। (১৩১) যেরূপ বহু শরাবহু সলিলে বহুতর সূর্য্য সংলক্ষিত হয়, তাহার শ্রায় আত্মা মায়-প্রভাবে বহু শরীরে বহুভাবে লক্ষিত হইয়া থাকে। (১৩২) যেরূপ জল চঞ্চল বলিয়া প্রতিবিম্বিত চন্দ্র ও চঞ্চল বলিয়া অমুমিত হয়, তাহার শ্রায় অজ্ঞানী লোকে বুদ্ধির চাঞ্চল্যে আত্মদর্শন করিয়া থাকে। (১৩৩) ঘট ভগ্ন হইলে তৎ-স্থিত আকাশ যেরূপ পূর্ববৎ অবিকৃত থাকে, সেইরূপ দেহ নষ্ট হইলেও আত্মা সমভাবে বিরাজমান থাকে। (১৩৪) হে দেবি! আত্মজ্ঞান মোক্ষের একমাত্র সাধন ইহা জানিতে পারিলে, জীব সত্য সত্যই মুক্ত হইয়া থাকে। (১৩৫) লোকে ধর্ম্মাশ্রুতান, পুত্রোৎপাদন এবং ধন ব্যয়ে মুক্ত হয় না, কিন্তু আত্মতত্ত্ব জানিতে পারিলে মুক্ত হইয়া থাকে। (১৩৬) আত্মাই সকলের প্রেমাস্পদ, ইহা অপেক্ষা প্রিয় বস্তু আর নাই, হে শিবে! অপর লোকে আত্মসম্বন্ধানুসারেই প্রিয় হইয়া

জ্ঞানং জ্ঞেয়ং তথা জ্ঞাতা ত্রিতয়ং ভাতি মায়য়া । বিচার্যমাণে ত্রিতয়ে আত্মবৈকোহবশিষ্যতে ॥১৩৮॥
জ্ঞানমাত্মৈব চিত্রপো জ্ঞেয়মাত্মৈব চিত্রয়ঃ । বিজ্ঞাতা স্বয়মেবাশ্রা যো জানাতি স আত্মবিৎ ॥১৩৯॥
এতন্তে কথিতং জ্ঞানং সাক্ষান্নির্কাণকারণম্ । চতুর্বিধাবধূতানামেতদেব পরং ধনম্ ॥ ১৪০ ॥

শ্রীদেবুবাচ ।

দ্বিবিধাবাশ্রমৌ প্রোক্তৌ গার্হস্থ্যো ভৈক্ষুকস্তথা । কিমিদং শ্রুতং চিত্রমবধূতাস্তচতুর্বিধাঃ ॥ ১৪১ ॥
শ্রদ্ধা বেদিভূমিচ্ছামি তত্ত্বতঃ কথয় প্রভো । চতুর্বিধাবধূতানাং লক্ষণং সবিশেষতঃ ॥ ১৪২ ॥

শ্রীসদাশিব উবাচ ।

ব্রহ্মমন্ত্রোপাসকা য়ে ব্রাহ্মণক্সত্রিয়াদয়ঃ । গৃহাশ্রমে বসন্তোহপি জ্ঞেয়াস্তে যতয়ঃ প্রিয়ে ॥ ১৪৩ ॥
পূর্ণাতিষেকবিধিনা সংস্কৃতা য়ে চ মানবাঃ । শৈবাবধূতাস্তে জ্ঞেয়াঃ পূজনীয়াঃ কুলার্চিত্তে ॥ ১৪৪ ॥
ব্রাহ্মাবধূতাঃ শৈবাশ্চ স্বাশ্রমাচারবর্তিনঃ । বিদধ্যুঃ সর্ককর্ম্মাণি মহদীরিতবস্মনা ॥ ১৪৫ ॥
বিনা ব্রহ্মার্চিতং চৈতে তথা চক্রার্চিতং বিনা । নিষিদ্ধমগ্নং তেয়ঞ্চ ন গৃহীয়ুঃ কদাচন ॥ ১৪৬ ॥
ব্রাহ্মাবধূতকোলানাং কোলানামতিষেকিণাম্ । প্রাগেব কথিতো ধর্ম্ম আচারশ্চ বরাননে ॥ ১৪৭ ॥
স্নানং সন্ধ্যাশনং পানং দানং চ দাররক্ষণম্ । সর্কমাগমমার্গেণ শৈবব্রাহ্মাবধূতয়োঃ ॥ ১৪৮ ॥
উক্তাবধূতো দ্বিবিধঃ পূর্ণাপূর্ণবিভেদতঃ । পূর্ণঃ পরমহংসাখ্যঃ পরিত্রাড়পরঃ প্রিয়ে ॥ ১৪৯ ॥
কৃতাবধূতসংস্কারো যদি ত্রাদ্ জ্ঞানহর্ষলঃ । তদা লোকালয়ে তিষ্ঠন্নাত্মানং স তু শোধয়েৎ ॥ ১৫০ ॥
রক্ষন্ স্বজাতিচিহ্নঞ্চ কুর্কন্ কর্ম্মাণি কোলবৎ । সদা ব্রহ্মপরো ভূত্বা সাধয়েৎ জ্ঞানমুত্তমম্ ॥ ১৫১ ॥
ও তৎসমস্তমুচ্চার্য্য সোহমস্মীতি চিন্তয়ন্ । কুর্যাদাত্মোচিতং কর্ম্ম সদা বৈরাগ্যমাস্রিতঃ ॥ ১৫২ ॥

থাকে । (১৩৭) মায়্য-প্রভাবে জ্ঞান, জ্ঞেয় ও জ্ঞাতা এই তিনটি প্রতিভাত হইতেছে, এই তিনটির বিষয় স্বল্প বিবেচনা করিলে একমাত্র আত্মাই অবশিষ্ট থাকে । (১৩৮) চিত্রম আত্মাই জ্ঞান, জ্ঞেয় এবং জ্ঞাতা, বাহার ইহা বোধ হইয়াছে, তিনিই আত্মবিৎ । (১৩৯) আমি তোমার নিকটে সাক্ষাৎ নির্কাণের হেতুভূত জ্ঞানতত্ত্ব বলিষ্যম্, চতুর্বিধ অবধূতের পক্ষে ইহাই পরম ধন । (১৪০) দেবী কহিলেন,—আপনি গৃহী ও ভিক্ষুক এই দ্বিবিধ আশ্রমের কথা পূর্বে বলিয়াছেন, কিন্তু কি চমৎকার, এক্ষণে চতুর্বিধ অবধূতাত্মার কথা শুনিতেছি । (১৪১) হে প্রভো! চতুর্বিধ অবধূতের লক্ষণ সবিশেষ শ্রবণ করিয়া জ্ঞাত হইবার জন্ত আমি অভিলাষিণী হইয়াছি । (১৪২) সদাশিব কহিলেন,—হে প্রিয়ে! যে সকল ব্রাহ্মণ ও ক্সত্রিয় ব্রহ্মমন্ত্রের উপাসক, গৃহস্থাশ্রমে বাস করলেও তাঁহারা যতী বলিয়া গণ্য । (১৪৩) হে কুলার্চিত্তে! বাহার পূর্ণাতিষেক-বিধিতে সংস্কৃত হইয়াছেন, তাঁহারা শৈবাবধূত, তাঁহারা সকলের পূজ্য । (১৪৪) ব্রাহ্ম ও শৈবাবধূতগণ আপনাদের আশ্রমে আচারের অল্পগত থাকিয়া, মহত্ত্ব পথানুসারে সমুদার কন্ম সমাধা করেন । (১৪৫) হে স্বন্দরি! আমি পূর্বেই ব্রাহ্মাবধূত ও কোলগণের আচার ও ধর্ম্মাদির কথা বলিয়াছি । (১৪৬) শৈব ও ব্রাহ্মাবধূতগণ স্নান, সন্ধ্যা, ভোজন, পান, দান ও দাররক্ষণ প্রভৃতি সমস্ত কার্য্যই আগমমতে করিয়া থাকেন । (১৪৭) উক্ত শৈব ও ব্রাহ্মাবধূত পূর্ণ ও অপূর্ণ এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত; পূর্ণ শৈব ও ব্রাহ্মাবধূতে পরমহংস বলে, অপূর্ণ শৈব ব্রাহ্মাবধূতের নাম পরিত্রাট । (১৪৮) যদি উক্ত অবধূত ব্যক্তি সংস্কার দ্বারা সংস্কৃত হইয়া জ্ঞান বিষয়ে হর্ষল হন, তাহা হইলে লোকালয়ে অবস্থিতি করিয়া তিনি আত্ম-শোধন করিবেন । (১৪৯) তিনি স্বজাতি চিহ্ন ধারণ এবং কোলবৎ কর্ম্ম করিতে থাকিবেন, সর্কদা জ্ঞাননিষ্ঠ হইয়া উত্তম জ্ঞান সাধন করা তাঁহার পক্ষে কর্তব্য । (১৫০) তিনি সর্কদা বৈরাগ্য অবলম্বনপূর্বক ও তৎসং এই মন্ত্র উচ্চারণ করিবেন, এবং আপনার উপরুক্ত কর্ম্মাশ্রমানে প্রবৃত্ত হইবেন । (১৫১) তিনি

কুর্কন্ কৰ্ম্মাণ্যনাসক্তো নলিনীদলনীরবৎ । যতেত্যানমুক্তং তত্ত্বজ্ঞানবিবেকতঃ ॥ ১৫৩
 ঐ তৎসদিত মন্ত্ৰেণ যো যৎ কৰ্ম্ম সমাচরেৎ । গৃহস্থো বা পু্যদাসীনস্তাত্তীর্থাং তদ্ ভবেৎ ॥ ১৫৪
 জপো হোমঃ প্রতিষ্ঠা চ সংস্কারাদ্যখিলাঃ ক্রিয়াঃ । ঐ তৎ সন্ন্যস্তনিম্পাঃ সম্পূৰ্ণাঃ স্থান সংশয়ঃ ১৫৫
 কিমন্তৈর্কৈহতিম্বন্ধৈঃ কিমন্তৈর্ভূ'রিসাধনৈঃ । ত্রাক্ষেণানেন মন্ত্ৰেণ সৰ্ব্বকৰ্ম্মাণি সাধয়েৎ ॥ ১৫৬
 সুখসাধনবাহল্যং সম্পূৰ্ণফলদায়কম্ । নান্ত্যেত্যান্নহামন্ত্রাছুপায়স্তরমধিকে ॥ ১৫৭
 পুরঃ প্রদেশে দেহে বা লিখিত্বা ধারণেদিমম্ । গেহস্তস্ত মহাতীর্থং দেহঃ পুণ্যময়ো ভবেৎ ॥ ১৫৮
 নিগমাগমতত্ত্বাণাং সারাংসারতরো মহুঃ । ঐ তৎসদিত দেবেশি তবাগ্রে সত্যমীরিতম্ ॥ ১৫৯
 ব্রহ্মাবিক্রমহেশানাং তিত্বা তানুশিরঃশিখাঃ । প্রাহু'তৌহমোংতৎসংসৰ্গমন্ত্রোত্তমোত্তমঃ ॥ ১৬০
 চতুর্বিধানামুন্নানামন্ত্ৰেণামপি বস্তনাম্ । মন্ত্রাটন্তঃ শোধনেনালাং স্ত্রাক্ষেদেতেন শোধিতম্ ॥ ১৬১
 পশুন্ সৰ্ব্বত্র সজপং জপংস্তৎসন্নহামম্ । স্বেচ্ছাচারঃ শুদ্ধচিত্তঃ স এব ভূবি কোলরাট্ ॥ ১৬২
 জপাদন্ত ভবেৎ সিদ্ধো মুক্তঃ স্তাদর্থচিন্তনাং । সাক্ষাদ্ ব্রহ্মসমো দেহী সার্থমেনং জপম্ মহম্ ॥ ১৬৩
 ত্রিপাদোহং মহামন্ত্রঃ সৰ্ব্বকারণকারণম্ । সাধনাদন্ত মন্ত্রস্ত ভবেন্ত্যুত্থায়ঃ স্বয়ম্ ॥ ১৬৪
 যুদ্ধং যুগ্মপদং বাপি প্রত্যেকপদমেব বা । জপৈশ্চ তন্ত মহেশানি সাধকঃ সিদ্ধিতাগ্ ভবেৎ ॥ ১৬৫
 শৈবাবধূতসংস্কারবিধূতখিলকৰ্ম্মণঃ । নাপি দৈবে ন বা পৈত্রে নার্ধে কৃত্যেহধিকারিতা ॥ ১৬৬
 চতুর্গমবধূতানাং তুরীয়ো হংস উচ্যতে । ত্রয়োহন্তো বোগভোগাট্যা মুক্তাঃ সৰ্কে শিবোপমাঃ ॥ ১৬৭
 হংসো ন কুৰ্য্যাৎ স্ত্রীসঙ্গং ন বা ধাতুপরিগ্রহম্ । প্রারকমশ্নন্ বিহরেন্নিবেধবিধিবর্জিতঃ ॥ ১৬৮

নলিনী-দলস্থিত জলের ত্রায় অনাসক্তভাবে কৰ্ম্মানুষ্ঠান করিয়া তত্ত্বজ্ঞান বিচার করত আপনাকে উদ্ধার করিতে সচেষ্ট হইবেন। (১৫৩) গৃহী, বা উদাসীন, যিনি হউন না, ঐ তৎসং এই মন্ত্র দ্বারা যিনি কৰ্ম্ম করেন, তাহাতেই তাঁহার ইষ্ট ফললাভ হইয়া থাকে। (১৫৪) জপ, হোম, প্রতিষ্ঠা ও অন্তান্ত সংস্কারকাৰ্য্য ঐ তৎসং মন্ত্রে নিম্পাদিত হইলে নিশ্চয়ই সম্পূর্ণ হইবে। (১৫৫) অন্তান্ত বহুতর মন্ত্র বা নানাবিধ সাধনারহঁবা প্রয়োজন কি? ঐ তৎসং এই ব্রহ্ম মন্ত্র দ্বারা সমুদায় কাৰ্য্য সাধন করা কর্তব্য। (১৫৬) এই মন্ত্র সুখসাধ্য, ও সম্পূর্ণ ফলবিধায়ক, ইহার বহুলতা দৃষ্ট হয় না, হে অধিকে! এই মহামন্ত্র ভিন্ন জীবের আর উপায়ান্তর নাই। (১৫৭) যিনি গৃহের কোনও অংশে বা শরীরে এই মন্ত্র লিখিয়া ধারণ করেন, তাঁহার গৃহ মহা-তীর্থ এবং দেহপুণ্যময় হইয়া থাকে। (১৫৮) এই মন্ত্র যে নিগম, আগম ও তন্ত্রসমূহের সার, হে দেবেশি! এ কথা আমি সত্য করিয়া তোমার সাক্ষাতে বলিতেছি। (১৫৯) এই মহামন্ত্র ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং মহেশ্বরের জাহ্নু, মন্তক ও ব্রহ্মরক্ষু ভেদ করিয়া প্রাহু'ত হইয়াছে, অতএব ইহা সৰ্ব্ব মন্ত্রের শ্রেষ্ঠতম। (১৬০) যদি এই মন্ত্রে চতুর্বিধ অন্ন, বা অস্ত্র কোনও বস্তু শোধিত হয়, তাহা হইলে অস্ত্র মন্ত্রে শোধন করিতে হয় না। (১৬১) যিনি সৰ্ব্বজ সংস্করণ ব্রহ্মবুধি দর্শন করেন, যিনি এই মহামন্ত্র জপ করেন, বাঁহার আচার ও অন্তঃকরণ শুদ্ধ, সেই স্বেচ্ছাচারী ব্যক্তি সংসারে কোলশ্রেষ্ঠ। (১৬২) এই মন্ত্র জপে লোকে সিদ্ধ হইয়া থাকে, ইহার অর্থ চিন্তায় মুক্তি লাভ ঘটে, যে ব্যক্তি মন্ত্রার্থ চিন্তা করিয়া এই মন্ত্র জপ করেন, তিনি মানব হইলেও সাক্ষাৎ ব্রহ্মত্বলা হইয়া থাকেন। (১৬৩) এই ত্রিপাদ মহামন্ত্র সৰ্ব্ব কারণের কারণ, ইহা সাধনে মৃত্যু-ঞ্জয় হইতে পারা যায়। (১৬৪) হে মহেশ্বর! এই মন্ত্রের দুই দুইটা পদ, অথবা এক একটা পদ জপ করিলে সাধক সিদ্ধ হইয়া থাকে। (১৬৫) বাঁহারা শৈবাবধূত সংস্কারে সংস্কৃত হইয়া ছেন, তাঁহাদের কাম্য কৰ্ম্ম, দৈবকৰ্ম্ম, ঋষিকার্য্য ও পিতৃকাৰ্য্য করিতে হয় না। (১৬৬) চতুর্বিধ অবধূতের মধ্যে পূর্ণ ব্রাহ্মাবধূতের নাম হংস, অস্ত্র ত্রিবিধ অবধূত বোগ ও ভোগে রত, কিন্তু সকলই মুক্তপুরুষ এবং শিবত্বল্য। (১৬৭) হংসের স্ত্রীসঙ্গ বা ধাতু পরিগ্রহ করিতে নাই, বিধি-

তাজেৎ স্বক্কাতিত্তিল্লানি কন্মাণি গৃহমেধিনাম্ । তুরীয়োবিচরেৎ কৌলীং নিঃসঙ্করো নিরুদ্যমঃ ॥ ১৬৯ ॥
 সদাশ্রবাসন্তষ্টঃ শোকমোহবিবর্জিতঃ । নিম্নিকৈতত্তিতিক্ষুঃ শ্রান্নিঃশকোনিক্রপদ্রবঃ ॥ ১৭০ ॥
 নার্পণং ভক্ষ্যপেয়ানাং ন তন্তু ধ্যানধারণাং । মুক্তোহবিরক্তোনির্বন্দোহংসোচারণরোযতিঃ ॥ ১৭১ ॥
 ইতি তে কথিতং দেবি চতুর্থাং কুলযোগিনাম্ । লক্ষণং সবিশেষেণ সাধুনাং মৎস্বরূপিণাম্ ॥ ১৭২ ॥
 এতেষাং দর্শনস্পর্শাদালাপাং পরিতোষণাং । সর্কতীর্থকলাবাশ্চির্জায়তে মহুজ্জয়নাম্ ॥ ১৭৩ ॥
 পৃথিব্যাং যানি তীর্থানি পুণ্যক্ষেত্রাণি যানি চ । কুলসংজ্ঞাসিনাং দেহে সন্তি তানি সদা শ্রিয়ে ॥ ১৭৪ ॥
 যে ধ্বজান্তে কৃতার্থাশ্চ তে পুণ্যান্তে কৃতার্থবরাঃ । যেরচ্চিভাঃ কুলদ্রব্যোন্নয়নবৈঃ কুলসাধবঃ ॥ ১৭৫ ॥
 অশুচির্বাতি শুচিতামস্পৃশ্যঃ স্পৃশ্যতামিমাং । অভক্ষ্যমপি ভক্ষ্যং স্যাৎ যেষাং সংস্পর্শমাত্রতঃ ॥ ১৭৬ ॥
 কিরাতঃ পাপিনঃ ক্রুরাঃ পুলিন্দা যবনাঃ খলাঃ । শুধ্যস্তি যেষাং সংস্পর্শাত্তানবিনা কোহন্তমর্চ্চয়েৎ ॥ ১৭৭ ॥
 কুলতর্ষেঃ কুলদ্রব্যৈঃ কৌলিকান্ কুলযোগিনঃ যেহর্চ্চয়ন্তি সঙ্কদতন্ত্যা তেহপি পূজ্যা মহীতলে ॥ ১৭৮ ॥
 কৌলধর্ম্যাং পরোদধর্মো নাত্যেব কমলাননে । অন্ত্যজোহপিযমাশ্রিত্য পূতঃ কৌলপদং ব্রজেৎ ॥ ১৭৯ ॥
 করিণাদে বিলীয়ন্তে সর্কপ্রাণিপদা যথা । কুলধর্ম্মে নিমজ্জন্তি সর্কে ধর্ম্মান্তথা শ্রিয়ে ॥ ১৮০ ॥
 অহো পুণ্যতমাঃ কৌলাতীর্থরূপাঃ স্বয়ং শ্রিয়ে । যে পুনস্ত্যায়সম্বন্ধান্ স্বেচ্ছাংপচপামরান্ ॥ ১৮১ ॥
 গঙ্গায়্যাপতিতান্ত্যাসি যাস্তি গাঙ্গেয়তাং যথা । কুলাচারে বিশন্তোহপি সর্কে গচ্ছন্তি কৌলতাদ্ ॥ ১৮২ ॥
 যথার্বগতং বারি ন পৃথগ্ভাবমাপ্নুয়াৎ । তথা কুলাশ্রুধৌ ময়া ন ভবেয়ুর্জনাঃ পৃথক্ ॥ ১৮৩ ॥

নিবেদ্য বিরহিত হইয়া তাহাকে প্রারব্ধ ভোগ পূর্বক বিহার করিতে হইবে : (১৬৮) এই তুরীয় হংস স্বজাতি-চিহ্ন ও গৃহধর্ম্ম পরিত্যাগ করিবেন, এবং নিঃসঙ্কর ও নিরুদ্যম হইয়া পৃথিবীতে বিচরণ করিতে থাকিবেন। (১৬৯) তিনি শোক ও মোহ-বর্জিত হইয়া সর্বদা আশ্রয়ভাবে সন্তুষ্ট থাকিবেন, তিনি তিতিক্ষাশালী, নিঃশঙ্ক ও নিরুপদ্রব হইবেন, তাঁহার বাসস্থান নির্দিষ্ট থাকিবেক না। (১৭০) তিনি ভক্ষ্য ও পেয় পদার্থ কাহাকে দিবেন না, তাঁহার ধ্যান, ধারণা নাই, তিনি মুক্ত, বৈরাগ্যশালী, দ্বন্দ্বভাববর্জিত, হংসোচারণরোযণ ও যতী হইবেন। (১৭১) হে দেবি! আমি তোমার নিকটে যে চারি প্রকার কুলযোগীর লক্ষণ বলিলাম, ইহারা সকলেই সাধু ও মৎস্বরূপ। (১৭২) ইহাদিগকে দর্শন, স্পর্শ, বা আলাপে সন্তুষ্ট করিলে লোকের সর্ক-তীর্থ-দর্শন ফললাভ হইয়া থাকে। (১৭৩) হে শ্রিয়ে! পৃথিবীতে যে সকল তীর্থ ও পুণ্যক্ষেত্র বিরাজিত আছে, তৎসমুদায়ই কুলসন্ন্যাসীগণের দেহে বর্তমান থাকে। (১৭৪) যাহারা কুলদ্রব্য দ্বারা কুল সাধুদিগকে অর্চনা করেন, তাহারা ধন, কৃতার্থ ও পবিত্র হন এবং তাহারা সকল যজ্ঞের ফলভাগী হইয়া থাকেন। (১৭৫) তাহাদের স্পর্শমাত্রে অশুচি শুচি, অস্পৃশ্য স্পর্শযোগ্য, এবং অভক্ষ্য ভক্ষ্য মধ্যে গণ্য হইয়া থাকে। (১৭৬) যাহাদের স্পর্শে কিরাত, পাপী, ক্রুর, পুলিন্দ, যবন ও খল ব্যক্তি শুদ্ধি প্রাপ্ত হয়, তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া আর কাহাকে অর্চনা করিবে? (১৭৭) যাহারা কুলযোগী ও কৌলগণকে কুলতর্ষ ও কুলদ্রব্য দ্বারা একবার মাত্র ভক্তিভাবে অর্চনা করেন, তাহারাও পৃথিবীতে পূজ্য হইয়া থাকেন। (১৭৮) হে কমলাননে! কৌলধর্ম্ম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম নাই, ইহার আশ্রয়ে অতি দৃঢ় অন্ত্যজ ও পবিত্র হইয়া কৌলপদ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। (১৭৯) হে শ্রিয়ে! বেরূপ সকল জীবের পদচিহ্ন হস্তপদে লীন হয়, তাহার ভ্রায় সমুদায় ধর্ম্ম কুলধর্ম্মে লীন হইয়া থাকে। (১৮০) হে শ্রিয়ে! সাক্ষ্যং তীর্থস্বরূপ কৌলগণ কি পবিত্রতম! ইহারা আশ্রয়সম্বন্ধে স্বেচ্ছা, ঋণ ও পামরগণকে পবিত্র করিয়া থাকেন। (১৮১) কুপজল গঙ্গায় পতিত হইলে সে বেরূপ গঙ্গারূপে পবিত্র হয়, তাহার ভ্রায় কুলাচারপথপ্রাপ্ত সর্কজাতীয় লোকই কৌল হইয়া থাকে। (১৮২) বেরূপ সমুদ্রগত সলিলের পার্থক্য থাকে না, তাহার ভ্রায় কুলার্ববময়

বিপ্রাদ্যন্ত্যজপর্যন্ত দ্বিপদা যেহত্র ভূতলে । তে সর্বেহস্মিন্ কুলাচারে ভবেয়ুরধিকারিণঃ ॥ ১৮৪
 আহুতাঃ কুলধর্মহস্মিন্ যে ভবন্তি পরাধ্বখাঃ । সর্গধর্মপরিভ্রষ্টান্তে গচ্ছন্ত্যধমাং গতিম্ ॥ ১৮৫
 প্রার্থয়ন্তি কুলাচারং যে কেচিদপি মানবাঃ । তান্ বঞ্চয়ন্ কুলীনাংহপি রৌরবং নরকং ব্রজ্জ্যেৎ ॥ ১৮৬
 চাণ্ডালং যবনং নীচং মদ্বা ত্রিগমবজ্জয়া । কোলং ন কুর্যাৎ যঃ কোলঃ সোহমোষাত্যাধোগতিম্ ১৮৭
 শতাভিষেকাৎ যৎ পুণ্যং পুরশ্চর্যাশতৈরপি । তস্মাৎ কোটিগুণং পুণ্যমেকস্মিন্ কোলিকে কৃত্তে ১৮৮
 যে যে বর্ণাঃ কিতৌ সন্তি বদ্যদ্ধর্মমুপাশ্রিতাঃ । কোলা ভবন্তস্তে পাশৈর্মুক্তা যান্তি পরং পদম্ ॥ ১৮৯
 শৈবধর্মশ্রিতাঃ কোলাঃ তীর্থরূপাঃ শিবান্বকাঃ । স্নেহেন শ্রদ্ধয়া প্রেমগা পূজ্যাঃ মান্ভাঃ পরম্পরম্ ১৯০
 বহনাত্র কিমুক্তেন তবাগ্রে সত্যমুচ্যতে । ভবাক্তিতরণে সেতুং কুলধর্মো হি নাপরঃ ॥ ১৯১
 হিাদ্যন্তে সংশয়াঃ সর্বে ক্লীয়ন্তে পাপসঞ্চয়াঃ । দহন্তে কর্মজালানি কুলধর্মনিষেবণাৎ ॥ ১৯২
 সত্যব্রতা ব্রহ্মনিষ্ঠাঃ কুপায়াহুয় মানবান্ । পারয়ন্তি কুলাচারৈস্তে জ্ঞেয়াঃ কোলিকোত্তমাঃ ॥ ১৯৩
 ইতি তে কথিতং দেবি সর্গকর্মবিনির্গমম্ । মহানির্কাণতত্ত্বম্ পূর্বার্দ্ধং লোকপাবনম্ ॥ ১৯৪
 য ইদং শৃণ্বাস্মিত্যং শ্রাবয়েদ্বাপি মানবান্ । সর্গপাপবিনির্মুক্তঃ সোহন্তে নির্কাণমাশুয়াৎ ॥ ১৯৫
 সূর্য্যগমাগাং তত্ত্বাণাং সারাৎসারাং পরাৎপরম্ । তত্ত্বরাজমিমং জ্ঞাত্বা জায়তে সর্গশাস্ত্রবিৎ ॥ ১৯৬
 কিস্তস্ত তীর্থভ্রমণৈঃ কিং যজ্ঞৈর্জপসাধনৈঃ । জানন্তে তস্মহাতত্ত্বং কর্মপাশৈর্কিমুচ্যতে ॥ ১৯৭
 স বিজ্ঞঃ সর্গশাস্ত্রেষু সর্গধর্মবিদাং বরঃ । ৭ জ্ঞানী ব্রহ্মবিৎ সাধুর্য এতদ্বৈচি কালিকে ॥ ১৯৮

ব্যক্তি পৃথক্ বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। (১৮৩) এই পৃথিবীতে ব্রাহ্মণ হইতে আরম্ভ করিয়া অন্ত্যজ পর্যন্ত যে সকল দ্বিপদ অবস্থিতি করে, সকলেই কুলাচারে অধিকারী হইতে পারে। (১৮৪) কুলধর্মে আহুত হইয়া যাহারা তাহাতে পরাধ্বখ হয়, তাহাদের সকল ধর্ম-ভ্রষ্ট হয় এবং তাহারা অধম লোকে গতি করিয়া থাকে। (১৮৫) যে সকল লোক কুলাচারের প্রার্থনা করে, তাহাদিগকে বঞ্চনা করিলে কোলের রৌরব নরকে বাস ঘটিয়া থাকে। (১৮৬) যে কোল, চণ্ডাল, যবন, নীচ ও জীলোককে অবজ্ঞা করিয়া কোলধর্মে দীক্ষিত না করে, সে কোলাধম, এবং তাহার নিকৃষ্ট গতি হইয়া থাকে। (১৮৭) শতাভিষেকে যে পুণ্য সঞ্চয়, শত পুরশ্চরণে যে ফল প্রাপ্তি, একজনকে কোল করিলে তাহার কোটিগুণ ফল হইয়া থাকে। (১৮৮) সংসারে যত প্রকার বর্ণ ও ধর্মাবলম্বী আছে, তন্মধ্যে, যিনি কোল তিনি পাপমুক্ত হইয়া পরম পদ লাভের অধিকারী। (১৮৯) শৈব ধর্মাবলম্বী কোলগণ তীর্থ ও সাক্ষাৎ শিবস্বরূপ; অতএব স্নেহ, শ্রদ্ধা ও প্রেমদানে পরস্পরে পূজা ও সম্মান করা কর্তব্য। (১৯০) তোমাকে অধিক কি বলিব, আমি সত্য করিয়া বলিতেছি, কুল কর্মই সংসার সঙ্কট তরণের গন্ধে সেতুরূপ, ঐতিহ্য উদ্ধারের অস্ত্রোপায় নাই। (১৯১) কুলধর্মশ্রমে সকল সংশয় দূরীভূত, সমুদায় পাপ নিবারিত ও সকল কর্ম অদৃষ্ট হইয়া থাকে। (১৯২) যাহারা সত্যব্রত, ও ব্রহ্মনিষ্ঠ, তাহারা কুপা করিয়া কুলাচার দ্বারা মহুয়াগণকে আচ্ছাদন করতঃ পবিত্র করিয়া থাকেন; ইহঁরাই কোলিকশ্রেষ্ঠ। ১৯৩- হে দেবি! সর্গধর্ম-নির্গম-কর ষোকপাবন মহা-নির্কাণ-তত্ত্বের পূর্বার্দ্ধ তোমার নিকটে প্রকাশ করিলাম। (১৯৪) যে ব্যক্তি ইহা নিত্য-কাল শ্রবণ করিবেন, বা অন্তর্ভুক্ত করাইবেন, তিনি সর্গ-পাপ-মুক্ত হইয়া চরণে মৌলিপদ অধিকার করিবেন,। (১৯৫) এই তত্ত্বরাজ সকল প্রকার আগম ও তত্ত্বের সারাৎসার ও পরাৎপর, ইহা জানিতে পারিলে লোকে সর্গশাস্ত্রবেত্তা হইতে পারে। (১৯৬) যিনি মহানির্কাণতত্ত্ব জানিতে পারিয়াছেন, তাহার তীর্থভ্রমণ, যজ্ঞসাধন ও জপাদিতে প্রয়োজন কি? তিনি কর্ম-পাপ হইতে মুক্ত হইয়া থাকেন। (১৯৭) হে কালিকে! যিনি ইহা জানিতে পারিয়াছেন, তিনি সর্গশাস্ত্রপারদর্শী, সর্গধর্মবেত্তা, জ্ঞানী, সাধু ও ব্রহ্মবিৎ হইয়াছেন। (১৯৮) যিনি এই

অলং বেদৈঃ পুরাণৈশ্চ স্মৃতিভিঃ সংহিতাদিভিঃ । কিমন্তৈর্সর্বহতিতন্ত্রে জ্ঞানেনং সর্ববিদ্যবেৎ ॥ ১৯৯
 আসীদ শুভ্রতমং যদে সাধনং জ্ঞানমুত্তমং । তব প্রেমে তন্ত্ৰেহস্মিৎসংসর্গঃ সুপ্রকাশিতম্ ॥ ২০০
 যথা স্বঃ ব্রহ্মণঃ শক্তির্মম প্রাণাধিকা পরা । মহানির্কাণতন্ত্রং মে তথা জানীহি সূত্রতে ॥ ২০১
 যথা নগেযু হিমবান্ তারকাসু যথা শশী । ভাস্বাংস্তেজঃসু তন্ত্ৰেযু তত্ত্বরাজমিমং তথা ॥ ২০২
 সর্কধর্ম্মময়ং তন্ত্রং ব্রহ্মজ্ঞানৈকসাধনম্ । পঠিত্বা পাঠয়িত্বাপি ব্রহ্মজ্ঞানী ভবেন্নরঃ ॥ ২০৩
 বিদ্যাতে যন্ত ভবনে সর্বতন্ত্ৰোত্তমোত্তমম্ । ন তস্য বংশে দেবেশি পণ্ডিত্বমিতি কহিচিৎ ॥ ২০৪
 অজ্ঞানতিমিরাকোহপি মূর্খঃ কর্ম্মজড়োহপি বা । শৃণুৱেতন্মহাতন্ত্রং কর্ম্মবন্ধাধ্বিমুচ্যতে ॥ ২০৫
 এতত্ত্বস্ত পঠনং শ্রবণং পূজনং তথা । বন্দনং পরমেশানি নৃণাং কৈবল্যাদায়কম্ ॥ ২০৬
 উক্তং বহুবিধং তন্ত্রমেকৈকাধ্যানসংযুতম্ । সর্কধর্ম্মাধিতং তন্ত্রং নাভ্যঃ পরতরং কচিৎ ॥ ২০৭
 পাতালচক্রতুচ্চক্রজ্যোতিষ্চক্রসম্বিতম্ । পরাক্রমন্ত যো বেত্তি স সর্বজ্ঞো ন সংশয়ঃ ॥ ২০৮
 পরাক্রমসহিতং গ্রহমেনং জানন্নরো ভবেৎ । ত্রিকালবার্ত্তাং ত্রৈলোক্যবৃত্তান্তং কথিত্বং ক্ষমঃ ॥ ২০৯
 সত্তি তন্ত্রাণি বহুধা শাস্ত্রাণি বিবিধানিচাপি । মহানির্কাণতন্ত্রস্য কলাং নাহি স্তি ষোড়শীম্ ॥ ২১০
 মহানির্কাণতন্ত্রস্য মাহাত্ম্যদং কিং ব্রবীমি তে । বিদিত্বৈতন্মহাতন্ত্রং ব্রহ্মনির্কাণপ্রাপ্তুয়াৎ ॥ ২১১

ইতি শ্রীমহানির্কাণতন্ত্রে সর্বতন্ত্ৰোত্তমোত্তমো সর্কধর্ম্মনির্গমসারে শ্রীমদাদ্যাসদাশিবসংবাদে
 পূর্ব্বেকাণ্ডে শিবলিঙ্গস্থাপনচতুর্কিধাবধূতবিবরণকথনং নাম চতুর্দশোক্তাসঃ ।

সমাপ্তমিদং গ্রন্থং ।

তন্ত্র জানিয়া সর্ববিৎ হইয়াছেন, তাঁহার বেদ, পুরাণ, স্মৃতি, সংহিতা ও অন্যান্য বহুবিধ তন্ত্র জানিবার প্রয়োজন কি ? (১৯৯) যে সকল সাধন ও দিব্য জ্ঞান অতিশয় শুভ্রতম ছিল, তোমার প্রশ্নানুযায়ী তৎসমুদায়ই এই মহাতন্ত্রে প্রকাশ করিলাম । (২০০) হে সূত্রতে ! তুমি যেরূপ ব্রহ্মশক্তি ও আমার প্রাণাধিকা, তন্ত্রও সেইরূপ জানিবে । (২০১) যেরূপ পর্ব্বতের মধ্যে হিমালয়, তারা দল মধ্যে তারাপতি এবং তেজঃ পদার্থের মধ্যে সূর্য্য, সেইরূপ সমুদায় তন্ত্রের মধ্যে তন্ত্ররাজই শ্রেষ্ঠ । (২০২) এই তন্ত্র সর্কধর্ম্মময় এবং ব্রহ্মজ্ঞানের অদ্বিতীয় সাধন । যিনি ইহা পাঠ করিবেন, বা করাইবেন, তিনিই ব্রহ্মজ্ঞানী হইতে পারিবেন । (২০৩) হে দেবেশি ! সকল তন্ত্রের শ্রেষ্ঠ এই তন্ত্ররাজ বাহার গৃহে বিদ্যমান থাকিবে, তদংশে কেহ কখনও পণ্ডরূপে প্রোক্ষিত হইবেক না । (২০৪) যিনি অজ্ঞানস্বভাবে অন্ধ, মূর্খ কর্ম্মজড়, এই মহানির্কাণতন্ত্র পাঠ করিলে, তাঁহার কর্ম্মবন্ধন থাকে না । (২০৫) হে পরমেশ্বর ! এই মহাতন্ত্র পাঠ, শ্রবণ, অর্চনা, ও বন্দনার লোকে কৈবল্য প্রাপ্ত হইয়া থাকে ! (২০৬) আমি এক একটা করিয়া, তোমাকে অনেক তন্ত্রের কথা বলিরাছি এবং তাহাতে সকল ধর্ম্মের উল্লেখ আছে, কিন্তু এ তন্ত্র অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ তন্ত্র আর নাই । (২০৭) এই তন্ত্রের উত্তরার্দ্ধে পাতাল, ভূতল ও জ্যোতিষ্চক্রের কথা আছে, যিনি তাহা জ্ঞাত হইয়াছেন, তিনি নিঃসন্দেহ সর্বজ্ঞ । (২০৮) যিনি পরাক্রম সহিত এই তন্ত্র জানিতে পারেন, তিনি ত্রিকাল-বার্ত্তা ও ত্রৈলোক্য বৃত্তান্ত বলিতে পারেন । (২০৯) তন্ত্র ও শাস্ত্র অনেক প্রকার আছে, কিন্তু কেহই ইহার ষোড়শ অংশের একাংশের তুল্য হইতে পারে না । (২১০) আমি তোমার নিকটে মহানির্কাণ তন্ত্রের মাহাত্ম্য কথা আর কি বলিব, (তবে এই বলিলে পর্যাপ্ত হইবে) যে এই তন্ত্র জানিলে ব্রহ্মনির্কাণ প্রাপ্ত হওয়া যায় (২১১)

সমাপ্ত ।

মন্ত্রকোষঃ ।

৬ নমঃ পরদেবতায়ৈ ।

প্রথমঃ ৭ ভুবনেশ্বরীমন্ত্রাঃ—নকুলীশোহ্মিমারুঢ়ো বামনেন্দ্রাঙ্কচক্ষবান্ ॥ হ্রীং ॥ ১ ॥ বাগ্ভবং
শম্ভুনিভা রমাবীজত্রয়ায়কং । ঐ হ্রীং শ্রী ॥ ২ ॥ বাগ্ভীজপুটতা মায়্য বিদ্যেয়ং ত্র্যক্ষরী
মতা ॥ ঐ হ্রীং ঐ ॥ ৩ ॥ অনন্তো বিন্দুসংযুক্তো মায়াত্রাঙ্কাগ্নিতারবান্ । আং হ্রীং ক্রোং ॥ ৪ ॥
অথান্নপূর্ণামন্ত্রাঃ—মায়াকুণ্ডগবত্যন্তং মাহেশ্বরিপদন্ততঃ । অন্নপূর্ণেঠযুগলং মনুঃ সপ্তদশাক্ষরঃ ।
হ্রীং নমো ভগবতি মাহেশ্বরি অন্নপূর্ণে স্বাহা ॥ ১ ॥ ইয়মেব প্রণবাদ্যা ॥ ২ ॥ শ্রীবীজাদ্যা ॥ ৩ ॥
বাগ্ভীজাদ্যা ॥ ৪ ॥ কামাদ্যা ॥ ৫ ॥ তারমাদ্যা ॥ ৬ ॥ মায়্য ত্রীযুগাদ্যা ॥ ৭ ॥ ত্রীমায়ুগাদ্যা
১ । যথা—ওঁ নমো ভগবতি মাহেশ্বরি অন্নপূর্ণে স্বাহা । ২ । শ্রীং নমো ভগবতি মাহেশ্বরি অন্ন-
পূর্ণে স্বাহা । ৩ । ঐ নমো ভগবতি মাহেশ্বরি অন্নপূর্ণে স্বাহা । ৪ । ক্রীং নমো ভগবতি মাহেশ্বরি
অন্নপূর্ণে স্বাহা । ৫ । ওঁ হ্রীং নমো ভগবতি মাহেশ্বরি অন্নপূর্ণে স্বাহা । ৬ । হ্রীং শ্রীং নমো ভগবতি
মাহেশ্বরি অন্নপূর্ণে স্বাহা । ৭ । হ্রীং নমো ভগবতি মাহেশ্বরি অন্নপূর্ণে স্বাহা ॥ ৮ ॥ অথ ত্রিগু-
টামন্ত্রাঃ—ত্রীমায়ামদনৈঃ প্রোক্তা মন্ত্রো বীজত্রয়ায়কঃ । শ্রীং হ্রীং ক্রীং । ১ । পরাদিকী ভবেদেবি
কামাদিকী ভবেদিয়ং । হ্রীং শ্রীং ক্রীং । ২ । ক্রীং শ্রীং হ্রীং । ৩ । অথ ষরিতামন্ত্রাঃ—
তারো মায়াবর্ষবীজং ষষ্টিরীশস্বরান্বিতং । কুর্শস্তদন্তো ভগবান্ ক্রত্বীদীর্ঘতমুচ্ছদং । সম্বর্তো
ভগবান্ মায়্য ফড়ন্তো দ্বাদশাক্ষরঃ । ওঁ হ্রীং হ্ৰং খে চ ছে ক্ষ জী হ্ৰং কে হ্রীং কট্ । ১ । অথ
নিত্যামন্ত্রঃ—বাগ্ভবং কামবীজঞ্চ নিত্যক্রিমে মদঃ পুনঃ । দ্রবে বহিবধূর্মন্ত্রো দ্বাদশার্ণোয়মীরিতঃ ।
ঐ ক্রীং নিত্যক্রিমে মদদ্রবে স্বাহা । ১ । অথ বজ্রপ্রস্তারিণীমন্ত্রঃ—বাঘ্যায়ানস্তরং নিত্যক্রিমে
ভূয়ো মদদ্রবে । স্বাহান্তো রবিসংখ্যার্ণো মন্ত্রো বশুপ্রদায়কঃ । ঐ হ্রীং নিত্যক্রিমে মদদ্রবে
স্বাহা । ১ । অথ হুর্গামন্ত্রাঃ । মায়্যত্রিঃ কর্ণবিন্দ্যচ্যো ভূয়োহসৌ সর্গবান্ ভবেৎ । পঞ্চাঙ্ককঃ
প্রতিষ্ঠাবান্ মারুতো ভোতিকাসনঃ । তারাদিহুয়াস্তোহয়ং মন্ত্রো বস্বকরায়কঃ । ওঁ হ্রীং
হুর্গায়ৈ নমঃ ॥ অথ মহিষমর্দিনীমন্ত্রাঃ—ভাস্তং বিয়ং সনয়নং শ্বেতো মর্দিনি ঠষয়ং ।
ঐষ্টাক্ষরী সমাখ্যাতা বিদ্যা মহিষমর্দিনৌ ॥ মহিষমর্দিনি স্বাহা ॥ প্রণবাদ্যা জপেদ্বিদ্যাং মারাদ্যাং
বা জপেৎ সূধীঃ । বধুবীজাদিকং বাপি কবচাদ্যাং জপেত্তথা ॥ সর্ককালেষু সর্কত্র কামাদ্যাং বা
জপেৎ সূধীঃ । বাগ্ভবাদ্যাং জপেত্তাত্ত দেবীং বাক্যবিশুদ্ধয়ে ॥ এতে নবাক্ষরাঃ । বিনা বীজৈ-
র্ষহাবিদ্যা মিকীর্থা পরিকীর্তিতা । পুটতা বীজযুগ্মেন যুখে যুগ্মঞ্চ দেশিকৈঃ । দশাক্ষরা সমা-
নান্তি বিদ্যা জিহ্ববনেশ্বরী । প্রণবঞ্চ তথা মায়্য ভবেদ্বিদ্যা পুনর্দশ । কামং প্রণবমিত্যুক্তাং
ভবেদ্বিদ্যা পুনর্দশ । যথা—ওঁ মহিষমর্দিনি স্বাহা । ১ । ২ । হ্রীং মহিষমর্দিনি স্বাহা । ৩ । ক্রীং
মহিষমর্দিনি স্বাহা । ৪ । হ্ৰং মহিষমর্দিনি স্বাহা । ৫ । ক্রীং মহিষমর্দিনি স্বাহা । ৬ । ঐ মহিষ-
মর্দিনি স্বাহা । ৭ । ইতি নবাক্ষরাঃ । অথ দশাক্ষরাঃ । ওঁ মহিষমর্দিনি স্বাহা । হ্রীং । ৮ । ওঁ
হ্রীং মহিষমর্দিনি স্বাহা । ৯ । ক্রীং মহিষমর্দিনি স্বাহা । ১০ । ক্রীং ওঁ মহিষমর্দিনি স্বাহা ॥ ১১ ॥
অথ জয়হুর্গামন্ত্রঃ—তারো হুর্গে যুগং রক্ষমন্ত্যে চাস্তং স্রলোচনং । দ্বিষ্টান্তো জয়হুর্গেয়ং বিদ্যা
বেদ্যা দশাক্ষরী ॥ ওঁ হুর্গে হুর্গে রক্ষণি স্বাহা ॥ ১ ॥ অথ শূলিনীমন্ত্রাঃ ॥ জল জলপদস্তান্তে শূলি

নীতি পদন্ততঃ । 'দ্বষ্টগ্রহহমজ্ঞান্তে বহির্জানাবধিমর্দুঃ' । জল জল শুলিনি দ্বষ্টগ্রহ হং কটু-
 স্বাহা । ১ । অথ সরস্বতীমন্ত্রাঃ ।—বদ বদ বাথাদিনি বহিবল্লভেতি দশাঙ্করা ।
 বদ বদ বাথাদিনি স্বাহা । ১ । ভুবনেশীসম্পূটোহয়ং, মহাসারস্বতপ্রদঃ । হ্রীং বদ বদ-
 বাথাদিনি স্বাহা হ্রীং । ২ । হৃদয়াস্তে ভগবতি বদশব্দময়ন্ততঃ । বাগ্‌দেগবি বহির্জানাস্তং
 বাগ্‌ভবান্যং সমুচ্চরেৎ ॥ ঐং নমো ভগবতি বদ বদ বান্ধেবি স্বাহা ॥ ৩ ॥ ত্যারো মায়্য
 ধরো বিন্দুঃ শক্তিতারঃ সরস্বতী । ওস্তো নমোহস্তকো মন্ত্রঃ প্রোক্ত একাদশাঙ্করঃ । ও হ্রীং
 ঐং হ্রীং ও সরস্বতৌ নমঃ । ৪ । বাচস্পতেহমুতে ভূমঃ ব্রহ্মরূপিতৈ কীর্তয়েৎ । বাগাদ্যো
 মনুপ্রাখ্যাতো রুদ্রসংখ্যাহরোহপরঃ । ঐং বাচস্পতে অমুতে ব্রহ্মরূঃ । ৫ । তোরস্বং শরনং শরনং
 বিষ্ণোঃ স কেবলচতুর্মুখং । অর্ক শেন্দুযুতো বহিবিন্দু সত্যাম্বান্ ভৃগুঃ । উক্তানি ত্রীণি
 বীজানি সত্তিঃ সারস্বতর্চিনাং ॥ ঐং রুং স্বোং ॥ ৬ ॥ অথপারিজাতসরস্বতীমন্ত্রাঃ ।—প্রণবহ-
 ল্পেথাসম্পূজিতহকার মকারোকারযুক্তসরস্বতী ওস্তনতিঃ । ও হ্রীং হেসৌঃ হ্রীং ও সরস্বতৌ
 নমঃ ॥ ১ ॥ অথ সম্পৎপ্রদাতৈরবীমন্ত্রঃ ।—সম্পৎপ্রদায়া ভৈরব্যা বাগ্‌ভবং বীজমুচ্চরেৎ ।
 তারেণ পরয়া দেবী সম্পূটাকৃত্য মন্ত্রবিৎ । সরস্বতৌ হৃদস্তোহয়ং রুদ্রার্ণোহয়মুদীরিতঃ । ও
 হ্রীং ঐং হ্রীং ও সরস্বতৌ নমঃ ॥ ১ ॥ অথ লক্ষ্মীমন্ত্রঃ । বাস্তং বহিসমাক্রুৎ বামনেত্রেদুসংযুতং ।
 বীজমেতৎ প্রিয়াঃ প্রোক্তং সর্বকামফলপ্রদং । ত্রীং বাগ্‌ভবং বনিতা বিষ্ণোর্মায়্য মকরকে-
 তনঃ । চতুর্বীজাস্তকো মন্ত্রচতুর্গফলপ্রদঃ । ঐং ত্রীং হ্রীং ক্লীং ॥ ২ ॥ দীর্ঘাযাদির্বিসর্গান্তো ব্রহ্মা
 ভাস্করস্বরূপা । বাস্তেসিতৈ প্রিয়া বহুশ্রুতঃ প্রোক্তো দশাঙ্করঃ । নমঃ কমলবাসিতৈ স্বাহা ॥ ৩ ॥
 অথ মহালক্ষ্মীমন্ত্রাঃ ।—বাগ্‌ভবং শম্ভুবনিতা রমা মকরেকতনঃ । তাস্তীয়ঞ্চ জগৎপার্শ্বো বহিবীজ-
 সমুজলঃ । অর্থাশাটোভৃগুঃ তৈষ্ণকং মন্ত্রোহয়ং, দ্বাদশাঙ্করঃ । ঐং হ্রীং ক্লীং হেসৌঃ ভগৎপ্রস্বতৌ
 নমঃ । শম্ভুপত্নী প্রিয়া রুদ্রা কলৌ ভগবতী মহী । ব্রহ্মাদিত্যে ধরা দীর্ঘা লক্ষ্যাদি ভগবান্
 মরুৎ । প্রসীদ যুগলং ভূমঃ শ্রীরুদ্রা ভুবনেশ্বরী । মহালক্ষ্মীনমোহস্তঃ স্তাং প্রণবাদিরয়ং মনুঃ ।
 ও হ্রীং ত্রীং কমলে কমলালয়ে প্রসীদ প্রসীদ ত্রীং হ্রীং ত্রীং মহালক্ষ্ম্যে নমঃ ॥ ২ ॥ অথ গণেশ
 মন্ত্রাঃ । পঞ্চমন্তকং শশিযুক্তং বীজং গণপতের্কিছুঃ । গং । ১ । ত্রিশক্তিস্বরভূবিদ্যবীজানি
 প্রথমং বদেৎ । ওহস্তং গণপতিং পশ্চাৎ ব্রহ্মাস্তে বরদম্পদং । উক্তা সর্বজনং মেহস্তে বশমানয়-
 ঠময়ং । অষ্টাবিংশতাক্ষরোহয়ং তারাদ্যো মনুদীরিতঃ । ভুবীজমাহ । স্মৃতিং মাংসমোবিন্দুঃ
 ভূয়ো কীজ সমীরিতং । ও ত্রীং হ্রীং ক্লীং স্রৌং গং গণপতয়ে বরবরদ সর্বজনং মে বশমানয়
 স্বাহা । ২ । অথ মহাগণেশমন্ত্রাঃ । শক্তিরুদ্রং নিজং বীজং মহাগণপতিং বদেৎ । ওহস্তমগ্নি বধুঃ
 প্রোক্তো মন্ত্রোহয়ং দ্বাদশাঙ্করঃ । হ্রীং গং হ্রীং মহাগণপতয়ে স্বাহা । ১ । শক্তিরুদ্রং নিজং বীজং
 মহাগণপতিং বদেৎ । ওহস্তমগ্নিবধুঃ প্রোক্তো মন্ত্রোহয়ং দ্বাদশাঙ্করঃ । হ্রীং গং হ্রীং মহাগণ-
 পতয়ে স্বাহা । ১ । শক্তিরুদ্রং নিজং বীজং বশমানয় ঠময়ং । তারাদ্যো মনুপ্রাখ্যাতো রুদ্রসং-
 খ্যাক্ষরায়িতঃ । ও হ্রীং গং হ্রীং বশমানয় স্বাহা ॥ ২ ॥ অথ হের্ষমন্ত্রাঃ । পঞ্চান্তকো বিন্দুযুক্তো
 বামকর্ণবিভূষিতঃ । তারাদিহৃদয়াস্তোহয়ং হের্ষমনুদীরিতঃ । চতুর্গফলপ্রদঃ । চতুর্গফল
 প্রদঃ । ও গুং নমঃ । ১ । সযর্ভকো নেত্রযুক্তঃ পার্শ্বো বহ্যাসনোখিতঃ । প্রসাদায় চ জন্মদঃ
 সবীজো দ্বাদশাঙ্করঃ ॥ গং ক্ষিপ্ৰাসাদায় নমঃ । ২ । অথহরিত্রাংগেশমন্ত্রাঃ । পঞ্চান্তকো ধরাসংস্থা
 বিন্দুভূষিতমন্তকঃ । একাক্ষরো মহাবদ্রঃ সর্বকামফলপ্রদঃ ॥ গুং ॥ ১ ॥ মন্ত্রোদ্ধারমহং বক্ষ্যে
 শৃণুধ্ব কমলাননে । ইন্দ্রবীজং সমুচ্চ্যত নিজবীজং সমুচ্চরেৎ । চতুর্দশসংখ্যাতাং বিন্দুভূষিত-
 মন্তকং । একাক্ষরী মহাবিদ্যা কথিতং পদ্মবোক্ষিণা ॥ স্রৌং ২ ॥ লক্ষ্যাদ্যং বাচ্‌ কুর্জাদ্যং মায়াদ্যং
 বা জপেৎ স্রুধীঃ । কামাদ্যং বধুবীজং বা বাগাদ্যং বা জপেৎ স্রুধীঃ । কামাদ্যং বা
 মহাবিদ্যাং নিজবীজাদিকমুখা । দ্ব্যক্ষরী চ মহাবিদ্যা ত্র্যক্ষরী চাত্রপংখ্যুতা ।

চতুর্ভুজিকা বিদ্যা বহিষ্ঠায়াবধি প্রিয়ে। ৐ঃ স্রোঃ ৥ ৩ ॥ হুং স্রোঃ। ৐ হ্রীং স্রোঃ । ৫
 ক্রীং স্রোঃ । ৬ ॥ ৐ঃ স্রোঃ । ৭ ॥ ঐঃ স্রোঃ । ৮ ॥ ঔঃ স্রোঃ । ৯ ॥ গং স্রোঃ । ১০ ॥
 ৐ঃ স্রোঃ কট্ । ১৫ ॥ হুং স্রোঃ কট্ । ১২ ॥ হ্রীং স্রোঃ । ১৩ ॥ ক্রীং স্রোঃ কট্ । ১৪ ॥ ৐ঃ
 স্রোঃ কট্ । ১১ ॥ ঐঃ স্রোঃ কট্ ॥ ১৬ ॥ ঔঃ স্রোঃ কট্ ॥ ১৭ ॥ গং স্রোঃ কট্ ॥ ১৮ ॥ ৐ঃ
 স্রোঃ স্বাহা ॥ ১৯ ॥ হুং স্রোঃ স্বাহা ॥ ২০ ॥ হ্রীং স্রোঃ স্বাহা ॥ ২১ ॥ ক্রীং স্রোঃ স্বাহা ॥ ২২ ॥
 ৐ঃ স্রোঃ স্বাহা ॥ ২৩ ॥ ঐঃ স্রোঃ স্বাহা ॥ ২৪ ॥ ঔঃ স্রোঃ স্বাহা ২৫ ॥ গং স্রোঃ স্বাহা ॥ ২৬ ॥
 অথস্বর্যমন্ত্রাঃ ॥ তারোয়ুগিভূঃ পশ্চাদ্ব্যমকর্ণবিভূষিতঃ। বহ্যাসনোমকর্ণশেষঃ সনোত্রোহস্তি-
 স্বপশ্চিমঃ। অষ্টাকরোমহুঃ প্রোক্তো ভানোরমিততেজসঃ ঔয়ুগিঃ স্বর্য আদিত্য ॥ ১ ॥
 আকাশময়িদীর্ঘেন্দ্রসংযুতং ভুবনেশ্বরী। সর্গাধিতো ভূগুভানো ত্র্যক্ষরোহয়মুদাহৃতঃ। হ্রীং সঃ ॥ ২ ॥
 আকাশময়ি পবনং সত্যাত্তোহবীশ বিন্দুমৎ। মার্ভগুভৈরবং নাম বীজমেতদুদাহৃতং। পুটিতঃ
 বিশ্ববীজেন সর্বকামফলপ্রদং। বিশ্ববীজং যথা। টাস্তং দহননেত্রেন্দ্রসহিতং তদুদাহৃতং। ঠেং
 হববঙং ডং ঠেং ॥ ৩ ॥ বিরদক্কেন্দ্রললিতং তদাদিঃ সর্গসংযুতঃ। অজপাখ্যো মহুঃ প্রোক্তো
 দ্ব্যক্ষরঃ সুরপাদপঃ। হংসঃ ॥ ৪ ॥ অথ বিষ্ণুমন্ত্রঃ। তারং নমঃ পদং ক্রয়ানরো দীর্ঘসমম্বিতো।
 পশনোপায়মম্রোহয়ং প্রোক্তো বস্করঃ পরঃ। ঔনমো নারায়ণায় ॥ ২ ॥ অথ শ্রীরামমন্ত্রাঃ ॥
 অমন্তোয়াসনঃ বেন্দ্রবীজং রামায় হুয়মহুঃ। ষড়ক্ষরো ময়াদিষ্টো ভজতাং কামদো মনুঃ ॥ রাং
 রামায় নমঃ ॥ ১ ॥ স্বকামশক্তিবাগুলস্মীতারাধ্যঃ পঞ্চবর্ণকঃ। ষড়ক্ষর ষড়্বিধঃ ত্র্যাক্ষতুর্ভুগলপ্রদঃ।
 ক্রীং রামায় নমঃ ॥ ২ ॥ হ্রীং রামায় নমঃ ॥ ৩ ॥ ঐং রামায় নমঃ ॥ ৪ ॥ ৐ং রামায় নমঃ ॥ ৫ ॥ ঔং
 রামায় নমঃ ॥ ৬ ॥ জানকীবল্লভং দেহন্তং বহিষ্ঠায়া হমাদিকং। দশাকরোহয়ংরামস্ত মন্ত্রেণিন্
 ত্র্যদ্বিকিরাট্। হুং জানকীবল্লভায় স্বাহা ॥ ৭ ॥ বহিনারায়ণেনাদ্যো জঠরঃ কেবলন্তথা। দ্ব্যক্ষর-
 মন্ত্র রাজোহয়ং সর্বাভীষ্টফলপ্রদঃ। রাম ॥ ৮ ॥ তারোমায়ারমানজবাক্ স্ববীজন্ত ষড়্বিধঃ। ত্র্যক্ষর
 মন্ত্ররাজোহয়ং সর্বাভীষ্টফলপ্রদঃ। ঔ রাম ॥ ৯ ॥ হ্রীং রাম ॥ ১০ ॥ ৐ং রাম ॥ ১১ ॥ ক্রীং রাম ॥ ১২
 ঐং রাম ॥ ১৩ ॥ রাং রাম ॥ ১৪ ॥ শ্রীমায়ামম্রৈকৈক বীজাদ্যভগতোমহুঃ। চতুর্ভুগ সএব ত্র্যং
 ষড়্বর্ণো বাক্তিতপ্রদঃ। স্বাহাত্তোহুং ফড়ন্তো বা নমোহন্তোবা ভবেমহুঃ। ৐ং রাম ৐ং ॥ ১৫ ॥ হ্রীং
 রাম হ্রীং ॥ ১৬ ॥ ক্রীং রাম ক্রীং ॥ ১৭ ॥ ৐ং রাম ৐ং স্বাহা ॥ ১৮ ॥ ৐ং রাম ৐ং হং কট্ ॥ ১৯
 ৐ং রাম ৐ং নমঃ ॥ ২০ ॥ হ্রীং রাম হ্রীং স্বাহা ॥ ২১ ॥ হ্রীং রাম হ্রীং হং কট্ ॥ ২২ ॥ হ্রীং রাম
 হ্রীং নমঃ ॥ ২৩ ॥ ক্রীং রাম ক্রীং স্বাহা ॥ ২৪ ॥ ক্রীং রাম ক্রীং হং কট্ ॥ ২৫ ॥ ক্রীং রাম
 ক্রীং নমঃ ॥ ২৬ ॥ দ্ব্যক্ষরশ্চত্বারীন্তো মম্রোহয়ং চতুরক্ষরঃ। রামচত্ব ॥ ২৭ ॥ রামতত্র ॥ ২৮ ॥ রামায়
 হুয়মহুঃ প্রোক্তো মন্ত্রঃ পঞ্চাক্ষরঃ পরঃ ॥ রামায় নমঃ ॥ ২৯ ॥ পঞ্চাশম্ভাট্কাবর্ণ-প্রত্যেক-পূর্বকোমহুঃ।
 দ্ব্যক্ষরশ্চত্বারীন্তো মম্রোহয়ং চতুরক্ষরঃ। রামচত্ব ॥ ২৭ ॥ রামতত্র ॥ ২৮ ॥ রামায়
 হুয়মহুঃ প্রোক্তো মন্ত্রঃ পঞ্চাক্ষরঃ পরঃ ॥ রামায় নমঃ ॥ ৩০ ॥ অং রামায় নমঃ ॥ ৩১
 এতে মন্ত্রা শ্রীবীজাদয়শ্চং সপ্তাক্ষরাঃ ॥ যথা ৐ং অং রামায় নমঃ। ঐং অং রামায় নমঃ। এং
 জেয়ঃ ॥ বহিষ্ঠং শয়নং বিষ্ণোরক্কেন্দ্রবিভূষিতং। একাকরোহয়ং সংপ্রোক্তো মন্ত্ররাজঃ সুরভ্রমঃ।
 রাং। অথ শ্রীকৃষ্ণমন্ত্রাঃ—গোপীজনপদস্তান্তে বল্লভায়ৈতি ঠদ্বয়ং। অয়ং দশাকরোম্রো
 দৃষ্টাদৃষ্টফলপ্রদঃ। গোপীজনবল্লভায় স্বাহা ॥ ১ ॥ ত্রয়োদশাকরো যথা। শ্রীশক্তিমারপূর্বক শক্তি-
 শ্রীমারপূর্বকঃ। কামশক্তিমা পূর্বো দশাংগমনবস্ত্রয়ঃ। ৐ং হ্রীং ক্রীং গোপীজনবল্লভায় স্বাহা ॥ ২
 ক্রীং ৐ং ক্রীং গোপীজনবল্লভায় স্বাহা ॥ ৩ ॥ ক্রীং হ্রীং ৐ং গোপীজনবল্লভায়ঐষ্ঠা বিধি।
 কামবীজাদিরাখ্যাতো মনুষ্ঠাদশাক্ষরঃ। ক্রীং কৃষ্ণায় গোপীজনবল্লভায় স্বাহা ॥ ৪ ॥ কৃষ্ণায় পদমাতায
 গোবিন্দায় ততঃপরং। গোপীজনপদস্তান্তে বল্লভায় স্বাহা ॥ ১ ॥ শক্তিশ্রীপূর্বোহষ্টাদশাক্ষরঃ হ্রীং ৐ং
 ক্রীং কৃষ্ণায় গোবিন্দায় গোপীজনবল্লভায় স্বাহা ॥ ৭ ॥ বাগ্ভবং মায়াবীজক্ কৃষ্ণায় ভুবনেশ্বরী।
 গোবিন্দায় রমা গোপীজনবল্লভাত্তং শিরঃ। চতুর্দশবরে পেতো ভূগু সর্গী তদুদ্বৃত্তঃ।

দ্বাবিংশত্যাকরো মন্ত্রো বাগীশ্বপ্রদায়কঃ । ঐং ক্লীং কৃষ্ণায় হ্রীং গোবিন্দায় ত্রীং গোপীজনবলভায়
স্বাহাসোঃ ॥ ৭ ॥ বাগ্ভবং মার বীজঞ্চ মারালক্ষ্মীমনস্তকং । দশার্ণো গোপীজন বলভায় ততো দ্বিষ্টঃ ।
স্বতঃ শক্রাকরোমহুঃ ॥ ঐং ক্লীং হ্রীং ত্রীং গোপীজনবলভায় স্বাহা ॥ ৮ ॥ বাগ্ভবং ভুবনেশানীং ত্রীং
বীজং কামবীজকং । দশার্ণোমন্ত্ররাজশ্চ ভবেৎ শক্রাকরঃ পরঃ । ঐং হ্রীং ত্রীং ক্লীং গোপীজন-
বলভায় স্বাহা ॥ ৯ ॥ কামাকরং ধরাসংস্থং শান্তিবিন্দুবিভূষিতং । ত্রৈলোক্যমোহিনী বিষ্ণোঃ
কথিতত্ত্ববলভাবতঃ । ক্লীং ॥ ১০ ॥ হৃদীকেশপদংডেহস্তঃ নমোহস্তঃ কারপূরকঃ । অষ্টাকরোমহুঃ
প্রোক্তঃ সমস্তপুরুষার্থদঃ । ক্লীং হৃদীকেশায় নমঃ ॥ ২১ ॥ লক্ষ্মীমায় কামবীজং ডেহস্তং কৃষ্ণ-
পদস্ততঃ । স্বাহেতি মন্ত্ররাজোহয়ং ভজতাং সুরপাদপঃ । শ্রীং হ্রীং ক্লীং কৃষ্ণায় স্বাহা ॥ ১২ ॥
শ্রীশক্তিমারকৃষ্ণায় গোবিন্দায় শিরো মহুঃ । শ্রীং হ্রীং ক্লীং কৃষ্ণায় গোবিন্দায় স্বাহা ॥ ১৩ ॥ তারো
হুত্তগবান্ ডেহস্তো কৃষ্ণীবলভায়স্তথা । শিরোহস্তঃ বোড়শার্ণোয়ং কৃষ্ণীবলভাভ্যয়ঃ ঔনমো ভগবতে
কৃষ্ণীবলভায় স্বাহা । শ্রীশক্তিমারপূর্কোহঙ্গজশক্তির্মাস্তকঃ । দশাকরঃ স এবাসাবাদো শক্তিসম-
যিতঃ মন্ত্রেবিকৃতিরবার্ণো আচক্রাদ্যাক্কারিণো । হ্রীং শ্রীং ক্লীং গোপীজনবলভায় স্বাহা ক্লীং হ্রীং
শ্রীং ॥ ১৫ ॥ হ্রীং শ্রীং গোপীজনবলভায় স্বাহা ॥ ১৬ ॥ প্রণবং নমসায়ুক্তং কৃষ্ণগোবিন্দকৌতথা । শ্রীপূর্কো
ডেস্তাবুচ্চার্য্য হুং ফট্ স্বাহেতি কীর্তিতঃ । ঔ নমঃ শ্রীকৃষ্ণায় গোবিন্দায় হুং ফট্ স্বাহা ॥ ১৭ ॥
অথ বালগোপাল মন্ত্রাঃ—চক্রী বসুস্বরযুতঃ সর্গ্যেকার্ণো মনুর্ষতঃ । ক্লং ॥ ১ ॥ কৃষ্ণেতি দ্ব্যক্ষরঃ
কামপূর্কদ্ব্যর্গঃ স এবচ । স এবচ চতুর্ধ্বং ত্রাৎ ডেস্তোহস্তচতুরক্ষরঃ । বক্ষ্যতে পঞ্চবর্ণঃ
ত্রাৎ কৃষ্ণায় নম ইত্যপি । সএব কামপূর্কশ্চেৎ ষড়ক্ষরমহুঃ স্বতঃ । কৃষ্ণায়ৈতি স্বরবন্দনমধ্যে পঞ্চা-
ক্ষরোহপরঃ । কৃষ্ণগোবিন্দকৌ ডেহস্তো সপ্তার্ণো মনুরীরিতঃ । কৃষ্ণগোবিন্দকে ডেহস্তো কামাদ্যা
বষ্টবর্ণকঃ । আদ্যন্তে কামবীজঞ্চেন্নবাক্ষর উদাহৃতঃ । দধিভক্ষণায় বহুবলভাস্তোহববর্ণকঃ ।
সুপ্রসন্নাত্মনে প্রোক্তো নম ইত্যপরোহষ্টকঃ । কামবীজং ধরাবীজং পুনঃ কামং সমুচ্চরেৎ । শ্রামলাধ-
পদং ডেহস্তং নমোহস্তোয়ং দশাকরঃ । শিরোহস্তো বালবপুষে কৃষ্ণায়াত্তো মনুর্ষতঃ । শ্রীশক্তিমার-
কৃষ্ণায় মারঃ সপ্তাকরো মহুঃ । শিরোহস্তো বালবপুষে ক্লীং কৃষ্ণায় স্মৃতো বৃধৈঃ ॥ কৃষ্ণ ॥ ২ ॥
ক্লীং কৃষ্ণ ॥ ৩ ॥ ক্লীং কৃষ্ণায় ॥ ৪ ॥ কৃষ্ণায় নমঃ ॥ ৫ ॥ ক্লীং কৃষ্ণায় নমঃ ॥ ৬ ॥ ক্লীং কৃষ্ণায় ক্লীং ॥ ৭ ॥
গোপালায় স্বাহা ॥ ৮ ॥ ক্লীং কৃষ্ণায় স্বাহা ॥ ৯ ॥ কৃষ্ণায় গোবিন্দায় ॥ ১০ ॥ ক্লীং কৃষ্ণায়
গোবিন্দায় ॥ ১১ ॥ ক্লীং কৃষ্ণায় গোবিন্দায় ক্লীং ॥ ১২ ॥ দধিভক্ষণায় স্বাহা ॥ ১৩ ॥ সুপ্রসন্নাত্মনে
নমঃ ॥ ১৪ ॥ ক্লীং মৌং শ্রামলাঙ্গায় নমঃ ॥ ১৫ ॥ বালবপুষে কৃষ্ণায় স্বাহা ॥ ১৬ ॥ শ্রীং হ্রীং ক্লীং
কৃষ্ণায় ক্লীং ॥ ১৭ ॥ বালবপুষে ক্লীং কৃষ্ণায় স্বাহা ॥ ১৮ ॥ উরু দস্তযুতঃ শার্ঙ্গী চক্রী দক্ষিণকর্ণযুক্ত ।
মাংসনাথায় নত্যস্তো মূলমন্ত্রোহষ্টবর্ণকঃ । গোকুলনাথায় নমঃ ॥ ১৯ ॥ সদাঃফলপ্রদং মন্ত্রং বক্ষ্যেহস্তং
চতুরক্ষরং । সস্ত্রোক্তো মারযুগ্মান্তঃ সহকৃষ্ণপদেন তু । ক্লীং কৃষ্ণ ক্লীং ক্লীং কৃষ্ণং ॥ ক্লীং
মাররোরন্ত মাংসাধোরন্তশ্চেদপরো মহুঃ । ক্লীং কৃষ্ণ ক্লীং ॥ ২১ ॥ অথ বাসুদেব-
মন্ত্রাঃ—প্রণবো হুত্তগবতে বাসুদেবায় কীর্তিতঃ । ঔ নমো ভগবতে বাসুদেবায় ॥ ১ ॥ হ্রস্বে-
থাবীজযুগলং রমাবীজদ্বয়স্তথা । লক্ষ্ম্যস্তবাসুদেবায় হৃদস্তঃ প্রণবাদিকঃ । চতুর্ধ্বশাকরঃ প্রোক্তো
মন্ত্রোহয়ং সুরপাদপঃ । ঔ হ্রীং হ্রীং শ্রীং শ্রীং লক্ষ্মীবাসুদেবায় নমঃ ॥ ২ ॥ অথ দধিবামনমন্ত্রাঃ—
তারোহুদ্রিকবে পশ্চাৎ ডেহস্তং সুরপতির্ভবেৎ । মহাবলায় ঠষ্মৎ মনুরষ্টাদশাকরঃ । ঔ নমো
বিষ্ণুদে সুরপতয়ে মহাবলায় স্বাহা ॥ ১ ॥ অথ হয়গ্রীবমন্ত্রাঃ—উদ্বিগরং পদমাভাষ্য প্রণবো
দীপীশক্তিভিত্ত্যঃ সর্ববাসীগীষ্মেরত্যথ । সর্ববেদমপ্রাচিন্ত্যশবাস্তে সর্বমুচ্চরেৎ ।
বোধধরিত্রাস্তোহয়ং তারাদির্ষ্মনুরীরিতঃ । ঔ উদ্বিগরং প্রণবোদীপী সর্ববাসীগীষ্মেরত্যথ । সর্ববেদ-
মপ্রাচিন্ত্য সর্বং বোধ্য বোধ্য ॥ ১ ॥ বিয়ঙ্ ॥ গুহ্ম-মর্ষীশ-বিন্দুমদ্বীজমীরিতং । একাকরো মহুঃ
প্রোক্তচতুর্ধ্বফলপ্রদঃ ॥ হস্মং ॥ ২ ॥ হয়শিরঃ পদং ডেহস্তং হৃদয়াস্তং সমুচ্চরেৎ । স্ববীজাদিরয়ং

চতুর্দশোক্তাসঃ ।

মন্ত্রচতুর্দশগণপ্রদঃ । হংসঃ হরশিরসে নমঃ ॥ ৩ ॥ উদ্বিগ্নং প্রণবোদগীধ সর্ববাগীশ্বরেখর । সর্ববেদ-
নয়াচিন্ত্য সর্বং বোধয় বোধয় । স্বাহাস্তো মনুরাখ্যাতে বীজঃ প্রণবসম্পূটঃ হংসঃ ওঁ উদ্বিগ্নং প্রণ
বোদগীধ সর্ববাগীশ্বরেখর । সর্ববেদময়াচিন্ত্য সর্বং বোধয় বোধয় স্বাহা ওঁ হংসঃ ॥ ৪ ॥ বিখ্যোত্তীর্ণ স্বরূ-
পায় চিন্ময়াচিন্ত্যরূপিণে তুভ্যং নমো হয়গ্রীব বিদ্যারাজায় বিষ্ণবে । স্বাহাস্তো মনুরাখ্যাতে
হংসেন সম্পূটীকৃতঃ । হংসঃ বিখ্যোত্তীর্ণস্বরূপায় চিন্ময়াচিন্ত্যরূপিণে । তুভ্যং নমো হয়গ্রীব-
বিদ্যারাজায় বিষ্ণবে । স্বাহা হংসঃ ॥ ৫ ॥ অথ নৃসিংহমন্ত্রঃ । উগ্রং বীরং বদেৎ পূর্বে
মহাবিষ্ণুমনস্তরং । জলন্তং পদমাভাষ্য সর্বতোমুখমীরয়েৎ । নৃসিংহঃ ভীষণঃ ভদ্র মৃত্যু
মৃত্যুং বদেত্ততঃ । নমাম্যহমিতি প্রোক্তো মন্ত্ররাজঃ সুরক্রমঃ । উগ্রং বীরং মহাবিষ্ণুং জলন্তং
সর্বতোমুখং । নৃসিংহঃ ভীষণঃ ভদ্রং মৃত্যুমৃত্যুং নমাম্যহং ॥ ১ ॥ হ্রোদ্রোথাসম্পূটশ্চেতন সর্বকাম-
ফলপ্রদঃ ॥ হ্রীং ॥ উগ্রং বীরং মহাবিষ্ণুং জলন্তং সর্বভোমুখং নৃসিংহঃ ভীষণঃ ভদ্রং মৃত্যুমৃত্যুং নমা-
ম্যহং হ্রীং ॥ ২ ॥ পাশঃ পঙ্কিন রহরেরকুশো বর্ষ ফট্ মনুঃ । ষড়াকরো নরহরেঃ কথিতঃ সর্বকামদঃ ।
আং হ্রীং ক্রোং ক্রোং হং ফট্ ॥ ৩ ॥ ক্ষকারো বহ্নিমারুটো মনুবিন্দুসমধিতঃ ॥ একাকরো মনুঃ
প্রোক্তঃ সর্বকামফলপ্রদঃ ॥ ক্রোং ॥ ৪ জয়জয় সমুচ্চাৰ্য্য ত্রীপূর্কো নৃসিংহ ইত্যপি । অষ্টাকরো
মনুঃ প্রোক্তো ভজতাং কামদো মনুঃ ॥ জয় জয় ত্রীনৃসিংহঃ ॥ ৫ ॥ অথ হরিহরমন্ত্রাঃ—তারো
মায়্য প্রাসাদং শঙ্করনারায়ণায় নমঃ প্রাসাদং মায়্য তারঃ ॥ ওঁ হ্রীং হ্রোং শঙ্করনারায়ণায় নমঃ হ্রোং হ্রীং
ওঁ ॥ ১ ॥ অথ বরাহমন্ত্রঃ । তারো নমো ভগবতে বরাহপদমীরয়েৎ । রূপায় ভূভূবঃ স্বঃ শ্রাৎ পতয়ে
তদনস্তরং । ভূপতিস্বং মে তদন্তে দেহান্তে চ দদাপয় । বহ্নিজ্যাবধির্মন্ত্রঃ স্বাজয়ন্তিশদক্ষরঃ । ওঁ
নমো ভগবতে বরাহরূপায় ভূভূবঃ স্বঃ পতয়ে ভূপতিস্বং মে দেহি দদাপয় স্বাহা ॥ ১ ৥ অথ শিব-
মন্ত্রাঃ—শান্তমোকাসংযুক্তং বিন্দুভূষিতমন্তকং । প্রাসাদাখ্যো মনুঃ প্রোক্তো ভজতাং কামদো
মণিঃ ॥ হ্রোং ॥ ১ ॥ ভুবনেশী প্রণবং নমঃ শিবায় ভুবনেশ্বরী ॥ হ্রীং ওঁ নমঃ শিবায় হ্রীং ॥ ২ ৥ ষড়-
ক্ষরঃ শক্তিরূপঃ কথিতোহষ্টাকরোহপরঃ । ইতি কচিং পাঠঃ ॥ তারোমায়্যাবিষবিন্দুহুমহুস্মারসমধিতঃ ।
ওঁ হ্রীং হ্রোং নমঃ শিবায় ॥ ৩ ৥ অথ মৃত্যুঞ্জয়মন্ত্রাঃ ।—তারঃ স্থিরাসকর্ণেন্দুঃ ভূক্তঃ সর্গসমধিতঃ ।
ত্র্যক্ষরায়া নিগদিতো মন্ত্রো মৃত্যুঞ্জয়মন্ত্রঃ ॥ ওঁ জুংসঃ ॥ ১ ॥ মৃত্যুঞ্জয়ং সমুচ্চাৰ্য্য পালয়দ্বিতরং
বদেৎ । মৃত্যুঞ্জয়ং সমুচ্চাৰ্য্য পুনরেব বিলোমতঃ । স্বাদশাকরোহয়ং মন্ত্রঃ মৃত্যুঞ্জয়াভিধোহপরঃ
ওঁ জুংসঃ পালয় পালয় সঃ জুং ওঁ ॥ ২ ৥ প্রথমং হৃদয়ং পশ্চাত্ততো ভগবতে পদং । ঙেস্তাঞ্চ
দক্ষিণামূর্ত্তি মহ্যং মেধামুদীরয়েৎ । প্রযচ্ছ ঠষ্যাস্তোহয়ং দ্বাবিংশত্যকরো মনুঃ ॥ ওঁ নমো ভগবতে
দক্ষিণামূর্ত্তয়ে মহ্যং মেধাং প্রযচ্ছ স্বাহা ॥ ৩ ৥ অগ্নিসম্বর্তকাদিত্যবালিসৌষষ্টবিন্দুমং । চিন্তামণি-
রিতি ধ্যাতং বীজং সর্বসমৃদ্ধিদং । রক্ষমবয় ওঁ উং ॥ ৪ ৥ অথ নীলকণ্ঠমন্ত্রাঃ ।—পার্শ্বো বহ্নিসমা-
কৃষ্টারবানাদ্যারীজকং । শাস্তো বহ্নিসমারুচন্তুর্ধ্যাস্বরসমধিতঃ । বিন্দুমাংস্তদ্বিতীয়ঃ শ্রাৎ টাস্তঃ
সর্গী তৃতীয়কং । নীলকণ্ঠাঙ্কো মন্ত্রো বিষজ্বরহরঃ পরঃ ॥ প্রোং নুং ঠঃ ॥ ১ ৥ হৃদয়ং বরদুঃ
সাক্ষিলাস্তাহনস্তারিতো মন্ত্রঃ । পঞ্চাকরো মনুঃ প্রোক্তস্তারাদ্যোহয়ং ষড়ক্ষরঃ । নমঃ শিবায়
২ ওঁ নমঃ শিবায় ॥ ৩ তারো হ্রনীলকণ্ঠায় মন্ত্রশাষ্টাক্ষরঃ পরঃ ॥ ওঁ নমো নীলকণ্ঠায় ॥ ৪ অথ চণ্ডো-
শূলপাণিমন্ত্রাঃ ।—অর্ধাশো বহ্নিশিখরো নাস্তস্তুো দন্ত ঈরিতঃ । ঈড়ন্তশচণ্ডমন্ত্রোহয়ং ত্রিবর্ণায়া
সমীরিতঃ । উর্দ্ধফট্ ॥ ১ অথ ক্ষেত্রপালমন্ত্রঃ । ক্ষৌমিতি বীজাদিক্ষেত্রপালায়ৈতুপেতনভ্যাস্তঃ ।
ক্ষৌং ক্ষেত্রপালয় নমঃ ॥ প্রণবাদির্যথা । বর্ণান্ত্যমোবিন্দুযুতং ক্ষেত্রপালায়ৈতুপেতনভ্যাস্তঃ । তারাদ্যো
বহ্নবর্ণোয়ং ক্ষেত্রপালস্য ঈরিতঃ ॥ ওঁ ক্ষৌং ক্ষেত্রপালয় নমঃ ॥ ১ অথ বটুকমন্ত্রাঃ । উচ্চরে-
ষটুকং ঙেস্তমাপছকরণস্তথা । কুরুষয়ং পুনঃ ঙেস্তং বটুকাস্তং সমুচ্চরেৎ । একবিংশত্যকরায়া
শক্তিরূপো মহামনুঃ । হ্রীঃ বটুকায় আপছকরণায় কুরু কুরু বটুকায় হ্রীং ॥ ১ ॥ এবং প্রণব
পূর্বক মিতি যথা । ওঁ হ্রীঃ বটুকায় আপছকরণায় কুরু কুরু বটুকায় হ্রীং ২ অথ ত্রিপুরাটভরবী

মন্ত্ৰঃ । হ স রৈ ই ন ল ক রৌ হ স রৌ ॥ ১ ॥ এতৎ সৰ্বং পরম্পরসংযুক্তং উচরণার্থঃ এতাদৃশী
রীতিঃ । অথ কোলেশতৈরবীমন্ত্ৰঃ । হ স রৈ হ স ক ল রৌ এতদপি সৰ্বং পূৰ্ববৎ যুক্তং । সকল-
সিদ্ধিদাতৈরবীমন্ত্ৰঃ । স হৈ স হ ক ল রী স হৌ ॥ কামেশ্বরতৈরবীমন্ত্ৰঃ । স হৈ স ক ল রীং স হ-
রৌ নিত্যক্লিন্নে মদ্রবে ॥ অথ সম্পৎপ্রদাতৈরবীমন্ত্ৰঃ । হ স রৈ হ স ক ল রী হ স রৌ ।
এতদপি সৰ্বং পূৰ্ববৎ । অথ ভয়বিক্ষংসিনীতৈরবীমন্ত্ৰঃ । হ সৈ হ স ক ল রী হ স রৌ । ৪ এতদপি
সৰ্বং পূৰ্ববৎ । অথ চৈতন্ত্যতৈরবীমন্ত্ৰঃ । সৈ হ স ক ল রী । স হ রৌ । ষট্ কুটাতৈরবী-
মন্ত্ৰঃ ।—ড র ল ক স হৈ ড র ল ক স হী ড র ল ক স হৌ । নিত্যাতৈরবীমন্ত্ৰঃ ।—হ স ক ল
ফে হ হ স ক ল র হ্রীং হ স ক ল র ডৌ ॥ ভুবনেশ্বরীতৈরবীমন্ত্ৰঃ ।—হৈস্ হ স ক ল রীং
হেসৌঃ ॥ ত্রিপুরাবালাতৈরবীমন্ত্ৰঃ । ঐং ক্লীং সৌঃ ইয়মতিশপ্তা । শাপোদ্ধারে কৃত্যে চেৎ
হৈংসঃ হংসঃ ক্লীং হেসৌ ইতি চতুর্দশাক্ষরং । আং স হ রৈং রীং স হ ক ল রীং ক্রোং ক্রোং স
হ রৌ অয়ং ভয়বিক্ষংসিত্যা কূটঘটিতঃ ॥ রুদ্রতৈরবীমন্ত্ৰঃ ।—হ স থ ক্রোং হ স ক ল রীং হ সৌঃ ॥
সকলেশ্বরীতৈরবীমন্ত্ৰঃ ।—স হে স হ ক ল হ্রীং স সৌ ইতি মন্ত্ৰোভবতি । অস্যাঃ পৰ্ব্বকাক্ষরং । ঐং
ক্লীং যোঃ সৌঃ ক্লীং । হং সঃ ঐং ক্লীং সৌঃ হং সঃ ॥ অস্যাঃ ষোড়শাক্ষরং আং স হ রৈং রীং স হ
ক ল রীং ক্রোং স রৌং সং হঃ । অথ নবকুটাতৈরবীমন্ত্ৰঃ । ঐং হ সেং ক্লীং হ স ক ল রীং সৌঃ
হ সৌ হ হ হ ॥ অস্যা মন্ত্ৰাস্তরম্ । হৈ স হ র ক ল রী হৌ স ॥ অথ তৈরবীমন্ত্ৰঃ ।—ঐ ক্লীং ।
সৌঃ । কেবাং মতেহয়ং ঐং ক্লীং ॥ মন্ত্ৰাস্তরম্ ।—সৈং হ হ স ক ল রী হৌ স । স হ রৌ স
হ ক ল রীং স হ রৌ ॥ অর্থ তৈরবীমন্ত্ৰাণাং দীপনী ।—বরদ বরদ বাখাদিনি ইত্যুচ্চাৰ্য্য প্রথমং
কূটমুচ্চরেৎ ক্লিন্নে ক্লৈদিনি মহাত্মা কং কুরু কুরু ইত্যুচ্চাৰ্য্য দ্বিতীয়কূটমুচ্চরেৎ ও মহামোকং কুরু
ইত্যুচ্চাৰ্য্য তৃতীয়কূটমুচ্চরেৎ । জপস্যাদৌ সপ্ত অস্তে চ সপ্তধা জপেৎ ত্রিবিদ্যাদৌ তথা দর্শনাৎ । কেন
চিন্নতং দীপন্তা জপস্যাদাবস্তে চ সপ্তবারং জপেৎ । এষা দীপনী যথা,—বরদ বরদ বাখাদিনি ঐং
ক্লিন্নে ক্লৈদিনি মহামোকং হেসৌঃ ॥ অথ ত্রিপুরায়া মন্ত্ৰোদ্ধারঃ ।—হ স রং বিয়দত্ৰুণ্ডহতাশপ্তা
ভৌতিবিন্দুঃ সশেখরঃ । হ স ক ল রং বিয়ন্তদা দিগেন্দ্রাঘ্নিস্থিতং বামান্ধিবিন্দুমং । আকাশভৃগু-
বহ্নিহো মন্ত্ৰঃ সর্গেশু খণ্ডবান্ । পঞ্চকূটান্নিকা বিষ্ঠা বিষ্ঠা ত্রিপুরতৈরবী । প্রথমং বাগ্ভবং কূটং
দ্বিতীয়ং কামবীজকম্ । তৃতীয়ং কামকূটান্যং ত্রিভিবীজৈরুদাহৃতম্ । অস্যার্থঃ । শিবচন্দ্রবহ্নিবাগ্-
ভবং । শিবচন্দ্র-কাম-পৃথিবী-বহ্নিচতুর্থস্বরবিন্দুমং । শিবচন্দ্ররেখচতুর্দশস্বরবিন্দুবিসর্গাঃ ॥ অথ
সম্পৎপ্রদাতৈরবীমন্ত্ৰঃ ।—শিবচন্দ্রৌ বহ্নিসংহৌ বাগ্ভবং তদনন্তরং । কামবীজং তথা দেবি শিব-
চন্দ্রাধিতং ততঃ । পৃথ্বীবীজাদ্যবজ্রাঢ্যং তাস্তীয়ং শৃণু বজ্রভে । শক্তিবীজে মহেশানি শিববহ্নি নিযো-
জয়েৎ । কুমার্যাঃ পরমেশানি হিহা সর্গন্ত বৈন্দবং । ত্রিপুরাতৈরবী দেবী মহাসম্পৎপ্রদা প্রিয়ে
অস্যার্থঃ । ত্রিপুরাতৈরবী বিসর্গরহিতা চেৎ সম্পৎপ্রদা ভবতি । অথ কোলেশতৈরবীমন্ত্ৰঃ ।
সম্পৎপ্রদা তৈরবীষৎ বিদ্ধি কোলেশতৈরবীং । হসাদ্যা সৈব দেবেশি ত্রি-বীজেষু পার্কতি
ইরন্ত সহস্রাদ্যা স্যাৎ ধ্যানপূজাদিকস্তথা । অস্যার্থঃ । ত্রিকূটে সকারাদিচেৎ তদা কোলেশ-
তৈরবী । অথ ভয়বিক্ষংসিনীতৈরবীমন্ত্ৰঃ ।—সম্পৎপ্রদাতৈরবী আদ্যন্তরেফবর্জিতা চেৎ ভয়-
বিক্ষংসিনী তৈরবী । ভবতি দক্ষিণমূর্ত্তো তথা দর্শনাৎ ॥ অথ সকলসিদ্ধিদা তৈরবী মন্ত্ৰঃ ।—এতস্য
এব বিদ্যায়া আদ্যন্তরেফবর্জিতে । তদেয়ং পরমেশানি নান্না সকলসিদ্ধিদা । অস্যার্থঃ । কোলেশ-
তৈরবী আদ্যন্তে রৈফবর্জিতা চেত্তদা সকলসিদ্ধিদা ভবতি । অথ চৈতন্ত্যতৈরবী ।—বাগ্ভবং
বীজমুচ্চাৰ্য্য জীবপ্রাণসমস্থিতং । সকলা ভুবনেশানী দ্বিতীয়ং বীজমুচ্চতং । জীবং প্রাণং বহ্নিসংহং
শক্তস্বরসমস্থিতং । বিসর্গাঢ্যং মহেশানি বিদ্যা-জৈলোক্যমাতৃতা । অস্যার্থঃ । চন্দ্রশিবদশস্বরযুক্তং
বিন্দুনাঢ্যং । চন্দ্রকাম-পৃথিবী-মহামারা-চন্দ্রশেখর-বহ্নিবীজং চতুর্দশস্বরযুক্তং । বিসর্গাঢ্যং ॥
অথ কামেশ্বরীতৈরবী ।—কামেশ্বরী চ ব্রজার্ণা পূর্বসিংহাসনে স্থিতা । এতস্যা এব বিদ্যায়া

বীজধরমুদাহতঃ তদন্তে পরমেশানি নিত্যক্লিমে মদন্তবে। এতস্তা এব জ্ঞাতীং
 কুদ্রাণাং পরমেশ্বরী ॥ ষট্ কুটোভৈরবীমন্তঃ।—ডাকিনী রাকিনী বীজে লাকিনী
 কাকিনীযুগং। শাকিনী-খাকিনী-রাকিনী বীজে ক্রমাদাহত্যা হুন্দরি। আদ্যমৈকারসংযুক্ত-
 মন্তদীকারমণ্ডিতং। শক্তস্বরাসিতং দেবি তাত্ত্বীয়ং বীজমালিখৎ। বিন্দুনাদকলাক্রান্তঃ তৃতীয়ং
 শৈলসম্ভবে। তৃতীয়বীজং সবিসর্গমিত্যপি। তন্ত্রাস্তরে। ডরোক্ষা মাদনং বীজং শিবমত্র
 ত্রিধা লিখৎ। অর্কেণ মায়াশক্ত্যভাং ক্রমভাং মণ্ডিতং কুরু। বিন্দুনাদাধিতঞ্চাদ্যাং স্বরম-
 স্ত্যাবিসর্গবৎ ॥ অথ নিত্যোভৈরবীমন্তঃ। এতস্তাএব বিদ্যায়াঃ ষড়বর্ণান্ ক্রমশঃ স্থিতান্।
 বিপরীতান্ বদ প্রোচে বিদ্যেয়ং ভোগমোক্ষদা ॥ অথ কুটোভৈরবীমন্তঃ। শিবচক্রো মাদন্যস্তং
 পাস্তং বহিস্মরিতং। শক্তিভিন্নং বিন্দুনাদকলাচ্যং বাগ্ভবং প্রিয়ে। সম্পৎপ্রদায়ী
 ভৈরব্যাঃ কামবীজং তদেব হি। সদাশিবস্ত চ বীজস্ত মহাসিংহাসনস্ত চ এষা বিদ্যা
 মহেশানি বর্ণিতুং নৈব শক্যতে। অস্তার্থঃ। শিবচক্র-চক্রকাস্ত-পাস্তবহিসংযুক্তমেকাদশস্বরবিশিষ্টং
 বিন্দুনাদকলাক্রান্তং বাগ্ভবং বীজং। শিবচক্রকামপৃথিবীবহিঃচতুর্দশস্বরবিশিষ্টং নাদবিন্দুকলাধিতং
 কামবীজং। প্রেতবীজং শক্তিকূটং তৃতীয়ম্ ॥ অথ ভুবনেশ্বরীভৈরবীমন্তঃ। হংসাদ্যাং বাগ্ভবং
 চাদ্য হসকাস্তে সুরেশ্বরী। ভুবীজং ভুবনেশানীং দ্বিতীয়ং বীজমুক্তম্। শিবচক্রো মহেশানি
 ভুবনেশী চ ভৈরবী। অস্তার্থঃ। শিবচক্রো বাগ্ভবমিতি প্রথমং বীজম্। শিবচক্র-ককার-
 পৃথিবী-মহামায়া ইতি দ্বিতীয়ং বীজম্। শিবচক্র ইতি চতুর্দশস্বরসবিসর্গতৃতীয়ং বীজম্ ॥ অথ
 সকলেশ্বরীভৈরবীমন্তঃ। ভুবনেশ্বরী ভৈরব্যাস্ত ভেদাস্তরমিহোচ্যতে। হসাদ্যা সৈব দেবেশি
 তদা সা সকলেশ্বরী। ইয়ং হসাদ্যা চেৎ তদা সকলেশ্বরী ॥ অথ ত্রিপুরাবালামন্তঃ। অথরো
 বিন্দুমানন্ত্যং ব্রহ্মেশ্বরশিশিযুতঃ। দ্বিতীয়ং ভৃগুসর্গাচ্যো মনুভার্ত্তী সমীরিতঃ ॥ অস্তার্থঃ।
 বাগ্ভববীজং সবিসর্গ চতুর্দশস্বরযুক্তম্ ॥ মন্তাস্তরং। সূর্যস্বরং সমুচ্চার্য বিন্দুনাদকলাধিতম্।
 স্বরাস্তপৃথিবীসংস্থং তুর্যস্বরসমবিতম্। বিন্দুনাদকলাক্রান্তং সর্গবান্ ভৃগুসংখ্যায়ঃ। অব্যয়ো
 বিন্দুঃ। ইয়মভিশপ্তা। শাপোদ্ধারমাহ যুগ্মমালাতন্ত্রে। কেবলং শিবরূপেণ শক্তিরূপেণ
 কেবলম্। মায়া প্রতিষ্ঠিতা বিদ্যাতারাচক্র-স্বরূপিণী। হকারসকারো বাগ্ভবে কামবীজে চ
 তৃতীয়বীজে তু হকারঃ এতস্তাঃ পঞ্চাক্ষরী। বাগ্ভবং ক্লেদিনীবীজং ঙ্কারাস্তং ততঃপরম্। শক্তি
 মোকারসংযুক্তং বিসর্গং তদধঃ ক্রমাৎ। নাদবিন্দুশিখাক্রান্তং বীজং পরমহুর্ভম্। এতবীজ-
 ত্রয়ং দেবি সোঃ ক্লীঞ্চ তদনন্তরম্। ইয়ং পঞ্চাক্ষরী বিদ্যা কথিতা ভূবি হুর্ভা। মতা-
 স্তরম্।—রাজবীজত্রয়ং দেবি হংসাদ্যাং বা জপেৎ প্রিয়ে। হংসাস্তং বা মহাভাগে শপ্তাদিদোষ-
 শাস্তয়ে। মতাস্তরং পাশবীজং মহেশানি শক্তিঃ শৈবং সবহিমম্। দ্বাদশস্বরসংযুক্তং নাদবিন্দু-
 বিচূষিতং। কামবীজং প্রবক্ষ্যামি ত্রীংকারং শক্তিশৈবকং। মাদনক্ষেত্রবীজঞ্চ বহির্বামাক্ষিবিন্দুমৎ।
 শক্তিকূটং মহাদেবি ক্রোদ্ধারং শক্তিশৈবকং। বহিবীজং মনোযুক্তং নাদবিন্দুবিসর্গকং। চতু-
 র্দশাক্ষরীং বিদ্যাং ষোড়শীং শৃণু পার্কতি। হংসবীজং ততঃ পশ্চাৎ ষোড়শী কথিতা ময়া।
 অথ নবকূটাবালামন্তঃ। বাল বীজত্রয়ং দেবি কূটত্রয়ং নবাক্ষরী। বিষংকূটত্রয়ং দেবি ভৈরব্যা
 নবকূটকং। মতাস্তরং। শিবঃ শক্তিঞ্চ বাঘীজ নাদবিন্দুকলাধিতং। বাগ্ভবং কথিতং
 বীজং কামবীজং শৃণু প্রিয়ে। শিবশক্তিমাদনেত্রবহিমারাসমবিতং। নাদবিন্দুকলাতীতং
 কূটং পরমহুর্ভম্। শিবচক্রস্ত মনস্তঃ সর্গবিন্দুকলাধিতং। এষা নবাক্ষরী বালা সর্গমোষ-
 বিবর্জিতা। অস্তার্থঃ শিবচক্রবাগ্ভবং প্রথমং। শিবচক্রকামভূবহিসূর্যস্বরবিন্দুযুক্তং দ্বিতীয়ং।
 শিবচক্রচতুর্দশস্বরবিন্দুবিসর্গসংযুক্তং তৃতীয়ং। অপরা চজ্রাধিঃ। ভৈরবীরমুদিতাকুলপূর্বা দেশিকো
 যদি ভবেৎ কুলপূর্বঃ। সৈববীজকলদা ভূখিদ্যোত্যাচ্যতে পঞ্চজনেষতিগোপ্যা। শিবাষ্টমং
 কেবলমাদিবীজং তগস্ত পূর্বাষ্টমবীজমন্তং। পরং শিবাস্তং কথিতা ত্রিবর্ণা সঙ্কেতবিদ্যা শুক

বক্তৃগম্যা । মন্ত্রান্তরং শক্তিঃ শিবো বহুবীজং ষাদশস্বরবিন্দুকং । শক্তির্মহেশঃ কামশ ইন্দ্রো ইন্দ্রো বহ্নীন্দুমায়রা । শক্তিঃ শিবশ্চ বহ্নিশ্চ মনুস্বরবিসর্গকঃ । নাদবিন্দুকলাযুক্তং বাজমেতং প্রকান্তিতং । এতাসাং দীপনী বিদ্যা প্রীক্রমে । বদযুগ্মং মহেশানি বাখাদিনি ততঃ পরং । এষা ষষ্ঠাক্ষরী বিদ্যা বাগদত্তবাদ্যো নিয়োজয়েৎ । ক্লিন্নে ক্লিন্নেদি নিবেশি মহামোক্ষং ততঃ কুরু । কামবীজং সমুচ্চাৰ্য্য প্রণবং তদনন্তরং । মহামোক্ষং কুরু পশ্চাৎ শক্তিকূটং ততোচ্চরেৎ । জপেদাদৌ জপেৎ পশ্চাৎ সপ্তবারমমুক্তমাং ॥ অথান্নপূর্ণেশ্বরী তৈরবীমন্ত্রঃ । তারন্ত ভুবনেশানীং প্রীবীজং কামবীজকং । হৃদস্তে ভগবত্যস্তে মন্থেশ্বরী পদন্ততঃ । অন্নপূর্ণে ঠ যুগলং বিদ্যেৎ বিংশদক্ষরীং কামবীজং বিনা দেবি ত্রিবীজপূর্লিকা যদা । উনবিংশাক্ষরী দেবি ধনধান্সমুদ্ধিদা । অথান্নপূর্ণেশ্বরীতৈরবীমন্ত্রঃ ।—ওঁ হ্রীং প্রীং ক্লীং নমো ভগবতী মাহেশ্বরী অন্নপূর্ণে স্বাহা ॥ ১ ওঁ হ্রীং প্রীং ক্লীং নমো ভগবতী মাহেশ্বরী অন্নপূর্ণে স্বাহা ॥ ২ ইতি প্রীতৈরবীপ্রকরণং সমাপ্তং ॥ * ॥ * ॥

অথ প্রীবিদ্যা মন্ত্রাঃ ।—মেরুর্থা—ল স হ ঙ্গে এ ব ক ঙং এতৈঃ সর্লবিদ্যা । কলপ্রীং । ইদং কামেশীবীজং ।—অন্তো সকলা বিদ্যা ॥ কামবীজাদ্যা—ক এ ঙ্গে ল হ্রীং হ ক ল হ্রীং স ক ল হ্রীং ॥ ১ অগস্ত্যোপাসিতা লোপামুদ্রা—হ স ক ল হ্রীং হ স ক হ ল হ্রীং স ক ল হ্রীং ॥ ২—মমুপূজিতা—ক হ এ ঙ্গে ল হ্রীং হ ক এ ঙ্গে ল হ্রীং স ক এ ঙ্গে ল হ্রীং ॥ ৩ চন্দ্রারাদিতা—হ স ক এ ঙ্গে ল হ্রীং ॥ স হ ক হ এ ঙ্গে ল হ্রীং স হ ক এ ঙ্গে ল হ্রীং ॥ ৪ কুবেরপূজিতা—হ স ক, এ ঙ্গে ল হ্রীং হ স ক হ এ ঙ্গে ল হ্রীং হ স ক এ ঙ্গে ল হ্রীং ॥ ৫ দ্বিতীয়ালোপামুদ্রা—ক এ ঙ্গে ল হ্রীং হ স ক হ ল হ্রীং স হ স ক ল হ্রীং ॥ ৬ নন্দিপূজিতা—স এ ঙ্গে ল হ্রীং স হ ক হ ল হ্রীং স ক ল হ্রীং ॥ ৭ ইন্দ্রপূজিতা—ক এ ঙ্গে ল হ্রীং স হ ক হ ল হ্রীং স ল ক হ্রীং ॥ ৮ সূর্য্যপূজিতা—ক এ ই ল হ্রীং স ক হ ল হ্রীং স হ ক স ল হ্রীং ॥ ৬ শঙ্করোপাসিতা—ক এ ঙ্গে ল হ্রীং হ স ক হ ল হ্রীং স হ ক ল হ্রীং ক, এ ঙ্গে ল হ স ক ল স হ স ক ল হ্রীং ॥ ১০ ষট্ কুটবৈষ্ণবীমন্ত্রঃ—ক, এ ঙ্গে ল হ্রীং হ স ক হ স ল হ্রীং স হ স ক ল হ্রীং স এ ঙ্গে ল হ্রীং স হ স ক ল হ্রীং স ক ল হ্রীং ॥ ১১ ছরাসপূজিতা—ক এ ঙ্গে ল হ্রীং হ স ক হ ল হ্রীং স ক ল হ্রীং ॥ ১২ হ্রীং প্রীং ইতিকূটয়পূর্লিকাঃ সকলাঃ স্ত্রীকূটাঃ পঞ্চকূটা ভবন্তি । হ্রীং প্রীং পূর্লিকাষট্ কূটাবৈষ্ণবী অষ্টকূটা ভবন্তি ॥ এবং ওঁ হ্রীং প্রীং কূটত্রয়পূর্লিকাঃ সর্লাত্রিকূটাঃ ষট্ কূটা ভবন্তি । ওঁ হ্রীং প্রীং পূর্লিকা চতুষ্টয়কূটা সপ্তকূটা ভবন্তি । ওঁ হ্রীং প্রীংপূর্লিকা ষট্ কূটাবৈষ্ণবী নবকূটা ভবন্তি । হ্রীং প্রীং পূর্লিকা চতুষ্টয়কূটা ষট্ কূটা ভবন্তি এবং সর্ল বিদ্যাঃ পারিভাষিকযোড়শো ভবন্তি ॥ অথ মহাযোড়শী মন্ত্রঃ ।—প্রীং হ্রীং ক্লীং ং সোঃ মধ্যে ষট্ কূটা বৈষ্ণবী সোঃ হ্রীং ক্লীং ং প্রীং ॥ ১ এবং ওঁ হ্রীং প্রীং ইতি কূটত্রয়পূর্লক সকলত্রিকূটারূপষট্ কূটা অপি যোড়শোভনন্তি । 'যথঃ—প্রীং হ্রীং ক্লীং ং সোঃ ওঁ হ্রীং প্রীং ক এ ঙ্গে ল হ্রীং হ ক হ ল হ্রীং স ক ল হ্রীং সোঃ ং ক্লীং হ্রীং প্রীং ॥ ১ অথ সপ্তদশাক্ষরী—প্রীং ওঁ ক্লীং প্রীং মধ্যেশঙ্করোপাসিতা চতুষ্টয় সোঃ ং ক্লীং প্রীং । অথোনবিংশত্যাক্ষরী—প্রীং হ্রীং ক্লীং প্রীং ং সোঃ ওঁ হ্রীং প্রীং মধ্যে ষট্ কূটা বৈষ্ণবী সোঃ ং ক্লীং হ্রীং প্রীং ইতি যোড়শী প্রকরণং । অত্র একাক্ষরী ক্লীং । অথ দীপনী এতাসাং । ওঁ হ্রীং ক্লীং ং ইত্যুক্তা কামবীজমুচ্চরেৎ । ওঁ ং প্রীং ক্লীং হ্রীং হ স ক ল হ্রীং হ ক ল হ্রীং হ স ক ল হ্রীং ওঁ ং ক্লীং প্রীং হ্রীং ক হ ল স হ্রীং ক হ ল হ্রীং ক হ স ল হ্রীং ওঁ হং সঃ ইত্যুক্তা শক্তিকূটমুচ্চরেৎ । এবং ক্রমেণ জপাদৌ সপ্তধা জপান্তে সপ্তধা জপেৎ ॥ অথ প্রীবিদ্যায়্য মন্ত্রোদ্ধারঃ ॥—ভূমিশ্চন্দ্রঃ শিবোমারশক্তিষুষ্ণধ্বমাননৌ । অর্দ্ধচন্দ্রশ্চ বিন্দুশ্চ নবার্ণো মেরুচ্চ্যতে । মহাজিগুরম্মন্দর্যা মন্ত্রান্নকসমুত্তবাঃ । সকলা ভুবনেশানি কামেশীবীজমুচ্চতং । অনেন সকলাং বিদ্যাং কথয়ামি বরাননে । শক্ত্যন্তে তূর্য্যবর্ণোহয়ং কলামধ্যে

জ্বলোচনে ! বাগ্ ভবং পঞ্চবর্ণাঢ্যং কামবীজমথোচ্যতে । মাদনং শিবচন্দ্রাদ্যং শিবাস্তং মীনলোচনে ॥
 কামবীজমিদং প্রোক্তং যদ্বর্ণং সৰ্বমোহনং । শক্তিবীজং বরারোহে চন্দ্রাদ্যং সৰ্বমোহনং । অস্তার্থঃ ॥
 শক্তিরেকারঃ তুর্য্য ঙ্কারঃ তেন ককার একার ঙ্কার লকার মহামায়া কামরাজকূটং । চন্দ্রঃ
 সকারস্তেন সকারককারলকারমহামায়া ইতি শাক্তকূটং । ইতি কামরাজবিদ্যাকূটজয়েণ ॥ অথ
 লোপামুদ্রা ॥—কামরাজাখ্যবিদ্যায়াঃ শক্তিং তুর্য্যঞ্চ স্মরতি । হিষ্টা মুখে শিবেন্দ্রাঢ্যা জোপা-
 মুদ্রা প্রকাশিতা । অস্তার্থঃ । কামরাজাখ্যবিদ্যায়া বাগ্ ভবে একারমীকারঞ্চ ত্যক্ত্বা হকারং
 সকারঞ্চ দদ্যাৎ । অতঃ সমানং ইয়মগন্ত্যোপাসিতা ॥ মন্ত্রপূজিতা । কামরাজাখ্যবিদ্যায়া বাগ্ ভবেন
 বরাননে । বিদ্যোদ্ধারং প্রবক্ষ্যামি শক্তিমাধিমমধ্যগং । শিবং কুর্য্যাৎ বাগ্ ভবে তু শিবাদ্যং বাগ্ ভবে
 তু শিবাদ্যং কামরাজকং । চন্দ্রাদ্যন্ত তৃতীয়া আদ্বিদ্যায়ং মন্ত্রপূজিতা । অস্তার্থঃ । কামস্ততঃ শিবস্ত-
 দনস্তরমেকারস্তত ঙ্কারাদিত্রয়ং ॥ চন্দ্রাধিতা ॥—সহাদ্যং বাগ্ ভবং দেবি চন্দ্রাদ্যং শিবমধ্যগং ॥
 মাদনং কামরাজে তু শক্তিকূটং সহাসনং । অস্তার্থঃ । সকারহকারাদিকামরাজবিদ্যা
 বাগ্ ভবকূটমস্তাবাগ্ ভবং । সকারস্ততো হকারস্ততঃ কামস্ততঃ শিবস্তত একারস্ততঃ
 ঙ্কারস্ততো মহামায়া ইতি কামরাজকূটং । অস্ত বাগ্ ভবং কূটমেব শক্তিকূটং ॥ কুবের
 পূজিতা ॥—হসাননং বাগ্ ভবস্ত শিবাদ্যং সহমধ্যগং । মাদনং কামরাজে তু তাস্তীয়াং শৃণু
 পার্শ্বতি । হসাদ্যং শক্তিবীজস্ত কুবেরেণ প্রপূজিতা । অস্তার্থঃ । কামরাজাখ্যবিদ্যায়া বাগ্ ভবং
 হসাদ্যক্ষেণ তদ্বাস্তা বাগ্ ভবং । শিবচন্দ্রৌ তথা কামস্ততঃ শিবস্তত একারস্তত ঙ্কারস্ততো
 লকারস্ততো মহামায়া ইতি কামরাজকূটং ॥ দ্বিতীয়াং লোপামুদ্রা ॥—কামরাজাখ্যবিদ্যায়াস্তা-
 তীয়াং স্মরস্মরতি । যদ্বাদ্যং শক্তিবীজং আদ্বিদ্যাগন্ত্যপ্রপূজিতা । অস্তার্থঃ । কামরাজাখ্য-
 বিদ্যায়া যদেব বাগ্ ভবকূটং কামরাজঞ্চাপি তদেব । শক্তিবীজং সহাদ্যমতি বিশেষঃ ॥ নন্দ
 পূজিতা । কামরাজাখ্যবিদ্যায়া বাগ্ ভবে মাদনং ত্যজ । চন্দ্রম্ তত্রৈব সংযোজ্য কামরাজে
 ততঃ পরং । হিষ্টা চন্দ্রং মুখে কুর্য্যাৎ বিদ্যায়ং নন্দিপূজিতা । অস্তার্থঃ । কামরাজবিদ্যায়া
 বাগ্ ভবে কামং ত্যক্ত্বা চন্দ্রং দদ্যাৎ কামরাজে পুনঃ শিবাস্তে চন্দ্রং ত্যক্ত্বা চন্দ্রাদ্যং কুর্য্যাৎ । অতঃ
 সমানং ॥ ইচ্ছোপাসিতা ॥—কামরাজাখ্যবিদ্যায়া হিষ্টা ভূমিং তৃতীয়কে । শক্তিবীজে হিষ্টাং
 দেবি চন্দ্রাধঃ কুরু তত্র চ ॥ তেন শক্তিকূটং চন্দ্রেজ্জকামমহামায়াস্বকং বিদ্যেয়মিচ্ছোপাসিতা ॥
 সূর্য্যপূজিতা ॥—লোপামুদ্রাখ্যবিদ্যায়া দ্বিতীয়ায়া মহেশ্বরী । কামরাজে ভূমিং হিষ্টা তাস্তীয়ে স
 ক গ শিবঃ ॥ অস্তার্থঃ ॥ দ্বিতীয়লোপামুদ্রায়াঃ কামরাজকূটে সকারং ত্যজে ॥
 তৃতীয়কূটেহস্ত্যসকারোপরি ককারং দদ্যাৎ শঙ্করোপাসিতা ॥—লোপামুদ্রাং দ্বিতীয়াস্ত বিলিখ্য
 স্মরস্মরতি । পুনর্বিলিখ্যতামেব চতুর্থে পঞ্চমে হিষ্টাং । হিষ্টা তু ভুবনেশানীমেকোচ্চারেণ
 চোচ্চরেৎ । চতুর্কূটা মহাবিদ্যা । শঙ্করেণ প্রপূজিতা । অস্যার্থঃ । দ্বিতীয়াং লোপামুদ্রাং
 বিলিখ্য পুনরপি তামেব বিলিখ্য চতুর্থকূটে পঞ্চমকূটে চ হিষ্টাং ভুবনেশানীং ত্যক্ত্বা একো-
 চ্চারেণোচ্চরেৎ । উচ্চারণস্ত পূর্ব্বং ত্রিকূটমুচ্চার্য্য কাম একারস্ত্যুর্য্যস্ত শশঙ্ক কন্দর্পশিবেন্দ্র-
 চন্দ্রশিবকন্দর্পেন্দ্রমহামায়া উচ্চরেৎ । ষট্ কূটা বৈষ্ণবী । লোপামুদ্রাং পুনর্দেবি বিলিখেতদনন্তরং ॥
 নন্দিকেশ্বরবিদ্যা চ ষট্ কূটা বৈষ্ণবী ভবেৎ ॥ অস্যার্থঃ ॥ পুনঃ শঙ্কস্বরসাৎ দ্বিতীয়লোপামুদ্রা-
 মিত্যর্থঃ ॥ হর্যাসঃ পূজিতা ॥—কামরাজাখ্যবিদ্যায়াত্রিকূটেষু বরাননে । যা হিষ্টা ভুবনেশানী
 বিবিধা সা মহেশ্বরী । বিন্দুহীনা নাদহীনা হর্যাসঃ পূজিতা ভবেৎ । ত্রিকূটান্ত ভুবনেশানীং
 বিধা বিভজ্য নাদবিন্দুহীনং কৃৎস্না উচ্চরেৎ ॥ পারিতাবিকী বোড়শী ॥—চন্দ্রাস্তং বরুণাস্তঞ্চ
 শক্রাদিসহিতং পৃথক্ । বামাক্ষিবিন্দুনাদাঢ্যং বিমাতৃককলাস্বকং । বিদ্যাদৌ যোজয়েদেবি
 সাক্ষাৎ কাগ্রংস্বরূপিণী । ত্রিকূটা সকলাভোদা পঞ্চকূটা ভবন্তি হি । বৈষ্ণবী বস্তুকূটা স্যাৎ
 ষট্ কূটা শাক্তরী ভবেৎ ॥ অস্যার্থঃ ॥ চন্দ্রাস্তং হকারঃ বরুণাস্তং শকারঃ শক্রাদি রেফঃ ॥

বামাক্ষি ঈকারঃ বিদ্যাদৌ পূৰ্ণবিদ্যাদৌ । বিদ্যাশিক্ষিতা দেবি শিবশক্তিময়ী সদা । তদা তেদাশ্চ
সকলাঃ ষট্ কৃতা পরমেশ্বরী । বৈষ্ণবী নবকৃতা স্যাৎ সপ্তকৃতা চ শাক্তরী । অস্যার্থঃ ॥ পূৰ্ণোক্তবীজধর-
বতী বেদাদিশ্রবঃ প্রণবমণ্ডিতা আদৌ ভূষিতা ॥ অথ মহাবোড়শী । আদ্যবীজধরঃ ভদ্রে
বিপরীতক্রমেণ হি । বিলিখ্য পরমেশানি ততোহুতানি সমুদ্বরেৎ ॥ অন্তর্গতী বরারোহে
কুমারী ত্রিপুরেশ্বরী । এতিস্ত পঞ্চসংখ্যাতৈর্বীজৈঃ সপ্তুতিতাং যজ্ঞেৎ । ষট্ কৃতাঃ পরমেশানি
বিদ্যেয়ং বোড়শাক্তরী । ত্রিকুটা সকলা ভদ্রে বোড়শার্ণা ভবন্তি হি । বৈষ্ণব্যোকোনবিশর্ণা
শৈবী সপ্তদশাক্তরী । অস্যার্থঃ । আদ্যবীজধরঃ মায়ারমাস্বকং তস্য বিপরীতক্রমঃ । আদৌ
রমাং পশ্চান্ময়া । অন্তর্মধ্যে স্থিতং কামবীজং যুগ্মে আদৌ যগ্যাঃ কুমার্যাঃ এতিস্ত পঞ্চ-
সংখ্যাতৈর্বীজৈঃ ষট্ কৃতাং সপ্তকৃতাং নবকৃতাং সম্পুটিতাং সম্পুটবৎকৃতাং তেন অমুলোম-
বিলোমতঃ পুটিতামিত্যর্থঃ । অস্যাপকর্ষং লিখ্যতে । ক্রজ্যামলে । শ্রীমায়ামাদনো বাণী
পরতারং শিবপ্রিয়া । হরিপ্রিয়া ত্রিকুটা সা পরা বাণী মনোভবঃ । মায়ালক্ষ্মী মহাবিদ্যা
শ্রীবীজবোড়শাং পরা । একাক্ষরীমাহ অস্যাঃ । তাং বিদ্যাং শৃণু দেবেশি কামবিন্দুবিন্দুবিভূষিতং ॥
নাদবিন্দুকলাভেদা তুরীয়ঃ স্বরসংযুক্তঃ । মহাশ্রীমূলরীবিদ্যা মহাত্রিপুরসুন্দরী । ককারে সর্ক-
সুৎপরং কামকৈবল্যদায়কং । লকারে সকলৈশ্বর্যমীকাদ্রে সর্কসৌখ্যদং । এবং বীজত্রয়ং
ভদ্রে বিদ্যানাং সারসংগ্রহঃ ॥ অতঃ পরং গ্রন্থগৌরবায় লিখ্যতে ॥ অথ শ্রীবিদ্যানাং দীপনী ।—
তারং লক্ষ্মীঞ্চ বাণীজং মাদনং ভুবনেশ্বরীং । এতজ্জপ্তা ততঃ পশ্চাৎ বাগ্ভবাদ্যং সমুচ্চরেৎ ।
প্রণবং ভুবনেশানীং রমাং কামঞ্চ বাগ্ভবং । কামবীজং ততো জপ্তা । ত্রৈলোক্যকোভকারকং ॥
ওঙ্কারং চৈব বাণীজং রমাং মদ্যথমায়রা । স্বপ্রাবতীং মহাদেবি জপেত্তত্র সমাহিতঃ । প্রণবং চাধরং
কামং রমাঞ্চ ভুবনেশ্বরী । মধুমতীং ততোজপ্তা মায়াম্ শ্রীকূর্ববীজকং । প্রণবাদ্যঞ্চ দেবেশি হংস-
বীজপটীকৃতং । এতদ্বীজং সমুচ্চাৰ্য্য শক্তিকূটং ততো জপেৎ । এষা তু দীপনী প্রোক্তা অজপা প্রাণ-
রূপিণী । জপনিয়মস্ত ।—জপেদাদৌ জপেৎ পশ্চাৎ সপ্ত বারমহুক্রমাৎ ॥ অথ স্বপ্রাবতী ।—
শিবোমাদনশক্তে চ শক্তিস্ত ভুবনেশ্বরী । মহেশঃ ব্রহ্মা হংসস্ত চক্রোহপি পরমেশ্বরী । মহেশং
শক্তিকামশ্চ পুরন্দরো বিজয়ন্তথা । অগ্নিমাংসকলাযুক্তং নাদবিন্দুবিন্দুবিভূষিতং । হংসো হকারঃ ময়া ।
কলা ঈকারঃ ॥ এষা স্বপ্রবতী পঞ্চদশাঙ্ঘিকা ॥ অথ মধুমতী ।—ব্রহ্মা মহেশ ইন্দ্রশ্চ পক্তিশ্চ ভুব-
নেশ্বরী । ব্রহ্মা বিদ্যমরুচ্ছক্রস্তং পরা ভুবনেশ্বরী । মাদনং সৌমচক্রো চ শক্তশ্চ ভুবনেশ্বরী ।
মরুৎ যকারঃ এষা মধুমতী । অস্যা যন্ত্রং । বিন্দুমৎ ব্যস্তং অষ্টকোণং এতত্রয়ং সংহারচক্রং ।
ষিদ্দিশাক্ষরং চতুর্দশাক্ষরং স্থিতিচক্রমেতত্রয়ঃ অষ্টপত্রে বোড়শদলং বৃত্তত্রয়ং চতুর্দারসমায়ুক্তমে-
তৎ সৃষ্টাঙ্ঘিকং । তদ্রুতং যামলে । বিন্দুত্রিকোণ-বিন্দুকোণ-দশারম্বম্বলনাগদল-সজত
বোড়শ্পরং । বিভূষিতঞ্চ ধরনীং চ মদনত্রয়ঞ্চ শ্রীচক্ররাজমুদিতং পরদেবতায়াঃ ॥ অত্র কৈন্দং
নাস্তি । অথ প্রাচণ্ড্যচিকামস্তাঃ । লক্ষ্মীং লজ্জাং ততেমোয়াং মাত্রাং দ্বাদশিকামপি । বজ্র-
বৈরোচনীয়ে হে মায়ে ফট্ স্বাহা ॥ যুতং । শ্রীং ক্লীং হ্রীং ঐং বজ্রবৈরোচনীয়ে হ্রীং হ্রীং
ফট্ স্বাহা ॥ ১ কামাত্রাং বাগ্ভবাত্রাং বা মায়াত্রাং বা জপেৎ স্তবীঃ । লক্ষ্মীয়াত্রাং বা জপেদ্বিত্রাং
চতুর্লগ্নফলপ্রদাং ॥ ক্লীং হ্রীং শ্রীং ঐং বজ্রবৈরোচনীয়ে হ্রীং হ্রীং ফট্ স্বাহা ॥ ২ ঐং শ্রীং ক্লীং
হ্রীং বজ্রবৈরোচনীয়ে হ্রীং হ্রীং ফট্ স্বাহা ॥ ৩ হ্রীং শ্রীং ক্লীং ঐং বজ্রবৈরোচনীয়ে হ্রীং হ্রীং
ফট্ স্বাহা ॥ ৪ সুনিমতে তু মন্ত্রান্তরং । শ্রীং হ্রীং হং ঐং বজ্রবৈরোচনীয়ে হং হং
ফট্ স্বাহা ॥ ৫ অয়ং মন্ত্রঃ ক্লীং বীজাদিঃ হং বীজাদিঃ ঐং বীজাদিশ্চেতি । মন্ত্রান্তরং ।
হ্রীং মাদনং লক্ষ্মীর্বাগ্ভবং কূর্বমেব চ । অজ্ঞাতাচ্ছিন্নমস্তা চ মহাবিষ্টা প্রকাশিতা ।
হ্রীং ক্লীং শ্রীং ঐং ফট্ স্বাহা ॥ মন্ত্রান্তরং ॥ ভুবনেশী কূর্ববীজঞ্চ বাগ্ভবং তদন-
ন্তরং । বজ্রবৈরোচনীয়ে চ হং ফট্ স্বাহা ততঃ পরং । হ্রীং ক্লীং হং ঐং হ্রীং বজ্রবৈ-

হুটানাং বাচং ইত্যুক্তা। মুখং শুভ্রং কীৰ্ত্তয়েৎ। জিহ্বাং কীলয় বুদ্ধিং বিনাশয় পদং বদেৎ ॥
 পুনর্বাঁজং ততস্তারং বহির্জায়াবধির্ভবেৎ। তান্নাদিকা চতুর্জিংশদক্ষরী বগলামুখী ও হ্রীং বগলামুখী
 সর্কলুটানাং বাচং মুখং শুভ্রং জিহ্বাং কীলয় বুদ্ধিং নাশয় হ্রীং ও স্বাহা ॥ অথ কর্ণশিপি-চিহ্নমন্ত্রঃ।
 ও কর্ণশিপিচি বদাতীতানাগতং হ্রীং স্বাহা। অথ মঞ্জুষোষমন্ত্রঃ। মাতৃকাং সযুক্ত্য বহ্নি-
 স্বীজং সমুদ্বরেৎ। বামাংশং কুর্চসংজ্ঞকং ততোহনেন সমুদ্বরেৎ। মীনেশকং ততঃ কুর্চ্যামনেনৈন্দু-
 সংযুতম্। অরবচধীং। ইয়ং দীপনী। মন্ত্রস্ত উচ্যতে। অঙ্কুশং শক্তিবীজকং রমাবীজং ততঃ
 পরম্। বীজত্রয়াঙ্ককোমদ্বোজাডোষধাত্তানশকঃ। ক্রৌং হ্রীং ত্রীং। শক্তিবীজং রমাবীজং
 কামবীজং ততঃ প্রিয়ে। ত্রীং দ্রীং। হকারো বহির্মাক্রো বামনেত্রবিভূষিতঃ হ্রীং। অথ
 তারিণীমন্ত্রঃ। বর্গাদ্যাং বহিঃসংযুক্তং বামাক্ষিপরিভূষিতম্। নাদবিন্দুসমায়ুক্তঃ বহসিদ্ধি-
 প্রদায়কম্। পুনশ্চতুর্মুখং দেবি নক্সং বিভূষিতম্। স্বরেণৈব চতুর্থেন চক্রখণ্ডেন চ প্রিয়ে।
 লাক্ষিতং বৈ মহাবীজং চতুর্দশকলাপ্রদম্। ততঃ কৃষ্ণপদকোক্তা ততো দেবিপদং স্মৃতম্। হ্রীং
 কারকং ততো দদ্যাৎ খপূর্মুদ্বরেত্ততঃ। জকারেণ চ রেফেণ মকারেণ বিভূষিতম্। ততো
 বাগ্ভবমুচ্চার্য মন্ত্রমেনং সমুদ্বরেৎ ॥ ১ ॥ ক্রীং ক্রীং কৃষ্ণদেবি হ্রীং ক্রৌং ঐ ॥ অথ সারস্বতকল্প।
 অনন্তং বিন্দুনা যুক্তং বামগণ্ডান্তভূষিতম্। জপেদ্বাদশলক্ষন্ত যুদ্ধোহপি বাক্যপতির্ভবেৎ। ঐ ॥
 অথ কামকল্পঃ। আদৌ শূণ্ণমহামন্ত্রং বাগ্ভবাদিনমোহন্তকম্। বহ্যাসনং শিবং শান্তং বিন্দুশাঙ্ক-
 বিভূষিতম্। ঠকারং বিন্দুনা যুক্তং চতুর্দশস্বরাদিতম্। ডেস্টাচ চণ্ডিকা চৈব মন্ত্রঃ প্রোক্তো-
 দশাক্ষরঃ ॥ ঐ হ্রীং ত্রীং চৈ চণ্ডিকায়ৈ নমঃ। মায়াবীজং সমুদ্বৃত্য রমাবীজং ততঃ পরম্।
 কাত্যায়নী পদং ডেস্টং বহুর্ভার্য্য ততঃ পরম্। হ্রীং ত্রীং কাত্যায়ন্যৈ স্বাহা ॥ অথ জগদ্ধাত্রী
 হুর্গামন্ত্রাঃ ॥ খাস্তবীজং সমুদ্বৃত্য বামকর্ণবিভূষিতম্। ইন্দুরিন্দুসমায়ুক্তং বীজং পরমহুগ্ধম্।
 দুং ॥ ১ ॥ বিবিধা সা মহাবিদ্যা তচ্ছৃণু গণেশ্বর। কুর্চাদ্যাং বা জপেদ্বিদ্যাং তদন্তে বহ্নি স্মরীম্।
 লজ্জাদ্যাং বা জপেদ্বিদ্যাং ফড়ন্তাং বা জপেৎ সূখীঃ। বধুবীজযুতাং বাপি স্বাহান্তাং বা জপেৎ পুনঃ।
 লক্ষ্যাদ্যাং বা জপেদ্বিদ্যাং চতুর্দশকলাপ্তয়ে। বাগ্ভবাদ্যাং জপেদ্বিদ্যাং প্রণবাদ্যাং জপেৎ পুনঃ ॥
 কামবীজাদিকাং বাপি কড়ন্তাং বা জপেৎ সূখীঃ ॥ হুং দুং স্বাহা ॥ ২ ॥ হ্রীং দুং ফট্ ॥ ৩ ॥ ক্রীং দুং স্বাহা।
 ৪ ॥ ত্রীং দুং ফট্ ॥ ৫ ॥ ঐং দুং ফট্ ॥ ৬ ॥ ওঁ দুং ফট্ ॥ ৭ ॥ ক্রীং দুং ফট্ ॥ ৮ ॥ অথ বিশালাক্ষীমন্ত্রঃ
 প্রবদ্যাম্ সমুদ্বৃত্য মায়াবীজং সমুদ্বরেৎ। বিশালাক্ষীপদং ডেস্টং হৃদস্তং মন্ত্রমুদ্বরেৎ। ওঁ হ্রীং
 বিশালাক্ষ্যৈ নমঃ ॥ অথ গৌরীমন্ত্রঃ ॥ হ্রীং গৌরি রুদ্রদয়িতে যোগেশ্বর সর্বম্ ফট্। ষিঠান্তঃ
 ষোড়শার্ণোহয়ং মন্ত্রঃ সঙ্ক্তিরুদীরিতঃ। হ্রীং গৌরি রুদ্রদয়িতে যোগেশ্বর হুং ফট্ স্বাহা ॥ অথ
 ব্রহ্মশ্রীমন্ত্রঃ ॥ হ্রীং নমো ব্রহ্মশ্রীরাজিতে রাজপূজিতে জয়ে বিজয়ে গৌরি গান্ধারি ত্রিভুবনবশকরি
 সর্কলোকবলধারি সর্কলীপুরুষবশকরি মহর্ষোন্নরাবে হ্রীং স্বাহা। অথ ইন্দ্রমন্ত্রঃ। ইং ইদ্রায়
 নমঃ ॥ অথার্দ্রপটী ॥ ওঁ নমো ভগবতি চামুণ্ডে রক্তবাসসে অপ্রতিহতরূপপরাক্রমে অমুকবধে ॥
 বিচেতসে স্বাহা। আর্দ্ররক্তপটেনাবৃতঃ সমুদ্রগামিনীনদীতীরে উত্তরভূমৌ দক্ষিণামুখ উর্দ্ধ-
 বাহর্জপেৎ। যাবৎ পটঃ শুভ্যতি তাবৎ প্রাণাঃ শুভ্যন্তি শত্রোঃ ॥ অথ অশানভৈরবী মন্ত্রঃ ॥
 অশানভৈরবী নরকধিরাস্ত্রিবসাত্তক্ষিণি সিদ্ধিং মে দেহি মম মনোরথান্ পুরয় পুরয় হুং ফট্ স্বাহা ॥
 অশানভৈরবীমন্ত্ৰেণ যাবৎ ক্রুরকর্ণি প্রয়োগঃ কর্তব্যঃ ॥ অথ জ্বালামালিনী ॥ ওঁ নমো ভগবতি
 জ্বালামালিনি গুণগণপরিবৃত্তে হুং ফট্ স্বাহা ॥ অথ মহাকালী ॥ ক্রোং ক্রোং ক্রোং ক্রোং পশুন্
 গৃহাণ হুং ফট্ স্বাহা ॥ অশ্বকমন্ত্রঃ ॥ অশ্বকং যজামহে স্নগন্ধিং গুপ্তিবর্ধনং। উর্দ্ধাশ্বকমিব বজ্রনা
 স্ততোমুক্ষীয়মামৃতাং ॥ অথ মৃতসঞ্জীবনীমন্ত্রঃ ॥ ওঁ হৌ ওঁ জুং সঃ ওঁ ভূভূবঃ স্বঃ ওঁ অশ্বক-
 মিত্যাদি। ওঁ হৌ ওঁ জুং সঃ ওঁ ভূভূবঃ স্বঃ ॥ আকর্ষণী ॥ ওঁ তৎ। শ্রীবীজং মায়ং বীজং
 লজ্জাবীজং সমুদ্বরেৎ। প্রথমং প্রণবং দদ্বা ত্রিপুরাপদমন্ততঃ ॥ অমুকীং দেবতারূপং চিন্তনঃ

পরমেশ্বর। মন্ত্রাঙ্কিত দেহস্ত মন্ত্রবাচ্যেন দেবতা। অমুকীতি ঋদবন্দ্যমাকর্ষয় বিধা পদম্। স্বাহাঃ
মন্ত্রমুক্তা অপেক্ষহস্তকম্। ঈঃ ক্লীঃ ক্লীঃ ওঁ ত্রিপুরাদেবি অমুকীমাকর্ষয় আকর্ষয় স্বাহা ॥
অথ বিধেঃমন্ত্রঃ ॥ ওঁ মহাভৈরবায় শশানবাসিনে অমুকয়োর্কির্বেষণং কুরু কুরু হং ফট্
স্বাহা ॥ অথোচ্চাটনমন্ত্রঃ। ওঁ নমঃ কাকতুণ্ডি ধবলামুখি অমুকমুচ্চাটয় হং ফট্ ॥ অথ
সুখপ্রসবমন্ত্রঃ ॥ ওঁ মন্থ মন্থ ক্রহি ক্রহি ক্রহি বাহি লম্বোদর মুঞ্চ মুঞ্চ স্বাহা। ওঁ মুক্তাঃ পাশা শিপা
শার্শ মুক্তাঃ সুর্যোগ রশ্ময়ঃ। মুক্তাঃ সর্বভয়াদগর্ভঃ ক্রহেহি মারীষ মারীষ স্বাহা ॥ এতদন্যতরোচ্চাট-
বারং জলমভিমন্ত্র্য পেয়ং। ততঃ সুখপ্রসবো ভবতি। অথাদর্শনং। ওঁ হু ফট্ কালি কালি
মহাকালি মাংসশোণিতং খাদয় দেবি মা পশুতু মানুষ্যে হু ফট্ ॥ অথ সর্কাসাং নিত্য-
পূজাবিধিঃ সংক্ষেপতো লিখ্যেত। আদাবৃষাদিকোত্তাসঃ করণদ্বিস্ততঃপরং। অমূল্যবাপকত্বাসৌ
হৃদাদিত্তাস এব বা। তালত্রয়ঞ্চ দ্বিঘৃকঃ প্রাণায়মন্ততঃ পত্। ধ্যানং পূজা জপশ্চেতি সর্বমন্ত্রেষণং
বিধিঃ। পূজা তু মূলদেবতায়ঃ। এবঞ্চ মাতৃকাত্তাসোহপ্যাবশ্যকঃ। তথা চ জপার্থং সর্বমন্ত্রাণাং
বিজ্ঞাসঞ্চ লিপেক্ষিনা। কৃতঞ্চ নিষ্ফলং বিদ্যাভ্যাসাদাদৌ লিপিং ত্রসেৎ ॥

ইতি মন্ত্রকোষঃ সমাপ্তঃ।

